# বিশ্ব কাপ ফুটবল

চিরঞ্জীব

# বিশ্ব কাপ ফুটবল



চিরঞ্জীব

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স * ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট * কলকাতা ৭০০০৭৩

যে ভারতীয় দল বিশ্ব কাপ

ফুটবলের ফাইনাল রাউণ্ডে

প্রথম খেলবে, তাদের জন্য

## নিবেদন

কোন দেশে বেসবল, কোন দেশে ফুটবল ( হাতে খেলার ), কোন দেশে আইস হকি, কোন দেশে বা টেস্ট ক্রিকেট সবচেয়ে জনপ্রিয়। কিন্তু পৃথিবী জুড়ে অধিকাংশ মানুষকে টানে একটিই খেলা। তার নাম 'সকার'— আমরা যাকে ফুটবল ( পায়ে খেলা হয় ) বলি। প্রথম আন্তর্জাতিক ফুটবল হয়েছিল ১৮৭২য় গ্লাসগোয় স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে। তারপর বহুকাল কেটেছে। প্রথম বিশ্ব কাপ ফুটবল হয় উরুগুয়েতে ১৯৩০-এ, গ্লাসগোর ঐ খেলার ৫৮ বছর পর। ১৩টি দেশকে নিয়ে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়, এবার মেক্সিকোয় তার ত্রয়োদশ প্রতিযোগিতা।

বিশ্ব কাপ ফুটবলের আদ্যোপান্ত নিয়ে ভারতীয় ভাষায় প্রথম বই এবং তা বাংলাতেই বের হয় ১৯৭৫য়। এই লেখকেরই সেই বইয়ের এটি দ্বিতীয় সংস্করণ বলা যেতে পারে। কিন্তু ১৯৭৫-এর বিশ্ব কাপ ফুটবল ও ১৯৮৬র বিশ্ব কাপ ফুটবলে পার্থক্য অনেক। কারণ তারপর আরও দুটি প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছে। ১৯৭৪য় যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল ৯৩টি দেশ, তা বেড়ে এখন ১১০-এর ওপর। ফুটবল এগিয়েছেও অনেক। প্রতিবারই উদিত হচ্ছেন নতুন নতুন তারকা ফুটবলার। প্রতিবারই মাঠে ঘটছে নতুন নতুন নাটক ঘটনা। যা উপন্যাসের চাইতে আকর্ষণীয়, অ্যাডভেঞ্চার অপেক্ষা রোমাঞ্চকর। এসব গুণেই ফুটবল টেনে আনছে তার কাছে আপামর জনসাধারণকে। আমরা—ভারতীয়রা, বাংলা ভাষাভাষীরাও দূরে নই, বরং ফুটবল যেন আমাদের রক্তে। এই খেলা আমাদের শরীরকে দলিত মথিত করে। এই খেলা রক্তে চাপ বাড়ায়। ফুটবল অপার আনন্দে ভরিয়ে তোলে মনকে।

১৯৩০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত বিশ্ব কাপ ফুটবল কীভাবে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়েছে। অগ্রগতি হয়েছে যেমন তার খেলায়, তেমনি সংগঠনায়, পরিচালনায়। বিশ্ব কাপ ফুটবলের বিবর্তন হয়েছে পোশাকেও। তাই মুণ্ডিয়ল ১৯৩০ থেকে 'এস্পানা-৮২' পর্যন্ত যেমন প্রতিটি খেলার বিবরণ, ঘটনাবলী ; তেমনি শুরু থেকে প্রতিটি বিশ্ব কাপের ছবিও এখানে দেওয়া হল।

যথাসম্ভব নিখুঁত বা নির্ভুল করার চেষ্টা হয়েছে। তবুও স্বীকার করছি ভুল থাকতেই পারে। যেমন নানা দেশের খেলোয়াড়দের নামের

উচ্চারণ। ফরাসী ভাষায় এক রকম স্প্যানিশে আর এক। ইংরাজি বা রুশীতে আবার ভিন্ন।

পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ—কোনরকম তথ্যগত ভুল থাকলে অবিলম্বে যেন জানান।

'বিশ্ব কাপ ফুটবল' প্রকাশে অনেকের কাছ ঋণী। তবে নাথ পাবলিশিং-এর তরুণ বন্ধু শ্রীসমীরকুমার নাথ এগিয়ে এসেছিলেন বলেই এটি বের হল '৮৬-র মুণ্ডিয়লের আগে।

কলকাতা। ১৫ মে
১৯৮৬

বিনীত
**চিরঞ্জীব**

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ফিফা। ফিফার প্রাক্তন সভাপতি স্যর স্ট্যানলি রাউস। ফিফার বর্তমান সভাপতি জোয়াও হ্যাভোলাঞ্জ। ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রাজিল, পূর্ব জার্মানী, উত্তর কোরিয়া, ইতালি ও মেক্সিকোর জাতীয় ফুটবল ফেডারেশন। দ্য গার্ডিয়ান—লণ্ডন। টাইম ও নিউজউইক—আমেরিকা। স্পোর্ট ইন দ্য ইউ এস এস আর—মস্কো। স্ক্যালা—পশ্চিম জার্মানী। স্পোর্ট চেকোস্লোভাকিয়া। জি ডি আর স্পোর্টস—বার্লিন। ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস—লণ্ডন। ওয়ার্ল্ড সকার—লণ্ডন। ওয়ার্ল্ড সকার ফ্রম এ টু জেড—নরম্যান বারেট। জাতীয় গ্রন্থাগার—কলকাতা। ইউ এস আই এস—কলকাতা। অমিয় তরফদার। সোভিয়েত বার্তা বিভাগ—কলকাতা ও দিল্লি। তথ্য বিভাগ—ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী—কলকাতা। তথ্য বিভাগ জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক—দিল্লি। অতুল মুখার্জি। পাহাড়ী রায় চৌধুরী। ইত্যাদি প্রকাশন গ্রন্থাগার। এম্পানা-৮২। খেলার আসর। প্রয়াত সাংবাদিক ডেভিড ব্রাউন। রবীন্দ্র লাইব্রেরি। গৌতম রায়। চন্দ্রিমা বিশ্বাস। এবং নাথ পাবলিশিং-এর কর্মীবৃন্দ।

১

9
8
COUPE DU MONDE 1938

BRASIL

২২

২৮

২৯

১৪
১৫

৩৬

৩৬ক

৩৭

৩৮

৪০

85

82

৪৩

৪৪

89

86
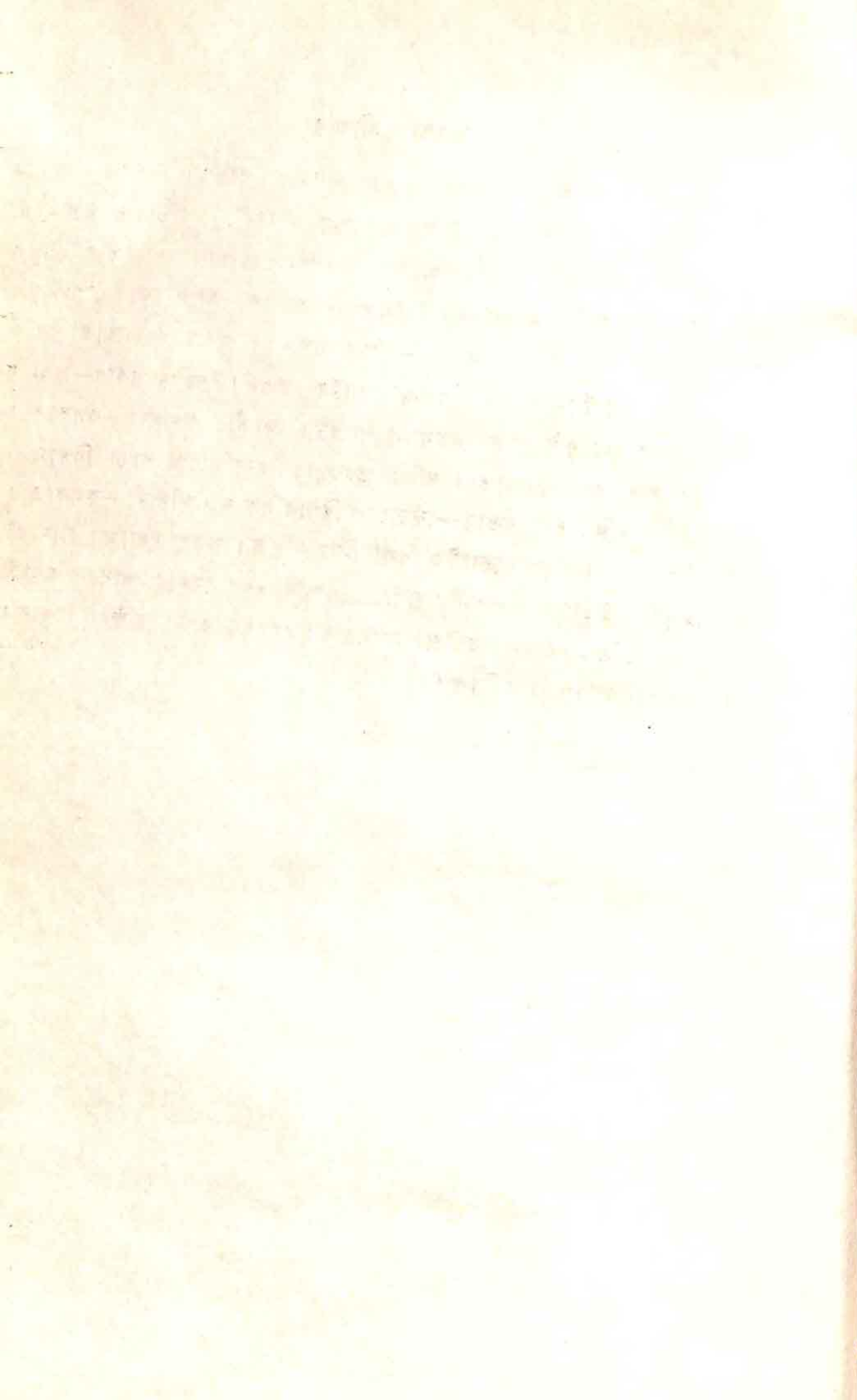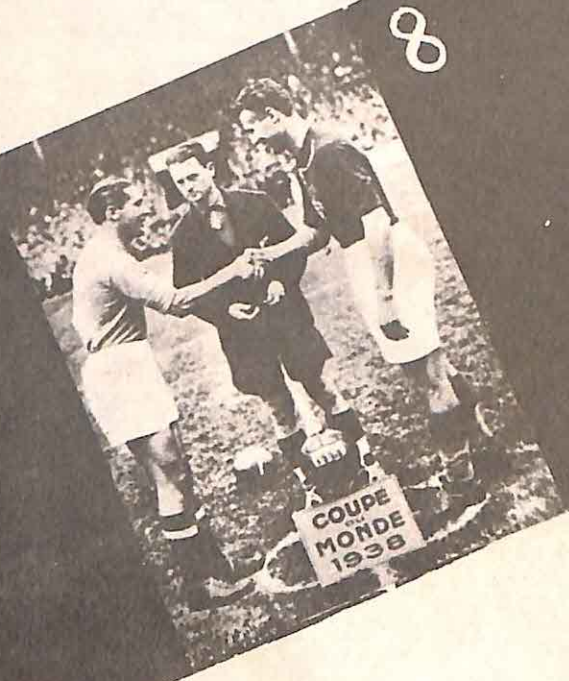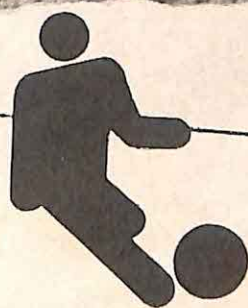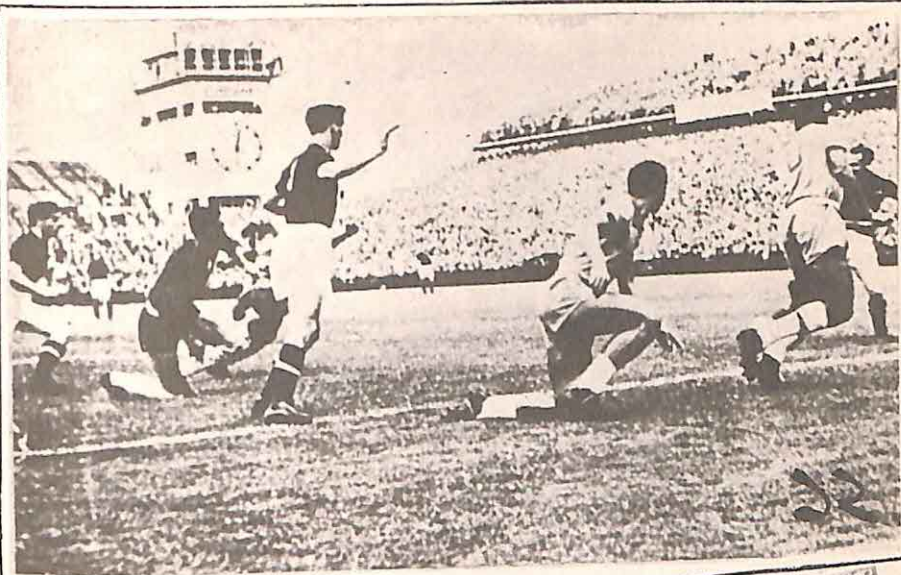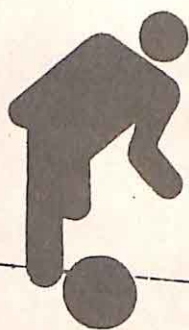
# COPA MUNDIAL DE FUTBOL 1982

GRUPO I
VIGO-CORUÑA
1 ITALIA
2 POLONIA
3 PERU
4 CAMERUN

GRUPO II
GIJON-OVIEDO
5 ALEMANIA-R.FED
6 ARGELIA
7 CHILE
8 AUSTRIA

GRUPO III
ALICANTE-ELCHE
9 ARGENTINA
10 BELGICA
11 HUNGRIA
12 EL SALVADOR

GRUPO IV
BILBAO-VALLADOLID
13 INGLATERRA
14 FRANCIA
15 CHECOSLOVAQUIA
16 KUWAIT

GRUPO V
VALENCIA-ZARAGOZA
17 ESPAÑA
18 HONDURAS
19 YUGOSLAVIA
20 IRLANDA NORTE

GRUPO VI
SEVILLA-MALAGA
21 BRASIL
22 U.R.S.S.
23 ESCOCIA
24 N. ZELANDA

৫৮
৫৯
৬০
৬১

৬৩

-Cola
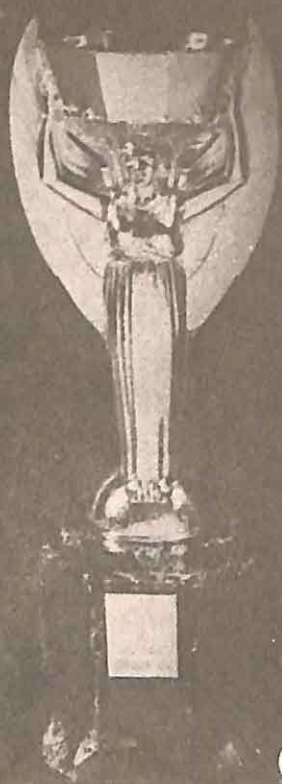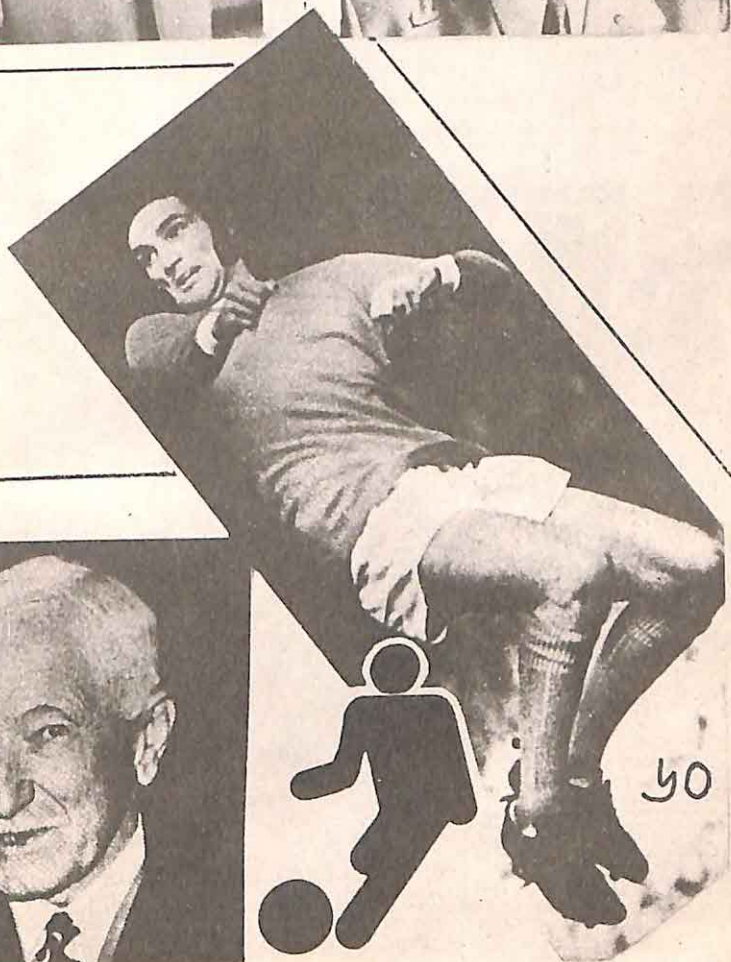
## চিত্র পরিচিতি

১। ১৯৩০ : বিজয়ী উরুগুয়ে। পিছনে ( বাঁদিক থেকে ) গেস্টিডো, নাসাজি, বালেসতেরোস, ম্যাসকুইরনি, আন্দ্রাদে, ফার্নান্ডেজ। সামনে—ডোরাডো, স্ক্যারন, ক্যাস্ত্রো, সি, ইরিয়ার্টে।

২। ১৯৩৪ : ফাইনালের নির্দিষ্ট সময়ে ১-১ হওয়ার পর অতিরিক্ত সময় শুরুর আগে ইতালি-ম্যানেজার ভিট্টরিও পোজো ( বাঁয়ে ) ও অধিনায়ক কম্বি ( মাঝে ) আলোচনা করছেন।

৩। ১৯৩৮ : বিজয়ী ইতালি দল স্বদেশে ফিরলে অভিনন্দন জানান বেনিটো মুসোলিনি।

৪। ১৯৩৮ : ফাইনালের আগে ইতালির অধিনায়ক মিজ্জা ও হাঙ্গেরির অধিনায়ক সারোশি।

৫। ১৯৩৮ : বিজয়ী ইতালি। ম্যানেজার ভিট্টরিও পোজোর হাতে বিশ্ব কাপ।

৬। ১৯৫০ : বিজয়ী উরুগুয়ে। ( খেলোয়াড়রা ) পিছনে—ভারেলা, তেজেরা, গামবেট্টা, গঞ্জালেস, মাসপালি, আন্দ্রাদে। সামনে—ঘিঘিয়া, পেরেজ, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো, মরান।

৭। ১৯৫০ : মারকানা স্টেডিয়ামে ব্রাজিল : উরুগুয়ে শেষ ম্যাচের আগে।

৮। ১৯৫০ : ১-০য় ইংল্যান্ডকে হারাবার পর সমর্থকদের কাঁধে এক আমেরিকান খেলোয়াড়।

৯। ১৯৫৪ : ফরাসী গোলরক্ষককে পরাস্ত করছেন ব্রাজিলের ভাভা।

১০। ১৯৫৪ : ইংল্যান্ডের টমি টেলর ( ১০ ) ও ডেনিস উইলশ ( ১৫ ) পারলেন না সুইস গোলরক্ষক পারনিয়ারকে হারাতে।

১১। ১৯৫৪ : বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী। পিছনে—শোপ হারবার্জার, ফ্রিৎজ ওয়াল্টার, হেলমুট রান, পসিপাল একেলে, লিবরিশ, ওটমার ওয়াল্টার, শোফার, মরলক। সামনে—কার্লমে, টনি টুরেক, ওয়ার্নার, কোহলমেয়ার।

১২। ১৯৫৪ : ব্রাজিল-হাঙ্গেরি 'বার্ন'-এর যুদ্ধ'।

১৩। ১৯৫৪ঃ বার্নের যুদ্ধের আগে হাঙ্গেরি দল।

১৪। ১৯৫৮ঃ জুল রিমে প্রথম জেতে ব্রাজিলের ম্যানেজার ফিওলার কাপে চুম্বন করছেন।

১৫। ১৯৫৮ঃ পেলের হেড ক্লিয়ার করছেন সুইডেনের গোলরক্ষক কালে স্বেনসন।

১৬। ১৯৫৮ঃ ১৭ বছর বয়সে বিশ্ব কাপে পেলে।

১৭। ১৯৫৮ঃ ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামের প্রবেশ মুখে বিজয়ী ব্রাজিল দলের সকলের নামসহ ফলক।

১৮। ১৯৫৮ঃ সুইডেনের হিন্ডাস অরণ্যে সোভিয়েত দল।

১৯। ১৯৫৮ঃ ফাইনালে গ্যারিঞ্চার অগ্রগতি।

২০। ১৯৫৮ঃ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মেক্সিকান গোলরক্ষক।

২১। ১৯৬২ঃ বিজয়ী ব্রাজিল। পিছনে—জালমা স্যান্টোস, জিটো, জিলমার, জোজিমো, নিল্টন স্যান্টোস, মাউরো। সামনে—মাসাসিস্টা (ম্যাসিওর), গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, অমারিল্ডো, জাগালো।

২২। ১৯৬২ঃ ইতালি-চিলি ম্যাচে ইতালিরম্যাশিওর নাক ভেঙে গেলে সতীর্থরা শুশ্রূষা করছেন।

২৩। ১৯৬৬ঃ ফাইনালে নির্দিষ্ট সময়ের শেষ মিনিটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ২-২ করল।

২৪। ১৯৬৬ঃ কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে দেশকে বাঁচাচ্ছেন বিখ্যাত সোভিয়েত গোলরক্ষক লেভ ইয়াচিন।

২৫। ১৯৬৬ঃ রাণী এলিজাবেথের হাত থেকে ট্রফি নিচ্ছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক ববি মুর।

২৬। ১৯৬৬ঃ ফ্রান্সের সঙ্গে ১-১ করার পর মেক্সিকানদের আনন্দ।

২৭। ১৯৬৬ঃ পোর্তুগাল দল (পিছনে) বাপতিস্তা, মোরেস, গ্রাকা, কুনসিকাও, লুকাস, পেরিরা। (সামনে) অগাস্টো, টরেস, ইউসেবিও, কলুনা, সিমোস।

২৮। ১৯৬৬ঃ পোর্তুগাল হারবার পর ইউসেবিওর কান্না।

২৯। ১৯৬৬ঃ ফাইনালের আগে দুই অধিনায়ক-উয়ে জিলার ও ববি মুর।

৩০। ১৯৬৬ঃ ইংল্যান্ড ম্যানেজার রামসে খেলোয়াড়দের সঙ্গে।

৩১। ১৯৬৬ ঃ ফ্যাচেত্তিকে রুখতে উত্তর কোরিয়ার সিঁড়ি।

৩২। ১৯৬৬ ঃ ব্রাজিল দল।

৩৩। ১৯৭০ ঃ উরুগুয়ের ডিফেন্ডাররা ট্যাকল করছেন পেলেকে।

৩৪। ১৯৭০ ঃ জয়ের পর ব্রাজিল খেলোয়াড়রা।

৩৫। ১৯৭০ ঃ জয়ের পর পেলে জার্সি বিনিময় করছেন ববি মুরের সঙ্গে।

৩৬। ১৯৭৪ ঃ বিশ্ব কাপ নিয়ে পশ্চিম জার্মানী অধিনায়ক বেকেনবাউয়ার।

৩৬ ক। ১৯৭৪ ঃ বিজয়ী দলকে নিয়ে ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন।

৩৭। ১৯৭৪ ঃ উরুগুয়ের বিরুদ্ধে উদ্বোধনী ম্যাচে হল্যান্ডের যোহান ক্রুয়েফ ( বাঁয়ে )

৩৮। ১৯৭৮ ঃ বিজয়ী আর্জেন্টিনা দল।

৩৯। ১৯৭৮ ঃ স্টেডিয়ামে পুলিস কুকুর।

৪০। ১৯৭৮ ঃ আর্জেন্টিনা-হল্যান্ড। ১০ নম্বর কেম্পেস, ১৪ নম্বর লুকে।

৪১। ১৯৭৮ ঃ আর্জেন্টিনায় বিশ্ব কাপ ফুটবল ফাইনালে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে লুকে গোল করে মাটিতে পড়ে রয়েছেন।

৪২। ১৯৭৮ ঃ ইতালির বিরুদ্ধে হল্যান্ড জিতল ২-১। তারপর আনন্দোৎসব।

৪৩। ১৯৮২ ঃ বিজয়ী ইতালির অধিনায়ক দিনো জফ কাপ হাতে।

৪৪। ১৯৮২ ঃ পোল্যান্ডকে ২-০য় হারিয়ে ইতালি ফাইনালে।

৪৫। ১৯৮২ ঃ নিউজিল্যান্ডকে হারাবার পর ব্রাজিল।

৪৬। ১৯৮২ ঃ খেলতে নামার আগে কুয়েতীদের ওয়ার্ম আপ।

৪৭। ১৯৮২ ঃ ইতালি ঃ আর্জেন্টিনা। ট্যাকল করছেন মারাদোনা।

৪৮। ১৯৮২ ঃ শেপ মেয়ার ( পশ্চিম জার্মানী )।

৪৯। ১৯৮২ ঃ কোন গ্রুপে কোন দেশ। ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডে।

## অন্যান্য

৫০। জুল রিমে ট্রফি।

৫১। ফিফা কাপ।

৫২। ববি মুর ( ইংল্যান্ড )।

৫৩। জিওফ হার্স্ট ( ইংল্যান্ড )।

৫৪। কেভিন কিগান ( ইংল্যান্ড )।

৫৫। বিশ্বের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক লেভ ইয়াচিন ( সোভিয়েত ইউনিয়ন )।

৫৬। ববি চার্লটন ( ইংল্যান্ড )।

৫৭। পেলের স্মরণীয় ড্রিবলিং।

৫৮। হেলমুট শ্যোন-পশ্চিম জার্মানীর সফল ম্যানেজার।

৫৯। ব্রাজিলের খেলোয়াড় ও ম্যানেজার জাগালো।

৬০। ইংল্যান্ডের জর্জ বেস্ট।

৬১। ফিফা সভাপতি জুল রিমে বিশ্ব কাপের জনক।

## বিশ্ব কাপের কয়েকটি মুহূর্ত

৬২। মারাদোনা-ধরাশায়ী।

৬৩। ১৯৮২ ঃ স্পেন বিশ্ব কাপ ফাইনালে। গোল দিয়ে উচ্ছসিত ইতালির খেলোয়াড়রা।

৬৪। ১৯৮২ ঃ আর্জেন্টিনা-হাঙ্গেরী।

৬৫। ১৯৭৮ ঃ আর্জেন্টিনা ঃ ইতালি। ইতালি জিতেছিল ১-০ এ।

৬৬। ব্রাজিল ঃ ইতালি। ইতালির গোলের সামনে উত্তেজনাময় মুহূর্ত। ইতালি জিতল ৩-২ গোলে।

৬৭। ১৯৭৮ ঃ হল্যান্ডকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা প্রথম বিশ্ব কাপ জিতল। জয়ের পরে জাতীয় পতাকা নিয়ে রাজপথে উৎসব।

বিজয়ী উরুগুয়ের ব্যাজ

# উরুগুয়ে
## ১৯৩০

১৯৩০ সালে উরুগুয়েতে বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হলেও আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা তারও ৫৮ বছর আগে, ১৮৭২ সালে। ওই বছর প্রথম খেলা হয় দুটি দেশের মধ্যে। গ্লাসগোয় ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্কটল্যাণ্ড।

তবে ফুটবলের ওয়ার্ল্ড কাপ বা বিশ্ব কাপের চিন্তা প্রথমে আসে ফ্রান্সে এবং বিশ্ব কাপের জনক দুজন ফরাসী। একজন জুল রিমে, অপরজন হেনরি ডেলনে। জুল রিমের নামানুসারে ১৯৭০ বিজয়ী দল 'সোনার পরী' জুল রিমে ট্রফি পেয়েছে। মেক্সিকোয় ১৯৭০ সালে জিতে ব্রাজিল তিনবার বিজয়ী—এই সুবাদে জুল রিমে ট্রফি চিরকালের জন্য ঘরে তোলে।

**নেপথ্যে**

জুল রিমে ছিলেন ১৯১৯ সালে ফুটবল ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠা বছর থেকেই সভাপতি। বিশ্ব কাপ ফুটবলের পরিচালক ফিফা-রও ( ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশানালে দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ) তিনি সভাপতি ছিলেন ১৯২০ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত। ডেলনের আসল কাজ ছিল ফরাসী ফুটবল পরিচালনা এবং তা ১৯০৮ থেকেই। ১৯১৯ থেকে ১৯৫৬-য় মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সচিবের দায়িত্ব তার কাঁধেই থাকে। ৮৩ বছর বয়সী রিমে মারা যান ওঁর কিছু পরেই।

রিমে ও ডেলনে দুই হরিহর আত্মা। উভয়েই ফুটবল-পাগল। কর্মী হিসাবে ডেলনে অতুলনীয় ছিলেন। ফুটবলের প্রসারে মত ও পথ নিয়ে মাঝে মাঝে দুই বন্ধুতে ঝগড়া হত। কিন্তু তা সর্বদাই ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরবর্তীকালে হিসাব কষে দেখা যায় ফরাসী ফুটবল, ইউরোপীয় ফুটবল এবং বিশ্ব কাপের পথিকৃৎ এঁরা দু'জনই।

ফিফা-র প্রথম সভা বসল ফ্রান্সের রাজধানী প্যারীতে, ১৯০৪ সালে। কিন্তু ব্রিটেনের প্রতিনিধি এলেন না। স্থির হল কেবল ফিফা-ই ফুটবলের আন্তর্জাতিক

প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারবে। কিন্তু এখন ( ১৯০৪ ) থেকে ২৬ বছর তারা ওই প্রতিযোগিতা করতে পারবে না। ১৯২০ সালে ফিফা-র এণ্টোয়ার্প কংগ্রেস বসল ওলিম্পিকসের সঙ্গেই। এতদিন যে বিশ্ব কাপের কথা শুধু আলোচনার বিষয় ছিল, এবার তা বাস্তবে রূপায়িত হওয়ার পথে অনেকটা এগিয়ে গেল। ১৯২৪ সালে প্যারী ওলিম্পিকসের সময় ফিফা-র সভায় বিশ্ব ফুটবল আরও গুরুত্ব পেল। ফুটবল নিয়ে সভা উত্তপ্ত হল এবং উরুগুয়ে বিশ্ব কাপের প্রশ্নে সভাকক্ষ ত্যাগ করে। দু'বছর পরে ফিফা কংগ্রেসে ডেলনে ঘোষণা করলেন, 'আন্তর্জাতিক ফুটবল আর ওলিম্পিকসের সীমানায় আবদ্ধ থাকতে পারে না। অনেক দেশেই পেশাদারী ফুটবল চালু হয়েছে এবং তাদের সেরা খেলোয়াড়রা ওলিম্পিকসে খেলতে পারে না, যেহেতু ওলিম্পিকস অপেশাদারদের জন্যই।' আমস্টারডামে ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকসে আর্জেণ্টিনার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর উরুগুয়ে ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল। ডেলনে ওখানে বললেন, আর দেরী নয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশ্ব কাপের আয়োজন করতেই হবে। কিন্তু খেলা কোথায় হবে—এই নিয়ে মহাচিন্তায় পড়লেন।

খেলা কোথায় হবে ?—আমরাই করব। একে একে প্রস্তাব দিল ইতালি, হল্যাণ্ড, স্পেন ও সুইডেন এবং সবশেষে উরুগুয়ে। ছোট দেশ উরুগুয়ে বলল ঃ আমাদের জনসংখ্যা মাত্র কুড়ি লক্ষ। তবুও আমরা প্রতিটি দলের যাতায়াত ভাড়া দেব, তাদের হোটেল খরচ লাগবে না এবং বিশ্ব কাপ ফুটবলের জন্য নতুন স্টেডিয়াম তৈরি করব। মণ্টিভিডিও-তে ওই স্টেডিয়াম হবে। নাম দেব শতবার্ষিকী স্টেডিয়াম। কেননা, ১৯৩০ সালে হবে আমাদের স্বাধীনতার শতবার্ষিকী। আট মাসের মধ্যে স্টেডিয়াম নির্মাণ শেষ হবে, যদিও তার মধ্যে তিন মাস থাকবে বৃষ্টি। উরুগুয়ের এমন উৎসাহ দেখে ইউরোপের চারটি দেশ আর রা কাড়ল না। শুধু তাই নয়, তারা পরে উরুগুয়েতে খেলতেও আসেনি।

১৯২৯ সালে বার্সিলোনা কংগ্রেসে উরুগুয়ে পাকাপাকিভাবে দায়িত্ব পেয়ে দেখল প্রতিযোগিতার দু'মাস আগেও ইউরোপের কোনো দেশ এন্ট্রি পাঠায়নি। ইতালি, হল্যান্ড, স্পেন ও সুইডেনের মত অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়া আসবে না—জানাল। ব্রিটেন তো ফিফা-র বাইরে ছিল। ফ্রান্সের মত বিশ্ব কাপে খেলার জন্য রোমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়াও যোগ দিল। রিমে ফিফা-র সভাপতি। আর উরুগুয়ে ১৯২৪ সালে প্যারীতে গিয়েছিল, উদ্যোক্তারা মনে সাহস পেলেন। কিন্তু লাতিন আমেরিকা অপমানিত বোধ করল। তারা হুমকি দিল ফিফা ছেড়ে চলে যাবে। রোমানিয়া, বেলজিয়ম শেষ পর্যন্ত রয়ে গেল! বেলজিয়মের উপর চাপ সৃষ্টি করেন ফিফা-র সহ-সভাপতি রডলফে সিলড্রেয়ার্স এবং রোমানিয়াকে খেলতে রাজি করান রাজা ক্যারল নিজে। ক্যারল রোমানিয়ায় জনপ্রিয় না থাকলেও ওই দেশের খেলার মাঠে তাঁর দান ছিল অপরিসীম। ক্যারল সিংহাসনে আরোহণ করেই সাসপেন্ড হওয়া সমস্ত ফুটবলারের শাস্তি মকুব করেন এবং জাতীয় ফুটবল দলের সব দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ

বিশ্ব কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করলেও উরুগুয়ে গেল তাঁর চাপেই, রাজি যুগোশ্লাভিয়াও। অর্থাৎ ইউরোপের মোট চারটি দল বা চারটি দেশ খেলবে।

১৯২৪ ওলিম্পিকসে উরুগুয়ে ৭-০ গোলে হারায় যুগোশ্লাভিয়াকে, ৫-১ গোলে ফ্রান্সকে। ১৯২৮ সালে আর্জেন্টিনা ৬-৩ গোলে হারায় বেলজিয়মকে। কিন্তু আর্জেন্টিনার বাস্টিন সহ সেরা তিনজন এবার দলে নেই। লিপটন কাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনা সর্বদা উরুগুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও এবার তারা অনেকটা হীনবল। ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকস ফাইনালে ২-১ গোলে পরাজয়ের আগে রিপ্লে পায়। তারা উজ্জ্বলতম লেফট উইঙ্গার রাইমন্ডো ওরসি-কে হারায়। তিনি ইতালি দলে চলে গিয়েছিলেন। তবুও ছিলেন শক্তিধর অ্যাটাকিং সেন্টার হাফ লুইসিতো মন্টি। ছিলেন দুর্দান্ত সেন্টার ফরোয়ার্ড ফেরিরা এবং দুই বিপজ্জনক উইঙ্গার কার্লস পুইসেলে ও মারিও এভারিস্তো।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চারটি পুলের একটিতে শীর্ষস্থান পেল। পেশাদারী ফুটবল ওই সময়ে চালু হয়েছে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে। তবে ব্রুকলিন ওয়ান্ডারারাসের জ্যাক কলের ব্যবস্থাপনায় তাদের দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় ছিল ব্রিটেন ও স্কটল্যান্ডের। অ্যালেক উড, জেমস গ্যালাঘার, অ্যান্ড্রু আউল্ড, জেমস ব্রাউন ও বার্ট ম্যাকঘি স্কটল্যান্ডের এবং জর্জ মুরহাউস ইংল্যান্ডের। প্রত্যেকে এত শক্তিশালী ছিলেন যে ফরাসী খেলোয়াড়রা এঁদের নাম দিয়েছিলেন 'দ্য শট পাটার্স'। প্রত্যেকের উরু ছিল বড় গাছের গুঁড়ির মত। ট্রেনিং-এর সময় দেখা যেত ওরা দূর-পাল্লার দৌড়ের অ্যাথলীটদের মত ট্রাকগুলো ঘুরছেন। ফুটবলের জন্য অ্যাথলেটিক্সের এত অনুশীলন! অবাক হলেন ফরাসী ফুটবলাররা।

ব্রাজিল উপস্থিত হলেও তখন কালা আদমীদের জন্যে সব দুয়ার তেমন উন্মুক্ত ছিল না। মোট ১৩টি দেশ বা দল খেলতে নামল। চারটি পুলের বিজয়ীরা সেমিফাইনালে যাবে স্থির হল। ১ নম্বর পুলে ছিল চিলি, মেক্সিকো, ফ্রান্স ও আর্জেন্টিনা। ২ নম্বরে বলিভিয়া, ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়া। ৩ নম্বর পুলে পেরু, উরুগুয়ে, রোমানিয়া। ৪ নম্বর হল প্যারাগুয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও বেলজিয়মকে নিয়ে।

**উরুগুয়ে ফেভারিট**

প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বিজয়-মুকুট উরুগুয়ের গলায় যাওয়ার সম্ভবনাই বেশি ছিল। যদিও ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালের ওলিম্পিক দলের সেই খেলোয়াড়রা ১৯৩০-এ তেমন দড় ছিলেন না। বিখ্যাত সেন্টার ফরওয়ার্ড পেড্রো পেট্রোন কিছুটা ক্ষীণ। তবুও স্বদেশের মাটিতে খেলার সুযোগ-সুবিধাও অনেক ছিল। অতীত শ্রেষ্ঠত্ব আর স্বদেশের মাটি—দুই সুবিধায় তারা তখন ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী—ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ান ওয়ান্ডারটিমকেও হারাতে পারত।

প্রত্যেকটি দেশের মত উরুগুয়েও খেলল অ্যাটাকিং সেন্টার হাফ লোরেঞ্জো ফার্ণান্ডেজ দ্বারা। উইং-হাফে দেখা গেল বিখ্যাত জেমস অ্যানড্রেডকে। এই নিগ্রো তরুণটির বল কনট্রোল দেখলে মনে হত কোনো যাদুকর বোধহয় খেলা দেখাচ্ছেন।

তাঁরই সতীর্থ আলভারো গেসটিডো-র মত চমৎকার পাস সেকালে কেউ দিতে পারতেন না। অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক জেমসে নাসাজি থাকলে গোলকীপার নিশ্চিন্ত হতেন। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিলেন বিপক্ষের গোলমুখে হেক্টর স্ক্যারন।

তৎকালেও হাড়ভাঙ্গা ট্রেনিং-ক্যাম্প হত উরুগুয়েতে। খেলোয়াড়দের রাখা হত মন্টিভিডিওর ব্যয়বহুল হোটেলে। এত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তাঁরা থাকতেন যে, একবার রাত্রে তাদের সেরা গোলকীপার মাজালি ইতো লুকিয়ে হোটেল থেকে বের হতে গেলে ম্যানেজারের হাতে ধরা পড়েন। পরদিন থেকে তাঁর জায়গায় নামানো হয় রিজার্ভে থাকা এনরিক ব্যালেস্টেরসকে। এদের নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রমের তুলনা নেই।

**প্রাথমিক খেলা**

ইউরোপের চারটি দল এল ব্রাজিলের পথে এবং মন্টিভিডিওতে তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল।

এদিকে শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামটির নির্মাণকার্য তখনও শেষ হয়নি। সকলে ধন্যবাদ জানালেন বৃষ্টিকে। বৃষ্টির দরুনই প্রাথমিক পর্যায়ের খেলাগুলি হল পেনারল ও ন্যাশনাল ক্লাবের মাঠে এবং পসিটো ও সেনট্রাল পার্কে।

প্রথম বিশ্ব কাপের উদ্বোধনী খেলায় ১৩ জুলাই রবিবার অপরাহ্ণে ফ্রান্স ৪-১ গোলে হারাল মেক্সিকোকে। অথচ সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলকীপার ফ্রান্সের আলেক্স থেপট খেলার দশম মিনিটে চোয়ালে লাথি খেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান লেফট হাফ চান্দ্রেল-কে দায়িত্ব দিয়ে। আসলে ফ্রান্স তখন দারুণ শক্তিশালী। রাইট ব্যাক এটিনে ম্যাটলার-এর মতো কাউকে অমন প্রাণবন্ত ফুটবল খেলতে কদাচিৎ সেকালে চোখে পড়েছে। অধিনায়ক পাইলেন, রাইট হাফ আলেক্স ভিলাপ্লেন দুর্ধর্ষ খেলেন। ( আলেক্স কিছুদিন পরে নাজি-র সঙ্গে যোগাযোগ আছে—এই অভিযোগে ফ্রান্সের বিদ্রোহী বাহিনীর আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। )

দু'দিন পরে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হল ফ্রান্স এবং ১-০ গোলে হারল। খেলা শেষের নয় মিনিট আগে ২০ গজ দূরের ফ্রি-কিক থেকে মণ্টি জোরালো শটে গোল করলেন এবং তিন মিনিট পরে আর্জেন্টিনার মণ্টির ট্যাকলে ফ্রান্সের ম্যাসিনট খোঁড়াতে থাকেন। তারপর মার্সেল ল্যাঙ্গিলার মাঠের বাইরে গেলেন। মণ্টি শুরু থেকেই রাফ ফুটবল খেলছিলেন। মার্সেলের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় রেফারি সদয় হলে ফল ১-১ হত। কিন্তু রেফারি এই সময় সমাপ্তির বাঁশি বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডগোলও শুরু হল। সেন্ট্রাল পার্কের মাঠে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা নেমে পড়লেন। ফ্রান্সের খেলোয়াড়রা ব্রাজিলিয়ান রেফারি অলমিডিয়া রেগোকে ঘিরে বলতে থাকেন এখনও ছ মিনিট খেলার বাকি। মাঠে ঘোড়া-পুলিস এল। রেগো আবার ঘড়ি দেখে লাইন্সম্যানদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং দু'হাত তুলে চিৎকার করে বললেন, 'ভুল হয়েছে, আমার দারুণ ভুল হয়েছে।' আর্জেন্টিনার লেফট ইন সিয়েরো তাই শুনে মূর্ছা গেলেন। খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ফল ১-০ রয়ে গেল।

খেলা শেষে উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা ( তখন দর্শক ) বললেন, যোগ্য দল রূপে ফ্রান্সেরই জেতা উচিত। থেপট ও পাইলেন তখন কাঁধে উঠে পলায়মান। আর্জেন্টিনীয়রা উদ্যোক্তাদের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল এবং দেশে ফেরার হুমকি দিল।

আর্জেন্টিনার পরের খেলা মেক্সিকোর সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা থাকায় ম্যানুয়েল ফেরিরা খেলতে পারলেন না। ফেরিরার বদলে দলে এলেন তরুণ গুইলার্মো স্টাবিল। এই ম্যাচে বলিভিয়ার রেফারি ইউলিসিস সসেডো পাঁচটি পেনাল্টি দেন। ভাগ্যিস মণ্টি খেলেননি। তাহলে সংখ্যা আরও বাড়ত। অবশ্য পাঁচটির মধ্যে দুটি পেনাল্টি সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। স্টাবিল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে তিনটি গোল দিয়ে পরের ম্যাচের জন্য দলে থাকার ব্যবস্থা করে নিলেন।

বিরতির দু'মিনিট পরে মণ্টি আগের খেলার পুনরাবৃত্তি করলেন। চিলির লেফট হাফ টোরেস লাফিয়ে হেড দিতে গেলে মণ্টির প্রচণ্ড লাথি খেলেন। টোরেসও বদলে লাথি মারলেন। তারপর দুই দলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য খণ্ডযুদ্ধ। বিপাকে পড়ল পুলিস। কেবল খেলোয়াড়কে মাঠের বাইরে পাঠানো হল না। উদ্যোক্তারা উপলব্ধি করলেন বিশ্ব কাপের শুরুতে যখন এই, আগামী দিনে নিশ্চয়ই অনেক বড় যুদ্ধ দেখতে হবে। সকলকে সাবধান করে দেওয়া হল, প্রতিযোগিতার পরিণতি যাই হোক—এর দ্বারা দেশে দেশে মৈত্রী বাড়বে না। ৩-১ গোলে জিতে আর্জেন্টিনা সেমিফাইনালের দিকে গেল। ক্লান্ত ফ্রান্স ০-১ গোলে হারল চিলির কাছে। গোলটি দিয়েছিলেন সুবিয়াব্রে।

১৮ জুলাইয়ের আগে উরুগুয়ের দেখা মেলেনি। বোধ হয় শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামটি ওদের জন্যই অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পেরুর বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় তারা হতাশ করল। পেরুর রক্ষণভাগ দারুণ খেলল। রোমানিয়া তাদের বিরুদ্ধে ৩ গোল দিলেও উরুগুয়ে ১ গোলেই খেলা শেষ করে এক-হাতবিশিষ্ট কাস্ত্রোর দ্বারা। উরুগুয়ে পরবর্তী ম্যাচে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে নামার আগে দলে রদবদল করল। নতুন তারকা স্ক্যারোন, কাস্ত্রোর বদলে নেওয়া হল পেলেগ্রিন আনসেলমোকে এবং তৃতীয় জন পেত্রোন। বদলে কাজ হল, ৪-০ গোলে জিতল তারা।

দ্বিতীয় গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়া প্রথম খেলায় অপ্রত্যাশিতভাবে ২-১ গোলে হারাল ব্রাজিলকে। ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা এককভাবে কুশলী হলেও দলগতভাবে ওরা কার্যকর ছিলেন না। এদিকে যুগোশ্লাভ দলের সঙ্গে এলেন বেক ও স্টিফানোভিক। এঁরাই সেতে-কে ফ্রেঞ্চ কাপ জয়ে সাহায্য করেছিলেন।

সিকুলিক খেলছিলেন ওই প্রতিযোগিতায় মণ্টপেলিয়ার দলে ( পরবর্তী কালে তিনি যুগোশ্লাভ জাতীয় দলের ম্যানেজার হন )। ১৯৫৪ বিশ্ব কাপের আগে সিকুলিকের বদলে ম্যানেজার হন টিরনানিক। টিরনানিক ও বেক বিরতির আগে ২-০ গোলে এগিয়ে দিলেন যুগোশ্লাভিয়াকে। ব্রাজিলের অধিনায়ক নেটো ২-১ করলেন। যুগোশ্লাভিয়া ও ব্রাজিল পরে বলিভিয়াকে ৪-০, ৪-০ গোলে হারায় এবং যুগোশ্লাভিয়া সেমিফাইনাল পর্যায়ে পেঁছায়।

একইভাবে চতুর্থ গ্রুপের শীর্ষে উঠল যুক্তরাষ্ট্র দল বেলজিয়ম ও প্যারাগুয়েকে যথাক্রমে ৩-০, ৩-০ গোলে হারিয়ে। কিন্তু সেমিফাইনালে তারা আর্জেন্টিনার কাছে ৬-১ গোলে দিশেহারা হল। উরুগুয়েও হারাল ৬-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে।

প্রথম সেমিফাইনালে বিরতির আগে মণ্টি একটি গোল দিয়েছিলেন। বিরতির পর আমেরিকানরা আর প্রতিরোধ করেনি। দ্বিতীয়ার্ধে পাঁচটি, শেষ তিনটি গোল হয় নয় মিনিটে। এর মধ্যে দুটি রাইট উইঙ্গার পিউসেলে-র। কিন্তু খেলার অধিকাংশ সময় কেটেছে বল ছাড়াই।

বেলজিয়মের খ্যাতনামা রেফারি জন ল্যাঙ্গেনাস যে কোনো ছিটে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ফাউল দিয়েছেন, আর ছুটাছুটি করছেন চিকিৎসকরা মাঠের ধারে। তাঁরা মাঠের মধ্যে ওষুধের বাক্স ছুঁড়ে দিয়েছেন। বাক্স ভেঙেছে, ওষুধের শিশি চুরমার হয়েছে, ক্লোরোফর্মের তেজ লেগেছে আমেরিকানদের, আর তারা কাবু হয়েছেন।

উরুগুয়ে ৬-১ গোলে যেভাবে যুগোশ্লাভিয়াকে হারাল তা লক্ষ্য করলেন ৮০ হাজার দর্শক। চতুর্থ মিনিটে সিকুলিক যুগোশ্লাভিয়াকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিলেও উরুগুয়ের সি ও অ্যানসেলমো ২-১ করেন বিরতির আগে। যুগোশ্লাভিয়া ২-২ করে, কিন্তু সেটি অফ-সাইড হল। বিরতির আগে উরুগুয়ে চারটি গোল দিল।

**ফাইনাল**

পরের দিন ফাইনাল উরুগুয়ে-আর্জেন্টিনা। অর্থাৎ ১৯২৮ ওলিম্পিক ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। ফাইনাল ঘিরে বুয়েনস এয়ারেসেও উত্তেজনা চরমে। প্লেট নদী পেরিয়ে মণ্টিভিডিও যেতে ১০ খানা নৌকো ভাড়া করলেন উৎসাহীরা। কিন্তু তা এতই স্বল্প যে, হাজার হাজার আর্জেন্টিনীয় সমর্থক বুয়েনস এয়ারেসে আরও নৌকো দেওয়ার দাবি জানাতে থাকে। অবশেষে ফাইনালের দিন সকাল দশটায় ওঁরা যখন যাত্রা শুরু করলেন, হাজার হাজার জনতা নদীতীরে এলেন শুভেচ্ছা জানাতে। তাঁরা সমস্বরে গাইতে থাকেন, 'আর্জেন্টিনা সি, উরুগুয়ে নো'। তাঁরা শপথবাক্য পড়িয়ে দিলেন, 'জয় অথবা মৃত্যু'।

মণ্টিভিডিও-য় পৌঁছতেই কাস্টমস ও পুলিস আর্জেন্টিনীয়দের তল্লাশি করে দেখতে লাগল কেউ রিভলবার বা অনুরূপ আগ্নেয়াস্ত্র এনেছে কিনা। শতবার্ষিকী স্টেডিয়ামে প্রবেশের সময়েও তল্লাশি চলল আর একদফা।

খেলা শুরুর কথা বেলা দুটোয়। কিন্তু গেট খোলা হয় সকাল আটটায়। দুপুরের মধ্যে স্টেডিয়াম পূর্ণ হল। এক লক্ষ ধরলেও দর্শকদের সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য ৯০ হাজার লোক বসার ব্যবস্থা হল। এছাড়া স্টেডিয়ামের উদ্বোধন দিনেও পুলিসকে জনতা নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খেতে হয়েছিল।

জন ল্যাঙ্গেনাস রেফারি মনোনীত হলেন। কিন্তু তিনি ও দুজন লাইন-রেফারিই নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি চাইলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, খেলা শুরুর মাত্র কয়েক

ঘণ্টা আগে অন্যান্য রেফারি ল্যাঙ্গেনাসকেই ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব দেন সর্বসম্মতি-ক্রমে। এদিকে আর্জেণ্টিনার খেলোয়াড়রা দিবারাত্রি পুলিস পাহারায়। ঘোড়া-পুলিসও তাদের কাছাকাছি। তারাই পাহারা দিয়ে ওদের মাঠে নিত অনুশীলনের সময়ে। স্টেডিয়ামের চতুর্দিকে প্রহরারত সেনাবাহিনী বেয়নেট হাতে।

খেলার আগের মুহূর্তে উভয় দল নিজেদের দেশের তৈরি বলে খেলার দাবি জানাতে থাকে ( তখন এ সম্পর্কে কোন আইন ছিল না )।

যাই হোক ল্যাঙ্গেনাস মাঠে নামলেন টস করতে। উভয় দেশের সমর্থকরা তখনই বাজি ফাটাতে শুরু করেছেন। এরই মাঝে টসে জিতল আর্জেণ্টিনা।

স্বদেশের মাঠে, নিজেদের স্টেডিয়ামে উরুগুয়েই ফেভারিট ছিল এবং সমর্থকও তাদের বেশি। কিন্তু পেনোগ্রিন অ্যানসেলমো সুস্থ না থাকায় তাঁর বদলে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে নামলেন কাস্ত্রো। আর্জেণ্টিনা ওরলিকে না পেয়ে স্ট্যাবিলকে খেলায়। তাদের ফরোয়ার্ড লাইন চমৎকার। বল কণ্ট্রোল, সুইপিং এবং বুদ্ধিদীপ্ত গতি-পরিবর্তনে দর্শকদের নজর কেড়ে নিল। কিন্তু গোলরক্ষায় তাদের সফলতা প্রকাশ পেল না। সেমিফাইনাল থেকে তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য অ্যাঞ্জেলো বসিওকে বসানো হয়। বদলি জুয়ান বোটাগো-র মধ্যে উন্নতি দেখা গেল না।

প্রথমার্ধে বিস্ময়ের পর বিস্ময়। রাইট উইঙ্গার পাবলো ভোরাডো ত্রয়োদশ মিনিটে উরুগুয়েকে ১-০ এগিয়ে দেন। কিন্তু তার বিপক্ষের পিউসেলে ১-১ করেন। বিরতির ১০ মিনিট আগে উরুগুয়ের ব্যাক নাসাজি অফ-সাইডে থাকা সত্ত্বেও স্ট্যাবিলের দেওয়া গোল রেফারি 'গোল' বলেই বাঁশি বাজালেন। ২-১ গোলে এগোল আর্জেণ্টিনা। অধিনায়ক নাসাজি তীব্র প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু ফল হল না। ধন্যবাদ দর্শকদের, তাঁরা একটুও গণ্ডগোল করলেন না। তাঁরা রেফারিকেই মেনে নিলেন।

দর্শকরা স্টেডিয়ামকে প্রাণবন্ত করে তুললেন বিরতির দশ মিনিট পরে। এই সময় উরুগুয়ের পেড্রো সি চমৎকার ড্রিবল দ্বারা ২-২ করেন। এর দশ মিনিট পরে তরুণ লেফট আউট সাণ্টোস ইরিয়ার্টে উরুগুয়েকে এগিয়ে দিলেন ৩-২-এ। শেষ মুহূর্তে ৪-২ করলেন কাস্ত্রো বলকে ক্রশবারের গায়ের নেটে জড়িয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার মোটর গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। বেজে উঠল জাহাজ-গুলির ভোঁ। উড়তে লাগল পতাকা, আর চতুর্দিকে নানা রকমের শ্লোগান। পরদিন উরুগুয়ের জাতীয় ছুটি ঘোষিত হল।

ফরাসী ভাস্কর আবে লাফেয়ার ডিজাইনকৃত ৫০ হাজার ফ্রাঙ্কের সোনার কাপ অর্পণ করলেন জুল রিমে উরুগুয়ের অধিনায়ক নাসাজি-কে।

ওদিকে বুয়েনস এয়ারেসের মানুষ তখন বিক্ষুব্ধ। উরুগুয়ের কনসুলেটে গিয়ে তারা ইট-পাটকেল ছুঁড়ল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস ফাঁকা গুলি চালাল।

## পুল—১

ফ্রান্স—৪ মেক্সিকো—১
( লরেণ্ট, ল্যাঙ্গিলার, ম্যাসিণ্ট-২ ) ( ক্যারেনো )
বিরতি ৩—০

আর্জেণ্টিনা—১ ফ্রান্স—০
( মণ্টি )
বিরতি ০—০

চিলি—৩ মেক্সিকো—০
( ভিডাল, স্থবিয়াব্রে-২ )
বিরতি ১—০

আর্জেণ্টিনা—৬ মেক্সিকো—৩
( স্ট্যাবিল-৩, ভারালো-২, জুমেলজু ) ( লোপেজ, রসাস [এফ], রসাস [এস] )
বিরতি ৩—০

আর্জেণ্টিনা—৩ চিলি—১
( স্ট্যাবিল-২, এভারেস্টো [এম] ) ( স্থবিয়াব্রে )

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আর্জেণ্টিনা | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০ | ৪ | ৬ |
| চিলি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ৩ | ৪ |
| ফ্রান্স | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৩ | ২ |
| মেক্সিকো | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৪ | ১৩ | ০ |

## পুল—২

যুগোশ্লাভিয়া—২ ব্রাজিল—১
( টিরনানিক, বেক ) ( নেটো )
বিরতি ২—০

যুগোশ্লাভিয়া—৪ বলিভিয়া—০
( বেক-২, মেরিয়ানভিক, ভুজাডিনোভিক )
বিরতি ০—০

ব্রাজিল—৪ বলিভিয়া—০
( ভিসিনটেনার-২, নেটো-২ ) বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| যুগোশ্লাভিয়া | ২ | ২ | ০ | ০ | ৬ | ১ | ৪ |
| ব্রাজিল | ২ | ১ | ০ | ১ | ৫ | ২ | ২ |
| বলিভিয়া | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৮ | ০ |

## পুল—৩

রোমানিয়া—৩ পের্—১
( স্টাসন-২, বারব্ ) ( সোজা )
বিরতি ১—০

উর্গুয়ে—১ পের্—০
( কাস্ত্রো )
বিরতি ০—০

উর্গুয়ে—৪ রোমানিয়া—০
( ডোরাডো, স্ক্যারন, অ্যানসেলমো সি )
বিরতি ০—০

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উর্গুয়ে | ২ | ২ | ০ | ০ | ৫ | ০ | ৪ |
| রোমানিয়া | ২ | ১ | ০ | ১ | ৩ | ৫ | ২ |
| পের্ | ২ | ০ | ০ | ২ | ১ | ৪ | ০ |

## পুল—৪

যুক্তরাষ্ট্র—৩ বেলজিয়ম—০
( ম্যাকঘি-২, প্যাটেন্ডে )
বিরতি ২—০

যুক্তরাষ্ট্র—৩ প্যারাগুয়ে—০
( প্যাটেন্ডে-২, ফ্লোরি )
বিরতি ২—০

প্যারাগুয়ে—১ বেলজিয়ম—০
( পেনা )
বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ২ | ২ | ০ | ০ | ৬ | ০ | ৪ |
| প্যারাগুয়ে | ২ | ১ | ০ | ১ | ১ | ৩ | ২ |
| বেলজিয়ম | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৪ | ০ |

## সেমি-ফাইনাল

আর্জেণ্টিনা—৬ ( বিরতি ১—০ ) যুক্তরাষ্ট্র—১

( মণ্টি, স্কোপেলি, স্ট্যাবিল-২, পিউসেলে-২, ) ( ব্রাউন )

বোটাসো ; ডেলা টোরে, প্যাটারনোস্টার ; জে, এভারিস্টো, মণ্টি, অরল্যাণ্ডিনি ; পিউসেলে, স্কোপেলি, স্ট্যাবিল, ফেরিরা ( অধিনায়ক ) ও এম, এভারিস্টো।

ডগলাস ; উড, মুরহাউস ; গ্যালাছের, ট্রাসে, আউল্ড ; ব্রাউন, গনসালভেজ, প্যাটেনুডে, ফ্লোরি ( অধিনায়ক ) ও ম্যাকঘি।

উরুগুয়ে—৬ ( বিরতি ৩—১ ) যুগোশ্লাভিয়া—১

( সি-৩, অ্যান্সেলমো-২, ইরিয়ার্ট ) ( সিকিউলিক )

ব্যালেসটেরোস ; নাসাজি ( অধিনায়ক ) ম্যাসেরণি ; আন্দ্রাদে, ফার্ণাণ্ডেজ, গেস্টিডো ; ডোরাডো, স্কারোন, অ্যানসেলমো, সি ও ইরিয়ার্ট।

ইয়াভোকিক ; ইভকোভিক ( অধি-নায়ক ), মিলহাইলোভিক ; আর্সে-নিভিক, স্টিফানোভিক, যোকিক ; টির্ণানিক, মেরিয়ানোভিক, বেক, ভুজাডিনোভিক ও সিকিউলিক।

## ফাইনাল ( মণ্টিভিডিও-তে ৩০ জুলাই, দর্শক ৯০ হাজার )

উরুগুয়ে—৪ ( বিরতি ১—২ ) আর্জেণ্টিনা—২

( ডোরাডো, সি, ইরিয়ার্টে ও কাস্ত্রো ) ( পিউসেলে, স্ট্যাবিল )

ব্যালেস্টেরোস ; নাসাজি ( অধিনায়ক ), ম্যাসেরনি ; আন্দ্রাদে, ফার্ণাণ্ডেজ, গেস্টিডো ; ডোরাডো, স্ক্যারোন, কাস্ত্রো, সি ও ইরিয়ার্টে।

বোটাসো ; ডেলাটোরে, প্যাটারনস্টার ; জে এভারিস্টো, মণ্টি, সুয়ারেজ ; পিউসেলে, ভারালো স্ট্যাবিল, ফেরিরা ( অধিনায়ক ) ও এম এভারিস্টো।

# ইতালি
## ১৯৩৪

বিজয়ী ইতালির ব্যাজ

১৯৩৪-এর বিশ্ব কাপ ফুটবলের গুরুত্ব বেড়ে গেল, তাই তোড়জোড়ও তেমনি। প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রথমবারের অপেক্ষা অনেক। কিন্তু সকলে বিস্মিত হলেন, গতবারের চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ে খেলতে না আসায়। উরুগুয়ের নাকি আশঙ্কা ছিল—ইউরোপে গেলে তার বিজয়ী আখ্যা বজায় থাকবে না। অন্য কারণও কম ছিল না। গতবারের বিশ্ব কাপে না যাওয়ার জন্য ইউরোপের দেশগুলি দল বেঁধেছিল, এবার উরুগুয়ে একাকী বিশ্ব কাপের বাইরে রইল। বিশ্ব কাপ নিয়ে তারা রা কাড়লই না।

ইতালি বিশ্ব কাপের সফল আয়োজনে উঠে-পড়ে লাগল। দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ ফুটবলে বিজয়ীও হল তারা। সব কিছুর মূলে ছিলেন রেফারি জন ল্যাঙ্গেনাস।

অধিকাংশ দেশ বলল, খেলাধুলা ঘিরে এমন হুলুস্থুল ও বিপর্যয়কর ব্যাপার এতাবৎ হয়নি। তাদের অভিযোগ, খেলার পরিবেশ অনুকূল ছিল না। গোটা চ্যাম্পিয়নশিপ ঘিরে শুধু ইতালির গন্ধ।

উদ্যোক্তারা তো সব সময়েই আশা করেন, তাঁরা সফল হবেন। কিন্তু তাঁদের সাফল্যের জন্য সকলে পথ ছেড়ে দেন কি ?

মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত প্রশাসন পূর্ণ সমর্থন জানাল। বলা হল বিশ্ব কাপ সুষ্ঠু-ভাবে যেন হয়, অতিথিদের যেন যথাযথ সুবিধা দেওয়া হয়। ইতালির দল 'আজুরি'কে (নীল) বলা হত মুসোলিনীর আজুরি। 'ডুচে' (মুসোলিনী) নিজেই ইয়টিং ক্যাপ পরে রোমের স্টেডিও টোরিনো-য় (তুরিনো স্টেডিয়াম) হাজির হতেন তাদের সঙ্গে। ইতালির 'কমিশারিও টেকনিকো' ভিট্টোরিও পোজো বিশ্ব কাপের সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি দেখলেন, বিশ্ব কাপ ঘিরে সারা দেশে প্রচন্ড সাড়া। বিশ্ব কাপ শেষে পোজো সবার প্রিয় হলেন কাপ প্রতিযোগিতা অসম্ভব রকম সফল হওয়ায়।

পোজো নিজের স্বাধীনতা অপেক্ষা অপরের কর্তৃত্ব স্বীকারে সদাব্যস্ত ছিলেন। তাঁরই মতো আর একজনকে দেখা গেল। তিনি অস্ট্রিয়ার হুগো মিজল। মিজলও পোজোর মত ইউরোপীয় ফুটবলের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল

আরসেনাল-এর অন্যতম সংগঠক ইয়র্কশায়ার-এর হার্বার্ট চাপম্যানের। ফাইনাল হওয়া উচিত ছিল মিজ্‌ল-এর 'ওয়ান্ডারটিম' অস্ট্রিয়া ও ইতালির সঙ্গে। মিজ্‌লের দল আপাততঃ আগের মত তুঙ্গে না থাকলেও তাদের সুনাম কমেনি। বিশ্ব কাপের খেলা শুরুর কয়েক মাস আগে তারাই ইতালিকে ৪-২ গোলে হারিয়েছিল তুরিণ-এ। বিশ্ব কাপে আবার এরা মিলিত হয় সেমিফাইনালে।

বিশ্ব কাপে এবার খেলা হল ১৬টি দল নিয়ে নক-আউট পদ্ধতিতে প্রথম রাউন্ডে। অর্থাৎ প্রথম রাউন্ডে হারলে আট হাজার মাইল দূর থেকে আসা ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনাকে একটি ম্যাচের পরেই চলে যেতে হবে। নক-আউট ছাড়াও কোয়ালিফাইং প্রতিযোগিতা ছিল। মিলানের সেই খেলায় ইতালি হারায় গ্রীসকে। প্রিস্টিনিয়ার নিরিও রকো (পরবর্তী কালে মিলানের ম্যানেজার) স্বদেশের পক্ষে ওই একটি ম্যাচেই খেলেন। ফাইনালের প্রথম রাউন্ডের খেলাগুলি হয় ট্রিয়েস্ট, ফ্লোরেন্স, তুরিণ, জেনোয়া, মিলান, বলোগনা ও নেপলসে।

স্টকহোম-এ ১৯৩২ সালের কংগ্রেসেই ইতালিকে ১৯৩৪ সালের বিশ্ব কাপের দায়িত্ব দেওয়ার কথা স্থির হয়। সকলেই উপলব্ধি করেন :

(ক) বিশ্ব কাপের খেলাগুলি একটি মাত্র শহরে সীমিত থাকা উচিত নয়।

(খ) যাদের উপযুক্ত লোক ও অর্থবল নেই, তেমন কোনো দেশকে যেন দায়িত্ব দেওয়া না হয়।

১৯৩০ সালে উরুগুয়ে প্রত্যেককে হাতখরচ দিয়েছিল এবং তারপরেও লাভ করে। সকলেই তাই প্রথমবারের সুযোগের কথা উত্থাপন করলেন। ইতালীয় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে তাদের পাঠানো ডেনিগেল মাউরো প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন ঃ আমরা সব খরচ দেব। লোকসান হলেও কোনো ব্যবস্থা বা সুষ্ঠু আয়োজনের ত্রুটি হবে না। ইতালির চমৎকার স্টেডিয়াম, বিলাসবহুল শহরগুলিতে অতিথিদের আপ্যায়নের যথাযথ ব্যবস্থা থাকবে।

ইতালিতে এতবড় প্রতিযোগিতার আয়োজনে অক্লান্ত কর্মী মাউরো-র সঙ্গে রইলেন উৎসাহী এঞ্জিনীয়ার বরাসী। ফ্যাসিস্ত সরকারও বললেন ঃ ভয় নেই, সঙ্গে আমরা আছি।

**ইতালি ও পোজো**

বিচক্ষণ ও মনস্তত্ত্ববিদ পোজো তাঁর দলের মেজাজী খেলোয়াড়দের প্রথমে লাগো ম্যাগগয়ারে এবং সেখান থেকে রভেটা-য় গিয়ে দেখলেন প্রত্যেকেই বেশ শান্ত এবং চলাফেরায় নির্দোষ। এর আগে ইতালিয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে ইন্টার ও জুভেন্টাস-এর খেলোয়াড়দের মধ্যে দারুণ রেষারেষি ছিল এবং বেশ তিক্ততা দেখা দেয়। পোজো এই সেরা দুই দলের খেলোয়াড়দের (যাঁরা জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন) নিয়ে সেইখানে ওই মতদ্বৈধতা অপনোদনে প্রয়াসী হলেন। বিবদমান খেলোয়াড়দের তিনি একই ঘরে রাখলেন। খেলোয়াড়রা ওই নিয়ে পোজো-র কাছে অভিযোগ করলেন। তিনি জানালেন, 'ওসবই আমার জানা। কিন্তু আমি সকলের

মধ্যে টিম-স্পিরিট আনতে চাইছি। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ একজন আর একজনের শত্রু নয়।'

পরদিন সকলে পোজো তাঁর খেলনা ভালুকটিকে নিয়ে খেলোয়াড়দের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে নরমাংসভোজীরা, তোমরা কী একে অপরকে খেয়ে ফেলেছ ?' খেলোয়াড়দের মধ্যে তখন ফিসফিসানি। একজন অপর-জনকে দেখিয়ে বললেন ঃ 'ও অত বাজে লোক নয়। আসলে জনসাধারণই আমাদের মধ্যে বৈরী মনোভাব সৃষ্টি করেছে।'

পোজো 'নষ্ট' খেলোয়াড়দের সম্পর্কে নানারকম চাতুরি প্রয়োগ করতেন। আবার রেফারির বাঁশি হাতে থাকলে অসম্ভব দৃঢ় হতেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন, 'আমি যদি ওদের ভুল করার সুযোগ দিই, আমিই কর্তৃত্ব হারাবো।' পোজো-র ধারণা ছিল ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের সম্মিলিতভাবে উপদেশ বা নির্দেশ দিতে হবে, কিন্তু ইতালীয়দের সম্পর্কে ব্যাপারটি হবে পৃথকভাবে। তাদের বোঝাতে হবে আমি তাদের দিকেই।

খর্বকায় অ্যাথলীট চেহারার পোজো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে সুইজারল্যাণ্ডে পড়াশুনা করতেন। তারপর চলে আসেন ইংল্যাণ্ডে এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকলে বাড়ি ( ইতালি ) থেকে সাহায্য আসা বন্ধ হয় এবং মিডল্যাণ্ডে ইংরাজি পড়িয়ে দিন কাটাতে থাকেন। ইতোমধ্যে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলা তাঁকে মুগ্ধ করল ( পরবর্তীকালে ইতালি দল গঠনে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডই তাঁর আদর্শ ছিল )। পরিচয় হল তাদের বিখ্যাত অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ চার্লি রবার্টস ও দুর্ধর্ষ গোলদাতা স্টিভ ব্লুমার-এর সঙ্গে।

কিছুদিন না কাটতেই পোজো-র বাড়ি থেকে ইংল্যাণ্ডে খবর গেল রিটার্ণ টিকিট সহ, 'বাড়িতে বিয়ে আছে'। আসলে বিয়ের ব্যাপারটা মিথ্যে, তাই পোজো বাড়ি ফিরতেই আটকে রাখা হল তুরিণে। পোজো বেঁচে যাওয়া অর্ধেক টিকেট কাছেই রেখে দিলেন। বাড়ির চাপে ইংল্যাণ্ডে ফেরা হল না। সুযোগ পেয়ে স্বদেশে সাহায্য করলেন তুরিণো ফুটবল ক্লাব গড়ায়। তারপর সচিব হলেন ইতালীয় ফুটবল ফেডারেশনের। ১৯১২ সালে শেষ মুহূর্তে স্টকহোম ওলিম্পিকসে গেলেন দল নিয়ে। অস্ট্রিয়া যখন ৫-১ গোলে ইতালিকে হারাল, পোজো চিনলেন হুগো মিজ্লকে।

যাই হোক, ইতালির বিশ্ব কাপের বছর পাঁচেক আগেই ইংল্যাণ্ডে তিন ব্যাকে খেলার প্রচলন হয়। ইউরোপের অন্যত্র এই পদ্ধতি অপরিচিত থাকলেও জার্মানরা তিন ব্যাকে খেলত। পোজো ভাবলেন, উরুগুয়ে যদি না আসে, আর্জেন্টিনা যদি দুর্বল দল পাঠায়, ইতালিকে জিততে তেমন বেগ পেতে হবে না। তাঁর লক্ষ্য হল ইতালির অধীনস্থ বিদেশী খেলোয়াড়দের দিকে। আর্জেন্টিনার মণ্টি, ওরসি তখন ইতালির সেনাবাহিনীতে রয়েছেন। পোজো বললেন, যদি তারা ইতালির জন্য জীবন দিতে পারে, তবে তাদের পক্ষে খেলতে বাধা কোথায় ? আবিসিনিয়ার যুদ্ধের

সময় বিশ্ব কাপের উইঙ্গার আর্জেণ্টিনার গাইতা রয়েছেন আর্মি মেডিকেল কোরে। পোজো দল গঠনে উঠে-পড়ে লাগলেন। সেণ্টার হাফে মণ্টিকে সাহায্যের জন্য অ্যাট্রিলিও ফেরারিস (৪)-কে রাখলেন, যদিও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন না। তিনি পোজোর ভক্ত ছিলেন, তাই রোমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন পোজো-কে ঃ

—আমার কি আগের মত সামর্থ্য আছে ?

—নিশ্চয়ই, তুমি যদি ভাল খেলতে পার আমার তো বলার নেই কিছু !

—আমি এখন দিনে ৩০ থেকে ৪০টি সিগারেট খাই।

—আস্তে আস্তে কমাও।

—চেষ্টা করব। বললেন ফেরারিস।

—দেখা যাক। পোজোর মন্তব্য।

গোলে তখন অন্যতম সেরা কারলো সিরেসলি-র পরিবর্তে প্রবীণ গিয়ামপিরো কম্বিকে নেওয়া হল। কারণ পর্বত ও অরণ্যময় ফিওরেলটিনার স্টেডিয়ামে সিরেসলি একদিন ট্রেনিং-ক্যাম্প চলাকালে দারুণভাবে গোল বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ-হাত ভাঙেন। প্রবীণ কম্বি তাঁকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে। কাছেই ছিলেন পোজো। কম্বি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, সব দায়িত্ব তা হলে আমাকেই নিতে হবে এবার ?

জাতীয় দলের ৫৯টি ম্যাচের অভিজ্ঞ লেফট ব্যাক আম্বার্টো ক্যালিগারিস বাদ পড়লেন তরুণ আলিমেণ্ডি দলভুক্ত হওয়ায়। অনুরূপ অভিজ্ঞ ভিরি রসেটার বদলে এলেন মনজেগলিও। ক্যালিগারিসের দুঃখ, অত বেশি ম্যাচ খেলার তাঁর রেকর্ড ম্লান করবে ইণ্টারের তরুণ মিজ্জা ! মিজ্জার 'স্কিল' ও 'পাওয়ার' ছিল অভাবনীয়। ক্যালিগারিসের রেকর্ড অবশ্য তখনও ভাঙেনি। ১৯১৭ সালে ৫৯টি ম্যাচে খেলে তা ম্লান করেন আর একজন লেফট ব্যাক—গিয়াসিনতো ফ্যাচেত্তি।

রভেটায় একমাত্র অভিযোগ ওঠে ময়ূরের ডাক নিয়ে। ওরা বড্ড বিরক্ত করত।

## অস্ট্রিয়া ও মিজ্‌ল

মিজ্‌ল ঠিক পোজোর মতো না হলেও, তাঁর মতোই দলের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। ইতালি দলে মিজ্জা, ওরসি, ফেরারির মতো শক্তিধর, দীর্ঘকায়, বলবান ও শিল্পী ফুটবলার ছিলেন। চার্লি রবার্টসকে দেখে পোজোর ইচ্ছা জাগে তাঁর দলে অনুরূপ শক্তিধর সেণ্টার হাফ থাকুক, যে বল সুইং করে উইঙ্গারদের কাছে পাঠাবে। পেলেনও। লুইসিটো মণ্টিকে রবার্টের অপেক্ষাও কার্যকর মনে হল। তবে তিনি অস্ট্রিয়ার সেণ্টার ফরওয়ার্ড ম্যাথিয়াস সিণ্ডেলারকে অবজ্ঞার চোখে দেখার সুযোগ পেলেন না। তাঁর আগমনে ইতালির জনপ্রিয় সেণ্টার হাফ ফুলভিও বার্নার্ডিনি দল থেকে বাদ পড়ে গেলেন। মণ্টি যেমন ইতালির, তেমনি লম্বাটে সিণ্ডেলার অস্ট্রিয়ার মধ্যমণি। সিণ্ডেলার ভিয়েনা স্কুলে পড়ার সময়েই শান্ত মেজাজের ছিলেন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এসেও তাঁর সে মেজাজ আজও শান্ত। কিন্তু তিনি মিজ্‌লের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত, উৎসাহিত হলেন কোচ জিমি হোগান কর্তৃকও।

সিণ্ডেলার চমৎকার বল কণ্ট্রোল, নয়নাভিরাম মুভমেণ্টগুলি মণ্টিকে যেন কিছুটা ম্লান করছিল। তবে বয়সের ভারে নত হলেও একাগ্রতা ও কঠোর ট্রেনিং দ্বারা মণ্টির আগের খেলা ফিরে আসে। মণ্টি যখন সিণ্ডেলারকে খেলার মাঠে দেখতেন, মনে হত, লাল রংয়ের কিছু তাঁর সামনে। আন্তর্জাতিক ফুটবলে একবার মণ্টি দারুণ আঘাত করেন সিণ্ডেলারকে।

ফুটবলে মিজ্লে-র আকর্ষণ ছিল দুর্বার। আর এই কারণেই তাঁর বাবা তাঁকে ট্রিয়েস্টে নির্বাসন দেন। কিন্তু তাতে মিজ্লে-র ফুটবলপ্রীতি কমেনি। মিজ্লে ভিয়েনার সেরা খেলোয়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই চললেন। তিনি হোগান-কে ভিয়েনায় এবং তাঁকে বড় কোচ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন। পরবর্তীকালে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বিভিন্ন জয়ে হোগানের অবদানই ছিল সর্বাধিক। ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতা থেকে হোগান স্কটিশ পদ্ধতিতে প্রধানত ছোট পাসের খেলায় বিশ্বাসী ছিলেন। মিজ্লেও তাই। কিন্তু বড় রকমের সমস্যা দেখা দেয় কয়েক বছর না কাটতেই, বিশ্বযুদ্ধের পরে। নুরেনবার্গে দক্ষিণ জার্মানির কাছে পর্যুদস্ত হল অস্ট্রিয়া। সেখান থেকে ১৫ ঘণ্টা লাগল দেশে ফিরতে। এই দীর্ঘ সময়ে মিজ্লে ও তাঁর দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের স্টাইল দিয়ে আলোচনা করেলেন এবং সবশেষে স্থির হয় 'আমরা নির্ভুল'। ওয়াণ্ডারটিমের ( Wunderteam ) পত্তন হল।

১৯৩২ সালে এই দল খেলতে গেল চেলসিতে এবং শক্তিশালী ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দারুণ লড়ল। ইংল্যাণ্ড অবশ্য ৪-৩ গোলে জেতে। সিণ্ডেলার ও স্মিষ্টিক —অধিনায়ক ও অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ; জিসেক, স্ক্যাল, সেজতা রুডি হিডেন চমৎকার খেললেন।

কিন্তু অস্ট্রিয়ার পক্ষে ১৯৩৪ সালটা ভাল গেল না। গোটা দলই যেন ক্লান্ত ছিল। তবুও মিজ্লে সদলে ইতালি এলেন পোজো-র প্রতি শ্রদ্ধাবশত। সাংবাদিক ও প্রাক্তন অস্ট্রিয়ান গোলরক্ষক উইলিকে মিজ্লে বললেন: আমাদের কোনো আশা নেই। জানালেন, ইংল্যাণ্ডের অন্তত একজনকে অর্থাৎ আর্সেনালের ফরওয়ার্ড ক্লিফ বাস্টিনকে যদি অস্ট্রিয়া পায় তবে দ্বিতীয় বিশ্ব কাপ তাদেরই হবে।

**উদ্বোধনী খেলা**

চূড়ান্ত পর্বের খেলার আগে হল বাছাই পর্ব। প্রথম খেলায় ১৯৩০ সালের সেমিফাইনালিস্ট যুক্তরাষ্ট্র জিতল গতবারের পুরনো দু'জনকে নিয়ে। কিন্তু পরবর্তী খেলায় একই তুরিণো স্টেডিয়ামে ৭-১ গোলে হারে ইতালির কাছে। গোল দিলেন শিয়াভিও—৩, ওরসি—২, মিজ্জা ও ফেরারি। ডনেলি নিজের আশা পূরণ করেন আমেরিকানদের পক্ষে গোলটি দিয়ে। চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল ৩২টি দল। এর মধ্যে ইউরোপের ২২, আমেরিকার ৮; এশিয়া ও আফ্রিকার একটি করে। ব্রিটেনের কাউকে দেখা গেল না।

দক্ষিণ আমেরিকার দুটি দলই নামার সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল। জেনোয়ায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে স্পেন বিরতির আগে ৩-১ এগিয়ে ছিল, শেষ পর্যন্ত ওই ফলই

থাকে। ব্রাজিলের ফুলব্যাক ছিল না। তারা অবিন্যস্ত ফুটবল খেলল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড লেওনিডাসের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় চার বছর পরে। সেকালের 'পেলে'—সিলভা ও ডে ব্রিট্টো চমৎকার খেলেন। ব্রাজিলের একমাত্র গোলদাতা ছিলেন সিলভা। কিন্তু নার্ভাস ব্রিট্টো স্পেনের ব্যাক কুইনকোসেস-এর ফাউল থেকে প্রাপ্ত পেনাল্টিতে গোল দিতে পারলেন না।

আর্জেণ্টিনা ৩-২ গোলে হারল সুইডেনের কাছে। আর্জেণ্টিনা দলে তাদের ১৯৩০ সালের কাউকে দেখা গেল না। বরং গতবারের মণ্টি খেললেন ইতালির পক্ষে। অবশ্য খেলার শুরুতে ২৫ গজ দূরের ফ্রি-কিক থেকে বেলিস ১-০ এগিয়ে দেন আর্জেণ্টিনাকে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সুইডেনের খেলোয়াড়রা আহা-মরি কিছু না হলেও টিমওয়ার্কে আর্জেণ্টিনাকে হারাল। তারা বেশি কাজে লাগায় উইঙ্গার-দের। আর্জেণ্টিনার চমৎকার বল-প্লেয়ার গালাটেও পাঁচজনকে কাটিয়ে গোলের কাছে পেঁছন। বিরতির পরে ওইভাবে দৌড়ে গোলও করেন। কিন্তু তারাই হারল গোলরক্ষার দুর্বলতায়। ফ্রেসি ফস্কালেন রোসেনে-র লব। সুইডেনের মুঠোয় খেলা এল এবং সমাপ্তির ১০ মিনিট আগে ক্রুন জয়সূচক গোলটি দিলেন।

তুরিণে ফ্রান্স সর্বাপেক্ষা বিস্মিত করল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দারুণ খেলে। দেখাল উরুগুয়েতে তারা যা খেলেছিল, এখানেও তার ঘাটতি তো নেই-ই, বরং কাপ জেতার লড়াইও করতে পারে। তাদের দলের গোলে এখন আলেক্স থেপট এবং ফুলব্যাক আছেন ম্যাটলার। আর অস্ট্রিয়া জিতল শুধু কপাল জোরে। তাও অতি-রিক্ত সময়ে বিতর্কিত গোলে। শ্যাল জয়সূচক গোল দিলেও তিনি অফসাইডে ছিলেন। নিজেও তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ডাচ রেফারি ভ্যান মুর্সেল গোলের বাঁশিই বাজান। ফরাসী সমালোচকরা বললেন ঃ সুইজারল্যাণ্ডের কাছে স্বদেশের (হল্যাণ্ডের) হারে রেফারির মন ভাল ছিল না। ফ্রান্স-অস্ট্রিয়ার খেলা পরি-চালনায় তারই প্রভাব পড়ে। অতিরিক্ত সময়ে অস্ট্রিয়া ২-১ গোলে জেতে। ফ্রান্সের একমাত্র গোল করেন আহত সেণ্টার ফরওয়ার্ড জিন নিকোলাস।

জিতলেও মিজ্‌ল যা ভেবেছিলেন তাই হল। অস্ট্রিয়া ক্লান্ত, আশাহত।

জার্মানরা সবচেয়ে প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে আসে। ৪৮ জনের সম্ভাব্য মূল দল থেকে বাছাই হয় চৌকস ফ্রান্‌জ শেপানের অধিনায়কত্বে। বেলজিয়ম-জার্মানী খেলা ফ্লোরেন্সে। শুরুতে বেলজিয়ম বিপর্যস্ত করল জার্মানীকে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর তারা বিপদ কাটাতে সক্ষম হল।

বেলজিয়মের পক্ষে বিরতির আগে দুটি গোল দেন ভুরহুফ। বিরতির আগে ২-১ গোলে এগিয়ে তারা। বিরতির পরে জার্মানরা হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন। সেণ্টার ফরওয়ার্ড কোলেন হ্যাটট্রিক করলেন, তাঁর দল ৫-২ গোলে বিজয়ী হল।

ট্রিয়েস্ট-এ সুগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়া জিতল তাদের প্রবীণ গোলরক্ষক ফ্রাণ্টিসেক প্লানিকার নেতৃত্বে। রোমানিয়া সর্বাধিক বাধা পায় তাঁর কাছেই। প্লানিকা দুটি অবধারিত গোল বাঁচান। ডোবাই খেলা শুরুর ১১ মিনিটের মধ্যে রোমানিয়াকে

১-০ গোলে এগিয়ে দেন। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার গোল-তৃষ্ণার্ত লেফট উইঙ্গার পাক ও বিপজ্জনক লেফট্ ইন নেজালি বিরতির পর সমুচিত জবাব দিলেন। অবশ্য তাঁদের জয়সূচক গোলটি হয়েছিল নেহাৎ কপাল জোরে। একটি বল বাউন্স হতেই নেজালি ধরে ফেলেন।

নেপলসে হাঙ্গেরি আশ্চর্য করে ৪-২ গোলে মিশরকে হারিয়ে। ১৯২৪-এর ওলিম্পিকসে মিশরের কাছে ৩-০ গোলে পরাজয়ের পর এই জয় দ্বারা তাদের কিছুটা ক্ষতিপূরণ হল। হাঙ্গেরি শুধু কুশলতায় নয়, আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, যদিও তাদের জাত-খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড ডঃ জর্জ সারোশি খেলেননি।

মিলানে সুইজারল্যাণ্ড ৩-২ গোলে হল্যাণ্ডকে হারায়। এই ম্যাচে দর্শনীয় গোল দেন সুইস দলের চশমা-পরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিয়েলহোল। একটি বল মাটিতে পড়ে লাফাতেই তিনি তাকে ঘুরিয়ে জোরালো শট মারেন।

দ্বিতীয় রাউণ্ড ঃ দ্বিতীয় রাউণ্ডে দুটি খেলা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। ফ্লোরেন্সে ইতালি-স্পেন ও বলোগনায় দুই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি।

সমগ্র ইতালি জুড়ে প্রতিটি কাফেতে, রেস্তোরাঁয়, মদের আড্ডায় ৩৩ বছরের জামোরাকে নিয়ে নানা গল্প, কাহিনী ও আশায় গুলজার। জিব্রাল্টার পাহাড়ের মত একদা অপ্রতিরোধ্য ছিলেন তিনি। ইতালিরও প্রধান বাধা। কিন্তু এবার ফ্লোরেন্সে কেমন খেলবেন ? জামোরা এখন কিছুটা বুড়িয়ে গেছেন। তা না হলে দেখিয়ে দিতেন খেলা কাকে বলে! ১৯২৪ সালে প্যারিস ওলিম্পিকসের আগে জামোরা এক সাংবাদিকের কাছে বলেছিলেন ঃ আমরা তো জিতছিই! এবার সেই সাংবাদিককে বললেন জামোরা ঃ কে জিতবে জানি না। আমার কোনো ধারণাই নেই। কে-ই বা বলতে পারে কে জিতবে!

খেলার দিন জামোরা জীবনের সেরা ম্যাচ খেললেন। কিন্তু ইতালির ফরওয়ার্ডরা তাঁকে এমন মেরে খেললেন যে, রিপ্লে ম্যাচে তাঁরা ( স্পেন ) এঁটে উঠতে পারলেন না। অথচ ১২০ মিনিট নৃশংস ইতালীয় আক্রমণকে তিনি তোয়াক্কা করেননি। সবচেয়ে আশ্চর্য ছিল সুইস রেফারি মারসেট-এর পরিচালনা। সব কিছুই তিনি এড়িয়ে যাচ্ছিলেন কেন বোঝা গেল না। পরবর্তীকালে ওই পরিচালনার খেসারত হিসাবে তাঁকে সাসপেন্ড হতে হয় নিজ দেশের ফেডারেশন কর্তৃক।

বিরতির আগে ইতালি পেয়েছিল ১৬টি কর্ণার কিক এবং স্পেন ৬টি। একটি বাদে প্রতিটি কর্ণার বাঁচান জামোরা। ওই একবার কুইনকোসেস গোল লাইনের উপর থেকে শট ফিরিয়ে দেন। যদি কেউ বলেন, সেদিন স্পেন খেলেছিল ড্রয়িংরুম ম্যাচ', তবে তা যথার্থ হবে না। নানা ঘটনার একটি উদাহরণ দিই ঃ কুইনকোসেস ও তাঁর সতীর্থ ফুলব্যাক একবার ইতালির ওরসিকে স্যাণ্ডউইচ করতে প্রয়াসী হন। ওরসি বুঝতে পেরে লাফিয়ে ওঠেন এবং পরক্ষণেই দেখা যায় স্পেনীয় দুজন ধরাশায়ী পরস্পরের সংঘর্ষে। নিজের ভাষায় চিৎকার করে ওঠেন রাইট ব্যাক 'আই, মি মাদরে'!

স্পেন ১-০ গোলে এগিয়ে থাকায় ইতালি কিছুটা ঝিমিয়ে পড়ল। সেন্টার ফরওয়ার্ড ল্যাঙ্গারা ফ্রি-কিক্ নিতে প্রস্তুত। কিন্তু বক্রভাবে ছুটে গিয়ে রিগুইয়েরো ভুল কিক্ করলেন। আর এই ভুল সটের কাছে পরাস্ত হলেন ভুলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ইতালির গোলরক্ষক কম্বি। (গোলদাতা এই রিগুইয়েরো-র ছেলেকে মেক্সিকো ওলিম্পিকসে দেখা যায় ১৯৬৮ সালে)।

বিরতির এক মিনিট পরে সৌভাগ্যক্রমে ইতালি ১-১ করল। আর একটি ফ্রি-কিক করল স্পেন। এদিকে জামোরাকে বাধা দিয়েছেন ইতালির শিয়াভিও। জামোরা বলটি ছোঁয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারলেন না। সেটি কাজে লাগালেন ফেরারি।

অতিরিক্ত সময়ে পোজো এগিয়ে গেলেন নিজদলের খেলোয়াড়দের কাছে। নানা কথায় উজ্জীবিত করলেন শিয়াভিও ও গাইতাকে। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হল না। খেলা শেষে পোজো একে একে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে হোটেলে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠালেন। পরদিন রিপ্লে ম্যাচে পোজো তিনটি পরিবর্তন করলেন এবং চাইলেন কিছু স্বেচ্ছাসেবক। পিজিওলো-র পা ভাঙায় ফেরারিকে সুযোগ দেওয়া হল। ডে মারিয়া ও বোরেল গোটা প্রতিযোগিতার একটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পেলেন। স্পেন আগের ম্যাচের মাত্র চারজনকে খেলাতে পারল। জামোরার বদলে তরুণ নগুয়েট এলেন। চতুর্থ মিনিটে লেফট উইঙ্গার বুশ দারুণ আঘাত পেলেন।

বল আকাশে থাকলে মিজ্জা সর্বদা বিপজ্জনক। আট মিনিট পরে হলও তাই। ওরসি-র উঁচু শটের কর্ণার কিকে হেড দ্বারা মিজ্জা বল গোলে প্রবেশ করালেন। ইতালি সেমিফাইনালে গেল। নবাগত নগুয়েট চমৎকার খেললেন। কিন্তু জামোরা শুধু মাঠে থাকলেই গোটা দল যে অদম্য শক্তি পায়, তা থেকে বঞ্চিত হল। তারা মানসিকতায় দুর্বল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অবশ্য স্পেন সুযোগ পেয়েছিল—মণ্টি কিছুক্ষণের জন্য শক্তিহীন হওয়ায়। কিন্তু ইতালি কোনক্রমে রক্ষা পায় এবং শক্তিও ফিরে আসে।

বলোগনা-র হুগো মিজ্‌ল ইনসাইড ফরোয়ার্ড হরওরার্থকে নিয়ে সামান্য ব্যস্ত ছিলেন। যদিও হরওয়ার্থ দ্বিতীয় সিন্ডেলার নন, তবুও অস্ট্রিয়াকে নতুন শক্তি দিলেন। মিজ্‌ল স্বয়ং এই খেলাকে এই ফুটবল ম্যাচ বলতে রাজি হননি। তাঁর মন্তব্য ঃ এটি ফুটবল নিয়ে ঝগড়া।

সাত মিনিটের মধ্যে জিসেকের ক্রশ পাস হরওয়ার্থ গোলে প্রবেশ করালেন। হাঙ্গেরি চেষ্টা করল তা শোধের। বিরতির ছয় মিনিট পরে বিকানের পাস থেকে জিসেক ২-০ করলেন। তারপর থেকে খেলা লাথালাথির। সারোসি পেনাল্টি থেকে ২-১ করলেন। গোলের ব্যবধান কমল বটে, কিন্তু বাড়ল ফাউল। হাঙ্গেরি যখন ড্র করার মুহূর্তে, তখন তাদের রাইট উইঙ্গার মার্কস বোকামি করায় রেফারি দ্বারা মাঠের বাইরে প্রেরিত হলেন। তারপর বেশ খেলা হতে থাকে। সিন্ডেলার বিপজ্জনক শট সাবো দর্শনীয়ভাবে ঠেকালেন। শান্ত মেজাজে খেলে অস্ট্রিয়া নিজেদের যোগ্য প্রতিপন্ন করে জিতল এবং নবজীবন পেল।

মিলানে প্রচন্ড বৃষ্টি সত্ত্বেও দর্শকদের দাবিয়ে রাখা গেল না। স্বস্তিকা পতাকা আর হাজার হাজার ছাতা নিয়ে তাঁরা এলেন জার্মানী-সুইডেনের খেলা দেখতে।

কুশলী খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া সুইডেন প্রথমার্ধে কিছুটা ভাল খেলল। বিরতির ১২ মিনিট পরে সুইডিশ সেন্টার ফরওয়ার্ড রজেন দেখলেন লেফট উইঙ্গার ক্রুন গোলের দশ গজ দূরে বিনা প্রহরায় দাঁড়িয়ে। তাঁর পাস থেকে ক্রুন ফাঁকা গোলে উঁচু শট করলেন এবং সুইডেনের সব আশা নির্মূল হল। সুইডেনের গোলরক্ষক রিডবার্জ দুটি চমৎকার বল প্রতিহত করেছিলেন। প্রথমার্ধে। ক্রুনের সুযোগ নষ্টের তিন মিনিট পরে রিডবার্জ কোনোক্রমে একটি বল বাইরে পাঠালেন। তারপর পরাস্ত হলেন জার্মানীর রাইট ইন হোম্যানের কাছে ( ১-০ )। আবার তিন মিনিট না কাটতেই হোম্যান সুইডেনের দুই ব্যাককে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন ও ঠান্ডা মাথায় রিডবার্জকে অতিক্রম করলেন। ২-০ গোলে পিছিয়ে সুইডেন এবার হারাল লেফট হাফ ই অ্যান্ডারসনকে। অ্যান্ডারসন আহত হয়ে মাঠের বাইরে গেলেন। কিন্তু তাঁদের খেলায় ঘাটতি চোখে পড়ল না। বরং ডানকার একটি সান্ত্বনা গোল দিয়ে ২-১ করলেন।

তুরিণে চেকোশ্লোভাকিয়া দারুণ খেলে জিতল সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে। গোটা খেলাটাই চলে যেন আঁকাবাঁকা পথে। কেউ বুঝতে পারছিলেন না জয়লক্ষ্মী কার দিকে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল স্কিল, স্ট্যামিনা ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর চেকরাই এবং এইসব তাদের ৩-২ গোলে জিতিয়ে দেয়।

চশমাপরা কিয়েলহোল অষ্টম মিনিটে সুইজারল্যান্ডকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিয়ে অসংখ্য সমর্থক যোগাড় করে নেন। এর ছয় মিনিট পরেই চেকোশ্লোভাকিয়ার চতুর ফরওয়ার্ড স্ববোদা ও স্ববোটকা সুইস রক্ষণভাগ ভেদ করেন ও স্ববোদা ১-১ করেন। বিরতির পরে চেকরা ঘনঘন সুইসদের গোলের সামনে হানা দিতে থাকেন। চার মিনিটের মধ্যে স্ববোদা ও অ্যাটাকিং সেন্টার হাফ ক্যাম্বাল বল নিয়ে স্ববোটকা -কে দিতেই তিনি ২-১ করলেন।

এবার সুইজারল্যান্ডের পালা বিপক্ষ গোলে বোমা বর্ষণের। গোলরক্ষক প্লানিকা ও তাঁর রক্ষণভাগ ঘনঘন সুইসদের হতাশ করতে থাকেন। তবুও অবশেষে সুইস লেফট ইন টেলো আবেগ্লেন ২-২ করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া আবার একবার জ্বলে উঠল এবং সমাপ্তির সাত মিনিট আগে নেজলি ৩-২ গোলে জিতিয়ে দিলেন।

**সেমিফাইনালস**

দুটি সেমিফাইনালের একটি অর্থাৎ ইতালি-অস্ট্রিয়ার খেলা পড়ল মিলানে, বাকিটি জার্মানি-চেকোশ্লোভাকিয়া রোমে।

**ইতালি ঃ অস্ট্রিয়া**—নিরপেক্ষভাবে দেখতে গেলে ইতালি ছিল ক্লান্ত ও শ্রান্ত। আর ম্যাচ ছিল অস্ট্রিয়ার অনুকূলে। কিন্তু হুগো মিজ্‌ল-এর ভাবনায় বৈকল্য দেখা দিল। তিনি বললেন, অস্ট্রিয়ার চাইতে ইতালির মারণাস্ত্র বেশি, তারা অনেক প্রস্তুতি নিয়ে খেলতে এসেছে, তাদের সমর্থকও অনেক ইত্যাদি। হরওয়ার্থ আহত

থাকায় বোধ হয় তিনি হতাশ ছিলেন খেলার ফল সম্পর্কে। হরওয়ার্থের বদলে শ্যালকে নামানো হয়। (ভিয়েনার স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত মিজ্‌ল দৈব-অভিশাপেও বিশ্বসী ছিলেন)।

ভারি মাঠে অনভ্যস্ত জিসেক ও সিন্ডেলারকে কঠোর প্রহরায় রাখলেন মন্টি। কিন্তু সেন্টার হাফে স্মিসটিক চমৎকার খেললেন। ১৮ মিনিট পরে একমাত্র গোলটি দেন ইতালির পক্ষে আর্জেন্টিনার গাইতা কর্ণার কিক থেকে বল পেয়ে। তারপর তিনি আরও একটি সুযোগ নষ্ট করেন। আর অস্ট্রিয়ার খেলোয়াড়রা? তাঁরা যেন বেশি ক্লান্ত ছিলেন। ৪২ মিনিটের আগে তাঁরা ইতালির গোলে একটিও বল মারতে পারেননি। ইতালির ফেরারিস তো সারামাঠে বিচরণ করছিলেন। বিরতির পরে ১৫ মিনিট যাবৎ যখন অস্ট্রিয়া চাপ সৃষ্টি করে, তখনও তাঁকে দমিয়ে রাখা যায়নি। শেষ মিনিটেও ইতালি জিতল সৌভাগ্যের জোরে। এই সময় জিসেক গোলরক্ষক লিটার প্লাজার-এর কাছ থেকে বল পেয়ে ইতালির রক্ষণভাগ ভেদ করেন। দর্শকরা তখন অলপক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, ইতালির সমর্থকদের রক্ত হিম। জিসকের শট গোলের উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইতালি উঠল ফাইনালে।

**চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ জার্মানী**—রোমে জার্মানীকে হারিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া ফাইনালে উঠল। চেকোশ্লোভাকিয়া দেখাল জার্মানীর ইংরাজী অক্ষর ডবলু পদ্ধতিতে খেলাটা শুধু স্বদেশপ্রেমের জন্যই নয়। জয়ের জন্য আরও কিছু প্রয়োজন। পেশীবহুল দেহ নিয়ে জার্মান খেলোয়াড়রা খুশি ছিলেন, ছিলেন সুগঠিত, কিন্তু প্রেরণা দেওয়ার কেউ ছিলেন না। তাঁদের আসল ঘাটতি ছিল গোলমুখে গিয়ে। কেননা রান, জিলার, মুল্যারদের তো তখন আসতে অনেক বাকি। তবুও জার্মানরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে খেলা শুরু করল। রাইট ইন হোম্যান গুরুতর আহত থাকায় খেললেন না।

এদিকে দর্শকদের মধ্যে ইয়টিং ক্যাপ পরে মুসোলিনী উপস্থিত। চেকরা এগিয়ে যেতে থাকলেও তিনি নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করেননি। বরং আনন্দে খেলা দেখছিলেন। ২১ মিনিট পরে চেক রাইট উইঙ্গার জুনেক একাকী বল নিয়ে এগোলেন। বাকি ছিল শুধু জার্মান গোলরক্ষক ক্রেসকে ভেদ করা। কিন্তু ১-০ করলেন নেজলি। চেক খেলোয়াড়রা এবার যেন সামান্য ঢিলে দিলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে আবার তাঁরা স্বমূর্তিতে ফিরলেন এবং জয় যখন অবধারিত মনে হচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তে অধিনায়ক ও গোলরক্ষক প্লানিকা মারাত্মক ভুল করলেন। জার্মানির লেফট ইন নোয়াক-এর দূরের শট লক্ষ্য করছিলেন তিনি, আর তা তাঁর (চেক) গোলে ঢুকে ১-১ হল।

এবার জার্মানি যেন শক্তি ফিরে পেল। তীব্র আক্রমণ করল এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার টিরকি তো একবার আত্মঘাতী গোলের উপক্রম করেন গোলরক্ষককে পাস দিতে গিয়ে। ১-১ হওয়ার ১০ মিনিট পরে পাক পেনাল্টি সীমানার ধার থেকে ফ্রি-কিক করতেই তা বার-এ লাগে। লেফট হাফ ক্রিসিল সঙ্গে সঙ্গে চেকোশ্লো-

ভাকিয়াকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন। জার্মানী এবার যেন ধসের মুখে পড়ল। ক্যাম্বালের পাস থেকে নেজিল ড্রিবল করে এগিয়ে ৩-১ করলেন।

ফাইনালের তিনদিন আগে নেপলসে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ৩-২ জিতে জার্মানী তৃতীয় স্থান পেয়ে নিজেদের সান্ত্বনা দিল। এই খেলায় উভয় দলেই বহু পরিবর্তন হয়। ২৪ সেকেণ্ডের সময় প্রথম গোলটি করেন জার্মানীর লেহনার, দ্বিতীয়টি কোনেন। হরওয়ার্থ ১-২ করতেই জার্মানী সামান্য ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু লেহনার আবার গোল দিলেন ( ৩-১ )। দ্বিতীয়ার্ধের একমাত্র গোল দেন সেজতা ৩০ গজ দূরে থেকে ফ্রি-কিক দ্বারা ( ৩-২ )। আবাব খেলা ফাউলময় হল। কিন্তু জার্মানী এগিয়েই রইল।

**ফাইনাল**

**ইতালি ঃ** চেকোশ্লোভাকিয়া—রোমে গোটা বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতা নিয়েই কেমন যেন অনীহা ছিল। ফাইনালকে কেন্দ্র করেও কোনরকম উত্তেজনা দেখা গেল না। রাস্তাঘাটেও কোন কানাঘুষা নেই। বাড়িগুলিও আগের মতই শূন্য। এদিকে চেক দল বহাল তবিয়তে চমৎকার বাড়িতে রয়েছে। নানারকম উপহার সামগ্রীতে তাদের ভরিয়ে দেওয়া হল। সজেজেস, হ্যাম পেলেন খেলোয়াড়রা। রুপোর চামচ পেয়ে একজন খেলোয়াড় সেটি জামায় সেলাই করে নিতে চাইলেন। ১,৭০০ শুভেচ্ছা টেলিগ্রাম এল। প্রাগ থেকে দুটি বিশেষ ট্রেনে ও তিনখানি মোটর কোচ ভরে সমর্থকরা রোমের পথে রওনা হলেন। দুঃখের কথা, খেলা ইতালির উত্তরাঞ্চলে হল না। কেননা, তুরিণো স্টেডিয়ামটি অপেক্ষাকৃত ছোট ছিল, দর্শক সংকুলান হবে না। উপরন্তু বিশ্বকাপ ফাইনালের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। তাই খেলা রোমে।

সকলেরই জানা আছে ইতালির 'স্ট্যামিনা' ও 'পাওয়ার'। এছাড়া স্বদেশে অসংখ্য সমর্থক। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার অদ্ভুত কলাকৌশল।

শুরুতে চেকরা ডানুবিয়ান ঘরানায় ছোট ছোট পাসে খেলতে আরম্ভ করলেন চমৎকার ভঙ্গিতে। সেণ্টার হাফ ক্যাম্বালকে সারা মাঠে দেখা গেল, ইতালীয় রাইট ফ্ল্যাঙ্কের কাছে ভয়াবহ হলেন পাক। রাইট ইন স্ববোদাও অপ্রতিরোধ্য। ভাগ্যদেবতা প্লানিকার সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করলেও গোলে তাঁকে বেশ দৃঢ় মনে হল। তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন রাইট ব্যাক জেনিসেক।

পোজো বুঝলেন দুটি দলই অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে খেলায় এবং সেজন্য স্নায়ুর চাপও কম নয়। আর একই রোগে আক্রান্ত তাঁর গোলরক্ষক ও অধিনায়ক কম্বি। তাই গোটা খেলাটাই কেমন যেন তালকাটা।

সমাপ্তির ২০ মিনিট আগে কোন দলই গোল দিতে পারল না। পেশীতে টান ধরায় পাক এতক্ষণ মাঠের বাইরে ছিলেন। একটু কমায় মাঠে ঢুকেই ফ্ল্যাগ কিক নিলেন। জটলার পর আবার বল ফিরে এল তাঁর কাছে। তিনি জোরালো শট করলেন কম্বির ডান দিকে। কম্বি দেরিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বল তাঁর আগেই গোলে প্রবেশ করেছে। চেক ১-০ গোলে এগিয়ে। জয় সুনিশ্চিত ভেবে তারা খেলতে

লাগল। স্ববোটকা একটি অবধারিত সুযোগ নষ্ট করলেন। স্ববোদার জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে এল।

ওদিকে ইতালীয় আক্রমণ যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। শিয়াভিওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। গাইতা মাঝমাঠে গিয়ে যেন জট পাকিয়ে ফেলছেন। ইতালির কাছে সব কিছু তমসাচ্ছন্ন মনে হল। খেলা শেষ হতে তখন আট মিনিট বাকি। আর এই সময়ে ইতালি একটি সুযোগ পেয়ে গেল। লেফট উইঙ্গার ওরসি গাইতার কাছ থেকে পাস পেয়ে দ্রুত ছুটে চেক-রক্ষণব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে গেলেন এবং বাঁ পায়ে বল তুলে ডান পায়ে জোরালো শট করলেন। বল সোয়ার্ভ করে প্লানিকার 'দুর্দান্ত' আঙুলগুলি ভেদ করে জালের ভিতরে ঢুকে গেল। ফটোগ্রাফারদের সুবিধার্থে পরদিন গোলরক্ষকহীন গোলে ওরসি ২০ বার চেষ্টা করলেন অনুরূপ শটের। কিন্তু একবারও তিনি সফল হননি।

নির্দিষ্ট সময়ে ১-১ রইল। সুতরাং অতিরিক্ত সময়ে খেলার সিদ্ধান্ত হল। পোজো স্থির করলেন শিয়াভিও ও গাইতাকে নানা কথায় তাতিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সে কাজ তো ইতালির সমর্থকরা চিৎকার দ্বারা করছেন। মাঠে এমন অবস্থা যে, নিজেই নিজের কথা শোনা যাচ্ছে না। একবার জনৈক ব্যক্তি চেক সাংবাদিককে ডেকে না পেয়ে তার চুল ধরে টেনে তবে সাড়া পান। ওই সাংবাদিকের কেশগুচ্ছ ছিঁড়েও গেল জোরে টানার ফলে। পোজো অতঃপর টাচলাইনের কাছে ছুটে গিয়ে গাইতাকে কিছু বলার সুযোগ পেলেন। কথায় কাজ হল। গাইতা দ্বিতীয়বার পোজোর সঞ্জীবনীমন্ত্র শুনে গোল দিতে সমর্থ হলেন।

৯৭ মিনিট খেলার পর মিজ্জা খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাইট উইং-এ বল পেলেন। চেক খেলোয়াড়রা ওই স্থানটি অরক্ষিত রেখেছিলেন। মিজ্জা ক্রশ পাস দিলেন গাইতাকে। বল ধরেই দেখেন কাছেই শিয়াভিও। শিয়াভিও সামান্য চেষ্টায় টিয়রাক-কে কাটিয়ে গোলে শট করতেই প্লানিকা পরাস্ত হলেন। গোলের পর শিয়াভিওকে জিজ্ঞাসা করা হয়—প্লানিকাকে পরাস্ত করতে তুমি কী শক্তি প্রয়োগ করেছিলে? তাঁর জবাব, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম ওই শটে। তা না হলে প্লানিকাকে ভেদ করা যেত না।

ইতালি শুধু বিশ্ব কাপ জিতল না। খেলা শেষে দেখা গেল তাদের ১০ লক্ষ লিরা লাভ হয়েছে। কিন্তু অনেকে আশংকা করলেন, অন্যত্র খেলা হলে ইতালি বিশ্ব কাপ জিততে পারত না। এর উত্তর তাঁরা পেলেন চার বছর পরে ফ্রান্সে।

## প্রথম রাউণ্ড

| | | |
|---|---|---|
| ইতালি—৭ | : | যুক্তরাষ্ট্র—১ |
| (শিয়াভিও-৩, ওরসি-২ মিজ্জা, ফেরারি) | | (ডনেলি) |

বিরতি ৩—১

চেকোশ্লোভাকিয়া—২ : রোমানিয়া—১
( পাক, নেজেলি ) ( ডোবাই )
বিরতি ০—১

জার্মানী—৫ : বেলজিয়ম—২
( কনেন-৩, কোবিয়ারস্কি-২ ) ( ভুরহুপ )
বিরতি ১—২

অস্ট্রিয়া—৩ : ফ্রান্স—২
( সিণ্ডেলার, শ্যাল, বিকান ) ( নিকোলাস, ভেবিয়োট—পেনাল্টি )
বিরতি ১—১, নির্দিষ্ট সময় ১—১

স্পেন—৩ : ব্রাজিল—১
( ইরারাগোরি-পেনাল্টি, ল্যাঙ্গারা-২ ) ( সিলভা )
বিরতি ৩—১

সুইজারল্যাণ্ড—৩ : হল্যাণ্ড—২
( কিয়েলহোল-২, আবেগ্লেন ) ( স্মিট, ডেনতে )
বিরতি ২—১

সুইডেন—৩ : আর্জেণ্টিনা—২
( জোনাসন-২, ক্রুন ) ( বেলিস, গ্যালাটেও )
বিরতি ১—১

হাঙ্গেরি—৪ : মিশর—২
( টেলেকি, টোলডি-২, ভিঞ্জে ) ( ফাউজি )
বিরতি ২—১

## দ্বিতীয় রাউণ্ড

জার্মানী—২ : সুইডেন—১
( হোম্যান ) ( ডানকার )
বিরতি ০—০

অস্ট্রিয়া—২ : হাঙ্গেরি—১
( হরওয়ার্থ, জিসেক ) ( সারোশি-পেনাল্টি )
বিরতি ১—০

ইতালি—১ : স্পেন—১
( ফেরারি ) ( রিগুয়েরো )
বিরতি ০—১, নির্দিষ্ট সময় ১—১

রিপ্লে ইতালি—১ : স্পেন—০
( মিজ্জা ) বিরতি ১—০

চেকোশ্লোভাকিয়া—৩ : সুইজারল্যান্ড—২
( স্ববোদা, স্ববোটকা, নেজলি ) ( কিয়েলহোল, আবেগ্লেন )
বিরতি ১—১

## সেমি ফাইনালস

রোমে

চেকোশ্লোভাকিয়া—৩ জার্মানী—১
( নেজলি-২, ক্রিসিল ) বিরতি ১—০ ( নোয়াক )

প্লানিকা ( অধিনায়ক ) ; বার্জার, টিরকি ; কস্টালেক, ক্যাম্বাল, ক্রিসিল ; জুনেক, স্ববোদা, স্ববোটকা, নেজলি ও পাক।

কেস ; হারিঙ্গার, বুশ ; জিলিনিস্ক, শ্যোপান ( অধিনায়ক ), থেন্ডার ; লেহনার, শিফলিং, কোনেন, নোয়াক ও কোবেরস্কি।

মিলানে

ইতালি—১ অস্ট্রিয়া—০
( গাইতা ) বিরতি ১—০

কম্বি ( অধিনায়ক ) ; মঞ্জেগলিও, আলেমণ্ডি ; ফেরারিস ৪, মণ্টি, বার্তোলিনি ; গাইতা, মিজ্জা, শিয়াভিও, ফেরারি ও ওরসি।

প্লাজার, সিজার, সেজতা ; ওয়াগনার, স্মিসটিক ( অধিনায়ক ), আরবানেক ; জিসেক, বিকান, সিণ্ডেলার, শ্যাল ও ভিয়েটেল।

## তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলা

নেপলসে

জার্মানী—৩ অস্ট্রিয়া—২
( লেহনার-২, কোনেন ) বিরতি ৩—১ ( সেজতা )

জ্যাকব ; জেনস, বুশ ; জিলিনিস্ক, মুয়েনজেনবার্গ, বেনডার ; লেহনার, সিফলিং, কোনেন, শ্যোপান ( অধিনায়ক ) ও হাইডম্যান।

প্লাজার, সিজার, সেজতা, ওয়াগনার, স্মিসটিক (অধিনায়ক), আর্বানেক ; জিসেক, ব্রাউন, বিকান, হরওয়ার্থ ও ভিয়েটেল।

ফাইনাল ( রোমে ১০ জুন, ৫৫ হাজার দর্শক )

ইতালি—২ চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( ওরসি, শিয়াভিও ) ( পাক )
অতিরিক্ত সময়ের পরে বিরতি ০—০

কম্বি ( অধিনায়ক ) ; মঞ্জেগলিও, আলেমণ্ডি ; ফেরারিস ৪, মণ্টি, বার্তোলিনি ; গাইতা, মিজ্জা, শিয়াভিও, ফেরারি ও ওরসি।

প্লানিকা ( অধিনায়ক ) ; জেনিসেক, টিরকি ; কস্টালেক, ক্যাম্বাল, ক্রিসিল ; জুনেক, স্ববোদা, স্ববোটকা, নেজলি ও পাক।

# ফ্রান্স

## ১৯৩৮

বিজয়ী ইতালির ব্যাজ

তৃতীয় বিশ্ব কাপ শুরুর আগেই ইউরোপময় যুদ্ধের দুন্দুভি বেজে উঠেছে। হিটলারের বাহিনী 'অ্যানচলাস' দখল করেছে অস্ট্রিয়াকে। জার্মানীর জাতীয় ফুটবলের কর্মকর্তারা তাড়াতাড়ি অস্ট্রিয়ার সেরা খেলোয়াড়দের বেছে ধরে নিয়ে গেলেন। ওদিকে স্পেনে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে তেমন সাড়া পাওয়া গেল না; পেশাদারী ফুটবল নিয়ে সেখানে গোলমাল অব্যাহত। উরুগুয়ে আগের গোঁ-তে অটল, ইউরোপে আসবে না। তার দোসর রইল আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনা চাপা রাগে ফুঁসছিল। কেননা, ১৯৩৬ সালে বার্লিনের অপেরা ক্রল-এ ফিফা কংগ্রেসে তৃতীয় বিশ্ব কাপের দায়িত্বভার আর্জেন্টিনার উপর ন্যস্ত হওয়ার কথা ওঠে, কিন্তু ফরাসী কর্তারা উদ্যোগীদের সঙ্গে দহরম-মহরমের দৌলতে নিজেদের দেশে বিশ্ব কাপ আয়োজনের ব্যবস্থা করেন। এই সিদ্ধান্তের পর বুয়েনস এয়ারেসে ওই দেশের ফুটবল ফেডারেশন অফিসের বাইরে দাঙ্গা বেধে যায়। পুলিশের হস্তক্ষেপে হাঙ্গামা থামে।

মাঝের বছরগুলিতে ইতালীয় দলে প্রায় পুরোপুরি রদবদল হয়ে গিয়েছে। নরওয়ের সঙ্গে প্রথম খেলার পর মঞ্জেগলিও দল থেকে বাদ পড়লেন। পুরনোদের মধ্যে দলে রইলেন শুধু ১৯৩৪-এর দুই ইনসাইড ফরওয়ার্ড মিজ্জা ও ফেরারি। দলে অনেক নতুন ও তরুণ মুখের আবির্ভাব দেখা গেল। তাঁদের মধ্যে সেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড সিলভিও পিওলা। প্রো ভার্সেলি ক্লাবের পিওলা যেমন লম্বা, তেমনি সুঠামদেহী। 'পাওয়ার', 'স্পিড' ও 'স্কিল' মিলিয়ে তাঁর জুড়ি কেউ ছিলেন না। ইতালির জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার পর ১৯৩৫ সালে তাঁর খেলা শুরু হয় কয়েক জোড়া গোল দিয়ে। এর দু'বছর আগে খ্যাতনামা উলভস দলের ম্যানেজার মেজর ফ্রাঙ্ক বাকলে নাইসে পিওলা-কে খেলতে দেখে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'পিওলা অনতিবিলম্বে ইউরোপের সেরা সেণ্টার ফরওয়ার্ড হবে।'

তাঁদের দলে দেখা গেল অপ্রতিরোধ্য গোলরক্ষক আলদো ওলিভেরি এবং দুই ব্যাক ফনি ও রাভা-কে। জুভেণ্টাস এঁদের কিনেছিল এবং উভয়েই ১৯৩৬ সালের বিজয়ী

ওলিম্পিক দলে ছিলেন। ফনির মেদহীন দেহ আর রাভা মোটাসোটা। ওলিম্পিয়াডের সময় তাঁকে ফেরত পাঠানো হয়। ওলিম্পিক দলের আর এক সদস্য লেফট হাফ লোকাটেলিও বিশ্ব কাপ দলে রইলেন। চমৎকার দুই দ্রুতগামী উইঙ্গারও এলেন ইতালি দলে। একজন বলোগনার আমাদেও বিয়াভাতি, অপরজন ট্রিয়েস্টিনার জিনো কলোসি।

১৯৩৫ সালের পর 'আজুরি' প্রাগে একবার মাত্র হেরেছে। এখনও তারা তিন ব্যাক পদ্ধতি পরিহার করে চলেছে, ওদের অটুট বিশ্বাস ফুটবলাররা দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করবে, থাকবে মাঠময় বিচরণকারী সেণ্টার হাফ। মণ্টি নেই বটে, তবে উরুগুয়ের গতিবেগসম্পন্ন বিশালদেহী আন্দ্রোলো আছেন; পোজো পেয়েছেন চার্লি রবার্টসের উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে এটি পরাক্রমশালী দলে পরিণত হয়। ১৯৩৪ সালের দলের সঙ্গে তুলনা করে পোজো লেখেন: 'রোমের দলটি সম্ভবত শক্তিশালী ও সংগ্রামশীল ছিল, ছিল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, কিন্তু দারুণ দলগত সংহতি ছিল প্যারিসের দলে। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা এবং নমনীয়তায় তারা সেরা।' ১৯৩৮ সালের দল সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল—এরা ইংল্যাণ্ডকে হারাতে পারত। ১৯৩৪ সালের ইতালি এদিক থেকে ছিল সবচেয়ে ব্যর্থ। তবে খেলাটি নিরপেক্ষ মাঠে (লণ্ডন বা ম্যাঞ্চেস্টারের কাদায় নয়) হওয়া দরকার।

অস্ট্রিয়া তো নেই। ইংল্যাণ্ড ওদের বদলে বা ওদের স্থান নিতে গররাজি। হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে দুরন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হল। প্যারিসের পর্যবেক্ষকরা নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন: 'ইতালি এবারও ট্রফি জিতবে, ভাল দল নিয়ে এসেছে হাঙ্গেরি, ব্রাজিল অপরিচিত হলেও ভাল খেলবে।'

ব্রাজিল ছিল সকলের পছন্দসই। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য দেশ বা দলগুলির তুলনায় তারা অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে হাজির হল। তারা এল যেমন সকলের আগে, তেমনি গেল সকলের শেষে। ব্রাজিল এল একদল টগবগে প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিয়ে, তারা তেমন যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার আগেই দুঃখজনক ফুটবল লড়াইয়ে পরাস্ত হল, তবে আভাস দিল দেড় বা দুই দশকের মধ্যে তারা বিশ্ব ফুটবলে থরহরি আনবে।

হাঙ্গেরির জর্জ সারোশি দারুণ খেলছেন। তাঁর খেলা তখন তুঙ্গে। জাতীয় দলের আক্রমণের পুরোধা তিনি; অবশ্য মাঝে-মধ্যে তিনি সেণ্টার হাফেও খেলছিলেন। একবার ভিয়েনায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ গোল দিলেন। গত নয় মাসে হাঙ্গেরি ৮-৩ গোলে হারাল চেকদের। এর সাত গোলই সারোশির। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তারা জিতল ৫-৩ গোলে এবং গ্রীসের বিরুদ্ধে ১১ গোলে। ২২ বছরের এক প্রতিভাধর ইনসাইড ফরওয়ার্ড সেঞ্জেলার স্থান পেলেন সারোশির ধারে। এই সেঞ্জেলারের বাজার দর তখন চার লক্ষ লিরারও বেশি। ইণ্টারের হাঙ্গেরীয় কোচ ফেল্ডম্যান মিলানে খেলার জন্য চার লক্ষ লিরা দিতে চাইলে সেঞ্জেলার তখনই প্রত্যাখ্যান করেন।

গত মে-তে সফররত ইংল্যাণ্ডের কাছে বার্লিনে জার্মানী শোচনীয়ভাবে ৬-৩ গোলে হারল। ওই সময় জার্মানী হেরেছিল সুইজারল্যাণ্ডের কাছেও, তবে তারা ফ্রান্সকে হারায়। কিন্তু ইতোমধ্যে জার্মানী ম্যানেজার-নির্বাচক অটো নার্জকে বদলে এনেছে খর্বকায় শেপ হারবার্জারকে। হারবার্জার ম্যানহিয়েম-এর প্রাক্তন ইনসাইড ফরওয়ার্ড। ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি সর্বসম্মতভাবে ম্যানেজার পদে রইলেন জার্মানীর ফুটবলের অসম্ভব উন্নতির সুবাদে। হারবার্জার বিচক্ষণ, প্রখর ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, মনোবিজ্ঞানী এবং সকলের মন বোঝার মত দারুণ ক্ষমতাশালী। দায়িত্ব পেয়েই হারবার্জার আর কিছু না করে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া দলকে একই সূত্রে বাঁধার চেষ্টায় রত হলেন। নিয়ে এলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান চার অস্ট্রিয়ানকে।

প্রতিযোগিতায় এই প্রথম এল কিউবা, পোল্যাণ্ড ও ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ এবং আবার হাজির হল সুইডেন, রোমানিয়া ও সুইজারল্যাণ্ড। ১৯৩৪ সালের রানার্স চেকোশ্লোভাকিয়া দলে এখনও সেই বিখ্যাত গোলরক্ষক প্লানিকা, লেফট ইন-এ অপ্রতিরোধ্য নেজলি এবং রাইট হাফে কোস্টালেক। এসব সত্ত্বেও ইতালিই ফেভারিট, তারা সেইভাবে প্রস্তুতও। নক-আউট পদ্ধতিতেই শেষ পর্যায়ের খেলাগুলি হল, তবে তার আগে প্রাথমিক বাছাই পর্ব শেষ হয় এবং খেলা হয় বিভিন্ন শহরে দূরে দূরেই।

প্রথম রাউন্ড : মার্সাইয়ে ইতালি আবার প্রায় তোপের মুখে পড়েছিল। এবার বিপদে ফেলেছিল নরওয়ে। খেলোয়াড়রা খেলা শুরুর আগে পাহাড়-প্রমাণ বিদ্রূপের সম্মুখীন হয়। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ফ্যাসী-বিরোধী উদ্বাস্তুরা ফ্যাসিস্ত স্যালুট দিলেন। নিজে হাত নামিয়ে নিলেও পোজো খেলোয়াড়দের বললেন, যতক্ষণ চিৎকার না থামে, ততক্ষণ তোমরা কপালে হাত লাগিয়ে থাকবে ( স্যালুট থেকে বিরত না হওয়া )। তারপর তিনি চিৎকার করে বলেন, 'টিম অ্যাটেনশন, স্যালুট'। এবার নিজে স্যালুট দেওয়া অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন চিৎকার ক্ষীণ হয়ে আসা পর্যন্ত। ইতোমধ্যে ফরাসী দর্শকরা ঝিমিয়ে পড়েছেন বিরক্ত হয়ে। চিৎকার থামতেই পোজো হাত নামালেন। দর্শকরা বাধ্য হয়ে বিদ্রূপ বন্ধ করলেন।

খেলার পর পোজো স্টেডিয়ামের বাইরে যেতেই এক ইতালীয় জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁদের দলে ভেনিসের কেউ আছেন কিনা। পোজো জানালেন, একজন আছে, তার নাম সেরান্তমি। 'বেশ ভাল'—ওই ব্যক্তির মন্তব্য। পোজো এবার একটু উঁচু গলায় বললেন, নির্বাসিতরা সত্যি সত্যি ক্ষুব্ধ নয়। তাহলে তারা আমাদের দেখে গুলি করত।

কিন্তু নরওয়ের খেলোয়াড়দের দেখে মনে হল, তারা যেকোনো সময় কামান দাগতে পারে। বিশেষত তাদের দুর্ধর্ষ সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্রুনিলডসেন। পোজো পরে ওর সম্পর্কে বলেন, 'ও আমার গোলাপের মুকুটে একটি কণ্টক'। ব্রুনিল-ডসেন একাই খেলাটিতে জিততে পারতেন যদি ওলিভেরি এক হাতে অত্যাশ্চর্যভাবে অবধারিত গোলটি না ঠেকাতেন। গোলের পিছনে পোজোর রক্ত তখন হিম হওয়ার উপক্রম।

নিউ মার্সাই স্টেডিয়ামে নরওয়ের শুরুটা তেমন আহামরি ছিল না। অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আদাজল খেয়ে পাল্টা-আক্রমণের প্রচেষ্টাও দেখা গেল না। ওলিম্পিক সেমি-ফাইনালে যে ইতালির কাছে তারা ১-২ গোলে হেরেছিল, সেই দলেরই ছ'জনকে নিয়ে নরওয়ে দ্বিতীয় মিনিটে ১-৩ গোলে পিছিয়ে পড়ে। পিওলা দেখলেন নরওয়ের গোলরক্ষক ফেরারির শট ধরে রাখতে পারেননি। ফেরারি এবার বল মারলেন নিজগৃহ অভিমুখে। নরওয়ের রাইট ব্যাক আর জোহানসেন সেণ্টার হাফ এরিকসেনকে ইশারা করলেন, পিওলা আছে। বল চলে গেল তাদের সেণ্টার ফরওয়ার্ডের কাছে। মাঝমাঠে ছিলেন তাঁদের রাইটহাফ হেনরিকসেন। বল তখন ইতালির দিকে।

ব্রুনিলড্সেন এবার সর্বগ্রাসী হয়ে আক্রমণ শুরু করলেন, ইতালীয় রক্ষণ-ভাগকে তুললেন কাঁপিয়ে। তাঁকে সমর্থন করতে লাগলেন দ্রুততম লেফট উইঙ্গার ব্রাস্টাড। পোজো পরে এই ব্রাস্টাডকে যদিও ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ইউরোপীয় দলে নির্বাচিত করেছিলেন, তবুও তার বিরুদ্ধে পোজোর কেমন যেন আক্রোশ ছিল। একইভাবে তিনি দেখতেন চমৎকার রাইট ইন কোয়ামেনকেও। তিনবার নরওয়ের আক্রমণ ইতালির বার ও পোস্টে লেগে ফিরে এল। কিন্তু বিরতির পরে ব্রনিলড্সেনের কাছ থেকে ব্রাস্টাড বল পেয়ে ১-১ করেন। এর পরেই ব্রাস্টা-ডের মার আবার জালের মধ্যে ঢুকল। তবে এটি অফসাইড হল। সমাপ্তির পূর্ব মুহূর্তে ওলিভেরি এক হাতে ব্রুনিলড্সেনের মারাত্মক শটটি আশ্চর্যভাবে ঠেকা-লেন। নির্দিষ্ট সময়ে ১-১ থাকায় অতিরিক্ত সময় খেলার নির্দেশ দিলেন রেফারি। পিওলা এবার পঞ্চম মিনিটে নরওয়ের রক্ষণ-ভাগ ভেদ করলেন। এইচ জোহানসেন ব্যতীত আর কেউ তাকে রোখার চেষ্টা করলেন না। পিওলা ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন ইতালিকে। সমগ্র প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় বাধা পার হল ইতালি অতি কষ্টে।

ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা নিভৃতে আলসেস্ অরণ্যের মধ্যে বাস নিলেন। রাত আটটা থেকে ভোর ছ'টা পর্যন্ত অনুশীলনের জন্য ওই ব্যবস্থা। তারা ড্র করল পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্ট্রসবরো-য়। খেলাটি তুঙ্গে ওঠে এর পরেই, অতিরিক্ত সময়ে। দুই দলের মোট এগারটি গোল। মাঠে তখন উভয় দলের সমর্থকরা তো বটেই, নিরপেক্ষ দর্শকরাও বলের গতির সঙ্গে দোদুল্যমান। ব্রাজিলের রক্ষণভাগে রয়েছেন চাইনিজ ওয়াল এবং বর্ণময় ফুলব্যাক ডমিঙ্গোস ডা গুইয়া, সেন্টার ফরওয়ার্ডে রবারের মতো নমনীয় ও আবলুসের মতো কালো লিওনিডাস। এই লিওনিডাসই চারটি গোল করেন। ওদিকে পোল্যাণ্ডের লেফট ইন উইলিমোস্কিও চারটি গোল দিলেন।

দ্রুত গতিবেগসম্পন্ন, অক্লান্ত, অকুতোভয় ও মরণপণ সংগ্রামী উঁচু ও বাই-সাইকেল কিকের পথিকৃৎ লিওনিডাস ও ডা গুইয়া এবং অপর ফুলব্যাক ডাঃ নারিজ (ব্রাজিলের সবচেয়ে দামী খেলোয়াড়)-কে নিয়ে ব্রাজিল তখন গর্ব করছে। তবে নারিজ অতুলনীয়। যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে তিনি জোরালো শট করতে পারেন

এবং এবারের বিশ্ব কাপে তাঁর একটিও শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। কিন্তু কেন কে জানে সেমিফাইনালে ইতালির বিরুদ্ধে তাঁকে দলে নেওয়া হল না। নারিজকে না নিয়ে তারা গুরুতর ভুল করেছিল।

স্ট্রসবর্গের মাঠ ভিজে ও কর্দমাক্ত থাকলেও লিওনিডাস যেন সর্বক্ষণই ভয়ঙ্কর। দ্বিতীয়ার্ধে একবার তিনি বুটজোড়া খুলে নাটকীয়ভাবে ছুঁড়ে দিলেন ট্রেনারের দিকে। সুইডেনের রেফারি একলিন্ড তা দেখে তাঁকে বললেন, বুট পরেই খেলতে হবে। তাঁকে আবার বুট পরতে হল।

আশ্চর্যর কথা, ব্রাজিল দলে ছ'জনেরও বেশি ছিলেন, যারা এই প্রথম জাতীয় দলের হয়ে খেললেন। তবুও বিরতির আগেই লিওনিডাস হ্যাটট্রিক করলেন এবং তখন ব্রাজিল ৩-১ গোলে এগিয়ে। এর পরেই পোলিশ হাফব্যাকরা খেলা ধরে রাখলেন এবং খেলার মোড় ঘোরাবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব উইলিমোস্কির। তিনিই অতিরিক্ত সময় পর্যন্ত ম্যাচ টেনে নিয়ে গেলেন। অতিরিক্ত সময়ে উইলিমোস্কি আর একটি গোল দিলেন। কিন্তু লিওনিডাস ও সপ্রতিভ রাইট ইন রোমিওর গোল ব্রাজিলকে এগিয়ে দিল। খ্যাতনামা শিল্পী মিস্টিঙ্গুয়েট দারুণ খুশি হয়ে লেফট ব্যাক ম্যাচাডোসকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম করলেন। সম্ভবত মিস্টিঙ্গুয়েটের নাচের যে ব্রাজিলীয় পার্টনার ছিলেন তাঁরও নাম ম্যাচাডোস, তাই।

প্যারিসের পারক দ্য প্রিন্সেস-এ দুঃসাহসী দু'জন খেলোয়াড় জার্মানদের সব আশা নির্মূল করে দিলেন। প্রথম খেলায় (ম্যানেজার-জীবনের শুরু) শেপ হারবার্গার দল গড়লেন সাতজন জার্মান ও চারজন অস্ট্রিয়ানকে নিয়ে। এই অস্ট্রিয়ানদের একজন নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং সিন্ডেলারকে নাৎসীদের কাছে দিয়ে 'আত্মহত্যার' পথে পাঠায়। জার্মান দলের খেলা ভাল হয়নি। প্রথমার্ধে গাওছেল জার্মানীকে এগিয়ে দিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের জনপ্রিয় সুইস খেলোয়াড় ট্রেলা আবেগ্লেন পাস পেলেন ওয়ালামেকের কাছ থেকে। আবেগ্লেন-এর হেড ১-১ করল। দ্বিতীয়ার্ধে বা বিরতির পর কোন গোল হল না।

পাঁচদিন পরে বিশ্ব কাপের খেলা যেন ঝিমিয়ে পড়ল। রিপ্লেতে সুইজারল্যান্ড দলে একটুও পরিবর্তন হল না। জার্মান দলে তিনজন অস্ট্রিয়ানকে দেখা গেল। কেননা আর এক অস্ট্রীয় লেফট উইঙ্গার পেসার প্রথম ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে রেফারি জন ল্যাঙ্গেনাস কর্তৃক বহিষ্কৃত হলেন। এইদিন মিনেলির হাঁটুতে তিনি প্রচন্ড লাথি মেরেছিলেন। জার্মান দলই তাকে পরবর্তী দুটি খেলা থেকে সাসপেন্ড করে।

এবার ছয় গোল হল। বিরতির আগে জার্মানী ২-0 গোলে এগিয়ে রইল। গোলদাতা অস্ট্রীয় সেন্টার ফরওয়ার্ড হানিম্যান। আর একটি আত্মঘাতী লোয়েরশারের শটে। ওয়ালাশেক ২-১ করলেন। এই সময় আয়েবি আহত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেও সুইসদের আক্রমণ হ্রাস না হয়ে বাড়লই। আয়েবি ফিরতেই বিকেল ২-২ করলেন। পরের দুটি গোলই আবেগ্লেন-এর। সুইজারল্যান্ড ৪-২ গোলে জিতল।

তুলো-য় কেবল কিউবাকে দেখা গেল মেক্সিকোর গরহাজিরে। তাঁদের খেলা পড়ল রোমানিয়ার সঙ্গে। রোমানিয়া দলে ১৯৩০ সালের তিনজন ছিলেন। তবুও কিউবা দারুণ বেগ দিল। ফল ৩-৩। কিউবার কর্তারা গোলরক্ষক কারাভাজালেস-এর উপর বিরক্ত হয়ে রিপ্লেতে নামাল না। অথচ তাঁর বেশ সুনাম ছিল। কারাভাজালেস এতে মন খারাপ না করে নিজেই প্রেস কনফারেন্স ডেকে বললেন, 'রিপ্লেতে কিউবা যে জিতবে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। রোমানিয়ার খেলা আমাদের কাছে আর অপরিচিত নয়। আমরা দু'বার গোল দেব, ওরা একবার।' তাঁর কথা সত্যি হল। যদিও লাইনসম্যান ও ফাইনালের রেফারি জর্জেস ক্যাপডেভিলের ধারণা ছিল কিউবার জয় অফসাইড গোলে।

বিশ্ব কাপের ঢিমেতাল তখনও কমেনি। লে হাভরেতে খেলা চেক-এর বিরুদ্ধে ডাচদের। এ খেলাটির নিষ্পত্তি অতিরিক্ত সময়েই হয়ে গেল। হল্যান্ড হারল, যখন তাদের সর্বশক্তিমান ভান দের ভিন আহত হন। তাদের দলে ৪০ বছর বয়সী লেফট ব্যাক কালডেনহোভ ছিলেন, তেমনি ১৮ বছরের লেফট উইঙ্গার বার্থাস ডে হার্ডার-ও। বার্থাস যুদ্ধের পরে বোরোডিক্সের সঙ্গে 'তারকা' হয়ে ওঠেন। চেকোশ্লোভাকিয়া অতিরিক্ত সময়ে তিনটি গোল দেয়। তৃতীয় গোলটি নেজলি-র। হল্যান্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যতম প্রধান স্কোরার বাখুইজকে না পেয়ে।

উদ্যোক্তা ফ্রান্সের বিশ্ব কাপের অভিজ্ঞ একগাদা খেলোয়াড় রয়েছেন। থেপট, ডেলফোর ও অস্টন ১৯৩৪-এর বিশ্ব কাপ থেকে ফিরলে গেয়ার দ্য লিঁয়তে জনতা তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। থেপট অবশ্য এবার নেই। কিন্তু লয়েণ্ট ডি লোর্তোয় এক নতুন প্রতিভাময় গোলরক্ষক। পার্ক দ্য প্রিন্সেস-এ তিনি দারুণ খেলে ছিলেন ওই মরশুমের আগে। ডেলফর ও অস্টন তো আছেনই। আছেন এটিনে ম্যাটলার। অসুস্থতার জন্য রজার কোর্টোই বাদ পড়লে রাইট উইং অস্টনের ডাক পড়ে এবং কলম্বাসে বেলজিয়মের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেন। মার্সাইয়ের জিল ব্যাস্টনও তাই। বোরবোতে আহত হওয়ায় তরুণ ব্যাস্টন রাইট হাফে এলেন।

চল্লিশ সেকেণ্ডের মধ্যেই ফ্রান্স তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে গোল দিল। জিন নিকোলাসের ওই শট বেলজিয়মের ১৯৩০-এর বিশ্ব কাপের গোলরক্ষক বাদজ্জ অবশ্য ঠেকাতে পারতেন। ১৯৩০-এর আর এক প্রবীণ ভিনান্ত আত্মঘাতী গোল দিলেন। ১০ মিনিট পরে নিকোলাস পড়ে গেলে আইসেমবর বেলজিয়মের পক্ষে গোল দিলেন ( ২-১ )। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের ২৫ মিনিটের সময় ফ্রান্স খেলার জয়ের পথ সুগম করে নিল। দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে অস্টন বল বাড়ালেন নিকোলাসকে এবং ৩-১ হল।

রাইমে হাঙ্গেরি ৬-০ গোলে ডাচ ইস্ট ইন্ডিজকে ধরাশায়ী করল। দুই অর্ধেই সারোশি ও সেঞ্জেলার দুটি করে গোল দিলেন।

**দ্বিতীয় রাউন্ড**

প্যারিসে এবার উদ্যোক্তা ফ্রান্সের মুখোমুখি হল ইতালি। পোজো দলে

রদ-বদল করলেন। মঞ্জেগলি-র জায়গায় এলেন ফানি। দুই উইং-এ এলেন আমেদিও বিভাটি ও গিনো কলোসি। মার্সাইয়ে সেরান্টনি ভয়ঙ্কর খেলেছিলেন, তাই পোজো তাঁকে রেখে দিলেন। পোজোর বিশ্বাসকে মর্যাদা দিলেন তিনি। বিশ্ব কাপের বাকি খেলাগুলিতে সেরান্টনির 'রোবাস্ট' খেলা ইতালির খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা দিল।

বর্ধিত কলম্বাস স্টেডিয়ামে ৪৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে খেলা আরম্ভ হল। শুরুতে দুটি দলই খাপছাড়া খেলছিল। সম্ভবত ওদের গত ডিসেম্বরের ০-০ ফল স্মরণ করিয়ে দিল। পিওলা-ই খেলার গতি পরিবর্তন করলেন নিজের ক্রীড়া-ক্ষমতা দ্বারা। সাংবাদিক ও ফ্রান্সের খেলোয়াড় গ্যাব্রিয়েল হ্যানট তখন শুধু স্মৃতি-চারণ করে বললেন, ইউরোপের সব সেণ্টার ফরওয়ার্ড তাঁর সতীর্থ ছিলেন, বিশ্ব-যুদ্ধে তাঁরা মারা গেছেন। পিওলা শুধু ফ্রান্সের গোলমুখে আশঙ্কার কারণ হলেন না, পা ও মাথা দিয়ে বল দেওয়া-নেওয়া করতে লাগলেন। এগোতে লাগলেন ফ্লাঙ্কে, ঘটাতে লাগলেন বিস্ফোরণ। ফ্রান্সের সেণ্টার ফরওয়ার্ড অস্ট্রীয় গুস্টি জর্ডান দ্বিতীয়ার্ধে যখন সহজে হার মেনে নিচ্ছিলেন, বোঝা গেল তাদের বিপর্যয় দুয়ারে হানা দিচ্ছে।

ছয় মিনিট পরে কলোসি ইতালিকে ১-০ এগিয়ে দিলেন। তাঁর ক্রশ শট সোয়ার্ভ করে ব্যাস্টনের পাশ কাটিয়ে গোলরক্ষক ডি লোর্টোর হাত ছুঁয়ে জালের মধ্যে প্রবেশ করল। কিন্তু এক মিনিট কাটার আগেই ডেলফোর চমৎকার পাস দিলেন ভিনান্তকে। পোজো পরে বলেন, এই প্রতিযোগিতায় এমন সুন্দর পাস আর দেখা যায়নি। অস্টন দ্রুত ছুটে গেলেন মাঝখানে এবং বল পেয়ে হরিণ-গতির মত বেগবান রাইট ইন অসকার হাইসেরের ১-১ করলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে পিওলা সব নিষ্পত্তি করলেন। জর্ডান ও ডিয়াগ্নে একসঙ্গে বোকার মত এগোতে থাকলে ডিয়াগ্নের কাছ থেকে বিয়াভাতি বল ছিনিয়ে নিয়ে মাঝ মাঠে লম্বা পাস দিলেন। পিওলা প্রাণপণ দৌড়ে ২-১ করলেন। এরপরে পিওলা বাঁদিকে বল পাঠালেন কলোসির কাছে। ক্রশফিল্ডে বলটি পেলেন বিয়াভাতি। ফ্রান্সের রাইট উইঙ্গার ম্যাটলের বাধা পাওয়ার আগেই বিয়াভাতি বল খোঁচা মেরে পাঠালেন পিওলাকে। পিওলার হেডে বল গোলে প্রবেশ করল ( ৩-১ )।

'আমি যাদুকর নই।' খেলা শেষে সানন্দে সাংবাদিকদের কাছে পোজোর মন্তব্য, 'আমি শুধু পিছন থেকে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তাদের শুভবুদ্ধি সেইভাবে চলেছে। তাদের প্রজ্ঞা এবং শৃঙ্খলা বাকি কাজটুকু করেছে।' ফেডারেশনের সভাপতি জেনারেল ভাকারো দলের কাছাকাছিই ছিলেন, তিনি চিৎকার করে জয়ধ্বনি দিলেন।

হ্যাট ও জ্যাকেট এবং মেরিন ব্লু শার্ট ও ট্রাউজার্স পরা হ্যাঙ্গেরীয় ম্যানেজার জোসেফ নাগি এলেন সুইডেন-কে নিয়ে সাত হাজার মাইল বিমানে এবং চিন্তিত ও অক্ষম কিউবাকে ৮-০ গোলে হারিয়ে দিলেন। রাইট ইন এবং ৩৫ বছর বয়সী অধিনায়ক টোর কেলার ১৯২৪-এর ওলিম্পিক দলে ছিলেন। ফ্রান্সে এসেও একটি গোল

করলেন। 'বোম্বোরডিয়ার অফ নরকোপিং' নামে খ্যাত গুস্তাভ চার গোল দিলেন যখন, তখন তাঁর লম্বা চুলগুলি উড়ছিল।

৫-০ হওয়ার পর ফরাসী সাংবাদিক এমানুয়েল গাম্বারডেলা টাইপরাইটার বন্ধ করে রাখলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'পাঁচ গোলের পর সাংবাদিকতাটা পরিসংখ্যানে পরিণত হয়।'

বোরদেও-এ ব্রাজিল-চেকোশ্লোভাকিয়ার ম্যাচটি নিছক খুনোখুনীর ব্যাপার বৈ নয়। একমাত্র সুখদায়ক ঘটনা ছিল খেলার আগের একটি অভিনব টেলিগ্রাম। ব্রাজিল দলের কাছেই ওটি আসে—'অল উইথ ইউ সিনসিয়ারলি, পোলিশ ফ্রেন্ডস অফ স্ট্রসবরো'।

খেলা, না, অরাজকতা! আর এই ঘটনাবলীর জন্য ব্রাজিলকে ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপ পর্যন্ত মূল্য দিতে হল। জন্মসূত্রে পাওয়া ফুটবলের প্রতিভাগুলির অপচয় ঘটল। শৃঙ্খলা বা নিয়মকানুন বলে কিছুই ছিল না খেলায়। খেলার পর হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল একজনের পা চিরতরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত। তিনি নেজালি। প্লানিকার ডান হাত ভাঙা। ভীষণ আঘাত লেগেছে কোস্টালেকের পেটে। আহত হয়েছেন পেরাসিও ও লিওনিডাস। বহিষ্কৃত তিনজন—ব্রাজিলের মাচাডোস ও জেজে আর চেকোশ্লোভাকিয়ার রাইট আউট রিহা।

খেলা শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাজিলের রাইট হাফ জেজে অকারণে নৃশংস আঘাত হানলেন নেজালিকে। এমন লাথি মারলেন যে, নেজালি ভূপাতিত। জেজেকে মাঠের বাইরে পাঠালেন হাঙ্গেরীর রেফারি হার্টকা। তৎসত্ত্বেও আধঘণ্টা পরে লিওনিডাসের গোলে ব্রাজিল ১-০ এগিয়ে গেল। বিরতির এক মিনিট পরে রিহা ও মাচাডোসের মধ্যে ঘুষোঘুষি হল।

বিরতির ১৫ মিনিট পরে ডোমিঙ্গোস ডা গুইয়া এমনভাবে চেকোশ্লোভাকিয়াকে বাধা দিলেন যা কল্পনাতীত। তার প্রতিরোধের সামনে চেকদের দেখে সারা স্টেডিয়াম থমকে গেল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁর হ্যান্ডবল হল। নেজালির পেনাল্টি কিকে ১-১ হল। ব্রাজিলের 'কমপ্লিট' গোলরক্ষক ওয়াল্টার বেশ রেগে গিয়ে বললেন, চেকদের এক গোলে পিছিয়ে ফেলতে না পারলে তিনি ৩০ হাজার ফ্রাঙ্ক দেবেন। তবে বাজি থেকে পেনাল্টি বাদ পড়বে। অতিরিক্ত সময়েও গোল হল না। ব্রাজিল আপীল করল খেলার ফল নিয়ে। কিন্তু অনুতাপহীন আবেদন বাতিল হয়ে গেল।

এরপর আবার খেলা অর্থাৎ রিপ্লে। এবার দুই দলের মানসিকতা লক্ষণীয়। স্বাভাবিকভাবেই শান্ত, সুস্থ পরিবেশে দারুণ শৃঙ্খলার মধ্যে খেলা আরম্ভ হল। হার্টকার বদলে রেফারি ফ্রান্সের জর্জেস ক্যাপডেভিল। প্রথম খেলার সঙ্গে রিপ্লের বিপরীত পরিবেশ দেখা দেওয়ার প্রধান কারণ বোধ হয় ব্যাপক খেলোয়াড় বদলে। প্রথম ম্যাচে উভয় দলের বহিষ্কার এবং আহত হওয়ার দরুণ এই খেলায় চেকোশ্লোভাকরা ছয়জনকে বদল করল, ব্রাজিলের বদলী নয়জন।

ব্রাজিলের নতুন লেফট ব্যাক শল্য-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ ডাঃ নারিজ। নারিজ

একযোগে তাঁর ক্লাব বোটাফোগো ও রিও পুরসভার চাকুরে। এক বছর ধরে তিনি ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরেছেন এবং গভীরভাবে সব কিছু লক্ষ্য করেছেন। বুদাপেস্টের হাঙ্গারিয়াকে তাঁর খুব পছন্দ ছিল। রিপ্লেতে তিনি নিজের হাতের উপর এমনভাবে পড়লেন যে, তাঁর কব্জির দুটি হাড় ভেঙে গেল এবং বিশ্ব কাপ থেকেও বিদায় নিতে হল। নারিজের গোড়ালিও অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত এবং তিনিও······।

আর একটি নতুন মুখের সন্ধান মিলল। ইনসাইড ফরওয়ার্ড এই তিম পরবর্তীকালে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার দারুণ সফল ম্যানেজার হন। বল পায়ে নিয়ে তাঁর যাদু ও টগবগানিতে মনে হল তিনি আর একজন লিওনিডাস। তাঁর ড্রিবলিংও নয়নাভিরাম।

সেমি-ফাইনালে উন্নীত হওয়া নিয়ে ব্রাজিল এত নিশ্চিত ছিল যে, দলের একটা বড় অংশ ফল জানা তো দূরের কথা, খেলা আরম্ভের আগেই মার্সাইয়ে চলে গেল ইতালির বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনালের প্রস্তুতির জন্য। কিন্তু ওরা ফিরে এল, যখন শুনল অপরিবর্তনীয় নেজলির বদলে চমৎকার অ্যাটাকিং লেফট হাফ কোপেকি নেমেছেন ও গোল দিয়ে ১-০ এগিয়েছেন। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল ম্যাচ মুঠোর মধ্যে আনল এবং উজ্জ্বল ফুটবল খেলল। তারা অনায়াসে দুটির বেশি গোল দিতে পারত। লিওনিডাস আবার তুঙ্গে। খেলা শুরুর এক ঘণ্টা পরে তিনি হার মানালেন প্লানিকার ডেপুটি বার্কার্টকে। দ্বিতীয় গোল আরও দর্শনীয়। ওয়াল্টারকে কেউ বাজির টাকা ( ফ্রাঙ্ক ) দেননি বটে, তবে এই গোলের জন্য তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। ওয়াল্টার নিজের গোল লাইন থেকে সজোরে বল ছুঁড়ে দিলেন, রবার্টো তাতে ভলি মারতেই বল জালে প্রবেশ করে। ম্যাচের পরে লিওনিডাস সপ্রশংস ছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার লেফট ব্যাক ডাউকিক সম্পর্কে। তাঁর মতে গোটা প্রতিযোগিতায় ডাউকিকের খেলা সেরা মনে হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি স্পেনের ম্যানেজার হয়ে খ্যাতি অর্জন করেন।

### সেমি-ফাইনাল

এবার ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস ফলপ্রসূ হল না। পোজো তাঁর 'আজুরি'-কে এক্সে রেখে ব্রাজিলিয়ানদের সদর দফতরে গেলেন এবং জানালেন, সেমি-ফাইনালের পরের দিনে প্যারিসে যাওয়ার বিমানে কোনো আসন পাওয়া যাবে না। ওর সবই ইতালি রিজার্ভ করে নিয়েছে। অবশ্য বিশ্ব কাপ খেলতে এসেও ব্রাজিলের আশেপাশে তেমন বেশি ঘনিষ্ঠ লোকজন ছিলেন না। তবে তাঁরা স্বল্প হলেও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। পোজোর কথা শুনে ব্রাজিলিয়ানরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ওইসব কথা তুলছেন কেন ?'

—'কেন জানেন ?' পোজোর প্রশ্ন এবং উত্তর, "আপনারা হারলে বোরদেওয়ে ফিরতে হবে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলার জন্য। আর আমরা যাবো প্যারিসে ফাইনাল খেলতে।'

—'কিন্তু আমরা তো হারছি না।' বড় বড় চোখে ব্রাজিলিয়ানরা জানালেন, 'মার্সাইয়ে আমরাই জিতছি।'

—'আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ?' পোজোর জিজ্ঞাসা।

—'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নিশ্চিত।' ব্রাজিলিয়ানরা পুনরুক্তি করলেন। দেখা যাক এবার কারা সফল হয়। তবে ব্রাজিল দলে লিওনিডাস ও তিম নেই। তাদের ম্যানেজার পিমেণ্টা বললেন, তিনি দলকে ফাইনালের জন্য প্রস্তুত রাখছেন। পোজো ফিরে এলেন এক্সে। ব্রাজিলিয়ানদের সঙ্গে তাঁর সব আলোচনার কথা নিজের খেলোয়াড়দের জানালেন। খেলোয়াড়রা শুনে বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা মাঠে দেখাব কি করতে পারি।'

**ইতালি-ব্রাজিল ঃ** রিও থেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন ব্রাজিলের ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি লুই আরনাহা তাঁর খেলোয়াড়দের কাছে, 'তোমরা ফাইনালে জিতলে প্রত্যেকে একখানা করে বাড়ি পাবে। ফাইনালে প্রাপ্ত অর্থের অংশও দেওয়া হবে।' ব্রাজিল দলে আটজন বদল হল। রইলেন জেজে ও ম্যাচাডোস। কিন্তু বোরদেও-এ ফেরা থেকে নিবৃত্ত হতে পারল না তারা।

ওলিম্পিয়ান ডোমিঙ্গোস ডা গুইয়ার পক্ষে দিনটি অপয়া ছিল ( ডোমিঙ্গোসের ছেলে আদেমির ডা গুইয়া ৩০ বছর পরে ব্রাজিলের পক্ষে খেলেন )। দীর্ঘদেহী পিওলার কাজ হল সকলকে বিরক্ত করা ও রাগিয়ে দেওয়া এবং এদিন তা চরমে ওঠার আগেই কলৌসি বিদ্যুৎগতিতে বল নিয়ে ১-০ করলেন। ডোমিঙ্গোস-এর সঙ্গে পিওলার কিছুক্ষণ দ্বৈত সমর হল, ১৪ মিনিটের পরে পিওলা আবার তাঁকে অতিক্রম করতেই ডোমিঙ্গোস তাঁকে ল্যাং মেরে ফেলে দিলেন এবং পেনাল্টি থেকে অধিনায়ক মিজ্জা ২-০ এগিয়ে দিলেন ইতালিকে। এর আগের মুহূর্তে মিজ্জার প্যাণ্টটি খুলে পড়ে।

ব্রাজিলের আশা নির্মূল হল এখানেই। তাদের দুটি স্বর্ণ সুযোগ নষ্ট করলেন লিওনিডাসের বদলে আসা পেরাসিও। বিনা আয়াসেই আদের একটি গোল এল ৮৭ মিনিটে, যখন 'আজুরি' গা ছেড়ে দিয়ে খেলছিল। ইতালি তাই বিমানের বদলে ট্রেন ধরল প্যারিসে যেতে। পোজো স্থির করলেন, খেলোয়াড়দের যারা বেশি ক্লান্ত, তারাই বাঙ্কে শোবে।

**হাঙ্গেরি-সুইডেন ঃ** 'ইস্পাতে প্রস্তুত' দল নিয়ে সুইডেন কলম্বাসে গেল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে খেলতে। সেদিন তাদের রাজা গুস্তাভের ৮০তম জন্মদিবস। তা অবশ্য কোনো উপকারে আসেনি। মাত্র ৩৫ সেকেণ্ডের সময় সুইডেনের নিবার্গ ১-০ গোলে এগিয়ে গেলেন। হাঙ্গেরির এতে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। তারা রাজসিকভাবে সুইডেনকে পদদলিত করল। বিরতির আগেই সেঞ্জেলার দুটি গোল দিলেন। টিটকোম ৩-১ করলেন। হাঙ্গেরি এমনভাবে খেলতে লাগল যে, দ্বিতীয়ার্ধে খেলাটা চালাতে হয় তাই খেলছে যেন। সারোশি ৪-১ ও সেঞ্জেলার ৫-১ করলেন। ১০টি গোলও হতে পারত। খেলা যে একতরফা ছিল তার প্রমাণ একটি পাখি।

একটি বড় কালো পাখি মাঠে হাঙ্গেরির দিকে উড়ে এসে বসল এবং দ্বিতীয়ার্ধে বেশিক্ষণ ওইভাবে রইল কোনোরকম বাধা না পেয়ে। একটি আলতো সুইডিশ আক্রমণে সে উড়ে যায়। 'দারুণ ট্রেনিং পেয়ে হাঙ্গেরি এই ম্যাচ খেলেছে'—বললেন প্যারিসের রেসিং ক্লাবের গোলরক্ষক রুডি হাইডেন।

ফাইনালের তিনদিন আগে তাদের বিপদতারক প্রবীণ কেলারকে বাদ দিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের ম্যাচ খেলতে গেল বোরদেও-য় এবং বিরতির আগেই ২-১ গোলে এগিয়ে রইল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে লিওনিডাসের নেতৃত্ব ব্রাজিলকে এগিয়ে নিল। তিনি নিজেই দুটি গোল দিলেন। প্রতিযোগিতায় তার মোট গোল হল আট, অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্কোরার। পাটেসকো পেনাল্টিতে গোল দিতে অপারগ হলেন। ব্রাজিল ৪-২ গোলে জিতল। ব্রাজিলের সেণ্টার হাফ ব্রান্দাও লক্ষ্য করলেন, 'সুইডেন ভদ্রলোকদের নিয়ে গড়া। তারা বলই খেলেছে। মানুষের দিকে লক্ষ্য ছিল না।'

পোজো ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের সম্পর্কে বললেন, ফুটবল কাকে বলে ব্রাজিল তা দেখিয়েছে, প্রত্যেকের খেলায় নতুন কিছু আছে। তাদের মধ্যে আর একটু সমন্বয় থাকলে অজেয় হত তারাই। মার্সাই-প্যারিসের বিমানকর্মীরা কীভাবে তাদের উৎসাহিত করেছিল পোজোর কাছে তা অবিস্মরণীয় হয়ে রইল।

## ফাইনাল

**ইতালি-হাঙ্গেরি ঃ** উদ্বোধন দিবসের ১৫ দিন পরে ১৯ জুন কলম্বাসে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে খেলে বিশ্ব কাপে নিজের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখল ইতালি। সেণ্ট জার্মেল-এন-লে-তে পোজো আত্মপ্রসাদ নিয়ে বসে রইলেন তাঁর সব প্রস্তাব বিনা বাধায় গৃহীত হওয়ায়। ফাইনালের দল নির্বাচন হল। দলের প্রত্যেকেই জয় সম্পর্কে নিশ্চিত। পোজোর পকেটে তখন একটি টেলিগ্রাম। এসেছে ১৯৩৬-এর ওলিম্পিক দলের এক খেলোয়াড়ের জন্য। এসেছে তার বাবার মৃত্যুর খবর। খেলা শেষে পোজো তার হাতে টেলিগ্রামটি দেন। ফাইনালের আগে দু নম্বর গোলরক্ষক রোমার ম্যাসেটি তার দলকে হাস্য-পরিহাস দ্বারা আনন্দ দিলেন। অপরের চলাফেরা কথা-বলা ইত্যাদি অনুকরণের অদ্ভুত কৌশল তাঁর আয়ত্তে ছিল। তাও তিনি পরিবেশন করলেন। ডিনার টেবলে তখন ১ থেকে ১১ পর্যন্ত খেলোয়াড়রা দারুণ সাবধানতা অবলম্বনে বসে নিজ নিজ সংস্কার নিয়ে।

হাঙ্গেরির খেলোয়াড়রা রইলেন ভেসিনুস্ট-এ। তবে দলের একজন নিশ্চয়ই চিন্তামুক্ত হয়ে আছেন। তিনি তাদের নির্বাচক ডাঃ ডিয়েজ। লিলিতে সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের ( দ্বিতীয় রাউণ্ড ) আগে তিনি বলেছিলেন, 'জিততে না পারলে আমি হাঙ্গেরিতে ফিরে যাব।'

## প্রথম রাউণ্ড

সুইজারল্যান্ড—১ : জার্মানী—১
( আবেগ্লেন ) ( গাউছেল )
বিরতি ১—১

রিপ্লে—সুইজারল্যান্ড—৪ : জার্মানী—২
( ওয়ালাশেক, চিকেল, আবেগ্লেন-২ ) ( হানিম্যান, লোয়েশার আত্মঘাতী )
বিরতি ০—২

কিউবা—৩ : রোমানিয়া—৩
( টিউনাস, ম্যাকুইনা, সোসা ) ( কোভাকি, বারাতকি, ডোবাই )
বিরতি ০—১

রিপ্লে—কিউবা—২ : রোমানিয়া—১
( সোকোরো, ম্যাকুইনা ) ( ডোবাই )
বিরতি ০—১

হাঙ্গেরি—৬ : ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ—০
( কোহাত, তোলডি, সারোশি-২,
সেঞ্জেলার-২ )
বিরতি ৪—০

ফ্রান্স—৩ : বেলজিয়ম—১
( ভিনান্ত, নিকোলাস-২ ) ( ইসেমবরো )
বিরতি ২—১

চেকোশ্লোভাকিয়া—৩ : নেদারল্যান্ডস—০
( কোস্টালেক, বাউসেক, নেজলি )
বিরতি ০—০

ব্রাজিল—৬ : পোল্যান্ড—৫
( লিওনিডাস-৪, পেরাসিও, রোমিও ) ( উইলমোস্কি-৪, পিওনটেক )
বিরতি ৩—১, নির্দিষ্ট সময় ৪—৪

ইতালি—২ : নরওয়ে—১
( ফেরারি, পিওলা ) ( ব্রাস্টাড )
বিরতি ১—০, নির্দিষ্ট সময় ১—১

## দ্বিতীয় রাউণ্ড

সুইডেন—৮ : কিউবা—০
( অ্যান্ডারসন, জোনাসন, ওয়েটারস্ট্রোম-৪,
নিবার্গ ও কেলার )
বিরতি ৪—০

হাঙ্গেরি—২ : সুইজারল্যান্ড—০
( সেঞ্জেলার )

বিরতি ১—০

ইতালি—৩ : ফ্রান্স—১
( কলৌসি, পিওলা-২ ) ( হিসেরের )

বিরতি ১—১

ব্রাজিল—১ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( লিওডিনাস ) ( নেজলি—পেনাল্টি )

বিরতি ১—১

রিপ্লে—ব্রাজিল—২ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( লিওনিডাস, রবার্টো ) ( কোপেকি )

বিরতি ০—১

## সেমি-ফাইনাল

মার্সাইয়ে

ইতালি—২ : ব্রাজিল—১
( কলৌসি, মিজ্জা—পেনাল্টি ) ( রোমিও )

বিরতি ২—০

ওলিভেরি, ফনিওরাভা ; সেরাণ্টনি, আন্দ্রোলো ও লোকাটেলি : বিভাটি, মিজ্জা (অধিনায়ক), পিওলা, ফেরারি ও কলৌসি।

ওয়াল্টার : ডোমিঙ্গাস ডা গুইয়া ও ম্যাচাডোস ; জেজে, মার্টিন ( অধিনায়ক ) ও অলফোনসিনহো, লোপেজ, লুইসিনহো, পেরাসিও, রোমিও ও পাটেসকো।

প্যারিসে

হাঙ্গেরি—৫ : সুইডেন—১
( সেঞ্জেলার ৩, টিটকস, সারোশি ) ( নিবার্গ )

বিরতি ৩—১

সাবো ; কোরানি ও বিরো ; সালয়, তুরাই ও লাজার ; সাস, সেঞ্জেলার, সারোশি ( অধিনায়ক ), তোলডি ও টিটকস।

আব্রাহামসন ; এরিকসন ও কেলগ্রেন ; আমগ্রেন, জ্যাকবসন ও স্যানসট্রোম ; ওয়েটারস্ট্রোম, কেলার ( অধিনায়ক ), অ্যাণ্ডারসন এইচ, জোনাসন ও নিবার্গ

## তৃতীয় স্থান

বোরদেও-এ

ব্রাজিল—৪
( রোমিও, লিওনিডাস ২, পেরাসিও )

সুইডেন—২
( জোনাসন, নিবার্গ )

বিরতি ১—২

বাটাটো ; ডোমিঙ্গাস ডা গুইয়া ও মাচাডোস ; জেনে, ব্রাণ্ডাও ও অলাফানসিনহো ; রবার্টো, রোমিও, লিওনিডাস ( অধিনায়ক ), পেরাসিও ও পাটেসকো।

আব্রাহামসন ; এরিকসন ও নিলসেন ; আমগ্রেন, লিণ্ডারহোম ও সানস্ট্রোম ( অধিনায়ক ) বারসেন, অ্যাণ্ডারসন এইচ, জোনাসন, অ্যাণ্ডারসন ও নিবার্গ।

## ফাইনাল

প্যারিসে

ইতালি—৪
( কলোসি ২, পিওলা ২ )

হাঙ্গেরি—২
( টিটকস, সারোশি )

বিরতি ৩—১

ওলিভেরি ; ফণি ও রাভা ; সেরান্তনি, আন্দ্রোলো ও লোকাটেলি ; বিভাটি, মিজ্জা ( অধিনায়ক ), পিওলা, ফেরারি ও কলোসি।

সাবো ; পোলজার ও বিরো ; সালয়, সুকস ও লাজার ; সাস, ভিনজে, সারোশি ( অধিনায়ক ), সেঙ্গেলার ও টিটকস।

# ব্রাজিলে
## ১৯৫০

বিজয়ী উরুগুয়ের ব্যাজ

যুদ্ধের জন্য চার বছর পরে পরে নির্দিষ্ট অর্থাৎ ১৯৪২ ও ১৯৪৬-এর বিশ্ব কাপ ফুটবল বন্ধ রইল। ১৯৩৮-এ ফ্রান্সের পর আবার দেখা হল ১৯৫০-এ ব্রাজিলে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক ফুটবলের অঙ্গনে নানা ঘটনা ঘটে গিয়েছে! ১৯৫০-এ বিশ্ব কাপকে অনেকেই বলতে লাগলেন জুল রিমে ট্রফির খেলা, ঠিক যেমন ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতাকে আমরা বলি সন্তোষ ট্রফির খেলা। ১৯৫০-এর বিশ্ব কাপ ফুটবলের আয়োজনে একটু দ্বিধা দেখা গেল, তবে ফুটবল নিয়ে এমন উত্তেজনা বিশ্ব কাপের ইতিহাসে এই প্রথম। চরম উত্তেজনা দেশে দেশে, আর তেমনি ধুমধাম।

দক্ষিণ আমেরিকায় বিশ্ব কাপের খেলা হয়েছিল শুরুতে ১৯৩০ সালে, যুদ্ধের পরে এবার আবার, তবে ব্রাজিলে। শুধু তাই নয়, এবার আবার মন কষাকষি, দলাদলি এবং নাম প্রত্যাহারের নানা ঘটনা। স্কটল্যাণ্ডের পরে তুরস্ক নাম প্রত্যাহার করে। তবে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড খেলল।

প্রতিযোগিতার আয়োজন ঘিরে ব্রাজিলের দিকে দিকে দারুণ উৎসাহ। সকলেই উঠে-পড়ে লাগলেন এর সাফল্যের জন্য। সারা দেশে এমন কর্মচাঞ্চল্য যে, এক কথায় অভূতপূর্ব। আর এই উৎসাহ-উদ্দীপনাই তাদের ছোট্ট মারাকানা নদীর তীরে তিনতলা অতবড় মারাকানা স্টেডিয়াম নির্মাণের সহায়ক ছিল। অতিকায় অট্টালিকা-সদৃশ এই স্টেডিয়ামে অনায়াসে দুই লক্ষ দর্শক বসতে পারে বিশ্বের বৃহত্তম এই স্টেডিয়ামটি তখনও নির্মীয়মাণ, যখন নানা দল ব্রাজিলে একে একে উপনীত হচ্ছে। ঠিক কুড়ি বছর আগে মন্টিভিডিও-র সেন্টেনারিও (শতবার্ষিকী) স্টেডিয়ামের ঘটনা আর কী! যে সৈনিকরা স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদের ডাকা হল এবং বলা হল, 'তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ কর। স্টেডিয়ামের নির্মাণ কাজ যেন যথাসময়ে সমাপ্ত হয়।' ফিফা পাঠাল ইতালির ওট্টোরিনো বারাসিকে কাজ দ্রুত এগিয়ে নিতে

তাগাদা দেওয়ার জন্য। কিন্তু ফাইনালের দিন দেখা গেল দুই লক্ষ দর্শকের আসন প্রস্তুত। মাঠে ও মারাকানা স্টেডিয়ামের প্রবেশ-পথের আশেপাশে রাজমিস্ত্রীর মালমশলা তখনও কিছু-কিছু পড়ে। গুদামগুলিও ভাঙ্গা হয়নি।

যুদ্ধের আগে ১৯৫০-এর বিশ্ব কাপ সম্পর্কে শুধু বুড়িছোঁয়া গোছের আভাস দেওয়া হয়েছিল। তখনই ব্রাজিলে উৎসাহ দেখা দেয়। আর ১৯৫০ যত এগিয়ে, এসেছে, ততই সেখানকার জনসাধারণ যেন ফুটবল-পাগল হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাজিলে বিশ্ব কাপ গরিবদের কাছে আনন্দবার্তা বয়ে আনল। রিও-র পাহাড়ী এলাকার পাদ-দেশে যে বিরাট বস্তি এলাকা ছিল, বৃহদায়তন মিনাস জেরিয়াস রাজ্যে যে ঘনবসতি-পূর্ণ ছোট ছোট খুপরি ছিল, বিশ্ব কাপ তার চেহারা পাল্টে দিল। ব্রাজিলের ফুট-বলের শিরোনামে ছিলেন দীর্ঘকাল ওখানকার কালা আদমীরা। ফুটবল বলতে সর্বাগ্রে তাদেরই বোঝাত। এই কালো খেলোয়াড়দের দেহ ছিল অদ্ভুত নমনীয়। প্রত্যেককে দেখে মনে হত ওরা জিমন্যাস্ট বা ব্যালে নাচিয়ে। ফুটবল সম্পর্কে তাদের ধারণা এতই উন্নত এবং খেলার ধরন এমনই আধুনিক ও কার্যকর যে, প্রতিযোগি-তার মাঝে রোমান সংবাদপত্রগুলি ব্রাজিলের খেলা সম্পর্কে চিৎকার করে উঠল তাঁদের ভাষায়—'কাম রেসিসটার ?' অর্থাৎ কে এদের আটকাবে ? নিগ্রো বর্ণসঙ্কর ও শ্বেতকায় বর্ণসঙ্কররা তখন ব্রাজিল ফুটবলকে ঝলমলে করে তুলেছেন। তাঁদের আগে ফুটবলের টেক্‌নিক যেন শেষ পর্যায়ে এসে ধাক্কা খেয়েছিল। কোপাকাবানা সমুদ্র সৈকতের শক্ত বালির চরে গ্রীষ্মের মাঝরাতেও ফুটবল অনুশীলন চলত এবং তখন খেলোয়াড়রা বিস্ময়কর খেলা দেখাতেন। রিও-র যে হোটেলে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা থাকতেন, তার সামনে নিউক্যাসল তথা ইংল্যান্ডের ফরওয়ার্ড জ্যাকি মিলবার্নকে একদিন একটি ছেলে গতিরোধ করে দাঁড়াতেই জ্যাকি বললেন, 'বাছাধন, যা করছ, কর। খোসা ছাড়িয়ে কমলালেবু খাও তো !' বালকটি ওই শুনে ওই খোসা নিয়ে ম্যাজিক দেখাতে লাগল। ক্লান্ত হয়ে তবে সে পথ ছাড়ে। আসলে মিলবার্ন ঘনঘন হোটেল থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তাই গতিরোধ।

১৯৪৬ সালে ব্রিটেনের চারটি অ্যাসোসিয়েশন ফিফা-য় ফিরে এল। বিশ্ব কাপ কমিটি জানালেন, ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে দুটি দলকে বিশ্ব কাপের 'কোয়া লিফইং জোন'-এ রাখা হবে। ফিফা-র প্রস্তাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে স্কটল্যান্ড বলল, আমরা ব্রিটিশ চ্যাম্পিনিয়নশিপের মালা না নিয়ে প্রতিযোগিতায় আসছি না। এপ্রিলে ইংল্যান্ডের হ্যামডেন পার্কে চিরাচরিত প্রতিযোগিতা শুরু হল। চেলসি-র রয় বেনেটি-র গোলে ইংল্যান্ড বিজয়ী হল। স্কটল্যান্ড বেশ লড়েছিল, একবার তাদের বল্ড-এর শট ইংল্যান্ডের বারে লেগে ফিরে যায়। স্কটল্যান্ড জিততে পারল না, কথার খেলাপও করল না। বলল, জিততে যখন পারিনি, যাবই না বিশ্ব কাপে। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বিলি রাইট স্কটল্যান্ডের অধিনায়ক জর্জ ইয়ং-এর কাছে গিয়ে বোঝালেন, ব্রাজিলের বিশ্ব কাপে স্কটল্যান্ডের উপস্থিতির খুব প্রয়োজন আছে। একা ইংল্যান্ড গেলে গুরুত্ব হ্রাস পাবে। কিন্তু ইয়ং কোনো কথাই শুনলেন না।

ব্রাজিলে কেবল স্কটল্যান্ডই অনুপস্থিত রইল না। ব্রাজিলিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে বড় রকমের ঝগড়ায় মাতল আর্জেন্টিনা এবং ১৯৩৮-এর আচরণের পুনরাবৃত্তি দেখা গেল, বিশ্ব কাপ থেকে আবার তারা নিজেদের বহুদূরে সরিয়ে রাখল। যুদ্ধের পরে যে চেকোশ্লোভাকিয়ার পুরনো শক্তিতে ফিরতে দীর্ঘকাল কাটে, তারাও বিশ্ব কাপ নিয়ে ন্যক্করজনক সমালোচনায় অবতীর্ণ হল।

ফ্রান্সের ব্যাপারটা অন্য ধরনের এবং বেশ মজার। তাদের গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়া বিজয়ী হয়। কিন্তু তুরস্ক ৭-০ গোলে সিরিয়াকে হারিয়েও যখন এল না, তখন ফ্রান্সকে আমন্ত্রণ করা হল। কেননা, প্যারিসেই বিশ্ব কাপের জন্ম ও তার শৈশব কেটেছিল যে! ট্রফিটিও গোটা যুদ্ধের সময় প্যারিসে নিজের বিছানার নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন ফিফা সভাপতি জুল রিমে। তাঁরই পরম সুহৃদ হেনরি ডেলনে বিশ্ব কাপ কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন। তিনি চেয়েছিলেন আগের মত নক-আউট পদ্ধতিতে খেলা। তার বদলে এবার হল পুল ভাগ করে।

ফ্রান্স বিশ্ব কাপে খেলতে রাজি হয়ে পরীক্ষামূলক দল পাঠাল বেলজিয়মে এবং ১-৪ গোলে হেরে গেল। হারল স্বদেশের মাঠে স্কটল্যাণ্ডের কাছেও এবং অন্য চিন্তা শুরু করল। তাদের পরবর্তী খেলা কোথায় এবং কার সঙ্গে সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলল নানা মহলে। আর তা নিয়ে ওরা বেশ বিরক্ত হল। নিজ গ্রুপে উরুগুয়ে ও বলিভিয়ার মতই তাদের হাল। আর তাই তাদের পরবর্তী খেলা পড়ল রিসাইফ থেকে দু হাজার মাইল দূরে পোর্টো আলজেগ্রে-তে। ফ্রান্সও টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানাল, অসম্ভব। খেলার স্থান বদল না হলে আমরা বাড়িতেই বসে থাকব। ব্রাজি-লিয়ান ফেডারেশন মত পরিবর্তন করল না নানা জ্বালাতন সত্ত্বেও। ফ্রান্স নাম প্রত্যাহার করে নিল। ব্রাজিল জানাল, ১৯৩৮-এ তারা স্বেচ্ছায় ফ্রান্সের চারটি শহরে খেলেছিল স্বল্প সময়ের ব্যবধানে। ব্রাজিলের এ যুক্তিটা অবশ্য এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না।

কোনো সন্দেহ নেই প্রতিযোগিতার আয়োজন, খেলার স্থান নির্বাচন, তালিকা তৈরী ইত্যাদির দ্বারা ব্রাজিলের অনেক সুবিধা হয়েছিল। তাদের ছয়টি খেলার মধ্যে একটির পর একটি রিওতে হয়েছে। অথচ অন্য দলগুলিকে এত বড় দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে হয়েছে একটি ম্যাচ শেষে আর একটি খেলতে। বরং প্রতিটি গ্রুপকে একই জায়গায় বা কাছাকাছি কোথাও খেলার ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল। অবশ্য রিও-র কুয়াশাচ্ছন্ন, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিদেশী দলগুলির পক্ষে অনুকূল ছিল না।

পোর্তুগাল রাজি হয়নি স্কটল্যান্ডের বদলে খেলতে। তাই ১৯৩০-এর মত 'অশুভ' ১৩টি দল নিয়ে বিশ্ব কাপের খেলা শুরু হল এবারও। উরুগুয়ে তাচ্ছিল্য-ভাবে খেলে হারিয়ে দিল বলিভিয়াকে। আশ্চর্যের কথা, তাদের গ্রুপে দুটি দল মাত্র। চারটি দলের গ্রুপ থেকে কাউকে ওদের মধ্যে পাঠানো হল না। আরও বিস্ময়ের কথা, ভৌগোলিক অবস্থান দেখেও গ্রুপ তালিকা তৈরী হয়নি।

এবার অনুপস্থিতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জার্মানী। যুদ্ধের ক্ষত তারা পুরো সেরে উঠতে পারেনি এবং ফিফা থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখল। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকসে সুইডেনের কাছে ০-৩ গোলে হারে অস্ট্রিয়া। তাই তারা মনে করল আন্তর্জাতিক ফুটবলে তারা এখনও নবীন। কিন্তু বিশ্ব কাপ থেকে সরে থাকার এটা বোধ হয় ছেঁদো যুক্তি। কারণ প্রতিযোগিতার কিছু আগে তারা ইতালিকে হারিয়েছিল। ১৯৫৪-র মধ্যে নিশ্চয়ই তারা আরও পোক্ত হয়ে ওঠে।

লৌহ-যবনিকার অন্তরাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো হাঙ্গেরিও বেরিয়ে এল না।

**দু'বারের বিজয়ী ইতালি ঃ** ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এর বিজয়ী ইতালি এল নানা সংশয় নিয়ে। ১৯৪৯-এর মে মাসে ভয়াবহ সুপারগা বিমান দুর্ঘটনায় তাদের সব আশা ও ভরসা নির্মূল হয়েছে। ওই বিমানে তাদের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া তোরিনো দল ফিরছিল লিসবন থেকে প্রীতি ম্যাচ খেলে। বিমানটি পাহাড়ের গায়ের একটি মঠের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সব খেলোয়াড়ই নিহত হন। ওঁদের মধ্যে ছিলেন ইতালির জাতীয় দলের আটজন। ছিলেন বিচক্ষণ অধিনায়ক ও লেফট ইন ভ্যালেন্তিনো মাজোলা (এঁর ছেলে ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপের ফাইনালে দারুণ খেলেন), দুর্ধর্ষ লেফট ব্যাক মারোসো এবং তাঁদের সেরা গোলরক্ষক।

পোজো এই বছরই হতাশ হয়ে ইতালীয় ফুটবলের কর্তৃত্ব ছাড়লেন। তিনি সবচেয়ে বিরক্ত হন ইতালীয় ফুটবল ব্যবসায়িক হয়ে পড়ায়। তাছাড়া তাঁর 'সিস্টেমো' তিন ব্যাকের খেলা বদলে গেছে, নেই তাঁর অতিপ্রিয় ট্যাকটিকস্ 'মেটোডো'। পোজোর জায়গায় এলেন তোরিনো-র সভাপতি ফেরাসিও নোভো এবং তাসক্যানের সাংবাদিক আলদো বারদেলি। বারদেলির চোখের সামনে সেই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার কথা ভাসছে। তিনি ব্রাজিলে বিমানে যেতে রাজি হলেন না। সঙ্গে কয়েকজন ইতালীয় খেলোয়াড় রইলেন। কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্রপথ খেলোয়াড়দের একঘেয়েমী এনে দিল, তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং খেলার আগে তাঁদের সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়ার সময় রইল না। আরও উল্লেখ্য ঘটনা বারদেলি এবং নোভোর মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঠিক কুকুর-বিড়ালের মত কলহ হত। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই বারদেলিকে তাঁর ক্ষমতা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হল। 'নবীন' দল হলেও কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন প্রতিভাবান। কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীই কাল হল।

**সুইডেন ঃ** প্যারাগুয়ে ও সুইডেনের গ্রুপে ইতালি খেলল। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকসে সুইডেনের জয়ের পর ইতালির ক্লাবগুলি পুষ্ট হয়েছিল সুইডেন থেকে 'ছিনতাই' করে আনা খেলোয়াড়দ্বারা। চারজন ফরওয়ার্ডকেও নিয়ে যাওয়া হয়। সুইডেনের ম্যানেজার ছিলেন খর্বকায় কর্মযোগী ইয়র্কশায়ারী জর্জ রেনর। তিনি সব খেলোয়াড়কে এক জায়গায় রেখে অবাক হওয়ার মত গতিসম্পন্ন করে গড়লেন এবং এমনভাবে প্রস্তুত করলেন, যাতে তারা ব্রাজিলে কোয়ালিফাই হতে পারে।

গেরিলা জেনারেলের প্রতিভাসম্পন্ন রেনরের সুইডিশ দলকে ১৯৫৩-য় পুনরায় অনুরূপভাবে শক্তিহীন করা হলেও, সুখের কথা, তাঁরা হাঙ্গেরির সঙ্গে ২-২ করল বুদাপেস্টে, এবং এরই কয়েক সপ্তাহ আগে ওয়েমব্লিতে সুইডেন হারায় ইংল্যাণ্ডকে। রেনরকে দলের সকলেই ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। রদারহাম ও অ্যাল্ডারশট ক্লাবে তিনি রাইট আউট ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ তাঁর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন আনে। বাগদাদের স্টাফ কলেজে গেলেন শারীর-শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে। ওখানেই একটি আন্তর্জাতিক ফুটবল দল গড়লেন। তিনি এত দ্রুত ওই কাজে সফল হলেন যে, ইংলিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফ. এ.) সচিব আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান স্ট্যানলি রাউসেরও দৃষ্টি পড়ল। এফ. এ.-ই ১৯৪৬ সালে তাঁকে অ্যাল্ডারশটের রিজার্ভ টিম ট্রেনার থেকে ঝটিকাবেগে সুইডেনের জাতীয় দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব পাইয়ে দিল।

রেনর তাঁর কোচিং-এর রীতি অনুসারে সর্বপ্রতিভার সমাহার করলেন, আগামী দিনের খেলোয়াড়দের নিলেন এবং প্রত্যেককে নিয়ে পৃথকভাবে ঘষামাজা শুরু করলেন। আর অবশেষে সুইডেন সত্যিই শক্তিমান হল। হ্যান্স জেপসন নামে একটি চাবুক ছেলেকে পেলেন, রেনরের আশ্রিত হয়ে রইলেন জেপসন। রেনর একলহমায় বুঝলেন—পরবর্তীকালে সে উঁচুদরের সেণ্টার ফরওয়ার্ড হবে এবং তাকে সেইভাবে গড়াপেটার কাজে লাগালেন প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। শুরুতে তার ট্রেনিং সীমিত রইল শুধু নিখুঁত শটে।

রিও-তে পৌঁছে সুইডেন একটি শীর্ষস্থানীয় ক্লাবকে হারাল। বিদেশে এসে এই প্রথম খেললেন তাঁর দুই ইনসাইড ফরওয়ার্ড পামার ও স্কোগ্লাণ্ড। খেলা শেষে তাঁরা বাহবা পাওয়ার জন্য রেনরের কাছে গিয়ে পেলেন ভর্ৎসনা। তিনি বললেন, তাঁরা দুজন ধীরগতিতে খেলেছে এবং পুরো খেলা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য ওঁরা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

স্টকহম-এর 'নাকা' স্কোগ্লাণ্ডের বয়স মাত্র কুড়ি। বিশ্ব কাপের খেলায় যথাসময়ে অনুকূল পরিবেশে আবির্ভূত হলেন। তিনি 'আইক' স্টকহমে যোগ দেন একটি তৃতীয় ডিভিশনের ক্লাব থেকে এবং ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়ে দারুণ খেলেন। খর্বকায় হলে কি হবে, বাঁ পায়ের চমৎকার বল-প্লেয়ার। ডাবলিনে যে পামারের শুটিংই পরাস্ত করেছিল আয়ারল্যাণ্ডকে, সেই পামারও স্কোগ্লাণ্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ইংল্যাণ্ড ঃ ইংলাণ্ড এই প্রথম পুরো সময়ের জন্য চুক্তি করে দলের ম্যানেজার নিয়োগ করল। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ ল্যাংকাশায়ারের ওয়ালটার উইনটার-বটম এই দায়িত্ব নেন ১৯৪৬-এ ওলডহামের কাছ থেকে। লম্বা, সুন্দর চেহারার উইনটারবটম ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সেণ্টার হাফ ছিলেন। তারপর যান কার্নেগী কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশনে শিক্ষা নিতে। যুদ্ধের সময় তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে চাকরি করে প্রমোশন পেয়ে অনেক উঁচুতে ওঠেন।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার এই মানুষটি ছিলেন অসম্ভব নিষ্ঠাবান,

কোচিং-এর প্রধানের দায়িত্ব ও ম্যানেজারশিপের সমন্বয় ঘটালেন এবং কাজ শুরু করলেন নিত্যপূজার মতই। অন্যরা উপলব্ধি করলেন উইনটারবটম কখনও এমন গুরু দায়িত্ব এত যত্নসহকারে পালন করেননি। সম্ভবত তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা ব্রিটিশ ফুটবলের প্রতিক্রিয়াশীলতার মুখোস বদলে দিলেন। তবে বিশ্ব কাপ জয়ের জন্য এটাই প্রকৃত পন্থা ছিল না। ইংল্যাণ্ডের পেশাদার ফুটবলাররা শুরুতে উইনটার-বটম সম্পর্কে বেশ সন্দিহান ছিলেন, তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন—স্ট্যানলি ম্যাথিউস-এর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়কে নিজের খেলা খেলতে দেওয়া হয় যেন। তাঁরা এই প্রতিশ্রুতি লিখিতও চাইলেন। তবে উইনটারবটম সম্পর্কে প্রকৃত প্রধান অভিযোগ ছিল—তিনি কখনও কঠিনতম ট্যাকটিকসগুলি প্রয়োগ করতেন না বা খেলোয়াড়দের উপর চাপাতেন না। আর তাঁর যত গুণই থাক, তিনি কখনও খেলোয়াড়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেননি। ক্লাব পরিচালনায় তাঁর যে অনভিজ্ঞতা ছিল, তা শোধরাবার চেষ্টাও করেননি। উপরন্তু ক্লাব পরিচালক-দের ধামাধরা নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে তিনি দায়িত্ববদ্ধ ছিলেন এবং তাঁকে অন্যদিকে একজন সরকারী অফিসারের মতো মনে হত; অর্থাৎ সরকারের পতন হলেও অফি-সাররা যথারীতি যেমন নিজ নিজ পদে বহাল থাকেন। স্যার স্ট্যানলি রাউস তাঁর অবিসংবাদী পরামর্শদাতা ছিলেন এবং তিনি মাঝে মাঝে সামান্য পুরোহিতের ভূমিকাও নিতেন, তবুও ম্যানেজারের সঙ্গে খেলোয়াড়দের সম্পর্কটা ছিল অফিসারের সঙ্গে সাধারণ কর্মীর বা জনসাধারণের সঙ্গে খেলোয়াড়দের আচরণের মতো। পরে আলফ রামসে ম্যানেজার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়।

প্রতিভাবান খেলোয়াড়-পুষ্ট হয়ে ইংল্যাণ্ড দল ব্রাজিলে এল অন্যতম ফেভারিট হিসাবে। কিন্তু গত পাঁচ বছরের সেণ্টার হাফ স্টোক সিটির নিল ফ্রাঙ্কলিন দল বদল করায় বেশ ক্ষতি হল। একটু বাঁকা পথে যাওয়াতেই তিনি বিশ্ব কাপের খেলা থেকে বঞ্চিত হন। প্রথমত তিনি তখন সবেমাত্র বাবা হয়েছেন এবং হঠাৎ চলে গেলেন বগোটায় আর সেখানকার সান্তা ফে ক্লাবে সই করলেন। কলম্বিয়া তখন ফিফা-র বাইরে এবং বুয়েনস এয়ারেস থেকে বড় বড় খেলোয়াড়রা বেরিয়ে এসেছেন। এঁদের মধ্যে সবার উপরে রসি ও ডি. স্টিফানো। আসলে বোধ হয় এই জন্যই আর্জেণ্টিনা ব্রাজিলে আসেনি। ফ্রাঙ্কলিন ইংল্যাণ্ডে নিজের স্থান হারালেন, ওদিকে বগোটাও তার কৃতী খেলোয়াড়দের দ্বারা পুষ্ট হল না। অর্থাৎ ফ্রাঙ্কলিনের খেলো-য়াড়-জীবনে দুঃখময় অধ্যায় শুরু হল। দ্রুত তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন, হাল সিটি দলে যোগ দিলেন, কিন্তু তাঁকে সাসপেণ্ড করল ইংল্যাণ্ডের জাতীয় ফুটবল সংস্থা। ফ্রাঙ্কলিন যবনিকার অন্তরালে চলে গেলেন।

তবুও তো রইলেন রাইট, রামসে, ফিনি এবং মর্টেনসেন, মানিয়ান ও ম্যাথিয়ুস। এই স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের নির্বাচকমণ্ডলীর অগাধ বিশ্বাস। চমৎকার খেলোয়াড় ম্যাথিয়ুস; এবং এই অর্থে সকলে তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। অতি সহজে মাঠময় ছোটাছুটি করেন, তিনি অপ্রতিরোধ্য এবং

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাইট আউট, ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ১৯৩৪ থেকে খেলছেন। এখন এই ১৯৫০-এ বয়স ৩৫ বছর ; কিন্তু ফুটবল মাঠে এখনও সেই ১৮ বা ২০ বছরের তরুণ। একটুও ভাঁটা পড়েনি তাঁর আসল খেলায়। তাঁর চমৎকার সোয়ার্ভিং শট আজও অব্যাহত। ম্যাথিয়ুসের কথাতেই বলি, 'বিপক্ষের চাপে ওগুলো বেরিয়ে আসে আগের মতই।' ম্যাথিয়ুসের জন্য টম ফিনির দলে প্রবেশ নেতিবাচক হয়ে উঠেছিল। তাঁর দুই পা সমান শক্তিমান হলেও ম্যাথিয়ুস যেখানে রয়েছেন ( রাইট আউট ), সেখানে ফিনির কথা আসে কেমন করে ! কিন্তু ফিনি লেফট আউট ও ম্যাথিয়ুস রাইট হলে তো আপত্তি নেই ! ইংল্যাণ্ড তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মতোই শক্তিশালী যেন। ওঁরা দুজন ওই দুই পজিশনে খেলায় লিসবনে ইংল্যাণ্ড দশ গোল করেছিল, তুরিণে চার গোল। তবে ঈর্ষান্বিত হয়েই, ম্যাথিয়ুস আগের মতো নেই ভেবে বেকায়দায় ফেলতে এফ. এ. একাদশের উত্তর আমেরিকা সফরে তাঁকে ডাকা হল। দীর্ঘপথের ট্রেন-ভ্রমণের ক্লান্তি সত্ত্বেও এফ. এ. দল হারাল যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ব কাপ দলকে।

উলভারহ্যামটনের গোলরক্ষক সোনালী চুলের, রবারের মত নমনীয় ও দীপ্তিশীল অ্যাথলীট বার্ট উইলিয়মস বিখ্যাত ফ্রাঙ্ক সুইফটের উত্তরাধিকারী। এর আগের নভেম্বরে টটেনহামে তিনি ইতালির প্রচণ্ড আক্রমণকে দারুণভাবে রুখে দেন। তা না হলে একাধিক গোল খাওয়া অবধারিত ছিল। পরাজয়ের বদলে ইংল্যাণ্ড জিতেছিল ২-০ গোলে। পরিশ্রমী এবং সৃজনশীল রাইটব্যাক আলফ রামসে সেদিন খেলেন এবং মাঝে মাঝে যেন আগুন ছড়াচ্ছিলেন। এই 'জেনারেল'ই পরবর্তীকালে উইনটার-বটমের উত্তররাধিকারী হন। আর বিলি রাইট ? সুন্দর চুলের এই উইং হাফ ও অধিনায়ক সব সময় হাসিখুশি, 'ছেলেমানুষ' এবং সকলের কাছে মাথানতকারী বিনয়ী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। রাউস ও উইনটারবটমের মাঝে ইংল্যাণ্ডের ফুটবলে আর এক অসাধারণ ব্যক্তি। তিনি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ১০৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেও তিনি 'বড় খেলোয়াড়' হননি, কিন্তু 'ভাল খেলোয়াড়ের' তালিকাভুক্ত হন। রক্ষণভাগে তাঁর জুড়ি ছিল না। সকলের তুলনায় বেঁটে হলেও সেণ্টার হাফে বিলি রাইট থাকলে নিশ্চিন্ত। তবে তাঁর ভাগ্য কিছুটা মন্দ ছিল, কেমন যেন নিজের খুশিতে পাস দিতেন। তাছাড়া তিনি যা মারাত্মক ট্যাকল করতে পারতেন, তার দ্বারা চার ব্যাক পদ্ধতির আগের ওই যুগে একজন আদর্শ দ্বিতীয় স্টপার হতে পারতেন।

ইনসাইড ফরওয়ার্ড স্ট্যানলি মর্টেনসেন ও উইলফ ম্যানিয়ন সম্ভবত আগের মত আর তুঙ্গে না থাকলেও এখনও তাঁদের ধারে-কাছে আসার মত খেলোয়াড় কদাচিৎ দেখা যায়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মর্টেনসেন আদতে শ্লথ গতির থাকলেও কয়েক বছরের মধ্যে অসম্ভব গতিসম্পন্ন হন। যুদ্ধকালে বিমান দুর্ঘটনায় পড়ে বেঁচে যাওয়া বোধহয় তাঁকে দুঃসাহসী করেছিল এবং খেলার মধ্যেও দেখা যায় তিনি অসমসাহসী গোলদাতা ; ব্ল্যাকপুলে তিনি ম্যাথিয়ুসের সতীর্থ ছিলেন। মিডলবরোর ম্যানিয়-

নেরও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রচুর। তিনি সবকিছু দ্রুত করেন এবং সৃজনধর্মী খেলোয়াড। তিন বছর আগে গ্লাসগোয় ব্রিটেন যখন অবশিষ্ট ইউরোপকে ৬-১ গোলে হারিয়েছিল, ম্যানিয়ন ছিলেন সেদিনের সেরা। ব্রিটেন তখনই ফিরে এল ফিফা-য়। সেণ্টার হাফে ফ্রাঙ্কলিনের জায়গায় এলেন লিভারপুলের তরুণ লরী হুগেস।

ইংল্যাণ্ডের গ্রুপে এল দুই চমৎকার উইঙ্গার বাসোরা ও গেইঞ্জা-কে নিয়ে স্পেন; চিলির অধিনায়ক তখন নিউক্যাসলের জর্জ রোবলেডো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই গ্রুপে।

**ব্রাজিল :** ব্রাজিলের কোচ তখন রোমানদের মত গোঁফওয়ালা ফ্লেভিও কস্টা। মাসে তখন তাঁর এক হাজার পাউণ্ড আয়। সাফ বলে দিলেন, বিশ্ব কাপের অনেক আগে—এবার ১৯৩৮-এর পুনরাবৃত্তি হবে না। রিও-র বাইরে চার মাস একটি বাড়িতে আটকে রেখে কঠোর প্রশিক্ষণ দিলেন খেলোয়াড়দের। সেই বাড়িতে কী না ছিল—সুইমিং পুলও। সারা বাড়ি আধুনিক সাজে সাজিয়ে দিয়েছিলেন ফুটবলারদের জন্য রিও-র একটি বেসরকারী সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী। বিবাহিত খেলোয়াড়দের ওই ক'মাস স্ত্রীর মুখ দেখাও নিষিদ্ধ ছিল। দশটা বাজলেই রাত্রে শুয়ে পড়তে হত। ঠিক তার আগে ভাল ঘুমের জন্য ভিটামিনযুক্ত পানীয় দেওয়া হত প্রত্যেককে।

**প্রাথমিক পর্যায় :** মারাকানা স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য পরিবেশে প্রতিযোগিতা শুরু হল। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমন ভিড় হল যে, ট্র্যাফিক জ্যামের চোটে শত শত মোটর গাড়ি বহুদূরে রেখে দর্শকদের হেঁটে হেঁটে মারাকানা স্টেডিয়ামে যেতে হল। স্টেডিয়ামের অনেক প্রবেশপথ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। বাকিগুলির মুখ বন্ধ হয়ে গেল জনতার ভিড়ে। শ'য়ে শ'য়ে লোক উঠল রাজমিস্ত্রীদের ভারার উপরে। আর তার কিছু পড়ল ভেঙে। যখন ব্রাজিল দল সাদা-নীল শার্ট পরে স্টেডিয়ামে ঢুকল, তখন ২৯ বার তোপধ্বনি করে তাদের স্বাগত জানানো হল। আর জনসাধারণ রঙ-বেরঙ-এর বাজি পোড়ালেন। আকাশ ভরে গেল খেলনা বেলুনে, ব্রাজিলিয়ান সেনাবাহিনী পাঁচ হাজার শ্বেত পায়রা উড়িয়ে দিল, আর বিমান থেকে হাজার হাজার পুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করা হল। কেন জানি না, তবে সম্ভবত অহং ভাব বজায় রাখতে মেক্সিকানরা স্টেডিয়ামে প্রবেশ করলেন হৈ-চৈ-এর পনের মিনিট বাদে। তাছাড়া তাঁরা বোধ হয় ভেবেছিলেন, ব্রাজিলের স্বাগত অনুষ্ঠানের মধ্যে স্টেডিয়ামে যাওয়া উচিত নয়।

খেলাটা ছিল একেবারে বিরক্তিকর। কোনরকম শক্তি প্রয়োগ না করে ব্রাজিল চার গোলে জিতল। শক্তিমান কৃষ্ণকায় বালটাজার সাময়িকের জন্য সেণ্টার ফরওয়ার্ডে খেললেন, পাশেই সেই বর্ণময় ব্যূহভেদকারী আদেমীর এবং জেয়ার। এঁরা তিনজনই গোলগুলি দেন, আদেমীর একা দুটো। অদ্ভুত বল-প্লেয়ার জেয়ারই শুধু বিপক্ষকে হারাতে কেমন যেন নিষ্ঠুরভাবে উঠে-পড়ে লাগেন। ব্রাজিল তিন ব্যাক প্রথায় খেলল না। তার বদলে দেখা গেল তারা আত্মরক্ষার পদ্ধতি নিয়েছে, খেলছে

'ডায়াগোনাল' ফুটবল এবং তার দ্বারা সুন্দর সেণ্টার হাফ ডানিলো মাঝমাঠের রাজা হয়ে অনেক বেশি কার্যকর তাঁর খেলায়। লেফট হাফ বিগোড এই পদ্ধতিতে অনেক এগিয়ে খেলেন। যতক্ষণ সেই দলের খেলা তুঙ্গে থাকে, ততক্ষণ এই পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর হয়, কিন্তু উরুগুয়ের মতো শক্তিশালীদের সামনে পড়লে তো আত্মরক্ষা করতে হবে, তখন এই পদ্ধতির দুর্বলতা ধরা দেবে, মাঝে মাঝেই 'গ্যাপ' দেখা দেবে।

সাওপাওলো-য় সুইডেন হারিয়ে দিল ইতালিকে। ইতালীয়রা পরাজয়ের জন্য নিজেদেরই দায়ী করল। নোভো দুর্বল দল নিয়েই ব্রাজিলে এসেছিলেন। সত্যি বলতে কি তিনি পাননি 'বিষবৎ' বেনিটো লোরেন্জিকে। এই সেরা ইনসাইড ফরওয়ার্ড আহত থাকায় তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে হল প্রবীণ লেফট হাফ আলডো কাম্পটেলিকে দিয়ে। যুদ্ধের আগের সময়ের এই খেলোয়াড়ের 'খেলা' বলে কিছুই ছিল না ১৯৫০-এ। সব মিলিয়ে তাঁকে মাঠে হাস্যকর মনে হল।

সম্প্রতি ইতালির যে দ্বিতীয় দল মিলানে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় দলকে ৫-০ গোলে হারায়, তাদের কয়েকজনকে নিয়ে দল গড়া হলেও তাদের খেলায় কোনো সঙ্গতি ছিল না। সবচেয়ে বোকামি হয়েছিল প্রতিভাধর ও চৌখশ—ইণ্টারের আমাদেও আমাদিকে বাদ দিয়ে। সেই জাত সেণ্টার ফরওয়ার্ড, লম্বাটে, পাখির মত বিচরণকারী জিনো কাপেলো—মিলানে যিনি ইতালির জয়রথের চাকা ঘূর্ণায়মান রেখেছিলেন সম্প্রতি, তাঁকে এখানে নিষ্প্রভ করে দিলেন গানার ও বার্তিল-এর ভাই নুড নরডহাল। ইতালির বেশ লম্বা, চতুর সেণ্টার হাফ কার্লো পারোলার খেলাকে সুন্দর চুলের জেপসন পিছু ধাওয়া করে ঝিমিয়ে দিলেন। গোলে সেণ্টিমেণ্টি-ও এই প্রথম এত বাজে খেললেন। সুইডেনের তিনটি গোলের দুটি তাঁর ঠেকানো উচিত ছিল, কিন্তু তিনি তা পারেননি। তাঁদের সমগ্র রক্ষণভাগের দুর্বলতাও কম দায়ী নয়।

ইতালীয়-ব্রাজিলীয় দর্শকদের সামনে ইতালির শুরুটা বেশ ভাল হল, আর এই দর্শকরা বেশ সোচ্চার ছিলেন ইতালির পিছনে। ইতালির অধিনায়ক প্রতিভাধর লেফট আউট রিকার্ডো কারাপিলিস সাত মিনিটের মধ্যেই গোল দিলেন, কিন্তু বিরতির আগেই জেপসন ও সুনে অ্যান্ডারসন দুটি গোল করলেন। বিরতির পরে জেপসন আর একটি গোল দেন। বেঁটে ইতালীয় রাইট উইঙ্গার মুসিনেলি এবার একটি গোল শোধ করলেন। কারাপিলিস-এর শট বারে লেগে আটকে গেল। শেষ অবধি ইতালি পরাজিত। প্রাথমিক পর্যায়েই বিদায় নিল ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এর বিজয়ীরা। পরে তারা এর বদলা নিল বাঁকা পথে, পুষিয়ে নিল অন্যভাবে। বিজয়ী সুইডেনের আটজন খেলোয়াড় যোগ দিলেন ইতালির বিভিন্ন ক্লাবে।

একটি ড্র করলেই সুইডেনের যথেষ্ট। তারা তা করল প্যারাগুয়ের সঙ্গে কিউরিটিবা-য়। সাওপাওলো-য় ইতালি ২-০ গোলে হারাল প্যারাগুয়েকে। কিন্তু তা বিফলে গেল, তিন নম্বর পুলের শীর্ষে উঠল সুইডেন।

দুই নম্বর পুলে আরম্ভেই ইংল্যাণ্ড ও স্পেন দারুণভাবে জিতল। মারাকানায় ইংল্যাণ্ডকে দম ফেলতে দেয়নি চিলি। তবুও তারা চিলিকে ২-০ গোলে হারায়।

মরটেনসেন প্রথমার্ধে ও দ্বিতীয়ার্ধে গোল দিলেন ম্যানিয়ন। এর পরেই চিলির হাফ ( আগে ছিলেন ইয়র্কশায়ারের সেণ্টার ফরওয়ার্ড ) রবুলেডোকে নামান হল। তাঁর ফ্রি-কিক পোস্টে লেগে ফিরল। এক ইংরাজ দর্শক চিৎকার করলেন ওই দেখে—'জর্জ, ঠিকভাবে খেল। তুমি কি জান না যে, এখন তুমি নিউক্যাস্‌ল দলের কেউ নও!'

ইংল্যাণ্ড স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসকে বাদ দিয়ে ফিনিকে রাইট আউটে খেলাল এবং লম্বা, বেগবান, যুদ্ধের আগে আবির্ভূত প্রতিভাবান উল্‌ভ উইঙ্গার জিমি মুলেন-কে নামান হল লেফট আউটে। ব্রিস্টলের রয় বেণ্টলি আক্রমণের পুরোধা সেদিন। তাঁর অতিদ্রুততা দলের পক্ষে বোধ হয় ভাল ছিল না। চেলসি-তে খেলার সময় এইভাবে 'ভ্রমণে'র উৎসাহ পান এবং তাই-ই তাঁকে আরও দ্রুত করে। ইংল্যাণ্ড দলে খেললেন ডিন ও লটন—উভয়েই আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন কয়েক বছর আগে। এই ম্যাচে তাই অতীতের প্রখরতা দেখা গেল না।

কিউরিটিবা-য় স্পেন ৩-১ গোলে জিতল যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। বিজিত দলের অধিনায়ক রাইট হাফ এডি ম্যাকলুভোনি মাত্র আঠার মাস আগে তৃতীয় ডিভিশন লীগের রেক্সহ্যাম দল থেকে বিনামূল্যে ট্রান্সফার নিয়ে আমেরিকায় চলে যান। লেফট ব্যাক মাকা আদতে বেলজিয়ন; সেণ্টার ফরওয়ার্ড লারি গাজেনুস হাইতি-র নাগরিক ছিলেন। তিনি ওই 'অশুভ' দ্বীপ থেকে কুড়ি বছর আগে রহস্যজনকভাবে উধাও হন।

যুক্তরাষ্ট্র দলে ছিলেন তাদের ১৯৪৮ ওলিম্পিকের চারজন। ওলিম্পিকসে তারা ০-৯ গোলে হেরেছিল ইতালির কাছে। তবে সেই পরাজিত দলের রোভিং সেণ্টার ফরওয়ার্ড ব্রাজিলে এলেন। কলোম্বোর মত এক অপ্রতিরোধ্য স্টপারও দলে। আর তারা সম্মিলিতভাবে খেলে ইনসাইড ফরওয়ার্ড জন সুজা-র দ্বারা সতের মিনিটের মধ্যে ১-১ করল এবং এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র পদচারণা করল সমাপ্তির দশ মিনিট আগে পর্যন্ত। কিন্তু এর পরে দুই মিনিটের মধ্যে বাসোরার তীব্র আক্রমণ ২-১ ও পরক্ষণেই 'রোবাস্ট' সেণ্টার ফরওয়ার্ড জানা-র উঁচু শটে ৩-১ হল।

আমেরিকান দলের ম্যানেজার স্কটল্যাণ্ডের বিল জেফি-র এই ফলের জন্য গর্ব করার কারণ ছিল। ত্রিশ বছর আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং খেলতেন রেল-কর্মীদের দলে। একবার খেললেন পেন স্টেট কলেজের বিরুদ্ধে এবং তারপরই ওই কলেজের কোচ নিযুক্ত হন। এই চাকরি একেবারে অস্থায়ী থাকলেও আর তাঁকে ওই পদ থেকে সরানো যায়নি। মেসিন-শপে শিক্ষকতা এবং ফুটবলের প্রশিক্ষণ দেওয়া, দুইয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে চমৎকার দল গড়লেন এবং তারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল হতে থাকে। কিন্তু বিশ্ব কাপের মত এমন প্রচণ্ড লড়াইয়ে কখনও তারা নামেনি।

চার নম্বর পুলে বলিভিয়াকে হারাবার জন্য উরুগুয়েকে মোটেই মেহনত করতে হল না। এর আগে ওদের সঙ্গে রিসাই-এ ৯-০ গোলে জিতেছিল। অদ্ভুতভাবে বল লুকোচুরির দ্বারা এবং চমৎকার স্কিলে পাণ্ডুর, পাতলা গড়নের লেফট ইন

জুয়ান শিয়াফিনো চারটি গোল দিলেন। শিয়াফিনো এবং রাইট উইং জুড়ি এল-সাইড ( চিকো ) ঘিগিয়া ও জুলিও পেরেজ গতবারের অপেশাদার দলে ছিলেন; এবং দক্ষিণ আমেরিকা চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন, যদিও তখন উরুগুয়ে আর একটি স্থানীয় ধর্মঘটে বিব্রত। সন্দেহ নেই ওই পরিবেশ ফুটবলের পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। 'অপেশাদার' উরুগুয়ে ১-৫ গোলে হেরে গেল ব্রাজিলের কাছে। তবে তারা তিনটি নতুন প্রতিভার সন্ধান পেল। চমৎকারিত্বে শিয়াফিনোর সামান্য পিছনে ছিলেন পেরেজ; আর কুঁজো মোচওয়ালা ঝকঝকে কপোলের ঘিগিয়ার চেহারা একেবারে খেলোয়াড়বিরোধী, কিন্তু দ্রুততায়, বল নিয়ন্ত্রণে এবং ডান পায়ের জোরালো শটে তাঁকে বড় ফুটবলার প্রমাণিত করেছিল।

১৯৫০-এর মরশুমের শুরুতে রিও ব্রাঙ্কো কাপ-এ উরুগুয়ে ও ব্রাজিল তিন-তিনটি ম্যাচ খেলে ফেলেছিল। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওরা বেশ কাছাকাছি থাকায় বিশ্ব কাপেও ওদের খেলায় যে তেমন বড় রকমের হেরফের হবে না, তা বোঝা যায়। উরুগুয়ে তখন জিতছিল সাওপাওলো-য় ৪-৩ গোলে, আর রিও-তে হারে ৩-২ ও ১-০ গোলে। মাঠে উরুগুয়ের মধ্যমণি ছিলেন অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ ওবদুলিও ভারেলা। এই ভারেলা ১৯৪০-এ ব্রাজিলের বিপক্ষে তিন গোল দেন। তখন তিনি লেফট ইন। তখনকার উরুগুয়ের সেই দলগত খেলা ১৯৫০-এও নড়চড় হয়নি। তাঁদের উইং-হাফরা এখনও ফ্লাঙ্কে আক্রমণ অব্যাহত রেখেছেন। লেফট হাফ খুদে নিগ্রো বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী রডরিগাস আন্দ্রাদে খুল্লতাত জোস-এর ঐতিহ্য বজায় রাখলেন। জোস ১৯৩০-এর জাতীয় দলে ছিলেন। বাকিদের মধ্যে উল্লেখ্য 'ড্যাশিং' সেণ্টার ফরওয়ার্ড অসকার মিগুয়েজ ( বলিভিয়ার বিরুদ্ধে দুটি গোল দেন ) ও 'ইলাস্টিক'-দেহী গোলরক্ষক রক মাসপোলি।

**ইংল্যান্ড-যুক্তরাষ্ট্র ঃ** দ্বিতীয় খেলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড দল তারকা-পুষ্ট ছিল না। ইংল্যান্ডকে বেলো হরিজণ্টে পর্যন্ত যেতে হল এবং গোটা ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল। ছোট্ট স্টেডিয়ামে না ছিল খেলোয়াড়দের পোশাক বদলের ব্যবস্থা, না ছিল সমান মাঠ। বলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এখনকার এক লক্ষ লোক বসার স্টেডিয়ামটি তখন ছিল স্বপ্ন। সেকেলে স্টেডিয়ামটি দেখলে মনে হত গোয়ালঘর বৈ নয়। তবে রিও-র তুলনায় এখানকার পাহাড়ী হাওয়া খেলোয়াড়দের বেশ সজীব করে তুলছিল। খেলোয়াড়রা রইলেন অতিথিরূপে মরো ভেলো স্বর্ণ-খনিতে দারুণ আরামে। এই খনিটির মালিকানা ইংরাজদের এবং সেখানে দু-হাজার ব্রিটিশ-কর্মীও ছিলেন। আর্থার ড্রুরি যুক্তরাষ্ট্র দলের প্রধান ও একমাত্র নির্বাচকের ভূমিকায় তখন। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ওই খেলাটিকে ঘিরে তিনি দু-রকম সম্ভাবনার কথা ভেবে রাখেন। যে খেলোয়াড়রা ইতোপূর্বে চিলিকে হারিয়েছে, তাদেরই প্র্যাকটিস অব্যাহত রাখতে আবার নামানো হোক, কিংবা ওদের বিশ্রাম দিয়ে রিজার্ভ যারা আছে, তারা খেলুক। আর্থার প্রথম ভাবনাই কার্যকর করলেন। সুতরাং তাঁকে তো দোষ দেওয়ার কারণ নেই। খেলা শেষে অন্য সমালোচনাও হয়। যেমন

নির্বাচক মশাইয়ের উচিত ছিল ম্যাথিয়ুসকে দলে নেওয়া। এমন কি বিল জেফ্রি স্বীকার করলেন, এই খেলায় যুক্তরাষ্ট্রের জেতার কোনো আশাই ছিল না। আগের রাত্রে তাঁদের কয়েকজন খেলোয়াড় অধিকাংশ সময় অনিদ্রায় কাটিয়েছেন।

ইংল্যান্ড এই খেলাকে যুক্তরাষ্ট্রের উৎকণ্ঠিত স্বপ্নে রূপান্তরিত করলেও পারত। তবে সেজন্য তাদের একমাত্র অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য ছিল খুব সহজে গোল করা।

সারাদিন আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। এমন মেঘ যে, তা ফুঁড়ে সামান্যই রোদ বেরোচ্ছিল মাঝে মাঝে। আমেরিকান খেলোয়াড়রা এক ইংরাজ সাংবাদিককে সানন্দে বললেন, গোলের হিসাব রাখতে জাব্দাখাতা এনেছেন তো। খেলা শুরু হতেই ইংল্যান্ডের আক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের হাফ-এ এসে বারংবার ধাক্কা দিতে লাগল। পোস্টে লেগে বল ফিরল, চলে গেল বার-এর উপর দিয়ে এবং সব মিলিয়ে তারা সহজভাবেই খেলতে থাকে, দেখতে পায় জয়ের ছবি। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গোলরক্ষক বোরঘিও দারুণ দারুণ শট ঠেকিয়েছেন, চীনের প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছেন তিন হ্যাফব্যাক ম্যাকলভৈনি, কলোম্বো ও বাহার।

বিরতির আট মিনিট আগে অঘটন ঘটে গেল। বাহার বাঁ পায়ে শট করলেন, বল পরক্ষণেই গাইটজেন্স-এর মাথায় লেগে গোলের দিকে এগিয়েছে। মনে হল গোলরক্ষক উইলিয়মস কভার করে ফেলেছেন, কিন্তু বল তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেছে। গাইটজেন্স হেড করেছিলেন ? না, তাঁর গায়ে লেগে বল গোলে ঢুকেছিল ? সমর্থকরা দু-রকম মন্তব্য করলেন। কিন্তু তা অবান্তর, কেননা গোল সম্পর্কে দ্বিমত ছিল না। ইংল্যান্ড আবার কোণঠাসা করতে লাগল যুক্তরাষ্ট্রকে। এবার তারা উঁচু শটে খেলতে থাকে, কিছু শট বারের উপর দিয়েও গেল। জন স্যুজার লক্ষ্য রইল যাতে তাঁর রক্ষণভাগে কোনোরকম শিথিলতা না আসে এবং সেইভাবে তিনি বল সরবরাহে ব্যস্ত রইলেন। একবার রামসে-র জোরালো নিখুঁত ফ্রি-কিক থেকে মুলেন-এর হেড গোলে ঢুকেছিল প্রায়, কিন্তু লাইন অতিক্রমের আগে বল ফেরত এল। ইংল্যান্ড পেল শুধু একটি কর্ণার। মর্টেনসেন, ফিনি থাকা সত্ত্বেও তাদের আর কোনো লাভ হল না।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারিতে খবরের কাগজে আগুন লাগানো হল। ওরা ইংল্যান্ডের সমর্থক, তাই মনে হল ইংল্যান্ডের চিতায় ওরা আগুন দিচ্ছে। ওদিকে শ'য়ে শ'য়ে দর্শক মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁদের কাঁধে তখন বিজয়ী আমেরিকান ( যুক্তরাষ্ট্র ) খেলোয়াড়রা।

**কোন্ পুলে কে জিতল ঃ** ইংল্যান্ড ফিরে গেল রিওতে। তাদের শেষ সংগ্রাম স্পেনের বিরুদ্ধে। তারা শুনল, স্পেনের ব্যাকরা 'স্কোয়ার' খেলে, থ্রু পাসে খেলাই তাদের বৈশিষ্ট্য। নিখুঁত সেণ্টার ফরওয়ার্ড মিলবার্ণ ওই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, স্প্রিণ্টারের মত তাঁর দৌড় বেণ্টলির খুব পছন্দ। স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসকে রাইটে এবং ফিনিকে লেফটে রাখা হল। ১৪ মিনিট পরে ফিনির সেণ্টারে মাথা ছুঁইয়ে দিলেন মিলবার্ণ। বল দুর্ভেদ্য স্পেনীয় রিজার্ভ গোলরক্ষক রামালে-

টস-কে অতিক্রম করল। কিন্তু ইতালীয় রেফারি সিগনার গ্যালিটি গোল বাতিল করে দিলেন অফ-সাইডের জন্য। নিউজ রিলের ছবিতে দেখা যায় স্পেনীয় ডিফেণ্ডার মিলবার্ণকে অন-সাইডে রয়েছেন। তবে বিরতির পাঁচ মিনিট পরে বাসোরা-র সেণ্টারে জারা হেড করলে জয়সূচক গোলটি হল। স্পেন তিন নম্বর পুলের শীর্ষে উঠল।

এক নম্বর পুলে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল। ব্রাজিলকে বারে বারে ঠেকিয়ে রাখছিল যুগোশ্লাভিয়া, তারা ১৯৩০-এর চাইতে উন্নত হয়েই বিশ্বকাপে এসেছিল। ছিল সেই 'ডবলিউ' পদ্ধতির খেলা। উইং হাফ ও ইনসাইড ফরওয়ার্ডের মধ্যে চমৎকার দেওয়া-নেওয়ার খেলা দেখালেন জাটকো জাইকোয়াস্কি-১ ও জাইজিক এবং রাকো মিটিক ও স্টিফান ববেক। ১৯৪৮-এর ওলিম্পিকসে তারা ফাইনালে উঠে সুইডেনের কাছে ৩-১ গোলে হেরেছিল।

তারা এবার বেলো হরিজেণ্টেতে সুইজারল্যাণ্ডকে সহজে ৩-০ গোলে কোণঠাসা করে দিল। এর মধ্যে তোমাসেভিক-এর দুটি। পোর্টো আলেগ্রেতে ওরা মেক্সিকোকে ৪-১ গোলে হারায়। জাইকোয়াস্কির কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজকোয়াস্কি লেফট উইং থেকে দেন দুটি গোল। লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে এসব জয় সোপান স্বরূপ হলেও রিও-তে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আসল খেলাটি বাকি। তার আগেই কড়িতে লেগে মিটিক-এর মাথা ফাটল।

পুলের শীর্ষে কাদের স্থান হবে—ব্রাজিলের, না যুগোশ্লাভিয়ার ? এই ম্যাচের ফলের উপরই তা নির্ভর করছে। কেননা সাওপাওলো-য় ব্রাজিল-সুইজ্যারল্যাণ্ডের খেলা ২-২ হওয়ায় ব্রাজিল একটি পয়েণ্ট নষ্ট করেছে। তবে যুগোশ্লাভিয়া-ব্রাজিলের খেলা ড্র হলে যুগোশ্লাভিয়া পুলের শীর্ষে উঠবে।

যে সুইজারল্যাণ্ড 'ভেরু' পদ্ধতিতে সম্প্রতি খেলেছে, তারা যুগোশ্লাভিয়ার কাছে হেরে দলে তিনটি বদল করল। অবশ্য এর দরকার ছিল না। আগের দল নিয়েই তারা বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারত। পরবর্তীকালের অন্যতম সেরা রাইট আউট আন্তেনেন রাইট ইন থেকে সেণ্টারে গেলেন, প্রবীণ অধিনায়ক বিকেল রাইট উইং-এ এবং কুশলী জ্যাকি ফেটন লেফট উইং-এ। ব্রাজিল দলে ১৯৩৮-এর সেমি-ফাইনালের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি দেখা গেল, সাওপাওলোকে খুশি করার জন্য তাদের দল গড়া হল অনেকটা রাজনৈতিক দিকে লক্ষ্য রেখেই।

হাফব্যাক লাইন পুরো বদল হল। এলেন সাওপাওলোর খেলোয়াড়রা। রাইট হাভ দুর্ভেদ্য কারলস বাউয়ের নিজের জায়গায় রইলেন। জেয়ার আহত ছিলেন। উইং হাফ আলফ্রেডো রাইট আউটে ও মানেকো এলেন ইনসাইডে।

শক্ত সমর্থ সুইস 'ভেরু' এবং মধ্যস্থানে সোনালী চুলের মারাত্মক নিউরি থাকলেও কেমন যেন দুর্বল ছিল। ব্রাজিলকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিলেন আলফ্রেডো, কিন্তু বিকেল-এর ক্রশ পাস থেকে ফেটন ১-১ করলেন। বিরতির আগে বালটাজার দর্শনীয় গোল দ্বারা ব্রাজিলকে আবার এগিয়ে ( ২-১ ) দেন। কিন্তু সমাপ্তির দু মিনিট

আগে 'ভেরু' ব্রাজিলের আক্রমণ প্রতিরোধের পর এগিয়ে গেল এবং তামিনি ২-২ করেন।

যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে ফ্লেভিও কস্টা ইনসাইড ফরওয়ার্ড ত্রয়ী জিজেনো-আদেমীর জেয়ার-কে বেছে নিলেন। লেফট উইং-এ পাঠালেন চিকো-কে। ব্রাজিল খেলতে নামল। মিটিক-কে দেখা গেল না যুগোশ্লাভিয়া দলে। রিও-র মেয়র আশীর্বাদ করলেন খেলোয়াড়দের। তাঁরা সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন এবং ফিরলেন ড্রেসিংরুমের দিকে। ওয়েলসের রেফারী মারভিন গ্রিফিথসও পিছু ধাওয়া করলেন এবং নির্দেশ দিলেন কিক অফ্ এখনই হবে, দেরী করা চলবে না। মিটিকের তখন চিকিৎসা অব্যাহত। সুতরাং যুগোশ্লাভিয়া বেশ চিন্তা নিয়ে দশজনেই মাঠে নামল এবং তিন মিনিটের মধ্যে শোচনীয়ভাবে ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়ল। বাউয়ের-এর কাছ থেকে বল পেয়ে আদেমীর গোল দিলেন। কিন্তু রাজকো মিটিক (১৯৬৮-র যুগোশ্লাভ ম্যানেজার) যখন সাদা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে মাঠে নামলেন, যুগোশ্লাভিয়ার খেলার গতি বদলে গেল তাঁর (মিটিক) অসম্ভব স্কিলে এবং চতুর পাসে, তাছাড়া ববেক-এর সঙ্গে অদ্ভুত বোঝাপড়া করে তিনি খেলছিলেন। বিরতির আগেই ব্রাজিল বেশ বিব্রত হয়ে পড়ল। জাইকোয়াস্কি যদি অমন স্বর্ণ সুযোগটি হেলায় না হারাতেন তা হলে হয়ত ভিন্ন চিত্র দেখা যেত। কিন্তু তাঁর ব্যর্থতা ব্রাজিলকে সুযোগ করে দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাউয়ের দেখলেন জিজিনো ড্রিবল করে এগোচ্ছেন, তিনি বল না চেয়ে ইঙ্গিত দিলেন একইভাবে যেতে। যুগোশ্লাভ রক্ষণভাগ ততক্ষণে প্রায় তছনছ। বাকি একজন, তাঁকে ভেদ করে জোরালো শট করতেই গোলরক্ষক পরাস্ত। ব্রাজিল ২-০ গোলে জিতল।

পরদিন উরুগুয়ে ও স্পেন দুই গ্রুপের শীর্ষে স্থান পেল। ফাইনাল পুলে আর এল সুইডেন।

ফাইনাল পুল কেন? কার মাথায় এর পরিকল্পনা এসেছিল কে জানে! এর আগে কখনও এইভাবে খেলা হয়নি। এতবড় প্রতিযোগিতায় সমস্যাও কত! ম্যাচগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান কম, খেলোয়াড়রা তাই দ্রুত আঘাত থেকেও সেরে উঠতে পারছিলেন না। প্রত্যেকের ভাগ্যও যেন প্রতিহত হচ্ছিল এই বিশ্রাম না থাকা ম্যাচগুলোয়। তবুও কারুর না খেলে উপায় ছিল না। যুদ্ধের আগের তিনটি বিশ্বকাপে ব্রাজিল বিজয়ীর সম্মান না পেলেও তারপর সে তিনবার জিতে জুল রিমে কাপ চিরতরের জন্য ঘরে তোলে। কিন্তু ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ-জয়ী ইংল্যাণ্ডই ছিল সম্ভবত সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল। তবে ১৯৫০ ও ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার মত নাটকীয় মুহূর্ত বোধ হয় আর কখনও হয়নি।

ফাইনাল পুলের দলগুলিতে গুণগত পার্থক্য আকাশ-পাতাল নয়, বরং তুল্য মূল্যই ছিল তারা। দক্ষিণ আমেরিকার দুই দল খেলল অ্যাটাকিং সেণ্টার হাফ নিয়ে, সুবিধাও ছিল তাদের; দীর্ঘপথ পরিক্রমা করতে হয়নি। আর ইউরোপীয় দল দুটি বেমরসুমে খেলল স্টপার সেণ্টার হাফ নিয়ে। এল কয়েক হাজার মাইল ঘুরে।

ব্রাজিলেরই বিজয়ী হওয়া উচিত ছিল স্বদেশের মাটিতে। কিন্তু সুইস ও যুগোশ্লা-ভরা ভয় ঢুকিয়ে দেয় আগেই। আর সুইডিশ ও স্পানিয়ার্ডরা দুর্ধর্ষ এবং এসবের সুযোগ নিল উরুগুয়েনরা।

প্রথম দুটি খেলায় ব্রাজিল সহজেই সুইডিশ ও স্পানিয়ার্ডদের কোণঠাসা করে দিল আধুনিক ও তিন ব্যাক প্রথায় খেলে। বিপক্ষরা যেন ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত গুটিয়ে গেল। দর্শকরা বললেন, এ তো ফুটবল নয়, যেন স্বপ্ন। সুইডেন হারল ১-৭ গোলে, স্পেন বিধ্বস্ত হল ১-৬ গোলে। কিন্তু উরুগুয়ে দেখল উভয়কে হারানো খুব সহজ ব্যাপার নয়।

## ফাইনাল পুল

**ব্রাজিল-সুইডেন ও ব্রাজিল-স্পেন ঃ** ব্রাজিলের কাছে প্রথম হারল সুইডেন। জর্জ রেনর খুব ভাল করেই জানতেন ব্রাজিল কেমন শক্তিশালী দল। বুঝেছিলেন তাঁর তরুণ ইনসাইড ফরওয়ার্ডরা কত পল্‌কা। তাছাড়া কানে পামার ও লেনার্ট (নাকা) স্কোগ্লাণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে তাই তেমন দৌড়াদৌড়ি করা সম্ভব ছিল না। অথচ এই দুই শক্তিমান ইনসাইডকে নিয়ে তিনি গর্ব করতেন। তুলনা করতেন মিলানের গ্রেন ও লিয়েডহোম এবং ম্যাদ্রিদ আটলেটিকোর গারভিস কার্লসনের সঙ্গে। এঁরা ক'জন রেনরের ওলিম্পিক দলেও ছিলেন। বলতেন, 'আমার পামার ও স্কোগ্লাণ্ড অনেক অ-নেক কুশলী। পামারকে বল দাও, সে যে কোনো রক্ষণব্যূহ ভেদ করবে। কিন্তু দুঃখ সে ও স্কোগ্লাণ্ড উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

এইসবের জন্য রেনরের পরিকল্পনা ছিল—নেমেই তাঁর দলকে প্রবলভাবে খেলতে হবে, করতে হবে গোল। কিন্তু তাঁর সে আশা পূরণের জন্য ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপ ফাইনাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল। যাই হোক, ১৯৫০-এর এই ম্যাচে ব্রাজিলের আক্রমণের আগে সুইডেন দুটি সুযোগ পেল। কিন্তু দুটিতেই তারা ব্যর্থ হল এবং উনিশ মিনিটের সময় দারুণ শটে আদেমীর পরাস্ত করলেন ভেনসনকে। তখনই সুইডেনের বিপর্যয় শুরু।

ব্রাজিল আজ দেখাল আগামী দিনে ফুটবল কোন্ পথে ধাবিত হবে। তারা স্যুরিয়ালিস্ট ফুটবল খেলল। ট্যাকটিকসে অভূতপূর্ব টেকনিক্যালি চমৎকার। এমন প্রতিভাধর বল প্লেয়ারও ইতোপূর্বে কেউ দেখেননি। সবচেয়ে বড় কথা খেলার সময় কেউ কারুর গুণ দেখাতে পিছপা ছিল না, একে অপরের বাধা হননি। দারুণ উল্লাসে গোটা ম্যাচটি খেললেন।

বিরতির আগে আদেমীর নিজের দ্বিতীয় গোলটি দিলেন। তৃতীয় গোলটি চিকোর। দ্বিতীয়ার্ধ তো ছিল গোলের বা ব্রাজিলের খেলার একপেশে প্রদর্শনী। আদেমীরের নামের গায়ে আরও দুটি গোল যোগ হল, চিকো দুই এবং মানেকার

গোল নিয়ে ব্রাজিলের মোট সাত। সুইডেন খুশি রইল স্নুনে অ্যাণ্ডারসনের পেনাল্টি থেকে দেওয়া একমাত্র গোল নিয়ে।

ব্রাজিলের পরবর্তী ম্যাচ স্পেনের সঙ্গে। উরুগুয়ের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও দারুণ খেলে স্পেন ক্লান্ত ও শ্রান্ত। তাদের এই অবস্থায় পেয়ে ব্রাজিল কচুকাটা করে ছাড়ল। স্পেনের অপ্রতিরোধ্য রামালেটসের বদলে গোলে খেললেন আইজাগুরে। কিন্তু বিরতির আগে তিনি ৩-০ ও তারপর ৬-১ গোলে পিছিয়ে রইলেন প্রতিরোধ না করতে পেরে। জেয়ার ও চিকো একজোড়া করে দিলেন, একটি জিজিনো ও পারার আত্মঘাতীতে ছয় হল। নিরাশ করলেন আদেমীর। আজ তিনি একটিও গোল করেননি।

অর্থাৎ ব্রাজিলের চার পয়েণ্ট দুটি খেলে এবং উরুগুয়ের তিন। সুতরাং উরুগুয়ের সঙ্গে কোনক্রমে ড্র হলেই কাপ পাবে ব্রাজিল।

**উরুগুয়ে-স্পেন ; উরুগুয়ে-সুইডেন ও স্পেন-সুইডেন ঃ** ৯ জুলাই ব্রাজিল যখন সুইডেনকে কোণঠাসা করছিল, উরুগুয়ে তখন অতিকষ্টে নাটকীয় খেলায় সাওপাওলোয় স্পেনের সঙ্গে লড়ছিল। রীতিমত রাফ ফুটবল এবং তাতে স্পানিয়ার্ডদের আধিক্যই ছিল। তবে সুখের কথা মেরভিন গ্রিফিথসের সুপরিচালনায় গোলমাল বেশিদূর এগোয়নি। বরং তিনিই খেলাটিকে উপভোগ্য করে তুললেন।

উরুগুয়ের দ্রুত ও কুশলী ফরওয়ার্ডরা বারংবার সমস্যার সৃষ্টি করলেন এবং ভেঙে ফেললেন স্প্যানিশ ডিফেন্সকে, আর ঘিগিয়া ১-০ গোলে এগিয়ে নিলেন। কিন্তু ডবলিউ পদ্ধতিতে দারুণ খেললেন জোড়া ব্যাক ইগোয়া ও মলোনি। বাসোরা মুশকিলে ফেললেন বিপক্ষের আন্দ্রাদেকে, স্পেন বিরতির আগেই ২-১ গোলে এগিয়ে রইল। দুটি গোলই দিলেন বাসোরা। উরুগুয়ের আক্রমণকে প্রতিহত করতে ব্যাপৃত রইলেন দুই গনজালভো এবং জিমন্যাস্টের মত নমনীয় দেহ নিয়ে রামালেটস।

দ্বিতীয়ার্ধে অধিনায়ক ভারেলা দ্বিগুণ শক্তিতে এগিয়ে গেলেন বল নিয়ে, ঠিক যেমনটি করেছিলেন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে। সমাপ্তির আঠার মিনিট আগে সমগ্র স্প্যানিশ ডিফেন্সকে বোকা বানিয়ে পেনাল্টি সীমানায় ঢুকলেন ও ২-২ করলেন।

সাওপাওলোয় দ্বিতীয় খেলায় উরুগুয়ে সৌভাগ্যক্রমে সুইডেনের বিপক্ষে অনেক ভাল খেলল। বিরতির আগেই তারা ২-১ গোলে এগিয়ে গেল। স্কোগ্লাণ্ড সম্পর্কে ভয় এবং তাদের বজ্রকঠিন শপথই এই খেলায় উরুগুয়েকে জিতিয়ে দেয়। তাছাড়া স্কোগ্লান্ডের একটু চিন্তিত থাকাটাও উরুগুয়েকে সুবিধা করে দেয়। এছাড়াও সুইডেন তাদের সাহায্য করে জিততে। ম্যাথিয়াস গনজালেস মারাত্মক ফাউল করলে রাইট উইঙ্গার জনসন আহত হয়ে মাঠের বাইরে যান।

উরুগুয়েনদের অসম্ভব তাজা মনে হচ্ছিল, টেকনিকের দিক থেকেও তারা সুইডিশদের চেয়েও অনেক উন্নত—তবুও তারা শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রাখতে পারছিলেন না। বরং কানে পামার সুইডেনকে এগিয়ে দিলেন ১-০ গোলে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে

ঘিগিয়া ১-১ করেন। এরপর সুইডিশ লেফট উইঙ্গার সান্ডভিস্ট দ্রুতবেগে এগিয়ে ২-১ করলেন। সুইডেন দারুণ খেলতে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেন্টার ফরোয়ার্ড মিগুয়েজ-এর দুটি গোল উরুগুয়েকে ৩-২ গোলে জিতিয়ে দেয়।

শেষ খেলায় স্পেনের বিরুদ্ধে রেনর কিছু রদবদল করলেন। স্কোগ্লান্ডের বদলে নামালেন রিডেল-কে, রর মেলবার্গকে তো ইতোমধ্যেই জেপসনের বদলে রাইট-ইনে আনা হয়েছিল। সাওপাওলোয় ফল হল বেশ সন্তোষজনক—৩-১। স্পেনও চারটি রদবদল করেছিল। প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় আক্রমণ ভাগ থেকে মলোনি, গাইঞ্জা ও ইগোয়াকে।

শুরুতে সুইডেনকে একটু বিব্রত মনে হলেও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা সামলে ওঠে। রেনরের পরিকল্পনা 'সুইপিং উইং টু উইং পাসেস' দারুণ কার্যকর হল। জনসনের প্রথম গোলের পরে দুই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মাঝমাঠে বাকযুদ্ধ শুরু করেন এবং সেন্টার স্পটে কিক্ অফের জন্য বল বসানো পর্যন্ত তর্ক অব্যাহত রইল। বিরতির মধ্যে মেলবার্গ দ্বিতীয় গোলটি করলেন। খুদে পামার তারপর ৩-০। সমাপ্তির সাত মিনিট আগে জারা স্পেনের একমাত্র গোলটি দিয়ে ৩-১ করলেন।

ব্রাজিল-উরুগুয়ে ঃ বিশ্ব কাপ জিততে হলে, ফাইনালে অবশ্যই কাপ প্রত্যাশা-কারীদের সেরা খেলা খেলতে হবে। কিন্তু ১৯৫০-এ ফাইনাল নামে তো কোনো খেলাই ছিল না, যদিও দর্শকরা না বুঝে বা ইচ্ছাকৃতভাবেই বলতে থাকেন ব্রাজিল-উরুগুয়ে ম্যাচটিই ফাইনাল। তবে একথা সত্যি, এটিই কাপ জয়-পরাজয়ের খেলা, এবং এদিনই সিদ্ধান্ত হবে কারা ১৯৫০-এর বিশ্ব কাপ পাবে। সুতরাং উত্তেজনা চরমে, বিশ্ব কাপ নিয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত। দুই শিবিরে তেমনি স্নায়ুর চাপও।

ফ্লেভিও কস্টা-র কথায় ও চলাফেরায় ম্যাচ জয় সম্পর্কে অতি আত্মবিশ্বাসী মনে হল। ব্রাজিলের সমর্থক বা তাদের দলের প্রত্যেকেও উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলার আগেই জিতে গিয়ে মহানন্দে মধুর গুঞ্জন তুলেছেন। তারা কি হারতে পারে? জয় ছাড়া তাদের ভাগ্যে তো আর কিছুই লেখা নেই! বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন তিন ইনসাইড ফরওয়ার্ড জিজিনো, আদেমীর ও জোয়ার যে জটিল অবস্থা করে তোলেন, যেভাবে বিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেন, তাতে ব্রাজিল কেন বলবে না—এস তো, আমাদের প্রতিরোধ কর দেখি। রেনরও ব্রাজিলের বিরলতম অথচ কার্যকর মুভমেন্টগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাদের সাধারণ আক্রমণেও বৈচিত্র্য, ছোট ছোট পাসেও পরিবর্তন এবং উইঙ্গারদের কাছে কোণাকুণি মার এবং সেই পাসের ব্যবধান মাঝে মাঝে কুড়ি গজও। বাউয়েরকে আদেমীরের ব্যাক-পাসগুলিও দর্শনীয়। বাউয়ের বলের উপর পা রেখে দেখেন জিজিনো কোথায়, জিজিনো বল পেয়ে তারপর দ্রুত এগোন।

উরুগুয়ে দল সংক্ষেপে সতর্ক করল কস্টাকে, আমরা তো সর্বদাই তোমাদের

সঙ্গে লড়ে এসেছি। তোমাদের নড়বড়ে ভীতু খেলোয়াড়রা কিছুতেই আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারে না। আমি ভয় পাচ্ছি যে, রবিবারে আবার আমাদের মাঠে নামতে হবে যদিও খেলোয়াড়রা ইতোমধ্যে তাদের জার্সিতে চ্যাম্পিয়ানশিপ শীল্ডকে সেলাই করে নিয়েছে। তবুও বলব এটা প্রদর্শনী ম্যাচ নয়। এটাও অন্যান্য ম্যাচের মতই, পার্থক্য শুধু অন্য ম্যাচের তুলনায় এটি বেশ শক্ত খেলা।

উরুগুয়ে ডেলিগেশনের কর্নেল ভোলপো জয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত রইলেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, এই বছরই ব্রাজিল তাদের কাছে একবার হেরেছে।

ভিট্টরি পোজো এবার আর কোন দলের সঙ্গে বা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আসেননি, তিনি এখন সাংবাদিক। মারাকানা স্টেডিয়ামে রিও-র রাজ্যপালের স্বাগত ভাষণ তাঁকে বিচলিত করল। তিনি স্মরণ করলেন—বারো বছর আগে মার্সাই থেকে বিমানে প্যারিসে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে ব্রাজিলিয়ানদের আকাঙ্ক্ষার কথা। ব্রাজিল বিজয়ী এমনটি ধরে নিয়েই বক্তৃতা দিলেন তিনি, দমিয়ে দিলেন বিপক্ষকে। তিনি বললেন,

"হে ব্রাজিলের খেলোয়াড়গণ, এই প্রতিযোগিতায় আমি তোমাদের বিজয়ী বলেই মনে করি···আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা লক্ষ লক্ষ সমর্থক দ্বারা অভিনন্দিত হবে। এই গোলার্ধে এমন কেউ নেই, যারা তোমাদের ফুটবল-যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারে।···তোমরা যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দল অপেক্ষা উন্নত···আমি এখনই তোমাদের বিজয়ী দল বলে সেলাম জানাচ্ছি।" এই ভাষণ শেষের বহু আগেই উরুগুয়েনরা বেশ অস্থির হয়ে পড়ে।

হাল্কা নীল শার্ট, কালো শর্টস ও সাদা ফিতের উরুগুয়েনরা ইতোমধ্যে সাদা শার্ট ও শর্টস-এর ব্রাজিলিয়ানদের কাছে ভয়ে কুঁকড়ে গেল (ব্রাজিল এই খেলার পরে সংস্কারবশত হলুদ ও সবুজ জার্সি পরা শুরু করে)। সাদাম্পটনের স্কুলশিক্ষক জর্জ রিডার ফুটবল লীগ পরিচালনার পক্ষে বেশ বুড়িয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করলেন। দুই অধিনায়ক অগাস্টো ও ভারেলা-কে সেণ্টারে ডাকলেন টসের জন্য। দুই দল প্রস্তুত হল, কিক্-অফের পরে ব্রাজিলই আক্রমণ শুরু করে।

ব্রাজিলের বল নিয়ে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাজার হাজার সমর্থক গর্জন দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ করে দিলেন। উরুগুয়ের একজন রক্ষককে ব্রাজিল ভেদ করল। কিন্তু একা ভারেলাই ওই আক্রমণ বিধ্বস্ত করেন। অবশ্য তাঁর এই চেণ্টা ব্যর্থ হলেও কালো আন্দ্রাদেও কোন অংশে কম ছিলেন না। আর গোলে মাসপোলির অ্যাক্রোবেটিক দেহ তো ছিলই। আবার ব্রাজিলের সেই পরাক্রম ত্রয়ী জিজিনো, আদেমীর ও জেয়ার উরুগুয়ের নীল পাঁচিল ভেদ করলেন। কিন্তু আন্দ্রাদে ও ভারেলার জীবনপণ ট্যাক্‌ল ও মাসপোলির ঝাঁপ এ বিপদ থেকে রক্ষা করল উরুগুয়েকে। ষোল মিনিটের সময় উরুগুয়ের এলাকায় জটলা দেখা দিল। আন্দ্রাদে ছুটে গিয়ে দ্রুত বল ক্লিয়ার করলেন। সাত মিনিট পরে জেয়ার সামান্য উঁচু করে যে জোরালো

শটটি মারলেন, সেটির সামনে শুধু মাসপোলি। তিনি 'ডিফ্লেক্ট' করে সেটিকে কর্ণারে পাঠালেন। উরুগুয়ের গোলে আবার কামানের গোলা এসে পড়তে লাগল। এবার বিপদতারণের ভূমিকা নিলেন অধিনায়ক ভারেলা।

কিন্তু সে স্বস্তি আর কতক্ষণের! ব্রাজিল আবার আক্রমণে উদ্যত, ব্রাজিলের তৃতীয় কর্ণার-কিক্ করলেন ফ্রিয়াকা। কিকের পরে বল তাঁর কাছে আসতেই তাতে তীব্র শট করলেন। ঝাঁপিয়ে পড়ে মাসপোলি ক্লিয়ার করতেই আবার কর্ণার হল। পরের মিনিটে এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে মারাত্মক শট করলেন আদেমীর। সামনে তখন শুধু গোলরক্ষক। শটে যেমন নিশানা, তেমনি শক্তি মেশানো; কিন্তু মাস-পোলি বলের কাছে পেঁছে গেলেন অত্যাশ্চর্যভাবে।

প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে যিনি খেলেছিলেন, ইতালির সেই গোলরক্ষক গুসেপ্পে মোরো ওই দেখে বললেন, "বড় বড় গোলরক্ষকরা দুইভাবে খেলার মোড় ফেরাতে পারেন। প্রথমতঃ নিজ দলকে প্রেরণা জুগিয়ে, দ্বিতীয়তঃ বিপক্ষের মনোবল ভেঙে দিয়ে।" বড় বড় কুকুরগুলো যেমন হাঁপিয়ে পড়ে, উরুগুয়েকে দেখে তেমনি মনে হচ্ছিল। তাদের খেলা শুরু হল যেন শেষের দিকে। ব্রাজিলের টগবগে গোলরক্ষক বারবোসা এতক্ষণ শুধু খেলা দেখছিলেন, এবার হঠাৎ বিপদের মুখে পড়লেন। মরণপণ আক্রমণ করে ঘিগিয়া ও মিগুয়েজ সুযোগ করে দিলেন শিয়াফিনোকে। তাঁর নীচু শট ধরতে বারবোসা সামান্য লাফিয়ে উঠলেন।

ব্রাজিলও প্রত্যুত্তর দিতে উদ্যত। তারা আর একটি কর্ণার পেল এবং জেয়ারের শট পোস্টে লেগে ফিরে এল। এবার মাসপোলি আরও বীরত্ব দেখালেন আদেমীরকে প্রতিহত করে এবং জিজিনোর নিচু শট আটকাতে ডাইভ দিয়ে।

প্রথমার্ধের শেষ সাত মিনিট ব্রাজিলের আক্রমণে একটু ভাঁটা দেখা গেল। তারা এগোল, কিন্তু উরুগুয়ের রক্ষণভাগ পর্যন্ত পেঁছেই যেন সন্তুষ্ট। বরং উরুগুয়ে ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে উঠতে থাকে। তবে বারবোসা সহজেই মিগুয়েজ ও শিয়াফিনোর শট আটকে দেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল গভীর ঘুমে নিমজ্জিত কেউ হঠাৎ জেগে প্রবল আক্রমণ রুখছে। উরুগুয়ের চমৎকার ড্রিবলিং ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে কাটিয়ে গেলেও শেষ শটে কোনরকম তীব্রতা ছিল না। বারবোসার পক্ষে এইসব ঠেকানো তাই কোন সমস্যাই ছিল না। এবার অধিনায়ক ভারেলা নিজের স্থান ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন, রচনা করলেন নতুন আক্রমণ এবং এমন শট করলেন যে, বারবোসা কোনোক্রমে ডাইভ দ্বারা বল পাঠালেন কর্ণার-কিকের জন্য। বিরতি পর্যন্ত ০—০ রইল।

কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের দু-মিনিটের মধ্যেই এই ফলের কথা ভুলে যেতে হল। উরু-গুয়ের রক্ষণ-ব্যূহ ভেঙে তছনছ হল। আদেমীর ও জিজিনো বল দেওয়া-দেওয়া করে এগোলেন। উরুগুয়ের বাঁ ডিফেন্সের সম্মুখে পড়া বল পাঠালেন ডানদিকে। ফ্রিয়াকা ছুটে গিয়ে জোরালো শট করতেই ১—০ গোলে এগোল ব্রাজিল।

এই গোলে উরুগুয়ে ভেঙে পড়েনি। কেননা, গোল শোধের জন্য অনেক সময়

তাদের হাতে। ব্রাজিলিয়ানরা যে মৃত্যুঞ্জয়ী বা অজেয় সেকথা মনে করার তেমন কারণ ছিল না। উরুগুয়ের পাল্টা আক্রমণে তালিজুলি নয়, বরং আরও শক্তির প্রমাণ দেখা গেল। ব্রাজিলের সমর্থকরা যখন আনন্দে বিহ্বল, সামনে তাদের বিশ্ব কাপ জয়ের উদ্বেল দৃশ্য, তখনই উরুগুয়ের ফরওয়ার্ডরা ব্রাজিলের রক্ষণভাগ ভেদ করতে লাগল এবং দুবার হানা দিতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। শিয়াফিনোর মাপা থ্রু পাস পেরেজের কাছে পেঁাছল। তাঁর রকেট-গতির শট বারবোসার আঙুলগুলিতে স্পর্শ করল। ভারেলা এবার দ্বিগুণ আক্রমণ শুরু করলেন। ব্রাজিলের উইঙ্গাররা ছড়িয়ে গেলো। কিন্তু তাতে কাজ হল সামান্যই। আন্দ্রাদে লাফিয়ে চলা ফ্রিয়াকার ট্যাক্‌ল অতিক্রম করলেন এবং দু হাত তুলে এমনভাবে ইশারা করলেন ও সতীর্থদের উৎসাহিত করতে লাগলেন যেন তিনি দারুণ কিছু করেছেন।

কুড়ি মিনিট পরে উরুগুয়ে আবার আক্রমণ করতে থাকে এবং গোল দেয়। অবশ্য অনেক আগেই এটি হওয়া উচিত ছিল। ভারেলা বল নিয়ে এগিয়ে গেলেন ব্রাজিলের হাফদের কাটিয়ে। ডান দিয়ে তখন ঘিগিয়া ছুটে চলেছেন। ভারেলা তাঁকেই বল দিলেন। বিগোড তাঁকে ঠিকমত পাহারা দিতে পারছিলেন না। উইঙ্গারের সেণ্টার চলে গেল সম্পূর্ণ মুক্ত শিয়াফিনোর কাছে। মাত্র চার কদম এগিয়ে তিনি সামান্য উঁচু শট করলেন। বারবোসা এটি ধরার চেষ্টাই করেননি। ফল ১—১।

ব্রাজিল কিক্‌-অফ্‌ করল, কিন্তু বল ধরে রাখতে পারল না। চলে গেল উরু-গুয়ের পায়ে। ভারেলাই যেন সারা মাঠে একমাত্র খেলোয়াড়। বিপক্ষের কেউ তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারছেন না, বরং বলা যায় তিনি আজ বাধামুক্ত। অপ্রতিরোধ্য ভারেলা বিপক্ষের সব কিছু তছনছ করে আক্রমণ রচনা ও দলকে যোগ্য নেতৃত্ব দিতে লাগলেন।

দ্বিতীয়ার্ধে চৌত্রিশ মিনিট পরে ঘিগিয়া পাস পেয়ে দেখলেন সামনেই পেরেজ। কিন্তু পেরেজের কাছেই জেয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডায়মান। পেরেজ বল ফেরত দিলেন ঘিগিয়াকে। ব্রাজিলের লেফট ফ্লাঙ্ক ততক্ষণে অবিন্যস্ত। বল নিয়ে ঘিগিয়া ছুটলেন এবং বল আবার গোলে প্রবেশ করল। উরুগুয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরে অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। মাঠে হঠাৎ সূর্যকিরণ এবং রোদটা সবচেয়ে বেশি ব্রাজিলের গোলে। মাসপোলির গোল রোদে স্নান করছে। অর্থাৎ জয়ের প্রতিবিম্ব যেন। শেষ মিনিটে ব্রাজিলের অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক অগাস্টোও উরুগুয়ের পেনাল্টি-সীমানার মধ্যে ঢুকে গেলেন। কিন্তু তাঁদের ডিফে-ন্সকে অতিক্রম করা সম্ভব হল না। বিশ্ব কাপ 'ফাইনালে'র পুরোহিত রিডার শেষ বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। কুড়ি বছর পরে বিশ্ব কাপ মণ্টিভিডিওতে ফিরে গেল।

ম্যাচের রিলে শুনতে শুনতে তিনজন মারা গেলেন, আরও তিনজন ইহলোক ত্যাগ করেন জয়ের পর আনন্দ করতে করতে।

দিনের অবিসংবাদী বীর ভারেলা বললেন, "আমরা জানতাম টেকনিকে হোক, আর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যেই হোক, আমরা ব্রাজিল অপেক্ষা দুর্বল বা নিচুমানের। কিন্তু সুইডেন ও স্পেনের বিরুদ্ধে ওদের অন্যরকম সাফল্যের পর আমরা তিন ব্যাক পদ্ধতিতে রক্ষণাত্মক খেলার ছক বদলে পুরনো ট্যাকটিকসে ফিরে যাই, তবে তিন ব্যাকের খেলা একেবারে শিকেয় তুলে দিইনি। বরং তার কিছু সংস্কার করি এবং খেলতে খেলতে ফাঁদ তৈরি করে ফেলি। ব্রাজিলের ফরওয়ার্ডরা ওই ফাঁদে অধিকাংশ সময় আটকে যায়। ওদের সেণ্টার ফরওয়ার্ড আদেমীর ক'বার আমাকে কাটিয়েছিল। আর যখনই বা আমাকে অতিক্রম করে, অমনি বাধা পেয়েছে আন্দ্রাদে অথবা তেজেরার কাছে। আমাদের কথা ছিল, কোনো ব্র্যাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড আমাদের গোলে বল মারতে গেলে অন্ততঃ দুজন ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে যেন যায়। আমাদের স্পিড এবং কথামত কাজ ও আমাদের সময়জ্ঞান ও সর্বত্র পদচারণা দ্বারা উরুগুয়ের পতন থেকে অভ্যুত্থান হয়। তা ছাড়া আমাদের পাল্টা আক্রমণ একেবারেই অসম্ভব ছিল এবং আমাদের পরাজয়ই ছিল অবধারিত।"

আন্দ্রাদের স্বীকারোক্তি, "আমাদের দলটা অদ্ভুত, তারা যেন সব কিছু করার মত ক্ষমতাবান। ব্র্যাজিলের বিরুদ্ধে আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং তাই-ই দিয়েছি। তাছাড়া কোন উপায় ছিল কি ?"

## পুল—১

ব্রাজিল—৪ : মেক্সিকো
( আদেমীর ২, জেয়ার ও বালটাজার )
বিরতি ১—০

যুগোশ্লাভিয়া—৩ : সুইজারল্যান্ড
( তোমাসেভিক ২, ওগনানভ )
বিরতি ৩—০

যুগোশ্লাভিয়া—৪ : মেক্সিকো—১
( বোবেক কাজকোয়াস্কি ২, তোমাসেভিক ) ( কাসারিন )
বিরতি ২—০

ব্রাজিল—২ : সুইজারল্যান্ড—২
( আলফ্রেডো, বালটাজার ) ( ফেটন, তার্মিনি )
বিরতি ২—১

ব্রাজিল—২ : যুগোশ্লাভিয়া—০
( আদেমীর, জিজিনো )
বিরতি ১—০

সুইজারল্যান্ড—২ : মেক্সিকো—১
( বাদের, ফেটন ) ( ভেলাসকুয়েজ )

বিরতি ২—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ২ | ৫ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৩ | ৪ |
| সুইজারল্যাণ্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৬ | ৩ |
| মেক্সিকো | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১০ | ০ |

## পুল—২

স্পেন—৩ : যুক্তরাষ্ট্র—১
( বাসারো ২, জারা ) ( জে সুজা )

বিরতি ০—১

ইংল্যান্ড—২ : চিলি
( মর্টেনসেন, মানিয়ন )

বিরতি ১—০

যুক্তরাষ্ট্র—১ : ইংল্যাণ্ড—০
( গিজেন্স )

বিরতি ১—০

স্পেন—২ : চিলি—০
( বাসোরা, জারা )

বিরতি ২—০

স্পেন—১ : ইংল্যাণ্ড—০
( জারা )

বিরতি ০—০

চিলি—৫ : যুক্তরাষ্ট্র—২
( রোব্লেডো, ক্রেমাশি ৩, প্রিটো ) ( পারিয়ানি, জে সুজা )

বিরতি ২—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্পেন | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ১ | ৬ |
| ইংল্যাণ্ড | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| চিলি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৫ | ৬ | ২ |
| যুক্তরাষ্ট্র | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৮ | ২ |

## পুল—৩

সুইডেন—৩ : ইতালি—২
( জেপসন ২, অ্যাণ্ডারসন ) ( কারাপিলিস, মুসিনেলি )
বিরতি ২—১

সুইডেন—২ : প্যারাগুয়ে—২
( সাণ্ডভিস্ট, পামার ) ( এ লোপেজ, এফ লোপেজ )
বিরতি ২—১

ইতালি—২ : প্যারাগুয়ে—০
( কারাপিলিস, প্যাণ্ডোফিনি )
বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সুইডেন | ২ | ১ | ১ | ০ | ৫ | ৪ | ৩ |
| ইতালি | ২ | ১ | ০ | ১ | ৪ | ৩ | ২ |
| প্যারাগুয়ে | ২ | ০ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ১ |

## পুল—৪

উরুগুয়ে—৮ : বলিভিয়া—০
( শিয়াফিনো ৪, মিগুয়েজ ২,
ভিডাল, ঘিগিয়া )
বিরতি ৪—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উরুগুয়ে | ১ | ১ | ০ | ০ | ৮ | ০ | ২ |
| বলিভিয়া | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ৮ | ০ |

## ফাইনাল পুল

সাওপোলোয়

উরুগুয়ে—২ : স্পেন—২
( ঘিগিয়া, ভারেলা ) ( বাসোরা )
বিরতি ১—২

মাসপোলি ; এন গঞ্জালেস ও তেজেরা ; ডবলিউ গঞ্জালেস, ভারেলা ( অধিনায়ক ) ও আন্দ্রাদে ; ঘিগিয়া, পেরেজ মিগুয়েজ, শিয়াফিনো ও ভিডাল।

রামালেটস ; আলোঞ্জে, গঞ্জালভো (২) ও গঞ্জালেভো (৩) ; পারা ও পুশেডস ; বাসোরা ; ইগোয়া, জারা, মলোনি ও গেইঞ্জা।

রিও-তে

ব্রাজিল—৭ : সুইডেন—১
( আদেমীর ৪, চিকো ২, মানেকা ) ( অ্যান্ডারসন )

বিরতি ৩—০

বারবোসা ; অগাস্টো ( অধিনায়ক ) ও জুভেনাল ; বাউয়ের, ডানিলো ও বিগোড ; মানেকা, জিজিনো, আদেমীর, জেয়ার ও চিকো।

ভেনসন ; স্যামুয়েলসন ও ইনিলসন ; অ্যান্ডারসন, কে নরডাল ও গার্ড ; সান্ডভিস্ট, পামার, জেপসন, স্কোগ্লান্ড ও এস নিলসন।

সাওপাওলোয়

উরুগুয়ে—৩ : সুইডেন—২
( ঘিগিয়া, মিগুয়েজ ২ ) ( পামার, সান্ডভিস্ট )

বিরতি ১—২

পাজ ; এম গঞ্জালভেস ও তেজেরা ; গাম্বেটা, ভারেলা ( অধিনায়ক ) ও আন্দ্রাদে ; ঘিগিয়া, পোরেজ, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো ও ভিডাল।

ভেনসন ; স্যামুয়েলসন ও ই নিলসন, অ্যান্ডারসন, জোহারসন, ও গার্ড ; জনসন, পামার মেলবার্জ, স্কোগ্লান্ড ও সান্ডভিস্ট।

রিও-তে

ব্রাজিল—৬ : স্পেন—১
( জেয়ার ২, চিকো ২, জিজিনো, পারা—আত্মঘাতী ) ( ইগোয়া )

বিরতি ৩—০

বারবোসা ; অগাস্টো ( অধিনায়ক ) ও জুভেনাল ; বাউয়ের, ডানিলো ও বিগোড ; ফ্রিয়াকা, জিজিনো, আদেমীর, জেয়ার ও চিকো।

আইজাগুরে ; অলোঞ্জো ও গঞ্জালভো (২) ; গঞ্জালভো (৩), পারা ও পুশেডস ; বাসোরা, ইয়োগা, জারা, পানিজো ও গেইঞ্জা।

সাওপাওলোয়

সুইডেন—৩ : স্পেন—১
( জোহানসন, মেলবার্জ, পামার ) ( জারা )

বিরতি ২—০

ভেনসন ; স্যামুয়েলসন ও ই নিলসন ; অ্যান্ডারসন, জোহানসন ও গার্ড ; সান্ডভিস্ট, মেলবার্জ, রিডোল, পামার ও জনসন।

আইজাগুরে ; আসেনসি ও অলোঞ্জা ; সিলভা, পারা ও পুশ্যেস ; বাসোরা, ফার্ণান্ডেজ, জারা, পানিজো ও জানকোসা।

**রিও-তে**

উরুগুয়ে—২ : ব্রাজিল—১
( শিয়াফিনো ও ঘিগিয়া ) ( ফ্রিয়াকা )

বিরতি ০—০

মাসপোলি ; এম গঞ্জালভেস ও তেজেরা ; গাম্বোটা, ভারেলা ( অধিনায়ক ) ও আন্দ্রাদে ; ঘিগিয়া, পেরেজ, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো ও মোরান।

বারবোসা ; অগাস্টো ( অধিনায়ক ) ও জুভেনাল ; বাউয়ের, ডানিলো ও বিগোড ; ফ্রিয়াকা, জিজিনো, আদেমীর, জেয়ার ও চিকো।

**ফাইনালে কে কোথায়**

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উরুগুয়ে | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ৫ | ৫ |
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ০ | ১ | ১৪ | ৪ | ৪ |
| সুইডেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৬ | ১১ | ২ |
| স্পেন | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ১১ | ১ |

# সুইজারল্যাণ্ড
১৯৫৪
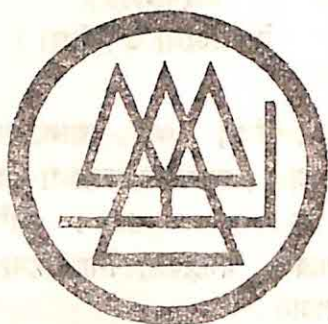
বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর ব্যাজ

১৯৫০-এর বিশ্ব কাপের ফল যদি কারুর কাছে বিস্ময়কর মনে হয়ে থাকে, তবে ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপ তাদের নিশ্চয়ই মহা বিস্ময়ের। হাঙ্গেরির বিশ্ব কাপ জয়ের সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। তাদের ঘিরে যেমন উত্তেজনা চরমে, তেমনি সকলেই নিশ্চিত—কাপ যাবে ওই দেশেই ; ইউরোপের ফুটবলে হাঙ্গেরির এই দল নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল এবং এর আগের নভেম্বরে তারা ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডকে হারায় ৬-৩ গোলে। তারাই প্রথম বিদেশী দল, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে যারা ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে এবং পর পর মে মাসে বুদাপেস্টে আবার ওদের হারায় ৭-১ গোলে।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে বাস সমাপ্ত করে তারা সম্প্রতি আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকসে এসে বেশ সহজেই অজেয় থেকে যায়। হাঙ্গেরি আন্তর্জাতিক ফুটবলে আবির্ভাবেই অঘটন ঘটাল। গতানুগতিক স্কিমের ঊর্ধ্বে তারা, টেকনিকে সবার সেরা। ইউরোপের সেরা খেলা তো তাদের আয়াসে, এমনকি ব্রিটিশ ফুটবলের জোরালো শটও তাদের আয়ত্তে।

পোল্যাণ্ড স্ক্রাচড্ হয়ে গেলেও হাঙ্গেরিকে ওয়াকওভার নিয়ে ম্যাচ জয়ের সুযোগ দেওয়া হল না। বিশ্ব কাপে পুন প্রবেশকারী পশ্চিম জার্মানী রইল তাদের গ্রুপে। তারা এখনও খেলছে বিচক্ষণ ও খর্বকায় ফুটবল পণ্ডিত শেপ হার্বার্জেরের পরিচালনায়। একই গ্রুপে স্থান পেল তুরস্ক।

বিশ্ব কাপ কমিটির সিদ্ধান্তে প্রায় সকলেই অবাক হলেন এবার। ছাঁটাই এমনভাবে হল যে, কেউ যুক্তি দিয়ে এই ব্যবস্থার কারণ খুঁজে পেলেন না। প্রতিটি গ্রুপে বারোটি করে দল থাকলেও সেই গ্রুপে চারটি দলের একে অপরের অর্থাৎ চারটি দলের মধ্যে খেলা হল না। প্রতি গ্রুপে দুটি দলকে 'বাছাই' রাখা হল। ওরাই খেলল বাকি দুটি দলের সঙ্গে। অর্থাৎ খেলা দুটি করে। ফলে, দুটি বা ততোধিক দলের মধ্যে সমান সমান পয়েন্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রইল। খেলা পরিচালনায়ও জটিলতা দেখা দেয়। যথা ঃ নির্দিষ্ট সময়ে খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত সময়

খেলতে হবে। তাছাড়া গ্রুপের খেলা শেষে দুই দলের সমান পয়েন্ট হলে প্লে-অফ্ ম্যাচ খেলা হবে। এই ক্রীড়া ব্যবস্থাকে কেউ কেউ সংগঠকদের 'বোকামি' এবং 'কুটিলতা' আখ্যা দিলেন আর এর দ্বারাই জার্মানী ফাইনাল পর্যন্ত পেঁছিতে পেরে ছিল। আশ্চর্য ! গ্রুপের ম্যাচে যে হাঙ্গেরি ৮-৩ গোলে জার্মানীকে হারায়, হাঙ্গেরিকে ফাইনাল খেলতে হল সেই জার্মানীর সঙ্গেই। এই ব্যবস্থা জার্মানীকে বিশ্ব কাপ পাইয়ে দেওয়ার ফন্দী বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রকৃতপক্ষে সুইজারল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতার মত এত বড় দায়িত্ব নেওয়াটাই হাস্যকর ছিল। অবশ্য এখানকার প্রতিটি ম্যাচেই অধিকসংখ্যক দর্শক এসেছেন এবং স্থান সংকুলানও হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সাংগঠনিক কাজে সমন্বয় ছিল না, সবটাই কোনোরকমে জোড়াতালি দিয়ে সারা হয়েছে। সবচেয়ে বিরক্তিকর ছিল সুইস পুলিসবাহিনীর বিনা কারণে মাঝে মাঝে মাঠে প্রবেশ।

প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী ঃ শুরুতে জার্মানদের ঘিরে তেমন হৈচৈ ছিল না। তাদের দিকে তেমন নজরও রাখছিলেন না সাধারণে। তারা 'যোগ্যতা অর্জন' করল নরওয়ে ও সার-এর বিরুদ্ধে মোটামুটি সহজেই। তারা তৈরী হল কাইজারস্লটার্ণের কয়েকজনকে পেয়ে। কিন্তু সবার উপরে ছিলেন তেত্রিশ বছরের অধিনায়ক ও ইন-সাইড ফরওয়ার্ড ফ্রিজ ওয়াল্টার। প্রাক্তন এই প্যারাট্রুপার বিমানে সুইজারল্যাণ্ড আসতে অস্বীকার করেন। ফ্রিজ মূলতঃ অস্ট্রিয়ার আন্তর্জাতিক দলের খেলোয়াড়। এই সতীর্থদের তিনি দেখেছিলেন কাছাকাছি একটি বিমান দুর্ঘটনায় কীভাবে তাঁরা শেষ হয়ে গিয়েছিলেন।

ওয়াল্টারের খেলা সকলের বেশ পছন্দ ছিল। তাই বলে তাঁর সম্পর্কে আগে দারুণ কোনোরকম ভবিষ্যদ্বাণী করা যেত না নেজারের মত। তবে কুশলী বল প্লেয়ারের খ্যাতি তাঁর ছিল। বাজে বল মারেন না, অকারণে বল কাছে রেখে সময় নষ্ট করেন না। তাঁর ভাই ওটমার ওয়াল্টার ছিলেন সেন্টার ফরওয়ার্ডে। কাইজার স্লটার্ণের আর একজন হলেন হর্স একেল। তিনি দুর্দান্ত রাইট হাফ।

উরুগুয়ে ঃ গতবারের বিজয়ী উরুগুয়ে এবারও শক্তিশালী দল নিয়েই এল। তাদের সঙ্গে এবার একজোড়া নতুন উইঙ্গার। দক্ষ জুলিও আবাদী এলেন ঘিগিয়ার বদলে। জুলিও পেরেজের জায়গায় রাইট ইনে দেখা গেল জেভিয়ার অ্যামব্রয়-কে। ১৯৫০-এর রক্ষণভাগের মিথিয়াস গঞ্জালেস এর আগেই বিদায় নিয়েছেন, তবে অন্য কারণে। স্বদেশে প্যারাগুয়ে-উরুগুয়ে খেলায় উরুগুয়ে হারলে তাদের সমর্থকরা মিথিয়াস গঞ্জালেসকে ছুরিকাঘাত করে। কিন্তু দুর্ভেদ্য ভারেলাকে বাদ দেওয়া সম্ভব হয়নি। অথচ ১৪ বছর আগে তাঁর জাতীয় দলে খেলা শুরু হয়। আন্দ্রাদে, মাস-পোলি মিগুয়েজ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিয়াফিনোও রইলেন।

উরুগুয়ে তিন নম্বর পুলে বাছাই ছিল অস্ট্রিয়া, স্কটল্যাণ্ড ও চেকোশ্লো-ভাকিয়ার সঙ্গে। চেকরা বালগেরিয়া ও রোমানিয়ার বিরুদ্ধে জিতে 'যোগ্যতা' অর্জন করলেও নিজেদের প্রাক-যুদ্ধকালীণ্ শক্তির ধারেকাছে আসতে পারেনি।

**অস্ট্রিয়া ঃ** অস্ট্রিয়ার বিশ্ব কাপ জয়ের বাসনা সামান্যের জন্য কার্যে পরিণত হল না। তিন বছর আগে ইউরোপে সম্ভবত তারাই ছিল সেরা দল। খেলত প্রাচীন 'মেটোডো' পদ্ধতিতে। অ্যাটাকিং সেণ্টার-হাফ আর্নস্ট ওকরিক এখনও অধিনায়ক। লম্বা, পেশীবহুল ময়লা ওকরিকের বাঁ পায়ে যেমন নিখুঁত শট, তেমনি তাঁর টেকনিক। তিন ব্যাকে খেলার তিনি গোঁড়া সমর্থক। এখন তাঁর ইচ্ছাপূরণ হল। হুগো মিজলের তো এতদিনে কবর হওয়ার কথা, কিন্তু এতদিনে তারা এই পদ্ধতি মেনে নিল। উরুগুয়েতেও এই পদ্ধতি এখনও অচল, কিন্তু ব্রাজিল একে অনেকদিনই রপ্ত করেছে।

অস্ট্রিয়া দলে দারুণ স্টাইলিশ গোলরক্ষক ওয়াল্টার জেমান থাকলেও সেমিফাই-নালে ভীষণ আঘাত পান। লেফট ইনে রয়েছেন আর্নস্ট সোজাসপল, উইংসে কোয়েরণার ভ্রাতৃদ্বয়। এছাড়া চৌখস গেরহার্ড হেনাপ্পি। রাইট ব্যাক থেকে সেণ্টার ফরওয়ার্ড যেকোন পজিশনে তিনি চমৎকার। পাশে ওকরিক থাকলে তিনি সমসাম-য়িক কালে যুগন্ধর হয়ে ওঠেন।

**স্কটল্যান্ড ঃ** ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন এবং স্কটল্যান্ড হল রানার্স। দুটি দলই বিশ্ব কাপের কোয়ালিফাইং গ্রুপে এল। স্কটল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন না হলেও আগের মত বিশ্ব কাপে খেলতে গররাজি হয়নি। চিরাচরিত প্রথাও তারা ভেঙে ফেলল ম্যানেজার নিয়োগ দ্বারা। আন্দ্রু বিটি প্রাক্তন লেফট ব্যাক, এখন হাডারফিল্ড টাউনের ম্যানেজার। তিনি ম্যানেজার হলেন স্কটল্যান্ডের। তবে খেলো-য়াড় নির্বাচন যথাযথ হয়নি, এবং তারই খেসারত দিতে হল হ্যামডেনে। ইংল্যাণ্ডের কাছে ২-৪ গোলে হারায় দলের মধ্যে ভীতি দেখা দিল। রেঞ্জার্সের অভিজ্ঞ ব্যাকদ্বয় জর্জ ইয়ং ও স্যামি কক্স হঠাৎ বিতাড়িত হলেন এই পরাজয়ের পর, ঠিক যেমনটি হয়েছিল হাঙ্গেরির কাছে ইংল্যান্ডের পরাজয়ের পরে। রামসে ও একার্সলেকে বাদ দেওয়া হয়। ফরওয়ার্ডে লারি রেলি ছিলেন বেশ প্রাণবন্ত, কিন্তু তিনি অসুস্থ। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দেয় গোলরক্ষক না থাকায়। আবার্ডিনের ফ্রেড মার্টিনকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হল। সেলটিকের রাইট ইন উইলি ফানির ভগবৎদত্ত টেকনিক সম্পর্কে সকলে একমত হলেও তার 'কনসিসটেন্সি' সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। তার ক্লাব সতীর্থ সেণ্টার ফরওয়ার্ড নিয়েল মোচান ও ইংলিশ ফুটবলে ব্যর্থ হয়ে স্কটল্যান্ডে ফিরে আসেন। তবে বেঁটে ম্যাকেঞ্জির ক্রীড়াশৈলী ওর বিপরীত। তাঁকে বোর্ণ মাউথে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। ইংলিশ ফুটবলের তৃতীয় ডিভিশনে খেলে তিনি প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

সুন্দর বাবরি চুলের টমি ডোশারটি প্রেস্টন নর্থ এন্ড-এর উইং হাফের বড় গুণ ফুটবলের জন্য তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। তাঁর তা ছিল, তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন বিদেশী ফুটবল সম্পর্কে। টমি প্রতিযোগিতা শেষে বলেন, তিনি শিয়াফিনোর মত চমৎকার ইনসাইড ফরোয়ার্ড ইতঃপূর্বে দেখেননি। কিন্তু শত প্রশংসা সত্ত্বেও খেলা

তুঙ্গে থাকা কালেও সৎ ও মাঝারি পর্যায়ের খেলোয়াড় বলেই তাঁকে পরিগণিত করা হত।

ইংল্যান্ড ঃ বেলজিয়ম, সুইজারল্যান্ড ও অপর বাছাই ইতালির সঙ্গে ইংল্যান্ড একই গ্রুপে রইল। এই গ্রুপিং নিয়ে সকলে খুশি হতে পারেননি। বাছাই হিসাবে ইংল্যান্ডকে মনোনীত করা নিয়েই বেশি বিরক্তি। কেননা, এর আগে তারা বুদাপেস্টে হাঙ্গেরির কাছে দারুণভাবে হেরেছিল। অবশ্য এজন্য ইংল্যাণ্ড দলের অযোগ্যদের স্থান ও ভুল ট্যাকটিক্‌সও কম দায়ী ছিল না।

বেলগ্রেডে প্রথমে ৬-৩ ও পরে ১-০ হওয়ায় ইংল্যান্ড মর্মপীড়ায় ভুগছিল, আর ওই দুশ্চিন্তা নিয়ে এগোল বুদাপেস্টের পথে। নির্বাচকমণ্ডলী হাস্যকর দল গড়লেন। জাতীয় দলে সর্বপ্রথম স্থান পেলেন রাইট আউটে পিটার হ্যারিস ও সেন্টার ফরওয়ার্ডে বেডফোর্ড জেজার্ড। ওয়াল্টার উইণ্টারবটমই এঁদের দলভুক্ত করেন। যদিও কারুর মধ্যে তেমন কোনো গুণ ছিল না এবং পরে এই মনোনয়ন যথার্থ হয়নি।

স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসের বয়স তখন ৩৯ হলে কি হবে, তখনও তাঁর মারে যাদু। নির্বাচকরা তাঁকে কিছুতেই বয়সের অজুহাতে বাদ দিতে পারেন না। শেষ মুহূর্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে ডাকা হল। চার বছর তেমন ভাল না খেললেও সেন্টার হাফ নিয়েল ফ্রাঙ্কলিনের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। ব্যাকরা যত ভালই খেলুন না, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে দুটি মারাত্মক খেলাতেই গোলরক্ষক জিল মেরিকের খেলা অতুলনীয় ছিল। ১৩ গোল খেলেও মেরিক ফাইটার বিমানের পাইলটের মতো লড়েছিলেন। দু'বার তিনি আহত হয়ে বাইরে যান এবং দু'বারই ফিরে আসেন।

রয়েছেন টম ফিনি। বল্টনের সেন্টার ফরওয়ার্ড ন্যাট লফটহাউসের হৃৎকম্প সৃষ্টিকারী উঁচু শট এবং বিপক্ষের ডিফেন্সে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো সাহস কমেনি। লন্ডনের আইভর ব্রোডিস, যিনি সান্ডারল্যান্ড ও অন্যান্য বড় ক্লাবে যোগ দেন ম্যানেজাররূপে, তিনি রয়েছেন ইনসাইডে নিখুঁত ও দ্রুত শট নিয়ে। তদুপরি আবার অধিনায়ক বিলি রাইট, নতুন পজিশনে আবার তাঁর প্রশংসায় প্রায় সকলেই মুখর।

ব্রাজিল, যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্স ঃ পিনহেরোর-এর নেতৃত্বে ব্রাজিল এল। জেজে মরিরা-র ম্যানেজারশিপে ওরা এল, কিন্তু ১৯৫০-এর সেই থ্রী মাস্কেটিয়ার্স-জিজিনো আদেমীর ও জেয়ারকে দেখা গেল না। এই তিনজনের মধ্যে শুধু জিজিনো-কে কেউ কেউ আবার দলভুক্ত করতে বলেন। কিন্তু তাঁর ধার অনেক কমেছে, এই আপত্তিতে তিনি বাদ পড়েন। এলেন সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিকের রাজা ডিডি, আর এক নিগ্রো বাল্টাজার সেন্টার ফরওয়ার্ডে ফিরলেন। রাইট আউটে নির্বাচিত হলেন দুর্ধর্ষ জুলিনো। যেমন সুঠাম দেহ, তেমনি গোঁফ। বল কন্ট্রোল, ফিনিশিংও চমৎকার।

ফুলব্যাকের দুজনই স্যান্টোসের—কালো জালমা এবং প্রচন্ড শক্তিশালী ও স্টাইলিশ নিলটন। এছাড়া উইং হাফে ১৯৫০-এর বিশ্ব কাপের সেরা তারকা বাউয়ের। যুগোশ্লাভিয়া ও দুর্বল মেক্সিকোর গ্রুপে রইল ফ্রান্স।

গতবার রিওতে ব্রাজিলের কাছে যুগোশ্লাভিয়া হারলেও এবার কোয়ালিফাইং গ্রুপে মাত্র চার গোল দিয়ে ইজরায়েল ও গ্রীসকে হারিয়ে তারা পুরো পয়েণ্ট সংগ্রহ করল। আবিষ্কার করল এক নতুন গোলরক্ষক। ভ্লাদিমির বেয়ারা একদা ব্যালে নাচ শিখেছিলেন, গোলরক্ষক হয়ে খেলার মাঠে তাও কাজে লাগালেন অদ্ভুত নমনীয় শরীর দ্বারা। আবার অধিনায়ক জাকো কাইকোভ্স্কি। মিটিক ও ববেক ইনসাইড ফরওয়ার্ডে যথারীতি। কিন্তু নতুন দুটি মুখ দেখা গেল। লেফট হাফে বসকভ যেমন, তেমনি লেফট উইঙ্গার অপ্রতিরোধ্য ব্রাঙ্কো জেবেক।

ফ্রান্সের হাফ লাইনে প্রতিভাধর পেনভার্ন, জঁকোয়েত ও মার্সেল; রাইট আউটে রেমণ্ড কোপা, লেফট উইং-এ জাঁ ভিন্সেণ্ট। এঁরাই লুক্সেমবার্গে আয়ারের বিরুদ্ধে কোয়ালিফাইং পয়েণ্ট এনে দেন।

ইতালি ঃ ইতালি দলে পোজো এখন কেউ না হলেও পোজো-যুগ শেষ হয়নি মনে হল; কেননা স্টেডিয়ামে নানা গুঞ্জন ও চিৎকারের মধ্যেও তাঁর নাম শোনা যাচ্ছিল। এই সব খেলা ঠিক ঠিক হচ্ছে, আবার খেলার মোড় ঘুরতেই 'সব পদ্ধতি ভুল' অভিহিত হচ্ছে। আহ্, আজ যদি পোজো থাকতেন—এমনি সব কথা।

লেজর কেজলার নামে এক প্রবীণ হাঙ্গেরিয়ান অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা ফিয়োরেন-টিনায় দলটিকে প্রস্তুত করেন। মিলানের ফুটবল সমর্থকরা এতে খুশি হননি। কারণ সান সিরো-য় মিশরের বিরুদ্ধে ইতালি ১—১ থাকার পর তাদের চিৎকার ও সমর্থনেই নাকি ইতালি ৫—১ গোলে জিতেছিল। কেজলার ইতোমধ্যে আগের আক্রমণাত্মক খেলা পরিহার করেছেন। আবার ডাকলেন প্রবীণ কাপেলো ও রোমার সেণ্টার ফরওয়ার্ড কার্লো গালিকে। হ্যাঁ, তখনও কিন্তু 'কাটেনাকিও'র হাতে ইতালীয় ফুটবলের ভয়ঙ্কর পরিণতির কিছুটা বাকি।

এখনও আছেন ইণ্টারের দুর্ধর্ষ আক্রমণ রচনাকারী বল-নিয়ন্ত্রক বোনিটো লোরেঞ্জি। রয়েছেন জুভেন্টাসের গিয়ামপিরো বোনাপার্টি। গোলে জরজিও ঘেজি ওরফে 'কামিখেজ'। তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড বা বেলজিয়ম বিপদে ফেলতে পারেনি।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের কথা, কেজলার সুইজারল্যাণ্ডে অতি সহজে হারলেন হাস্যকর দল গঠন দ্বারা। শৃংখলা বলতে কিছুই ছিল না দলে। প্লে অফ্ ম্যাচে সুইজারল্যাণ্ডের কাছে শোচনীয় পরাজয় ঘটল। খেলার মাঠে তাদের দিকে যেন অরাজকতা!

ইতালির এক ফুটবল সমালোচক ওই দেখে লিখলেন ঃ লোভো, বারদেলি প্রমুখ ব্যর্থ ম্যানেজারদের মৃত আত্মা বোধহয় কেজলার-এর কনুইয়ে আস্তানা নিয়েছিল, তারা কেজলারের কানে কু-মন্ত্রণা দিয়েছেন ছেলেরা কিভাবে খেলবে এই নিয়ে। ইতালির পতনের কারণও ওদের কু-পরামর্শ অনুযায়ী খেলায়।

হাঙ্গেরি ঃ পুসকাস, কোসিস, হিদেকুটি, বোজসিক—'বিস্ময়কর' হাঙ্গেরি দলে এই চারজনই ছিলেন প্রাণ-পুরুষ। সেনাবাহিনীর পদ অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডে ফেরেঙ্ক পুসকাসের ছদ্মনাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্যালপিং মেজর'। পুসকাস শুধু দলের

অধিনায়ক নন, তাঁকে বলা হত 'স্টার অফ স্টারস'। বুদাপেস্টের বেঁটে-খাটো মানুষ। ব্যাকব্রাশ করে চুল আঁচড়ান। মাঝখান থেকে সিঁথি কাটেন। বল কণ্ট্রোলে চমৎকারিত্ব শুধু নয়, স্ট্র্যাটেজিতে সবার উপরে এবং বাঁ পায়ের শটে বিশ্বে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আর ওই শট ৩৫ গজ দূর থেকেও বিপক্ষের বিপদ ডেকে আনে। স্যাণ্ডর কোজিস অধিনায়ক অপেক্ষা সামান্য বেঁটে, কিন্তু তার চাইতে আরও বিপজ্জনক, 'গোল্ডেন হেড' বলে খ্যাত। বল শূন্যে থাকলে তিনি অপ্রতিরোধ্য। এই দল সম্পর্কে বড় কথা তারা লটনস, ডিনস ও লফটহাউসকে নিয়ে গড়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গেও লড়তে সক্ষম হয়েছিল। হাঙ্গেরির আগে আর কোন দল নাকি অমনভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারত না।

সেণ্টার ফরওয়ার্ড ন্যাণ্ডর হিদেকুটি নতুন দিক খুলে দিলেন। ডন রিভি ও ম্যাঞ্চেস্টার সিটি পরে হিদেকুটির কৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করেন। রিভি-প্ল্যান অবশ্য হিদেকুটির সামান্যই অনুকরণ করতে পেরেছিল। হিদেকুটির গোপন কৌশল হল তিনি বল নিয়ে বেশিক্ষণ নিজের পায়ে রাখতেন না। বরং কোজিস ও পুসকাসের দ্বারা দ্বিমুখী আক্রমণ চালাতেন বল দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে। তিনি নিজেও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়তেন, বিপক্ষের গোলের কাছে যতই এগোতেন, আর তখন ডান পায়ে জোরালো শট করাই তাঁর বিশেষত্ব। এ বছর নভেম্বরেই ওয়েম্বলিতে হাঙ্গেরি নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে ইংল্যাণ্ডকে এবং হিদেকুটিই ছিলেন ধ্বংসের মূলে। ৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে হঠাৎ প্রচণ্ড আক্রমণে হ্যারি জনস্টনকে বিপথে চালিত করে ইংল্যাণ্ডের প্রতিরোধ প্রাচীর ভেঙে ফেলেন। এরপর তিনি আরও দুটি গোল দেন।

মাঝমাঠে হিদেকুটি সবচেয়ে সাহায্য পান রাইট হাফ জোসেফ বোজসিক-এর কাছ থেকে। যেমন তাঁর শক্তি, তেমনি আক্রমণে ক্ষুরধার আর অদ্ভুত বল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। হাঙ্গেরির শক্তির প্রধান উৎস এই বোজসিক। উইং-ও চমৎকার খেলোয়াড়ে পুষ্ট, তবে তারা এদের অপেক্ষা সামান্য দুর্বল। রাইটে বুদাই-২ ও লেফটে দ্রুতগতির জোলটান জিবর। গোলরক্ষক গুয়ালা গ্রসিকস শুধু বার-এর নিচে ভাল খেলেন তাই নয়, বিপক্ষে ভড়কি দিয়ে ক্রস পাস দেন এবং পেনাল্টি সীমানার মধ্যে অতিরিক্ত ব্যাক-এরও কাজ করেন।

এই সময় কোনো দল হাঙ্গেরির পদ্ধতিতে খেলেনি। কিন্তু হাঙ্গেরির দূরদর্শিতা বিশ্বভুবনে নতুন পথের সন্ধান দেয়। বলা বাহুল্য এবারের বিশ্ব কাপে তাদের খেলা ৪-২-৪-এরই শুভ সূচনা বৈ নয়। লেফট হাফ জাকারিয়া সব সময়েই সেণ্টার হাফ লোরাণ্টের কাছাকাছি যেন সেঁটে থাকেন। আর বোজসিক মাঝমাঠে বিচরণ করেন। হিদেকুটি যেমন এগোন, তেমনি পিছিয়ে আসেন। তবে তা কখনও গতানুগতিকভাবে নয়।

হাঙ্গেরির ব্যাক বুজানস্কি ও ল্যানটোস শুধু পেশীসমৃদ্ধ নন এবং রক্ষণভাগের শোভাবর্ধনকারীও নন, প্রকৃতপক্ষে হাঙ্গেরির আক্রমণ শুরু হত ব্যাক থেকেই

এবং অনুসন্ধান করলেও স্পষ্ট বোঝা যাবে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হয়েছে তুলনা-মূলকভাবে খুবই কম।

লৌহ-যবনিকার অন্তরালে অবস্থান করে তাঁরা দারুণ ঐক্য গড়ে তোলেন দলের মধ্যে সেরা প্রতিভা খুঁজে খুঁজে। সব খেলোয়াড়ের গায়ে ইউনিফর্ম চাপিয়ে সৈন্য বলে অভিহিত করা হল। তারা 'সেনাদল' হিসাবে খেলল। হাঙ্গেরির এই 'সেনা-দলে'র নাম হল 'হ্যানোভড'। এই মেজরদের মধ্যে হিদেকুটি ছিলেন না। তাঁর দল 'ভোরোস লোগোবে' ( রেড ব্যানার )। ১৯৫৬-র বিপ্লবের পর এই দলের নাম হয় এম টি কে।

হাঙ্গেরির এই বিস্ময়কর দলের সভাপতি সহকারী ক্রীড়ামন্ত্রী গুস্তাভ সেবেস। তাঁর অধীনে সর্বক্ষণের জন্য একজন কোচ—গুলা মণ্ডি। ট্রেনিং গতানুগতিক নয়—বরং বৈচিত্র্যে পূর্ণ এবং নব নব পদ্ধতি অবলম্বিত। এককথায় অভিনব। হাঙ্গেরির সাফল্যে ইংল্যাণ্ডে বই বের হল—'লার্ন টু প্লে দ্য হাঙ্গেরিয়ান ওয়ে'। তাদের খেলোয়াড়দের অ্যাথলেটিকসের ইভেণ্ট প্র্যাক্‌টিস করানো হত। পর্বতা-রোহণেও ট্রেনিং দেওয়া হত ফুটবলের স্বার্থেই। সর্বোপরি বল নিয়ে অনুশীলন তো ছিলই। এতসব জেনেশুনেও ব্রিটেন অদ্ভুতভাবে রক্ষণশীল রয়ে গেল। তারা শুধু ম্যাচ প্রাক্‌টিস করত।

হাঙ্গেরির শক্তি দেখে মনে হল তাদের মধ্যে একাধিক সারোশি, একাধিক ওরথ ও একাধিক কনরাডের আবির্ভাব ঘটেছে। হাঙ্গেরি সুপার ফুটবলার তৈরি করেছে নব পদ্ধতিতে আদর্শ ট্রেনিং-এর মাধ্যমে। তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা কঠোর মনে হলেও দারুণ কার্যকর। গ্রসিকসকে একবার এক বছরের জন্য সাসপেণ্ড করা হয় চুরির দায়ে, 'হ্যানোভড' থেকেও বহিষ্কৃত করা হয়। কোজিসের অসদাচরণের খেসারত-স্বরূপ বিশ্ব কাপের মাত্র কিছুদিন আগে খেলার অনুমতি দেওয়া হল জনসমক্ষে ক্ষমা চাওয়ায়। অথচ তাঁকে সতর্ক করে দিলেই যথেষ্ট হত।

হাঙ্গেরি সম্পর্কে ধোঁয়াটে ভাবটা কাটল তখনই, যখন পুসকাস ও কোজিস দলে নেই—কয়েক বছর পরে তাঁরা যখন পড়তির দিকে। ওয়াল্টার উইন্টারবটমের কথাই বর্ণে বর্ণে খাঁটি হল—প্রত্যেক বড় দল 'বড়' হয়ে ওঠে একদল 'বড়' খেলোয়াড়কে ঘিরেই। কোজিস ও তাঁর সতীর্থরা যতদিন ছিলেন, হাঙ্গেরির প্রত্যেককে তখন দারুণ দারুণ খেলোয়াড় মনে হত। সেবেস ছিলেন 'যাদুকর', মণ্ডির মত ম্যানেজার দুর্লভ ছিলেন। আর ওই দল যখন ভেঙে গেল হাঙ্গেরিও তখন কত দুর্বল ; এবং ওর পরেই তাদের দুঃসময়ের শুরু।

শুরুতে ঃ হাঙ্গেরি প্রথম দুটি খেলায় ১৭টি গোল দিয়ে খেলার শুভ সূচনা করল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচটি। এই খেলাতেই জার্মান সেণ্টার ফরোয়ার্ড দীর্ঘদেহী ওয়ার্নার লোব্রিশ-এর লাথি খেয়ে পুসকাস বসে গেলেন, গোটা প্রতিযোগিতা থেকে নিলেন বিদায়। আর পশ্চিম জার্মানীর এই লাথিই তাদের বিশ্ব কাপ এনে দেয়। পুসকাস পরে বলেন, ইচ্ছে

করেই তাঁকে লাথি মারা হয়েছিল। পর্যবেক্ষকরাও স্বীকার করেন, লাথিটা বড্ড জোরালো ছিল।

জুরিখে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে নয় গোল দিতে হাঙ্গেরির একটুও বেগ পেতে হয়নি। কোরিয়ায় তখন দারুণ গৃহযুদ্ধ চলছে। তাই বিশ্ব কাপে তাদের উপস্থিতি অনেককে বিস্মিত করে। তারা জাপানকে হারায়। কোরিয়ার ট্রেনার কিম্ ইয়ং শক ১৯৩৬-এ বার্লিন ওলিম্পিয়াডে জাপানী দলে ছিলেন। বলা বাহুল্য এই দলে অধিকাংশই ছিলেন কোরীয়। তখন তারা হারায় সুইডেনকে।

গুস্তাভ সেবেস ড্রেসিং-রুমে গিয়ে কোরীয় দলকে অভিনন্দন দ্বারা রাজনৈতিক মতপার্থক্যে কিছুটা শান্তিবারি ছিটিয়ে দিলেন। পরাজিত কোরীয় খেলোয়াড়রা হেরেও খুশি হলেন। কোজিস ও পুসকাস পাঁচটি গোল দেন এবং লেফট ব্যাক লানস ফ্রি-কিকে একটি।

বার্ণ-এ পশ্চিম জার্মানী সহজেই ৪-১ গোলে তুরস্ককে হারাল এবং তারাই কার্যত হাঙ্গেরির সঙ্গের খেলাটি বাসেল-এ সরিয়ে দিল, আর শেপ হারবার্জার-এর দ্বারাই তুরুপের তাসটি ফেলেছিলেন। তুরস্ককে ওরা জানতই এবং প্লে-অফ্ ম্যাচে আবার হারাল। রোমে কোয়ালিফাইং গ্রুপে প্লে-অফ্ ম্যাচে স্প্যানিয়ার্ডরা খেললেন তাঁদের ফরওয়ার্ডের প্রধান স্তম্ভ লাডিশ্লাভ কুবালা ছাড়াই। হাঙ্গেরীয় কুবালা নিজের দেশ ছাড়াও চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে খেলেছেন। রোমে ওই ম্যাচের আগে ফিফা থেকে পাঠানো একটি জাল টেলিগ্রাম পেঁছয়। তাতে কুবালা-কে খেলতে নিষেধ করা হয়। ফিফা পরে ঐ টেলিগ্রামের কথা অস্বীকার করে। খেলাটি ড্র হয়েছিল। তারপর লটারি হলে এক অন্ধ ইতালীয় বালক তুরস্কের পক্ষেই নাম তোলে।

ফ্রিজ্ ওয়াল্টার ছাড়া জার্মানীর বাকি ফরওয়ার্ডরা গোল দিলেন। প্রথম গোলটি অস্থায়ী রাইট উইঙ্গার বার্ণি-ক্লদের। আসলে উইঙ্গার বলতে বোঝাত হেলমুট রান-কেই। মণ্টিভিডিও থেকে তিনি ডাকনামেই পরিচিত ছিলেন। মণ্টিভিডিওতে তিনি নিজের ক্লাব রট উইস এসেন-এ খেলার সময় পেনারোলকে হারালে তারা মোটা টাকার বিনিময়ে ওই ক্লাবে নিয়ে যেতে চায়।

হাঙ্গেরি ৮-৩ গোলে বাসেল-এ জার্মানীকে হারাল। তাই বলে জার্মান দল নেহাৎ জোড়াতালি দেওয়া ছিল না। তৃতীয় গোলদাতা হেলমুট রানও খেলেছেন। এই হেলমুটের চাতুরী বাধা দেওয়ার মত তখন কেউ ছিলেন না। সেণ্টার হাফে লিবেরিশকে সুযোগ দেওয়া হল এবং তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে চমৎকার খেললেন। কিন্তু এসবও ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারল না যে, জার্মানীই বিশ্ব কাপ জিতবে। এমনকি পুসকাসও গোড়ালির আঘাতের জন্য ঘণ্টাখানেক মাঠের বাইরে থাকা সত্ত্বেও হাঙ্গেরীয়রা জার্মানদের নিয়ে যেন পিকনিক করছিল। কোজিস দিলেন চারটি গোল। এরপরে জার্মান দলে সাতটি রদবদল করে জুরিখে তুরস্ককে ৭-১ গোলে হারায়। রাইট-ইন সুদেহী মরলক দেন তিন গোল। তবে হাঙ্গেরির কাছে পরাজয়ের পর জার্মানীর খেলায় তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।

বাসেল-এ ইংল্যাণ্ড-ব্রাজিলের খেলায় গোলের ছড়াছড়ি। কেউ কারুর অপেক্ষা কমতি নয়। এর আগে বেলজিয়নরা সুইডেনকে ছাঁটাই করে দিয়েছিল ইতালির ক্লাবগুলি নামী-দামীদের নিয়ে যাওয়ায়। জাগরেব-এ যুগোশ্লাভিয়াও পরাস্ত হয় বেলজিয়মের কাছে। তাদের দুই সেণ্টার ফরওয়ার্ড রাইট উইঙ্গার জেফ মারমানস ও রিক কোপেনসই ছিলেন প্রাণস্বরূপ। কোপেনস তাঁর স্কিলের জন্য দেশ-বিদেশের দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

অন্যান্য খেলার মত এই খেলাটিও টেলিভিশনে দেখানো হয়। বিশ্ব কাপ ঘিরে টেলিভিশন যেন অপরিহার্য হয়ে পড়ল। ১৯৫৪-র টেলিভিশনে এই ফুটবল দর্শক ছিলেন মোটামুটি। ১৯৭০-এ টেলিভিশনে বিশ্ব কাপ দেখলেন ৮০ কোটি লোক।

ইংল্যাণ্ডের টেলিভিশন দর্শকদের একমাত্র স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসের খেলা ছাড়া এই খেলা আশাহত করল। ম্যাথিয়ুস দেশের জন্য আর একবার গৌরবময় ফুটবল খেললেন। অতিরিক্ত সময়ে তাঁর পেশীতে টান ধরে। বলাবাহুল্য এর আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের আক্রমণভাগের পুরোধা। ম্যাথিয়ুস চিরাচরিত প্রথায় রাইট উইং-এ আক্রমণ সীমিত রাখেননি বা অন্যরা তাঁকে আক্রমণ করলে তবে খেলে তিনি এগিয়ে যাবেন এমন চিন্তাও করলেন না। বরং আর এক ম্যাথিয়ুসকে দেখা গেল। তিনি যেমন সারা মাঠে বিচরণ করেছেন, তেমনি বিপক্ষকে কাটাচ্ছেন, ওপেনিং তৈরি করেছেন। তিনি আজ শুধু সম্পূর্ণ ফরওয়ার্ড নন, উঁচুদরের একজন ফুটবলার—যাঁর পরামর্শ সর্বদা শিরোধার্য।

ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে লণ্ডনের 'দ্য টাইমস' লিখল ঃ "লাইক দোজ রেয়ার চিল্ড্রেন অফ লাইট হু ক্যান্ পাস থ্রু এনি এক্সপিরিয়েন্স প্রটেক্টেড বাই এ সিথ্ অফ ইম্পেনিট্রেবল ইনোনোসেন্স।" দুর্ধর্ষ পোল আনোল বেলজিয়মকে ১-০ গোলে এগিয়ে দিলেন অভূতপূর্ব ক্রীড়াকৌশলে মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে। প্রত্যুত্তরে ইংল্যাণ্ড উপর্যুপরি তিনটি গোল দেয়। ২৫ মিনিট পরে বিলি রাইটের পাস ব্রোডিসকে ১-১ করতে সাহায্য করল। নাট লফটহাউস ডাইভিং হেড দ্বারা ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন। বিরতির পরে ৩-১ করেন ব্রোডিস।

তারপর খেলা ঝুলে গেল। কোন দলের খেলাতেই আক্রমণ রচনার দিকে ঝোঁক দেখা গেল না। বল মাঝমাঠে ঘোরাফেরা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে স্পষ্ট বোঝা গেল ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্স সিড আওয়েন কত নড়বড়ে। গোলে মেরিকও কেমন যেন দুর্বল। আনোল ও কোপেনসের আক্রমণ তিনি রুখতে পারলেন না। ম্যাথিয়ুস দেখলেন বেলজিয়ম যেভাবে খেলছে, তাতে ইংল্যাণ্ডের হার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এবার তিনি অনেকটা একাকী বল নিয়ে এগোলেন। চমৎকার শটে ইংল্যাণ্ডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন প্রায়, কিন্তু জার্নি বলটি ধরলেন ক্রশবারে ধাক্কা খেয়ে বলটির গতি থেমে যাওয়ায়।

রেফারি অতিরিক্ত সময়ের খেলার নির্দেশ দিলেন এবং ইংল্যাণ্ড দ্রুত একটি গোল দিল। ডামির বল ব্রোডিস পেতেই স্কোয়ার পাস করলেন লফটহাউসকে, তিনি

তাতে জোরালো শট নিতেই গোল হয়ে গেল। সারা সিরিজে দর্শকরা ব্রিটিশের সমর্থক ছিলেন, তাই এতক্ষণ তাদের রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত কাটছিল। এই গোল তাদের স্বস্তি এনে দিল। কিন্তু পোর্টসমাউথের বুদ্ধিমান লেফট হাফ জিমি ডিকসন সব আশা নির্মূল করলেন ড্রাইসের লং ফ্রি-কিকে হেড দিয়ে। বল ঢুকে গেল নিজ গোলে। ইংল্যাণ্ড এতক্ষণ ৪-৩ গোলে এগিয়ে ছিল, এবার ৪-৪ হল। শেষ মুহূর্তে আওয়েনের পেশীতে টান ধরায় তিনি যখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে উইং-এ গেলেন, বিলি রাইট তখন সেন্টার হাফে। রাইট ওই পজিশনে আরও পাঁচ বছর সগৌরবে খেলেছিলেন।

আগের দিন জুরিখে স্কটিশ দল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দারুণ লড়ে ৩-১ গোলে হেরে গেল। তাদের রক্ষণভাগের শক্তিতেই অস্ট্রিয়া বারংবার বাধা পাচ্ছিল এবং ফরওয়া-ড'রা অন্তত দুটি গোল দিতে পারত। প্রথম গোলের সুযোগ আসে যখন হ্যাপেল পেনাল্টি সীমানার মধ্যে মোচানকে ফেলে দেন—কিন্তু এমন শট করলেন যে, তা বাইরে চলে গেল এবং দ্বিতীয়টি শেষ বাঁশি বাজার একটু আগে। চতুর লেফট উইঙ্গার উইলি অরমণ্ড ক্রশপাশ করলেন অ্যালান ব্রাউনকে, তিনি কোনোরকমে গোড়ালিতে ছুঁয়ে দিলেন আর নিয়েল মোচান বিপক্ষের জটলার ফাঁক দিয়ে শট করলেন। বল হ্যাপেলের গায়ে লাগল, অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক শিমড ঝাঁপ দিলেন ধরতে, কিন্তু হাত ছুঁয়ে বল হাতেই জড়িয়ে গেল। তিনি ডানদিকে ঘুরে কোনরকমে গোল আটকে দিলেন।

ত্রিশ মিনিট পরে আলফ্রেড কোয়েরনারের রিটার্ণ পাস থেকে বল পেলেন প্রোবস্ট। ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে গিয়ে মার্টিনকে সহজে পরাস্ত করলেন। অস্ট্রিয়ার জয় হল।

স্কটল্যাণ্ডের খেলার চমৎকারিত্বের ছাপ না থাকলেও তাদের মানবিকতা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাই অস্টিয়ার সঙ্গে ০-১ গোলের হারে গ্লানি ছিল না। কিন্তু এরপর তাদের বিপর্যয় ঘটল। অ্যাণ্ডি বিটি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বললেন, বাসেল-এ চ্যাম্পিয়ন উরুগুয়ের সঙ্গে খেলার পরেই তিনি চলে যাবেন। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, স্কটিশ কর্মকর্তারা তাঁকে ম্যানেজারের পদে রাখতে রাজী ছিলেন না। এর প্রতিক্রিয়ায় ভুগতে হল স্কটল্যাণ্ড দলকে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে নেমেই।

এবার উরুগুয়ের সূচনা তেমন ভাল ছিল না। বার্ণ-এ চেকোশ্লোভাকিয়াকে ২-০ গোলে হারায় অনভ্যস্ত কাদামাঠে। আক্রমণভাগে রাখা হয় আবাদি, বোরজেস ও অ্যামব্রয়-কে, আর স্টপার রইলেন জোস স্যান্টামেরিয়া। জোস মাঝে মাঝে তাঁদের ডিফেন্সের পেছনে চলে যাচ্ছিলেন এবং কার্যত সুইপারের কাজ করছিলেন। ওদের সম্পর্কে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক লিখলেন, ওদের ডিফেন্স এই রকম থাকলে ইংল্যাণ্ড ওদের ছত্রখান করে ছাড়বে। তিনি উরুগুয়ের শুটিং-এরও কড়া সমালোচনা করলেন।

ওই রকম সমালোচনা প্রাপ্যও ছিল। কেননা, ২০ মিনিটের আগে তারা গোল দিতে পারেনি। অ্যামব্রয়েস-এর সেন্টারে মিগুয়েজ হেড করে ১-০ এগোয়। ২-০ হয় শিয়াফিনোর ভুকম্পন সদৃশ ফ্রি-কিকে।

চেক খেলোয়াড়রা প্রচার চালাতে থাকে—বিশ্বকাপ যে পায় পাক, নিশ্চয়ই উরুগুয়ে নয়।

ইয়র্কশায়ারের আর্থার এলিস অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খেলা পরিচালনা করলেন। উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের বুট তাঁর দৃষ্টি কেড়ে নিল এবং বুঝলেন ব্রিটিশ খেলোয়াড়রা কত পিছিয়ে। অবশ্য ব্রিটিশদের প্যান্ট (শর্টস) ক্রমশই ছোট হয়েছে। ওজন কমাবার জন্য এলিস লিখলেন—"ব্রিটিশদের পোশাক খুব হালকা, কারণ তা ক্রমশ বিকিনিতে রূপ নিয়েছে। তবে তাঁদের সরঞ্জামের ওজন ওভারকোটের মতো। উরুগুয়ের ফুটবল বুট অনেকটা পাখির পালকের ন্যায়। বুটের গোড়ালি ছোট করে কাটা এবং তৈরী নরম চামড়ায়, সোলের স্টাডও হালকা। পাতার দিকটা লোহার দ্বারা শক্ত করা হয় না। বরং পায়ের পাতাকে রক্ষা করতে ভিতরে নরম রবার দেওয়া থাকে।"

বাসেল-এ উরুগুয়ে দল স্কটল্যান্ডকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তারা যেন খেলনা নিয়ে খেলছিল। স্কটল্যান্ডকে ঘিরে দর্শকরা হাসাহাসি করলেন। তাদের রক্ষণভাগ তছনছ হয়ে গেল উরুগুয়ের ফরওয়ার্ডদের সামান্য আক্রমণেই। ইংল্যান্ডের সমালোচকরা বললেন স্কটল্যান্ডের রক্ষণভাগ সম্পর্কে, "স্টুড অ্যারাউন্ড লাইক হাইল্যান্ড ক্যাট্‌ল।"

"ওরা রোদে পুড়ে মরে যাবে"—ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ভিট্টোরিও পোজো খেলার আগে। ব্যঙ্গাত্মক হলেও তাঁর কথাই খেটে গেল। শিয়াফিনো সহজেই সারা মাঠে বিচরণ করে বেড়িয়েছেন। তাঁর সোয়াভ ও ফুটওয়ার্ক স্কটল্যান্ডের ডিফেন্সকে ছত্রখান করে ফেলে। তাঁর পাসে ছিল বিদ্যুৎগতি। আর তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন আবাডি ও বোরজেস তৎপরতার সঙ্গে। স্কটিশ ব্যাকলাইন তখন যেন মুখ থুবড়ে পড়েছে। স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুসের চাইতে বড় ৩৯ বছর বয়সী ওবদুলিও ভারেলা বড় বড় উরু নিয়ে যথেচ্ছাচার করেছিলেন। রাইট ফ্লাঙ্কে রডরিগুয়েজ আন্দ্রাদে যেমন বল সরবরাহ করছিলেন, তেমনি ছিল তাঁর অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। কেউ কেউ বললেন, ওরা বাঁদিকে খালি রেখে রক্ষণাত্মক খেলছে, কিন্তু আসলে তা ছিল না, যখন যেমন, তখন তেমনি খেলার স্ট্র্যাটেজি ওদের। খালি জমি ওরা মুহূর্তে বুজিয়ে ফেলেছিলেন।

উরুগুয়ের সাত গোলের একটিও হেড দ্বারা নয়। বোরজেস ও মিগুয়েজ প্রথমার্ধে গোল দিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে বোজেস ও আবাদি এক জোড়া করে গোল দেন এবং মিগুয়েজ একটি। শেষ গোলটি হয় সমাপ্তির দশ মিনিট আগে। আবাদি ড্রিবল করতে করতে দুই স্কটিশ ব্যাককে অতিক্রম করেন। তারপর ছিলেন শুধু গোলরক্ষক মার্টিন। উরুগুয়ে তার দারুণ টেকনিক এবং মাঝে খেলার গতি পরিবর্তন করছিল

একেবারে হাঙ্গেরির খেলোয়াড়দের মতই। উরুগুয়ের সামনে পড়ে স্কটিশদের মনে হচ্ছিল তারা যেন স্কুল-ছাত্র। বেচারা স্কটল্যাণ্ড! তারা যা শিখেছিল তাই তো খেলবে!

ইতালির খেলায় ইতোমধ্যে উত্থান পতন দেখা দিয়েছে। লুসান-এ প্রথম খেলায় সামান্যের জন্য তারা হেরেছে সুইজারল্যাণ্ডের কাছে। অথচ ওই ম্যাচে তাদের জেতাই উচিত ছিল। সুতরাং কেজলার নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর ভাবনা ছিল আর্জেন্টিনার প্রাক্তন এডওয়ার্ডো রিকাগনি-কে নিয়েই। রিকাগনি-র স্পিড ও শট ছিল অপ্রতিরোধ্য। তাই বলে ইতালির তাঁকে ছাড়া চলত না—এমন নয়। এর আগের মরশুমে রিকাগনি আর্জেন্টিনা থেকে আসেন জুভেন্টাস-এ খেলার জন্য, তারপর তিনি ইতালি দলের জন্য নির্বাচিত হন। ফুটবলের মধুচন্দ্রিমা শেষ হল। জুভেন্টাসের অন্যান্য খেলোয়াড়রা বলতে লাগলেন, ওই বাবুর দ্বারা গোল ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। এসব অভিযোগের পর বাধ্য হয়ে কেজলার তাঁকে তখন বাদ দিয়েছিলেন।

বিশ্ব কাপের খেলার মাসখানেক আগে যে সুইজারল্যান্ড ৩-৩ করেছিল উরুগুয়ের সঙ্গে, এখন তাদের সেই খেলা দেখা গেল না, তারা জিতল যেন শুধু ওই জয়ের রেশে এবং বিপুল উদ্দীপনায়। তবে ব্রাজিলের রেফারি ভিয়ানার ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনায় মাঠে বিশৃংখলা দেখা দেয়। ফরাসী সমালোচক গ্যাব্রিয়েল বললেন : ইংলিশ বা স্কটিশ রেফারি হলে প্রথমার্ধে সুইসদের বিরুদ্ধে গোটা তিনেক পেনাল্টি দিতেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে ইতালির দুই ব্যাক ভিনসেনজি ও গিয়াকোমাজিকে মাঠ থেকে বহিষ্কার করতেন। গালি ও বোনিপার্টিকে বারংবার বাধা দেওয়া হতে থাকে বল ছাড়াই। ইতালীয়রা যেন প্রহারেণ ধনঞ্জয় পদ্ধতি নিয়েছিলেন। ফেটনের পেটে লাথি মারা হল। পিঠে লাথি খেল ফ্লুকিজার।

দ্বিতীয়ার্ধের ২৪ মিনিটের সময় সকলেই ধরে নিয়েছিলেন বেনিটো লেরেঞ্জির গোলে ইতালি ২-১ গোলে এগিয়েছে। কিন্তু ভয়ানা অফ্ সাইডের ফুঁ দিলেন বাঁশিতে। চারদিকে হৈ হট্টগোলের মধ্যে শোনা গেল—"গোল বাতিল? তবে রে!" সরকারীভাবে জানান হল—গোল বাতিল। ইতালির সব খেলোয়াড় একযোগে রেফারিকে আক্রমণ করতেই তিনি ছুটে পালালেন। পরে অবশ্য খেলা শুরু হয়।

নির্ভুল গোল সম্পর্কে অধিকাংশই একমত ছিলেন। কেউ কেউ ধরে নিলেন ভিয়ানার সিদ্ধান্তকে প্রভাবান্বিত করেছে লোরেঞ্জির অপকর্ম। কেননা, খেলার শুরু থেকেই তিনি রেফারিকে ব্যঙ্গ করছিলেন। হঠাৎ ইতালির দিকে বল আসতেই প্যাণ্ডোলাফিনি-র পাসে গালি শট করতেই সেটি পোস্টে ধাক্কা খায়, লোরেঞ্জি ফিরে আসা বল মারতেই গোলে প্রবেশ করল।

তারপর মাঠে নানা দৃশ্য। ইতালির খেলোয়াড়রা মৌমাছির মত ঘিরে ধরলেন রেফারিকে। কেউ কেউ নিজেই নিজের চুল ছিঁড়লেন। কেউ ঘাস ছিঁড়ে চিবিয়ে নিলেন। রাগে সকলে গর গর করছেন। বোনিপার্টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিলেন

রেফারির কাছে। কিন্তু তিনি তেমন আচরণ না করে ঠিক উল্টোটা করলেন। 'আজ্জুরি'-দের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন রেফারির কাছ থেকে এবং যতক্ষণ অবস্থা আয়ত্বে না এল, ততক্ষণ ওই কাজে ব্যস্ত রইলেন।

খেলা শেষ হতে বাকি তখন ১২ মিনিট। জ্যাকি ফেটনের পাস গিয়াকোমাজি ধরতে পারলেন না। কিন্তু ইতালীয় গোলরক্ষককে পরাস্ত করে সুইজারল্যাণ্ডকে জিতিয়ে দিলেন।

ইতালীয় দলে এবার তিনটি পরিবর্তন হল এবং বেলজিয়মকে ৪-১ গোলে হারিয়ে সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে প্লে-অফ্ ম্যাচ খেলার পথ করে নিল। নতুন তিনজনের অন্যতম জিনো কাপেলো আগের মত খেল্তে পারলেও ক্রশবারে দারুণ শট করলেন এবং আক্রমণ রচনার পথিকৃৎ হলেন। স্ট্যামিনা ও বয়সের প্রসঙ্গ বাদ রেখেও তিনি কেমন করে খেল্তে এলেন সেটাই আশ্চর্যের। বছর দুয়েক আগে একটি প্রীতিম্যাচে রেফারিকে প্রহারের জন্য তাঁকে সারাজীবন ফুটবল থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে তখন রেফারিকে চাপ দিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে বলা হতে থাকে, আপনি ওর দোষ একটু লঘু করে দেখুন, তদনুযায়ী রিপোর্ট দিন। তখন ওর সাস-পেনশন কমিয়ে একবছর করা হয় এবং কাপেলো মরশুমের শুধু থেকেই বলোগনার খেলোয়াড় হয়ে অনুশীলন করতে থাকেন।

ইতালীয় আক্রমণের মূলে ছিলেন লোরেঞ্জি। ৩৫ মিনিট পরে তিনি রাইট উইং থেকে সেণ্টারে চলে যান। এবার দ্বিতীয়ার্ধে তিনি গোল দিলে সেটি বাতিল হয়নি। যেভাবে উজ্জ্বল ফুটবল খেলছিল, তাতে আরও গোল হওয়া উচিত ছিল।

সুইজারল্যাণ্ড ইতোমধ্যে ০-২ গোলে হেরেছে অতি সহজেই বার্ন-এ প্রচণ্ড গরমে খেলে। ইংল্যাণ্ড দলেও কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিলি রাইটকে পাঠান হল সেন্টার হাফে এবং তিনি ওখানেও দুর্ভেদ্য ও অপ্রতিরোধ্য হলেন। ম্যাথিয়ুস ও লফটহাউস সুস্থ ছিলেন না, তাই ডেনিস উইলশ ও জিমি মুলেন খেল-লেন। পেশাদার ফুটবলে জিমির এটি পঞ্চদশ বর্ষ খেলা। আক্রমণ রচনায় নেতৃত্ব দিতে থাকেন টমি টেলর ( ইনি চারবছর পর অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মারা যান )। রাইট হাফে বেশ খেললেন হাডার্সফিল্ডের বিল ম্যাকগ্রে। মেরিক গোলে চমৎকার ঠেকালেন এদিন।

খেলায় দর্শনীয় ছিল উলভসের লেফট উইঙ্গারের দেওয়া গোলগুলি। বিরতির তিন মিনিট আগে টেলরের সামান্য উচঁ শট মুলেন ধরে সুইস গোলরক্ষক পার্লার-এর কাছে গিয়ে ১-০ করলেন। দ্বিতীয়ার্ধে মাঝামাঝি সময়ে ডেনিস উইলশ চতুরতার সঙ্গে কাটালেন এগিম্যান, বকোয়েট ও নিউরিকে। তারপর পরাস্ত হলেন পার্লার। সুইস 'ক্যাটানাকিও' ধসে গেল। ইতালি বাসেল-এ প্লে-অফ্ ম্যাচে জিতবে ধরে নিল।

কিন্তু তাদের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বললেন : তোমাদের দলে গণ্ডগোল ও অরাজকতা চলবে। কর্মকর্তারা জানালেন, দলে এখন দারুণ বিশৃঙ্খলা চলেছে। কেজলার খেলোয়াড়-

দের নামের তালিকা প্রকাশ করলেন। কাপেলো ও গালি বাদ পড়েছেন, রক্ষণভাগের (লেফট হাফ) ফাওরেন্টিনাকে নেওয়া হল লেফট ইনে। অর্থাৎ দলের ঐক্য ভেঙে গেল। খেলা শুরুর দেড় মিনিটের মধ্যেই ইতালির এমনই নড়বড়ে অবস্থা দেখা গেল, তারা যেন হাঁটতেই পারে না। আর যাও-বা ছুটছিল তা দৌড় নয়, হাঁটার একটু সংশোধিত সংস্করণ মাত্র। বেতার কথক জানালেন, 'এটা পরাজয় নয়, বিপর্যয়। আমরা স্টেডিয়াম ছেড়ে বেরিয়ে এলাম, সুইসদের উজ্জ্বল মুখগুলির দিকে চোখ রাখতে পারছিলাম না।'

ইতালি ০-১ গোলে পিছিয়ে পড়ল ১৩ মিনিটের সময় জোসেফ হুগির গোলে। বিরতির পরে খেলা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যে টগবগে বালম্যান কর্নার-কিকে সজোরে হেড দিতেই ইতালি আর এক গোলে পিছিয়ে গেল (২-০)। ২০ মিনিট পরে নেস্টি হেড দিয়ে ২-১ করলেও সুইসদের ঠেকাতে পারলেন না কিছুতেই। শেষ পাঁচ মিনিটে হুগি ও ব্যাকি ফেটন দুটি গোল দিয়ে দুরন্ত গতিতে কোয়ার্টার ফাইনালে পেঁছিল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য।

স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়ার গোলের ব্যবধান ন্যূনতম হলেও চেকেশ্লো-ভাকিয়াকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল জুরিখে ৫-০ গোলে। গোল দিলেন সোজসপল ও প্রোবস্ট এবং চারটিই প্রথমার্ধে।

গ্রুপের খেলাগুলির মধ্যে সেরা ম্যাচ হল লুসান-এর ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ব্রাজিল বনাম যুগোশ্লোভিয়া চমৎকার পরিবেশে। স্টেডিয়ামের নিচে লেক জেনিভা, উপরে কুয়াশাচ্ছন্ন স্যাভয় আল্পস। দুটি দলই নিখুত ফুটবল খেলল। কিন্তু সমস্ত খেলার মাধুর্য নষ্ট করে দেয় অদ্ভুত 'আইন'। ড্র হলেও যদি পয়েন্টের ব্যব-ধান থাকে, তবুও অতিরিক্ত সময় খেলা কেন ?

যুগোশ্লোভিয়া দল আসে তরুণ অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ে পুষ্ট হয়ে। ১৯৫০-এর তারকাদের কয়েকজন এই দলে ছিলেন। যথা—সোনালী চুলের সেন্টার ফরওয়ার্ড বার্নার্ড ভুকাস, কুশলী রাইট আউট মিলোস মিলুটিনভিক। জেজে মরিয়া ব্রাজি-লিয়ান ফুটবলে নতুন চিন্তাধারা আনলেন। তাঁর বক্তব্য ১৯৫০ আর ১৯৫৪ এক নয়। ভিন্ন পরিবেশ ও আবহাওয়ায় খেলতে হবে। এবার তারা বিপক্ষের কাছে রইল 'ছলনাময়'।

শুরুতে যুগোশ্লোভিয়ার গোলরক্ষক ভ্লাদিমির বিয়ারাকে কিছু বল আটকাতে হয়। তারপর তারা 'চতুর্ভুজ' পদ্ধতির খেলায় ম্যাচ ধরে নিলেন। অধিকাংশ সময় বল রইল মাঝমাঠে, গোলের সুযোগ পেল একাধিক। কিন্তু গোলমুখে ব্যর্থ হতে থাকে। ব্রাজিলের আক্রমণ রচনায় ডিডি-র যাদু ও জুলিনোর ড্রিবলিং অতুলনীয়। অ্যাজেটেক দেবতার মুখমণ্ডল সদৃশ জুলিনোর ডান পায়ের মার তো মানুষের পায়ের নয়, যেন বড় কোনো শক্তিশালী হাতুড়ির ঘা।

বিরতির তিন মিনিট আগে ভুকাস ও মিটিক সুযোগ করে দিলেন লেফট উইঙ্গার ব্রাকো জেবেক-এর জন্য। জেবেক সে সুযোগ ব্যর্থ হতে দেননি। ০-১ গোলে

পিছিয়ে পড়েও ব্রাজিল সারা মাঠ নিয়ন্ত্রণে আনে। ডিডি-র জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরল। তিনটি মারাত্মক শট করলেন জ্বলিনো। অবশেষে ডিডি-র কামানের গোলার মত বল যুগোশ্লাভিয়ার গোলে ঢুকে ১-১ হল। তবে কোন দল অতিরিক্ত সময় খেলার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি।

এই ড্র-র অর্থ ফ্রান্সের ছাঁটাই হওয়া। প্রথম খেলায় তারা যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ০-১ গোলে হেরেছিল। কিন্তু মেক্সিকোর সঙ্গে ৩-২ গোলে জেতে। চূড়ান্ত গোলটি দেন পেনাল্টিতে রেমণ্ড কোপা। মেক্সিকানরা এইজন্য রেফারিকে আক্রমণ করেছিলেন।

**কোয়ার্টার ফাইনাল**

কোয়ার্টার ফাইনালে বার্ন-এ মিলিত হল ব্রাজিল : হাঙ্গেরি, ব্যাসেল-এ ইংল্যাণ্ড : উরুগুয়ে, জেনিভায় জার্মানী : যুগোশ্লাভিয়া ও লুসান-এ অস্ট্রিয়া : সুইজারল্যাণ্ড।

**ব্রাজিল : হাঙ্গেরি**—এই খেলা 'বার্ন-এর যুদ্ধ' নামেই বিশ্ব কাপ ফুটবলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর এই যুদ্ধের জন্য ব্রাজিলকেই বেশী দায়ী করা হয়েছে। মাঠের মধ্যে তারাই মাত্রাতিরিক্ত অশোভন আচরণ করে। লজ্জাজনক সে ঘটনা। কিন্তু নৃশংসতার নিদর্শন দেখা দেয় হাঙ্গেরির ড্রেসিংরুমে ওদের অনুপ্রবেশের সময়। অবশ্য ওই কাজে প্ররোচনাও ছিল যথেষ্ট। বিশ্ব কাপ শৃংখলা রক্ষা কমিটিও এই প্রলয়ঙ্কর ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসে রইল। ব্রাজিল ও হাঙ্গেরিও বলেছিল, তারা কোন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারবে না। প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আর্থার এলিস যখন বহিষ্কৃত জোসেফ বোজসিককে ( অধিনায়ক ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী সাসপেণ্ড হয়েছ ? বোজসিক বেশ চড়া গলায় উত্তর দিলেন, হাঙ্গেরিতে আমরা ডেপুটিদের সাসপেণ্ড করি না। হৈ হট্টগোলের মধ্যে আহত ফেরেঙ্ক পুসকাস কী করেছিলেন ? অথচ তিনি তো টাচলাইনের কাছে বসে খেলা দেখছিলেন। 'করিয়ের ডেলা সেরা'-র বক্তব্যে জানা যায় ব্রাজিলের সেন্টার হাফ পিনাহিরো যখন তাদের ড্রেসিং-রুমে ঢুকছিলেন, পুসকাস তখন ওর মুখে বোতল ছুঁড়ে মারেন এবং আট সেন্টিমিটার ক্ষত হয়। বিশ্ব কাপ কমিটির সুইস প্রেসিডেন্ট আর্নস্ট থমেনও পুসকাসকে ওই কাজ করতে দেখেছিলেন। প্রেসিডেন্ট ড্রেসিং-রুমের যুদ্ধেরও প্রত্যক্ষদর্শী। আসলে পুসকাসের ওই ইতরামির পরেই ড্রেসিং-রুমের যুদ্ধ শুরু হয়। কেউ কেউ অবশ্য পুসকাস সম্পর্কে অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু পিনাহিরো যে বড় ব্যাণ্ডেজ বেঁধেই স্টেডিয়াম থেকে বের হলেন সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। পুসকাসের পক্ষ-সমর্থনকরীরা বলেন, সে তো লাইনের ধারে দর্শকমাত্র ছিল।

শুরুতে খেলাটি দেখে মনে হচ্ছিল এটিই বুঝি ফাইনাল। এইভাবে আখ্যাত করার কারণও ছিল। ব্রাজিলই তো ১৯৫০-এর 'প্রকৃত' কাপ বিজয়ী। হাঙ্গেরি 'প্রকৃত' বিজয়ী ১৯৫৪-র। রেফারি আর্থার এলিসের মতো চমৎকার পরিচালনাই ম্যাচটিকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে পেরেছিল। তবুও তিনি তিনজন খেলোয়াড়কে

মাঠের বাইরে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডে তাঁর পরিচালনা প্রশংসা পেয়েছে, ব্রাজিলেও বেশ সুনাম কিনেছে। নিরপেক্ষ সমালোচকরা বললেন, তাঁর পরিচালনা অতুলনীয়। ইতালির এক সাংবাদিক লিখলেন, মাঠের মধ্যে তিনি যেন ম্যাজিস্ট্রেট। আরও বললেন, যদি তিনি মাঠের মধ্যে কঠোর হয়ে থাকেন, তবে সেই কঠোরতার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

মাঠে পুসকাস না থাকার হাঙ্গেরি লেফট ইনে পাঠায় জিবর-কে এবং উইংসে দুই টথকে। ব্রাজিলের আক্রমণভাগে তিনটি বদল হল। রইলেন রাইট উইং জুড়ি ডিডি ও জুলিনো। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আট মিনিটেই ব্রাজিল ০-২ গোলে পিছিয়ে পড়ল। হাঙ্গেরিয়ানরা তখন লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে যেন।

তিন মিনিটের মধ্যে হিদেকুটি প্রথম গোলটি দেন। জিবর ও কোজিস-এর শট ব্রাজিল গোলরক্ষক ক্যাস্টিলো আটকালে হিদেকুটির কাছে বল চলে যায়, তিনি নিজেদের দিকে বল পাঠান। ওই মুহূর্তে তাঁর এগোবার জো ছিল না প্যান্ট ছিঁড়ে যাওয়ায়। এরপর দ্বিতীয় গোলটি দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। টথ (২) এর পাস চলে যায় কোজিস-এর কাছে, তারপর হিদেকুটি ব্রাজিল ডিফেন্সকে বোকা বানান। এই সময় গোটা হাঙ্গেরি দল অসম্ভব দ্রুত খেলছিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের কিছু গুণ তিরোহিত হল। ওদিকে ব্রাজিল নবোদ্যমে খেলছে তখন এক অদৃশ্য শক্তির জোরে। তারা আক্রমণ করছে ক্ষণে ক্ষণে। মাঠের মধ্যে ও গ্যালারিতে সমান উত্তেজনা। হাঙ্গেরির রক্ষণভাগ ব্রাজিলিয়ানদের ঠেকানোর বদলে কয়েকটি ফাউল দ্বারা রাগিয়ে তুললেন। হাঙ্গেরির সেরারা দুর্বল জমিগুলোও আগলাতে লাগলেন। তখন প্রতি মুহূর্তে পুসকাসের অভাব অনুভূত হচ্ছে। তাদের রক্ষণভাগ তছনছ হওয়ার উপক্রম।

সতের মিনিট পরে ডিডি ও ইণ্ডিয়ো বল নিয়ে এগোতেই হাঙ্গেরির ব্যাক বুজানস্কি ফেলে দিলেন ইন্ডিয়োকে। জালমা স্যাণ্টোস পেনাল্টিতে ২-১ করলেন। বিরতির আগে পর্যন্ত ব্রাজিল যথাসাধ্য খেলল। রাইট উইং-এ জুলিনো কিন্তু শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন ; বিপক্ষের টথ (১) তাঁরই মত ভ্রমণকারী বৈ ছিলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হতেই ফাউলও দেখা দিল। ইচ্ছাকৃত অবরোধে আবার একটি পেনাল্টি হল। জিবর যখন কোজিসকে পাস দিচ্ছিলেন, তখন পিনহিরো দ্রুত সেটি হাত দিয়ে ধরে ফেলেন। ল্যাণ্টোসের জোরালো শটে হাঙ্গেরি ৩-১ গোলে এগোল।

এবার ব্রাজিল আক্রমণ করল। জুলিনোর দারুণ শট গ্রাসিকস ধরতে পারলেন না (২-৩)। এর আগে তাঁর অদ্ভুত ড্রিবলিং হাঙ্গেরিকে নাস্তানাবুদ করে। খেলার বাকি তখন ২৪ মিনিট। উভয় দল দারুণ স্নায়ুর চাপে ভুগছে। আরও কিছুক্ষণ কাটল। বাকি ছয় মিনিট। দুই বড় খেলোয়াড় বোজসিক ও নিলটন স্যাণ্টোস হঠাৎ ঘুষোঘুষি শুরু করলেন। রেফারিও তাঁদের পাঠালেন মাঠের বাইরে। বোজসিক আগে ঘুষি দেন স্যাণ্টাসের মারাত্মক ট্যাকলে তেতে গিয়ে। জুলিনো দুবার বল নিয়ে এগোলেন এবং একবার বল বেরিয়ে গেল গোলের উপর দিয়ে, আর একবার পাস দিলেন ডিডিকে। ডিডি-র মার বারে লেগে ফিরে আসে।

ব্রাজিল এখন দারুণ খেলছে। কিন্তু বাঁদিকটায় একটু ফাঁক রেখেই খেলছিল। হাঙ্গেরি ওদের ভেদ করল ৪৪তম মিনিটে। জিবর তেড়ে-ফুঁড়ে ডাইনে গিয়ে ক্রসপাস দিলেন, এই বলে কোজিস মাথা লাগিয়ে পরাস্ত করলেন ক্যাস্টিলোকে (৪-২)। এ গোলের বেশির ভাগ কৃতিত্ব জিবর-এর। বল নিয়ে এগোবার সময় ডালমা স্যাণ্টোস তাঁর কাছ থেকে বল ছিনিয়ে নিয়েছিলেন প্রায়।

তখনও সামান্য সময় রয়েছে। ব্রাজিলের তরুণ লেফট ইন হাম্বার্টো টোজি হাঙ্গেরির লোরাণ্টকে লাথি মারার দরুণ বহিষ্কৃত হলেন। টোজি রেফারির কাছে গিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে কাঁদলেন—'আমায় বের করে দেবেন না' বলে। কিন্তু ফল হয়নি। মাঠে নৃশংস ফুটবল খেলার সমাপ্তি ঘটল। ড্রেসিং-রুমের হিংস্রতা তখন চরমে। খেলা সেখানে বোতল ও বুট দিয়ে খণ্ডযুদ্ধের। গুস্তাভ সেবেস-এর কপাল ফেটে গেল। তবে এরই মাঝে ব্রাজিলের গোলরক্ষক ক্যাস্টিলো যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করে যান। কোজিস ও হিদেকুটি এ ব্যাপারে নিজেদের সরিয়ে রাখেন। এমন ভাব যে, কিছুই তাঁরা জানেন না; ইতঃপূর্বে আমরা বোরদেও-র যুদ্ধ দেখেছি, বিশ্ব কাপের ইতিহাসে যুক্ত হল বার্ণ-এর যুদ্ধ।

উরুগুয়ে ঃ ইংল্যাণ্ড—উরুগুয়ে ও ইংল্যাণ্ডের খেলায় ফল হাঙ্গেরি ও ব্রাজিলের মতোই, তবে ওই রকম নৃশংসতা বা হিংস্রতা কিংবা রক্তারক্তি কাণ্ড হয়নি। অবশ্য একাধিক খেলোয়াড় আহত হলেন এবং তার অধিকাংশই উরুগুয়ের। খেলাটি বেশ পরিচ্ছন্ন ও মনে রাখার মতন হল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস ও উরুগুয়ে দলে শিয়াফিনো চমৎকার খেললেন।

গতবারের কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে নিঃসন্দেহে ভাল খেলল, তাদের দলও তেমনি শক্তিশালী। খেলার সময় ভারেলা, আবাদি ও আন্দ্রাদের পেশীতে টান ধরে, তবুও খেলায় তেমন ঘাটতি চোখে পড়েনি। এঁদের সাফল্য এনে দেয় ইংল্যাণ্ডের নড়বড়ে গোলরক্ষক মেরিক। মেরিকের দুটি গোল বাঁচানো উচিত ছিল, তিনটি গোলই রক্ষা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার ছিল না। রক্ষণভাগে বিলি রাইট না থাকলে আরও কত কী হত কে জানে!

আক্রমণভাগে প্রধান হাতিয়ারের কাজ করছিলেন ম্যাথিয়ুস, আর তাঁর খেলা কেবলমাত্র উইং-এ সীমিত ছিল না—যেমন সেণ্টারে, তেমনি রাইট ইন লেফট ইনেও তাঁর অবাধ গতি। আহত হয়ে বাইরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত বিপক্ষ উরুগুয়ের পক্ষে ভারেলাও অপ্রতিরোধ্য ও দুর্ভেদ্য ছিলেন। ৩৯ বছর বয়সী ম্যাথিয়ুস এই ভারেলার সঙ্গে সমানে যুঝেছিলেন ব্যাসেলের প্রচণ্ড গরমে।

শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে উরুগুয়ে চমৎকার গোল দিয়ে শুভ সূচনা করল। শিয়াফিনোর খেলার কাছে ম্যাকগ্রে-র পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না এবং শিয়াফিনোর কাছ থেকে বল পেয়ে বোরজেস শেষ কাজটুকু করেন! লেফট আউট আবার সুযোগ পেলেন, বল গেল আবাদির কাছে। ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সও নড়ে গিয়েছে, এবার অবশ্য তারা আটকেও দিল এবং বল চলে এল উরুগুয়ের দিকে।

এগার মিনিটের সময় ম্যাথিয়ুস ঝড়ের বেগে ভারেলার কাছ থেকে বল কাটিয়ে দিলেন উইলশ-কে, তাঁর কাছ থেকে লফ্টহাউস বল পেয়ে আর দেরি করলেন না। ১-১ হল। এরপর দীর্ঘ কুড়ি মিনিট ইংল্যাণ্ড কোণঠাসা করে রাখে উরুগুয়ের মত শক্তিমান দলকে। উরুগুয়েও ওদের স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী ঢিল দিয়েছে খেলায়। মাঝে মাঝে সাত বা আটজনে মিলে উরুগুয়ের আক্রমণ ঠেকাচ্ছে। একবার লফ্ট হাউসের জোরালো শট উরুগুয়ের গোলরক্ষক মাসপোলি আটকে দিলেন। উইলশ-এর অবধারিত লক্ষ্যভেদ সামান্য উঁচু দিয়ে চলে গেল। আর একটু আস্তে মারলে মাস-পোলির পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল আটকানো।

বিরতির দুই মিনিট আগে উরুগুয়ে পাল্টা-আক্রমণ শুরু করে। তাদের এখন লক্ষ্য শুধু বিপক্ষের জালের দিকে। ভারেলা পেনাল্টি সীমানার ধার থেকে শট করলেন। বিস্ময়ের কথা মেরিক ওই বল ধরার চেষ্টাই করলেন না। উরুগুয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে গেল। বিরতির আগে ইংল্যাণ্ডের যেখানে এগিয়ে থাকার কথা, ঠিক সেই মুহূর্তে তারা পিছিয়ে পড়ল। বিরতির পর খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংল্যাণ্ডের আবার বিপর্যয় ঘনিয়ে এল। আবার গোল—যদিও এটি গোলমেলে ছিল। ফ্রি-কিকের জন্য ভারেলা বল বসালেন এবং কেন বোঝা গেল না—ড্রপ কিক করলেন। শিয়াফিনো ছুটে ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্স ভেদ করে গোলটি দেন।

উরুগুয়ের তিনজন তখন খোঁড়াচ্ছেন। সুতরাং দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে তাঁদের বেশ সঙ্কটে পড়ার কথা। কিন্তু ভারেলার পজিশনে শিয়াফিনো দারুণ খেলতে থাকেন। গোলের ব্যবধানেও উরুগুয়ে এগিয়ে থাকে। ৬৭ মিনিটের পরে মাসপোলি লাফিয়ে উঠে টম ফিনি-র জোরালো শটে হাত বাড়ালেন, তবে হাত ছুঁয়ে বল লাফিয়ে জালের মধ্যে প্রবেশ করে। ইংল্যাণ্ডের ২ হল, উরুগুয়ে তো ৩ ছিল। এবার ম্যাথিয়ুসের একটি জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরল, আর একটি মাসপোলি ঘুষি মেরে কোনরকমে কর্ণারে পাঠালেন, শেষ রক্ষা হয়ে গেল উরুগুয়ের। খেলার বাকি আর তের মিনিট। মিগুয়েজ দেখলেন অ্যামব্রয় একাকী, অমনি পাস দিলেন তাঁকে। অ্যামব্রয়ের শট মেরিকের ধরা উচিত ছিল, ঠিক যেমনটি ছিল শিয়াফিনোর ক্ষেত্রেও। কিন্তু মেরিক তা পারেননি। ইংল্যাণ্ড বিদায় নিল। স্কটল্যাণ্ডের তুলনায় তারা ভাল খেলেই হেরে যায়—এটুকু যা সান্ত্বনার।

অস্ট্রিয়া ঃ সুইজারল্যাণ্ড—একই শনিবারে লুসান-এ অস্ট্রিয়া ঃ সুইজারল্যাণ্ডের খেলায় বিশ্ব কাপ ফুটবলে গোলের ছড়াছড়ি দেখা গেল। মোট বারোটি।

বিশ্ব কাপের অন্যতম সেরা খেলা এবং সুইশ দর্শকরা তাঁদের দলকে গলা ফাটিয়ে সমর্থন জানালেন। এদিন তারা প্রথম কুড়ি মিনিটেই তিনটি গোল দেয়। কিন্তু অস্ট্রিয়াও কিছু কমতি ছিল না। সুইজারল্যাণ্ডের গোলের উত্তরে তারা তিন মিনিটে তিনটি গোল দিল, সাত মিনিটে পাঁচটি। বিরতি আগে ৫-৪ গোলে এগিয়ে রইল এবং একটি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিতও হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এত গোল হত না, যদি অধিনায়ক বকোয়েট এমন

নিষ্প্রভ ফুটবল না খেলতেন। অবশ্য তাঁর এদিনের খারাপ খেলার পিছনে দুঃখবহ ঘটনাও কম নয়।

বকোয়েটের কিছুদিন আগেই টিউমার হয়। তাঁর চিকিৎসক সনির্বন্ধ উপদেশ দিলেন, তোমার পক্ষে খেলা ভীষণ বিপজ্জনক। কিন্তু বকোয়েট তখন সমগ্র জাতির সেরা খেলোয়াড়। চিকিৎসকের উপদেশের উত্তরে বললেন ঃ খেলতে আমাকে হবেই। তবে তারপরে হয়ত অস্ত্রোপচারের জন্য হাসপাতালে যেতে হবে, কিংবা তারপরে হয়ত আমি এই পৃথিবীতেই থাকব না।

সুতরাং বকোয়েট মাঠে নামলেন। লুসানের মাঠে প্রচণ্ড রোদ, এমনিতে গরম আবহাওয়া তো আছেই। টিউমারের পক্ষে এই গরম আরও বিপজ্জনক। বকোয়েটের অবস্থাও সঙ্গীন হল। সুইস দলের ম্যানেজার কার্ল র‍্যাপান বারংবার চেষ্টা করলেন তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ ওই সেণ্টার হাফ থেকে অন্যত্র সরাবার। কিন্তু প্রতিবারই বকোয়েট বলতে থাকেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' বকোয়েটের খেলা সম্পর্কে পরে সুইস কর্মকর্তারা বলেন, 'ও সেদিন মোহের ঘোরে খেলে, বুঝতেই পারছিল না— প্রকৃতপক্ষে মাঠে কী ঘটছিল।'

যথাসময়ে বকোয়েটের অস্ত্রোপচার হয়, সুখবর—এজন্য তাঁর জীবনের আশংকা দেখা দেয়নি। কিন্তু পরিণতিটা সুখকর ছিল না। অস্ত্রোপচারের পরে তাঁকে চিরকালের জন্য কালো চশমা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

সুইজারল্যাণ্ডের যে 'কাটানাকিও' ইতালীয়দের পর্যুদস্ত করেছিল, অস্ট্রিয়া তাদের নাস্তানাবুদ করে, তবে তা যেন ভিয়েনীয় পদ্ধতিতে নয়। কোয়েৰ্ণার গোল দিলেন উইঙ্গারদের পিছনে রেখে দ্রুত ধেয়ে লম্বা শটে। অস্ট্রিয়া ৫-৩ গোলে এগোলে সুইজারল্যাণ্ডের বালাম্যান একটি গোল দেন। বিরতির সময় কর্মকর্তারা প্রেস-বক্সে গিয়ে সাংবাদিকদের জানালেন, সুইজারল্যাণ্ড গোল খাচ্ছে রোদের জন্য। সাংবাদিকরা এই কথায় অবাক হলেন বটে, তবে একথাও অসত্য নয়—সুইস গোল-রক্ষক পার্লার একবার সানস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে রোদ সুইসদের পিছন দিকে গেলেও তারা আর সামলে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে থিও ওয়াগনার নিজের তৃতীয় ও দলের ষষ্ঠ গোলটি দিলেন। হুগির মারাত্মক শট ঠেকাতে গিয়ে যদিও হানাপ্পি আত্মঘাতী গোল দ্বারা সুইসদের সুবিধা করে দিলেন (৬-৫), তবুও প্রোবস্টের ড্রিবলিং ও শেষ গোল (৭-৫) অবিস্মরণীয়। আর্নস্ট অকির্কের এটি স্মরণীয় খেলা, মনে থাকবে অস্ট্রিয়ার ফরোয়ার্ড সোজসপল ও সুইজারল্যাণ্ডের রজার ভন্‌লানথেন—বারো গোলের মধ্যে একটি করেও তাঁরা দিতে পারেননি।

পশ্চিম জার্মানী ঃ যুগোশ্লাভিয়া—জেনিভায় পরের দিন পশ্চিম জার্মানী এই প্রতিযোগিতার বিস্ময়কর খেলা দেখায়। তারা হারাল যুগোশ্লাভিয়াকে। এই জয়ের দ্বারা জার্মানী বেশ কিছু সমর্থক যোগাড় করে নেয়।

সর্বাপেক্ষা প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন ঠাণ্ডা মাথার কোহলমেয়ের ও তুরেক। গোললাইনের উপর থেকেই এঁরা দুজন জেবেক, কাইকোস্কি ও ববেক-এর তিনটি

শট ফিরিয়ে দেন! দুই দলেরই গোলের অবস্থা সমান হয়ে পড়েছিল। যুগোশ্লাভিয়ার ভুকাস ও বিয়ারা আহত ছিলেন; ভুকাস দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ও বিয়ারা শেষ দিকে। যুগোশ্লাভিয়ার খেলায় চাতুর্য থাকলেও পরিসমাপ্তিতে বেশ ঘাটতি ছিল। আর জার্মানদের যেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, তেমনি স্ট্যামিনা ও একাগ্রতা। উপরন্তু দশম মিনিটে তারা একটি গোল উপহার পায় (হোর্ভাট-আত্মঘাতী)।

যুগোশ্লাভিয়ার সেণ্টার হাফ ইভান হোর্ভাট সম্ভবত এই প্রতিযোগিতার সেরা ছিলেন। এই ম্যাচে তো রীতিমত ভয়ঙ্কর। কিন্তু জার্মানীর মরলকের হেড থেকে পাওয়া বলের পিছনে শেফার ধাওয়া করতেই হোর্ভাটও পিছু নিলেন এবং হেড দিলেন, হোর্ভাট খেয়ালই করেননি যে, সতীর্থ বিয়ারা গোললাইন থেকে বেরিয়ে এসেছেন। সমাপ্তির চার মিনিট আগে জার্মানীর শেষ গোলটি আসে শেফার যখন পাস দিলেন রান-কে। কোনো কোনো সমালোচক বললেন—এটি অফ্ সাইড। ভ্লাদিমির বিয়ারাকে পরাস্ত করার আগে রান দৌড় শেষ করেননি। বিয়ারা তখনই আহত হন। 'জার্মানী ফাইনালে'? লিখলেন ইতালীয় সমালোচক। 'অসম্ভব, ব্রাজিলের মত দল সেমিফাইনালে উঠতে পারে না, আর ইতালি উঠল; এ হতেই পারে না।' কিন্তু তার যুক্তি কত অসার ছিল। প্রমাণ হল সেমিফাইনাল ও ফাইনালে।

## সেমিফাইনাল

**হাঙ্গেরি ঃ উরুগুয়ে**—লুসানে বিশ্ব কাপ ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচ হল হাঙ্গেরি ও উরুগুয়ের মধ্যে। সম্ভবত বার্ণ-এর হোমের ছাই চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল—নৈব নৈব চ, আর অমন ফুটবল কখনও নয়। এমন খেলা হল যে, যে-কেউ জিততে পারত। খেলার নিষ্পত্তি হল অতিরিক্ত সময়ে। প্রত্যেক দলই খেলল তাদের সেরা খেলোয়াড়কে বাদ রেখেই! পুসকাস খেললেন না হাঙ্গেরিতে, উরুগুয়েতে দেখা গেল না ভারেলাকে। উভয় দলেরই রাইট আউটে পরিবর্তন করতে হয়। সাওতো-র জন্য আবাদিকে জায়গা করে দিতে হল, আর আহত টথ (১) এর জায়গায় বুয়াদি। টথ (২)-এর জায়গায় পালোটাস। জিবর গেলেন লেফট উইং-এ। অপর অনুপস্থিত মিগুয়েজের স্থানে হোবার্জ, অবশ্য শিয়াফিনোই সাধারণত ওখানে খেলেন। হাঙ্গেরি ফেভারিট হলেও উরুগুয়ে কিন্তু ইতঃপূর্বে কখনও বিশ্ব কাপ পরাস্ত হয়নি। ম্যাচের সারাক্ষণ বৃষ্টি হলেও খেলার উৎকর্ষ কমেনি। প্রাক্তন ইনসাইড ফরওয়ার্ড ও ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিক চার্লি বুচান খেলা শেষে লিখলেন ঃ আমি জীবনে এমন সুন্দর খেলা দেখিনি। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক বিলি রাইট বললেন ঃ দুটি দলই ফুটবলের চমৎকারিত্ব দেখাল।

উরুগুয়েকে পূর্বাপেক্ষা কিছুটা দ্রুত ও উদ্দীপনাময় মনে হল। কিন্তু আধ-ঘণ্টার মধ্যেই হাঙ্গেরি ওদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। হিদেকুটির পাস জিবর-এর কাছে গেল, কোজিস তাতে হেড দিলেন এবং জিবর ভলি মারতেই মাসপোলি পরাস্ত

হলেন। বিরতির পরেই হাঙ্গেরির গোল দ্বিগুণ হল। উরুগুয়ের কারবালোর দুর্বল ক্লিয়ারেন্স বুজানস্কি ধরে পাঠালেন বুজাইকে এবং বোজসিক বল নিয়ে যেন উড়ে চললেন। কিন্তু বুদাইকে ক্রশপাস দেওয়ার সময় হিদেকুটি তাতে মাথা ঠেকাতেই গোল হয়ে গেল।

উরুগুয়েকে দেখে মনে হল তারা পরাজিত ও আশাহত। তাদের স্কিলও যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, কিন্তু উৎসাহে একটুও ভাঁটা পড়েনি। শিয়াফিনো তেতে উঠলেন, আর তাঁকে সহযোগিতা করতে থাকেন জুয়ান। আর্জেন্টিনার নাগরিক হোবার্জ ১৯৭০-এ তাঁদের জাতীয় দলের পক্ষে বিশ্ব কাপে যান। যাই হোক, শিয়াফিনো কয়েকটি চমৎকার মারে ব্যর্থ হলেন, কিন্তু সমাপ্তির পনের মিনিট আগে শিয়াফিনো পাস দিলেন হোবার্জকে, হাঙ্গেরির গোলরক্ষক গ্রসিকসকে পরাস্ত করতে। খেলা শেষের তিন মিনিট আগে শিয়াফিনো ও হোবার্জ একত্রে আবার গোল দিলেন। গোলের পর হোবার্জকে নিয়ে তাঁর সতীর্থরা এমন হুল্লোড় করলেন যে, আহত হয়ে আর তাঁর খেলার সামর্থ্য রইল না।

২-২ থাকায় অতিরিক্ত সময়ে খেলা হল। এই সময় হোবার্জের প্রয়োজন ছিল গোল করার জন্য। শিয়াফিনো একই ভাবে বল নিয়ে এগোলেন, মারলেনও, কিন্তু তা পোস্টে লেগে ফিরল।

বেচারা উরুগুয়ে! দিনটা তাদের পক্ষে পয়মন্ত ছিল না। অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে ট্যাকল করতে গিয়ে আন্দ্রাদে আহত হলেন, কিন্তু মাঠে নামতে বদ্ধ-পরিকর, গোললাইনের পিছনে তাঁর চিকিৎসা চলতে লাগল। তাঁর সামনেই বুদাই সেন্টার করলেন কোজিসের কাছে, কোজিসের হেড মাসপোলিকে পরাস্ত করল।

সমাপ্তির সাত মিনিট আগে কোজিসের হেড আর একটি স্মরণীয় গোল করায় হাঙ্গেরি ৪-২ গোলে জিতল। ম্যানেজার গুয়ালা মান্ডি বললেন, 'আমরা এ পর্যন্ত যত দলের সঙ্গে খেলেছি, তাদের মধ্যে সেরা এই উরুগুয়ে, আজ তাদেরই হারালাম।'

পশ্চিম জার্মানী : অস্ট্রিয়া—ব্যাসেল-এ ৫৮ হাজার মানুষ সাক্ষী রইলেন কেমন করে অস্ট্রিয়রা পোড়া দালানের মত ভেঙে-চুরে পড়েছিল। অথচ সকলের আশা ছিল তারা সহজেই জিতবে, টেকনিকেও তারা পশ্চিম জার্মানীর দল অপেক্ষা কুশলী, সুইসদের বিরুদ্ধে এই অস্ট্রিয়া গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। ইতোমধ্যে শেপ হার-বার্জার কঠোর ট্রেনিং দিয়ে তুরেককে বড় করে তুলেছেন। হারবার্জার যথার্থই ভেবে-ছিলেন কোহলমেয়ের যদি কখনও ব্যর্থ হয় তবে তুরেককে তা ঠেকাতেই হবে। অস্ট্রিয়রা ভুল করল স্মিডকে বসিয়ে ও তাঁর বদলে ওয়াল্টার জেমানকে গোলে এনে। অথচ ইতঃপূর্বে 'ফর্ম' না থাকায় তাঁকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

একদা যে জেমান সত্যিই ভাল খেলতেন এবং তাঁকে নির্ভর করা যেত, সেই গোলরক্ষককে সেমিফাইনালে নামানো যে কত বড় ভুল হয়েছিল, খেলার শুরু থেকেই তা প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করা গেল। কাটা পাঁঠা যেমন ছটফট করে, গোল-সীমা-নার মধ্যে তেমনই মনে হচ্ছিল জেমানকেও—বিপক্ষের বল কাছাকাছি আসতেই

দুটি গোল হল সেন্টার থেকে, দুটি কর্ণার থেকে, বাকি দুটি পেনাল্টি কিক্ থেকে। জার্মানরা দেখালেন, তাঁরা বিপক্ষকে শুধু ধ্বংস নয় আরও বেশি কিছু করেন। মনে হচ্ছিল বিপক্ষের ফুটবল কৌশল ও প্রতিভাকে তারা ছিন্নভিন্ন করে দিতেও সক্ষম। তাঁদের সুইপিং ফুটবল দারুণ মর্মভেদী—ওয়াল্টারের অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজিতে। তিনি পেনাল্টিতেই দুটি গোল দেন। এছাড়া ছিলেন স্বাস্থ্যবান ও ক্ষমতাশালী রাইট-উইঙ্গার হেলমুট রান।

প্রথমার্ধে দুর্বলতার সামান্য চিহ্ন দেখা যায়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে হল শোচনীয় অবস্থা। প্রথম কুড়ি মিনিট দুটি দল যেন গা লাগাচ্ছিল না। আধ ঘন্টার সময় ম্যাক্স মরলক পাস দিলেন ফ্রিজ ওয়াল্টারকে, তাঁর নিখুঁত সেন্টারে হ্যান্স শেফার পা ছোঁয়াতেই গোল হয়ে গেল ( ১-০ )। বিরতি পর্যন্ত এই ফল রইল।

দ্বিতীয়ার্ধের তৃতীয় মিনিটে ফ্রিজ ওয়াল্টারের কর্ণার-কিকে মরলক হেড দিতেই ২-০ হল। চার মিনিট পরে জার্মানী সুযোগ দিল অস্ট্রিয়াকে। তুরেক বলে ড্রপ খেতে দিলেন, তবুও প্রোবস্ট গোল করতে পারলেন না। পাশার দান উল্টে গেল। জার্মানীর আক্রমণ ভাগ তেড়ে-ফুঁড়ে এগিয়ে চলল, শুধু রান নিজের জমিটুকু দখল করে রইলেন। বাকিরা অস্ট্রিয়দের পিছনে ফেললেন। ফ্রিজ ওয়াল্টার পেনাল্টি স্পট থেকে তৃতীয় ও পঞ্চম গোলটি দিলেন। দুবারই 'দুর্ভাগা' জেমনকে ভুল পথে চালিত করলেন তিনি। ফ্রিজের সহোদর বাকি দুটি গোল করেন হেডে—একটি ফ্রিজের কর্ণার থেকে, বাকিটি শেফারের ক্রশপাসে। অস্ট্রিয়া এদিন ব্রাজিলের মত তিনব্যাক পদ্ধতিতে খেললেও জার্মানীকে ঘায়েল করতে পারেনি।

অস্ট্রিয়া নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছিল জুরিখে তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলায় উরুগুয়েকে ৩-১ গোলে হারিয়ে। এই খেলায় ওকিকর্ সারাক্ষণ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখেন।

## ফাইনাল

**পশ্চিম জার্মানী ঃ হাঙ্গেরী**—ফাইনালের আগে দুই শিবির ছাড়াও উভয় দলের কট্টর সমর্থকদের মধ্যে একটি প্রশ্ন ভীষণ আলোড়ন তুলল। প্রত্যেকের প্রশ্ন—পুসকাস কী খেলবেন ? সংবাদপত্রে নানা দিনে নানা সংবাদ। তিনি খেলবেন—আজ বের হল ; পরদিন—না, পুসকাস খেলবেন না। তবে চেষ্টা করছেন যাতে খেলা যায়। দুদিন পরে এক বিশেষজ্ঞ বললেন ঃ তাঁর খেলার সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ। কেননা, গোড়ালির অবস্থা অনেকটা ভাল। আর এক রিপোর্ট বলল ঃ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনো আশাই নেই। জার্মানরা তাঁর চিকিৎসার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে রাজি হলেন, কিন্তু হাঙ্গেরি তা গ্রহণ করল না। শুক্রবার ফাইনালের আগে 'ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকা লিখল ঃ এখন এটা নিশ্চিত পুসকাস খেলবেন না। সোলোদার্ণ-এ সংক্ষেপে সব রকম পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা বলছেন, তাঁর সুস্থ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ইলেকট্রিক চিকিৎসা, ম্যাসাজ সবই ব্যর্থ।

মুখে পৌঁছতে লাগল। আর তখন তুরেক একা কুম্ভের মত লড়ছিলেন। দুবার ঠেকালেন পুসকাসকে। একবার তো পুসকাসের সামনে শুধু তুরেক। একবার কোহলমেয়ের লাইনের উপর দাঁড়িয়ে টথ-এর শট ক্লিয়ার করেন, আর একবার টথ-এর ক্রশপাসে কোজিস হেড দিতেই বারে লেগে বল অল্পের জন্য বাইরে যায়।

এবার জার্মানী ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলল। আর হাঙ্গেরি বাহিনীতে তখন ক্লান্তির ছাপ। খেলা শেষ হতে তখন ১২ মিনিট বাকি। এই সময়ে রেফারি বিল লিং-এর সুপরিচালনা মনে রাখার মত। হঠাৎ হাঙ্গেরির জিবর বল ছিনিয়ে নিয়ে সোজা গোলে মারলেন। তুরেক অবশ্য অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে জার্মানীকে রক্ষা করলেন। কিন্তু বল পেঁছে গেল হিদেকুটির কাছে। তিনি বল ধরতে পারলেন না। পাঁচ মিনিট পরে জার্মানী বিশ্ব কাপ জয়ের গোলটি দেয়।

বোজসিককে পিছনে রেখে হ্যান্স শেফার বাঁদিক বরাবর এগিয়ে চললেন ও ক্রশ-পাস দিলেন। বল পড়ল গোলমুখের কাছে জটলার মধ্যে এবং তা সম্ভবত ওটমার ওয়াল্টারের মাথায় লাগে। ল্যান্টোস মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলেন, বল তাঁর কাছেই পেঁছেছে। কিন্তু বল যায় রানের কাছে। রান বল ধরলেন, সামান্য এগোলেন এবং সজোরে বাঁ পায়ে মারতেই গ্রসিকস সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হলেন ( ৩-২ )।

হাঙ্গেরি গোলটি শোধ করতে উঠে-পড়ে লাগল। দু মিনিট পরে সুযোগও পেয়ে গেল। ডানদিক থেকে টথ অতিক্রম করলেন পসিপালকে এবং থ্রু দিলেন পুস-কাসকে। পুসকাস স্বভাবসিদ্ধভাবে অপ্রতিরোধ্য ও নিখুঁত শট করলেন আর তুরেক পরাস্ত হলেন। হাঙ্গেরীয়রা হৈ-হুল্লোড় শুরু করলেন, একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন আনন্দে। কিন্তু তখন ওয়েলসের লাইন্সম্যান মারভিন গ্রিফিথের ফ্ল্যাগ তাঁর মাথার উপর তোলা। পুসকাস অফসাইড। ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৫৪-র ফাইনালের বহু পরেও বিতর্কের অবসান হয়নি।

হাঙ্গেরি তারপর আর একবার সুযোগ পায়। জলটান জিবর হঠাৎ বল নিয়ে যেন উড়ে গেলেন। তার নিখুঁত শটে তুরেক কোনরকমে ঘুষি মেরে বাঁচান 'রবারের' শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর হতাশ জিবর তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছেন।

খেলা শেষ, বৃষ্টিও। সদ্য অবসর গ্রহণকারী ফিফা সভাপতি জুল রিমে নিজ হাতে কাপ তুলে দিলেন ফ্রিজ ওয়াল্টারকে, যা পাওয়ার কথা ছিল ফেরেঙ্ক পুসকা-সের। ড্রেসিং-রুমে গুস্তাভ সেবেস বললেন, 'ভাগ্য মন্দ, তাই আজ পরাজয়।' বেঞ্চের উপর অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে কিছুক্ষণ নিশ্চুপ রইলেন। আর হারবার্জার তাঁদের ( জার্মানী ) এই খেলায় অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়ায় প্রশংসা করলেন, অভিনন্দিত করলেন উদ্দীপনার। তাঁর দল শারীরিক সক্ষমতায় তুঙ্গে ছিল, মনোবল ছিল অসা-ধারণ, ট্যাকটিকসে তারা বিপক্ষকে ধারে-কাছে আসতে দেয়নি—এই সবের মিলনই জয় এনে দিয়েছে।

কিন্তু বিতর্কের অবসান ঘটল না। কেউ কেউ বললেন, আদর্শ পরিবেশ হলে হাঙ্গেরিই জিতত। তাছাড়া যদি পুসকাস জার্মানীর সঙ্গে খেলায় লাথি খেয়ে

আহত না হতেন, যদি ফাইনালে তাঁর দেওয়া গোল বাতিল না হত অফ্‌সাইডের অজুহাতে ইত্যাদি। কিন্তু একথা অস্বীকার করলে চলবে না—হাঙ্গেরি ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপে বিজিত—রানার্স। এবং বিশ্ব কাপের ইতিহাসে এই কথাই খোদিত থাকবে, ঠিক যেমনটি দেখা যায় ওলিম্পিকসে স্বর্ণ পদক না পেলে।

গার্ট্রুড স্টেনের কথায় বরং বলতে হয়ঃ 'এ কাপ ইজ এ কাপ, ইজ এ কাপ।'

## পুল—১

যুগোশ্লাভিয়া—১ : ফ্রান্স—০
(মিলুটিনভিক)

বিরতি ১—০

ব্রাজিল—৫ : মেক্সিকো—০
(বাল্টাজার, ডিডি, পিঙ্গা ২, জুলিনো)

বিরতি ৪—০

ফ্রান্স—৩ : মেক্সিকো—২
(ভিন্সেণ্ট, কার্ডেনাস-আত্মঘাতী, কোপা-পেনাল্টি) (নারানজো, বালকাজার)

বিরতি ১—০

ব্রাজিল—১ : যুগোশ্লাভিয়া—১
(ডিডি) (জেবেক)

বিরতি ০—১। নির্দিষ্ট সময়ের পরে ১—১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ২ | ১ | ১ | ০ | ৬ | ১ | ৩ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ২ | ১ | ১ | ০ | ২ | ১ | ৩ |
| ফ্রান্স | ২ | ১ | ০ | ১ | ৩ | ৩ | ২ |
| মেক্সিকো | ২ | ০ | ০ | ২ | ২ | ৮ | ০ |

## পুল—২

হাঙ্গেরি—৯ : কোরিয়া—০
(জিবর, কোজিস ৩, পুসকাস ২ ল্যাণ্টোস, পালোটাস ২)

বিরতি ৪—০

পশ্চিম জার্মানী—৪ : তুরস্ক—১
(ক্লদ, মরলক, শেফার, ও ওয়াল্টার) (সুয়াত)

বিরতি ১—১

হাঙ্গেরি—৮ : পশ্চিম জার্মানী—৩
( হিদেকুটি ২, কোজিস ৪, পুসকাস, টথ ) ( পাফ, হেরমান, রান )

বিরতি ৩—১

তুরস্ক—৭ : কোরিয়া—০
( বারহান ৩, এরল, লেফার, সুয়াত ২ )

বিরতি ৪—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হাঙ্গেরি | ২ | ২ | ০ | ০ | ১৭ | ৩ | ৪ |
| পশ্চিম জার্মানী | ২ | ১ | ০ | ১ | ৭ | ৯ | ২ |
| তুরস্ক | ২ | ১ | ০ | ১ | ৮ | ৪ | ২ |
| কোরিয়া | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ১৬ | ০ |

প্লে-অফ্ : পশ্চিম জার্মানী—৭ : তুরস্ক—২
( মরলক ৩ ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার, শেফার ২ ) ( মুস্তাফা, লেফার )

বিরতি ৩—১

## পুল—৩

অস্ট্রিয়া—১ : স্কটল্যাণ্ড—০
( প্রোবস্ট )

বিরতি ১—০

উরুগুয়ে—২ : চেকোশ্লোভাকিয়া—০
( মিগুয়েজ, শিয়াফিনো )

বিরতি ০—০

অস্ট্রিয়া—৫ : চেকোশ্লোভাকিয়া—০
( সোজসপল ২, প্রোবস্ট ৩ )

বিরতি ৪—০

উরুগুয়ে—৭ : স্কটল্যাণ্ড—০
( বোরজেস ৩, মিগুয়েজ ২, আবাদি ২ )

বিরতি ২—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উরুগুয়ে | ২ | ২ | ০ | ০ | ৯ | ০ | ৪ |
| অস্ট্রিয়া | ২ | ২ | ০ | ০ | ৬ | ০ | ৪ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৭ | ০ |
| স্কটল্যাণ্ড | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৮ | ০ |

পুল—৪

ইংল্যাণ্ড—৪ : বেলজিয়ম—৪
( ব্রডিস ২, লফটহাউস ২ ) ( অনোল ২, কোপেনস, ডিকিন্সন-আত্মঘাতী )
বিরতি ২—১

ইংল্যাণ্ড—২ : সুইজারল্যাণ্ড—০
( মুলেন, উইলশ )
বিরতি ১—০

সুইজারল্যাণ্ড—২ : ইতালি—১
( বালাম্যান, হুগি ) ( বোনিপার্টি )
বিরতি ১—১

ইতালি—৪ : বেলজিয়ম—১
( প্যাণ্ডলফিনি-পেনাল্টি, গালি, ফ্রিজনানি, লরেঞ্জি ) ( অনোল )
বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইংল্যাণ্ড | ২ | ১ | ১ | ০ | ৬ | ৪ | ৩ |
| ইতালি | ২ | ১ | ০ | ১ | ৫ | ৩ | ২ |
| সুইজারল্যাণ্ড | ২ | ১ | ০ | ১ | ২ | ৩ | ২ |
| বেলজিয়ম | ২ | ০ | ১ | ১ | ৫ | ৮ | ১ |

প্লে-অফ্ : সুইজারল্যাণ্ড—৪ : ইতালি—১
( হুগি ২, বালাম্যান, ফেটন ) ( লেম্টি )
বিরতি ১—০

কোয়ার্টার ফাইনাল

জেনিভায়
পশ্চিম জার্মানী—২ : যুগোশ্লাভিয়া—০
( হোর্ভাট-আত্মঘাতী, রান )
বিরতি ১—০

তুরেক ; লাবাণ্ড, কোহলমেয়ের ; ইকেল, লাইব্রিশ, মাই ; রান, মরলক, ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার (অধিনায়ক), শেফার।

বিয়ারা ; স্ট্যানকোভিক, ক্রনকোভিক ; কাইকোস্কি, হোর্ভাট, বসকভ ; মিলুটিনভিক, মিটিক ( অধিনায়ক ), ভুকাস, ববেক, জেবেক।

বার্ণ-এ
হাঙ্গেরি—৪ : ব্রাজিল—২
( হিদেকুটি ২, কোজিস, ল্যাণ্টোস-পেনাল্টি ) ( ডি স্যাণ্টোস, জুলিনো )
বিরতি ২—১

গ্রসিকস ; বুজানস্কি, ল্যাণ্টোস ; বোজসিক ( অধিনায়ক ), লোরাণ্ট, জ্যাকারিয়াস ; এম টথ, কোজিস, হিদেকুটি, জিবর, জে টথ।

ক্যাস্টিলো ; ডি স্যাণ্টোস, এন স্যাণ্টোস, ব্রাণ্ডাওজিনো, পিনহিরো ( অধিনায়ক ), বাউয়ের ; জুলিনো, ডিড, ইণ্ডিয়ো, টজি, মাউরিনো।

লুসান-এ

অস্ট্রিয়া—৭ : সুইজারল্যাণ্ড—৫

( এ কোয়েনার ২, অকির্ক, ওয়াগনার ৩, প্রোবস্ট )

( বালাম্যান ২, হুগি ২, হানাপ্প-আত্মঘাতী )

বিরতি ২—৪

স্মিড ; হানাপ্প, বার্শাণ্ড ; অকির্ক, ( অধিনায়ক ), হ্যাপেল, কোলার ; আর কোয়েনার, ওয়াগনার, সোজাসপল, প্রোবস্ট, এ কোয়েনার।

পার্লার ; নিউরি, কার্নেন ; এগিম্যান, বকোয়েট ( অধিনায়ক ), কাজালি ; আণ্টেনেন, ভনলানথেন, হুগি, বালাম্যান, ফেটন।

ব্যাসেল-এ

উরুগুয়ে—৪ : ইংল্যাণ্ড—২

( বর্জেস, ভারেলা, শিয়াফিনো অ্যামব্রয় )

( লফটহাউস, ফিনি )

বিরতি ২—১

মাসপোলি ; সান্তামেরিয়া, মার্টিনেজ ; আন্দ্রাদে, ভারেলা ( অধিনায়ক ) ক্রুজ ; আবাদি, অ্যামব্রয়, মিগুয়েজ, শিয়াফিনো, বর্জেস।

মেরিক ; স্ট্যানিফোর্থ, বার্ন ; ম্যাকগ্রে, রাইট ( অধিনায়ক ), ডিকিনসন ; স্ট্যানলি ম্যাথিয়ুস, ব্রডিস, লফটাহউস, উইলশ, ফিনি।

## সেমি ফাইনাল

ব্যাসেল-এ

পশ্চিম জার্মানী—৬ : অস্ট্রিয়া—১

( শেফার, মরলক, এফ ওয়াল্টার ২ পেনাল্টি, ও ওয়াল্টার ২ )

( প্রোবস্ট )

বিরতি ১—০

তুরেক ; পসিপল, কোহলমেয়ের ; ইফেল, লাইব্রিশ, মাই ; রান, মরলক, ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার ( অধিনায়ক ), শেফার।

জেমান ; হানাপ্প, শ্লেজার ; অকির্ক ( অধিনায়ক ), হ্যাপেল, কোলার ; আর কোয়েনার, ওয়াগনার, সোজসপল, প্রোবস্ট, এ কোয়েনার।

লুসান-এ

হাঙ্গেরি—৪ : উরুগুয়ে—২
( জিবর, হিদেকুটি, কোজিস ২ ) ( হোবার্জ )

বিরতি ১—০

গ্রসিকস ; রজানস্কি, ল্যান্টোস ; বোজসিক ( অধিনায়ক ), লোরাণ্ট, জ্যাকারিয়াস ; বুদাই, কোজিস, পালোটাস, হিদেকুটি, জিবর।

মাসপোলি, সান্তামারিয়া, মার্টিনেজ ; আন্দ্রাদে ( অধিনায়ক ), কার্বালো, ক্রুজ, সাওতো, অ্যামব্রয়, শিয়াফিনো, হোবার্জ, বোরজেস।

### তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

জুরিখে

অস্ট্রিয়া—৩ : উরুগুয়ে—১
( সোজশপল-পেনাল্টি, ক্রুজ-আত্মঘাতী, অকির্ক ) ( হোবার্জ )

বিরতি ১—১

স্মিড ; হানাপ্প, বার্শাণ্ড ; অকির্ক ( অধিনায়ক ), কোলম্যান, কোলার ; আর কোয়েৰ্ণার, ওয়াগনার, ডিয়েনস্ট, সোজসপল, প্রোবস্ট।

মাসপোলি ; সান্তামারিয়া, মার্টিনেজ ; আন্দ্রাদে ( অধিনায়ক ), কার্বালো ক্রুজ, আবাদি, হোবার্জ, মেণ্ডেজ, শিয়াফিনো, বোরজেস।

### ফাইনাল—৪. ৭. ৫৪ ( ৫৫ হাজার দর্শক )

বার্ণ-এ

পশ্চিম জার্মানী—৩ : হাঙ্গেরি—২
( মরলক, রান ২ ) ( পুসকাস, জিবর )

তুরেক ; পসিপল, কোহলমেয়ের ; একেল, লাইব্রিশ, মাই ; রান, মরলক, ও ওয়াল্টার, এফ ওয়াল্টার, শেফার।

গ্রসিকস ; বুজানস্কি, ল্যাণ্টোস ; বোজসিক, লোরাণ্ট, জ্যাকারিয়া ; জিবর, কোজিস, হিদেকুটি, পুসকাস, জে টথ।

# সুইডেন
## ১৯৫৮

বিজয়ী ব্রাজিলের ব্যাজ

সুইডেনে ১৯৫৮-র বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা নানা কারণে স্মরণীয়। পেলের আবির্ভাব, ৪-২-৪ পদ্ধতিতে প্রথম ফুটবল খেলা এবং ব্রাজিলের প্রথম জুলে রিমে কাপ জয় আন্তর্জাতিক ফুটবলে আলোকবর্তিকা স্বরূপ। শুধু তাই নয়, ফ্রান্স তৃতীয় স্থান দখল করে যেমন, তেমনি তাদের লেফট ইন ফনটাইন বিস্ময়কর ফুটবল দেখালেন। এবারের কাপ সেরা দলই ঘরে তুলেছে, এমন না বলে বলা উচিত—শুরু থেকে শেষ বিশ্ব-ফুটবলের সেরা প্রতিযোগিতা হয়েছে সুইডেনে।

সুইডেন ঃ—সুইডিশ দল স্বদেশের মাটিতে অসংখ্য সমর্থকপুষ্ট হয়ে নিজেদের সম্মান বাড়াতে দারুণ খেলল এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সকলের প্রশংসাভাজন হল রানার আপের মাধ্যমে। অবশেষে সুইডিশ ফুটবল ফেডারেশন স্থির করে পেশাদারী ফুটবল ছাড়া গতি নেই। তাই সব পেশাদার খেলোয়াড়ের ডাক পড়ল বিশ্বকাপের জন্য জাতীয় দল গড়তে। শুধু গুনার গ্রেণ নামক শীর্ষস্থানীয়ের সুইডেনে ফেরার ডাক পড়ল না। ইতালি থেকে সকল পেশাদার সুইডেনে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে জর্জ রেনরকে জাতীয় দলের ম্যানেজার করা হয়েছে। ইতালিতে থাকাকালে শুধু খেলোয়াড়রা তাঁর অন্তরকে আহত করেননি, কর্মকর্তা ও দর্শকদের আচরণেও তিনি মর্মাহত হন। রেনর সর্বদা ফুটবল সম্পর্কে বলতেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফুটবল ভদ্রলোকদের খেলা।" কী কুক্ষণে যে তিনি রোমে গিয়ে চুক্তিতে সই করেছিলেন, তা না হলে অমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে কেন? নিয়েল লিডহোম তাঁর সম্পর্কে জানান "একটি সুখী দলের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ম্যানেজার।" তাছাড়া রেনরের চরিত্র অনুরূপ উপাদানে গঠিত। দলের সাফল্যের মাপকাঠিতে শুধু নয়, একটি পরিবারের মতো ওদের গড়ে তুলতে চাইতেন।

১৯৫৮-র বিশ্ব কাপের খেলা স্বদেশে হলেও সুইডেন অতীতকে অত্যন্ত মর্যাদা দিল। তারা শুধু ১৯৫০-এ ব্রাজিলে যে দল খেলেছিল তাদের নয়, ১৯৪৮-এর ওলিম্পিক ফুটবল দলকেও স্মরণ করল। ওদের ভিতর গ্রেণ ও লিডহোম তখনও

প্রায় স্বমহিমায় বিরাজিত। শক্তিমান ও বুদ্ধিদীপ্ত সেন্টার ফরোয়ার্ড গুনার নরডাল সুইডেন ছেড়ে মিলানে চলে গিয়েছিলেন, তিনিও এলেন। এঁরা খ্যাত হন 'গ্রণলি ত্রয়ী' নামে। নরডাল খেলবেন মধ্যস্থলে, 'প্রফেসর' গ্রেণ রাইট ইন ও নিয়েলস লিডহোম লেফট ইনে। লিডহোম অবশ্য বহুদিন রাইট হাফে থরহরি এনেছিলেন, তবুও লেফট ইনে খেলে চমক আনলেন মিলান দলে। অবশ্য ব্রাসেলসে ইউরোপীয়ান কাপ ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদ ৩-২ গোলে মিলানকে হারিয়েছিল। যেমন উচ্চতায়, তেমনি ক্ষমতায়; প্রচণ্ড শট ও বুদ্ধি দ্বারা তিনি লেফট বা রাইট ইনে তো বটেই, উইং হাফেও খেলতে সক্ষম ছিলেন। গ্রেণ ছিপছিপে, ধূর্ত, চমৎকার পাসে ও বল ও মারায় বিচক্ষণ—বিশেষত ডান পায়ে। স্বদেশে—গোটেনবার্গে ফেরার আগে মিলান, ফ্লোরেন্স ও জেনোয়া দলে ছিলেন।

আট বছর বাদে মিলান ইন্টারন্যাশনাল থেকে ফিরে এলেন খর্বকায় ও লম্বা চুলের ন্যাকা স্কোগ্লাং। ওখানে লেফট ইন থেকে লেফট উইং-এ গিয়ে চমৎকার বল-প্লেয়ারের খ্যাতি অর্জন করেন। দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বাঁ পায়ের শট দ্বারা। রাইট উইং-এ এলেন ইতালি থেকে সাম্প্রতিক 'রপ্তানী' কুর্ট (কুরে) হ্যামরিন। ইনিও বেঁটেখাটো, কিন্তু ড্রিবলিং-এ অদ্বিতীয়। যেমন তিনি মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে যান, তেমনি উইং-এও অপ্রতিরোধ্য। একবার বলোগনার বিরুদ্ধে ফিওরেন্টিনার পক্ষে হ্যামরিনকে নামানো হল, কোচ ওই ম্যাচে ওঁর খেলা দেখে শুধু একটি কথাই বললেন, চমৎকার! হ্যামরিনের সঙ্গীরা বললেন, তোমাদের দলটি বেশ ভাল। হ্যামরিণ বললেন, কোচ নতুন উইঙ্গারটির কথা উল্লেখ করছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এই দুই উইঙ্গারই মাৎ করে রেখেছিলেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল দলকে ফাইনালে পেঁাছে দেওয়া।

ইতালিতে 'রে অফ মুনলাইট' নামে খ্যাত চমৎকার লেফট উইঙ্গার ও লেফট ইন আর্নে সেলমোসোনকে কোচ রেনর একটির বেশি ম্যাচ খেলতে দিলেন না। খেলাননি দলের স্ট্রাটেজি ও ট্যাকটিক্যাল কারণে। সেলমোসোন সম্পর্কে কোচ বললেন, "তার ধীর গতির খেলা এই সম্ভ্রান্ত দলকে আরও পিছনে ফেলে দেবে। উপরন্তু এবারের বিশ্ব কাপে সুইডেনই সর্বাপেক্ষা ধীরগতির দল।" সুইডেন ১-২ গোলে হারবার পরই কোচ ওই মন্তব্য করেন। তিনি আরও বললেন, "যদি এখানে ১০০ গজের রিলে দৌড় হয়, তবে সুইডেন সকলের শেষে পেঁাছবে, তবুও ফুটবলে আমরা ফাইনালে উঠছিই।" রেনর সেকথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়েছিলেন।

সেন্টার হাফে ডাকা হল আর একজন ইতালো-সোয়েডকে। তিনি পুলিস বিভাগের প্রাক্তন জুলি গুস্তাভসন। আটালান্টার এই খেলোয়াড় ১৯৫৫-য় বেলফাস্টে অবশিষ্ট ইউরোপীয় দলে খেলেন এবং এঁদেরই কাছে গ্রেট ব্রিটেন পরাস্ত হয়। আটালান্টার বিরুদ্ধে ইতালীয় ফেডারেশন দুর্নীতির অভিযোগ এনেছিল বারি-র সঙ্গে একটি খেলা নিয়ে। গুস্তাভসন তখন ওই দলে। এই গণ্ডগোলের সময় আটালান্টা ওঁকে নিতে রাজি হলেও আগে ওঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি। আবার

গণ্ডগোল যখন মিটল, তখন এমন অবস্থা যে, গুস্তাভসন সুইডেনের পক্ষে সেমি ফাইনালেও খেলতে পারবে না এবং ফাইনালে খেললে ৫ হাজার ক্রাউন খেসারত দিতে হবে। গুস্তাভসন খেললেন কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ভালই প্রতিরোধ করলেন।

ইতালি থেকে আগত একজনই শুধু হতাশ করলেন। গ্রেণ ও লিডহোমের সূচনা শুভ হলেও শক্তিমান ও চমৎকার গোলদাতা এবং ফরোয়ার্ড ব্রর মেলবার্জ আশানুরূপ খেলতে পারলেন না। গোলমুখে বল পেয়ে শেষ কাজটুকু করতে অক্ষম হওয়ায় দ্রুত দল থেকে বাদ পড়লেন।

আশ্চর্যের কথা শুরুতে সুইডেনের সাংবাদিকরা, সাধারণ দর্শকবৃন্দ—কেউই ভাবেননি সুইডেন ফাইনালে উঠবে। অথচ তাঁরা জানতেন, দল খেলছে ভাল, স্বদেশের মাঠে সমর্থকও অসংখ্য। অবশ্য শুরুর এই আত্ম-প্রশংসা অনেক সময় ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায় পরিণামে। তবে সুইডেন একের পর এক যখন ম্যাচ জিতেছে, ক্রমশ খেলার উন্নতি ঘটিয়েছে, তখনই নিরপেক্ষ ও শান্তিপ্রিয় দর্শক সমৃদ্ধ এই দেশের জনসাধারণ সাবাস জানিয়েছেন নিজেদের দলকে। কিন্তু তাঁরা দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সেমি ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে। দেশপ্রেমের এমন উগ্র প্রকাশ কদাচিৎ চোখে পড়ে, অন্তত খেলার মাঠে।

**সোভিয়েত ইউনিয়ন :** সোভিয়েত ইউনিয়ন এই প্রথম বিশ্ব কাপে খেলতে এল। ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়ে এলেন গ্যাব্রিয়েল ক্যাচোলিন এবং তাঁর সহকারী রুশবিপ্লবের বীর সৈনিক মিখাইল ইয়াকুশিন। এই ইয়াকুশিন ১৯৪৫ সালে মস্কো দিনামো দল নিয়ে ব্রিটেন ও সুইডেন সফরে গিয়ে খুব সুনাম অর্জন করেছিলেন। ওই সফরের পর সোভিয়েত ফুটবল দ্রুত উন্নতির পথ ধরে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তাঁরা এগোয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা ১৯৫২-য় হেলসিংকি ওলিম্পিকের আগে পর্যন্ত তারা নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। হেলসিংকিতে তারা যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ৫-৫ ড্র করে প্রচণ্ড লড়াই দ্বারা, তারপর অবশ্য ১-৩ গোলে হারে। সুইডেনে আসার আগে মস্কোয় তারা ইংল্যান্ডকে জিততে দেয়নি। তাদের সঙ্গে ড্র হয়। সুইডেনে আবার তারা ইংল্যান্ডের সঙ্গে ব্রাজিল ও অস্ট্রিয়া গ্রুপে খেলল।

সোভিয়েত দলে বেশ ভাল কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন। সারা মাঠে বিচরণকারী আর্মেনিয়ান সেন্টার ফরোয়ার্ড সিমোনিয়ানের তো তুলনাই হয় না। আর গোলে সর্বকালের সেরা লেভ ইয়াচিন। ১৯৫৮-য় তিনি শ্রেষ্ঠত্বের কিছু নজির দেখান। মস্কো দিনমোর 'টাইগার' খোমিচের খেলাকে তিনি ম্লান করে দিলেন। লেফট ইন্ সালনিকভ ও লেফট হাফ ইগর নেটো অপ্রতিরোধ্য ও দুর্ভেদ্য। অধিনায়ক নেটোর কৃতিত্বে সোভিয়েত দল ১৯৫৬-য় মেলবোর্ণ ওলিম্পিকে ফুটবল-সোনা জেতে। কিন্তু সুইডেনে এসে হাঁটুতে ভীষণ আঘাত পাওয়ায় তাঁর মাঠে নামা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। তাঁর আঘাত গোটা সোভিয়েত দলের উপরেই আঘাত হানল। কেননা, তাঁর প্রাণবন্ত ও আক্রমণাত্মক খেলার উপরে সোভিয়েতকে বেশ নির্ভর করতে হত।

সোভিয়েত দলের আরও ক্ষতি হল তরুণ শক্তিমান সেন্টার ফরোয়ার্ড এডওয়ার্ড স্ট্রেলসভ বারো বছরের জন্য লেবার ক্যাম্পে নির্বাসিত হওয়ায়। টর্পেডো মস্কোর এই খেলোয়াড়কে সাজা দেওয়া হয় ধর্ষণের অভিযোগে। অর্থাৎ তাঁর জীবন অন্য পথে প্রবাহিত হওয়ার উপক্রম। কিন্তু 'রাজক্ষমায়' দ্বারা তাঁর শাস্তি মকুব হল এবং তিনি শুধু ফুটবলে ফিরলেন না, আন্তর্জাতিক দলেও খেললেন। দুবার তিনি 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হলেন। অবশ্য কখনও বিশ্ব কাপে খেলার সুযোগ পাননি।

**উত্তর আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস্ ও স্কটল্যান্ড ঃ** ব্রিটিশ দলগুলির মধ্যে সকলের প্রিয় ইংল্যান্ড। কিন্তু উত্তর আয়ারল্যান্ড চমৎকার খেলোয়াড়পুষ্ট হয়ে এল। এই প্রথম গ্রেট ব্রিটেনের চারটি দলই ফাইনাল পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।

ইংল্যান্ডের সব আশা-ভরসা নির্মূল হয়ে যায় এর আগের ফেব্রুয়ারিতে মিউনিখে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায়। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের সেরা খেলোয়াড়রা দুই-এঞ্জিনের যে বিমানে ছিলেন, সেটি রানওয়ের প্রান্তে গিয়ে একটি বাড়ির গায়ে ধাক্কা খায়। বরফে ঢাকা থাকায় পাইলট সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না সেদিন। এর ঠিক আগেই বেলগ্রেডে ইউরোপীয়ান কাপে ওরা ৩-৩ করে। নিহত-দের মধ্যে ছিলেন অধিনায়ক ও ইংল্যান্ডের প্রতিভাবান লেফট ব্যাক রজার বিয়ার্নে, চমৎকার সেন্টার ফরোয়ার্ড টমি টেলর। টেলর যেমন শূন্যে, তেমনি মাটিতেও দুর্ধর্ষ ছিলেন। ডানকান এডওয়ার্ডসের বয়স একুশ। অনেকের মতে যুদ্ধের পরে তাঁর মত অত ভাল লেফট হাফ ইংল্যান্ডে পাওয়া যায়নি। তাঁর মৃত্যু আরও করুণ। ওই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে তিনি গেলেন হাসপাতালে। সেখানে তাঁর যকৃতে মেশিন লাগিয়ে বাঁচাবার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

একুশ বছর বয়সী ববি চার্লটনকে তেমন সমর্থ মনে হল না। তাঁর লাজুক মনোভাব তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখে বহুদিন। তবে প্রাক-বিশ্ব কাপের খেলাগুলিতে খেলেন এবং বেলগ্রেডে তাঁর খেলা কারুর পছন্দ হয়নি। যুগোশ্লাভিয়ার কাছে তো ০—৫ গোলে হার হল। তাঁকে বিশ্ব কাপের কোনো ম্যাচেই নামানো হল না। নির্বাচকমণ্ডলী ও ম্যানেজারের ওই সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা হলেও যে অবস্থায় চার্লটন বাদ পড়েন, আখেরে তা চার্লটনের পক্ষে শুভ ফলই দিয়েছিল।

উত্তর আয়ারল্যান্ড ফাইনাল রাউন্ডে উঠল অভাবনীয়ভাবে ইতালিকে হারিয়ে, নির্মূল করে দক্ষিণ আমেরিকানদেরও। তারা রোমে অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত ০-১ গোলে হারে। ক্ষুদে উইলবার কুশ সেন্টার হাফে বেশ খেলেন, ফ্রিকিক্ থেকে সার্জিও সার্ভাটো গোল দিতে পারতেন। অবশ্য বেলফাস্টে তাদের আশা সিদ্ধ হয়। জানুয়ারিতে চূড়ান্ত খেলার দিন ধার্য হল। কিন্তু নাট্যপরিচালক হাঙ্গেরীয় রেফারি ইশভ্যান জল্ট আটকে গেলেন কুয়াশার জন্য। ওদিকে ইতালীয়রা আইরিশ রেফারির পরিচালনায় খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তবুও উদ্যোক্তারা খেলার দিনক্ষণ না পাল্টে পূর্ব-সিদ্ধান্তে অটল রইলেন।

জুয়ান শিয়াফিনো—যিনি গত দুটি বিশ্ব কাপে উরুগুয়ের প্রধান হাতিয়ার ছিলেন, এখন তিনি মিলানে এবং সেই সুবাদে ইতালির জাতীয় দলে। তিনি এক লাথিতে উইলবার কুশকে কুপোকাত করলেন। আয়ারল্যাণ্ডের গোলরক্ষককে আঘাত দিতে সক্ষম না হয়ে ফাওরেন্টিনার রাইট হাফ চিয়াপেলা বিপক্ষের ম্যাক আদমের পিঠে লাফিয়ে পড়লেন। ফলে শেষ বাঁশি ( ২-২ ) বাজতেই দর্শকরা মাঠে ঢুকে পড়ে। আইরিশ অধিনায়ক ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার প্রতিটি ইতালীয় খেলোয়াড় পিছু একজন করে আইরিশকে দাঁড় করিয়ে দিলেন। ইতালির লম্বা-চওড়া যে সেণ্টার হাফ ফেরারিও খেলার সময় দুজন আইরিশের উপর লাফিয়ে পড়েছিলেন, এবার তাঁর অবস্থা কাহিল হল। দর্শকরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে ধরাশায়ী করে ফেলল। মাঠে তখন বীভৎস দৃশ্য। চারিদিকে কেবল চিৎকার আর হুটোপুটি। পুলিস কিন্তু এমন কয়েকজনকে বেদম প্রহার করলেন, যাঁরা শুধু অটোগ্রাফের জন্যই এসেছিলেন। সত্যিই নৃশংস ঘটনা। কিন্তু আসল খেলায় আয়ারল্যাণ্ড ভাল খেলেই ২-১ গোলে জিতল। গোল দিলেন ম্যাকলরি ও আহত কুশ। ইতালি দলে ১৯৫০-এর বিশ্ব কাপের আর এক খ্যাতনামা উরুগুয়ান ঘিঘিয়া খেলেন। কিন্তু তাঁকে দেশে পাঠানো হয় লঘুপাপে।

বেশ সাহসিকতা দেখিয়েই আয়ারল্যাণ্ড ফাইনাল রাউণ্ডে গেল। রবিবারে খেলা পয়মন্ত নয়, তবুও উলস্টারে খেলতে হল চাপে পড়ে বিশ্ব কাপের স্বার্থেই। গোঁড়ামি নিয়ে আইরিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন খুবই হৈ-চৈ করেছিল, পরে ওরা থেমে যায়।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের অভূতপূর্ব উন্নতি ও সাফল্যের মূলে ছিলেন উৎসাহী ম্যানেজার পিটার ডোহার্টি এবং তরুণ ও প্রতিভাময় গ্রেগ, ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার, পিকক, ম্যাক পারল্যাণ্ড, কুশ ম্যাকলরি ও কিংহ্যাম। মিউনিখ দুর্ঘটনার আগে এদের ভাল সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিল। ডেরেক ডাউগন তখন কাঁচা থাকলেও এখন তিনি পরিণত হতেন। মিউনিখের পর তারা সেন্টার হাফহীন হল। ওই দুর্ঘটনায় ড্যানির ছোট ভাই জ্যাকি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার নিহত হন। গোলরক্ষক হ্যারি গ্রেগও মানসিক অশান্তিতে ছিলেন। তাই সুইডেনে গিয়ে ট্রেনার গেরি মরগ্যান ওদের সঙ্গেই শুতেন। অনেক রাত গেছে যখন মরগ্যান ও গ্রেগ সারারাত পায়চারি করেছেন উপর থেকে নিচে ও নিচে থেকে উপরে। মিউনিখে তাঁর অতুলনীয় আচরণের কথা ভোলা যায় না। মরগ্যানই অনেক যাত্রীকে রক্ষা করেছিলেন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে।

পিটার ডোহার্টি চমৎকার লেফট ইন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন ক্লাবে। তবে বেশি খ্যাত হন ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ডার্বি কাউণ্টিতে খেলার সময়। যুদ্ধপূর্ব বছরগুলিতে আইরিশ জাতীয় দলের একজন খেলোয়াড় হলেও ইংল্যাণ্ডের শীর্ষ-স্থানীয় ক্লাবগুলির আচরণ তাঁকে বেশ দাগা দিয়েছিল। তারা আইরিশ খেলোয়াড়-দের শেষ সময়ে ছেড়ে দেয়, ফলে তাদের পক্ষে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার জন্য

প্রস্তুত হওয়া সম্ভব ছিল না। ডোহার্টি ম্যানেজাররূপে ওই কথা মনে রাখেন এবং স্থির করেন আয়ারল্যাণ্ডকে কখনও ওরকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে দেবেন না।

ডোহার্টি ভাগ্যবান ছিলেন। মাঠে তাঁর পরিকল্পনা রূপায়ণে দুজন দোসর পেলেন। একজন রাইট হাফ ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার অপরজন ইনসাইড ফরোয়ার্ড জিমি ম্যাকলরি। উভয়ের যেমন টেকনিক্যাল জ্ঞান, তেমনি ট্যাকটিকসে প্রাজ্ঞ। এঁদের দুজনের খেলাই গোটা দলের রাশ টেনে ধরত মাঠে এবং এঁদের প্রভাবেই বাকি নয়জন খেলা চালিয়ে যেতেন। বিশ্ব কাপের আগে পশ্চিম জার্মানীর চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে, চেকদের সঙ্গে ও আর্জেণ্টিনিয়ানদের সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ড ড্র করল। ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার হঠকারী পরিকল্পনা নিলেন—"অন্যরা আবার গোল করার আগে আমাদের ড্র করতেই হবে।"

বিলি বিংহ্যাম ক্ষুদে হলেও সাণ্ডারল্যাণ্ড ও লুটনের রাইট আউটে খ্যাতি ছিল। কুশ তো চমৎকার রাইট আউট। ইনি পরবর্তীকালে দলের ম্যানেজার হন। দলের সাফল্যে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। উপযুক্ত সেণ্টার ফরোয়ার্ড না থাকায় তাঁর 'ডাবল' সেণ্টার ফরোয়ার্ড পরিকল্পনা বেশ কার্যকর হয়। তাছাড়া ফ্রি-কিক, কর্ণার ও থ্রো-ইনের কঠোর অনুশীলন দ্বারা দল অনেক উন্নত হল। অতঃপর সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা তিনি আয়ারল্যাণ্ডকে অনেকটা 'ক্লাব সাইড'-এর মত গড়লেন।

ওয়েলসও সমান দৃষ্টি কেড়ে নিল। তবে তাঁদের সুইডেন গমন রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার বৈ নয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে হেরে তারা প্রাথমিক পর্বে ছাঁটাই হয়েছিল। যখন ইজরায়েল-বিরোধী বিভিন্ন দেশ প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিল রাজনৈতিক কারণে, তখনই ওয়েলস-এর সুইডেন গমনের সুযোগ এল। ফিফা ঘোষণা করল, যারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে তারা নাম প্রত্যাহারকারী প্রথম দলগুলির জায়গায় খেলবে। উরুগুয়ে রাজি হয়নি ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নামতে, তাই ওয়েলসকে খেলতে হল। 'হোম' ও 'আওয়ে'তে ওয়েলস ২-০ গোলে ইজরায়েলকে হারাল ও সুইডেনে গেল। ইতোমধ্যে জুভেণ্টাস তাদের দল থেকে কুশলী সেণ্টার ফরোয়ার্ড জন চার্লসকে ছেড়ে দিয়েছে। চার্লসকে পেয়ে ওয়েলসের খেলায় দারুণ উন্নতি হয়। মাত্র ১৭ বছর বয়সে চার্লস আন্তর্জাতিক ফুটবলে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম মরশুমে ইতালিতে চমৎকার খেলেছেন। ওয়েল-সের ম্যানেজার জিমি মারফি দিলখুস মানুষ। মিউনিখ বিমান দুর্ঘটনায় ম্যাট বুসবি গুরুতর আহত হলে তিনিই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব পালন করেন কৃতিত্বের সঙ্গে! ওয়েলসে চার্লস ছাড়াও রয়েছেন বিখ্যাত ও শান্ত দীপ্তিময় গোল-রক্ষক জ্যাক কেলসি এবং উঁচুদরের লেফট ইন আইভর অলচার্চ।

ওয়েলসু ভীষণ উপকৃত হল সালজোব্যাডেন-এ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে। ওখানে নাকি প্রচুর বিয়ার বোতল দ্রুত নিঃশেষিত হত। কিন্তু নিরামিষাশী ব্রাজিলকে তবুও ওয়েলসু টিট করতে পারেনি। ফ্রান্স ও ওয়েলসু উভয়েই কোপার-বার্জের ঘরানায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। হাঙ্গেরীয় পদ্ধতিতে তারা স্থানীয় দলগুলির বিরুদ্ধে

গাদা গাদা গোল দিত। এসব জয়ের তেমন মূল্য না থাকলেও গোলের সংখ্যা নিশ্চয়ই সাহস বাড়াবার পক্ষে কার্যকর ছিল।

স্পেনকে ছাঁটাই করে স্কটল্যান্ড ভাল কাজই করেছিল, কিন্তু হ্যামডেনে তারা ইংল্যান্ডের কাছে ০-৪ গোলে হারল। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী গ্রুপের সর্বনিম্নে স্থান পেল। তারা হারে উরুগুয়ে বিজয়ী প্যারাগুয়ের কাছে। হারে যুগোশ্লাভিয়া ও ফ্রান্সের কাছেও।

হাঙ্গেরি ঃ ১৯৫৪-র ফাইনালে হাঙ্গেরির পরাজয় হলেও তাদের নৈতিক জয় হয়েছিল। এবার তাদের পঞ্চাশের দশকের শুরুর দলের বিপরীত মনে হল। ১৯৫৬-য় হাঙ্গেরিতে বিপ্লব হল। সামরিক বাহিনীতে তখন দোদুল্যমান অবস্থা থাকলেও হনভেড মিলিটারি দল সেরা খেলোয়াড়পুষ্ট হয়ে বিদেশে খেলে বেড়াচ্ছিল। কর্তৃপক্ষ নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাতের জন্য সব কাজ তরান্বিত করলেন। অপূরণীয় ক্ষতি হল কোজিস ও পুসকাস নিজেদের 'নির্বাসিত' করে রাখায়। কুবালা তো এঁদের আগেই স্প্যানিশ ফুটবলে নিজেকে নিয়োজিত করেন। চমৎকার উইঙ্গার জোলটান জিবর অন্যত্র চলে গেলেন, আর যদিও জোসেফ বোজসিক ও ন্যানডর হিদেকুটি প্রগাঢ় দেশপ্রেমের জন্য স্বদেশেই রইলেন, তবুও তাঁরা তো ফুটবলার হিসাবে তখন প্রবীণের দলে।

এর উপরে আবার অন্য অভিযোগ ঃ "বুদাপেস্ট বিমানঘাটিতে পুলিস হাঙ্গেরির খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বেআইনী টাকা বাজেয়াপ্ত করল। ওরা নাকি ওই অর্থ নিয়ে যাচ্ছিল বিদেশে বাজার করতে। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, খেলোয়াড়দের কিন্তু বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপ দলের অধিনায়ক গুস্তাভ সেবেস মন্তব্য করলেন, "আমি কখনও হাঙ্গেরি দলকে এমন শারীরিক অবসাদগ্রস্ত ও মানসিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিনি। তারা প্রত্যেকেই স্নায়ুর চাপে ভুগছিল।" অথচ কিছুদিন আগেও তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না। ট্যাকটিকসে তাদের জুড়ি কেউ ছিল না। তাদের কঠোর ট্রেনিং এবারও অব্যাহত ছিল। কিন্তু সবই যেন ধুলোয় মিশে গেল। অবশ্য অভয় দিলেন সাংবাদিকরা, "এবার হাঙ্গেরি যা-ই খেলুক, তাদের ভবিষ্যৎ আছে।"

ফ্রান্স ঃ কোপারবার্জে প্রতিযোগিতার ২৯ দিন আগে ফরাসীরা এল পরম উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান মঁসিয়ে পল নিকোলাসের অভিভাবকত্বে। মঁসিয়ে পল নিজেও এক সময় জাতীয় দলে খেলেছেন। তাঁর সঙ্গে এলেন প্রাক্তন দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক আলেক্স থেপট ; থেপট এখন নির্বাচকমণ্ডলীতে। ম্যানেজার অ্যালবার্ট ব্যাটেক্সের সহকারী হিসাবে সুইডেনে দেখা গেল জিন স্নেলা-কে। ফ্রান্স সম্পর্কে শুরুতে কেউই ভাবেনি তারা অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে ফুটবলে। তাই কেউ তাদের সঙ্গে তেমন গা লাগিয়ে খেলেওনি। রিয়াল মাদ্রিদ রেমণ্ড কোপাকে ছেড়ে দেওয়ায় ফ্রান্স দলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হলেও তারা খুব আহামরি কিছুই খেলেনি। ডি স্টিফানোর কুশলতার দাপটে উইং-এ কোপার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় রিয়ালে। কুবালার সহযোগিতায়

তার স্পেন অক্ষম ছিল স্কটল্যান্ডকে পরাস্ত করতে। কিন্তু ফ্রান্সে তিনি সেণ্টার ফরোয়ার্ডে এসে খেলা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে ফুটবলে চমক দেখালেন। যেমন বল নিয়ন্ত্রণে, তেমনি থ্রুপাসে। তাঁর সঙ্গে সমানভাবে সহযোগিতা করতে লাগলেন ফনটাইন। গোটা প্রতিয়োগিতায় সর্বজনপ্রিয়দের অন্যতম হলেন ফনটাইন। গোল দিলেন রেকর্ড সংখ্যক—১৩টি।

ফনটাইনের জন্ম মরোক্কোয়। সুইডেনে আসেন রিজার্ভ খেলোয়াড় হয়ে। তাঁর কথায়, "আমি সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিলাম কোপা আসার আগে পর্যন্ত।" ফনটাইনের দলে আসা সুনিশ্চিত হয়, যখন ট্রেনিং-এর সময় রেনে ব্লেয়ার্ড গোড়ালিতে আঘাত পেয়ে দেশে ফিরলেন। ময়লা, সুঠামদেহী ফনটাইনের গুণ অনেক—যেমন দ্রুত পাস দেন, তেমনি বল নিয়ে অ্যাথলীটের মত ছুটতে পারেন এবং প্রতিটি শট নিখুঁত। শুধু তাই নয়, কোপার নির্দেশমত প্রতিটি কাজ করলেন মাঠের মধ্যে। ফরাসী সাংবাদিকরা যখন ১৯৫৮-র প্রতিযোগিতা শেষে বললেন, "লে ভ্রায় ডাউফিন", তখন তা মোটেই নিছক প্রশস্তি ছিল না।

পশ্চিম জার্মানী ঃ গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী এল যেন নৈতিক দায়িত্ব মেটাতে। সোভিয়েত, চেকোশ্লোভাকিয়া, প্যারাগুয়েকেও তাই মনে হল। আগেই জানা গেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন স্ট্রেলসভকে কারাগারে পাঠায়। রাইট উইঙ্গার বরিস টাটুসিন ও লেফট ব্যাক ওগোনকভ বিশ্ব কাপ থেকে বাদ পড়লেন শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগে। 'পেশাদারীত্বে'র অভিযোগে প্যারাগুয়ে বাদ দেয় তাদের দুই সেরা ফরোয়ার্ড জারা ভ্রাতৃদ্বয়কে। চেকোশ্লোভাকিয়া অযোগ্য ঘোষণা করল দুর্দ্ধর্ষ সেণ্টার হাফ জিরি হেলডিক-কে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি ট্রান্সফার চেয়েছিলেন।

পশ্চিম জার্মানী অবশ্য হেলমুট রানকে সাসপেণ্ড করেনি। তাঁকে 'পুনর্বাসন' দেওয়া হল। গত বিশ্ব কাপের ফাইনালে জার্মানীর পক্ষে বোমাবর্ষণকারী এই রাইট উইং ভীষণ পানাসক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর ওজন বাড়তে থাকে। এছাড়াও মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে জেলেও যান। সুইডেনের সাংবাদিকরা 'আঙ্কল' শেপ হারবার্জারের আচরণে প্রমাদ গণলেন। তাঁরা বললেন, "আঙ্কল, তুমি তোমার খেলোয়াড়দের প্রতি সু-আচরণ কর না। মনে হয় ওরা তোমার কাছে সংখ্যা বৈ নয়। তুমি বড্ড বাস্তবধর্মী। বাস্তববাদী ও নীতিবাদীতে কিন্তু পার্থক্য অনেক।" জার্মানদের 'আঙ্কল' তখন শুধু হেসেছিলেন। রানকে ১৯৮৪-য় দক্ষিণ আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ডে খেলতে পাঠানো হয়েছিল, এবার সুইডেনেও সেই মর্যাদাই পেলেন। অন্যায় মকুব করে তাঁকে পূর্ণ মর্যাদাই দেওয়া হয়।

বার্ন-এ ফাইনালে জয়ের পরে পশ্চিম জার্মানদের অনেক দোষও গুণ হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু তার ফল দেখা যায় কিছুদিনের মধ্যেই। অপরিমিত মদ্যপানের জন্য তাদের দলে জণ্ডিস সংক্রামক হয়ে দেখা দিল। ১৯৫৪-র দুই বা একজন নয়, সাতজন বাদ গেলেন। ওঁরা—তুরেক, কোহলমেয়ের, লিবেরিশ, মাই, ওটমার,

ওয়াল্টার ও মরলক। ফ্রিজ ওয়াল্টার ৩৭ বছর বয়সেও দলের স্ট্রাটেজি রচনার মুখ্য ভূমিকা নিলেন। হ্যান্স শেফার আলোচনার পর রানকে উইং-এ রেখে দিলেন। উপরন্তু দলে দুটি নতুন শক্তিশালী মুখ দেখা গেল। একজন লেফট হাফ হোস্ট জিমানিয়াক, আর একজন ( পরবর্তীকালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ) সারা মাঠ বিচরণকারী শক্তিমান সেণ্টার ফরোয়ার্ড হামবুর্গের তরুণ উয়ে জিলার। ১৯৫৪-য় আঠার বছর বয়সেই তিনি জাতীয় দলে নির্বাচিত হন। জার্মানীর ফুটবলে অন্যগতকালের আদর্শ এই জিলার।

আর্জেণ্টিনা ঃ আর্জেণ্টিনা খেলল পশ্চিম জার্মানীর গ্রুপে। তাদের দল অবশ্য এর আগেই ইতালি দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। মাত্র এক বছর আগে আর্জেণ্টি-নার তিন প্রতিভাবান ম্যাসিও, অ্যাঞ্জেলিলো ও সিভোরি লিমায় 'দক্ষিণ আমেরিকা বিজয়ী' হন। ওঁদের খেলা দেখে ইতালির ক্লাবগুলি লোভ সামলাতে পারেনি। ওদের জালে ধরা পড়লেন শান্ত মেজাজী লেফট ইন আর্নেস্টো গ্রিলো।

আর্জেণ্টিনা কৌশলে রিভার প্লেটের লেফট ইন অ্যাঞ্জেল লাব্রুনাকে এনে অতিকষ্টে কোয়ালিফাইং রাউণ্ড অতিক্রম করলেও অখ্যাত বলিভিয়ার কাছে তারা হেরে যায়। আর এক প্রবীণ খ্যাতনামা সেণ্টার হাফ নেস্তর রসি-কে তারা পেলেও তিনি খুব কার্যকরী ছিলেন না।

ব্রাজিল ঃ ব্রাজিলের সুইডেনে আসার পথ সহজ না থাকলেও তারা এখানে এসে ক্রমশ 'ফেভারিট' হয়ে ওঠে। তাদের শেষ কোয়ালিফাইং ম্যাচ হল রিও-তে পেরুর বিরুদ্ধে। ব্রাজিল এই খেলায় মাত্র ১-০ গোলে জেতে। ডিডি-র অন্যতম বিখ্যাত 'ফগিলা সেক্কা' ( ফলিং লিফ ) ফ্রি-কিকই গোলটি দেয়। ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে ওই কিক্ 'ব্যানানা শট' নামে খ্যাতিলাভ করে। দুই বছর আগে ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ডিডি অনুরূপ শটে বেশ সফল হন, তা না হলে তাদের পরা-জয়ের ব্যবধান নিশ্চয়ই ২-৪ গোলের বেশি হতই। তথাপিও এই ডিডি ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপে খেলা থেকে বাদ পড়ার উপক্রম হন এবং উদ্বোধনী খেলায় তাঁর নামার পর ডিডি-অনুরাগীরা আশ্বস্ত হন। ডিডি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল একাধিক। প্রথমত তাঁর বয়স ত্রিশ। অর্থাৎ খুব বুড়ো। দ্বিতীয়ত তিনি শ্বেতকায় মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। তৃতীয়ত তিনি আগের মত কঠোর অনুশীলন করছিলেন না। এই সব শুনে ডিডি ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "ওরা যদি আমাকে বাদ রেখে যায়, তবে তা বেশ হাস্যকর ব্যাপার হবে। তা ছাড়া আমি তো ওদের টিকিটের দাম দিয়েছি।" অনেকটা খ্যাতনামা জনৈক নিগ্রো জাজ সঙ্গীতজ্ঞের মত দেখাত। তাই ওই ব্যঙ্গোক্তি।

১৯৫৬-য় ব্রাজিলের ইউরোপ সফর তেমন দৃষ্টি কেড়ে না নিলেও তারা এই সফর থেকে দারুণ সুফল পেল। তিন ব্যাকের খেলা তাদের কাছে 'বিদেশী', তাই ওর বদলে ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলা শুরু করে এই সফরে। ব্রাজিলীয় ফুটবলেও ৪-২-৪ নিয়ে ভীষণ সমালোচনা হয়। অবশ্য কেউ কেউ বললেন, প্যারাগুয়ের কোচ

বিখ্যাত ফ্লেইরাস সোলিচ এই পদ্ধতি রিওতে আমদানী করেন। এই পদ্ধতির প্রতিটি মুহূর্ত ভীষণ বেগবান। আর সাওপাওলোর ভিসেন্ট ফিওলা জাতীয় দলের মধ্যে এ পদ্ধতি প্রয়োগ শুরু করেন।

এই ফিওলা সুইডেনে নিয়ে এলেন সেরা ব্রাজিল দল। ইতোপূর্বে এত চৌখশ ব্রাজিল কখনও ইউরোপ সফরে আসেনি। সুইডেনে তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন দারুণ উৎসাহী ও কর্মঠ চিকিৎসক ডাঃ হিল্টন গসলিং। সুইডেনে পেঁছে তিনি শত শত মাইল ঘুরলেন দলের প্রশিক্ষণের জন্য উপযুক্ত স্থান খুঁজে বের করতে। গোটেন-বার্গের বাইরে হিণ্ডাস বনের মধ্যে তিনি মনের মত স্থান পেলেন। সোভিয়েত দলও ওখানে বাস নিল। সোভিয়েতরা যখন মাছ ধরার নেশার ফাঁকে অবসর পেতেন, তখনই বনের মধ্যে চলে যেতেন ও ভল্লুকের মত উঁকি মেরে ব্রাজিল দলের আনন্দময় অনুশীলন দেখতেন আর শুনতেন বহু পুরুষকণ্ঠের সমস্বর চিৎকার। ইংল্যাণ্ড এল। তবে হিণ্ডাস বনের মধ্যে অনুশীলনের পক্ষে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তারা গোটেনবার্গের মধ্যস্থলে এক হোটেলে বাস নেয়। বোঝা গেল তাদের দূরদর্শিতার বেশ অভাব। ওয়েলসীয় বা আইরিশদের মত বন্ধুত্বের বা এক পরিবার-ভুক্ত হওয়ার মনোভাব যে ইংল্যাণ্ডের নেই, বেশ বোঝা যায়। জর্জ রেনর বললেন, "এ কি পাপ বা লজ্জা নয় যে, ইংল্যাণ্ড একাকী পার্ক এভিনিউয়ে থাকবে?"

ব্রাজিলীয়রা গসলিং-কে পিতৃসম শ্রদ্ধা করতেন। বার্ন-এর স্মৃতি তাদের প্রত্যেকের মনে। গসলিং তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা শুধু নন, তিনি খেলো-য়াড়দের দেখেই বুঝতেন, তার মধ্যে সারবস্তু কী আছে। গসলিং নিজেকে জাতীয় স্বার্থে এমনভাবে নিয়োজিত করেছিলেন যে, কখনও কখনও দিনের পর দিন গোঁফ-দাড়ি কামাবারও সময় পেতেন না। গসলিং কখনও সব খেলোয়াড়কে জড়ো করে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বক্তৃতা দিতেন না। আবার পৃথকভাবে কথা বলাও ভীষণ অপছন্দ ছিল। তিনি মনে করতেন এসবে সমস্যা আরও বাড়ে। এর বদলে তিনি খেলো-য়াড়দের সামনে বিপক্ষদলের কোনো খ্যাতনামার খেলার চিত্র তুলে ধরতেন। সেই খেলোয়াড় এমন কেউ হতেন যিনি বিপক্ষের নামী খেলোয়াড় শুধু নন, ব্রাজিল যার আক্রমণে বিপর্যস্ত হতে পারে বা যাঁর রক্ষণে ব্রাজিলের আক্রমণভাগ বাধা পেতে পারে। অর্থাৎ বিপক্ষের ম্যাচ যাঁর হাতে। গসলিং দেখাতেন ব্রাজিলের কোন্ খেলোয়াড় কখন ওদের কীভাবে কাটাবে বা বাধা দেবে। রক্ষণভাগ, আক্রমণভাগ প্রত্যেকের কাজ পৃথকভাবে বোঝাতেন। যিনি যে মানের খেলোয়াড়, তাঁকে সেই ভাবে বোঝাতেন গসলিং। আবার পশ্চিম জার্মানীর এরহার্ডের মত দুর্ধর্ষ ডিফে-ণ্ডারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের স্ট্রাটেজি যে ভিন্নধরনের তাও জানাতেন।

ফিওলা ইতোমধ্যে তাঁর বিরাট মাথাটি নেড়ে বললেন, ওদের অত কথা তিনি কেমন করে জানবেন? তিনি ১৯ বছর বয়সী সেন্টার ফরোয়ার্ড জোস আলতা-ফিনিকে নিয়েও খুব খুশি ছিলেন না। আলতাফিনি অবশ্য 'ম্যাজোলা' ডাকনামে পরিচিত ছিলেন। স্যাণ্ডিনোর বাবা ইতালির প্রাক্তন অধিনায়ক ম্যাজোলা-র চেহা-

রার সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। আলতাফিনি সম্প্রতি মোটা টাকার বিনিময়ে মিলানে ট্রান্সফার নিয়েছিলেন। সুইডেনে আসার আগে তিনি ওই দলের দুটি ম্যাচে বেশ খেলেন। ফিওলার অভিযোগ, "তার বয়স ১৯। মিলানে তার ট্রান্সফারের খবর বেশ চাউর হয়েছে। সে এখন এখানে কেমন করে খেলবে ? সে তো আমাদের দলে আসার যোগ্য নয়।"

ফিওলার পছন্দ তাই অনায়াসে চলে যায় অ্যাজটেকের তরুণ ভাস্কো-ডা-গামা দলের শক্তিমান সেন্টার ফরোয়ার্ড ভাভা-র প্রতি। অবশ্য তিনি ছাড়া আরও দুই অসামান্য প্রতিভাধর তাঁর সন্ধানে ছিলেন। ১৭ বছর বয়সী পেলে ইতোমধ্যে ব্রাজিলের ইতিহাসে সবচেয়ে কুশলী ও সুন্দরতম বলে খ্যাতিলাভ করেছেন। অবশ্য পেলে তখন আহত। ফিওলা ওঁর সম্পর্কে কিছুটা অনীহা দেখালেন। মনস্তাত্ত্বিক গার্সালিং রাইট আউট গ্যারিঞ্চাকে 'সবচেয়ে নিখুঁত' আখ্যাত করলেন।

'লিটল বার্ড" গ্যারিঞ্চা সারাক্ষণ বিপজ্জনক শুধু নন, তাঁর সম্পর্কে কোনো-রকম ভবিষ্যদ্বাণী করাও অসম্ভব। শৈশব থেকেই গ্যারিঞ্চা পঙ্গু হলেও ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি শক্তিমান। যেমন স্পিড, তেমনি অপূর্ব সোয়ার্ভের ক্ষমতা, প্রতি-মুহূর্তে তিনি নব নব ক্রীড়াধারা রচনা করেন। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য শুরুতে ফ্লামেঙ্গোর জোয়েলকে নেওয়া হয়েছিল, আর এক ফ্লামেঙ্গো-উইঙ্গার জাগালো এলেন লেফট আউটে। তাঁর ক্লাব-সতীর্থ ডিডি রাইট ইনে। পাশে রইলেন ভাভা।

৪-২-৪ পদ্ধতি ব্রাজিলীয়দের পুরনো সমস্যার সমাধান করে দিল বেশ সহ-জেই। লেফট হাফ এগিয়ে এলেন সেন্টার হাফের কাছাকাছি, রক্ষণভাগের আগের শূন্যস্থান পূর্ণ হল। হাঙ্গেরি জ্যাকেরিয়াদের বিরুদ্ধে এই পদ্ধতি নিয়েছিল। এতে দুজন মাঝমাঠ পর্যন্ত বিচরণ করবে, দুজন উইঙ্গার ও দুজন সেন্টার স্ট্রাইকার আক্রমণভাগে থাকবে। যদি কোনো দলে ব্রাজিলের মত অসামান্য প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী এবং কুশলী কেউ থাকেন তবে, এই পদ্ধতির জুড়ি নেই। যদি অমন খেলোয়াড়ের অভাব থাকে তবে নানা সমস্যায় পড়তে হবে, অন্তত মাঝ মাঠে তো বটেই।

ব্রাজিল এই পদ্ধতিকে প্রাণবন্ত করে তুলল প্রথম ম্যাচেই মারিও লোবো জাগালো-র দ্বারা। অথচ শুরুতে ওঁর কাছে অমন খেলা কেউই আশা করেননি। তাঁর ফুসফুসের ক্ষমতা দেখে সকলে অবাক হলেন। টাচ লাইন বরাবর তাঁর ওঠা-নামা ও অতন্দ্র প্রহরা সত্যিই বিস্ময়কর। সুইডেনে ৪-২-৪ পদ্ধতিতে ব্রাজিল সুফল পেল। চার বছর পরে চিলিতে এই পদ্ধতি আরও কার্যকর হয়।

ইংল্যান্ড ঃ আশা ছিল গোটেনবার্গ থেকে ইংল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালে আসবে। কিন্তু সে আশায় বাদ সেধেছিল মিউনিখের ঘটনা অনেক আগেই। বস্তুতপক্ষে মিউনিখের বিমান দুর্ঘটনা ইংল্যান্ডের জাতীয় দলকেও অনেকটা পিছিয়ে ফেলে। তারা ২২ জনের জায়গায় ২০ জনের দল নিয়ে সুইডেনে আসে (চেকোশ্লোভাকিয়া ১৮ জন নিয়ে এসেছিল)। কিন্তু ওই দলে না ছিলেন স্ট্যানলি

ম্যাথিয়ুস, না ন্যাট লফটহাউস। ১৯৫৪-র বিশ্ব-কাপে উভয়ের কৃতিত্বের কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। দুজনের খেলাই বেশ তুঙ্গে তখনও। ম্যাথিয়ুস তো ১৯৫৪-য় ৪১ বছর বয়সে ব্রাজিলের লেফটব্যাক নিলটন স্যান্টোসকে নাস্তানাবুদ করেন ওয়েমব্লিতে। লফটহাউস কাপ ফাইনালে বলটনের দুটি গোলই দেন।

এডওয়ার্ড, বিয়ার্নে ও টেলরের মৃত্যু তো অপূরণীয় ক্ষতি। দুর্ঘটনায় ক্ষতি হয় ফুলহাম ও ব্ল্যাকবার্ণ রোভার্সেরও। যদিও শক্তি পুনরুদ্ধার অকল্পনীয় ছিল, তবুও তারা দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে উন্নীত হওয়ার জন্য হাস্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। লণ্ডনের তরুণ ফুলহামের জনি হাইনেস থ্রু ও ক্রশফিল্ড পাসে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন; জাতীয় দলের তিনি হলেন আক্রমণের পুরোধা। ববি রবসন ফুলহামে ইনসাইড ফরোয়ার্ড ছিলেন, গোটেনবার্গেও তাই। রাইট উইং-এ ব্ল্যাকবার্ণের ব্রায়ান ডগলাস; তবে ব্ল্যাকবার্ণের অধিনায়ক রনি ক্লেটনকে শুধু গ্রুপের প্লে-অফ্ ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়।

গ্রুপ ম্যাচ: গোটেনবার্গের নবনির্মিত উলেভি স্টেডিয়াম শুরুতেই অশুভ সংকেত বয়ে আনল। স্টেডিয়ামের ছাদে তালগোল পাকানো তার দেখে মনে হচ্ছিল দৈত্যের মতো কোনো পুতুল দাঁড়িয়ে। ওই ছাদে আহত হলেন টম ফিনে। কিন্তু তাঁর আঘাত ইংল্যাণ্ডকে তেমন ক্ষতি করেনি। বরং শেষ আধঘন্টা তিনিই ইংল্যাণ্ডকে সাহস যোগালেন। খেলা সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে তাঁর পেনাল্টিকিকেই ড্র হল। ডগলাসকে ট্রিপ করায় ইংল্যাণ্ড পেনাল্টি পেয়েছিল। কিন্তু আঘাত পেয়ে ডগলাসের নিষ্ক্রমণ ইংল্যাণ্ডের ক্ষতি করল। প্রকৃতপক্ষে এই সময় ডগলাসের মত বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর এমন কুশলী ফরোয়ার্ড ইংল্যাণ্ড দলে আর ছিলেন না। তাছাড়া হাইনেস, ডগলাস ও রবসনের স্থান দখলের মত জাতীয় দলে আর কেউ ছিলেন না।

এই দর্শনীয় খেলায় দলের আক্রমণ রচনা ও আত্মরক্ষার সব দায়িত্বের দিক থেকে শুরুতে হাইনেসের নাম উচ্চারিত হলেও সোভিয়েতের সালনিকভ ফুটবলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন নেটো ছাড়াই। তাঁর বদলে সুযোগ পান ভয়নভ ও তাসারেভ নামক দুই বিশালদেহী হাফ। সেন্টারে প্রাধান্য ছিল ক্রিশেভস্কির। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ঠাণ্ডা মাথার গোলরক্ষক বার্ণলের-র কলিন ম্যাকডোনাল্ডকে সোভিয়েতের লেভ ইয়াচিনের মত তৎপর দেখাচ্ছিল।

এই ম্যাকডোনাল্ড শুরুর ১৩ মিনিট পরে দুর্ধর্ষ লেফট উইঙ্গার ইলিয়ানের ও পরে সিমোনিয়ার শট ঠেকিয়ে দেন। ইংল্যাণ্ডের ছোট ছোট স্কোয়ার পাসের কি উদ্দেশ্য ছিল বোঝা গেল না। কেননা ওর দ্বারা সোভিয়েত রক্ষণভাগকে ভেদ করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের দশম মিনিটে সোভিয়েত দ্বিতীয় গোলটি দেয়। তাদের রাইট ব্যাক কাসেরভ যখন বল নিয়ে এগোলেন এবং তাঁর চমৎকার ক্রশপাশ থেকে ইভানভের গোল দেওয়া পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ যেন বিমূঢ় ছিল। ফিনের বুদ্ধিমত্তাই পরের বার কাসেরভকে আটকাতে সমর্থ হয়েছিল। ৬৫ মিনিটের সময়

দুর্ভেদ্য সেন্টার হাফ ও ইংল্যাণ্ডের সুযোগ্য অধিনায়ক বিলি রাইট সোভিয়েত গোলের সামনে বল ফেললেন ফ্রি-কিক্ থেকে। কিভ্যানের হেড দ্বারা যে বল উচুঁতে উঠল, সেটি নিচে পড়ার আগেই আবার তিনি ওতে মাথা ছোঁয়ালেন ও ইয়াচিন পরাস্ত হলেন ( ২-১ )।

বোরাস-এর ছোট মাঠে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিলের জিততে বেগ পেতে হয়নি। ম্যাজোলা দুটি গোল দিলেন, নিলটন স্যান্টোস ব্যাক থেকে এগিয়ে গিয়ে দেন আর একটি। তবুও ব্রাজিলের সমালোচকরা সন্তুষ্ট হলেন না। ডিডি সম্পর্কে তাঁরা খুব কড়া মন্তব্য করলেন, তিনি কয়েকবার বল ছাড়াই ছুটেছিলেন বলে।

স্টকহমে ৮ জুনের ভরদুপুরে সুইডেন ৩-০ গোলে হারাল মেক্সিকোকে। মেক্সিকো এতদূরে এগিয়েও কেমন যেন অনীহা দেখাল গোটা ম্যাচে। সুইডেনের দুটি গোল আসে লম্বা ও তরুণ প্রতিভাবান সেন্টার ফরোয়ার্ড আগ্নে সিমনসনের পা থেকে। বাকিটি দেন ৩৬ বছর বয়সী রাইট হাফ লিডহোম পেনাল্টি থেকে।

এক নম্বর গ্রুপে হামস্টাডে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের কুন-এর একমাত্র গোলে হারল চেকোশ্লোভাকিয়া। আর মালমো-য় গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী সুযোগ নিল আর্জেন্টিনার সব দুর্বলতার। তারা জিতল ৩-১ গোলে। বেচারা জার্মানীর ফ্রিজ ওয়াল্টার; এই খেলার পর গোটা প্রতিযোগিতায় তিনি নার্সিং হোমে কাটালেন আঘাত নিয়ে। এই খেলার শেষদিকে রসি তাঁকে মারাত্মক ফাউল করেন। এমন ফাউল যে, অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন রসিকে মাঠের বাইরে পাঠানো হবে। কিন্তু তা হল না।

আর্জেন্টিনা এই ম্যাচের শুরুতেই সুযোগ পায়। দ্বিতীয় মিনিটে ওদের ভয়ঙ্কর ছিপছিপে রাইট আউট কোরবাট্টা জার্মানীর পেশীবহুল জুসকোয়াইকে কাটিয়ে গোল দেন। কোরবাট্টা সফল হলেও আর্জেন্টিনার উদ্যম বৃদ্ধি হল না। দল-গত খেলা ও স্ট্যামিনায় জার্মানরা অনেক এগিয়ে থাকায় আর্জেন্টিনা প্রতি মুহূর্তে দমে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা যেন ঘুষোঘুষি ইত্যাদিতে বেশি ব্যস্ত ছিল। তাই রান ওদের গোলের আধঘন্টার মধ্যে ১-১ করলেন হঠাৎ ওয়াল্টারের পাস থেকে। বিরতির পাঁচ মিনিট আগে ২-১ হল। ইকেল আঘাত পেয়ে সারা দ্বিতীয়ার্ধ খুঁড়িয়েছেন, কোনো বলই ঠিকমত ধরে পাস দিতে পারছিলেন না। কিন্তু সমাপ্তির দশ মিনিট আগে তাঁর ছোট্ট পাস থেকে রান বাঁকা শটে প্রবীণ কারিজো-কে পরাস্ত করলেন। জার্মানীর ৩-১ গোলে জয় হল।

যে আয়ারল্যাণ্ড দল লেগান নদীর কাছে লম্বা দৌড় ও বেলফাস্টের উইণ্ডসর পার্কে স্প্রিন্ট অনুশীলন করেছিল, তারা সেন্টার ফরোয়ার্ডে নিল ডেরেক ডোগানকে। অবশ্য ফরোয়ার্ড প্রথম মনোনীত ছিলেন ব্রেঞ্জার্সের বিলি সিম্পসন। কিন্তু সুইডেনে এসে পাঁচ মিনিট অনুশীলনের পরেই তাঁর পেশীতে টান ধরে। ডোগান প্রথমার্ধে মোটেই ভাল খেলতে পারলেন না। তবে বিলি বিংহ্যাম দ্বিতীয়ার্ধে যখন তাঁকে মাঝখানে ঠেলে দিলেন, তখন যেন তাঁর দেহে দ্বিগুণ শক্তি।

সুইডেনে সমুদ্রপথে আগত হ্যারি গ্রেপ গোলে নির্ভয়ে খেললেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে। লেফট হাফে বার্টি পিকক অতুলনীয় হলেন। পিটার ম্যাকপারল্যাণ্ডের সেণ্টার থেকে উইলবার কুশ একমাত্র গোলটি দিলেন। অত্যন্ত ম্লান মনে হল জ্যাকি ব্লাণ্ডফ্লাওয়ারকে। সম্ভবত সহোদর উইলি ক্যানিংহামকে খেলাবার জন্য তিনি ঢিমে-তালে খেলেন। তবুও শেষের দিকে আয়ারল্যাণ্ডের রক্ষণভাগকে প্রচণ্ড চাপ রুখতে হয়েছিল।

নরকপিং-এ ফ্রান্সের শুরুটা চমৎকার। ৭-৩ গোলে তারা প্যারাগুয়েকে হারাল এবং পাঁচটি গোল করে তারা দ্বিতীয়ার্ধে। এর মধ্যে ফনটাইনের তিনটি। প্যারা-গুয়েই আগে গোল দেয় আনারিলা দ্বারা। বিরতির সময় ২-২ হয়। তারপর ফ্রান্সের ইনসাইড ফরোয়ার্ড কোপা, ফনটাইন ও রজার পিয়ানটনির শক্তির কাছে প্যারাগুয়ে দাঁড়াতেই পারেনি।

ভ্যাস্টেরাস-এ স্কটল্যাণ্ড বেশ খেলল যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে এবং ১-১ করল। তাদের প্রধান তারকা ছিলেন ৩৫ বছর বয়সী রাইট হাফ এডি টার্নবুল। গ্রেণ, লিডহোম, ওয়াল্টার ও টার্নবুল—এঁদের দেখে মনে হল সুইডেনের বিশ্ব কাপ নিতান্তই বুড়োদের খেলা। প্রাক্তন লেফট ইন টার্নবুল সেণ্টারে খেললেন। কিন্তু বিশ্ব কাপে প্রথম ও একমাত্র ম্যাচে তিনি দর্শকদের স্মৃতিচারণের বিষয় হয়ে রইলেন।

টেকনিকে যুগোশ্লাভিয়া অনেক এগিয়েছিল স্কটল্যাণ্ডের তুলনায়। শুরুতে যুগোশ্লাভিয়া এমন খেলছিল যে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার মতোই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখেছে স্কটল্যাণ্ডকেও। সেণ্টার ফরোয়ার্ড মিলস মিলুটিনোভিকের খেলা তখন তুঙ্গে। তাঁকে ভীষণ সাহায্য করলেন ময়লা দোহারা চেহারার লেফট ইন ড্রাগোশ্লাভ সেকুলারাক ও উইং হাফ বসকভ। তিনজন মিলে ঘন ঘন হানা দিতে থাকলেন স্কটল্যান্ডের গোলের দিকে। এক সমালোচক ওই খেলা নিয়ে বললেন, শুরুর দিকের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল স্কটরা জুনিয়র এবং তারা সিনিয়রদের (যুগোশ্লাভ) কাছে খেলার পাঠ নিচ্ছে। রাইট উইঙ্গার পেটাকোভিকের শট পরক্ষণেই পরাস্ত করলেন স্কটল্যাণ্ডের গোলরক্ষক টমি ইয়ঙ্গারকে। মিলুটিনোভিকের পাস তারপর এরিক কালডো কার্যকর হতে দেননি। ইয়ঙ্গার উপর্যুপরি কয়েকটি অবধারিত গোল বাঁচালেন।

দ্বিতীয়ার্ধে স্কটল্যাণ্ডের তরুণদল দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বিপুল উদ্দীপনায় চ্যালেঞ্জ জানাতে থাকল যুগোশ্লাভিয়াকে। পেটাকভিকের একটি শট বিপক্ষের বারে লেগে ফিরতেই টার্নবুল ক্রশপাস দিলেন বেয়ারাকে, তারপর গোলমুখে ক্রিস্টক খেই হারান। কিন্তু মারের হেডে ১-১ হয়ে গেল। যদিও যুগোশ্লাভিয়ার ভ্যাসে-লিনোভিকের জোরালো শট পোস্টে লাগলেও মাঠে এই সময় তাদের আধিপত্য হ্রাস পেয়েছে। ফরাসী সমালোচক বললেন, জাগ্রেব ও বেলগ্রেডের শিল্পীরা এডিনবরা ও গ্লাসগোর গ্রাম্য মিস্ত্রীদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল।

স্যান্ডভিকেনে এক নম্বর গ্রুপের খেলায় হাঙ্গেরি-ওয়েলস্ ড্র হল। হাঙ্গেরি ম্যাচ শুরুর আগে আধঘণ্টা শুধু ওয়ার্ম আপ করে নিল। কিন্তু মাঝে তাদের ডিফেন্সের খেলা আগুন হয়ে উঠছিল। চতুর্থ মিনিটে জোসেফ বোজসিক গোল দিলেন। ওয়েলসের গোলরক্ষক কেলসি রোদের জন্য বল দেখতেই পেলেন না। একবার জন চার্লস লাফিয়ে হেড দিয়ে হাঙ্গেরির কর্ণার থেকে একটি গোল বাঁচান।

গোটেনবার্গে তখন ইংল্যান্ড-ব্রাজিলে প্রথম দেখা বিশ্ব কাপে। ইংল্যান্ডের সংবাদপত্রগুলির দৌলতে ইংল্যান্ড দলে কোনো পরিবর্তন করা গেল না। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যাঁরা খেলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আহত ফিনে-র বদলে এ' কোর্টকে নেওয়া হল। তাদের দলে পরের ম্যাচগুলিতেও পরিবর্তন হয়নি ওয়াল্টার উইণ্টারবটমের জন্যই। নির্বাচকমন্ডলীর উপর তাঁর প্রভাব ছিল ভীষণ, তবুও উইণ্টারবটম সর্বদা নির্বাচকদের মতামত নিতেন। পার্ক এভিনিউয়ের লবিতে এক নির্বাচক বললেন, "আমি চার্লটনকে নিতে চাই।" তারপর কমিটির সভায় তাঁর নাম উঠল, দলেও এলেন তিনি। চার্লটন হঠাৎ দলে এলেও খেলার সময় তাঁর নাম না থাকায় অনেকে মনে করলেন, আসলে তিনি নির্বাচিতই হননি। বিশ্ব কাপের খেলায় চার্লটন এবার নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেও পরবর্তী বিশ্ব কাপে তাঁকে বাদ দিয়ে জাতীয় দল গড়া সম্ভব ছিল না।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের বুদ্ধি ও কুশলতাই পরাজয় থেকে রক্ষা করে। অবশ্য এজন্য অধিকাংশ কৃতিত্ব টটেনহাম হসপারের কোচ (পরে ম্যানেজার) বিল নিকলসনের। নিকলসন এর আগে ব্রাজিলিয়ানদের খেলা দেখে তাদের স্ট্রাটেজি ও পদ্ধতি বুঝে নিয়ে তা নিজের ছেলেদের বলে দেন। ওয়েস্ট ব্রমউইচের রাইট ব্যাক লম্বা ডন হো সেইভাবে কাজও করেন, অবশ্য তাঁর ধারেই ছিলেন সেণ্টার হাফ বিলি রাইট। অ্যাটাকিং ফুলব্যাকের দায়িত্ব উলভস হাফব্যাক এডি ক্ল্যাম্পের উপর। আর ডিডি-র সামনে আর এক উলভস বিল স্ল্যাটার।

ব্রাজিলের আক্রমণে পেলে ও গ্যারিঞ্চাকে তখনও যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও ম্যাজোলার ধারেই ছিলেন ভাভা। এঁদের স্কিমেই ব্রাজিল শক্তি পেল। প্রথমার্ধে ব্রাজিলের প্রাধান্য দেখা গেল। ডিডি ও অ্যাটাকিং রাইট হাফ ডিনো মাঝমাঠে একাধিপত্য বজায় রাখলেন। ভাভার শট বারে লাগল। ক্ল্যাম্প বাঁচালেন গোললাইন থেকে বল মেরে। ম্যাজোলার দুটি হেড রক্ষা করলেন কলিন ম্যাকডোনাল্ড।

দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যান্ড খেলার ধারা বদল করল এবং জেতার মতই খেলল। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের পেনাল্টি পাওয়া নিয়ে অনেকেই বলেছিলেন, ফাউলটি পেনাল্টি বক্সের বাইরেই হয়েছিল, কিন্তু ইংল্যান্ডই হতভাগ্য ছিল। হাইনের চমৎকার পাস ধরতে গেলে বেলিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন কেভানের উপরে।

কিন্তু মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ইংল্যান্ডের আক্রমণভাগ সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যেমন ম্লান ফুটবল খেলেছিল, তেমনি খেলল আজও। তাদের আরও পাণ্ডুর

করে তোলে ফিনে-র অনুপস্থিতি। তবুও ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্স দারুণ খেলল। বল্টনের লেফট ব্যাক টনি ব্যাঙ্কসের এমন খেলা আগে কখনও দেখা যায়নি। একবার ডন হো আকাশে বল মারতেই ব্যাঙ্কস তাতে এমনভাবে ছোঁ দিলেন যে, প্রত্যেক ব্রাজিলিয়ানই তা ঈর্ষার চোখে দেখলেন।

বোরাস-এ ইলিয়ান ও ভ্যালেটিন ইভানভের গোলে সোভিয়েত ২-০ জিতল অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দেখা দিল।

আয়ারল্যাণ্ড অত্যন্ত খারাপ খেলল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে এবং ৩-১ গোলে হেরে গেল হ্যামস্টাডে। আইরিশরা আর্জেন্টিনার রাফ ও টাফ খেলায় বেশ হকচকিয়ে গেলেন। তাঁরা আরও অবাক হলেন সুড়ঙ্গের মধ্যে ওঁদের একদল বেঁটেখাটো মোটা-সোটা লোকের সঙ্গে দেখে। বেঁটেরা আইরিশদের দেখে সারাক্ষণ হেসেছে আর দর্শকদের মধ্যে মেয়েদের দেখে হাত তুলে ডাকাডাকি করেছে। পরে ওই মেয়েদেরই কয়েকজনকে আর্জেন্টিনার হোটেলে ড্রেনপাইপ বেয়ে উঠতে দেখা যায়।

যাই হোক পিটার ম্যাকফারল্যাণ্ড তৃতীয় মিনিটে যখন বিংহোমের ক্রশে হেড দিয়ে গোল করলেন, তখন তাঁদের দ্বিতীয় জয় সম্পর্কে অনেকেই আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু এর পরেই আর্জেন্টিনার শুধু স্কিলই আইরিশদের পরাস্ত করে। তারা আর মাঝমাঠে দাঁত বসাতেই পারেনি। ডোগানের বদলে হঠাৎ কয়েল নামায় খেলার উন্নতি পরিলক্ষিত হল না। ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ারের বুদ্ধিমত্তায় তেমন কাজ দিল না। তাঁর উচিত ছিল মাঝমাঠে রসি ও ল্যাব্রুনার কাছে বল পাঠানো। ওঁরা ওখানে কর্তৃত্ব করছিলেন। কিন্তু তার বদলে ব্লাঞ্চফ্লাওয়ারের বল ডিফেন্সে যেতে থাকে। পিটার ডোহার্টি'র বোঝা উচিত ছিল তঁাদের রাইট হাফ এখন যেন রাইট ব্যাকেরই সামিল। দুই স্টপারের ডিফেন্সের বিরুদ্ধে আইরিশদের ট্যাকটিকস কাজে এল না।

একথাও ঠিক আইরিশদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল না। শুরুর আধঘণ্টা পরে বল ভিজে ঘাসে পড়ে লাফিয়ে কানিংহামের হাতে লাগে এবং পেনাল্টি থেকে কোরবাট্টা গোল দেন। হ্যারি গ্রেগেরও তখন খেলা অনেকটা পড়ে গিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধে মেনে-ডেজ-এর গোল দেওয়ার সময় হ্যারি গোল থেকে অনেক দূরে ছিলেন। কোরবাট্টার দেওয়া দলের তৃতীয় গোলটি হ্যারি বুঝতেই পারেননি।

হালসিংবর্গে পশ্চিম জার্মানী হ্যান্স শেভারকে উইং থেকে লেফট ইনে নিয়ে গেল। তারপর তিনি 'গোলমেলে' গোল দিলেন, আর তাই-ই খেলার মোড় ফিরিয়ে দিল। প্রাণবন্ত চেকোশ্লোভাকিয়া পড়ল ঝিমিয়ে। জার্মানী ২ গোলে পিছিয়ে ছিল। তারা ১-২ করে, যখন শেফার গোললাইনে চেক গোলরক্ষক ডোলেজাল-কে চার্জ করেন। রেফারি গোলটি বাতিল করেননি। ২-২ হয় হেলমুট রানের গোলে।

ভ্যাস্টেরাস-এ অঘটন ঘটে গেল। ফ্রান্স ২-৩ গোলে হেরে গেল যুগোশ্লাভিয়ার কাছে ফনটাইনের দুটি গোল সত্ত্বেও। আসলে ফ্রান্সের ডিফেন্স এদিন বেশ দুর্বল ফুটবল খেলেছে যদিও সেণ্টার হাফে বব জঁকোয়েটের মত নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়

ছিলেন। ডিফেন্স কাজে লাগাতে পারেনি উইসনিম্কি ওজা ভিন্সেটের মতো উইঙ্গারদের। আবার ফনটাইনকে ফাউল করা সত্ত্বেও পেনাল্টি দেওয়া হল না। এসব মিলিয়েই ফ্রান্স হারল। ওদিকে যুগোশ্লাভিয়ার ভ্যাসেলিনোভিক সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন ও দুটি গোল করেন। খেলা শেষের তিন মিনিট আগে ফ্রান্সের একটি গোল নাকচ হলে যুগোশ্লাভিয়ার জয়ের সুযোগ আসে। তারা শেষ তিন মিনিট ফ্রান্সকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। লেফট ব্যাক রজার মার্শের ভুলে ভ্যাসেলিনোভিক দ্বিতীয় গোলের সুযোগ পেলেন।

যুগোশ্লোভিয়ার বিরুদ্ধে খেলার পর আয়ারল্যান্ডকে চিন্তিত মনে হচ্ছিল। নরকপিং-এ তারা ২-৩ গোলে হারল প্যারাগুয়ের কাছে। ইতালীয় ফুটবলের অভিজ্ঞতা নিয়ে সিলভিও প্যারডি ফরোয়ার্ডে আধিপত্য বজায় রাখলেন। সেণ্টার হাফে বেশ খেললেন ববি ইভান্স। উল্লেখ্য, এই রাউণ্ডে কোনো ব্রিটিশ দলই জিততে পারল না। স্টকহমে ওয়েলস্ ১-১ করল মেক্সিকোর সঙ্গে খুব খারাপ খেলে। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ফরওয়ার্ড কালন ওয়েবস্টার সম্পর্কে সব সময় চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, "প্রতিবারই তুমি ওদের একজনকে ল্যাং মারছ।" কিন্তু কেলসি বল নিয়ন্ত্রণ ও ফিটনেস দ্বারা সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন।

ওই স্টেডিয়ামে সন্ধ্যার খেলায় সুইডেন জিতল হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। হাঙ্গেরির লাজো টিশির দারুণ ডান পায়ের শট সকলের প্রশংসা কুড়োল আর সুইডেনের কুরে হ্যামরিনের মারাত্মক 'ফিনিশিং' মনোহরণকারী ছিল।

হাঙ্গেরি হিদেকুটিকে বাদ দিয়ে ডিপ সেণ্টার ফরোয়ার্ডে বোজসিককে খেলাল। বোজসিক ভাল খেললেও খুশি ছিলেন না। সুইডেনের দুই ইনসাইড় ফরোয়ার্ড গ্রেণ ও লিডহোম এবং দুই উইঙ্গার হ্যামরিন ও স্কোগ্লাণ্ডে-র জুড়ি কেউ ছিলেন না। প্রথম গোলটির জন্য স্কোগ্লাণ্ড দুজনকে কাটিয়ে পাস দেন হ্যামরিনকে (১-০)। দ্বিতীয়ার্ধে শুরুর দশ মিনিট পরে টিশির জোরালো শট ক্রুশববারে লাগে। স্ট্যাণ্ড থেকে মনে হচ্ছিল গোলই হয়েছে। কিন্তু খেলা চলতে থাকে। আধ মিনিট বাদে হ্যামরিনের লব গ্রসিকসকে পরাস্ত করলে ২-০ হয়। লিডহোম পেনাল্টিতে গোল দিতে পারলেন না। এরপর টিশির ড্রাইভে হাঙ্গেরি ২-১ করে। খেলা শেষে রেনর বললেন, "আমাদের ডিফেন্সকে খুব ছোটাছুটি করতে নিষেধ করি।" স্কোগ্লাণ্ড ম্যাট্রের সঙ্গে হট্টগোল শুরু করলেও পরদিন বলেন, "আমরা এখানে সার্কাসের লোক হয়ে আসিনি।"

হালসিংবর্গে রাউণ্ডের শেষ ম্যাচে চেকোশ্লোভাকিয়া যেন ৬-১ গোল দিয়েও প্রতিহিংসার সমাপ্তি ঘটাতে পারেনি। আর্জেণ্টিনার এই শোচনীয় পরাজয় তাদের ফুটবলে কিছুটা মোড় ঘুরিয়ে দেয়। চেকোশ্লোভাকিয়া এই খেলায় তাদের এমনভাবে কোণঠাসা করে রেখেছিল যে, সমালোচকরা বলতে থাকেন, ফুটবল এত ধীর গতির হতে পারে? ১৯৬২-র বিশ্ব কাপেও ওরা এই সমালোচনার যোগ্য উত্তর দিতে পারেনি।

চেকদলের সেণ্টার হাফ পপলাহার খেললেন বিশ্ব কাপে দ্বিতীয় ম্যাচ। তিনি আর্জেণ্টিনাকে পুতুলের মত নাচাচ্ছিলেন। এক সমলোচক বললেন তাঁর সম্পর্কে, তিনি যেন হোটেলের বাইরে হেড টেনিস খেলছেন। জার্মানীর সঙ্গে বোরোভিকা খেলেননি। আইরিশ ম্যাচের সময় তিনি ড্রেসিংরুমে ভীষণ ঝগড়া করেন. কিন্তু এদিন মলনার-এর সঙ্গে বেশ খেললেন। অত্যন্ত সফল রাইট আউট হোভোরকা দুটি গোল দেন। আরও দুটি দিলেন লেফট আউট জিকান। কোরবাট্টার পেনাল্টি থেকে আর্জেণ্টিনা একটি গোল শোধ দেয়। কোরবাট্টা, মেনেনডেজ ও ভায়াকুকা ছাড়া আর কেউ তেমন খেলতে পারেননি। গোটা দলকে গতিহীন ও 'আনফিট' মনে হয়েছে!

আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার ও ১৯৩০-বিশ্ব কাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা গুইলারমো স্ট্যাবিল চেকম্যানেজার কলস্কি-র দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, ''আপনার চেকোশ্লো-ভাকিয়ার মত এমন সুন্দর দল কখনও দেখিনি। আপনাকে অভিনন্দন ও দলের সাফল্য কামনা করছি।

আর্জেণ্টিনা দল যখন বুয়েনস এয়ারেস বিমানবন্দরে অবতরণ করল, ওঁরা বুঝতেই পারেননি অমনভাবে অপমানিত হবেন। ক্রীড়ামোদীরা এত রেগেছিলেন যে, খেলোয়াড়দের দিকে রাবিশ ছুঁড়তে লাগলেন। একে শোচনীয় পরাজয়, তদুপরি দেশে ফিরে অবমাননা। দলের প্রত্যেকের মনকে ভীষণভাবে আহত করল। ভবিষ্যতে দেখা যায় এরই ফলশ্রুতি। তারা পুরনো প্রথা 'দর্শনীয় ও শৈল্পিক' খেলা ছেড়ে নেতিবাচক ফুটবল বাদ দিয়ে রাফ ও টাফের দিকে ঝুঁকল।

মালমো-তে হাজার হাজার সমর্থকের উপস্থিতিতে পশ্চিম জার্মানী ২-২ করল উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে। আইরিশ গোলরক্ষক হ্যারি গ্রেগ ভীষণ লড়লেন ও লেফট আউটে ম্যাকপারল্যাণ্ড প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।

আইরিশ খেলোয়াড়রাই অবাক হয়ে গেলেন তাঁদের লেফট হাফ টমি কেসিকে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলানোয়। কেসি-র দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিজের বাছা পজিশন অপেক্ষা নতুন পজিশনে আরও ঔজ্জ্বল্য এনে দিল। ২০ মিনিটের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ড এগিয়ে গেল বিংহাম সেন্টার করলে কুশ বল নিয়ে গেলেও হারকেনরাথকে পরাস্ত করার আগেই ব্যর্থ হলেন। কিন্তু ম্যাকলরি বল ধরে ম্যাকপারল্যাণ্ডকে দিতেই ১-০ হয়।

নিউক্যাসল ইউনাইটেডের প্রধান শক্তি ব্যাক ডিক কিথ লাল চুলের আলফ ম্যাক-মিচেল জার্মান উইঙ্গারদের সঙ্গে বেশ যুঝলেন, খুদে বার্টি পিপক মাঝমাঠে দুর্ধর্ষ ছিলেন। গতবারের কাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড আশাতীত ভাল খেলল রান কয়েক মিনিট পরে গোল শোধ (১-১) দিলেও। গ্রেগের গোড়ালিতে ভীষণ আঘাত লাগল, তবুও জার্মানীর বুটের মধ্যে তিনি অকুতোভয় রইলেন। কেসি-র ডান হাঁটুর নিচে আটটি সেলাই সত্ত্বেও তাঁকে খেলা থেকে বিরত করা গেল না। এক ঘণ্টা পরে আয়ারল্যাণ্ড আবার এগিয়ে গেল। বিংহাম কর্ণার-

কিক্ করে দিলেন কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা কুশকে। কুশের ক্রশপাস গেল ম্যাকরয়ের পায়ে। ম্যাকপারল্যাণ্ড তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে।

সমাপ্তির বারো মিনিট আগে ত্রিশ গজ দূর থেকে উয়ে জিলার ২-২ করলেন। কিন্তু শেষের মিনিটগুলিতে আইরিশরাই বল নিয়ে জার্মানদের গোলমুখেই রইলেন। সমাপ্তির বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গ্রেগকে বিপুল অভিনন্দন জানানো হল। মালমাওয়ে আয়ারল্যাণ্ড-চেকোশ্লোভাকিয়া প্লে-অফ্ ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড ২-১ গোলে জিতল।

গোটেনবার্গে ব্রাজিল চমক দেখাল সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। তারা ২-০ কেন, এর দ্বিগুণ বা তিনগুণ গোলের ব্যবধানেও জিততে পারত। বিস্ময়কর ফুটবল দেখালেন পেলে, বোঝা গেল গ্যারিঞ্চাও অননুকরণীয়।

পেলে গত এক বছর আন্তর্জাতিক ফুটবলে এসেছেন। মিনাস জেরিয়াস রাজ্যের ট্রেস কোরাকোসের এক দরিদ্র নিগ্রো পরিবারে এই স্ট্রাইকিং ইনসাইড ফরোয়ার্ডের জন্ম। বাল্যে ব্রাজিলের এক আন্তর্জাতিক ফরোয়ার্ড ডে ব্রিটো তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন। তিনিই পেলেকে স্যাণ্টোস ক্লাবে নিয়ে যান, কৃষ্ণকায় ছেলেটি সেখানে অসামান্য ক্ষমতা দেখায়। উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন সাড়ে দশ স্টোন। যেমন চমৎকার পেশীবহুল দেহ, তেমনি অদ্ভুত গোলদাতা। জিমন্যাস্টের মত কর্মচঞ্চল কিন্তু ভীষণ নম্রস্বভাবের, অথচ বল পায়ে পড়লে প্রতি মুহূর্তে যাদু দেখান। ডান পায়ে দারুণ শট, আর লাফিয়ে ওঠেন অনেক উঁচুতে এবং লটনের মত হেডে পারদর্শী। মাঠে খেলার সময় যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা যুদ্ধই হোক, খেলা যত তুঙ্গেই উঠুক, পেলে মানস সরোবরের মত ধীর স্থির থাকেন এবং খেলেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়।

পরবর্তী দশকে এই পেলের মুখ বিশ্বময় পরিচিত হয়। কোনোদিন তার মুখ থেকে শিশুর সারল্য লুপ্ত হয়নি। ব্রায়ান গ্রানভিলের ভাষাতেই বলি ঃ

He was no saint, in years to come his policy under provocation was much more the Old Testament one of an eye for an eye than the New Testament's turning the other cheek, but somehow the image remained untarnished, the pristine appeal untouched.

খেলোয়াড়দের অধিকাংশের অনুরোধে গ্যারিঞ্চা দলভুক্ত হলেন। নিল্টন স্যাণ্টোসের নেতৃত্বে ফিওলার কাছে ডেপুটেশন যায় তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য। ফিওলা ওঁদের অনুরোধ রাখলেন। কিক-অফের আগে যখন ব্রাজিল সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো, নিল্টন স্যাণ্টোস তাকালেন গ্যারিঞ্চার দিকে—'তুমি আমার মুখ রেখো।' সদাহাস্যময় গ্যারিঞ্চা উত্তর দিলেন—'তুমি লাইন্সম্যানের দিকে তাকাও, লাইন্সম্যানটা ঠিক চার্লি চ্যাপলিন।' তিনি নিল্টনকে বোঝালেন তিনি কতটা চিন্তামুক্ত ও স্বাভাবিক রয়েছেন।

গ্যারিঞ্চার খেলার তোড়ে তাঁর বিপক্ষ খেলোয়াড় সোভিয়েতের কুজনেতসভের সব কলাকৌশল ব্যর্থ হয়ে গেল। শুরু থেকেই গ্যারিঞ্চার অতুলনীয় সোয়ার্ভ এবং সারা মাঠ জুড়ে খেলা কুজনেতসভকে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। প্রথমেই গ্যারিঞ্চা গগনে গগনে খেলে তাঁকে পরাস্ত করলেন, তারপর শটে এবং অবশেষে বাঁদিকের পোস্টে তাঁর বল ধাক্কা খেল। এরপর পেলের মার ডানদিকের পোস্টে লেগে ফিরল। এর তিন মিনিট পরে ডিডি ঠাণ্ডা মাথায় বল নিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে একদল সোভিয়েত রক্ষণব্যূহের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং পাস দিলেন ভাভাকে। ভাভা গোল দিতে ভুল করেননি।

ডিডি এবার জাতীয় দলে স্যান্টোসের রাইট হাফ জিটোকে যোগ্য জুড়ি রূপে পেলেন। জিটো এলেন ডিনো-র বদলে। ব্রাজিলের ডিফেন্স শক্ত হল না শুধু, তাঁরা এগিয়ে গিয়ে গোলের সুযোগও নিতে থাকেন। জিটো এই প্রতিযোগিতায় সেরা হাফব্যাক পরিগণিত হলেন।

সোভিয়েতের ঘাবড়ে যাওয়া ডিফেন্স তের মিনিট পর্যন্ত কোনোরকমে ঠেকিয়ে রেখেছিল। তারপর ভাভা ও পেলে বল দেওয়া-নেওয়া করতেই ওদের রক্ষণভাগ তছনছ হয়ে যায়। একবার গ্যারিঞ্চাকে ঘিরে ধরেন পাঁচজন সোভিয়েত খেলোয়াড়। কিন্তু তাঁরা বল কেড়ে নিতে পারেননি। আসলে প্রতিভাবানরা সহজেই বোধ হয় সব বাধা অতিক্রম করতে জানেন।

বোরাসের নিম্নাঞ্চলে ইংল্যাণ্ড অতিকষ্টে প্রাণবন্ত অস্ট্রিয়ার সঙ্গে ড্র করল। অস্ট্রিয়া এই খেলায় দুবার এগিয়েছিল। রেফারি নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিলে এদিন জয় হতো ইংল্যাণ্ডের। কিন্তু নৌবাহিনীর অফিসার (রেফারি) ব্রিটিশ নাগরিক জানালেন, বল গোলে প্রবেশ করেনি। হাইনেরও উচিত ছিল কেভানকে দিয়ে আরও গোলের চেষ্টা করা। অস্ট্রীয় স্টপার হ্যাপেলকে কাবু করলেই ওই উদ্দেশ্য সফল হত। ৫৬ মিনিট পরে হাইনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম গোলটি দেন। দ্বিতীয়টি কেভানের দেওয়া। অস্ট্রিয়ার দুটি গোলই আসে দর্শনীয়ভাবে কলার ও কোয়েরনারের লম্বা শট থেকে।

দুই নম্বর পুলে (বা গ্রুপ) ফ্রান্স হারায় স্কটল্যাণ্ডকে, কিন্তু জিততে দারুণ লড়াইয়ে নামতে হয়েছিল। দুটি দলই গোলরক্ষক বদল করে। ডানডির (পরে স্পারসের) বিল ব্রাউন ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে কোপা ও ফনটাইনের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়োলেন। ফ্রান্সের রেমেটারের বদলে আবেস গোলে এলেন। ফনটাইনের ক্রশপাসে কোপা ভলি মারতেই বল চলে গেল নিজেদের দিকে। তারপর বল দেওয়া-নেওয়া করে ফ্রান্স আবার এগিয়ে গেল, কিন্তু স্কটল্যাণ্ড প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা প্রতিহত করল ওই আক্রমণ। মারের শট আবেস সুন্দরভাবে ঠেকালেন। জকোয়েট ও রাইট হাফ আর্মণ্ড পেন্ভার্ন ফাউল করলে জন হিউইয়ের পেনাল্টি-কিক্ পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে জকোয়েটের কাছ থেকে ফনটাইন বল পেয়ে ২-০

করেন। দ্বিতীয়ার্ধেও ফ্রান্স খেললেও একটু ঢিলেঢালা মনে হচ্ছিল তাদের। বেয়ার্ড সেই সুযোগ নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের পক্ষে একটি গোল দিয়ে ২-১ করলেন।

এস্কিলস্টুনায় যুগোশ্লাভিয়ার খ্যাতনামা গোলরক্ষক ভ্লাদিমির বেয়ারা প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম ম্যাচ খেললেন। ফল ৩-৩ হল এবং প্যারাগুয়ে তিনটি গোলই দিতে পেরেছিল বেয়ারার দোষেই। প্যারাগুয়েনরা তিনবার যুগোশ্লাভদের গোল শোধ করে। এদিনও প্যারাগুয়েকে উৎসাহদানের মূলে ছিলেন প্যারডি। যুগোশ্লাভরা খেলে প্রধান হাতিয়ার মিলুটিনোভিক-কে বাদ রেখে, তবুও তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়া আটকানো গেল না।

**কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য প্লে-অফ্ ম্যাচ ঃ** গোলের হিসাবেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তিনটি ব্রিটিশ দলকে প্লে-অফ্ ম্যাচে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হল, কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে গেল দুটি দল। সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা ঘটল গোটেনবার্গে —ইংল্যাণ্ড ০-১ গোলে হারল সোভিয়েতের কাছে। একগুঁয়েমিই হোক, আর বোকামিই হোক, ইংল্যাণ্ড চার্লটনকে বাদই রাখল, বরং ফরোয়ার্ডে এলেন দুটি নতুন মুখ। একজন চেলসি-র রাইট উইঙ্গার পিটার ব্রাবুক, আর একজন উলভসের রাইট ইন অত্যন্ত পরিশ্রমী পিটার ব্রডবেণ্ট। এ নিয়ে জর্জ রেনর বললেন ঃ "আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খেলায় আমরা কখনও এ ধরনের নতুন খেলোয়াড়কে মাঠে নামাইনি, তবে অমনটি করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সেণ্টার ফরওয়ার্ড আগে সিমোনসনের কথাই বলি। জাতীয় দলের নেওয়ার আগে ১২ বার আমি ওকে দেখে তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।"

ঈষদুষ্ণ আবহাওয়ার উলেভিতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের কোনো কারণই ছিল না। যদিও হাইনেসকে স্পর্শ করার মতো ক্ষমতা কোন খেলোয়াড়ের ছিল না, তবুও তিনি আবার ভীষণ খারাপ খেললেন। ব্রাবুকের শট দুবার বারে লেগে ফিরল। আর ইলয়িন ৬৮ মিনিট বাদে একটিই সুযোগ পেলেন ও গোল দিলেন। ম্যাকডোনাল্ডের কোনো দোষ ছিল না, যদি তিনি অসাবধান হয়ে থ্রো-টি না করতেন। আর এইজন্যই তো সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে গেল।

আশ্চর্য খেলল হতমান আয়ারল্যাণ্ড। যে আর্জেন্টিনাকে চেকোশ্লোভাকিয়া নাস্তানাবুদ করেছিল—মালমো-তে সেই চেকদল হারল আয়ারল্যান্ডের কাছে। পিটার ডোহার্টির কথা কাজে পরিণত হল।

গোলে নরম্যান আপরিচার্ড এলেন গ্রেগের বদলে। আহত টমি কেসির জায়গায় প্রথম জাতীয় দলে এলেন জ্যাকি স্কট। কিন্তু আপরিচার্ড আহত হলেন, আহত পিককও। চেকোশ্লোভাকিয়া ১-০ এগিয়ে। অতিরিক্ত সময়েই আয়ারল্যান্ড জেতে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শুরুর আগে বিলি বিংহামের পরামর্শ আয়ারল্যাণ্ডের কাজে লাগল। বিলি দেখেছিলেন চেকদের মত আইরিশরাও শ্রান্ত ও ক্লান্ত। কিন্তু তাঁর সঞ্জীবনী মন্ত্রে ওরা যেন নতুন শক্তি পেল।

১৯ মিনিটের সময় জিকানের গোল চেকোশ্লোভাকিয়াকে এগিয়ে দেয়। বিরতির

পরমুহূর্তে কুশ অপ্রতিরোধ্য ম্যাকপারল্যাণ্ডের দু'টি জোরালো শট আটকালেও তৃতীয়টিতে পরাস্ত হলেন। ১-১ হল। অতিরিক্ত সময়ের নবম মিনিটে জি ম্যাক-পারল্যাণ্ড ভলি মারলেন ড্যানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ারের ফ্রি-কিকে। আয়ারল্যাণ্ড ২-১ গোলে জিতল। ওরা ফ্রি-কিক্ পায় বুবেরনিকের ফাউলে। স্টকহমে ওয়েলস্ হারিয়ে দিল হাঙ্গেরিকে এবং তাও অতিরিক্ত সময়ে। এই ম্যাচেও সিপস নৃশংসভাবে হিউইটকে লাথি মারায় মাঠের বাইরে যান।

টিচি-র একটি শট হাঙ্গেরিকে প্রথমার্ধে ১-০ গোলে এগিয়ে দেয়। আইভর অলচার্চ ৪০ গজ দূর থেকে দারুণ ভলি মেরে ১-১ করেন। টেরি মেডউইনের জয়-সূচক গোল আরও দর্শনীয়। গ্রসিকস আস্তে করে সারোশিকে গোল-কিক্ মারলে মেডউইন সেটি ছিনিয়ে নিয়ে গোলে পাঠান।

**কোয়ার্টার ফাইনাল ঃ** কোয়ার্টার ফাইনালে একটিও ব্রিটিশ দল টিকে থাকতে পারেনি। তবে শক্তিধর জন চার্লস ছাড়াই গোটেনবার্গে ওয়েলস্ দল ব্রাজিলকে বেশ বেগ দিয়েছিল। চার্লস থাকলে হয়ত শুরুতেই সুযোগ নিতেন, কিন্তু তাঁর সহকারী ওয়েবস্টার ততটা কুশলী ছিলেন না।

তা না করে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ওয়েলস আত্মরক্ষা করেই চলল এবং বিপদেও পড়ে। ওদিকে ভাভার জায়গায় ম্যাজোলা খেললেন। গ্যারিঞ্চার সঙ্গে চমৎকারভাবে মোকাবিলা করলেন মেল হপকিন্স। ওয়েলসের অধিনায়ক ডেফ বাউয়েনের উৎসাহে রাইট ফ্লাঙ্কে স্টুয়ার্ট উইলিয়মস ও ডেরক সুলিভানকে সারাক্ষণ লড়তে দেখা গেল। ওঁদের পিছনে অর্থাৎ গোলে জ্যাক কেলসিকে ভেদ করা সহজ ছিল না। প্রত্যেকটি বল ধরার পর বিনয়ের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায় ঃ চুইং গাম। সব সময় চুইং গাম খাবে, আর মাঝে মাঝে আমার হাতে ছুঁড়ে দেবে। আর হাতে ঘষে নেবে, দেখবে কোনো বলই ফস্কাচ্ছে না।

পেলে সম্পর্কে বলা হয়—এই ম্যাচে ঠিক ৬০ মিনিটের সময় যেভাবে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা ওয়েলসের রক্ষণব্যূহ ভেদ করেছিলেন তেমনটি নাকি জীবনে করেননি। পেলের ভাগ্যও বলতে হবে। তা না হলে নিখুঁত উইলিয়মস যে বল কখনও আট-কাতে ব্যর্থ হন না, তা কেন তা তাঁর পা থেকে ফস্কাবে? এবং কেন কেলসিই বা ধরতে পারবেন না? ওয়েলসও সুযোগ পেয়েছিল, একবার তো ব্রাজিলের গোলমুখে হলুদ জার্সিপরা তাদের শরীরগুলি স্তূপীকৃত হয়ে পিরামিডের মত দেখাচ্ছিল। তবুও ওয়েলস গোল করতে পারেনি। কিন্তু সেদিন যদি জন চার্লস ওই সময় ব্যর্থ হতেন, তবে তখনই ওঁর ছোট ভাই মেল চার্লস সে সুযোগ নিতেন।

ক্ষতবিক্ষত আয়ারল্যাণ্ড শুধু চিন্তিতই ছিল না। তার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল একটি বাজে কোচে ভ্রমণ। তবুও তারা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে লড়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সের আঘাতে আয়ারল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হয়। খেলার আগের দিন দু'শ দশ মাইল মোটরে করে নরকপিং যাওয়া প্রত্যেক আইরিশের মধ্যে ক্লান্তি এনে দেয়। এতবড় খেলার পক্ষে ওই মোটর-ভ্রমণ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত ছিল না। তারা প্রস্তুতও হতে

পারেনি। শুধু তাই নয়—দলে অনুপস্থিত গ্রেগ ও পিকক। তাঁদের গ্রন্থি ছিন্ন ঃ আহত কেসি-ও দলের দুর্বলতাই বাড়ালেন। আয়ারল্যান্ড একটিই সুযোগ পেয়েছিল শুরুতে। সেই সুযোগ যদি তারা কাজে লাগাত, দলের মধ্যে যাদু ঘটে যেতে পারত তখনই। ব্লাঙ্কফ্লাওয়ার যেই থ্রো করলেন বিংহামের মাথায়, তিনি সেটি বাড়ালেন ম্যাকরয়ের কাছে। কিন্তু ম্যাকরয় শুটিংএর বদলে স্কোয়ার পাস দিলেন। এই সেই শুভক্ষণ। অথচ ম্যাকপারল্যান্ড মাঝপথে যেন হারিয়ে গেলেন। ফ্রান্সের উইসনিস্কি বিরতির একটু আগে ১-০ করলেন আর আয়ারল্যান্ড যেন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বিরতির পরে ফনটাইন দুটি ও পিয়ানটনি একটি গোল দিলেন।

স্টকহমে সুইডেন ক্লান্ত সোভিয়েতকে বেশ শক্তিশালী বিপক্ষ দল হিসাবেই পেল প্রথমার্ধে। খেলা নিয়ে দর্শকদের তেমন আগ্রহ ছিল না। সাকুল্যে কোনরকমে বত্রিশ হাজার আসন পূর্ণ হল। বিরতির পরে কুট হ্যামরিন প্রায় একাকীই বল নিয়ে সোভিয়েতের গোল ভেদ করলেন। হেড দিয়ে আরও একটি গোল তিনি করতে পারতেন, কিন্তু সামান্যর জন্য ব্যর্থ হন। বল নিয়ে তিনি সোভিয়েত গোলমুখে পেঁছেও যান। সুইডেন খেলা শেষের আড়াই মিনিট আগে যে দ্বিতীয় ও শেষ গোলটি দেয় তার স্রষ্টাও হ্যামরিন, কিন্তু তার শেষ কাজটুকু করেন সিমোসন।

ফ্রান্সের অভিজ্ঞ কোচ জাসের সুইডেনের খেলা দেখে অবাক হলেন। যদি ঠিকমত খেলে তবে তো তাদের হারান অসম্ভব। যেভাবেই হোক, রেনর ওই খবর পেয়েছিলেন। ব্রাজিল পরে তা কাজেও লাগায়।

মালনো-তে হেলমুট রান পশ্চিম জার্মানীকে আবার জিতিয়ে দিলেন। দ্বাদশ মিনিটে অপ্রতিরোধ্য ক্রনকোভিককে কাটিয়ে দ্রুত ধেয়ে গোলটি দেন। ক্রিভোকুকা আসলে অত আড়াতাড়ি ফোকরটি বন্ধ করতে পারেননি। সত্যি বলতে কি এই ম্যাচে হৃদয়হীন ফুটবল খেলেন জাসকোয়াইক ও এরহার্ড। ওঁরা ভাগ্যবান! খেলা শেষ হবার নয় মিনিট আগে পেনাল্টি দেওয়া হয়নি। ওঁরা তখন শুধু মিলুটিনোভিককে ধরাশায়ী করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। এমন ভাবে মেরেছিলেন ওকে যে বহুদিন মিলুটিনোভিকের পা অকেজো ছিল। এই ঘটনা দেখে যুগোশ্লাভ ম্যানেজার ও তাদের ১৯৩০ বিশ্ব কাপের রাইট উইঙ্গার আলেকজান্ডার টির্নানিক মন্তব্য করলেন ঃ এটি অবধারিত পেনাল্টি। যে কেউ দেখলে বলতেন, এমন পেনাল্টি কমই হয়। কিন্তু পেনাল্টি পেলেও খেলার ফলের পরিবর্তন হত না। আমার দল গোল করতে পারত না। বরং তিক্ততাটাই দীর্ঘস্থায়ী হত।

## সেমি ফাইনাল

সুইডেন-পশ্চিম জার্মানীর খেলা পড়ল গোটেনবার্গে এবং ব্রাজিল-ফ্রান্সের স্টকহমে।

**সুইডেন ঃ পশ্চিম জার্মানী**—গোটেনবার্গের খেলায় সুইডিশদের জাতীয়তাবোধ এমন তুঙ্গে উঠল যে, জার্মানরা যেন ছায়ায় ঢাকা পড়ল। খেলার আগে এমনও মনে হল খেলার আর দরকার কি! ফল তো হয়েই গেছে।

সমর্থক তথা প্রিয়জনদের জন্য আতিথেয়তার চূড়ান্ত করে ছাড়লেন সুইডিশরা। আবার সেই উগ্র জাতীয়তাবাদের নজির খেলার মাঠে। যদিও দারুণ অসঙ্গতি দেখা গেল দর্শকদের আচরণে, তবু হয়তো প্রয়োজন ছিল ওদের এই মনোভাবের। ইতো-মধ্যে গম্ভীর চেহারার স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তি নীল ব্লেজার পরে সুইডিশ পতাকা হাতে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম শ্লোগান দিলেন। কয়েকটি গানের কলি আওড়ালেন; এর পর মাঠের মধ্যে পতাকা হাতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করছিলেন যে ভাঁড়রা, তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তবে জার্মানীর ভাঁড়রা দৌড়ের ট্র্যাকেই গণ্ডীবদ্ধ রইলেন।

গ্যালারিতে জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডাঃ পেকস বাওয়েন্‌স ও সুইডিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে দারুণ কথা কাটাকাটি হচ্ছিল। (১৯৫৪-র বিশ্ব কাপের পর এই বাওয়েন্‌স-এর উৎকট স্বদেশপ্রীতি গোটা জার্মানীতেও বেশ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।) গোটেনবার্গের গ্যাল্যারিতে সুইডিশরা কিছু জার্মান সমর্থককে আসন দিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠল। ডাঃ বাওয়েন্‌স হুমকি দিলেন, যদি তাঁদের সমর্থকদের বসার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তিনি দল প্রত্যাহার করে নিয়ে যাবেন। হুমকিতে কাজ হল, ওঁরাও জায়গা পেলেন।

খেলাটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। যদিও খেলায় ফাউলের আধিক্য দেখা যায় এবং অন্তত একবার মারাত্মক ভুলও হল রেফারিং-এ। সুইডিশ সমর্থকরা একসুরে চিৎকার করতে লাগলেন 'হেজা, হেজা, হেজা', আর এই শব্দে সারা স্টেডিয়াম যেন ফেটে পড়ছিল। স্থানীয় দলই শুরুতে সারা মাঠে পদচারণা করল। জার্মান দল ভুল স্ট্রাটেজি নিয়েছিল। পিচ্ছিল মাঠে এরহার্ড ভুল 'স্টাড' নিয়ে খেলতে গিয়ে ঘন ঘন পড়ে যেতে থাকেন। গোলরক্ষক হারকেনরাথকে দেখে মনে হল এত গুরুত্বপূর্ণ খেলার পক্ষে তিনি যোগ্য নন। তবুও জার্মানীই প্রথম গোল দিয়ে সারা মাঠে নিস্তব্ধতা সৃষ্টি করল।

জিলার সর্বদা বল নিয়ে সুচিন্তিতভাবে এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত করে বেড়াতে থাকেন। মাঝে মাঝে পাসগুলি ধরার জন্য দ্রুত ধেয়ে যান। একটি বল ধরে নিজে খেলতে না পেরে সেণ্টার করলেন। হ্যান্স শেফার ২৫ গজ দূর থেকে দারুণ ভলি মারতেই সুইস গোলরক্ষক স্বেনসন পরাস্ত হলেন। পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে এগিয়ে গেল।

সুইডেনের লিডহোম ও গ্রেণের অক্লান্ত পরিশ্রমে খেলা তাদের দিকে ফিরে এল ক্রমশ। অবশ্য এজন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব লিডহোমেরই। একবার তিনি হাত দিয়েও বল নিয়ন্ত্রণে আনলেন, কিন্তু রেফারির হাত নাড়ায় বুঝলেন, হ্যাণ্ডবল হয়নি। স্কোগ্লাণ্ড কোণাকুণি শটে ১-১ করলেন। জার্মানী ও সুইডেনের এই দুটি গোলের ব্যবধানে সময় ছিল পাঁচ মিনিট।

হ্যামরিন দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জাসকোয়াইককে কয়েকবার অতিক্রম করলেন। তখন খেলার সিংহভাগ সুইডেনের পক্ষে। তৃতীয় মিনিটে হ্যামরিনে পায়ে ঝাঁপ

দিয়ে পড়া বৈ হারকেরনাথের উপায় ছিল না। দ্বাদশ মিনিটে হ্যামরিন ফাউল করলেন জাসকোয়াইককে। এমন বোকার মত ফাউলে সারা গ্যালারি হৈ-হৈ করে উঠল। এজন্য দায়ী অবশ্যই হ্যামরিন। জাসকোয়াইক অজ্ঞান হয়ে গড়াতে গড়াতে বাইরে গেলেন। অবশ্য আবার মাঠে ফিরতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি।

খেলা শেষের ষোল মিনিট আগে সুইডেনের শক্তিমান ও 'লোহার তৈরী' লেফট-হাফ পারলিং মারাত্মক ফাউল করলেন ফ্রিজ ওয়াল্টারকে। শাস্তিরূপ পারলিংকে তৎক্ষণাৎ মাঠের বাইরে যেতে হল। আহত ওয়াল্টারকেও ধরাধরি করে বাইরে নেওয়া হল কয়েক মিনিটের জন্য। পরদিন তিনি সারাক্ষণ শয্যায় কাটালেন। অর্থাৎ সুইডেন তখন খেলছে নয়জনের বিরুদ্ধে।

খেলা শেষ হতে তখন নয় মিনিট বাকি। হ্যামরিনের একটি জোরালো শট আটকালেন হারকেনরাথ। সুইডেনের রাইট ইন গুনার গ্রেণ তক্কে তক্কে ছিলেন। হারকেনরাথের মারা বল বাঁ পায়ে উড়ন্ত অবস্থায় লুফে নিয়ে ওই পায়েই বাঁ কোণ দিয়ে দর্শনীয় গোল ( ২-১ ) দিলেন। এরপর সেন্টার হতেই হ্যামরিন বল নিয়ে এগোতে লাগলেন দারুণ কুশলতায়। বল একটু থামিয়ে ডানদিকের টাচলাইন ধরে সোজা চললেন। এবার একটু বিমর্ষ তিনি। তারপর তিনজনকে কাটালেন নাচতে নাচতে এবং অবশেষে পরাস্ত হলেন হারকেনরাথ ( ৩-১ )। প্রতিযোগিতার সবচেয়ে ধীরগতি দল ফাইনালে উঠল।

ব্রাজিল ঃ ফ্রান্স—স্টকহমে ফাইনালে উঠল ব্রাজিল। ফ্রান্স অবশ্য লড়াইয়ের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। যাঁরা সেদিন খেলা দেখেছেন, একবাক্যে স্বীকার করেছেন ফ্রান্সের ফনটাইন ও পিয়ানটনির গোলের তৃষ্ণা মেটাতে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন কোপা। ওঁরা ব্রাজিলের নড়বড়ে মধ্যবর্তী রক্ষণভাগকে বেগ দিলেন। ৩৭ মিনিট ধরে বেঁটেখাটো কোপা অভূতপূর্ব ফুটবল খেললেন আর থরহরি সৃষ্টি করলেন। ডিডি, গ্যারিঞ্চা ও পেলে মিলে ভাভাকে দিয়ে দারুণ গোল করালেন দ্বিতীয় মিনিটে, কিন্তু নয় মিনিটের মধ্যে ফনটাইন ১-১ করে ফেললেন। এরপর বব জঁকোয়েত আহত হয়ে বিরতির সময়ে মাঠের বাইরে গেলেন। ডিডি দু'মিনিটের মধ্যে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে। দ্বিতীয়ার্ধে পেলে একাকীই গোলের ঝড় বইয়ে দেন ( ৫-১ )। অর্থহীন হলেও পিয়ানটনি দেরিতে একটি গোল শোধ করেন ( ৫-২ )।

## ফাইনাল

সুইডেন ঃ ব্রাজিল—গোটেনবার্গে সুইডেন-জার্মানীর সেমি ফাইনালের উত্তপ্ত পরিবেশের কথা মনে পড়ায় ব্রাজিল খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। কেননা, ফাইনালে সুইডিশরা আরও যে উচ্ছ্বসিত ও উত্তেজিত থাকবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। বিশ্ব কাপ কমিটি স্থির করলেন, সেমি ফাইনালের পরিস্থিতি ফাইনালে কিছুতেই হতে দেওয়া হবে না। গ্যালারিতে যাই হোক, মাঠে যেন খেলা নির্বিঘ্নেই

চলে। কমিটি জানিয়ে দিলেন, মাঠের মধ্যে ভাঁড়নেতাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আনন্দ, উত্তেজনা ও হৈ-হুল্লোড় থেকে বঞ্চিত হওয়ার নির্দেশ পেয়ে রাসুন্ডার জনতা অদ্ভুতভাবে শান্ত রইলেন।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় গোটেনবার্গে ফ্রান্সের কোপা ও ফনটাইন অশ্বগতিতে ছিনিমিনি খেললেন দুর্বল জার্মানীর বিরুদ্ধে। এই নিয়ে পশ্চিম জার্মান দলে তরুণ ও স্বাস্থ্যবান রাইট হাফ কার্লহেঞ্জ সেলিঙ্গার দ্বিতীয়বার জাতীয় দলের পক্ষে খেললেন। পোলিশ খনি মালিক ও ফরাসী মহিলার পুত্র কোপা তো অপ্রতিরোধ্য ছিলেন। কোপার সাহায্যেই ফনটাইন চারটি গোল দিলেন। কোপা দিলেন একটি পেনাল্টি থেকে। ফ্রান্স জিতল ৬-৩ গোলে।

স্টকহমে ফাইনালের দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হল। জর্জ রেণর আনন্দে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ঃ ব্রাজিল যদি শুরুতে গোল খায়, তবে সারা ম্যাচে তারা থরহরি সৃষ্টি করবেই। হলও তাই। শুরুতেই তারা ১-০ গোলে পিছিয়ে গেল এবং তারপর থেকে প্রণবন্ত ফুটবল আরম্ভ করল।

ফিওলা ডিফেন্সে দৃঢ়তার সঙ্গে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটালেন। রাইট ব্যাক ডি সোরডিকে তুলে নিলেন। তাঁর জায়গায় আনলেন ১৯৫৪-র অভিজ্ঞ জালমা স্যান্টোসকে। বলাবাহুল্য ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপে এটি তাঁর প্রথম খেলা। ডিফেন্সের দুই স্যান্টোস সুইডেনের আক্রমণভাগের দুই ফলা হ্যামরিন ও স্কোগ্লান্ডকে আগলে রইলেন এবং ঘন ঘন তাদের আক্রমণধারাকে প্রতিহত করলেন।

তবুও চতুর্থ মিনিটে সুইডেন গোলের রচয়িতা গ্রেণ ও লিডহোম। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার এই গোলটি বহুদিন ফুটবলারদের আদর্শ হয়ে থাকবে। গ্রেণ বলটি পাস দেন লিডহোমকে। তিনি ওটি ধরে আস্তে আস্তে দুই ব্রাজিলিয়ান রক্ষককে কাটিয়ে পেনাল্টি বক্সে প্রবেশ করেন ডান কর্ণারের দিক থেকেও গোলরক্ষক জিলমারকে পরাস্ত করেন জোরালো শটে। গোটা প্রতিযোগিতায় ব্রাজিলকে এই চার মিনিট কেমন যেন দুর্বল মনে হচ্ছিল।

অবশ্য ছয় মিনিট পরে ব্রাজিল ১-১ করে এবং এজন্য সবচেয়ে প্রশংসা পেলেন গ্যারিঞ্চা। জিটোর কাছ থেকে বল পেয়ে কেউটের মত ছোবল দিয়ে গ্যারিঞ্চা পারলিংকে কাটিয়ে অক্সবম পর্যন্ত পেঁছে গেলেন। তাঁর সোয়াভেঁর কাছে সুইডিস রক্ষকদ্বয় পরাস্ত হলেন। তারপর প্রচণ্ড বেগের মধ্যেই বল পিছনে ঠেলে দিলেন ভাভার কাছে। ভাভা ১-১ করলেন।

খেলার গতি ফিরে গেল। গ্যালারিতে রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা। পেলের জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে এল। ফরওয়ার্ডে খেললে কি হবে, জাগালো ব্রাজিলের বারের নিচ থেকে হেড দিয়ে একটি অবধারিত গোল বাঁচালেন। বত্রিশ মিনিট পরে গ্যারিঞ্চা আবার ধাবিত হলেন ও সুইডিশ লেফট ফ্ল্যাঙ্ককে অতিক্রম করে বল পেঁছে দিলেন ভ্যভার কাছে। ভাভা এবার ব্রাজিলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন।

সুইডেনের খেলা এবার মাঝমাঠেই সীমিত রইল। তাদের উইঙ্গাররা যেন মৃত।

বিরতির দশ মিনিট পরে তাদের শেষ আশার মৃত্যু হল যখন পেলে চমৎকার গোলটি দিয়ে ৩-১ করলেন। পেলের ওই গোলের তুলনা হয় না। একটি উ'চু বল পেনাল্টি বক্সের মধ্যেই উরু দিয়ে ধরে হুক করলেন মাথার উপরে। সেই বলে এমন ভলি মারলেন যে, প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে তা স্বেনসনকে অতিক্রম করল।

এবার জিটো ও ডিডি খুশিমত বল দেওয়া-নেওয়া শুরু করলেন সুইডেনকে হতমান দেখে। ফুলব্যাক জালমা স্যান্টোস দৌড়ে দৌড়ে বিপক্ষের রক্ষণভাগ অবধি যেতে লাগলেন। এদিকে ওঁদেরই সঙ্গে পেলে ও ভাভা মদত দিতে থাকেন পাসের মাধ্যমেই। তের মিনিটের মধ্যেই জাগালো অতিক্রম করলেন বোয়ারসেনকে, তারপর বার্জমার্ককে। ব্রাজিলের পক্ষে চতুর্থ গোলটি দিয়ে জাগালো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর চোখেও আনন্দাশ্রু।

ব্রাজিলের সমর্থকরাও ধরে নিলেন জুল রিমে ট্রফি এবার তাদের করায়ত্ত। তারাও আনন্দে 'আম্বা, আম্বা' চিৎকারে স্টেডিয়ামে সাড়া জাগালেন। সুইডেনের লিডহোম এর কিছু পরে বল বাড়ান আগ্রে সিমোনসনের কাছে। তিনি সুইডেনের নিলহোম এহ কিছু পরে বল বাড়ান আগ্রে সিমোনসনের কাছে। তিনি সুইডেনের পক্ষে দ্বিতীয় গোলটি করেন। এটি অফ্ সাইড ছিল—সমালোচকরা ও ব্রাজিলের সমর্থকরা ওই মন্তব্য করলেও ব্রাজিল দল ওই নিয়ে হৈ চৈ করেনি। ওরা রেফারির সিদ্ধান্তের যোগ্য জবাব দেয় আর একটি গোল (৫-২) দিয়ে। জাগালোর সেন্টার থেকে পেলে দুরন্ত গতি প্রয়োগ করেন।

অবশেষে বিশ্ব কাপ ব্রাজিলের দখলে এল। বালসুলভ চপলতা প্রকাশ পেল তাদের কাপ জয়ের আনন্দে। সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করলেন ওঁরা নিজেদের পতাকা নিয়ে।

সন্দেহ নেই এবার সেরা দলই বিশ্ব কাপ ফুটবল বিজয়ী হল। শ্রেষ্ঠ দল তো বটেই, তাদের খেলাও ছিল চমৎকার ও অতুলনীয়।

## পুল—১

পশ্চিম জার্মানী—৩ (রান ২, স্মিড)
আর্জেন্টিনা—১ (কোরবাট্টা)

বিরতি ২—১

উত্তর আয়ারল্যান্ড—১ (কুশ)
চেকোশ্লোভাকিয়া—০

বিরতি ১—০

পশ্চিম জার্মানী—২ (শেফার, রান)
চেকোশ্লোভাকিয়া—২ (ভোরাক-পেনাল্টি, জিকান)

বিরতি ১—০

আর্জেন্টিনা—৩
[ কোরবাট্টা ২ ( ১ পেনাল্টি ), মেনেনডেজ ]

উত্তর আয়ারল্যান্ড—১
ম্যাকপারল্যান্ড )

বিরতি ১—১

চেকোশ্লোভাকিয়া—৬
( ভোরাক, জিকান-২, ফিউবিজল,
ভোরকা ২ )

আর্জেন্টিনা—১
( কোরবাট্টা )

বিরতি—৩—১

পশ্চিম জার্মানী—২
( রান, জিলার )

উত্তর আয়ারল্যান্ড—২
( ম্যাকপারল্যান্ড )

বিরতি ১—১

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৭ | ৫ | ৪ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৮ | ৪ | ৩ |
| উত্তর আয়ারল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৫ | ৩ |
| আর্জেন্টিনা | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৫ | ১০ | ২ |

প্লে-অফ্ ঃ উত্তর আয়ারল্যান্ড—২
( ম্যাকপারল্যান্ড )

চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( জিকান )

## পুল—২

ফ্রান্স—৭
( ফনটাইন ৩, পিয়ানটনি, কোপা,
উইসনিস্কি, ফিন্সেণ্ট )

প্যারাগুয়ে—৩
[ আমারিল্লা ২ ( ১ পেনাল্টি ),
রোমেরো ]

বিরতি ২—২

যুগোশ্লাভিয়া—১
( পেটাকোভিক )

স্কটল্যাণ্ড—১
( মারে )

বিরতি ১—০

যুগোশ্লাভিয়া—৩
( পেটাকোভিক, ভেসেলিনোভিক-২ )

ফ্রান্স—২
( ফনটাইন )

বিরতি ১—২

প্যারাগুয়ে—৩
( আগুয়েরো, রে, প্যারডি )

স্কটল্যান্ড—২
( মুডি, কলিন্স )

বিরতি ২—১

ফ্রান্স—২
( কোপা, ফনটাইন )

স্কটল্যান্ড—১
( বেয়ার্ড )

বিরতি ২—০

যুগোশ্লাভিয়া—৩ ( আনানোভিক, রাজকভ, ভেসেলিনোভিক )
প্যারাগুয়ে—৩ ( প্যারডি, আগুয়েরো, রোমেরো )

বিরতি ২—১

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফ্রান্স | ৩ | ২ | ০ | ১ | ১১ | ৭ | ৪ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৭ | ৬ | ৪ |
| প্যারাগুয়ে | ৩ | ১ | ১ | | ৯ | ১২ | ৩ |
| স্কটল্যান্ড | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | ১ |

## পুল—৩

সুইডেন—৩
[ সিমোনসন ২, লিডহোম ( পেনাল্টি ) ]
মেক্সিকো—০

বিরতি ১—০

হাঙ্গেরি—১ ( বোজসিক )
ওয়েলস্—১ ( জে চার্লস )

বিরতি ১—১

ওয়েলস্—১ ( অলচার্চ )
মেক্সিকো—১ ( বেলমন্ট )

বিরতি ১—১

সুইডেন—২ ( হ্যামরিন )
হাঙ্গেরি—১ ( টিশি )

বিরতি ১—০

সুইডেন—০
ওয়েলস্—০

হাঙ্গেরি—৪ ( টিশি-২, স্যান্ডর, বেঙ্কসিক্স )
মেক্সিকো—০

বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সুইডেন | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৫ | ১ | ৫ |
| হাঙ্গেরি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৩ | ৩ |
| ওয়েলস্ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ২ | ২ | ৩ |
| মেক্সিকো | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১৪ | ৮ | ১ |

প্লে-অফ ঃ ওয়েলস্—২ ( অলচার্চ, মেডউইন )
হাঙ্গেরি—১ ( টিশি )

বিরতি ১—০

## পুল—৪

ইংল্যান্ড—২ [ কেভান, ফিনে ( পেনাল্টি ) ]
রাশিয়া—২ ( সিমোনিয়ান, এ ইভানভ )
বিরতি ০—১

ব্রাজিল—৩ ( মাজোলা ২, এন স্যান্টোস )
অস্ট্রিয়া—০
বিরতি ১—০

ইংল্যান্ড—০
ব্রাজিল—০

সোভিয়েত ইউনিয়ন—২ ( ইয়ায়িন, ভি ইভানভ )
অস্ট্রিয়া—০
বিরতি ১—০

ব্রাজিল—২ ( ভাভা )
সোভিয়েত ইউনিয়ন—০
বিরতি ১—০

ইংল্যান্ড—২ ( হাইনেস, কেভান )
অস্ট্রিয়া—২ ( কলার, কোয়েণ্টার )
বিরতি ০—১

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৫ | ০ | ৫ |
| ইংল্যান্ড | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ৪ | ৪ | ৩ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৪ | ৩ |
| অস্ট্রিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৭ | ১ |

প্লে-অফ্ ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন—১ ( ইয়ায়িন )
ইংল্যান্ড—০
বিরতি ০—০

### কোয়ার্টার ফাইনাল

নরকীপিং-এ

ফ্রান্স—৪ ( উইসনিস্কি, ফনটাইন ২, পিয়ানটনি )
উত্তর আয়ারল্যান্ড—০
বিরতি ১—০

আবেস ; কেলবেল লের ; পেঁভার্ণ, জঁকোয়েত; মার্সেল ; উইসনিস্কি, ফনটাইন, কোপা, পিয়ানটনি, ভিন্সেণ্ট।

গ্রেগ ; কিথ, ম্যাকমাইকেল ; ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার, কানিংহাম, কুশ ; বিংহ্যাম, কেসি, স্কট, ম্যাকরয়, ম্যাকপারল্যান্ড।

ম্যালমো-এ

পশ্চিম জার্মানী—১ (রান)

যুগোশ্লাভিয়া—০

বিরতি ১—০

হারকেনরাথ ; সোলেনবার্ক, জাসকোয়াইক ; এ কে ল, এরহার্ড, জিমানিয়াক ; রান, ওয়াল্টার, জিলার, স্মিড, শেফার।

ক্রিভোকুকা, সিজাকোভিক, ব্রনকোভিক ; ক্রিস্টিক, জেবেক, বসকভ ; পেটাকভিক, ভেসেলিনভবিক, মিলুটিনোভিক, অগনানোভিক, রাজকভ।

স্টকহম-এ

সুইডেন—২ (হ্যামরিন, সিমোনসন)

সোভিয়েত ইউনিয়ন—০

বিরতি ১—০

স্বেনসন ; বার্জমাক, অক্সবম ; বোয়ারেসন, গুস্তাভসন, পারলিং ; হ্যামরিন, গ্রেণ, সিমোনসন, লিডহোম, স্কোগ্লান্ড।

ইয়াসিন ; কেজারেভ, কুজনেসভ ; ভয়নভ, ক্রিজেভস্কি, জারেভ ; এ ইভানভ, ভি ইভানভ, সিমোনিয়ান, সালনিকভ, ইয়ায়িন।

গোটেনবার্গ-এ

ব্রাজিল—১ (পেলে)

ওয়েলস—০

বিরতি ০—০

জিলমার ; ডে সোরডি, এন স্যাণ্টোস ; জিটো, বেলিনি, অরল্যাণ্ডে ; গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ম্যাজোলা, পেলে, জাগালো।

কেলসি ; উইলিয়মস, হপকিন্স ; সুলিভান, এম চার্লস, বাউয়েন ; মেডউইন, হিউইট, ওয়েবস্টার, অলচার্চ, জোন্স।

## সেমি ফাইনাল

স্টকহম-এ

ব্রাজিল—৫ (ভাভা, ডিডি, পেলে-৩)

ফ্রান্স—২ (ফনটাইন, পিয়ানটনি)

বিরতি ২—১

জিলমার ; ডে সোরডি, এন স্যাণ্টোস ; জিটো, বেলিনি অরল্যাণ্ডে ; গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে, জাগালো।

আবেস ; কেলবেল, লের ; পেন্ভার্ণ, জঁকোয়েত, মার্সেল ; উইননিস্কি, ফনটাইন, কোপা, পিয়ানটনি, ভিন্সেণ্ট।

গোটেনবার্গ-এ

সুইডেন—৩
( গ্রেন্ড গ্রেণ, হ্যামরিন )

পশ্চিম জার্মানী—১
( শেফার )

বিরতি ১—১

স্বেনসন; বার্জমার্ক, অক্সবম ; বোয়ারসেন, গুস্তাভসন, পারলিং ; হ্যামরিন, গ্রেণ, সিমোনসন, লিডহোম, স্কোগ্লান্ড

হারকেন ; স্টোলেনবার্ক, জাসকোয়াইক ; এর্কেল, এরহার্ড, জিমানিয়াক ; রান, ওয়াল্টার, জিলার, শেফার, সিয়েজলার্ক।

তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

ফ্রান্স—৬
[ ফনটাইন-৪, কোপা ( পেনাল্টি ), ডুইস ]

পশ্চিম জার্মানী—৩
( সিয়েজলার্ক, রান, শেফার )

বিরতি ৩—১

আবেস ; কেলবেল, লের ; পেঁভার্ণ, লাফ, মার্সেল ; উইসনিস্কি, ডুইস, কোপা, ফনটাইম, ভিন্সেন্ট।

কিয়াটোস্কি ; স্টোলেনবার্ক, এরহার্ড ; স্নেলিঞ্জার, উয়েয়ার্স, জিমানিয়াক ; রান, স্টার্ম কেলবাসা, শেফার, সিয়েজকার্ক।

ফাইনাল ( স্টকহমে ২৯ জুন, দর্শক ৪৯,৭৩৭ )

ব্রাজিল—৫
( ভাভা ২, পেলে ২, জাগালো )

সুইডেন—২
( লিডহোম, সিমোনসন )

জিলমার ; ডি স্যান্টোস, এন স্যান্টোস ; জিটো, বেলিনি, অরল্যান্ডো ; গ্যারিঞ্চা, ডিডি, ভাভা, পেলে, জাগালো।

স্বেনসন ; বার্জমার্ক, অক্সবম ; বোয়ারসেন, গুস্তাভসন, পারলিং ; হ্যামরিন, গ্রেণ, সিমোনসন, লিডহোম, স্কোগ্লান্ড।

# চিলি
## ১৯৬২

বিজয়ী ব্রাজিলের ব্যাজ

১৯৬২-তে চিলিতে বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় জিতে বিশ্ব কাপ নিয়ে গেল ব্রাজিল। প্রমাণ করল শুধু একজনের দৌলতেই তারা চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তাদের দল এগারজনকে নিয়ে নয়, আরও কয়েকজনকে নিয়ে এবং একটি নক্ষত্রের পতন হলে, আর একটি তারকার উদয় হয়। অর্থাৎ একজনের বদলে আর একজন মাঠে নামলে তিনিও একই ধারায়, একই গতিতে খেলতে পারেন। অবশ্য ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাকে বিশেষজ্ঞরা 'গ্যারিঞ্চার বিশ্ব কাপ' বা 'ওয়ার্ল্ড কাপ অফ গ্যারিঞ্চা' আখ্যা দিয়েছেন। ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ স্মরণীয় হয়ে থাকবে ৪-৩-৩ পদ্ধতির জন্যও।

আয়তনে বিরাট অথচ সেই সময়ে দরিদ্র হয়ে পড়লেও চিলির ব্যবস্থাপনা সকলকে মুগ্ধ করল। যখন আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের সভায় ১৯৬২-র বিশ্ব কাপের স্থান নির্ণয় হচ্ছিল, চিলি তখন বিধ্বংসী ভূমিকম্পের কবলে পড়ে রিক্ত ও নিঃস্ব। কিন্তু চিলি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কার্লস ডিটবর্ণ চমৎকার-ভাবে উপস্থাপিত করলেন তাঁর দাবি। যুক্তি দিয়ে বললেন ঃ আমাদের দেশকে বিশ্ব কাপের দায়িত্ব দিতেই হবে। কারণ, আপাতত ও ছাড়া আমাদের আর কোনো অবলম্বন নেই।

আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশন তাঁর দাবি মেনে নিলেন। পাহাড় ঘেরা ও বরফে ঢাকা সান্টিয়াগোয় দ্রুত একটি বিরাট অথচ চমৎকার স্টেডিয়াম তৈরি করে ফেললেন। আয়তনে ছোট হলেও আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধার আর একটি স্টেডি-য়াম ভিনা ডেল মার উপকূলে। সেখানে প্রস্তরখণ্ডগুলির উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে পেলি-কান এসে বসে। স্টেডিয়ামের ভিতরে আছড়ে পড়ে সমুদ্রলতাগুল্মের আন্দোলিত হাওয়া। তৃতীয় গ্রুপের খেলার ব্যবস্থা হয় রানকাগুয়ায় ব্র্যাডেন কপার কোম্পানীর স্টেডিয়ামে। চতুর্থ গ্রুপের খেলা পড়ে কয়েক হাজার মাইল উত্তরে পেরুভিয়ান সীমান্তে আরিকো শহরে।

বিশ্ব কাপের জন্য চিলি নিজেদের ফুটবল দলকেও দারুণভাবে প্রস্তুত করল এবং সে প্রস্তুতি আশাতীত। আর তাদের উপর্যুপরি সাফল্যে মনে হতে লাগল একশ' বছর আগে প্যাসিফিক যুদ্ধের পর এমন কৃতিত্ব, দেশ ব্যাপী সাড়া আর দেখা যায়নি। বাস্তবিকই তাই। রাজধানীতে সে কী হুল্লোড়! সারারাত রাজপথে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল ফুটবল আমোদের দ্বারা। আর মোটর গাড়িগুলি একসঙ্গে হর্ন' বাজিয়ে বোঝাতে লাগল 'ভিভা চিলি'।

চিলিকে ঘিরে সমালোচনা কম হল না। হবে না-ই বা কেন! সংগঠকরা যদি অকেজো হন, সমালোচনা হওয়া অবাস্তব নয়। টিকিট নিয়ে যদি চোরাকারবার বা দুর্নীতি হয়, অন্তত একজন কর্মকর্তাও যদি ওর সঙ্গে জড়িত থাকেন, তাহলেও সমা-লোচনার ঝড় তোলা যায়। চার বছর পরে ১৯৬৬-তে ইংল্যাণ্ডেও অনুরূপ ঝড় ওঠে। কিন্তু তাই নিয়ে বাদানুবাদ বেশীদূর এগোয়নি ধামাচাপা দেওয়ায়।

যদি আসনের জন্য বা টিকেটের জন্য বর্ধিত মূল্য দাবি করা হয়, তবে পুলিস ডাকা যেতে পারে। যে দুজন ইতালীয় সাংবাদিক চিলিকে পিছিয়ে-পড়া দেশ বলে নানা নিবন্ধ লিখেছিলেন তাঁদের সংবাদপত্রে এবং সান্টিয়াগোয় খেলার আগে নিজে-দের দলকে সেরা বলে জাহির করেছিলেন, খেলা শেষে ব্যবস্থাপনায় যখন অন্যরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং তাদের দলের ফল হতাশকর হল—তখন বোঝা গেল তাদের সব ধারণা, সব সমালোচনা নিরর্থক।

আদতে চিলিকে তখন কিছুটা নোংরা বা পিছিয়ে পড়া মনে হলেও সেখানকার অভিজাত্য বা ঐতিহ্য একেবারে মুছে যায়নি। চিলির শীতকালটা বড় হৃদয়-বিদারক। সান্টিয়াগোর আকাশে-বাতাসে কেমন যেন ধোঁয়াটে পরিবেশ। কেমন যেন ঝুলকালিপূর্ণ। সবচেয়ে অস্বাস্থ্যকর ওখানকার রান্নাঘরগুলি। কত লোক যে প্রাণ হারিয়েছিল! তবুও বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়নি। বরং সুইডেন বা মেক্সিকো অপেক্ষা চিলিতে এসে বিদেশী দর্শক ও দলগুলি মধুর স্মৃতি নিয়েই স্বদেশে ফেরেন।

দক্ষিণ আমেরিকার মাটিতে নিজেদের অনুকূল আবহাওয়ায় নিঃসন্দেহেই ব্রাজিল ফেভারিট ছিল। অসুস্থতার জন্য বুদ্ধদেব চেহারার ভিনসেণ্ট ফিওলাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব ত্যাগ করতে হয়। তাঁর বদলে ম্যানেজার হলেন জেজে-র ভাই আয়মোর মোরিরা। সাদা চুলের আয়মোর যেমন ধৈর্যশীল, তেমনি বিনয়ী। ওর সঙ্গে ছিলেন হিলটন গসলিং। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে ব্রাজিলের সাফল্য আরও অনায়াসলব্ধ হয়। ব্রাজিল প্রতিটি ম্যাচে দারুণ খেলল। ভিনা ডেল মার গ্রুপে তাদের সঙ্গে ছিল চেক, স্প্যানিয়ার্ড ও মেক্সিকানরা। ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপে আয়ারল্যাণ্ডের অধিনায়ক ডানি ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার চিলিতে এলেন সাংবাদিকের কাজ নিয়ে। ব্লাঞ্চফ্লাওয়ার ব্যবস্থা-পনায় মুগ্ধ হয়ে বললেন: প্রত্যেকটি দলের বেশ সুবিধা হল আগেভাগে কবে, কখন, কোথায় কার খেলা ইত্যাদি জানতে পারায়।

ভিনা গ্রুপ: ব্রাজিল, চেকোশ্লোভাকিয়া, স্পেন ও মেক্সিকো—১৯৫৮-য় যে

ব্রাজিল ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বিশ্ব কাপ জিতেছিল, সেই একতায় ভাঙন ধরে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু কী আশ্চর্য! ১৯৬২-র বিশ্ব কাপের আগে নাটকীয়ভাবে আবার খেলোয়াড়রা ঐক্যবদ্ধ হলেন। ফিরে এল পুরনো সংহতি।

যে দুজন খেলোয়াড় মাদ্রিদে চলে গিয়েছিলেন ভাগ্যান্বেষণে, আবার তাঁরা ফিরে এলেন। সেন্টার ফরোয়ার্ডের যে ভাভা গতবার ফাইনালে দুটি গোল দিয়েছিলেন, তিনি চলে যান অ্যাটলেন্টিকো মাদ্রিদে এবং সেখানে কয়েকটি মরশুম বেশ খেলেছিলেন। তিনি আবার ব্রাজিলে খেলার জন্য ফিরে এলেন ও নিজের জায়গা দখল করলেন।

১৯৫৮-য় ডিডি-ও সুইডেনে মাতিয়েছিলেন। তার আগে ১৯৫৪-য় সুইজারল্যাণ্ডও রীতিমত 'তারকা' ছিলেন। এই ডিডি ১৯৫৮-র পর যোগ দেন রিয়াল মাদ্রিদে। কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদে ডি স্টিফানোর মতো কুশলী খেলোয়াড় থাকায় ডিডিকে তেমন পাত্তা দেওয়া হল না। তা ছাড়া কয়েকটা মরশুমে তাঁর খেলায় ভাঁটা পড়ে। তাই মাদ্রিদের হয়ে খেলার জন্য, একটি ম্যাচ পেতে রীতিমত 'সংগ্রাম' করতে হত। ডিডি বিরক্ত হয়ে স্বদেশে ফিরলেন এবং ভাল খেলা দেখিয়েই ব্রাজিলের তরুণ সিনশিনহোকে স্থানচ্যুত করেন।

শেষ মুহূর্তে জেকুইনা বাদ পড়ায় জিটো সুযোগ পেলেন। আহত থাকায় পেলের একটি ম্যাচের পরে দলে আসার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না। সুতরাং জাগালোকে লেফট উইং-এ স্থানচ্যুত করার সাধ্য কারুর ছিল না। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। গ্যারিঞ্চা আবার দলভুক্ত হলেন। আট মেয়ের বাবা গ্যারিঞ্চাকে এই সময়ে ব্রাজিলের বিখ্যাত গায়িকা এলসা সোর্সেস-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে চলাফেরা করতে দেখা যায়। বিশ্ব কাপের পর গ্যারিঞ্চা বিয়ে করলেন এলসাকে।

তবে রক্ষণভাগের মধ্যাঞ্চলে পরিবর্তন হল, ১৯৫৮-য় মাউরো রিজার্ভ ছিলেন, এবার হলেন সেণ্টার হাফ। বেঁটে, কালো জোজিমো ব্রাজিল দলের সঙ্গে ইউরোপ সফরে গিয়েছিলেন, তিনি অরল্যাণ্ডোর জায়গা দখল করলেন। অরল্যাণ্ডো অবশ্য চিলি যাওয়ার আগে আর্জেণ্টিনায় ছিলেন খেলার দৌলতেই।

দুই স্যাণ্টোসই বুড়িয়ে যান। কিন্তু ছত্রিশ বছরের নিলটনকে বদল করার মতো কোনো খেলোয়াড় ব্রাজিলের ছিল না। ধূসর জার্সির জিলমার গোলে যেন আগের চাইতে আরও দুর্ভেদ্য। আর পেলে? জিমন্যাস্টের মতো অমন চমৎকার খেলোয়াড় আর কে আছেন? শুধু নব নব আক্রমণ রচনা নয়। যেমন সাহসী তেমনি অননুকরণীয় খেলা আর প্রতিমুহূর্তে তিনি এক একটি বিস্ফোরকের মতো। একুশ বছর বয়স হলে কী কবে! নিঃসন্দেহে তিনি বিশ্বের সেরা ফুটবলার। ডি স্টিফানো, পুসকাস সকলেই তাঁর কাছে ম্লান। ১৯৬২-র বিশ্ব কাপের ঠিক আগে ইউরোপীয়ান ফাইনালে পুসকাস তিনটি গোল দেন। ডি স্টিফানো ওই খেলায় দারুণ দারুণ বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন গোল করার জন্যই। তাঁদের ওই নয়নাভিরাম খেলাও পেলের খেলার কাছে ম্লান হয়ে গেল।

ভিনায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে আয়মোর মোরিরাকে ভীষণ ভীত মনে হল। তিনি স্বীকার করলেন ঃ চেক দল 'অ্যাথলেটিক গেম' খেলেছে। ওরা যেমন শক্ত, তেমনি বলবান। ওদের এসব গুণ আমাদের বেগ দিয়েছে। শুধু তাই নয়, টেক-নিকেও তারা কুশলী। আয়মোর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন ঃ এবারের বিশ্ব কাপ রাফ এবং টাফ হবে। কমবে গোলের সংখ্যা।

কিন্তু চেকরা ব্রাজিলের ম্যানেজারের ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁদের সেরা গোলদাতা রুডলফ কুসেরা ভীষণ আঘাত পেলেন মাথায় এবং সেই আঘাত তাঁকে মাঠের বাইরে রেখে দেল। ব্রাসেলসে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্লে-অফ্ ম্যাচে তাঁর খেলাই চেকোশ্লোভাকিয়ার জয়ের মূলে ছিল। চিলিতে নিজেদের সম্পর্কে ওরা এত দোনাগোনায় ছিল যে, তারা দুবার হোটেলও ছেড়েছিল। আর কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমি ফাইনালের আগে তারা অভিজ্ঞ ম্যাসিওরও সঙ্গে রাখেনি খেলোয়াড়দের জন্য। চেক দলের খেলা অত্যন্ত মন্থর হলেও তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা আছে বলে জনরব ছিল। এক অভিজ্ঞ ফরাসী সাংবাদিক মন্তব্য করেন ঃ ওদের এই মন্থর গতির খেলা ও নির্লিপ্ততাই নানা সুবিধা এনে দেয়।

'মন্থর গতির' অর্থাৎ যারা অধিকাংশই চমৎকার বল প্লেয়ার এবং মাপা খেলায় রপ্ত—বেশি জায়গা নিয়ে খেলে। কিন্তু যেমন রক্ষণে দড়, তেমনি আক্রমণেও ধারালো। 'নির্লিপ্ত' অর্থাৎ তেমন চাপ সৃষ্টি করতে চায় না ঘনঘন। তাছাড়া বিপক্ষকে নিজেদের সম্পর্কে আসল ধারণা দিতে চায় না। বিপক্ষরা যেন মনে করে —ওরা আর এমন কি! আসলে চেকদল অনেকটা এই রকমই ছিল। এদের দলগত সংহতির ধারে-কাছে কম দলই আসতে পারত। কারণ অধিকাংশ খেলোয়াড়ই ডুকলা প্রাগ আর্মি ক্লাবে খেলেছেন। আর তাদেরই দলে ছিলেন জোসেফ মাসোপোস্টের মতো ঠাণ্ডা মাথার অথচ দারুণ চতুর লেফট হাফ যিনি গোলও করতেন মাঝে মাঝে। ডিফেন্সের মধ্যাঞ্চলে তেমনি শক্তিমান প্লুসকাল, টাকমাথার পপলাহার। এঁরা দুজনেই নিজেদের কালে বিশ্বের সেরা সেণ্টার হাফ পরিগণিত হয়েছেন। এঁরা যেমন দুর্ভেদ্য ছিলেন, তেমনি দুর্ভেদ্য আর এক স্বল্পকেশী অথচ রবারের মতই নমনীয় গোলরক্ষক উইলহেম স্রইফ। ফাইনালের আগের পর্যায় পর্যন্ত তাঁকে কেউ কেউ 'সেরা' গোলরক্ষকও আখ্যা দেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যানেজার হেলেনিও হেরেরা স্পেন দলের দায়িত্ব নিয়ে এলেন। হেরেরা এর আগে ইতালীর ম্যানেজার থাকাকালে তাঁর পার্শ্বচর বা কোচ ছিলেন গিয়ানিনো ফেরেরা। কিন্তু ইউরোপীয়ান কাপে জুভেণ্টাস হেরে যাওয়ায় এবং ইণ্টারের খেলোয়াড়দের উত্তেজক ওষুধ সেবনের গণ্ডগোল তাঁকে পদ ত্যাগে বাধ্য করে। হেরেরা এর আগে স্পেনে বেশ কিছুকাল সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এবার স্পেন তাই হেরেরাকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দিল।

হেরেরা এবং আলফ্রেডো ডি স্টিফানোর ব্যাক্তিগত মনোমালিন্যে অনেকে অবাক হলেন। স্পেন ত্যাগের আগে স্টিফানোর পেশীতে টান তাঁকে দলের সঙ্গে না আসার

অজুহাত সৃষ্টি করে দিল। স্টিফানো ঘোষণা করলেন, তিনি চিলি যাবেন 'পর্যটক' রূপে। স্টিফানোর সদাহাস্যময়, আনন্দে টগবগে বাবা বুয়েনস এয়ারেনস থেকে ওদের দুজনের মনোমালিন্য দূরীকরণ কবচ নিয়ে এলেন। কিন্তু সকলেই ধরে নিয়েছেন তখন—কোনোরকম ম্যাজিক বা মন্ত্র দ্বারা ডি স্টিফানো ও হেরেরার সম্পর্কচ্ছেদকে আর জোড়া লাগানো যাবে না।

দলে আছেন নব নব আক্রমণ রচনাকারী ফরোয়ার্ড লুই সুয়ারেজ। একদা তিনি হেরেরার সঙ্গে বার্সিলোনায় ছিলেন। এখন আবার তাঁরই সঙ্গে ইন্টারে রয়েছেন অ্যাটল্যান্টিকো মাদ্রিদের পিরো। এসেছেন প্যারাগুয়ে থেকে মার্টিনেজ ও হাঙ্গেরি থেকে পুসকাস। দল তেমন শক্তিশালী না হলেও, খেলোয়াড়রা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান।

মেক্সিকো ভিনায় উপনীত হতেই এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক ওদের দুই খেলোয়াড়কে আক্রমণ শুরু করলেন তাঁর ডেসপ্যাচে। তিনি লিখলেন ওই দুজনকে নিয়ে ঃ এখানে এসেছেন শুধু ফুর্তি করতে।

এবারের বিশ্ব কাপকে যতখানি 'জাগালোর বিশ্ব কাপ' বলা যায়, ততখানিই বলতে হবে 'গ্যারিঞ্চার বিশ্ব কাপ'। ব্রাজিলের জয়ের মূলে কার ভূমিকা সর্বাধিক ছিল—জাগালোর, না গ্যারিঞ্চার ?—প্রশ্ন তুলে ফরাসী সাংবাদিক জাঁ-ফিলিপে রেথাকার নিবন্ধ লিখলেন। জাগালো সম্পর্কে তিনি লিখলেন সাহসী ও দারুণ সক্রিয় ফুটবলার। নিজের পাস ও পজিশন সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি নিখুঁত। টেকনিকে বৈচিত্র্য। চেকোশ্লোভাকিয়ার যেমন মাসোপাস্ট, তেমনি ব্রাজিলের জাগালো ১৯৬২-র বিশ্ব কাপে দারুণ প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড়।

জাগালোর খ্যাতিলাভ গল্পকথা। ব্রাজিলের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। উপকূলভাগে যে খরস্রোত সেখানে সাঁতার কেটে কেটে জাগালো তাঁর ফুসফুসকে অত্যন্ত সক্রিয় করে তোলেন। বয়স তখন খুবই কম। জাগালো পরিবারের অন্যদের সঙ্গে চলে আসেন রিওতে। ব্রাজিলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্লাব ফ্লেমেঙ্গোয় সই করলেন কনিষ্ঠতম লেফট উইঙ্গাররূপে। সুযোগ পেয়ে পেয়ে তৃতীয় রিজার্ভ খেলোয়াড় থেকে প্রথম দলে চলে এলেন। কিন্তু দর্শকদের পক্ষ থেকে তেমন সমর্থন পেলেন না জাগালো। অত ভালো খেলেও দর্শকদেরমন জয় করতে পারলেন না। তাঁরা চমক দেখতে চান। জাগালো তা দেখালেন স্ট্যামিনা ও নিজে গোল না দিয়ে, অপরকে সেই সুযোগ দিয়ে আত্মত্যাগ করলেন। অনেক অনেক লড়াইয়ের পর অবশেষে দর্শকদের হৃদয় জয় করলেন।

তাঁর খেলার মস্ত গুণ, প্রতিটি ম্যাচকে ভীষণ গুরুত্ব দেন। আর অসম্ভব ব্যক্তিত্ব নিয়ে খেলেন। রিওয় কত গরম, তবুও প্রতি সন্ধ্যায় বেশ শান্ত চিত্তে প্রেমিকাকে নিয়ে বেড়াতে বের হবেন। প্রতি রবিবারে সকালে যেতেন গীর্জায়। ফুসফুসের শক্তি ও প্রচন্ড উচ্চাশা তাঁকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের প্রথম সারিতে স্থান করে দেয়। মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে বিপক্ষের গোলমুখে ধেয়ে যান ঘন ঘন। তারপর বলে

জোরালো শট, মারাত্মক ও নিখুঁত ক্রস ইত্যাদিতে এই সময় ব্রাজিলে তাঁর চাইতে দক্ষ কেউ ছিলেন না।

**রানকাগুয়া গ্রুপ : ইংল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বালগেরিয়া ও আর্জেন্টিনা :—** ইংল্যান্ড এবার ভাল ভাল খেলোয়াড় নিয়ে এল ; অন্ততঃ খেলা দেখে তাই-ই মনে হল। কয়া-র তরুণ মেয়রকে ধন্যবাদ,—তিনি ইংল্যান্ড দলের প্রতি একটু বেশিই যত্নবান ছিলেন। রানকাগুয়ার বেশ উঁচু জায়গায় এমন একটি পাহাড়ী অঞ্চলে ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন, যেখানে নির্মল বাতাস বয়ে যায়। মানসিকতায় কোনোরকম বৈকল্য ঘটে না। অনুশীলনের সময় অন্য কেউ এসে বিরক্তও করে না। সারা অঞ্চলে সবুজ গলফ কোর্ট। সেখানকার সূর্যাস্ত দেখার মতনই। তবুও ইংল্যান্ড দল পেঁছিতেই তাদের এক খেলোয়াড় বললেন : জায়গাটা বড্ড হতাশ করেছে, ইচ্ছে করছে বসে বসে কাঁদি। তবে একথা অনস্বীকার্য কয়া অন্যান্য অঞ্চল থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। অনেকটা আমাদের পোর্টব্লেয়ার বা আন্দামানের মতো। কয়ার নিঃসঙ্গতা অনেকেরই ভাল লাগার কথা নয়। সবচেয়ে সমস্যা একঘেঁয়েমি।

ইংল্যান্ডের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন উইন্টারবটম। উইন্টারবটমের জীবনের এটি চতুর্থ ও শেষ বিশ্ব কাপ। বিশ্ব কাপের কিছু আগে তিনি হেরে যান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশানের সেক্রেটারি নির্বাচনে। উইন্টারবটমকে কোচ হিসেবে সহযোগিতা করলেন ইংল্যান্ডের 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' বার্নলি-র জিমি অ্যাগমসন। লম্বা, দোহারার জিওর্ডি ( অধিনায়ক ) পরে ক্লাবের ম্যানেজার হয়ে উইন্টারবটমকে বরখাস্ত করেন।

ইংল্যান্ড এবার যেন তেমন খেলতে পারল না। এক কথায় এবার তারা ঘৃণিত ছিল মাঠে। অন্যরা নিল বদলা। তাছাড়া ১৯৬২-র বিশ্ব কাপের জন্য তাদের প্রস্তুতি যেন সখের এবং সে প্রস্তুতিতে কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। প্র্যাকটিস ম্যাচে মাঝে মাঝে এক অস্ট্রেলীয় লাখপতিকে দেখা যেত এবং তার বয়সও ফুটবলারের উপযোগী নয়।

১৯৫৮-র বিশ্ব কাপ দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ফুটবল জগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য ব্যতিক্রম শুধু ইংল্যান্ডের আক্রমণ-ভাগে। এবারও আক্রমণ রচনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ফুলহামের জনি হেনেসের উপর। এবার তিনি অধিনায়কও। ব্রাজিলের কোচ নাটকীয় ভঙ্গীতে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন ইংল্যান্ড দল সম্পর্কে : আচ্ছা, ইংল্যান্ডের দশ নম্বর ছাড়া কি আর কোনো খেলোয়াড় নেই ? দশ নম্বর কর্নার করে। দশ নম্বর থ্রো-ইন নেয়। সুতরাং আমাদের করণীয় তো একটিই। আমরা ওই দশ নম্বরের পিছনে একজন প্রহরী রেখে দিলাম। আর ইংল্যান্ডকে 'গুডবাই' করতে হল ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ থেকে।

হাঙ্গেরিয়ানরা প্রথম ম্যাচে একই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিল রানকাগুয়ায়। রাকোশি বলের গতি লক্ষ্য করে প্রতিটি মুহূর্তে হেনেসকে ধাওয়া করেছেন। সমগ্র দলকে যদি একজনেরই উপর নির্ভর করতে হয়, তবে যে

কত দুর্দশা অনিবার্য, ১৯৬২-র বিশ্ব কাপে তার প্রমাণ মিলল। হেনেস গোটেন-বার্গে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ব্যর্থ হলেন চিলিতেও। কিন্তু এবার যেহেতু তিনি অধি-নায়ক, তাই এই ব্যর্থতা আরও বড় করে চোখে পড়ল, তিনি কঠোর সমালোচনার মুখেও পড়লেন। অথচ তিনি প্রতিভাবন খেলোয়াড়। তাঁর অপূর্ব বল নিয়ন্ত্রণ, স্ট্র্যাটেজি এবং সর্বোপরি বাঁ পায়ের অমন ফুটবল-কুশলতা ক্ষণিকের হলেও চিলি কমই দেখেছে। তবে তিনি বড্ড বদমেজাজী থাকায় দলের সমূহ ক্ষতি হয় এবং সাংবাদিকদের সঙ্গেও ইংল্যাণ্ড দলের তিক্ত সম্পর্ক দেখা দেয়। কিন্তু ইংল্যাণ্ড দলের খেলোয়াড়দের বিজাতীয় মনোভাবের ব্যাপারে হেনেসকে দোষারোপ করা যায় না। চিলিতে অধিকাংশের চলাফেরা ও খেলায় প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁরা নিজ নিজ ক্লাবের জন্য যতখানি পরিশ্রম করতে চান, তার অর্ধেকও ইংল্যান্ডের জন্য দেননি। বিশ্ব কাপে ওরা এসেছিল চিকিৎসক ছাড়াই। তার জন্য খেসারতও দিতে হল। ভিনা ডেল মার-এ রিজার্ভ সেণ্টার হাফ পিটার সোয়ান আঘাত পাওয়ার পর অন্যরা এগিয়ে না এলে কী ঘটত, কে জানে!

ব্ল্যাকবার্ণের বেঁটে, কুশলী রাইট আউট ব্রায়ান ডগলাস ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপে খেলেছিলেন। পর্তুগালের বিরুদ্ধে কোয়ালিফাইং ম্যাচে একটি মূল্যবান গোল দিয়ে-ছিলেন। ১৯৫৮-য় ববি চার্লটন তো ছিলেন সমালোচনার ঊর্ধ্বে। এই ক'বছরে তিনি আরও পরিণত হয়েছেন। রাইট ইন থেকে এসেছেন লেফট আউটে। এবং গোল দেওয়ার মাত্রাও বাড়িয়েছেন। বাঁ ও ডান দুই পায়েই তাঁর সোয়ার্ভিং শট আগের চাইতে মারাত্মক হয়েছে।

চার্লটন অপেক্ষা সক্রিয় ও সপ্রতিভ 'বিস্ময়কর' জিমি গ্রিভস দলে এলেন। ১৭ বছর বয়সে এই 'ইস্ট এণ্ডার' চেলসি প্রথম ডিভিশনে খেলা শুরু করেন এবং সূচনার বছরেই সকলকে তাক লাগিয়ে দেন গোলের বন্যার দ্বারা। দ্রুততায় অতুলনীয়, গভীর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এই তরুণের বাঁ পা তো পা নয়, যেন হাতুড়ি। গোলের অনতিদূরে ডান দিকে তাঁর হঠাৎ উপস্থিতি দৈব ঘটনার মতোই। জিমি এর আগের বছর সামান্য দিনের জন্য উড়ু উড়ু মনোভাব নিয়েই এ সি মিলানে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওখানকার পরিবেশ তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি। শৃঙ্খলা বলতে ওই দলে কিছুই ছিল না। তিতিবিরক্ত হয়ে তাই স্বদেশে ফেরেন। ফিরলেন টটেনহামে, চেলসিতে কিছুতেই নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ডে যত প্রতিভাধর ফুট-বলার এসেছেন, জিমি গ্রিভস, তাঁদের প্রথম সারিতেই। কিন্তু স্বদেশে ফিরে টাকার অঙ্ক কমে গেল। হেনেসের মতো তাই তিনিও অনেকটা হতাশ হলেন।

পূর্ব লণ্ডনের আর একজন জাতীয় দলে এলেন। তিনি ববি মুর। ববি চিলি যাওয়ার পথে জাতীয় দলে প্রথম খেলেন পেরুতে। ইংল্যাণ্ড ওখানে ভীষণ ভাল খেলে ও ৪-০ গোলে জেতে। তিন বছর আগে এই মাঠেই ওরা ১-৪ গোলে হেরে-ছিল। ২১ বছর বয়সী, দোহারা, লম্বা ববি মুর রাইট হাফে দারুণ খেলেন। ববি-র এই ধরনের খেলা আগেও দেখা যায়। তখন তিনি 'যুব' দলে ছিলেন। খেলতেন

ওয়েস্ট হাম ইউনাইটেডে। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় যুব দলে খেলার রেকর্ড আছে তাঁর। খেলার মাঠে মেজাজ হারানো তাঁর জীবনে কদাচিৎ ঘটেছে। এমন কি বিপক্ষের গোললাইন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত সুরক্ষিত থাকলেও তিনি ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে তাও ভেদ করতেন। তখনও মনে হত মুর খোস মেজাজেই রয়েছেন।

উইণ্টারবটমের শিষ্য, ওয়েস্ট হামের ম্যানেজার রণ গ্রিণউডের কাছ থেকে দারুণ উৎসাহিত হয়ে মুর কঠোর ফুটবল সাধনায় নিমগ্ন হন। তাঁর নিখুঁত ট্যাকলিং, দূরের বল ধরা সকলকে মোহিত করল। তাঁর দুর্বলতা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। মাঝে মাঝে ফরওয়ার্ডদেরও অনেক কাজ করে দিতেন মুর।

চিলির বিশ্ব কাপে তাঁর পজিশনে ইংল্যাণ্ড দলে তিনি হলেন অদ্বিতীয়। নির্বাচকমণ্ডলী নিঃসন্দেহে সুনির্বাচন করেছিলেন মুরকে ডেকে। তবে রণ ফ্লাও-য়ার্সকে অন্য উইং হাফে নিয়ে ইংল্যাণ্ড বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়নি। ৪-২-৪ পদ্ধতির খেলায় পায়ে যে তৎপরতার প্রয়োজন ফ্লাওয়ার্সের, তার অভাব ছিল। তবে উপায়ও ছিল না একে না নিয়ে। ১৯৫৮ থেকে যে ববি রবসন হাফে প্রতিভাদীপ্ত বলে পরি-চিত হন, লিমায় আহত হওয়ার দরুনই তিনি বাদ পড়লেন। তা না হলে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণ ভাগের চেহারা নিশ্চয়ই অন্যরকম হত।

গোলে শেফিল্ড ওয়েডনেসডে-র দুঃসাহসী, সুদেহী ও সদাহাস্যময় রণ স্প্রিং-গেটকে নিয়ে এল ওরা। ফুলহামে জন্ম, লাইনের উপর দারুণ কার্যকরী রণ কাছ থেকে জোরালো শটও করতে জানেন। তাঁর সম্পর্কে আশংকা ছিল—দৃষ্টিশক্তি একটু ক্ষীণ থাকায় বল পরিষ্কার দেখা নিয়ে।

ব্যাকে একজোড়া দুর্দান্ত খেলোয়াড় জিম আর্মফিল্ড ও রে উইলসন। অবশ্য দুই শক্তিশালী সেণ্টার হাফ—টটেন হামের মরিস নরম্যান ও শেফিল্ড ওয়েডনেসডের পিটার সোয়ানের নাম উঠেছিল। এদের দুজনের মধ্যে আবার নরম্যানকেই সেরা মনে হত। কিন্তু সব খেলোয়াড়েরই পড়তি সময় আসে। নরম্যান, হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে এক প্রীতি ম্যাচে খেলতে গিয়ে পা ভাঙেন। সোয়ান, ভিনায় ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন পেটের অসুখে। তারপর একটি ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার শাস্তিস্বরূপ সাত বছরের জন্য ফুটবল থেকে বিতাড়িত হন। ১৯৭২-এ ৩৪ বছর বয়সে আবার মাঠে নামলেও, তখন সোয়ানের আসল খেলার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়ে যায়।

সেণ্টার ফরোয়ার্ডে শ্রপশায়ারের খনি মালিক এবং দুঃসাহসী খেলোয়াড় জেরি হিচেন্সকে পাওয়া গেল। হিচেন্স এ মরশুমে গ্রিভসের মত মিলান ত্যাগ করেননি। বরং তিনি যেমন সুখে ছিলেন, তেমনি মহানন্দে মিলানের পক্ষে গোলের পর গোল দিতেও থাকেন। তিনি চিলি এলেন সকলের সানন্দ অভিনন্দন পেয়েই, সতীর্থরাও বেশ খুশি, আর তিনিও জার্সি পরলেন আপ্রাণ লড়তেই। এই বছরই ইংল্যাণ্ডের ফুটবলে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থ-প্রদানের সীমা বাতিল হয়। আর নতুনদের জন্য সুযোগের দুয়ার খুলে যায়। শুধু তাই নয়, ১৯৬৬-র আগে এবারই দেখা গেল ইংল্যাণ্ড তার ফুটবলারদের উপর খুব খাটো করে চুল ছাঁটাইয়ের কঠোর নিয়মটি

শেষবারের মত প্রয়োগ করে। এর পরে অধিকাংশকেই লম্বা চুল ও জুলপির দিকে নজর দিতে দেখা যায়। তবে লম্বা শর্টস আর ভারী বুটের যুগের অবসান ঘটে ১৯৬৬-র আগেই।

রানকাগুয়া গ্রুপে ইংল্যাণ্ডকে ফেভারিট ধরা হল। এই গ্রুপে আর ছিল হাঙ্গেরি, বালগেরিয়া ও আর্জেণ্টিনা। ইংল্যাণ্ডের সমালোচকরা আশংকা করলেন, ওরা ভাল ফল দেখাতে পারবে না। তাদের মাঝারি কিছু নিয়েই দেশে ফিরতে হবে। ইংল্যাণ্ডের খেলার ফল বলে দিল সমালোচকদের আশংকা অমূলক নয়।

হাঙ্গেরি যদিও সম্প্রতি ইতালি 'বি' দলের কাছে হেরেছে তবুও ১৯৫৮-র চাইতে অনেক শক্তি নিয়ে চিলিতে এল। দু বছর আগে তারা বুদাপেস্টে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। আশ্চর্য ফ্লোরিয়ান অ্যালবার্টের বুদ্ধিদীপ্ত খেলা। অনবদ্য এই সেণ্টার ফরওয়াডের স্কিল ছিদেকুটিকেও ম্লান করেছিল। টিশি তো ডান পায়ের মোক্ষম অস্ত্র দ্বারা বিপক্ষকে ঘায়েল করছিলেন। এঁদের সঙ্গে ছিপছিপে গোরোক্‌স যোগ দিলেন। ১৯৫০-এর শক্তিশালী দলের শুধু গুয়ালা গ্রসিকসকে দেখা গেল। দলে ছিলেন লম্বা, দোহারা যোগসূত্র স্থাপনকারী রাইট হাফ এর্নো সলিমসি। রক্ষণভাগে রইলেন জিব্রাল্টার পাহাড়ের মত সিপস ও মেজলি। রাইট উইং-এ দারুণ পরিশ্রমী ক্যারলি স্যাণ্ডর। কুর্ট হ্যামরিনের মতোই তিনি মোজা পরেন গোড়ালি ঘিরে।

আর্জেণ্টিনার নতুন ম্যানেজার হয়ে এলেন তরুণ জুয়ান কারলস লোরেঞ্জো। ওঁরা এখন গতানুগতিক 'রোভিং' সেণ্টার হাফে বিশ্বাসী ; এবং এবার ওই পজিশনে এলেন বাবুয়ানা চুলের সাচ্চি। সাচ্চি এবং শক্ত অ্যাটাকিং লেফট ব্যাক সিলভিও মার্জোলিনি দলকে প্রচুর শক্তি যোগালেন। ওঁদের সেরা স্কোরার জোসেফ সানফিলিপ্পোকে বাদ দেওয়া হচ্ছিল দীর্ঘকাল ভাল না খেলায়। লোরেঞ্জো-র কিন্তু জোসেফ-প্রীতি ছিল। তাই ওঁকে পরীক্ষা করতে নিয়ে গেলেন ডাক্তারের কাছে। মানসিক পরীক্ষাও হল। দুটি পরীক্ষাই ওঁর পক্ষে এল। বিনা দ্বিধায় লোরেঞ্জো দলভুক্ত করলেন জোসেফকে।

বালগেরিয়ার দল গড়া হল সোফিয়ার সি ডি এন এ মিলিটারি দল ঘিরেই। একটি প্লে-অফ্ ম্যাচে তারা ফ্রান্সকে হারায়, তবুও চিলিতে মনে হল তাদের তেমন শক্তি নেই। চতুর ও অভিজ্ঞ লেফট উইং ইভান কোলেভ ও তরুণ ইয়াকিমোভ কিন্তু বেশ খেললেন। স্পিড ও চমৎকার বল নিয়ন্ত্রণ এবং স্কিলের ক্ষমতা নিয়ে ফ্লাঙ্কে চলে গেলেন।

সাণ্টিয়াগো গ্রুপ ঃ ইতালি, চিলি, পশ্চিম জার্মানী ও সুইজারল্যাণ্ড—ইতালি সাণ্টিয়াগোতে খেলতে এল কড়া সমালোচনা করতে করতে আগের মতোই। হেরেরাই হৈ-চৈ করে বলতে লাগলেন, প্রতিবারই আমাদের উদ্যোক্তা দেশের গ্রুপে রাখা হয়, এটা অত্যন্ত অন্যায় ও বিসদৃশ। বক্তা হিসাবেও হেরেরা কিছু কমতি ছিলেন না ; তাঁর বক্তব্য তরঙ্গায়িত হতে হতে ছড়িয়ে গেল। যেন ফণাওয়ালা কেউটে। নতুন নতুন শ্লোগান আবিষ্কার করে তা প্রয়োজন মতো ব্যবহারও করতে

থাকলেন। ছলে বলে কৌশলে তিনি এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করলেন যে হেরেরা বিশ্বের সবচেয়ে বিতর্কিত ও দামী ম্যানেজার হয়ে উঠলেন। তবে দলকেও প্রস্তুত করলেন বিশ্ব কাপে লড়াইয়ের উপযোগী করেই। কিন্তু বিশ্ব কাপ জয় তাদের ভাগ্যে জুটল না।

ইতঃপূর্বে ইতালি দলে লেফট ইন ফেরারিকে দেখা গেছে। মিজ্জা-র সঙ্গে ১৯৩৪ ও ১৯৩৮-এর বিশ্ব কাপে তিনি খেলেছেন। তখন তো ইতালীয় ফুটবলের সুদিন। সকলেরই জানা পর পর ওই দুইবার বিশ্ব কাপে ইতালি বিজয়ী হয়েছিল। মিজ্জা স্পান ক্লাবের সভাপতির সঙ্গে চিলিতে এলেও প্রতিযোগিতার শেষে ইতালীয় ফেডারেশনের খোলা চিঠিতে ইতালীয় দলের আচরণ সম্পর্কে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ইতালির ব্যাপারে তাঁর কোনো দায়দায়িত্ব নেই।

কাটানাকিও পদ্ধতি এখনও ইতালিতে বিদ্যমান এবং উদীয়মানরা তাতে বেশ রপ্তও। এবারের বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় তাদের ছোট্ট বাধা অতিক্রম করতে হয় তেল আবিবে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইতালি ০-২ পিছিয়ে থেকেও ৪-২ গোলে জেতে। এই জয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব ইণ্টারের চৌখস খেলোয়াড় ভেরোনিজ ও মেরিও কোরসো-র। কিন্তু কোরসো-কে বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত দল নির্বাচনের সময় বাইশ জনের মধ্যে মনোনীত করা হল না। সান সিরোতে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিশ্ব কাপ দলের বিরুদ্ধে ইণ্টারের জয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও মাঠে তাঁর অসদাচরণ ফেরারি ও স্পান ক্লাব সভাপতি মিজ্জার দৃষ্টি এড়ায়নি। কোরসোকে ওই আচরণের খেসারত দিতে হল।

ফেরারি অনুসরণ করলেন পোজোর পদ্ধতি। ফলে, হাস্যকর সব ব্যাপার ঘটল। জোস আলফিনি—ইতালির মুখ্য গোলদাতা ও সেণ্টার ফরোয়ার্ড চলে গেলেন ব্রাজিলে। হুম্বার্টো মাসিও এবং প্রতিভাবান লেফট-ইন ওমর সিভরি—যাঁর বাঁ পা-কে সকলে যমের মত ভয় পেতেন, তিনি চলে গেলেন আর্জেন্টিনায়। দক্ষিণ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে ইতালির কোনো প্রচারই ধোপে টিকল না। তাছাড়া আর্জেন্টিনার খেলা পড়ে সান্টিয়াগো থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে র‍্যানকাগুয়ায়।

কয়েকটি ইতালীয় ক্লাব দক্ষিণ আমেরিকান দলগুলির প্রশিক্ষণ শিবিরের আশেপাশে চর পাঠিয়েই ক্ষান্ত হল না, দুজন ইতালীয়ান সাংবাদিক চিলির বিরুদ্ধে অপপ্রচারমূলক একটির পর একটি ডেসপ্যাচ পাঠাতে লাগলেন স্বদেশের কাগজে।

ইতালির খ্যাতনামা ফুটবল সমালোচক অ্যান্তনিও ঘিরেলি-র লেখনী ব্যস্ত হয়ে পড়ল চিলির নানা সামাজিক অব্যবস্থা নিয়ে। ছোট্ট, গরিব দেশ অথচ কী তাদের অহঙ্কার! আরও ছোট বোধ হয় এদের বিশ্ব কাপের সংগঠন। ঘিরেলি তুলনামূলক সমালোচনা করে লিখলেন, মুসোলিনী একদা যেমন তাঁর ক্ষুদ্র বিমান বহরকে পাঠিয়েছিলেন লণ্ডনে বোমা ফেলতে, তেমনি এদের ক্ষুদ্র ফুটবল সংগঠন জুল রিমে কাপের (বিশ্ব কাপ) প্রতিযোগিতার খোয়াব দেখে এই আয়োজনে এগিয়েছে।

চিলির রাজধানীতে আগন্তুকদের থাকার মত মাত্র সাতশ' শয়নকক্ষ আছে। টেলিফোনগুলি অকেজো। ইউরোপে একটি টেলিগ্রাম পাঠানোর যা খরচ, তার বদলে একজনের মাথা কেটে তার চোখ তুলে নেওয়াও যায়। একখানা এয়ার লেটার এখান থেকে ইউরোপ যেতে কমসে কম পাঁচদিন লাগে।

জানি না চিলির প্রকৃত অবস্থা কেমন ছিল। তবে মনে হয় বিদ্বেষবশতঃই ওই দুই সাংবাদিক উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই সব নিবন্ধ বা ডেসপাচ পাঠিয়েছিলেন। ঠিক যেমনটি সুইডেনের কিছু সাংবাদিক ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতায় বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আগে কলকাতা সম্পর্কে নানা অপপ্রচার করে বলেছিলেন ঃ কলকাতায় বিদেশীদের আহার ও বাসস্থানের সুবন্দোবস্ত নেই। কলকাতা ভিক্ষুকে ভরা। বিদেশে সংবাদ প্রেরণের আধুনিক ব্যবস্থা নেই ইত্যাদি। প্রতিযোগিতা অন্তে কিন্তু সকলেই কলকাতার ব্যবস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে যান।

ইতালির এক ভ্রাম্যমান সাংবাদিক তো চিলিয়ানদের সম্পর্কে অপপ্রচারের শেষ সীমায় পেঁছান। আর সেই সাংবাদিক—কোরাডো পিজেনেলির লেখা পড়ে গণ্ডগোল শুরুর আগেই পিজেনেলি চিলি থেকে চম্পট দেন। তিনি লিখেছিলেন ঃ অপুষ্ট, পতিতাবৃত্তি, নিরক্ষরতা, মদ্যপান, মিথ্যাচার ইত্যাদিতে সারা দেশ ছেয়ে আছে। আর প্রতিটি শহরেই প্রকাশ্যে পতিতাবৃত্তি চলে। অনুন্নত থাকায় চিলিকে অবশ্যই এশিয়ার ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। কিন্তু ওই দেশগুলি সম্পর্কে বলতে হয়—ওরা উন্নত হয়নি, আর চিলি ? চিলি যা ছিল তাও নেই, পিছিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

প্রবন্ধগুলি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়রা উপলব্ধি করলেন ঃ এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং চিলিয়ানরা রীতিমত বিক্ষুব্ধ, আর ওই ক্ষোভ প্রকাশও করছেন বেশ চতুরতার সঙ্গেই। ক্ষোভ সবচেয়ে দানা বেঁধে ওঠে চিলি-ইতালির খেলার সময়। বস্তুত এ সম্পর্কে চিলির নাগরিকদের দোষারোপ করা যায় না। আবার ইতালির ফুটবলাররা ওই রচনাগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত মর্মাহত ছিলেন এবং সে কথা তাঁরা জানিয়েও দেন। তাই বেচারা ফুটবলারদের প্রতি অনেকেই সহানুভূতিশীল হন।

দলে যদি 'ওরিয়ুণ্ডি' বর্তমান থাকেন, তবুও ইতালির অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ফুটবল তারকা গিয়ানি রিভেরা-র মূল্য একটুও হ্রাস পাওয়ার কথা নয়। মিজ্জার পরে ইতালিতে এমন প্রতিভাবান ও জাত খেলোয়াড় দেখা যায়নি। অথচ তাঁর বয়স মাত্র ১৮। বিশ্ব কাপের আগে তিনি বেলজিয়মের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ব্রাসেলসে আর সেই খেলায় ইতালি জেতেও। রিভেরা এর আগে মিলানের আক্রমণভাগে দু-দুটি মরশুম খেলে অভিজ্ঞতা অর্জনও করেন। ময়লা, গম্ভীর প্রকৃতির অথচ হরিণ-শাবকের মতো ছটফটে এই কিশোরটি ওলিম্পিকে খেলেন মাত্র ১৬ বছর বয়সে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কথাবার্তা ৩০ বছরের অভিজ্ঞের মত শোনাচ্ছিল। রিভেরার টেকনিকে কোনো ভুল ছিল না। চেহারা লিকলিকে হলে কী হবে,

বলে তাঁর চমৎকার স্ট্রোক এবং প্রতিটি পাসে অদ্ভুত কল্পনার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। রিভেরার বাবা আলেসান্দ্রিয়ার লোক, রেলকর্মী। তাঁর কাজের সূত্রে পরিবারের সঙ্গে রিভেরাও মিলানে চলে যান।

পশ্চিম জার্মানীও এই গ্রুপে ছিল। তারা এল বিখ্যাত যোদ্ধাদের নিয়ে। এলেন উয়ে জিলার, হর্স জিমানিয়াক, হ্যান শেফার, কার্ল হাই, স্নেলিঞ্জার প্রমুখ। কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে তাদের জিততে বেগ পেতে হল না গ্রীস ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। প্রতিভাবান অধিনায়ক শেপ হারবার্জারের ট্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের শেষ বিশ্ব কাপে বেশ কার্যকর হল। পশ্চিম জার্মানীর শারীরিক সক্ষমতাই বিপক্ষদের সবচেয়ে চিন্তায় ফেলে। অগাস্টবার্গের হেলমুট হলারকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও হারবার্জার তাঁকে চিলিতে আসতে দিলেন না। হলারকে অপেক্ষা করতে হয় বলোগনা পর্যন্ত। তবে ফ্রিজ ওয়াল্টার বা হেলমুট রানের যোগ্য উত্তরাধিকারী পাওয়া যায়নি।

গ্রুপের চতুর্থ দল সুইজারল্যাণ্ড বার্লিনে প্লে-অফ ম্যাচে সুইডেনকে হারায়, তবে চিলিতে তারা আশার বাণী শোনাতে পারেনি।

স্বদেশের মাঠে চিলির দল যে আহামরি খেলবে, তেমন ধারণা ওদের গোঁড়া সমর্থকদেরও ছিল না। তাঁরা আস্থা আনতে পারেননি হাঙ্গেরির সঙ্গে ড্র বা সান্টিয়াগোর সোভিয়েতের সঙ্গে লড়াই করে সামান্যের জন্য হেরেও। তবে একদা ফ্রান্সে খেলে যিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, সেই সুদর্শন ফার্নাণ্ডো রিয়েরার ম্যানেজারশিপে উচুদরের ফুটবলে তালিম নিয়েছিল। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে তাদের খেলা অধৈর্য দর্শকদের বিরক্তি এনে দিল।

আরিকা গ্রুপ ঃ উরুগুয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুগোশ্লাভিয়া, কলম্বিয়া—এক নম্বরের এই গ্রুপের খেলা পড়ল দূরবর্তী আরিকায়। এল তিনটি দৈত্য ও ফুটবলের একটি পিগমী। দৈত্যরা হল দুবার কাপ বিজয়ী উরুগুয়ে ; নভেম্বরে দক্ষিণ আমেরিকা সফরকালে সোভিয়েত হারায় এই উরুগুয়ে ও যুগোশ্লোভিয়াকে। পিগমী-কলম্বিয়া এল উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল থেকে। তারা অবশ্য পেরুকে হারিয়েছিল। আরিকায় দেখা গেল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ফুটবলার ইয়াচিন, সেকুলারাক, গনকালভেস প্রমুখকে।

উদ্বোধনী খেলা ঃ সানটিয়াগোয় উদ্বোধনী খেলায় চিলি ৬৫ হাজার দর্শককে মাতিয়ে দিল ৩-১ গোলে সুইজারল্যাণ্ডকে হারিয়ে। চমৎকার পরিবেশে ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ ফুটবলের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হল। উজ্জ্বল সূর্যকিরণে বরফ ঢাকা পাহাড়গুলি অদ্ভুত দৃশ্যের অবতারণা করে। চিলির রাষ্ট্রপতি বক্তৃতা দিলেন। স্যার স্ট্যানলি রাউস বললেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ চিলি ফুটবল ফেডারেশন সভাপতিরও। কারলস ডিটবর্ণের জন্য এক মিনিট নীরবতা পালন হল।

বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উদ্বেল চিলির নাগরিকরা। কিন্তু সেই উদ্দামতায় ভাঁটা এনে দেয় খেলার শুরুতেই। মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে চিলির রক্ষণভাগের

দুর্বলতায় সুইজারল্যাণ্ডের উটরিচ ২৫ গজ দূর থেকে দারুণ শটে ১-০ গোলে এগিয়ে যান। সুইসদের 'ভেরুয়া' ভীষণ কার্যকর ছিল তখন।

চিলির লম্বাটে শক্ত লেফট হাফ এলাডিও রজাস এবং পরম উৎসাহী রাইট ইন টোরো মাঝ মাঠে দারুণ খেলছিলেন। তবে তাঁদের 'জীবন্ত' হতে আধ ঘন্টা কেটে যায়। বিরতির এক মিনিট আগে লাণ্ডার সেন্টার থেকে লেওনেল সানচেজ ১-১ করেন। পেশাদার বক্সারের ছেলে সানচেজের এই গোল নানা কারণে স্মরণীয়। গ্যালারিগুলি আবার সতেজ হয় ওই গোলের সঙ্গে সঙ্গেই।

বিরতির ১০ মিনিটের মধ্যে মানসিকতার দিক থেকে চিলির অনুকূলে ছিল খেলা। তারা সুইস রক্ষণভাগকে বারে বারে ছত্রখান করছিল। রামিরেজের গোলে চিলি ২-১ এগিয়ে গেল। এরপর সানচেজ বল ছিনিয়ে নিলেন গ্রোবাটির কাছ থেকে; তারপর একে একে কাটালেন অন্যদের। অবশেষে ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো শটে ৩-১ গোলে এগিয়ে দেন চিলিকে।

দশাসই চেহারার ইলফোর্ডের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কেন আস্টন মুশকিলে পড়লেন খেলার জন্য দল নির্বাচন নিয়ে। খেলা শুরুর আগে যে পাঁচটি বল হাজির করা হল তার প্রত্যেকটিরই সসেমিরা অবস্থা। প্রত্যেকটিরই গায়ের খোসা উঠে গেছে যেন। তিনি তার ভিতর থেকে একটি বেছে নিলেন, যেটির অবস্থা একটু ভাল। তখনই লোক পাঠালেন সান্টিয়াগো শহরে সুইডিশ বল আনতে। বিরতির দশ মিনিট বাদে ওই বল মাঠে পেঁছিয়। রেফারি একজন সুইস খেলোয়াড়ের নামও টুকে রাখলেন আর বললেন: যে খেলোয়াড়ের উরুতে বুটের ছটি কাটার দাগ আছে, সে যে খেলোয়াড় তা নিয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। ওদিকে আস্টন ও বিশ্ব কাপের অন্যান্য রেফারিরা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের এক-একটি ঘরে তিনজন করে আস্তানা নিয়েছেন। সুতরাং ঘিরেলি চিলির সংগঠন সম্পর্কে পুরোপুরি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নিবন্ধ লেখেননি।

এই গ্রুপে পরদিন ইতালি পশ্চিম-জার্মানীর খেলায় উভয় দল অতি সাবধানী দুই বক্সারের মত খেলল চমৎকার আবহাওয়ায়। কোনো পক্ষই গোল দিতে পারল না। ইতালি খেলল আশানুরূপ। তুরিণের শক্ত হাফ ব্যাক ফোরিনি খেললেন মেকী রাইট আউটের মতো। তাঁর খেলা নিয়ে সংবাদপত্রে ভীষণ সমালোচনা হল। সুইপার ছিলেন সালভেডর। ইনসাইড ফরোয়ার্ডে খেলেন রিভেরা, আলতাফিনি ও সিভরি। পশ্চিম জার্মানী এখনও তাদের 'কাটানাকিও' পদ্ধতিতে অবিচল। এদের সুইপার স্নেলিঙ্গার। দুই স্টপার এরহার্ড সুইডেনে দুর্ভেদ্য ছিলেন। এখানেও বেশ খেললেন। উইলি শুলজও দারুণ ট্যাকল করলেন। জিলারের মার একবার বিপক্ষের বারে লেগে প্রতিহত হলেও সেই শট তেমন জোরালো ছিল না। দুই দলের মধ্যে শক্তিতে ইতালিই ক্ষমতাবান ছিল, তারা স্কিলেও এগিয়ে। তবুও জিততে পারল না। সবটাই হল 'ট্যাংক যুদ্ধ', বিমান আক্রমণ যেন তাদের অজানা ছিল। তবে তাদের কয়েকটি 'মুভমেন্ট' সামান্য কার্যকর হলেও তার দ্বারা আসল ফল

মেলেনি। অথচ মানসিকতায়, স্কিলে জয় তাদেরই প্রাপ্য ছিল। আশ্চর্য, এমন দলেও ছটি পরিবর্তন হল চিলির সঙ্গে খেলার দিনে। আর এর ফলে তাদের সব আশা, সব ভরসা নির্মূল হয়ে গেল।

রানকাগুয়ায় আর্জেন্টিনা ১-০ গোলে বালগেরিয়াকে হারানোর দ্বারা খেলা শুরু করলেও খেলাটি ছিল নিষ্প্রাণ। এই খেলার নিষ্পত্তি হয় ফাকান্ডোর গোলে শুরুর একটু পরেই। একদিন বাদে হাঙ্গেরি ২-১ গোলে পরাস্ত করল ইংল্যান্ডকে। আর্জেন্টিনীয়রা ভয়ে ভয়ে খেলছিলেন, বিপক্ষের শরীরকে তারা দূরে সরিয়ে সরিয়েই খেলতে থাকেন। অথচ প্রত্যেকেই ছিলেন সুন্দর মজবুত চেহারার।

ইংল্যান্ডের ছন্দহীন আক্রমণে হাঙ্গেরির রক্ষণভাগকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। সকলেই বিস্মিত হলেন ইংল্যান্ড মান অনুযায়ী খেলতে না পারায়। কারণও ছিল—জনি বির্ণির মত নিখুঁত ফরোয়ার্ডকে তারা সঙ্গে আনেনি। বির্ণি নাকি একটি লীগ ম্যাচের পরে ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপ রাইট ব্যাক ডন হাউয়ের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করেছিলেন। বির্ণিকে না দেখে যুগোশ্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভান মন্তব্য করেন ; বির্ণির নয়, ক্ষতি হল ইংল্যান্ডেরই, কারণ, এটা ফুটবল, এই খেলা মেয়েদের বা সাধুদের খেলার বিষয় নয়।

হাঙ্গেরির অ্যালবার্ট বা সলিমসির মত অমন চমৎকার খেলোয়াড় ইংল্যান্ড দলে কাউকে দেখা গেল না। অ্যালবার্টের যে হাঙ্গেরি জিতল একক প্রচেষ্টায় অমন গোল কদাচিৎ হয়। অ্যালবার্ট খেলা শেষের ১৮ মিনিট আগে ওটি দেন। টিশির কামানের গোলার মত লম্বা শটই হাঙ্গেরিকে এগিয়ে দেয় খেলার প্রথম কোয়ার্টারে। স্প্রিংগেটের দুর্বলতার প্রদর্শনী হল তখন। মেসজলি হাত দিয়ে বল ধরার পেনাল্টি পেয়ে রন ফ্লাওয়ার্স ১-১ করেন। ২-১ গোলে হেরে ইংল্যান্ড মর্মাহত হয়ে কয়া পাহাড়ে উঠল। হেনেস এক সাংবাদিককে বললেন ঃ আপনারা চান, আমরা হারি, তাই না !

ভিনার সমুদ্রতীরের স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের বিপক্ষে মেক্সিকানরা অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিল। তারা অবাক করল দর্শকদের এবং গোটা পাঁচেক সুবর্ণ সুযোগও পায় গোলের। ব্রাজিল জানত তাদের দলে কয়েকজন আছেন, যাঁরা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন, তাঁদের খেলায় আগের সেই গতি নেই। তবুও জাগালোর খেলায় ঘাটতি দেখা গেল না। ৪-৩-৩ পদ্ধতির খেলায় পেলের কাছ থেকে চমৎকার পাস পেয়ে তাতে হেড দিয়ে ব্রাজিলের প্রথম গোলটি দিলেন।

মেক্সিকোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোলটি দেন পেলে। তাদের দুটি গোলই হল দ্বিতীয়ার্ধে। শেষ গোলটি হয় পেলে চারজন ডিফেন্ডারকে কাটাবার পর।

চেকোশ্লোভাকিয়া ১-০ গোলে হারায় স্পেনকে সমাপ্তির দশ মিনিট আগে রাইট উইঙ্গার স্টিব্রানির কৃতিত্বে। স্পেনও সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু আহত রেজিয়া হয় বল দখলে রাখতে পারেননি অথবা স্যান্টামারিয়ার ( ১৯৫৪-র উরুগুয়ের স্টপার ) পাস ধরতে অক্ষম হন। চেক দলের এগিয়ে যাওয়ার পথ অনেকটা সহজ হল। তাদের

ডিফেন্স, বিশেষত গোলরক্ষক স্রইফ শুরুর দিকে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন স্পেনের সব আক্রমণ প্রতিহত করে। আর শেষদিকে মার্টিনেজ যখন দেখলেন, তাঁর দল জিততে পারছে না, গোল দেওয়া অসম্ভব, অমনি স্রইফের পেটে মারলেন দুম্ করে লাথি। চেকরাও ঠাণ্ডা হয়ে অপেক্ষা করলেন না। পরক্ষণেই তাঁরা স্পেনের খেলোয়াড়দের মারাত্মককভাবে 'ট্যাক্‌ল' করে চললেন। স্রইফের আঘাত গুরুতর ছিল না। এর পরেও স্রইফ যাদু দেখাতে লাগলেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার পাল্টা আক্রমণ ছত্রখান করল স্পেনকে আর স্টিব্রানির গোলেই তার পরিণতি। মাঝমাঠে মাসোপাস্ট আর কাসানিয়াকের চমৎকার খেলা চেকোশ্লোভাকিয়ার বিজয় ঘোষণা করল।

দূরবর্তী আরিকায় অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। ছোট্ট কলম্বিয়া শুরুতেই পেনাল্টি পেয়ে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ১-০ এগিয়ে গেল। কিন্তু খেলা শেষের পনের মিনিট আগে তাদের পরাজয় ঘটল ২-১ গোলে। উরুগুয়ের রাইট আউট কুবিল্লার দৌড়ের কাছে বিপক্ষরা ক্ষণে ক্ষণে পরাস্ত হয়। বিরতির পর সাসিয়ার বুলেটের মতো শট কলম্বিয়ার চমৎকার গোলরক্ষক সান্‌চেজকে পরাহত করে।

পরদিন সোভিয়েত ২-০ গোলে হারাল যুগোশ্লোভিয়াকে। তাদের দলে ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপ নায়কদের ইয়াচিন ভরোনিন, ইভানভ, নেটো এবং দুই প্রাণবন্ত উইঙ্গার মেত্রেভেলি ও মেসকি। উঁচুমানের টেকনিক দুই দল দেখালেও খেলাটি তেমন জমেনি। যুগোশ্লাভরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া শুরু করলেন। মুজিক এত বেড়ে গেলেন যে ডুবিনস্কির পা ভাঙতে ছুটলেন। ফলও ভোগ করতে হল। মুজিককে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

লেভ ইয়াচিন এই ম্যাচে প্রমাণ করেন, বয়সের দিক থেকে বুড়িয়ে গেলেও দলে তিনি এখনও অপরিহার্য। গালিক ও সেকুলারাকের দারুণ দারুণ মার তিনি অনায়াসে প্রতিহত করেন। জিপসি নাচিয়ের মত নমনীয় শুধু নয়, এমন স্কিল, এমন শারীরিক সক্ষমতা, বিচক্ষণতা ও ঠাণ্ডা মাথায় বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চিলিতে আগত আর কোনো খেলোয়াড়ের নেই। ফুটবল বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করলেন 'সেকি'-ই ১৯৬২-র প্রতিযোগিতায় সেরা ইনসাইড ফরওয়ার্ড।

সোভিয়েতের দুটি গোলেই স্বাস্থ্যবান সেন্টার ফরোয়ার্ড পোনেডেলনিকের অবদান ছিল। ৫৩ মিনিট পরে তাঁর বজ্রের মত শট বারে গিয়ে ধাক্কা খায়। পরক্ষণেই ফিরতি শটে ইভানভ পরাস্ত করেন যুগোশ্লাভিয়ার চমৎকার গোলরক্ষক সসকিক-কে। সমাপ্তির চার মিনিট আগে পোনেডেলনিক দ্বিতীয় গোলটি দেন। পোনেডেলনিক পরে অভিযোগ করেন, তাদের দলটি কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। এমন কি এক সময়ে দেখা যায় একই ঘরে দুজনেই চুপচাপ শুয়ে আছেন পাশাপাশি অধিক রাত অবধি। কেউ কারুর সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছেন না। এসব সমাজতন্ত্রের বাস্তব অবস্থা কিনা কে জানে!

সান্টিয়াগোয় দ্বিতীয় রাউণ্ডের ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী ২-১ গোলে সুইজারল্যাণ্ডকে হারালেও ক্লান্তিকর খেলা হল। খেলার মাধুর্য আরও নষ্ট হয় জিমানিয়া-

কের নিষ্ঠুরতম ট্যাক্লিং-এ সুইস ফরওয়ার্ড নর্বার্ট এশম্যানের পা ভাঙলে। চতুর্দশ মিনিটের সময় এই ঘটনাটি দেখে গ্যালারিময় 'আহা-আহা' শব্দ শোনা যায়। এই অবস্থাতেও সুইজারল্যাণ্ডের খেলায় ঘাটতি দেখা যায়নি। তারা যে ২-১ গোলের বেশি হতে দেয়নি এটাই তো যথেষ্ট। জার্মানী ২-০ গোলে এগিয়েই ছিল অধিকাংশ সময়। কিন্তু স্নিটার সমাপ্তির ১৫ মিনিট আগে একটি গোল শোধ করেন।

ওই খেলাটির ঔজ্জ্বল্য কমার যথেষ্ট হেতুও ছিল। এর আগেই চিলি-ইতালির উত্তেজনাময় খেলাটি হয়েছিল এবং সেই খেলা নানা ঘটনায় পূর্ণ ছিল। সেদিন শুধু দুজনকে বহিষ্কারই করা হয়নি ; একজনের নাক ভাঙে। সারা মাঠে হিংসাত্মক ঘটনা। আসলে ইতালীয় সাংবাদিকদের দুটি প্রবন্ধ গ্যালারির দর্শকদের অগ্নিগর্ভ করে রেখেছিল। ওদিকে 'ওরিয়ুণ্ডি' ইতালিতে উত্তেজক ওষুধ খাওয়ার অভিযোগে হালফিলে বেশ বদনাম কিনেছিল। চিলির বিরুদ্ধে খেলার সময় দর্শকদের বোধহয় সব ঘটনাই মনে পড়েছিল। মাঠে মারামারি উত্তেজক ওষুধ খাওয়ারই পরিণতি বলে ওদের ধারণা হল। ইতালির বাদ পড়া খ্যাতনামা খেলোয়াড় ওমর সিভরি পরে অভিযোগ করেন ঃ আমি খেলার আগের দিন মাঝরাতে শুনেছিলাম পাওলো মাজ্জা ও দুই প্রভাবশালী সাংবাদিকই স্থির করেন ইতালি দলে কে কে খেলবেন। তাঁরা ষড়যন্ত্রও করেছিলেন। অন্য সূত্রে জানা যায় সিভরিকে এই ম্যাচে নামাবার কথাই ওঠেনি। কারণ তিনি বড্ড বদমেজাজী। তাছাড়া মঠে কোনোরকম গণ্ডগোল বাধলে, তা থামানো তো দূরের কথা, বরং বেপরোয়া ঘুষি চালাতেন।

ইতালির খেলোয়াড়দের সম্পর্কে তাঁদের দেশের সাংবাদিকরাই লিখলেন ঃ চিলিয়ানরা সহজেই ওদের প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়েছিল, এবং তারাই আগে মুখে থুতু ছুঁড়ে দেয়। ইতালির খেলোয়াড়রা কিন্তু অভিযোগ করেন ঃ হিংসাত্মক প্ররোচনার কাজে ঢ্যাঙা রেফারি কেন্ আস্টন কম দায়ী ছিলেন না। এরপর বিশ্ব কাপের বাকি খেলাগুলিতে তাঁকে আর ম্যাচ পরিচালনা করতে দেখা যায়নি। আস্টন বলে বেড়াতে থাকেন ঃ ওই ম্যাচটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল। 'লা ইকুইপের' সংবাদদাতা মন্তব্য করলেন ঃ ইংলিশ রেফারি আস্টনের ওই ম্যাচ পরিচালনার ক্ষমতাই ছিল না। তিনি সর্বদাই সতর্ক ছিলেন জনগণের বক্তব্য সম্পর্কে। আর তাই করতে গিয়ে প্রাণবন্ত ম্যাচটিকে রাস্তার লড়াইয়ে পরিণত করেন। এই খেলার পর আস্টনের মূল্য যেন বেড়েই গেল দিনের পর দিন। ফিফা রেফারি কমিটিতে তাঁর স্থান হল এবং ১৯৬৬ ও ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপ ফুটবলে রেফারিদের উপর কড়া নজর রাখার দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁরই কাঁধে পড়ল।

একথা অনস্বীকার্য, আস্টন তাঁর দুই ল্যাইন্সম্যানের সহযোগিতা পাননি। লাওনেল সানচেজ, আস্টনের পিছন থেকে ম্যাসিও-র নাকে বাঁ হাতে প্রচণ্ড ঘুষি চালালেন। ঘটনাটি দুই লাইন্সম্যান ও রেফারির দৃষ্টি এড়ায়। অথচ ওই ঘটনায় দুনিয়ার তাবৎ টেলিভিশন দর্শকরা শিউরে ওঠেন। ম্যাচ পরিচালনাকারীদের কেউ

না দেখায় সান্‌চেজ মাঠে রয়ে গেলেন যথারীতি। কিন্তু ফেরিনি কর্তৃক লাণ্ডা ধরাশায়ী হলেন সপ্তম মিনিটে। আর ডেভিড বদলা নিলেন সান্‌চেজের মাথায় লাথি মেরে। রেফারি বা লাইন্সম্যান এবার আর চোখ বুঁজে রইলেন না। ফেরিনি ও ডেভিডকে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। ইতালি নয়জনে খেলতে লাগল। তারা সমাপ্তির ১৫ মিনিট আগে পর্যন্ত সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করল। লাওনেল সান্‌চেজের ফ্রি-কিকে রামিরেজ হেড দিতেই চিলি ১-০ গোলে এগিয়ে গেল। শেষ মিনিটে টোরো ২-০ করলেন। বলাবাহুল্য এদিনটি ছিল ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম ভয়ঙ্কর দিন।

এই গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী বেশ সহজেই ২-০ গোলে চিলিকে হারায়। ইতালি ৩-০ গোলে হারাল সুইজারল্যাণ্ডকে। সুতরাং চিলি ও পশ্চিম জার্মানী কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল।

রান্‌কাগুয়ায় ইংল্যাণ্ড ভাল খেলল শেষদিকে, তারা ৩-১ গোলে হারাল আর্জেণ্টিনাকে। ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপের পর কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের বাইরে এটি তাদের প্রথম জয়লাভ।

এই সুফলের জন্য অনেকটা সাহায্য করে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে রদবদল হওয়ায়। এর আগে হিচেন্স অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফুটবল খেলেন। আর্জেণ্টিনার সঙ্গে তাঁর বদলে মিডলবরোর লম্বা, ক্রুকাট চুলের রক্ষী চেহারার অ্যালান পিককে নামানো হল। নাভারো-র মার রিসিভ করা দুঃসাধ্য হলেও অ্যালান শূন্য থেকেই তাঁর স্ববাদে বলগুলো সহজেই ধরতে থাকেন। শান্ত পিকক স্মিত হেসে নিজের সম্পর্কে দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেনঃ আমার এই খেলা নিশ্চয়ই আপনারা পছন্দ করেন, তাই নয় কি? তবে কী জানেন, এই খেলার পরে সকালের দিকে আমার গলাটা কাঠের মত শক্ত হয়ে থাকে।

পিককের এটি প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ হলেও, অভিজ্ঞের মতোই খেললেন এবং সপ্তদশ মিনিটের পরে ইংল্যাণ্ড যে গোলটি দেয়, তাতে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। চার্ল-টন দ্রুত এগিয়ে সেণ্টার করলে পিকক তাতে মাথা ঠেকিয়ে দেন। বেগতিক বুঝে নাভারো বল ঠেকালেন হাতে। ফ্লাওয়ার্স পেনাল্টি থেকে ১-০ করলেন। সিরিজে ফ্লাওয়ার্সের এটি দ্বিতীয় গোল। প্রথমটিও দিয়েছিলেন পেনাল্টি থেকেই।

আর্জেণ্টিনার খেলোয়াড়রা বেশ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও খেলায় তেমন সংহতি ছিল না। সাচ্চি এবং মার্জোলিনি চমৎকার খেলতে থাকেন। কিন্তু মুর ও ফ্লাওয়ার্স দারুণ ট্যাকল করলেন। জিমি আর্মফিল্ডকেও ভেদ করা দুঃসাধ্য ছিল। ব্রায়ান ডগলাস হাঙ্গেরির সঙ্গে যেমন প্রাণবন্ত ফুটবল খেলেছিলেন, এদিন তদপেক্ষা অনেক অ-নেক কার্যকর মনে হল। চার্লটন ডান পায়ের নিচু শটে বিরতির আগে ২-০ গোলে এগিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডকে। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে ডগলাস প্রতিপক্ষকে বোকা বানিয়ে মর্মর-মূর্তির মত দাঁড় করিয়ে রেখে ডান পায়ে জোরালো শট মারলেন। রোমা কোনো রকমে ওটি পুশ করলেও গ্রিভসের রিটার্ণ শট ঠেকাতে

পারলেন না। ইংল্যাণ্ড ৩-০ গোলে এগিয়ে গেল। দেরিতে হলেও আর্জেণ্টিনার সানফিলিপ্পো একটি গোল শোধ করলেন। ড্রেসিংরুমে ম্যানেজার লোরেঞ্জো তাঁকে চুমু খেলেন। সাবাস বলে অভিনন্দিত করলেন। তবে পরাজয়ে সানফিলিপ্পো কান্নায় ভেঙে পড়ে নিজের ভাষায় বলতে থাকেন 'মুই বিয়েন, জুয়ান কার্লোস'।

এই গ্রুপে হাঙ্গেরির খেলা ছিল সব চাইতে তুঙ্গে। বালগেরিয়াকে তারা ৬-১ গোলে হারায় এবং নেমেই প্রথম মিনিট না কাটতেই অ্যালবার্ট ১-০ করেন। ১২ মিনিটের মধ্যে হল ৪-০। অ্যালবার্ট ও গেরোকস বল দেওয়া-নেওয়া করে সর্বদা এগোতে থাকেন ১৯৬০-এর রোম ওলিম্পিকসের মতই। ইলিয়েভ ও ডিয়েভকে বাদ দিয়ে বালগেরিয়ার কিছু করার তেমন শক্তি ছিল না। তাছাড়া গোলের বন্যায় ওরা আক্রমণ রচনার আগেই ভেসে যেতে থাকে। হাঙ্গেরি বর্ণময় ফুটবল খেলল সলিমসি, অ্যালবার্ট, গেরোকস প্রভৃতির সমন্বয়ে। তাদের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল আবার হাঙ্গেরি যেন বোজসিক, হিদেকুটি ও পুসকাসের যুগে ফিরে এসেছে। অ্যালবার্ট তিনটি গোল দেন। ফল হল ৬-১।

গ্রুপের শেষ খেলায় হাঙ্গেরির বিচক্ষণ কোচ লাজোস বারোটি দলের সদস্যদের উপদেশ দিলেন : এই ম্যাচে খামোকা বেশি পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। একটি পয়েণ্ট হলেই যথেষ্ট। আর্জেণ্টিনার সঙ্গে ০-০ করল ওরা। অ্যালবার্ট ও স্যাণ্ডোর বিশ্রাম নিলেন। অষ্টাদশ মিনিটের সময় গেরোকসের একটি পেশী ছিঁড়ে গেল। সুদেহী মেজলি স্টপারে এত চমৎকার খেললেন যে, মাঠের বাইরেও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা তাঁকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন।

তবে পরদিন ইংল্যাণ্ড অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক ফুটবল খেলল বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে। তারা ০-০ ড্র করল কোনোক্রমে। বরং বেঁচে গেল—আর্মফিল্ডের কৃতিত্বে। গোললাইনের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কোলেভের ক্রশ পাসটি ঠেকান। বালগেরিয়ার দুর্ভাগ্য—কোলেফের ওই পাসে কেউ একটু পা ছোঁয়ালেন না। গ্রুপে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় স্থান হল এবং ভিনা ডেল মার-এ ব্রাজিলের মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। অর্থাৎ সামনে তাদের দারুণ সংকট। আর রানকাগুয়ায় হাঙ্গেরি মুখোমুখি হল চেকোশ্লোভাকিয়ার এবং সহজেই জিতল।

ভিনা গ্রুপে ব্রাজিলের ফুটবল ইতিহাসে অঘটন ঘটে গেল। উরুর পেশী ছিঁড়ে যাওয়ায় পেলে বিদায় নিলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে খেলায়। খেলাটি ০-০ হয়েছিল। ২৫ মিনিটের মাথায় গ্যারিঞ্চার কাছ থেকে বল পেয়ে পেলে ২৫ গজ দূর থেকে তীব্র শট করলে সেটি পোস্টের নিচের দিকে লেগে ফিরে আসে। ওই শটের সঙ্গে সঙ্গেই পড়ে যান ও তাঁকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পেলে তখনই ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ থেকে বিদায় নিলেন।

উইং-এ পেলে বিহীন ব্রাজিলের কথা অচিন্ত্যনীয়। তারা দুর্বলও বটে। ড্র হল, কিন্তু ভাভা ও গ্যারিঞ্চা রক্ষণভাগে চলে গেলেন। চেকরা কোনোরকমে আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট রইল। ব্রাজিলের আক্রমণে আর বিস্ফোরণ দেখা গেল না।

তবে চমৎকার খেলল সারাক্ষণ। কিন্তু দর্শকরা খুশি হতে পারেননি। ব্রাজিল ড্র করুক এ তাদের মনঃপূত ছিল না।

ব্রাজিলের তূণে শরের অভাব ছিল না। টেনে বের করলেন বোটাফোগোর ২৪ বছর বয়সী লেফট ইন আমারিল্ডো-কে। পেলে নেই, কিন্তু নমনীয় অথচ বেগবান, উৎসাহী এবং সর্বদা গোল দিতে উদ্যোগী এই আমারিল্ডো কমতি ছিলেন না। উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ফর্সা, বাবরি চুলের এই খেলোয়াড় শুরু থেকেই দর্শকদের করতালি কুড়োলেন। পেলের শূন্যস্থানে এসে তিনি অনেকটা ব্যবধান কমিয়ে দিলেন। উপরন্তু ভিনা ব্রাজিলের অনুকুলেই ছিল। একদল ছাত্র প্যারামিলিটারির মত লাল জ্যাকেট ও নীল ট্রাউজার্স পরে গ্যালারিতে বসে প্রতিটি খেলার শুরু থেকে শেষ একই সুরে উৎসাহিত করল।

গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্পেনকে ভীষণভাবে যুঝতে হল মেক্সিকোর সঙ্গে। শেষ মুহূর্তে পিরোর গোলে স্পেনের জয় হয়। আর্জেণ্টিনার স্কোপেনির প্রশিক্ষণে মেক্সিকো সারাক্ষণ দারুণ লড়েছিল। মেক্সিকোর কারবাজল তাঁর চতুর্থ বিশ্ব কাপে নিখুঁত একটি গোল থেকে ব্যর্থ হলেন। এখন স্পেনের দরকার একটি জয়— কোয়ালিফাই করার জন্যই। হেরেরা ঝুঁকি নিলেন দুই বিখ্যাত ফরওয়ার্ড সোল ও সুয়ারেজকে বাদ দিয়ে। বাদ দিলেন গোলরক্ষক কারমেলো ও সেণ্টার হাফ সান্তামারিয়াকেও। এখন পুসকাস আক্রমণ রচনার দায়িত্ব নিলেন আটলেটিকো মাদ্রিদের তিনজনকে দিয়ে। উড়ন্ত পাকো জেণ্টো রইলেন লেফট আউটে। এই খেলায় ডিডি মাদ্রিদের বদলা নেওয়ার পরিকল্পনা করেন ডি স্টিফানোর উপর। মাদ্রিদে তিনি ডিডিকে অপমান করেছিলেন। কিন্তু বদলা নেবেন কি করে? ডি স্টিফানো তো খেললেন না আহত থাকায়। নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ চৌখস ফরওয়ার্ড ডি স্টিফানো বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের একটিও ম্যাচে অংশ নিতে পারেননি।

'নতুনদের' নিয়ে গড়া স্পেন দারুণ আশা নিয়ে খেলল। খেলার আগে এমন প্রচার করল যেন তারাই বিশ্ব কাপ পেতে চলেছে। কিন্তু খেলার শুরুতেই বোঝা গেল ওই সব ফুলে সৌরভ নেই। তবে এটি ছিল প্রতিযোগিতার অন্যতম সেরা ম্যাচ। ব্রাজিলকে এই ম্যাচে জিতিয়ে দেয় গ্যারিঞ্চার একক হঠাৎ দারুণ লড়াই।

ইণ্টারের সঙ্গে থাকাকালে হেরেরা 'কাটানাকিও' বা রক্ষণাত্মক পদ্ধতির বড় প্রবক্তা ছিলেন, এখন তিনি তা স্পেনে প্রয়োগ করলেন। রডরি খেললেন সুইপার হিসাবে। বাকি ডিফেণ্ডাররা প্রহরা দিলেন বিপক্ষের প্রত্যেককে পৃথক পৃথক ভাবে। এক ঘণ্টা যাবৎ স্পেনের এই ট্যাকটিকস দারুণ কার্যকর হল। তারা ঘন ঘন ব্রাজিলকে আক্রান্তও করে। ব্রাজিলও সর্বশক্তি নিয়ে লড়ছে। ৩৪ মিনিটের সময় পুসকাস ড্রিবল করে দারুণ পাস দিতেই এডেলার্ডো ভুল করেননি। স্পেন ১-০ গোলে এগিয়ে গেল।

৩৮ মিনিট পর্যন্ত স্পেনের অগ্রগমন অব্যাহত রইল। তাদের ড্রাইভ এবং দ্রুতগতির খেলা ও ঘন ঘন আক্রমণ আরও একটি গোলের সুযোগ এনে দেয় পিরোর

মাধ্যমে। পরক্ষণেই ব্রাজিলের আমারিল্ডো হঠাৎ আক্রমণের তীব্রতা বাড়িয়ে দেন এবং জাগালোর সেণ্টারকে কাজে লাগিয়ে ১-১ করলেন। আবার স্পেন তেড়ে ফুঁড়ে এগোয় ও ভার্গাস গোল দিয়েছিলেন প্রায়। সমাপ্তির চার মিনিট আগে বিদ্যুতের মত চমক দেখা গেল গ্যারিঞ্চার খেলায়। তাঁর ক্রশ পাসে হেড দিয়ে আমারিল্ডো জয়সূচক গোলটি দেন। ব্রাজিল জিতল ২-১ গোলে। খেলাটা হয়েছে তুল্যমূল্য। তবে স্পেন ভাল খেলেই হেরে গেল। ভাগ্য তাদের প্রতি অবিচারই করেছে বলব।

গ্রুপের শেষ খেলায় অভাবনীয় ফল হল। মেক্সিকো ৩-১ গোলে হারিয়ে দিল চেকোশ্লোভাকিয়াকে। অথচ মাঠে নেমেই চেকোশ্লোভাকিয়া গোলটি করে। পরে শোনা যায় চেকোশ্লোভাকিয়া ইচ্ছে করেই ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছিল। তারা বুঝেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের চাইতে হাঙ্গেরির মুখোমুখি হওয়া নিরাপদ। মেক্সিকোর সঙ্গে ২-১ বা ৩-১ গোলে হারলে বা ড্র হলেও গ্রুপে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্থান দ্বিতীয়ই হত। বিশ্ব কাপ ফুটবলে চিরকাল মেক্সিকো মাঝামাঝি ধরনের ফল দেখালেও এটি ছিল তাদের সেরা খেলাগুলির অন্যতম।

কারবাজল সেদিন নিজের তেত্রিশতম জন্মতিথি উদ্‌যাপন করেন এবং যখন তিনি প্রার্থনা করছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে মাসেক ১-০ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে এগিয়ে দেন। ধাক্কা কাটিয়ে উঠে দ্বাদশ মিনিটে মেক্সিকো ১-১ করে। রিয়েসের ক্রশ পাস পেয়ে মারাত্মক ড্রিবল করে রাইট আউট ডেল আগুইলা বল বাড়িয়ে দিতেই ভিয়াজ ১-১ করেন। মেক্সিকো-কে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন ডেল আগুইলা। শেষ মিনিটে পেনাল্টি হয় লালা বল ধরায়। এইচ হারনাণ্ডেজ ৩-১ গোলে দলকে জিতিয়ে নিতে ভুল করলেন না। যোগ্যতা অর্জন করায় সম্ভবত চেকোশ্লোভাকিয়া গা ছাড়া ফুটবল খেলেছিল। কিন্তু মেক্সিকোর ফুটবলে এ জয় কম উদ্দীপনা আনেনি।

অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া-হাঙ্গেরি খেলা রান্‌কাগুয়ায় এবং ইংল্যাণ্ড গেল ভিনায় ব্রাজিলের মুখোমুখি হতে। বালগেরিয়ার সঙ্গে নিষ্প্রভ খেলে ইংল্যাণ্ড ০-০ করার পর ড্রেসিংরুমে হেনেস ক্ষোভের সুরে বললেন এক সাংবাদিককে ঃ এটা মনে করবেন না আপনাদের লেখনী ব্রাজিলের বিরুদ্ধে জয় এনে দেবে।

আরিকা-য় এক নম্বর গ্রুপের খেলায় অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। বিশ্ব কাপের এক মাস আগে মস্কোয় সোভিয়েত দল ৫-০ গোলে উরুগুয়েকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিল। কিন্তু চিলিতে এসে সোভিয়েত দেখল উরুগুয়ের রূপ দুটি। সে বিশ্ব কাপে ও বিশ্ব কাপের বাইরে দুই মূর্তিতে খেলে। দলেও নানা পরিবর্তন। ৮৯ মিনিট লড়াইয়ের পর সোভিয়েত ২-১ গোলে জিতল অতি কষ্টেই এবং দৈবক্রমে। এলিসিও আলভারেজ আহত হওয়ায় উরুগুয়েকে এক ঘণ্টা খেলতে হল দশজনে, এবং তখন থেকেই তারা চমৎকার উইঙ্গার ডোমিঙ্গো পেরেজকে নামিয়ে আনে। মামিকিনের গোল সাশিয়া শোধ করেন পঞ্চাশ মিনিট পরে। সাশিয়ার তিনটি জোরালো

শট সোভিয়েত পোস্টকে ধাক্কা দেয়। ওদের ৪-২-৪ পদ্ধতির খেলায় নিঃসন্দেহে নেস্টর গনকালভেস তাঁর সেরা স্কিল দেখালেন মাঝমাঠে।

তবে সোভিয়েত দ্বিতীয় খেলায় মোটেই সপ্রতিভ ছিল না। কলম্বিয়া বিস্মিত করে দিল ৪-৪ ড্র করে। 'লা ইকুইপের' বার্ষিক সংখ্যায় এই ম্যাচ সম্পর্কে লেখা হল, 'আধুনিক ফুটবলের অন্যতম বড় বিস্ময়কর ঘটনা।'

৬৮ মিনিট পরেই সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। কর্ণার থেকে সরাসরি গোল হল লেভ ইয়াচিন থাকা সত্বেও। হঠাৎ কলম্বিয়া দারুণ খেলা শুরু করল। ওদের ইনসাইড ফরওয়ার্ড ক্লিঞ্জার সোভিয়েত ডিফেন্সে ঘন ঘন রন্ধ্র তৈরি করতে লাগলেন। সোভিয়েতরা শুধু ছোটাছুটি করতে লাগলেন মাঠময়। রাডা তৃতীয় গোলটি দিলেন। তারপর ক্লিঞ্জার করলেন ৪-৪। 'লা ইকুইপ' লিখল এই নিয়ে—নিঃসন্দেহে দিনটি ঐতিহাসিক। আধুনিক ফুটবলের সেরা গোলরক্ষকের ক্রীড়া-জীবনের পরিসমাপ্তি এই খেলাতেই। ইয়াচিন শুধু বর্তমানের নয়, সম্ভবত সর্বকালের সেরা। কিন্তু তাঁর এই পরিণতি সুখকর ছিল না।

ওদিকে যুগোশ্লাভিয়া গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ৩-১ গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে দিয়েছে। সেকুলারাক সেদিন বোধহয় তুঙ্গে ছিলেন। যেমন তাঁর বল নিয়ন্ত্রণ, তেমনি অনবদ্য আক্রমণ রচনা। খেলা শেষে শুধু খেলোয়াড়রা নন, উপস্থিত উরুগুয়েনরা তাঁকে কাঁধে তুলে নাচলেন। তাঁর নিখুঁত টেকনিক, ভেবে-চিন্তে পাস, বিপক্ষের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় অদম্য শক্তি যুগোশ্লাভিয়াকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করে শুরুতে উরুগুয়ের গোল দেওয়া সত্বেও। তাঁর সতীর্থরাও শক্তিমান ছিলেন। ফলে দ্বিগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে সমর্থ হয় যুগোশ্লাভরা। গালিক ও জারকোভিক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোলটি দেন। তরুণ লেফট উইঙ্গার জসিপ স্কবলার দিয়েছিলেন প্রথমটি। পেনাল্টি স্পট থেকে জোরালো শটে তিনি উরুগুয়ের কাবরেরা-র দেওয়া গোলটি শোধ করেন।

তৃতীয় খেলায় যুগোশ্লাভিয়া ৫-০ গোলে হারাল শ্রান্ত ও ক্লান্ত কলম্বিয়াকে। জারকোভিক দিলেন তিনটি। গ্রুপে যুগোশ্লাভিয়ার দ্বিতীয় স্থান। কোয়ার্টার ফাইনালে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আবার পশ্চিম জার্মানী। বিশ্ব কাপে যুগোশ্লাভিয়া তৃতীয়বার ওদের মুখোমুখি হল।

## কোয়ার্টার ফাইনাল

**ব্রাজিল ঃ ইংল্যান্ড**—ভিনায় চমৎকার পরিবেশে খেলা হল। একদিকে সমুদ্রের গর্জন। তার ঘূর্ণিঢেউ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল সামুদ্রিক কুয়াশা। আর রইল সেই সাম্বা ব্যান্ডের বাদ্য। সবার উপরে গ্যারিঞ্চার নাম ব্রাজিলের পক্ষ বা বিপক্ষের সকলের মুখে। সকলেরই ধারণা গ্যারিঞ্চা একাই ইংল্যান্ডের বিপর্যয় আনার পক্ষে যথেষ্ট। পেলে থাকলে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু পেলেহীন ব্রাজিলে এখন গ্যারিঞ্চাই

মধ্যমণি। গ্যারিঞ্চাকে অসীম ও বহু গুণাবলীতে ভূষিত করলেন সংবাদপত্র ও সমালোচকরা। কোয়ার্টার ফাইনালে গ্যারিঞ্চা প্রশস্তি অনুযায়ী খেলারও আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ওদিকে ইংল্যান্ডের উইলসনও লড়তে থাকেন সাধ্যানুযায়ী। কিন্তু তাঁর সাধ্য কতটুকু—গ্যারিঞ্চা কি তাতে ঘায়েল হন? চিতাবাঘের মত লাফিয়ে তাঁর জোরালো সোয়ার্ভিং শটের কথা অনেকেরই জানা। আর সেই শট গোললাইন অতিক্রম করবেই। তবে সুইডেনে ১৯৫৮-য় বিশ্ব কাপে গ্যারিঞ্চার যে সব গুণ ছিল, এবার তার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে দু' পায়ে আরও অস্বাভাবিক শক্তি এবং তা শূন্যের বলগুলিতে। ব্রাজিলের প্রথম গোলটি একত্রিশ মিনিট পরে। কর্ণার-কিকের উঁচু বলটিতে হেড দিয়ে ক্লিয়ার করার জন্য ইংল্যান্ডের মরিস নরম্যান লাফালেন পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। গ্যারিঞ্চা দেখলেন, মরিসকে হারাতে গেলে আরও উঁচুতে উঠতে হবে। গ্যারিঞ্চা লাফালেন ছয় ফুট দুই ইঞ্চি, গ্যারিঞ্চার এই হেড কিন্তু হঠাৎ নয়, ইতঃপূর্বেও তিনি ওই নজির দেখিয়েছেন একাধিকবার।

রণ ফ্লাওয়ার্সেরই কয়েকটি মারাত্মক ভুলে ব্রাজিল ২-০ গোলে এগিয়ে গেল। স্প্রিংগেট যত ভালই ধরুন, প্রথম দুটি গোল ঠেকানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফ্লাওয়ার্স ডান পায়ে বলটি ধরবেন, কিন্তু তা না করে হঠাৎ ঘুরে সেই বল নিজের গোলের দিকে মারলেন। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন আমারিল্ডো। সামনে শুধু স্প্রিংগেট। তাঁর উচিত ছিল আমারিল্ডোর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। কিন্তু অত দ্রুত হয়ত সে সিদ্ধান্ত তিনি নিতে পারেননি। এই গোলের জন্য পরে সব দোষ স্প্রিংগেটের কাঁধেই চাপানো হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইংল্যান্ডের ফরওয়ার্ডরা এদিন আর একটি বাজে ম্যাচ খেলল। জিমি গ্রিভসও বাদ পড়লেন না এই অভিযোগ থেকে। কয়ায় তো তিনি বলেছিলেন: এখানে কিছু ভাল দলও বাজে ম্যাচ খেলল। আসলে প্রত্যেকে ভীত ছিলেন, আর দূরে দূরে দাঁড়িয়ে খেলেছেন। চিলির এই কোয়ার্টার ফাইনালেও দেখা গেল গ্রিভস দ্বিতীয়ার্ধে একই পদ্ধতিতে খেলেছেন। বিপক্ষের শরীরের কাছাকাছি যাচ্ছেন না কিছুতেই। তবে প্রথমার্ধে একটি ফ্রি-কিকে গ্রিভস হেড দিলে সেটি বারে লাগে। ওই বলেই হিচেন্সের শট দ্বারা ১-১ হয়।

দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই গ্যারিঞ্চা খেলার নিষ্পত্তি করে ফেলেন। ৫৪ মিনিট পরে তাঁর দুর্ধর্ষ ফ্রি-কিক স্প্রিংগেটের বুকে লেগে ফিরে আসতেই ভাভা সহজেই গোল করলেন, অনেকটা হিচেন্সের মতই। এরপরে তাঁর দুর্দান্ত দূরের সোয়ার্ভিং শট গোলরক্ষককে পরাস্ত করে, ডান দিকের পোস্ট ঘেঁষে গোলে প্রবেশ করায়। খেলা শেষে ব্রাজিল রেডিওর রিপোর্টাররা ড্রেসিংরুমে ঢুকে মহানন্দে নিজেদের মাইক্রোফোনে বক্তৃতা শুরু করে দেন।

ব্রাজিল যোগ্য দল হিসাবেই জিতল। কিন্তু তাদের খেলা সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। কড়া সমালোচনা করলেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। তিনি বললেন: ব্রাজিল অত্যন্ত ঢিলে হয়ে গেছে, তাদের খেলায় আগের সে গতিবেগ নেই, সবচেয়ে

বড় কথা, তারা অত্যন্ত রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলল। আমি কখনও রক্ষণাত্মক ফুটবল পছন্দ করি না। আমি চাই খেলার ফল হোক ৫-৪ বা ৫-৩ গোলে, জয়-পরাজয় বা হারও হবে অমন সংখ্যক গোলেই। তবে এখানে তো ফুটবল খেলা হচ্ছে না। এটা যুদ্ধক্ষেত্র। খেলা সামান্যই, গোল আরও কম। ১৯৫৪-য় ফুটবল খেলা হয়েছিল অনেক বেশি পরিমাণে। ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপে ওরা ফুটবল খেলেছিল।

পুসকাস এসব কথা বলে সহজে পার পেলেন না। আট বছরের মধ্যে তাঁর হাঙ্গেরিকে তো বিশ্ব কাপের আশাই ত্যাগ করতে হয়। উপরন্তু ১৯৫৪-য় কী হয়েছিল ? তিনি নিজেও কি লাথি খাননি সেবারের ফাইনালে ?

যুগোশ্লাভিয়া : পশ্চিম জার্মানী—যুগোশ্লাভিয়ার বিমানে সান্টিয়াগোয় পৌঁছল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলার জন্য। তারা উঠল এস্পারাডোর হোটেলে। শহরের প্রধান সড়ক—আভেনিদা বার্নার্ড ও হিগিনসের এই এলাকাটি সর্বদা চঞ্চল, সর্বদাই হৈ-চৈ ওখানে। সর্বদা মানুষের মিছিল, নানা রং-এর বাস যাতায়াত করে। মনে হবে যেন একটি বড় আধুনিক আস্তাকুড়। মাঝে মাঝেই আবার নানা ধরনের ফেস্টুন নিয়ে দেশাত্মবোধক শ্লোগান। যুগোশ্লাভ ম্যানেজার চিরিচ মিলোভান এসব নিয়ে কোনো অভিযোগ করলেন না। টাক মাথার, ঠাণ্ডা মেজাজের চিরিচের মন খারাপ ছিল দলে ভাল উইঙ্গার না থাকায়। যদিও কোভাসেভিক ও স্কবলার পরবর্তীকালে ফ্রান্সে দারুণ নাম কিনেছিলেন। দুর্বলতা সত্ত্বেও ম্যানেজার জানালেন : আমি জানি, কেমনভাবে পশ্চিম জার্মানীর শারীরিক সক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এই মিলোভান ৯০-এর দশকে ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণ দেন।

ইংরাজদের পদ্ধতিতে রদবদল চলে না। ওদের পদ্ধতি নমনীয় হওয়া উচিত—বললেন তিনি। কেন সব সময় উইং হাফ থেকে লেফ্‌ট ইন, লেফ্‌ট ইন থেকে রাইট আউট ও পরে ক্রশ হবে ? আমাদের যদি চার্লটনের মত লেফ্‌ট আউট থাকত—কাপ আমাদের দখলেই যেত।

ভাগ্য পরীক্ষায় যুগোশ্লাভিয়া তৃতীয় বার জয়ী হল। জার্মানীর শারীরিক সক্ষমতা বা সুদেহ যুগোশ্লাভিয়ার ফিটনেসের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারল না। জার্মানী আবার 'কাটানাকিও' পদ্ধতিতে খেলল। আর যুগোশ্লাভরা ৪-২-৪ পদ্ধতিতে। দারুণ দ্রুত ও দর্শনীয় ফুটবল দেখলেন সান্টিয়াগোর দর্শকরা। সারা ম্যাচে শুধু ট্যাকটিক্‌সেরই প্রাধান্য এবং ঐ ট্যাকটিক্‌সই খেলার নিষ্পত্তি করল। জার্মানরা খেলল বেশ মেপে মেপে এবং সাবধানে। আর তার মূল্য দিতে হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার বেঁটে রাইট হাফ রাডাকোভিক ওদের অতি সাবধানতার মধ্যে ফোকর খুঁজে নিয়েই ঘায়েল করে দিয়েছিলেন।

জার্মানরা লম্বা লম্বা পাসে খেললেন, যুগশ্লাভরা ছোট ছোট পাসে। বেশ খানিকক্ষণ জার্মানদেরই প্রাধান্য ছিল। জিলারের একটা তীব্র শট লাগল যুগোশ্লাভের গোলপোস্টে। আধঘন্টা পরে যুগোশ্লাভরা যেন দম পেল। বল তারপর সর্বদা

যেন ওদের পায়ে, ওদের মাথায়। দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজনার কমতি না থাকলেও প্রথমার্ধের মতো মনে হল না। উভয় দলকে এবার বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। স্নেলিঞ্জার বারংবার নিজের জায়গা ছেড়ে সুইপার হিসাবে খেলতে গিয়ে আক্রমণে সহায়তা করলেন। তাঁর কৌশলে কয়েকটি গোলেরও সুযোগ আসে। যুগোশ্লাভদের প্রধান হাতিয়ার রাডাকোভিক। জিলারের সঙ্গে ধাক্কায় তিনি আহত হলেন ও মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খেলা অব্যাহত রাখেন। কিন্তু তাঁর খেলার কিছুটা ঘাটতি দেখা গেল। জার্মানরা আশানুরূপ খেলতে পারল না। জিমানিয়াককে নিষ্প্রভ মনে হল। অথচ চিলির সঙ্গে দারুণ খেলেন। তাঁর এবার দায়িত্ব ছিল যুগোশ্লাভিয়ার সেকুলারাককে তক্কে-তক্কে রাখার। অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা ঝিমিয়ে পড়েছিল।

দীর্ঘক্ষণ ০-০ থাকায় মনে হচ্ছিল অতিরিক্ত সময়ে ছাড়া এই খেলার নিষ্পত্তি হবে না। ছিয়াশিটি শ্বাসরুদ্ধকারী মিনিট কাটার পর গালিক পিছনে টানলেন বল ও রাডাকোভিককে বাড়ালেন। ১৫ গজ দূরে থেকে বার ঘেঁষা জোরালো শট করতেই জার্মানীর গোলরক্ষক ফারিয়ান পরাস্ত হলেন।

চিলি ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন—আরিকা-য় চিলি অঘটন ঘটাল সোভিয়েতকে পরাস্ত করে। তাদের সমর্থকদের সেদিন কী উল্লাস! লেভ ইয়াচিনের ব্যর্থতা আবার প্রমাণিত হল। অথচ দূরে থেকে মারা চিলির দুটি শটই তাঁর ধরা উচিত ছিল। লেওনেল সানচেজ ১০ মিনিট পরে প্রথম গোলটি দেন বাঁ পায়ে ২৫ গজ দূরে থেকে ক্রশ শটে। ১৮ মিনিট পরে জয়সূচক গোল হাফ ব্যাক এলাডিও রোজাসের। চিলির প্রথম গোলের দু মিনিট পরে সোভিয়েতের চিসলেঙ্কো ৩৫ গজ দূরে থেকে ১-১ করেন। কিন্তু লেভ ইয়াচিনের মত গোলরক্ষক প্রায় অমন দূরের শটেই পরাস্ত হতে পারেন, আজও তা বিস্ময়ের শুধু নয়, রহস্যেরও।

চিলি এই খেলার টোরোকে ডিপে আনল। ৪-২-৪ পদ্ধতি কার্যত ৪-৩-৩এ পরিণত হল। আর টোরো বেশ সহজেই পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করতে থাকেন সোভিয়েতদের আক্রমণ ও রক্ষণে। সেমিফাইনালে উঠলেও দিনটি চিলির পক্ষে খুব আনন্দদায়ক ছিল না। মাঠে অন্তত ১৭ হাজার দর্শক তাদের সমর্থন করেছেন গগনভেদী চিৎকারে। কিন্তু সমগ্র চিলি রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়েছে সারাক্ষণ।

চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ হাঙ্গেরি—রানকাগুয়ায় হাঙ্গেরির খেলোয়াড়রা চেকোশ্লোভাকিয়াকে ঘোল খাইয়ে ছাড়লেও চেক গোলরক্ষক স্রইফকে পরাস্ত করতে পারেনি। হাঙ্গেরির অধিকাংশ বল ঠেকিয়েছে চেক গোলপোস্ট অথবা বাস্ট। তা না হলে স্রইফকে লেভ ইয়াচিনের মতই ভুল করতে হত এবং পরিণতি ছিল পরাজয়। ত্রয়োদশ মিনিটে শেরার ক্রশ শটে গ্রসিকসে পরাস্ত করেন। পরাস্ত হয় সমগ্র হাঙ্গেরির রক্ষণভাগ। অথচ চেকদের এটি ছিল অত্যন্ত দুর্বল আক্রমণ। চেকোশ্লোভাকিয়া সেমিফাইনালে গেল। হাঙ্গেরি এই ম্যাচে একটি গোলও দেয়। কিন্তু সোভিয়েত রেফারি লাটিশেভ, টিশি-র ওই গোলকে গোল বলে মেনে নিতে পারেননি। কেন না, টিশি পরিষ্কার অফসাইডে ছিলেন।

## সেমি ফাইনাল

ব্রাজিল ঃ চিলি—'কন্ পেলে ও সিন পেলে, টোমেরেমস নেসকাফে' ! সান্টিয়াগোর প্রতিটি বাসের গায়ে ওই কথাগুলি লেখা। অর্থাৎ পেলে খেলুন, আর না-ই খেলুন আমরা নেসকাফে খাবো। যদিও সারা শহর দারুণ উত্তেজনায় ভুগছিল, তবুও পেলে সম্পর্কে ওই শ্লোগান ব্যঙ্গ বা রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। কোয়ার্টার ফাইনালে চিলি যেদিন আরিকায় জিতেছিল, সান্টিয়াগোর রাস্তাগুলো সে রাত্রে জ্যাম হয়ে যায়। জনতা শ্লোগান দিতে থাকেন 'চি, চি, চি। লে, লে, লে ! ভিভা চি—লে !' তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় জয়ের পরেও একই দৃশ্যের অবতারণা হয়। সমগ্র চিলি যেন শিশুদের মত আনন্দে মেতেছিল। সব কিছুই ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তারা খুঁজে বের করেন প্রবীণ ভিট্টোরিও পোজোকে। দেখতে পান পুসকাস এক দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে বাদাম চিবোচ্ছেন।

ব্রাজিল সেদিন চিলির চাইতে এত চমৎকার খেলল যে, খেলাটাই হল যেন একতরফা। গ্যারিঞ্চা ছিলেন অগ্নিগর্ভ। তাঁকে আটকাবার ক্ষমতা গোটা চিলিরও ছিল না। তিনি যেন একা শপথ করেই নেমেছিলেন ঃ আজ জিততেই হবে। নয় মিনিট পরে লেফট ইন পজিশন থেকে শট মেরে তিনি এসকুইটিকে পরাস্ত করেন। বিশ গজ দূর থেকে তাঁর মারাত্মক শট ধরার ধৃষ্টতা বা সাহস এসকুইটির ছিল না। ৩২ মিনিট পরে জাগালোর কর্ণারে একটি দারুণ হাইজাম্প দিলেন ও ব্রাজিল ২-০ গোলে এগোল।

চিলিও আলস্যে সময় কাটাতে রাজি ছিল না। ১০ মিনিট বাদে টোরো ডান পায়ে জোরালো ফ্রি-কিকে পরাস্ত করলেন জিলমারকে ( ২-১ )। চিলি সম্বিত ফিরে পেল। দ্বিতীয়ার্ধে দু মিনিট না কাটাতেই ব্রাজিল আবার চাপ দিল। গ্যারিঞ্চার ড্রপিং কর্ণারে মাথা ঠেকিয়ে ভাভা ব্রাজিলকে এগিয়ে দিলেন ৩-১ গোলে।

চিলি আবার জেগে উঠল টোরোর খেলায়। রোজাসও কমতি নন কোনো অংশে। এজাগুইরেও দারুণ লড়ছেন। ব্রাজিলের জোজিমো পেনাল্টি সীমানার মধ্যে বল ঠেকালেন হাতে। লেওনেল সানচেজ ৩-২ করলেন। খেলা আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। অপ্রতিরোধ্য জাগালো লেফ্‌ট উইং-এ এগিয়ে গেলেন। অতিক্রম বিপক্ষের রক্ষণব্যূহকে। তারপর দুলকি চালে ছোট একটি সেন্টার করতেই ভাভা তাতে হেড করে ব্রাজিলকে ৪-২ গোলে এগিয়ে দিলেন। শেষ কটি মিনিট মাঠে খেলার আবহাওয়া রইল না। গ্যারিঞ্চাকে লাথি মারলেন রোজাস। তাঁর অভিযোগ, গ্যারিঞ্চা এর আগে তাঁকে লাথি মারবার চেষ্টা করেছিলেন। গ্যারিঞ্চা পাল্টা লাথি মারতেই তাঁকে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। মাঠ থেকে বেরিয়ে ড্রেসিং-রুমে যাবার পথে তাঁকে শিস দিয়ে ব্যঙ্গ করা হল। বোতল ছোঁড়া হল। আর এতে তার মাথাও কেটে যায়।

চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ যুগোশ্লাভিয়া—ভিনা ডেল মার-এ মাত্র পাঁচ হাজার দর্শক

গেলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার জয় দেখতে। এবার তারা হারাল যুগোশ্লাভিয়াকে। চিরিচ মিলোভানের আশংকারই পরিণতি ঘটল। দুর্বল উইঙ্গারদের দ্বারা তিনি চেকদের শক্ত ডিফেন্সকে ভেদ করতে পারেননি। ট্যাকটিক্সের জন্য সব কৃতিত্ব চেক ম্যানেজার অস্ট্রিয়ায় জাত সোনালী চুলের ও রুপোলী দাঁতের ভিটলাসিলের। প্রথমার্ধে একটি গোল দিতে না পারলেও দ্বিতীয়ার্ধে ভিটলাসিল-এর সব আশা পূর্ণ হয়।

বিরতির তিন মিনিটের মধ্যেই কাদ্রাবা প্রথম গোলটি দেন। কিন্তু জারকোভিক ৬৯ মিনিটের সময় ১-১ করলেন। যুগোশ্লাভরা তারপর আক্রমণ দ্বারা জয়ের পথও উন্মুক্ত করতে প্রয়াসী হয়। যেমন চেকোশ্লোভাকিয়া-হাঙ্গেরি খেলা হয়েছিল কোয়ার্টার ফাইনালে, তেমনি আজও দেখা গেল যুগোশ্লাভরা চেকদের সকলকে অতিক্রম করছেন, কিন্তু গোলরক্ষক স্রইফকে ভেদ করা দুঃসাধ্য। সমাপ্তির দশ মিনিট আগে শেরার একটি গোল দিলেন। এরপর যুগোশ্লাভিয়ার মারকোভিক হাস্যকরভাবে বল ঠেকালেন হাতে। পেনাল্টি পেয়ে চেকরা ৩-১ গোলে ফাইনালে ব্রাজিলের মুখোমুখি হল চেকোশ্লোভাকিয়া।

## ফাইনাল

**ব্রাজিল ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া**—ব্রাজিল যে ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারাবে তা নিয়ে কোন আশংকাই ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনালে জিতে হাঙ্গেরি বা যুগোশ্লাভরা ফাইনালে উঠলেও ব্রাজিল যে বিশ্ব কাপ পাবে—এ নিয়েও দ্বিমত ছিল না। কিন্তু তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় এলাডিও রোজাসের শেষ মুহূর্তের গোলে চিলি বিজয়ী হয়। সর্সাকিকের মত গোলরক্ষকের অবশ্যই উচিত ছিল ওই বল ধরা। যুগোশ্লাভিয়া পরাস্ত হলেও সেকুলারাক আবার প্রশংসা কুড়োন দারুণ খেলে।

যে যাই বলুন, চেকরা এবারের বিশ্ব কাপে হয়ত আবার বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারতেন। ম্যাচগুলোয় সৌভাগ্য তাদের সাফল্য এনে দিয়েছিল অনেকাংশে। গোলরক্ষক স্রইফ প্রতিটি ম্যাচে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু ফাইনালে স্রইফকে আর তেমনভাবে দেখা গেল না। বোধ হয় আগের ম্যাচগুলোয় আঘাতের পর আঘাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন দুর্ভেদ্য স্রইফ।

এদিকে গ্যারিঞ্চার খবর কি? তাঁকে কী খেলতে দেওয়া হবে? সেমিফাইনালে গ্যারিঞ্চার মত একই দোষে অভিযুক্ত হলেন চিলির লান্ডা। বিশ্ব কাপ শৃংখলা রক্ষা কমিটি এই দুজনের বিষয় নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক করলেন। ব্রাজিলের ফুটবল সভাপতি এই ম্যাচের (সেমিফাইনাল) সব খবর নেন এয়ারফোনে এবং গ্যারিঞ্চার ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ ব্যক্তিগতভাবে ত্রুটি স্বীকার করেন এই কমিটির কাছে। কিন্তু কমিটি তার নিজের পথে অটল থেকে বিচার চালায়। প্রত্যেকেই অপেক্ষা করছেন 'কী হয় কী হয়,!' রায় বের হল দুজনের সম্পর্কে দুরকম। স্যার স্ট্যানলি

রাউস টেলিফোনে ভাষ্যকারদের জানালেন, 'সেভেন ওয়াজ কমান্ড, নাইন ওয়াজ সাসপেনডেড্।' গ্যারিঞ্চার নম্বরসাত, লান্ডারের নয়। গ্যারিঞ্চাকে সতর্ক করা হল, লান্ডা খেলতে পারবেন না। গ্যারিঞ্চা খেলবেন। লান্ডা সাসপেন্ড।

এই রায়ের পর গ্যারিঞ্চার মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানা যায়নি। তবে তাঁর খেলায় অদ্ভুত রকমের পরিবর্তন দেখা দেয় ফাইনালে। তিনি মোটেই খেলতে পারলেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার লেফট ব্যাক লাডিশ্লাও নোভাক তৃতীয়বার বিশ্ব কাপে খেলতে এসে সহজেই রুখে দিলেন গ্যারিঞ্চাকে। কিন্তু নোভাকই খেলা শেষে প্রশ্ন তোলেন ঃ আসল গ্যারিঞ্চাকে কী রুখে রাখা যেতে? খেলার প্রায় শেষ মুহূর্তে যখন শেষ গোলটি হল, গ্যারিঞ্চা বল নিয়ে খামোকা ছোটাছুটি করেছেন। একবার তো পপলাহারের সঙ্গে সংঘর্ষেও লিপ্ত হন। তাঁকে ভীষণ ক্রুদ্ধ মনে হচ্ছিল।

১৯৬২-র বিশ্ব কাপ ফাইনাল শুরু হল দর্শকদের বিস্মিত করে। পেলেবিহীন ব্রাজিল খেলছে। আর খেলার শুরুতেই চেকরা ১-০ গোলে এগিয়ে গেল। দর্শকরা বলতে লাগলেন ঃ স্রইফ যদি আগের ম্যাচগুলোর মত খেলতে পারেন, তবে আজ আরও অঘটন ঘটবে। ১৬ মিনিট পরে শেরার ও মাসোপাস্ট অদ্ভুত সমন্বয় দ্বারা ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে তছনছ করে দিলেন। শেরার ডান দিক থেকে কোনাকুনি পাস দিলেন মাসোপাস্টকে। ফাঁকা জমিতে মাসোপাস্ট আপ্রাণ দৌড়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে জিলমারকে পরাস্ত করলেন। উপর্যুপরি দুটি বিশ্ব কাপ ফাইনালে ব্রাজিল প্রথম গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ল।

কিন্তু দ্বিতীয়বারেও তারা লড়াই করে এগিয়ে গেল। অবশ্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের বিরতি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তবে ১-১ করতে বেশিক্ষণ লাগেনি এবং ঐ গোলটি দেন আমারিল্ডো। শক্তিমান প্লুসকালকে কাটিয়ে বাঁদিকে মারতেই স্রইফ পরাস্ত হন। তখন তিনি কী করবেন? কাছাকাছি পোস্টের গা ঘেঁষে অথবা দূরে মারতে হবে অথবা বল না মেরে কাছে রাখতে হবে। আমারিল্ডো ও স্রইফ দুজনেই সমস্যায় পড়েছেন। কিন্তু স্রইফের সিদ্ধান্তে ভুল হল। তিনি তাঁদের পোস্টটি আগলে রইলেন। আর আমারিল্ডোকে অনেক জায়গা দিলেন গোল করার জন্য। তাঁর শট উঁচু হয়ে কোণাকুণিভাবে জালে প্রবেশ করল।

কাসনিয়াক মাঝমাঠে দারুণ খেলতে থাকেন। মাসোপাস্টের সহযোগিতায় তিনি দলের শক্তি যোগাতে লাগলেন। ব্রাজিলের সেণ্টারগুলি ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। তবুও এরই মাঝে নিলটন স্যাণ্টোস অভূতপূর্ব ক্ষমতা দেখাতে কার্পণ্য করলেন না। বার দুয়েক তিনিও পরাস্ত হলেন চেকদের কাছে।

স্রইফ এতক্ষণ বেশ খেলছিলেন। ডিডি ও জাগালোর কয়েকটি জোরালো মার ঠেকালেনও। কিন্তু তাঁর সে কষ যেন চলে গেছে। তিনি তো মানুষ! কতদিন এবং কতক্ষণ একই খেলা বজায় রাখবেন!

দ্বিতীয়ার্ধে চেকরা আত্মরক্ষায় ব্যস্ত রইল। এরই মাঝে কাদ্রাস একটি ভাল শট

করলেন ; জেলিনেকও একটি। তখন মনে হচ্ছিল ব্রাজিলের সব অস্ত্র নিঃশেষিত। কিন্তু ৬৯ মিনিটের সময় ব্রাজিল জ্বলে উঠল। এবার আবার আমারিল্ডো মধ্যমণি। পেলের শূন্যস্থানে তাঁকে এনে বিজ্ঞতারই পরিচয় দেওয়া হয়েছিল। বাঁদিকে তিনি প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে বাঁ পা থেকে বল ডান পায়ে নিয়ে সেন্টার করলেন। সেখানে ছিলেন জিটো। তিনি হেড করতেই বল প্রবেশ করল প্রায় ফাঁকা নেটে।

এখানেই হয়ত খেলা নিষ্পত্তি হয়ে যেত যদি স্রইফ একটু কঠিন থাকতেন, কিন্তু সমাপ্তির তের মিনিট আগে আবার একটি গোল হল। ব্রাজিলের জয় হল ৩-১ গোলে। জালমা স্যাণ্টোস অনেকটা অন্যমনস্কভাবেই এগোচ্ছিলেন টাচ্ লাইনে বল বাউন্স হয়েছে দেখে। বাঁ পায়ে বলটি এত উঁচুতে মারলেন, যেন তা আকাশে পেঁছে গেল। স্রইফের কাছে বলটি পড়ল। বল ধরে তিনি ড্রপ দিচ্ছিলেন, হঠাৎ ভাভা তাতে পা ছেঁায়াতেই শেষ গোলটি হল।

১৯৫৮-র পর আবার সেই শুভ মুহূর্তটি এল। ব্রাজিল পেলেকে হারালেও খুঁজে পেল আমারিল্ডোকে। দ্বিতীয়বার বিশ্ব কাপ জয়ে তাঁর অবদান অতুলনীয়। প্রবীণদের নিয়ে গড়া ব্রাজিল আবার বিশ্ব ফুটবলের সেরা শিরোপা পেল।

## গ্রুপ—১

উরুগুয়ে—২ (কুবিল্লা, সাশিয়া) : কলম্বিয়া—১ (জালুয়াগা)
বিরতি ০—১

সোভিয়েত ইউনিয়ন—২ (ইভানভ, পোনেডেলনিক) : যুগোশ্লাভিয়া—০
বিরতি ০—০

যুগোশ্লাভিয়া—৩ (স্কবলার, গালিক, জায়কভিক) : উরুগুয়ে—১ (কাবরেরা)
বিরতি ২—১

সোভিয়েত ইউনিয়ন—৪ (ইভানভ ২, চিসলেঙ্কো, পোনেডেলনিক) : কলম্বিয়া—৪ (একেরস, কল, রাডা ক্লিঞ্জার)
বিরতি ৩—১

সোভিয়েত ইউনিয়ন—২ (মামিকিন, ইভানভ) : উরুগুয়ে—১ (সাশিয়া)
বিরতি ১—০

যুগোশ্লাভিয়া—৫ (গালিক, জারকভিক ৩, মেলিক) : কলম্বিয়া—০
বিরতি ২—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ৫ | ৫ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৮ | ৩ | ৪ |
| উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৬ | ২ |
| কলম্বিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৫ | ১১ | ১ |

## গ্রুপ—২

চিলি—৩ : সুইজারল্যাণ্ড—১
( এল সানচেজ ২, রামিরেজ ) ( উটরিচ )

বিরতি ১—১

পশ্চিম জার্মানী—০ : ইতালি—০

চিলি—২ : ইতালি—১
( রামিরেজ, টোরো )

বিরতি ০—০

পশ্চিম জার্মানী—২ : সুইজারল্যাণ্ড—১
( ব্রালস, জিলার ) ( শ্নিটার )

বিরতি ১—০

পশ্চিম জার্মানী—২ : চিলি—০
( জিমানিয়াক-পেনাল্টি, জিলার )

বিরতি ১—০

ইতালি—৩ : সুইজারল্যাণ্ড—০
( মোরা, বালগারেলি ২ )

বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| চিলি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ৩ | ৪ |
| ইতালি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ | ৩ |
| সুইজারল্যাণ্ড | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৮ | ০ |

## গ্রুপ—৩

ব্রাজিল—২ : মেক্সিকো—০
( জাগালো, পেলে )

বিরতি ০—০

চেকোশ্লোভাকিয়া—১ : স্পেন—০
( স্টিব্রানি )

বিরতি ০—০

ব্রাজিল—০ : চেকোশ্লোভাকিয়া—০

স্পেন—১ : মেক্সিকো—০
( পিরো )

বিরতি ০—০

ব্রাজিল—২ : স্পেন—১
( আমারিল্ডো ) ( এডেলার্ডো )

বিরতি ০—১

মেক্সিকো—৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( ডিয়াজ, ডেল আগুইলা, এইচ হারনান্ডেজ-পেনাল্টি ) ( মাসেক )

বিরতি ২—১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৩ |
| মেক্সিকো | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৩ | ৪ | ২ |
| স্পেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৩ | ২ |

## গ্রুপ—৪

আর্জেন্টিনা—১ : বালগেরিয়া—০
( ফাকান্ডো )

বিরতি ১—০

হাঙ্গেরি—২ : ইংল্যান্ড—১
( টিশি, অ্যালবার্ট ) ( ফ্লাওয়ার্স-পেনাল্টি )

বিরতি ২—০

ইংল্যান্ড—৩ : আর্জেন্টিনা —১
( ফ্লাওয়ার্স-পেলাল্টি, চার্লটন, গ্রিভস ) ( সানফিলিপ্পো )

বিরতি ২—০

হাঙ্গেরি—৬ : বালগেরিয়া—১
( অ্যালবার্ট ৩ টিশি ২, সলিমসি ) ( সকোলভ )

বিরতি ৪—০

আর্জেণ্টিনা—০ : হাঙ্গেরি—০
ইংল্যাণ্ড—০ : বালগেরিয়া—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হাঙ্গেরি | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ২ | ৫ |
| ইংল্যাণ্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৪ | ৩ | ৩ |
| আর্জেণ্টিনা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ৩ |
| বালগেরিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৭ | ১ |

## কোয়ার্টার ফাইনাল

সাণ্টিয়াগোয়

যুগোশ্লাভিয়া—১ : পশ্চিম জার্মানী—০
( রাডাকোভিক )

বিরতি ০—০

সসকিক ; ডুরকোভিক, জাস্কুফি ; রাডাকোভিক, মারকোভিক, পপোফিক ; কোভাসেভিক, সেকুলারাক, জারাকোভিক, গালিক, স্কবলার।

ফারিয়ান ; নোভাক, স্নেলিঙ্গার ; শুলজ, এরহার্ড, গিজেম্যান ; হলার, জিমানিয়াক, জিলার, ব্রালস, শেফার।

ভিনা ডেল মার-এ

ব্রাজিল—৩ : ইংল্যান্ড—১
( গ্যারিঞ্চা-২, ভাভা ) ( হিচেনস্ )

বিরতি ১—১

জিলমার ; ডি স্যাণ্টোস, মাউরো, জোজিমো, এন স্যাণ্টোস ; জিটো, ডিডি ; গ্যারিঞ্চা, ভাভা, আমারিল্ডো, জাগালো।

স্প্রিংগেট ; আর্মফিল্ড, উইলসন ; মুর, নরম্যান, ফ্লাওয়ার্স ; ডগলাস, গ্রিভস, হিচেনস্, হেনেস, চার্লটন।

আরিকায়

চিলি—২ : সোভিয়েত ইউনিয়ন—১
( এল সানচেজ, রোজাস ) ( চিসলেঙ্কো )

বিরতি ২—১

এসকুটি ; এজাগুইরে, কণ্ট্রেরাস, আর সানচেজ, নাভারো ; টোরো, রোজাস ; রামিরেজ, লাণ্ডা, টোবার, এল সানচেজ।

লেভ ইয়াসিন ; টোকিলি, অস্ট্রোফস্কি ; ভরোনিন, মাসলেনকিন, নেটো ; চিসলেঙ্কো, ইভানভ, পোনেডেলনিক, মামিকিন, মেসকি।

র‍্যান্‌কাগুয়ায়

চেকোশ্লোভাকিয়া—১ : হাঙ্গেরি—০
(শেরার)

বিরতি ১—০

শ্রইফ ; লালা, নোভাক ; প্লুসকাল, পপলাহার, মাসোপাস্ট ; পর্সাপ-কাল, শেরার, কাসনিয়াক, কাদ্রাবা ; জেলিনেক।

গ্রসিকস ; মাত্রাই, সারোশি ; সলিমসি, মেজলি, সিপস ; স্যান্ডোর, রাকোসি, অ্যালবার্ট, টিশি, ফেলিভেসি।

## সেমিফাইনাল

স্যান্টিয়াগোয়

ব্রাজিল—৪ : চিলি—২
(গ্যারিঞ্চা-২, ভাভা-২) (টোরো, এল সানচেজ-পেনাল্টি)

বিরতি ২—১

জিলমার ; ডি স্যান্টোস, মাউরো, জোজিমো, এন স্যান্টোস ; ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, আমারিল্ডো, জাগালো।

এসকুইটি ; এজাগুইরে, কণ্ট্রেরাস, আর সানচেজ, রডরিগুয়েজ ; টোরো, রোজাস ; রামিরেজ, লান্ডা, টোবার, এল সানচেজ।

ভিনা ডেল মার-এ

চেকোশ্লোভিয়া—৩ : যুগোশ্লাভিয়া—১
(কাদ্রাবা, শেরার-২) (জারকোভিক)

বিরতি ০—০

শ্রাইফ ; লালা, নোভাক, প্লুসকাল, পপলাহার, মাসোপাস্ট ; পর্সাপ-কাল, শেরার, কাসনিয়াক, কাদ্রাবা, জেলিনেক।

সসকিক ; ডুরকভিক, স্বিনজারে-ভিক ; রাডাকোভিক, মারকো-ভিক, পপোভিক ; কোভাসেভিক, সেকুরাক, জারকোভিক, গালিক, স্কবলার।

### তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

সাণ্টিয়াগোয়

চিলি—১ ( রোজাস ) : যুগোশ্লাভিয়া — ০

বিরতি ০—০

গডোয় ; এজাগুইরে, ক্রুজ, আর সানচেজ, রডরিগুয়েজ ; টোরো, রোজাস, রামিরেজ, ক্যাম্পস, টোবার, এল সানচেজ।

সসকিক ; ডুরকভিক, স্বিনজারেভিক ; রাজাকোভিক, মারকোভিক, পপোভিক, কোভাসেভিক, সেকুলারাক, জারকোভিক, গালিক, স্কবলার।

### ফাইনাল ( সাণ্টিয়াগোয় ১৭ জুন, দর্শক ৬৯,০৬৮ )

ব্রাজিল — ৩ ( আমারিল্ডো, জিটো, ভাভা ) : চেকোশ্লোভাকিয়া—১ ( মাসোপাস্ট )

বিরতি ১—১

জিলমার ; ডি স্যাণ্টোস, মাউরো, জোজিমো, এন স্যাণ্টোস ; জিটো, ডিডি, গ্যারিঞ্চা, ভাভা, আমারিল্ডো, জাগালো।

স্রইফ ; টিশি, নোভাক ; প্লুসকাল, পপলাহার, মাসোআস্ট ; পসপিকাল, শেরার, কাসনিয়াক, কাদ্রাবা, জেলিনেক।

# ইংল্যাণ্ড
১৯৬৬

বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের ব্যাজ

৩২ বছর পর আর একটি দেশ নিজেদের মাঠে খেলে বিশ্ব কাপ ঘরে তুলল। ১৯৩৪ সালে সর্বশেষ অনুরূপ কৃতিত্ব দেখায় ইতালি। ১৯৬৬-তে জিতল ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ডের এই জয় আশাতীত। তবে সেমিফাইনালে তাদের খেলা দলমত নির্বিশেষে সব দর্শককে আনন্দ দিল এবং আগের ম্যাচগুলির ক্লান্তিও দূর হয়ে গেল।

১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ ফুটবল নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এবারের প্রতিযোগিতা যেমন আবেগ-প্রবণতায় তুঙ্গে উঠল, তেমনি বিতর্কমূলকও। নাটকে নাটকে ভরা। ফাইনালের পরে এবং ফাইনালে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও বিতর্কের শেষ হয়নি বেশ কিছুদিন। ইংল্যাণ্ডের সমর্থক সমালোচকরা ফাইনালে জিওফ হার্স্টের শট নিয়ে সোচ্চার হননি—যে শটটি অনেকের মতে 'বারে লেগে নিচে নেমে আসে, কিন্তু গোললাইন অতিক্রম করেনি।' রানার্স পশ্চিম জার্মানী তো ওই গোলের ফিল্ম তোলে এবং ইংল্যাণ্ড বিরোধীরাও বিশ্বময় ওই গোলের ফিল্ম দেখাতে লাগল। ধীরগতির ফিল্মে ওই গোলের সময় বড় বড় হরফে ভেসে ওঠে—ইজ ইট এ গোল ?—এটা কী গোল ? জার্মানীর প্রতিবাদ বা অন্যদের সমালোচনায় কোনো কাজ হয়নি। ফিফা বা রেফারির সিদ্ধান্তেও হেরফের ঘটেনি।

যাই হোক, ছেষট্টির বিশ্ব কাপে নানা বিভ্রান্তির সমাবেশ ঘটে। এবারের জয় ইংল্যাণ্ডের হলেও, কৃতিত্ব ওদের ম্যানেজার আলফ রামসে-র। ব্রাজিল গ্রুপ ম্যাচেই বিদায় নেয়। বিশ্ব কাপের ইতিহাসে এই প্রথম একটি এশীয় দেশ—উত্তর কোরিয়া সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিল কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত উঠে এবং চমৎকার ফুটবল খেলে। 'ব্রাইট' ফুটবল খেলল আর্জেন্টিনা। আর উল্লেখ্য—এবারের বিশ্ব কাপে ইউরোপীয় দেশসমূহ খর্ব করে দিল দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের বহুকালের প্রাধান্য। তারা অভিযোগ করল, ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতায় খেলার চাইতে বেশি হয়েছে ষড়যন্ত্র। তারা হুমকি দিয়ে বলে, এমন চলতে থাকলে আমরা একযোগে নাম প্রত্যাহার করে নেব। বিশ্বের তাবৎ ফুটবলমোদীরা ব্যথিত

হলেন উপর্যুপরি পেলে দুবার আহত হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নেওয়ায়। তবে এবারের বিদায় অত্যন্ত বিতর্কমূলক। তাঁকে 'মেরে মেরে বের করে দেওয়া হয়'। বিশ্ব কাপের ফাইনালে এবারের প্রথম হ্যাট্‌-ট্রিক হল এবং করলেন ইংল্যাণ্ডের হার্স্ট। আবার ১৯৩৪ সালের পরে ফাইনালের নিষ্পত্তি হল অতিরিক্ত সময়ে।

সমালোচনার যত ঝড়ই বয়ে যাক, কিংবা কারুর কারুর অন্য ধারণা থাকলেও একথা স্বীকার করতেই হবে আলফ রামসে না থাকলে ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যে বিশ্ব কাপ জয় মরীচিকা হয়েই থাকত। জয়ের পর ইংল্যাণ্ড তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়। তাঁকে 'স্যর' খেতাবে ভূষিত করা হয়। কিন্তু ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপে ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্যও তাঁকেই দায়ী করা হয়েছিল। তবে একথাও সত্যি—১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ ইংল্যাণ্ডে না হয়ে অন্য কোথাও হলে রামসের সফল হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না।

ইংল্যাণ্ডের কাপ প্রাপ্তি নিয়ে যত সমালোচনাই হোক, প্রতিযোগিতার মান ও অন্যান্য নানা গুণের পরিচয় পাওয়া গেল এবার। বিশেষ করে ফাইনাল তো উত্তেজনার তুঙ্গে পেঁছিয়। ১৯৭০-এর মত ব্রাজিলের একপেশে ফুটবল প্রদর্শনীর ফাইনাল হল না ১৯৬৬-তে এবং ১৯৫৪-র পর আর কোন ফাইনালে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়নি। একথাও অনস্বীকার্য, টেকনিক ও ফুটবল দক্ষতার দিক থেকে গত দুবারের বিজয়ী ব্রাজিলের সমকক্ষ তারা ছিল না, তবে সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌছতে ইংল্যাণ্ডকে রীতিমত লড়তে হল এবং দারুণ পরিশ্রমে সফল হওয়ায় তাঁদের আনন্দে সারা ইংল্যাণ্ড অবগাহন করেছে। উপরন্তু ইংল্যাণ্ড দলে কয়েকজনের খেলা নিঃসন্দেহে বিশ্ব-শ্রেষ্ঠর সমকক্ষ ছিল। ইংল্যাণ্ডের অধিনায়ক ও লেফট হাফ ববি মুর যথার্থই ভোটে এই প্রতিযোগিতার 'শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়' নির্বাচিত হন। সর্বজনপ্রিয় ববি চার্লটন হলেন সেবার 'ইউরোপের সেরা'। আর ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কস, যিনি বলের বদলে কুকুরকে নিয়ে গোল প্র্যাকটিস করতেন—তিনি প্রবীণ ও সর্বকালের সেরা লেভ ইয়াচিনকেও অতিক্রম করলেন চমৎকার খেলার দ্বারা। ইয়াচিন এবারই বিশ্ব কাপে শেষ ম্যাচ খেললেন। বিশ্ব কাপ ফাইনাল ইংল্যাণ্ডের সত্যিকারের দুই তারকা ছিলেন জিওফ হার্স্ট ও অ্যালান বল।

কেউ ভুলবেন না অদ্ভুত চেহারার নবি স্টাইলসকে। মোজায় শুধু গোড়ালি ঢেকেই তিনি মাঠে নামতেন। আর শার্ট কখনও গুঁজে পরতেন না। সব সময় শর্টসের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতেন। জয়ের পরে ড্রেসিংরুমে রামসেকে বললেন আঙুল উঁচিয়ে, 'আপনি, হ্যাঁ আপনিই জিতিয়ে দিলেন। আপনাকে বাদ দিয়ে এমন ঐতিহাসিক কাজটি হতে পারত না।' স্টাইলস যথার্থই বলেছিলেন। কিন্তু তার চাইতে গুরুত্ব দিতে হয় নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকার সমালোচনাকে। খেলার আগের দিন এই সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হল, 'আগামী সপ্তাহে বিবরণ দেব ইংল্যাণ্ড কীভাবে বিশ্ব কাপ ফাইনালে জিতেছে এবং ভবিষ্যতে তাদের কী কী করা উচিত।' নিউ স্টেটসম্যানের ভবিষ্যদ্বাণীতে সকলে অবাক হয়েছিলেন।

**আলফ রামসে ঃ** ১৯৫০ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কাপে পাঠকদের সঙ্গে আলফ রামসের পরিচয় হয়েছে, তবে তখন তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়। রাইট ব্যাক। যুক্তরাষ্ট্র সেবার এই ফুটবল-সিংহের লেজ মুচড়ে দেওয়ায়, তারা ফাইনাল পুল ম্যাচে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৫০-এর ক্ষত শুকোবার কয়েক বছরের মধ্যেই ১৯৫৩-র নবেম্বরে ওয়েম্বলিতে তাঁর দলকে হাঙ্গেরি হারাল ৬-৩ গোলে।

রামসের জন্ম ১৯২০ সালে লণ্ডনের কাছে ডাজেনহামের অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে। ছোটবেলায় আশা ছিল বড় হয়ে মস্ত একজন মুদী হবে। ফুটবলার হিসাবে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন অনেক দেরিতে। সাউদাম্পটন দল তাঁকে আবিষ্কার করে সামরিক বাহিনীতে চাকরির সময়। রামসে তখন ছিলেন ইনসাইড ফরওয়ার্ড। পরে হন ফুলব্যাক। নতুন পজিশনে তাঁকে বেশ সহজ মনে হল। ১৯৪৮-এর ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পান। খেলা ছিল সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু প্রথম এগার জনের মধ্যে রামসের নাম ছিল না। তাঁর ফুটবল জীবনের কঠিনতম পর্ব ১৯৪৯-এ। আর্থার রো তাঁকে নিয়ে গেলেন টটেনহাম হসপার দলে খেলবার জন্য সই করাতে। এদিকে ওয়েলস্-এর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেফট উইঙ্গার আর্নি জোন্সকে নিয়েও টানাটানি চলছে। রামসের দল পরিবর্তনের মূল্য হল অসম্ভব রকম কমে—মাত্র একুশ হাজার পাউণ্ড।

রামসে নতুন দলে গিয়ে রো প্রদর্শিত পথে 'পুশ অ্যাণ্ড রান,' 'দ্রুততা' এবং 'ওয়াল পাসিং ট্যাকটিকসে' রপ্ত হলেন বেশ অল্প সময়ের মধ্যে। রামসে যদিও অধিনায়ক ছিলেন না, তবুও সকলেই তাঁকে 'দ্য জেনারেল' বলে ডাকতেন এবং সকলেই তাঁকে মেনে চলতেন। শিরোধার্য করতেন তাঁর নির্দেশাবলী। তাঁর কথাবার্তা দলের মানসিকতা দৃঢ়করণে দারুণ সহায়ক ছিল। তাঁর পদক্ষেপে হয়ত সামান্য ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু রামসের পজিশন জ্ঞানের তারিফ করতেন সকলেই। ট্যাকলিং-এ যেমন ওস্তাদ, তেমনি প্রতিটি বল নিখুঁতভাবে পাস দিতেন। তাঁর সময়ে 'ওভারল্যাপিং' ফুল-ব্যাকের যুগ আসেনি। কিন্তু রামসেকে দেখে ফুটবল সমালোচকরা স্বীকার করেছেন ঃ তিনি 'কনস্ট্রাকটিভ' ফুল-ব্যাক। তাঁর বিজ্ঞানভিত্তিক ও মাথা খাটানো ফুটবল খেলা সমগ্র দলকে শক্তি যোগাত। ফরওয়ার্ডের তথা আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের নতুন নতুন আক্রমণ রচনার সন্ধান দিতেন পাস দ্বারা। পেনাল্টি কিকেও ছিলেন ওস্তাদদের ওস্তাদ। পেনাল্টির দ্বারাই ১৯৫৩-র অক্টোবরে ফিফা-র বিরুদ্ধে ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডের 'অপরাজিত' রেকর্ড কোনোক্রমে রক্ষা করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পর যখন হাঙ্গেরি এদের নাস্তানাবুদ করে, তখন গোলের ব্যবধান (৬-৩) কমে রামসের পেনাল্টিতেই।

শান্ত অথচ আবেগপূর্ণ এবং ফুটবলের প্রতি ভীষণ নিষ্ঠাবান। খেলার জ্ঞান লাভের জন্য সবচেয়ে কৃতজ্ঞ লণ্ডনের বাসিন্দা এবং স্পার্সের প্রাক্তন অধিনায়ক আর্থার রো-র কাছে। শুরু থেকে আর্থারের প্রতি রামসের গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং

সেই শ্রদ্ধায় তাঁর কোনো দিন ভাঁটা পড়েনি। চারিত্রিক দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য তেমন বেশি কিছু পরিলক্ষিত হত না। পার্থক্য—রো দ্রুত কথা বলেন, যা বলেন তাতে গোপনীয় কিছুই থাকে না। বেশ রসিক। সবচেয়ে বড় কথা—তিনি ভীষণ আবেগপ্রবণ। রামসে সব ব্যাপারে বেশ সতর্ক, স্বল্পভাষী। কিন্তু যা বলেন, তা মর্মভেদী। উভয়ের গুণাবলী, আচরণ ইত্যাদি মিলিয়ে মনে হত একে অপরের চমৎকার পরিপূরক। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টাই টটেনহামকে উপর্যুপরি দুই মরশুমে দ্বিতীয় ও প্রথম ডিভিশনে চ্যাম্পিয়ন করে তোলে এবং এরই মাঝে রামসে ইংল্যান্ড দলের মধ্যে নিজের স্থান পাকা করে নেন। তিনি টটেনহামে এসেছিলেন ২৯ বছর বয়সে। সুতরাং সন্দেহ নেই ফুটবল শিখরে পেঁছবার দিনগুলি পেছনে চলে গেছে।

তাঁর খেলার শুরু থেকে শেষ অবধি অদ্ভুত সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল, আসলে খেলার ধরনটাই আলাদা। পরবর্তীকালে তাঁর এই স্বাতন্ত্র্য ম্যানেজারের কাজে সাফল্য এনে দিয়েছিল। রামসের এই সাফল্যের সূচনা হয় ইস্ট অ্যাঙ্গোলিয়ান ক্লাব ইপসউচ টাউনে থাকাকালে। ১৯৩৭ সালে ক্লাব তৃতীয় ডিভিশনে প্রবেশ করে যখন, তখন ওটি নিতান্তই অখ্যাত ছিল। কিন্তু দ্রুত ওই ক্লাব সাফল্য প্রদর্শন দ্বারা প্রথম ডিভিশনে প্রবেশ করে। যদিও রামসে ম্যানেজার হিসাবে তখন নিতান্তই 'অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত' ছিলেন, তবুও ইপসউইচ ক্লাবের চেয়ারম্যান অভিজাত 'সম্প্রদায়ভুক্ত' জন কবোল্ডেরসঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা থাকায় ক্লাবের পক্ষে তা বেশ উপকারে আসে। রামসে যখন পোর্টম্যান রোডে তখন তিনি খুব অসুবিধায় পড়েন। ইপসউইচের সচিব হয়েছেন তখন প্রাক্তন ম্যানেজার স্কট ডানকান। কিন্তু চেয়ারম্যান কবোল্ড সর্বদাই পরামর্শ করতেন রামসের সঙ্গে। ইপসউইচে রামসের ট্যাকটিকস ভীষণ কার্যকর ছিল। উপরন্তু নতুন নতুন মুখ এনে শানিয়ে নিয়ে লাগাতেন। নতুন খেলোয়াড়রা এমনভাবে তৎকালে আর কারুর কাছে উৎসাহিত হতেন না।

১৯৬২-র বিশ্ব কাপের পর স্থির হয় সর্বক্ষণের জন্য একজন ম্যানেজার চাই ইংল্যান্ডের। ওদিকে ওয়াল্টার উইন্টারবটম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পদে ইস্তফা দিয়েছেন বিরক্ত হয়ে। ম্যানেজার হিসাবে রামসে প্রথম পছন্দ ছিলেন কর্তৃপক্ষের। তখন ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের জন্য তাঁকে তিন বা চার নম্বর ম্যানেজার নিযুক্ত করাই সমীচীন মনে করা হত। প্রথম ছিলেন ১৯৬২-র দলকে কোচিং দিয়েছিলেন যিনি, সেই জিমি অ্যাডামসন। বিরক্ত হয়ে তিনি কোচিং ছেড়ে দেন।

রামসের ম্যানেজারশিপে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ইপসউইচের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গেই এবং তা আরও প্রকাশিত হয় তাঁর ইপসউইচ ছাড়ার কিছুদিনের মধ্যে ওই ক্লাবে গন্ডগোল শুরু হওয়ায়। সকলেই বুঝলেন ক্লাবকে এতদিন ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিলেন ওই রামসে। আসলে গোটা দল তাঁরই হাতে গড়া ছিল। তাঁর অবস্থানকালে এই ক্লাবে নির্বাচক কমিটি থাকলেও তাদের তেমন কোনো কাজ ছিল না। কেননা,

রামসের ফুটবল ব্যক্তিত্বের সামনে ওদের সকলকে ম্লান দেখাত। ভিট্টরিও পোজো একবার মন্তব্য করলেন ঃ নির্বাচকমণ্ডলীর সর্বদাই আপস করে চলাটাই রীতি।

অনেকেরই হয়ত জানা, অনেক সময় নির্বাচকমন্ডলী দলের ম্যানেজারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান। কখনও কখনও ম্যানেজার নিজের কাজ গোপন রাখেন নির্বাচকদের কাছে। রামসের আবার সময়ও ছিল না নির্বাচকদের কাছে নিজের সাফল্য জাহির করার। তবে আমেরিকা সফরকালে সিনিয়র ইন্টারন্যাশনাল কমিটির কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিছু অতিরিক্ত খেলোয়াড় দলের সঙ্গে দেওয়ার। ওই অতিরিক্তদের একটাই কাজ ছিল আমেরিকায়। মদের পার্টিগুলো এড়াতে রামসের ওঁরা খুব সহায়ক ছিলেন।

রামসের সাফল্যের চাবিকাঠি এবং ম্যানেজারের খ্যাতি নিহিত ছিল খেলোয়াড়-দের সঙ্গে চমৎকার আচরণেই। তিনি প্লেয়ারদের আপনজন রূপে আখ্যাত হতেন। পরবর্তীকালে রামসে ওদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশে ভাল-মন্দ জেনে মানসিকতা উপলব্ধি করে সুফল পেয়েছেন। ১৯৬৬ সালে বিশ্ব কাপ জিতেছেন।

উইণ্টারবটমও গুণের দিক থেকে রামসে অপেক্ষা কোনো অংশে কম ছিলেন না। উইণ্টারবটম এসেছিলেন স্ট্যানলি রাউসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং তাঁরই সুপারিশে। তিনি আবার চলতেনও স্যার স্ট্যানলির আদর্শে। তাঁরই মত থিওরিতে বিশ্বাসী। কিন্তু নিজেই স্বীকার করেছেন, খেলার উন্নতি উন্নত কোচিং-এর উপরই নির্ভরশীল। উইন্টারবটম যখন কোচিং-এর দায়িত্ব নেন, তখন তাঁকে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। অবশ্য খেলোয়াড়রা ওঁকে বর্জন করেননি, যথাসাধ্য মেনেই চলতেন। কিন্তু সমগ্র ফুটবল জীবনে উইণ্টারবটম ফুটবলারদের অতিক্রম তো দূরের কথা, তাঁদের সমকক্ষ হতে পারেননি। ম্যানেজার বা কোচ হয়েও তিনি ফুটবলারদের মতই জীবন যাপন করতেন, কথাবার্তা বলতেন ওঁদের মতই। রামসে অনেকটা ওই-ভাবে চললেও ফুটবলের বাইরের জগতে তাঁকে বড্ড বেমানান মনে হয়েছে। তাঁকে ভীষণ অসামাজিক বলা হত। সংস্কৃতি জগতের সঙ্গেও তাঁর তেমন পরিচয় ছিল না। আর এসবের দরুন তিনি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাছে বেশ অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। তাঁর গুপ্তভাবে চলাফেরাটাই সকলের সন্দেহের উদ্রেক করে। এসব কিন্তু রামসের কাজের উৎসাহ হ্রাস করতে পারেনি। তবে সমসাময়িক নানান প্রতি-কুল পরিবেশ তাঁর অনেক ক্ষতি করেছে।

আলফ রামসে যতই কঠোর ও শৃংখলা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হোন না—খেলোয়াড়-দের সঙ্গে কাটাতেন বন্ধুর মতই। তাদের সঙ্গে ফুর্তিতে সময় অতিবাহিত করতেন, কিন্তু সমাদর পেতেন পিতৃব্যের মত, হাসিতে হাসিতে মাঝে মাঝে ওদের দম বন্ধ করে দিতেন, ট্রেনিং গেমে অংশ দিতেন সহাস্যে। কখনও নিজের পদমর্যাদার কথায় বিস্মৃত হতেন না। তাই বলে কদাচ দেখা যায়নি—ভিট্টরিও পোজো-র মত তিনি গুরুগম্ভীরভাবে বাবার মত আচরণ করছেন।

## প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি

**ইংল্যাণ্ড**—জাতীয় দলের দায়িত্ব নিয়ে রামসের প্রথম বিদেশ যাত্রা ১৯৬৩-র শুরুতে। প্যারিসে নেশনস্ কাপে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম খেলাতেই ইংল্যাণ্ড হারল ৫-২ গোলে। গোলরক্ষকের ভুলেই যদিও ইংল্যাণ্ডের শোচনীয় পরিণতি ঘটে, তবুও তাদের সমগ্র দলের খেলা বোধহয় আরও খারাপ ছিল। রামসে খতিয়ে দেখ-লেন দেশে ফিরে তাঁর ঝুলিতে কী আছে, আর কী নেই। তারপর উঠে-পড়ে লাগলেন দলকে ঘষামাজার কাজে। অতি দ্রুত প্রস্তুত হয়ে ওই বছর গ্রীষ্মেই গেলেন ইউরোপ সফরে। রক্ষণ ও আক্রমণ সব মিলিয়ে এমন 'ব্যালান্স' দল হালফিলে ইংল্যাণ্ডে গঠিত হয়নি। ১৬ বছরের মধ্যে উইণ্টারবটম যা পারেননি, রামসে স্বল্প সময়েই সে কাজে বেশ খানিকটা সফল হলেন। দলে একজন চিকিৎসক রাখলেন। এতকাল বিদেশ সফরে, বিশ্ব কাপের খেলায় ও অন্যত্র কোনো প্রতিযোগিতায় দলের সঙ্গে গেছেন কর্মকর্তারা, নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা। কখনও চিকিৎসকের কথা ওঁরা ভাবেননি বা তার প্রয়োজনও মনে করেননি। তাঁরা কখনও ভাবতেন না খেলোয়াড়-দের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা।

ইতঃপূর্বে ১৯৬২-র বিশ্ব কাপে ভেনা ডেল মার-এ দেখা গেছে পিটার সোয়ানকে ভুল চিকিৎসা করায় তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং তখন থেকে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সর্বক্ষণের জন্য চিকিৎসা উপদেষ্টা রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন।

ইংল্যাণ্ড ভাগ্যবান, হার্লি স্ট্রীট উপদেষ্টা ও আর্সেনাল টিমের ডাক্তার অ্যালান বাস-কে পেয়েছিল। রামসে ও তাঁর ট্রেনার হ্যারল্ড শেপার্ডসনকে লীডসের এই ব্যক্তি আপ্রাণ সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন প্রতিটি ফুটবলারকে। তা ছাড়া ডাঃ বাস ছিলেন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ও ফুটবল দলের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী। যেমন হৃদয়বান ব্যক্তি, তেমনি তাঁর বুদ্ধির প্রখরতা ও শারীরিক সক্ষমতা। তার অশেষ ধৈর্য গবেষণামূলক কাজে। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে তো তাঁরই নেতৃত্বে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট চমৎকার কাজ করেছিল। 'ডোপিং' পরীক্ষায় তাঁর বাহিনী বেশ সাফল্য লাভ করে।

১৯৬৩-র সফরে রামসের সঙ্গে যেমন মধুর হল সাংবাদিকদের সম্পর্ক, তেমনি খেলোয়াড়দের সঙ্গেও। নিজের রপ্ত করা সফল ট্যাক্‌টিকসগুলি ব্যাখ্যা করলেন। বললেন ঃ আমার খেলায় মুখ্য ভূমিকা উইঙ্গারদের। বিপক্ষের কড়া রক্ষণভাগে তারা দ্রুত বিচরণ করবে। তারা গোলমুখে পৌঁছে বল ঠেলে দেয় পিছনে।

এরপরে আমরা দেখেছি তিনি ওই ট্যাক্‌টিকস পরিবর্তন করে চলে এসেছেন ৪-৩-৩ পদ্ধতিতে। আবার তারই পরিমার্জিত রূপ হয়েছে ৪-৪-২। আর উইঙ্গারদের সাবেকী খেলা অদৃশ্য করে তাদের যেমন শ্রমসাধ্য খেলায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে, তেমনি বেড়েছে দৌড়ের গতি। সারা মাঠে তাদের খেলে বেড়াতে হচ্ছে।

রামসে এই অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভুলের স্ট্র্যাটেজিকে আঁকড়ে ধরে পরবর্তী গ্রীষ্মে

ইংল্যাণ্ডকে নিয়ে চললেন ব্রাজিলে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় খেলতে। রিও-তে মারাকানা স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী খেলায় ইংল্যাণ্ড বিধ্বস্ত হয়ে গেল। রামসেরই হিসাবে ভুল হয়েছিল ব্ল্যাকপুলের গোলরক্ষক টনি ওয়েটার্সকে নিয়ে। গর্ডন ব্যাঙ্কসকে বাদ রেখে তিনি টনিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামাতে গিয়ে যে ভুল করলেন, সঙ্গে সঙ্গেই তার মাশুল দিতে হল এই পরাজয় দ্বারা। শুধু তাই নয়, আরও বোকামি করলেন পেলে-কে খুশিমত দৌড়তে দিয়ে ও মুক্ত রেখে। আর তারই ফল ১-৫ গোলে পরাজয়। পরাজয় হল এরপরেও উপর্যুপরি দুটি খেলায়। ব্রাজিলের পর খেলা ছিল আর্জেণ্টিনা ও পোর্তুগালের সঙ্গে। ব্রাজিলের সঙ্গে খেলা শুরুর আগে রামসেকে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল—তাঁর মধ্যে স্পোর্টসম্যানশিপ কতটুকু আছে! সেদিন খেলার সময় নির্দিষ্ট করে ব্রাজিলই; অথচ তারা মাঠে এল এক ঘণ্টারও বেশি দেরি করে। এদিকে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা বসে বসে অস্থির হয়ে উঠেছেন ড্রেসিংরুমে। রামসের অভিজ্ঞতা হল—ভবিষ্যতে তিনি আর এ কাজ করবেন না। স্পোর্টসম্যানশিপ প্রমাণের জন্য আর এতক্ষণ অপেক্ষা করবেন না।

১৯৬৪-র সফর ববি মুরের সঙ্গে গন্ডগোলের জন্যই হয়তো রামসের স্মৃতিকে বহুকাল নাড়া দেবে। সফরটি সুপরিকল্পিত না হওয়ায় তেমন কাজে আসেনি। আর নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচটির কোনো হেতু ছিল কি? এর আগেই রিও-তে শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর ইংল্যাণ্ড প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পায়নি। নিউইয়র্কে তখন কার্ফু চলছে। ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন খেলোয়াড় কার্ফু ভাঙলেন। কিন্তু তার চাইতেও বড় ঘটনা—ওদের কেউ কেউ এই সফরের সময়েই রামসে আয়োজিত ট্রেনিং সেশনেই অংশ নিলেন না এবং এঁদের অন্যতম ববি মুর। দ্রুত 'বিপ্লবে'র অবসান ঘটলেও এর রেশ রয়ে গেল। পরের অক্টোবরে বেলফাস্টে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ববি মুরকে উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়—ইংল্যাণ্ডের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হবে কিনা—এই নিয়ে।

মুরের সঙ্গে মিটমাটের আগে রামসে ওই ঘটনা নিয়ে বেশ ক্ষুব্ধ ছিলেন। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের আগে এমনও আশংকা হয় যে, ববি মুরের বদলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প যোগ্যতার লীডস ইউনাইটেডের নরম্যান হাণ্টার নেতৃত্ব পাবেন। হাণ্টারের বড় গুণ ছিল, তিনি মুর অপেক্ষা বেশি আক্রমণাত্মক। বিশ্ব কাপের প্রাক্-সফরের সময় মুরের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছিলেন পূর্ব লণ্ডনেরই জিমি গ্রিভস। আশ্চর্য, টটেন-হামের এই খেলোয়াড়ের সঙ্গেও রামসের তেমন বনিবনা ছিল না।

গ্রিভসের গুণাবলী রামসে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন গ্রিভসের ফুটবল প্রতিভায় ধারে-কাছে পেঁছনো অন্যদের আপ্রাণ চেষ্টাতেও সম্ভব নয়, এমন খেলোয়াড়ও 'বিপ্লবী'দের পক্ষে থাকায় রামসেকে বেশ চিন্তিত করে তুলল। জিমি গ্রিভস তাঁর বয়সীদের মধ্যে স্কোরাররূপে ছিলেন সকলের উপরে। কিছুটা নার্ভাস হলেও তাঁর মত রসিক এবং শহুরে হয়েও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী কমই মেলে।

চেলসি দলে খেলার সময়েই শুরুতে সুনাম পেয়েছিলেন। মিলানে অল্পদিনের জন্য থাকলেও তেমন গা লাগিয়ে খেলতেন না। মিলান থেকে লন্ডনে ফিরে স্পার্সে যোগ দেন। এই গ্রিভস প্রকাশ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বললেন: আচ্ছা ঠিক আছে রামসে! ইংল্যান্ড দলের সর্বেসর্বা আপনি। আপনি তো আপনার বক্তব্য রেখেছেন, যুক্তি দেখিয়েছেন, এবার আমাদের বাড়ি ফিরতে দিন। গ্রিভস কথাগুলি বলেন শিল্পনগরী কার্টোইসে।

রামসে জানতেন, তাঁর কঠোর সমালোচক আছেন এবং সেসব নিয়ে নিজে রসিকতা করতেন, হেসে উড়িয়েও দিতেন। কিন্তু গ্রিভসের অশ্রদ্ধাকে তিনি সহজে হজম করতে পারেননি। ওদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে রামসের প্রথম কলহ শুরু হয় এর এক বছর আগে গোটেনবার্গ সফরকালে। গ্রিভস দল থেকে বাদ পড়ায় সাংবাদিকরা সমালোচনা করলেন দল গঠনের। তাঁরা রামসেকে আগে জিজ্ঞাসা করেন: দলের কেউ কি আহত আছেন? রামসে বললেন: না, সকলেই সুস্থ। রামসে পরে সুযোগ না পান মিথ্যে অজুহাতের, তাই আগেভাগে ওই কথা বলিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তারপর সমালোচনা পড়ে তো রেগে আগুন। কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পেরে রামসের মত লোকের ক্ষমা চাওয়ার গুণ থাকা উচিত ছিল।

যাই হোক, গ্রীষ্মের সফরের আগেই জিমি গ্রিভস আগের মতই খেলতে লাগলেন, দীর্ঘদিন জন্ডিসে ভুগেও। নরওয়েতে গিয়ে একরকম একাকীই চারটি গোল দিলেন। তখন তাঁর পেটটি ছিল ঠিক কোদালের মত চ্যাপ্টা। ডেনমার্কে গ্রিভস তেমন খেলতে পারলেন না। ইংল্যান্ড যে ২-০ গোলে জিতল, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওয়েস্টহ্যাম স্ট্রাইকার জিওফ হার্স্টের।

আলফ রামসের আগমন এবং ১৯৬২-র বিশ্ব কাপের পর ইংল্যান্ড দল ঢেলে সাজানো হয়, তাদের খেলারও প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। গর্ডন ব্যাঙ্কস ১৯৬৩-র মে মাসে জাতীয় দলে প্রবেশ করেন ও ব্রাজিল গেলেন। কিন্তু তিনিও রামসের বিরাগভাজন হলেন পেলের একটি সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিক ধরতে না পেরে। তবে তিনি প্রমাণ করেন শুধু বার্ট উইলিয়ামস নয়, ফ্রাংক সুইফটের পর তিনিই ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।

শেফিল্ডের অধিবাসী গর্ডন ব্যাঙ্কস লেস্টার সিটি-র খেলোয়াড়। যেমন তাঁর শারীরিক সক্ষমতা, তেমনি শক্তি এবং এ দুটিরই দ্বিগুণ তাঁর উদ্দীপনা। তাঁর মুখের উঁচু হাড় ও ছোট ছোট চোখ দেখলে বোঝাই যেত না এর আদি নিবাস ইয়র্কশায়ারে। বরং কেউ কেউ ভুল করতেন রেড ইন্ডিয়ান ভেবে। যেমন শান্ত, তেমনি বিনয়ী এবং পরিশ্রমী। বিশ্ব কাপ ফাইনালের ঠিক আগে রামসে বললেন গোলরক্ষক ব্যাঙ্কসকে উদ্দেশ করে: তোমার খেলা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এনেছে এবং জানি আজ কোনো অঘটন ঘটবে না। ঘটেওনি।

রামসে ফুল-ব্যাকে রে উইলসনের সহযোগী নির্বাচিত করেন জর্জ কোহেনকে। লণ্ডনের এই তরুণ ফুলহামেই সারা জীবন পেশাদার ফুটবল খেলেছেন। যেমন

শক্ত, তেমনি দ্রুত এবং বল নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রতিপক্ষকে অতিক্রমের পর নিমেষে ক্লিয়ার করতে সক্ষম।

রাইট হাফে নবি স্টাইলস। নবিকে সকলে 'খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়' আখ্যা দিয়েছিলেন। বেঁটে। চেহারা দেখে মনে হত নিশ্চয়ই কোনো পেটের ব্যামোয় ভুগছেন। গ্রাম্য চেহারার এই খেলোয়াড়কে রেফারি ও প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়রা সর্বদাই কড়া নজরে রাখতেন। নিজের দলের খেলোয়াড়দের সব সময়ে ভর্ৎসনা করতেন মাঠের মধ্যেই। নবির খেলায় টেকনিকাল তেমন কিছু ছিল না। বলও যা পাস দিতেন—তা নির্ভুল হত না। কিন্তু প্রতিপক্ষকে প্রহরা দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের পর ফুটবলপ্রেমিকরা কদাচিৎ ভুলেও তাঁর প্রশংসা করেননি। কিন্তু নবি আত্মসুখ অনুভব করতেন এই ভেবে যে, প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোল-দাতা এবং ভয়ঙ্কর ফরওয়ার্ড ইউসেবিও তাঁকেই ভয় পেতেন। অর্থাৎ নবিকে অতিক্রম করা যে কোনো ফরওয়ার্ডের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল।

ইংল্যান্ড দলের রক্ষণভাগ নিয়ে যত না চিন্তার ছিল, তার চাইতে রামসে বেশি
ভাবতেন আক্রমণভাগ নিয়ে। ববি চার্লটনকে সংস্কার করা হল। ম্যাঞ্চেস্টার
ইউনাইটেড এ কাজে কম সাহায্য করেনি। এই লেফট উইঙ্গার উভয় পায়ে অসাধারণ
শটে রপ্ত হয়েছেন। সমগ্র দলের জন্য তাঁর এই কুশলতার প্রয়োজন ছিল। রামসে
ঘোষণা করলেন : তোমাকে সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকতে হবে। তুমিই আমার প্রধান
হাতিয়ার। চার্লটন সে-কাজ করেছিলেন বিভিন্নভাবে। তবে জনি হেনেসের পথে
নয়। হেনেসের বল কন্ট্রোলকে সমালোচকরা তেমন প্রশংসা না করলেও হেনেস
ও ব্যাপারে ছিলেন বিশ্বের প্রথম সারিতে। কিন্তু টেকনিকের দিক থেকে চার্লটন
অতুলনীয়। চার্লটনের খেলায় হেনেসের কোনো প্রভাবই ছিল না। তবে তাঁর
খেলা দেখে চার্লটনের চোখ খুলে যায়। সন্ধান পান ফুটবলের নব নব স্ট্যাটেজির।
চার্লটনের দীর্ঘ ক্রশফিল্ড-পাসগুলো ওয়েম্বলির হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে সমুদ্র-
গর্জন এনে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই পাসগুলি শুধুই দর্শনীয় ছিল না, চোখের
খোরাক মেটাতেও কার্যকর ছিল। কাজের কাজ তেমন কিছু হয় না। কিন্তু
বিপক্ষকে কাটাতে তাঁর বিচক্ষণতা এবং সোয়ার্ভিং শটগুলি তাদের রক্ষণভাগকে
ক্ষণে ক্ষণেই বেগ দিত। এক-একজন ডিফেন্ডারকে অতিক্রম করে যখন আরও
এগোতেন, তখন গোলের সুসংবাদটি বহনের অগ্রদূত হয়ে উঠতেন। চার্লটনের
পক্ষে তখন গোল দিতে না পারাটাই যেন কষ্টসাধ্য ছিল। ফাইনালের দিন তো
তাঁর বল ধরার আগে প্রতিপক্ষ দল যেন তিলে তিলে পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত
হচ্ছিল। তা না হলে হেলমুট শ্যোন কেন বেকেনবাউয়েরের মত প্রতিভাবানকে
চার্লটনকে প্রহরা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন ?

ববির সহোদর জ্যাক চার্লটন লীডস ইউনাইটেডের মত ইংল্যান্ড দলেরও স্থায়ী সেন্টার হাফ হয়ে যান। লীডস-ম্যানেজার ডন রিভি হয়ত 'প্রবীণ' জ্যাকির খেলায় সাম্প্রতিক অভূতপূর্ব উন্নতি লক্ষ্য করেননি। কিন্তু জাতীয় দলকে প্রভুত সাহায্য

করলেন। যেমন লম্বা, তেমনি শক্ত। খনির কাজেই চার্লটন পরিবারের খ্যাতি। তাঁর শরীরও তেমনি, মনের দৃঢ়তাও। তবে এদিক থেকে দু-ভাইয়ের অমিল বেশ। ববির মত জ্যাকি মোটেই শান্ত প্রকৃতির ছিলেন না, যদিও ববিকে তিনি ভীষণ ভালবাসতেন। বাল্যে বা কৈশোরে তাদের দেখে মনে হত না কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা আছে। ববির মত তাঁর খেলায় আভিজাত্য ছিল না। খেলার সহজাত গুণাবলীও কম ছিল ববির চাইতে। কিন্তু জ্যাকির দৈহিক ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার তারিফ না করে উপায় ছিল না।

একবার চার্লটন ও স্টাইলস ট্রেনিং গেমের সময় প্রচণ্ড ঝগড়ায় অবতীর্ণ হন। রামসে সব দেখে-শুনেও কোনো কথাই বললেন না। তাঁর ইচ্ছা—ঝগড়া চলুক এবং নিশ্চয়ই একসময় সমাপ্তি ঘটবে। রামসে ম্যানেজারের দায়িত্ব নিয়েই এসব লক্ষ্য করতেন। কারুর ব্যক্তিগত ঝগড়া বা গণ্ডগোলে নাক না গলিয়ে শুরুতেই বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কার কী সম্পর্ক জানি না, শুনতেও চাই না। আমার একমাত্র লক্ষ্য বিশ্ব কাপ। ওই কাপ তোমাদের জিততেই হবে।

এটা রামসের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল না, অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সুরেই প্রতিদিন কথাগুলো আওড়াতেন। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ শেষে দেখা গেল রামসে তাঁর অতি দুঃসাহসিকতাকে কাজে রূপায়িত করেছেনও।

ওয়াল্টার উইন্টারবটমের চাইতে ইংল্যান্ড দলকে সংহত ও শক্তিমান করার অনেক সুযোগ ও সময় আলফ রামসের ছিল। বিচক্ষণতার দ্বারা তিনি দিনের পর দিন প্রত্যেকের মানসিকতা লক্ষ্য করে ওদের মধ্যে সমন্বয় আনেন। আর এই সমন্বয় বা সংহতি শুধু প্রাক্-বিশ্ব কাপ সফরের দ্বারাই গড়ে ওঠেনি। লিলেশহলের ফিজিক্যাল রিক্রিয়েশন সেন্টারে তাঁরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত ছিলেন। যখন প্রতিযোগিতার দিন এগিয়ে এল, তখন তো প্রতিটি খেলোয়াড় রীতিমত ফিট, যদিও তখন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। প্রতিটি খেলোয়াড়ের মানসিকতাও তুঙ্গে পেঁছেছে।

জিওফ হার্স্ট দলভুক্ত হলেন অতিকষ্টে। অসলোয় এক সাংবাদিক চেলসির তরুণ ফরোয়ার্ড পিটার অসগুডকে না দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী জিওফ! জিওফ একটু বিরক্তির সুরে বললেন ঃ পিটার আসতে পারত, তবে আমার বিনিময়েই। বীব মুরের মত তিনিও ওয়েস্টহাম ম্যানেজার রণ গ্রীনউডের প্রশিক্ষণে বড় হয়েছিলেন এবং স্নেহভাজন ছিলেন। চমৎকার তাঁর শরীর, লম্বা, ইয়া মোটা উরুর পেশী। নিখুঁত শুটার ও হেডার। কিন্তু সাধারণ পর্যায়ের উইং হাফ বৈ নন এবং তাই গ্রীনউড ওঁকে দ্বিতীয় ডিভিশনের কোনো দলে খেলার সুপারিশ করেন। ওল্ডহাম অ্যাথলেটিকের এক হাফ ব্যাকের ছেলে হার্স্ট শুরুতে ছিলেন এসেক্সে, খেলতেন ক্রিকেট। বিপক্ষের কাছ থেকে হিংস্র আচরণ পেয়েও দার্শনিকের মত নির্লিপ্ত থাকতেন হার্স্ট। লেফট উইং-এ তাঁর মুভমেন্টগুলি প্রতিভাবান

খেলোয়াড়েরই পরিচয় বহন করে। বল ধরে কখনও কাছে রাখতেন না। সর্বদাই সতীর্থদের খেলাতে এমন নিঃস্বার্থ খেলোয়াড় কদাচিৎ মেলে।

দলে ওয়েস্টহামের তৃতীয় সদস্য মার্টিন পিটার্স। বাড়ি লণ্ডনে। ভীষণ শান্ত স্বভাবের। গ্রীনউডের মতে মার্টিনের যা বয়স, খেলায় তার চাইতে সে দশ বছর এগিয়ে ছিল। সাধারণত রাইট হাফে খেলাই পছন্দ করতেন। টেকনিকের দিক থেকে তাঁকে প্রথম সারিতে স্থান দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডে। মাত্র এর আগে মে মাসে তিনি ইংল্যাণ্ড দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। রামসে তাঁকে ওয়েনব্লিতে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে নামালেন। তবে অধিকাংশই বলেন, মার্টিন পিটার্সকে আরও আগে নামানো উচিত ছিল।

ব্ল্যাকপুলের ইনসাইড ফরওয়ার্ড ২১ বছর বয়সী লালচে চুলের অ্যালান বলের মত খেলোয়াড়কে রামসের ভীষণ পছন্দ ছিল। এর আগের বছর বলের বিংশতি জন্মতিথিতে রামসে বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নামান। বলের বাবাও প্রাক্তন পেশাদার ফুটবলার এবং একই পজিশনে খেলতেন। চেহারাও ঠিক বাবার মতই। অ্যালান যেমন উদ্দীপনায় ভরপুর, তেমনি ফুটবলের প্রতি তাঁর গভীর মোহ। সমালোচকরা বলতেন ঃ অ্যালান এত দ্রুত যে, তাঁকে মাছ বা পাখি যে কোনটির সঙ্গে তুলনা করা যায়। মিড-ফিল্ড প্লেয়ারের প্রধান গুণ বা বৈশিষ্ট্য দ্রুতগতি—অ্যালান বলের তা আছে ষোল আনা। গোলদাতার সব গুণেরও সমন্বয় তাঁর খেলায়। ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের জয়ে তাঁর মত আর কারুর অবদান ছিল না। তাঁর মত অত ভালও কেউ খেলেননি।

লিভারপুলের ইনসাইড ফরওয়ার্ড রজার হান্টও আলফ রামসের আর একজন স্নেহধন্য। শুধু সুন্দর চুল নয়, শরীরের গড়নেও ব্যায়ামীর প্রকাশ। মার্টিন পিটার্সের মত শান্ত, তবে অতটা প্রতিভাবান নন। অবশ্য মাঝে মাঝে অদ্ভুত খেলেন, বুদ্ধির পরিচয়ও মেলে। আদতে তিনি ভীষণ পরিশ্রমী। রজার হান্ট সম্পর্কে রামসের দুর্বলতার প্রকাশ পায় স্কটিশ সমর্থকরা একবার হান্টকে ঘেরাও করলে। কেউ কেউ হান্টকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ও বেচারাকে আটকে লাভ কি ? কী-বা গুণ আছে ওর ! রামসে তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর না দিয়ে একটু নিস্তব্ধ রইলেন এবং বললেন ঃ ও ! রজার হান্ট ! রজার এক মরশুমে অন্তত ২০টি গোল করে, কোনো মরশুমেই তার গোলের সংখ্যা এর কম হয় না। সত্যিই রজারের কোনো গুণ নেই।

ওয়েম্বলিতে এক নম্বর গ্রুপের একটি ম্যাচে ইংল্যাণ্ড ড্র করে। সেটি উরুগুয়ের সঙ্গে। ওই খেলাটি হোয়াইট সিটিতে হওয়ার কথা ছিল. কিন্তু ওই ম্যাচ ও ফ্রান্সের সঙ্গের খেলাটিও তাদেরই অনুরোধে বিশ্ব কাপের সদর কার্যালয় ওয়েম্বলিতেই হল। গ্রুপের চতুর্থ দল মেক্সিকো। তাদেরও হারাতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। ইংল্যাণ্ডকে তাই কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার পথ মোটামুটি বাধাহীন ছিল।

প্রতিযোগিতার শুরুতেই অবাঞ্ছনীয় ঘটনা ঘটে গেল। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন যে পুস্তিকা প্রকাশ করে বিশ্ব কাপ উপলক্ষে তাতে দেখা যায় আগেই তারা

ইংল্যাণ্ডের সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে বে-আইনী তথ্য সরবরাহ করেছেন। খেলার সূচনা না হতেই বলে দেওয়া হল ইংল্যাণ্ড কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে ওয়েমব্লিতে। অর্থাৎ ধরেই নেওয়া হয়েছে তারা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন। আরও বলা হল তারা সেমি-ফাইনাল খেলবে এভার্টনে। ফিফাও একথা জানত না—কোথায় ফাইনাল বা কোথায় সেমিফাইনাল হবে। ফিফার আইনেও পরিষ্কার কিছুই বলা হয়নি—উদ্যোক্তা দেশ যে তাদের পছন্দমত খেলার স্থান বেছে নেবে বা নিতে পারে। কেউ কেউ মনে করলেন এক নম্বর গ্রুপের বিজয়ীরা কোয়ার্টার ফাইনালে জিতলে ওয়েমব্লিতে সেমি-ফাইনাল খেলবে, আর যেহেতু গ্রুপের শক্তিশালী দল ইংল্যাণ্ড তাই অমন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তবে বিশ্ব কাপের খেলা কোথায় হবে সে সিদ্ধান্ত একান্তভাবেই বিশ্ব-কাপ কমিটি নেয়। এ নিয়ে তারা সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে আলোচনাও করে।

ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পুস্তিকা খোরাক দিল কিছু ইউরোপীয় ও দক্ষিণ আমেরিকান সাংবাদিকের। তাঁরা ফিফা সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসকে দোষারোপ করলেন খেলার স্থান নির্বাচন নিয়ে। এক সাংবাদিক তো বড় একটি ডেসপ্যাচ পাঠালেন। 'কনস্পিরেসি থিওরি অফ ফুটবল' হেডিং-এ খবরটি প্রকাশিত হয়। বলা হল স্যার স্ট্যানলি এবার যা কিছু করেছেন, তার সব কিছুর মূলে ইংল্যাণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করা।

এসবের সত্যতা কতদূর আজও জানা যায়নি। তবে যে দেশে খেলা হয়, তাদের দলের সামনে নানা অনুকূল পরিবেশ থাকে। ইংল্যাণ্ডের তেমন সুযোগ ছিল না—এমন কথা বলা যথার্থ হবে না। ফিফা কমিটিতেও একটি গ্রুপ জোরদার দাবি তোলে। তাদের যুক্তিও ছিল। ওরা বলে: ওয়েমব্লিতে ইংল্যাণ্ডের খেলা হলে আর্থিক দিক থেকে লাভ হবে। স্টেডিয়াম ভরে যাবে। ওখানে আসন নব্বই হাজার দর্শকের। ওয়েমব্লিতে সোভিয়েত জার্মানীর খেলায় ৫০ হাজারের বেশি দর্শক আসবে না। কিন্তু লিভারপুলের যেখানেই খেলা হোক স্টেডিয়াম ভরে যাবে। ওখানে আসনও কম। স্ট্যানলি রাউস এসব যুক্তি মানতে রাজি হননি। কিন্তু অধিকাংশের ইচ্ছায় ফিফা সভাপতি সায় না দিয়ে পারেননি।

লিভারপুলের এভার্টন স্টেডিয়ামে ইংল্যাণ্ডের খেলা না ফেলায় দর্শকদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। সোভিয়েত জার্মানীর খেলার আগে তাই যথারীতি বিক্ষোভ হল ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড নিয়ে। তবে ওদের হঠাতে পুলিসকে তেমন বেগ পেতে হয়নি।

## বিশ্ব কাপ চুরি গেল

প্রতিযোগিতার আগে ইংল্যাণ্ডে বেশ গুজব ছড়িয়ে পড়ে জুল রিমে কাপের অবস্থা এফ এ কাপের মতই হতে পারে। এফ এ কাপ চুরি হয়েছিল বলেই কি সোনার পরীযুক্ত বিশ্ব কাপও চুরি হবে? উদ্যোক্তারা একে নিছক গুজব বলে মন্তব্য করলেন। এফ এ কাপ চুরি যায় বার্মিংহামের একটি দোকানের শো কেস থেকে। ওটি ওখানে জনসাধারণের দর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল।

গুজব সত্যে পরিণত হল। এফ এ কাপ অপেক্ষা অনেক দামী বিশ্ব কাপ চুরি গেল ওয়েস্টমিনস্টারের প্রদর্শনী শো কেস থেকে। বিশ্ব কাপ চুরি নিয়ে ইংল্যাণ্ডে হৈ চৈ পড়ে গেল। সারা বিশ্বের সংবাদপত্রেও হেড লাইন। তারপর রয়টার, এ পি, ইউ পি আই, এ এফ পি তো বটেই, নানা সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতারাও নানা খবর পাঠাতে লাগলেন। শোনা গেল, কাপ না পেলে ওই ডিজাইনের কাপ তৈরী করা হবে। এদিকে কাপ খুঁজতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগও রীতিমত তৎপর। কোনো কিছুতেই কাপের সন্ধান মিলল না। অবশেষে সব আশংকার অবসান ঘটায় একটি গ্রাম্য কুকুর। শহরতলী অঞ্চলের চুন, সুরকি ও ভাঙা ইটের স্তূপ থেকে 'পিকল্‌স্' নামে ওই কুকুরটি কাপ খুঁজে বের করে। 'পিকল্‌সে'র প্রভু ওকে নিয়ে এক সকালে গিয়েছিলেন বেড়াতে এবং ওই স্তূপের মধ্যে সে 'অদ্ভুত' বস্তুটির সন্ধান পায়।

ব্রাজিল—এভার্টন মাঠে ব্রাজিলের সব খেলা পড়লেও তারা ছিল তিন নম্বর গ্রুপে। বিশ্ব কাপ ফুটবলে আবার 'ড্র' নিয়ে সমালোচনা হল। 'ড্র' করা হল কারুর কারুর 'স্বার্থে'। তবুও এসবে ভ্রুক্ষেপ না করে ডঃ হিল্টন গসলিং লিম-এর চমৎকার পরিবেশে দলকে রাখলেন। দলের ম্যানেজারের দায়িত্বে আবার দেখা গেল ভিসেন্ট ফিওলাকে। ব্রাজিল দল নির্বাচনকালে মনে হল আগের বিশ্ব কাপের খেলোয়াড়রা বুড়িয়ে গেছেন। কিন্তু নির্বাচনের পর যতই দিন যেতে থাকে, তাঁদের অনুশীলন অন্য ধারণা দিল—তাঁদের সব অস্ত্রই ধারালো আছে, সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করে ব্রাজিল এবারেও জুল রিমে জিততে পারবে। আর এ শুধু জয় নয়—উপর্যুপরি তিনবার তারা কাপ জয়ের রেকর্ডও করবে।

দেখি তো ওদের দলটা কেমন! আলফ রামসে ইংল্যাণ্ড দল নিয়ে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি সফরে গেলেন। পেঁছিলেন গোটেনবার্গে এবং দেখলেন সুইডেনের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ৩-২ গোলে জয়। রামসেও ব্রাজিলের খেলা দেখে তেমন খুশি হতে পারলেন না। তাদের রক্ষণভাগের মধ্যাঞ্চল এখনও দুর্বল। শুধু তাই নয়, বিস্ময়ের বিষয়—ব্রাজিলের দল ১৯৬২-র অধিকাংশ তারকাদের নিয়েই গঠিত তো বটেই, তাঁরা ডেকে এনেছেন ১৯৫৮-র দুই সেন্টার ব্যাক বেলিনি ও অরল্যাণ্ডোকেও।

গ্যারিঞ্চা গোটেনবার্গে কেবলমাত্র দ্বিতীয়ার্ধে খেলেন এবং সোভিয়েতকে ওই সময়টুকুতেই সন্ত্রস্ত করে ফেলেন। কিন্তু একবার বল নিয়ে ভীষণভাবে দৌড়ের পর হঠাৎ বসে পড়লেন। গ্যারিঞ্চা কিছুদিন আগে মোটর দুর্ঘটনায় আহত হন। মনে হয় ছুটতে গিয়ে পুরনো আঘাত চাড়া দিয়ে উঠেছে। ডঃ গসলিং বললেন: গ্যারিঞ্চার আগের আঘাত সেরে উঠলেও এখনও তা সম্পূর্ণ উপশম হয়নি।

ওই আঘাতের পর গ্যারিঞ্চা মাঝে মাঝে খেললেও তাঁর আগের খেলা দেখা গেল না। অতি ধীরে ধীরে তিনি আরোগ্য লাভ করছিলেন। ব্রাজিলের ফুটবল নির্বাচকমণ্ডলীর উচিত ছিল গ্যারিঞ্চাকে বাদ রাখা। তা তাঁরা করেননি।

বয়সে ভারাক্রান্ত ডি স্যান্টোস ও অনেকটা স্মৃতির পাতায় চলে যাওয়া জিটো

নির্বাচিত হলেন। ১৯৫৮-র তৃতীয় যে খেলোয়াড়টি দলভুক্ত হলেন, তিনি ৩৪ বছর বয়সী ডিশে। ইতালি থেকে ডিশে চলে যান সাওপাওলোয় ফুটবল থেকে অবসরের ইচ্ছা নিয়েই। কিন্তু এখনও তাঁর খেলার এমনই গতি যে অনায়াসে জাতীয় দলে নির্বাচন লাভ করতে পারেন। কোরিন্থিয়ানসে খেলছিলেনও বেশ দাপটে। অবশ্য চূড়ান্ত দলে তাঁকে নেওয়া হয়নি। দলে এলেন শক্তিমান হাফব্যাক লিমা এবং ১৯৬০-এর ওলিম্পিক দলের গারসন। কেউ কেউ বললেন, এ হল দ্বিতীয় ডিডি। গারসনের খেলা শুরু থেকে শেষ ডিডি প্রমুখ দিকপালের মত একই গতিতে না চললেও গোটেনবার্গে তিনি ডিডি-র দ্বিতীয় সংস্করণ হলেন। দর্শনীয় ছিল একটি ফ্রি-কিকে বাঁ পায়ে ঠিক ডিডি-র মতই 'ফলিং লিফ' মেরে গোল করা। দুটি দারুণ গোল দিয়ে দৃষ্টি কেড়ে নিলেন উনিশ বছর বয়সী স্ট্রাইকার বেলো হরিজন্টের টোস্টাও।

ব্রাজিলের দল নিয়ে যে যাই বলুন, সর্বদাই বিরূপ মন্তব্য করার উর্ধ্বে ছিলেন অত্যন্ত শান্ত স্বভাবের 'দ্য এক্স মেশিনা'—পেলে। শটে যেমন বুলেটের মত বেগ তেমনি তাঁর ফুটবল দক্ষতা। যে কোনো ম্যাচ—তা গোটা ব্রাজিল যত খারাপই খেলুক, একা পেলেই মুহূর্তের মধ্যে খেলার আদল পাল্টে দিতে পারেন। কিন্তু তিনিও আঘাতে আঘাতে আহত, কিছুটা নিষ্প্রভ। তবুও এই পাঁচিশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ফুটবল-জীবনের তুঙ্গে।

স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৬২-র ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়া ব্রাজিলের মুখোমুখ হয়েছিল, সেই চেক ম্যানেজার রুডলফ ভিটলাসিল এবার এলেন বালগেরিয়া দলের দায়িত্ব নিয়ে। বালগেরিয়া খেলল ব্রাজিলের গ্রুপে। ভিটলাসিল ব্রাজিলকে দেখে বললেন : শুরুতে বা আর কিছু পরে হোক ব্রাজিলের মনোবল ভেঙে পড়তে বাধ্য। কিন্তু কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না, বরং তাঁকে অনেকে হেসেই উড়িয়ে দেন।

ভিটলাসিল বালগেরিয়াকে মোটামুটি দড় করে তোলেন। একটি প্লে-অফ ম্যাচে তো বেলজিয়মকে পরাস্ত করল বালগেরিয়া। বালগেরিয়ায় ফুটবল মরশুমের শেষের মাসে তিনি ট্রেনিং ক্যাম্পে রীতিমত রূঢ় আচরণ করেছিলেন। স্থানীয় চ্যাম্পিয়ানশিপে তিনি খেলোয়াড় না ছাড়ায় বেশ সমালোচনাও হয়। অবশ্য সবই বালগেরিয়ার স্বার্থে। বালগেরিয়া দলে ভিটলাসিলের প্রধান অবলম্বন ছিলেন দীর্ঘকায়, শক্তিমান সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং বাঁ পায়ে থরহরি সৃষ্টিকারী গুণ্ডি অ্যাসপারুকোভ। গোড়ালির আঘাতে তাঁর তখন খেলায় ঘাটতি দেখা যায়। তবুও অ্যাসপারুকোভের খ্যাতি কমেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য বালগেরিয়ার এবং বিশ্ব ফুটবলেরও,—১৯৭১ সালে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হলেন।

**হাঙ্গেরি :** পোর্তুগাল ও হাঙ্গেরির মত শক্তিশালী দুটি দলকে একই গ্রুপে রাখা হল। আগেই জানিয়েছি, এই তিন নম্বর গ্রুপে ব্রাজিলও আছে। হাঙ্গেরির ম্যানেজার স্থির করলেন এবার ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলা চলবে না। তিনি মাত্রাই-কে

সুইপার নিযুক্ত করলেন। 'তা না হলে ব্রাজিল ও পোর্তুগালের সঙ্গে যুঝে পারা যাবে না' বললেন তিনি। গ্রুপের ম্যাচে তারা ভালই খেলল। হারল শুধু পোর্তুগালের কাছে। হাঙ্গেরি দলে এবার হিদেকুটির মতই আর একজন খেলোয়াড়কে সেণ্টার ফরওয়ার্ডে দেখা গেল, নাম তাঁর ফ্লোরিয়ান আলবার্ট। ফেরেঙ্ক বেনে ও আলবার্ট থাকলে হাঙ্গেরির আর ভয় কি? ১৯৬৮-র ওলিম্পিকসে বেনের সাফল্য ছেষট্টির বিশ্ব কাপ দর্শকরা মনে রেখেছিলেন। খর্বকায়, কিন্তু ফুটবল পায়ে পড়লে বুদ্ধির প্রখরতায় বেনে বিপক্ষের বিপদের কারণ হন, তীরবেগে ছুটে যান ডানদিক দিয়ে। ছেষট্টির বিশ্ব কাপে হাঙ্গেরির ট্যাকটিকস 'কাটানাকিও' ( Catenaoccio ) অপেক্ষা অনেক কার্যকর হল।

পোর্তুগাল : রোমানিয়ায় পোর্তুগাল হারলেও অবশেষে গ্রুপের ম্যাচে সকলের ধারণাকে টলিয়ে দিল। ব্রাজিলের যেমন পেলে একাই একশ, তেমনি পোর্তুগালের ইউসেবিও। বিশ্ব কাপ ফুটবলে আর এক উজ্জ্বল তারকা, ডান পায়ে তিনি অঘটন ঘটান। এই স্ট্রাইকিং ইনসাইড ফরওয়ার্ডের যেমন বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তেমনি বল নিয়ে অদ্ভুত দক্ষতায় বিপক্ষকে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। মোজাম্বিকের লুরেঙ্কো মার্কোসে জন্ম। ১৯৬১-তে উনিশ বছর বয়সে মণ্টিভিডিওয় বিশ্ব ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে ইউসেবিও ছিলেন বেনফিকা দলে, তার আগে প্যারিসে একটি প্রীতি ম্যাচে দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। চোখে-মুখে তাঁর সর্বদা শান্ত ও সৌম্যতা। এমন নিরীহ প্রকৃতির মানুষটি কোনো কারণে মেজাজ হারালেও কখনও কঠোর মনে হয় না। রাজকীয় ভঙ্গিতে বল নিয়ে চলাফেরা করেন। আর প্রতিটি মার যেন অ্যাটমের শক্তি মিশ্রিত। পেলের প্রতিদ্বন্দ্বী যদি কেউ থাকেন, অন্তত তাঁর মত দক্ষ ও সুন্দর ফুটবল প্রদর্শনে—তবে নিশ্চিতভাবে একটি নামই মনে পড়বে—তিনি ইউসেবিও।

গত পাঁচ বছর ইউরোপীয়ান কাপে বেনফিকার অনেক তারকাকে দেখা গেছে। তাঁরা খেলেছেনও চমৎকার, আর বেনফিকা দুবার কাপ জিতেছে, দুবার ফাইনালে হেরেছে সামান্যর জন্য। ১৯৬২-র ফাইনালের নিষ্পত্তি হয় ইউসেবিওর বজ্রসম শটে। আমস্টার্ডামে রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে শেষ গোলটি দেন। ফাইনালে সেদিন আগের তিনটি গোল দেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। জোসে অগাস্টো আগে ছিলেন দলের দ্রুততম রাইট আউট, এবার মিড-ফিল্ডে খেললেও লেফট-ইনে তাঁর আক্রমণ রচনা হাঙ্গেরির পক্ষে মস্ত হাতিয়ার হল। লেফট ও রাইট ফ্লাঙ্কে সিমোসকে খুব কার্যকর দেখা যায়। শূন্যে বল এলে টোরেস বিপক্ষের ভীতির সবচেয়ে কারণ হন।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা, চূড়ান্ত দল গঠনের সময় তাঁদের দুই অতি নির্ভরযোগ্য ডিফেণ্ডারকে বাদ রাখেন। লম্বা ও শান্ত মেজাজের গোলরক্ষক কস্টা পেরিরা এবং দুর্ভেদ্য সেণ্টার হাফ জার্মানো বেনফিকার ডিফেন্সকে শক্তিশালীই শুধু করেননি, এঁদের বদলী খেলোয়াড় নামাবার কথা বেনফিকা ভাবতেই পারত না। কিন্তু হাঙ্গেরি দলে এঁদের স্থান হল না।

বিভিন্ন গ্রুপে ঃ ইংল্যাণ্ডের গ্রুপে সবচেয়ে শক্তিশালী দল উরুগুয়ে। তাই উরুগুয়ের সঙ্গে যারা সহজে জিততে পারবে, কোয়ার্টার ফাইনালে পেঁছতে তাদের বেগ পাওয়ার হেতু ছিল না। ইংল্যান্ড সম্পর্কে কেউ কেউ বললেন, উরুগুয়েকে হারানো মানেই ফাইনালেও জয়লাভ। বিদগ্ধরা একটু সংশোধন করেও বললেন ঃ না, ঠিক তা নয় ; বরং বলা যেতে পারে ফাইনালের আগের কঠিনতম বাধা শুধু নয়, ফাইনালের আগের গুরুত্বপূর্ণ খেলা ওদের বিরুদ্ধেই। এই উরুগুয়ের ম্যানেজার হয়ে এলেন প্রবীণ, ফুটবলের জন্য জীবনপাতকারী সদালাপী ওনডিনো ভিয়েরা। দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি উরুগুয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নির্বাচকমণ্ডলী দলভুক্ত করলেন ১৯৬২-র উজ্জ্বলতম ইনসাইড ফরওয়ার্ড পেড্রো রোশা-কে। গোলে নেওয়া হল লাভিশ্লাও মাজুরকিউইজ-কে। কিন্তু ভিয়েরা সেইসব উরুগুইয়ান খেলোয়াড়দের পেলেন না, যাঁরা আর্জেন্টিনার নানা ক্লাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উরুগুয়ে তাই গঠিত হল কুশলী ও খ্যাতিমান সিলভিরা, পাভনি, ন্যাটোসাস, সাশিয়া ও কুবিল্লা ছাড়াই।

বিশ্ব কাপের আগে ইউরোপ সফরে সুখী পরিবারের মত খেলে বেড়ালেন উরুগুয়ের তরুণ দল। ফলও বেশ ভাল হল। ভিয়েরা এই সময় ইংল্যাণ্ড দলকে নিরীক্ষণ করলেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তিনি উত্তর খুঁজে পেলেন না—কেন তারা কনেলির মত ব্যুহ ভেদকারীকে বাদ রাখতে চায়। যদি তাঁকে বাদ দেওয়া হয়, তবে ধরে নিতে হবে, তারা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলবে বিশ্ব কাপে। না, কোনোমতেই অ্যাটাকিং ফুটবল নয়—বরং ভীষণ রকমের ডিফেনসিভ ফুটবল।

বার্মিংহাম-শেফিল্ড গ্রুপে রইল আর্জেণ্টিনা, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানী। মিলানের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের ইনসাইড ফরওয়ার্ড লুই সুয়ারেজের নামডাক ছিল গোলদাতা হিসাবে। ১৯৬২-র বিশ্ব কাপেও তিনি স্পেন দলে খেলেছিলেন। আর খেলার গুণে তাঁর আগে কেউ অত দাম হাঁকতে পারেননি। সুয়ারেজের ট্রান্সফার ফি ছিল সর্বোচ্চ—দু লক্ষ পাউণ্ড। এই সুয়ারেজও যেন ইংল্যান্ডকে জেতার পথ করে দিলেন। তাঁর নিজের দেশ প্যারিসে ছোট্ট আয়ারের বিরুদ্ধে অতিকষ্টে ১-০ গোলে জেতে আটলাণ্টিকে মাদ্রিদের রাইট উইঙ্গার ইউ-ফার্টের কৃতিত্বে। এই ইউফার্টের ফুটবল-জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ব্রাজিলের ফ্লেমেঙ্গোতে।

আর্জেণ্টিনা ১৯৫৮ থেকে সাধনায় ব্যাপৃত ছিল আন্তর্জাতিক ফুটবলে সুনাম কেনার জন্য। তারা ১৯৬৪-তে ব্রাজিলের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীও হয়। ওই প্রতিযোগিতায় ইংল্যান্ড, পোর্তুগাল প্রভৃতি ফুটবলে শক্তিমানরাও এসে-ছিল অসম্ভব ডিফেন্সিভ ফুটবল নিয়ে। অপ্রত্যাশিতভাবে নির্বাচকমন্ডলী ডেকে আনলেন সেণ্টার ফরওয়ার্ড লুইস আর্টাইম ও লেফট ইন এরমিন্ডো ওনেগাকে। এর কিছুদিন আগে উভয়েই রিভার প্লেটে রিজার্ভ খেলোয়াড় ছিলেন। আর্টাইমের চেহারা এত সুন্দর ছিল যে, মাঠে তিনি 'আলু হারমোসো' নামেই খ্যাতি লাভ

করেন। পরবর্তী ছয় বছর তিনি সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় গোলের বন্যা বইয়ে দেন। দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছিলেন অ্যান্টনিও র‍্যাটিন। র‍্যাটিন লুইসিটো মন্টির যোগ্য উত্তরাধিকারীও বটে, কাটানাকিও বা মেটোডো যে কোনো পদ্ধতিতেই রপ্ত ছিলেন লম্বা ও বলবান এই ফুটবলার।

সুইসরা ভাগ্যবানই ছিল। তা না হলে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডকে হারাতে পারে! এর আগে তারা কোনোক্রমে আলবানিয়ার সঙ্গে ড্র করে। পশ্চিম জার্মানী এল সুইডেনকে খরচের খাতায় রেখে। প্রত্যাবর্তন ঘটল সেই দুর্ধর্ষ উয়ে জিলারের। অস্ত্রোপচারের অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি অদ্ভুতভাবে খেলার মাঠে ফিরে এলেন এবং স্টকহমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে জার্মানীর জিত হল। জিলার লন্ডনে এক জার্মান সাংবাদিককে অনেকটা হতাশার সুরে বললেন আমার আর সেদিন নেই। অন্যের মত না পারি ছুটতে, না পারি ট্যাকল করতে। একজন ফুটবলারের এসব না থাকলে তার খেলার মানে হয় কি ? কিন্তু জিলার যখন মাঠে নামলেন, দেখা গেল তাঁর সবই আছে। ইংল্যান্ডের ধারণা ছিল অন্যরকম। চার বছর পর উয়ে জিলারের আগের খেলায় ঘাটতি দেখা দেবেই। আসলে উয়ে জিলারই ছিলেন জার্মান দলের জীবন। তিনি থাকলে অন্যরাও জীবন্ত হয়ে ওঠেন। জার্মান সমর্থকরাও উয়ে জিলার মাঠে নামতেই চিৎকার করতে লাগলেন সমস্বরে 'উয়ে, উয়ে, উয়ে'। তাঁদের হাতে নানারকম ব্যানার। সেগুলো তো বটেই, প্রত্যেকের হাতের পতাকা দ্বারাও জিলারকে উৎসাহিত করা হতে থাকে গ্যালারি থেকে। জিলার ওদের মর্যাদা রাখলেন আপ্রাণ খেলে।

মিড-ফিল্ডে আনা হল ইতঃপূর্বে বাদ পড়ে যাওয়া তরুণ প্রতিভা হেলমুট হলারকে। তিনি ছিলেন ইতালির বলোগনায়। উলফ্যাং ওভারাথ এলেন অসীম শক্তিসম্পন্ন বাঁ পা নিয়ে। সঙ্গে রয়েছেন লম্বা, ময়লা প্রতিভাবান অ্যাটাকিং রাইট হাফ ফ্রেঞ্জ বেকেনবাউয়ের, বেয়ার্ণ মিউনিখের এই খেলোয়াড়ের উপর ভীষণভাবে নির্ভর করল পশ্চিম জার্মানী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চার নম্বর গ্রুপে ইতালির সঙ্গে রইল সোভিয়েত, চিলি ও উত্তর কোরিয়া। এখানে আসার আগে ইতালি পরপর জিতে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিল। দলের পুরোধা বেঁটে-খাটো এডমন্ডো ফ্যাবরি অ্যাটাকিং ট্যাকটিকসে দলকে ক্ষুর-ধার করে তুলছিলেন, আর তাঁর দ্বারাই রোমে পোল্যাণ্ডকে হারাল ৬-১। নেপলসে বহুখ্যাত স্কটল্যাণ্ডকেও হারাল। অবশ্য ওই দলের অনেকে তখন বাড়িতে কেন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তার সদুত্তর মেলেনি। দলের ভারপ্রাপ্ত সেলটিক ম্যানেজার জক স্টেইন তাই বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন।

ইতালির কাছে ৩-০ গোলে যখন স্কটল্যাণ্ড হারল, তখন ড্র-র কথা জানা যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালি যাবেই, এমনও ধরে নিলেন কেউ কেউ। চিলিকেও ভয় পাওয়ার হেতু নেই বলেও মন্তব্য করলেন ওঁরা। এর পরেই সব আশা নির্মূল হতে থাকে। ফ্রান্সের সঙ্গে ০-০ হল। এই ম্যাচে ইন্টারের মিড-ফিল্ড প্লেয়ার,

প্রতিভাবান মারিও কর্সো শুধু খারাপই খেলেননি, খেলার আগে সহকারী ম্যানেজার ফেরাকিও ভ্যালকারেগিকে অবমাননাও করলেন। দুর্ভাগ্য মোরা-র। স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চমৎকার একটি গোল দিলেন না শুধু, ইতালির অন্যতম সেরা উইঙ্গারের খ্যাতিও পেলেন। কিন্তু তাঁর একটি পা গেল ভেঙে।

ইতালির জাতীয় দল থেকে কর্সো বাদ পড়ায় ইন্টার ক্ষুব্ধ হল। কর্সোর বদলে দলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন গিয়ানি রিভেরা। ওঁরা আরও ক্ষেপে গেলেন—যখন দেখলেন ম্যানেজার ফ্যাবরি বাদ দিয়েছেন তাঁদের অধিনায়ক ও সুইপার দুর্দান্ত আরমাণ্ডো পিচ্ছিকে। বিশ্ব কাপ চলাকালে একদিন পিচ্ছিকে দেখা যায় পাওয়ার স্টেশনের কাছে ব্যাটার্সি পার্কে তিনি আন্ডার প্যাণ্ট পরে বল নিয়ে খেলছেন। ভাবটা—বিশ্ব কাপ ফাইনালে ইতালির পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেলেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা, ১৯৭১ সালে পিচ্ছি ক্যান্সারে মারা যান। ফ্যাবরি অবাক করলেন অভিজ্ঞতম গোলরক্ষক গিউলিয়ানো সার্তিকে ও গোলদাতা কাগলিয়ারির লুইগি রিভাকে বাদ রেখে। সোভিয়েত দল প্রাক্-বিশ্ব কাপ ম্যাচ খেলতে গেল দক্ষিণ আমেরিকায়। তাদের দলে তখনও বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী গোলরক্ষক লেভ ইয়াচিন। চমৎকার উইঙ্গার চিসলেঙ্কো ও মিড-ফিল্ড হাফব্যাক ভয়নভের কথা তো বলাই বাহুল্য। অবশ্য এঁদের সম্পর্কে অভিযোগ ছিল বুড়িয়ে যাওয়ার ও খেলায় ধার কমার।

চিলির মিড-ফিল্ড আর দেখা গেল না টোরো বা রোজাস জুড়িকে। দুজনেই বিদেশে চলে যান। সুতরাং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ফল যা হওয়ার, তা হলই। কোয়ালিফাই করার জন্য উত্তর কোরিয়ার প্রয়োজন ছিল অবশ্য শুধু অস্ট্রেলিয়াকে হারানো। কারণ, আফ্রো-এশিয়ার বাকিরা প্রতিযোগিতা বয়কট করে কমিটিতে তাদের মাত্র একজন প্রতিনিধি নেওয়ার প্রতিবাদে। দুটি খেলার আয়োজন করা দরকার নিরপেক্ষ কোনো জায়গায় এবং তা হল কাম্বোডিয়ার নমপেনে। অস্ট্রেলিয়াকে দেখে মনে হচ্ছিল তারা খুব অভিজ্ঞ এবং সহজেই জিতবে। কিন্তু উত্তর কোরিয়ার কাছে হারল যথাক্রমে ৬-১ ও ৩-১ গোলে। বেঁটেখাটো খেলোয়াড়গুলো চমৎকার মুভমেণ্ট তৈরি করে এমন সুন্দর খেলবে কেউ ভাবতেই পারেননি। তবে স্টেডিয়ামে উপস্থিত স্ট্যানলি রাউস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এদের হেলাফেলা করা ঠিক হবে না। উত্তর কোরিয়ার এই খেলোয়াড়রা বিশ্ব ফুটবলকে নতুন কিছু দিতে এসেছে। ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপের ফ্রান্সের লেফট উইঙ্গার ও বর্তমানে লাওসের কোচ জাঁ ভিন্সেন্ট বললেন, উত্তর কোরীয়রা ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত দল অপেক্ষা উন্নত ফুটবল খেলে।

বিশ্ব কাপে খেলতে এলেও উত্তর কোরীয়দের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা সম্ভব ছিল না সাংবাদিকদের। তাদের ডেলিগেশন পেঁছল উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। তাঁরা ইংরেজি বলতে পারেন না। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে শুধুই হাসেন আর মাথা নাড়েন। সুতরাং কোনো প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে কেমন করে? খেলোয়াড়দের

সাজ-পোশাক দেখে মনে হল প্রত্যেকেই সেনাবাহিনীর কমিশন্ড অফিসার। সকলেই সন্ন্যাসীদের মত জীবন যাপন করেন। প্রত্যেকেই ফুটবল-অন্ত প্রাণ। জরুরী প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোচ নিয়োগ করে পিয়ং ইয়ং শহরের ব্যারাকে রেখে এঁদের কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফুটবল নিয়ে তাদের কৌশল দেখে সকলেই অবাক হলেন। ওই রকম ক্ষুদে ক্ষুদে চেহারার প্রত্যেকের সে কী লং পাস ও বল নিয়ন্ত্রণ! সোভিয়েতের চাইতে চীনের প্রতি তাদের আকর্ষণ অধিক। বিশ্ব কাপে আসার আগে পূর্ব ইউরোপে কয়েকটি ম্যাচ খেলা নিশ্চয়ই অভিজ্ঞতা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অন্যান্যদের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতায় তাঁরা কিন্তু মোটেই বিষণ্ণ হননি, বরং প্রাণোচ্ছলই ছিলেন। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে তাবৎ দুনিয়ার ফুটবল প্রেমিকদের নজরে এলেন। সমালোচকরা বললেন, দেখা যাক ওরা আর কত অঘটন ঘটায়। তাঁরা তা করতে পারতেন, যদি শেষ অবধি খেলার প্রথম দিকের 'সৌরভ' বজায় থাকত, যদি তাঁরা তাঁদের দুজ্ঞের্য় ক্রীড়াকৌশল প্রয়োগ করতে পারতেন।

উদ্বোধনী ম্যাচ ঃ প্রথম রাউণ্ড—ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ এমন অনুত্তেজক হবে কেউ ভাবতেই পারেননি। ইংল্যাণ্ড-উরুগুয়ের খেলাটি শেষ হল গোলশূন্যভাবেই। উরুগুয়ের খেলা দেখে সকলেই বুঝলেন ওরা কোন্ ধরনের ফুটবল খেলছে। কাটানাকিও ডিফেন্স তো বটেই, কিন্তু কোনরকম ইচ্ছাই নেই গোল করার। এমতাবস্থায় আলফ রামসের নিজের ট্যাকটিকস এবং দল নির্বাচন মোটেই কার্যকর হয়নি। পিটার্সের বদলে কনেলি খেলতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে নেওয়া হল না অ্যাটাকিং ফুটবলে কতটুকু কার্যকর হবেন ভেবেই। নেওয়া হল ভিয়েরাকে। এদিকে ববি চার্লটনের খেলায় ধার নেই। হান্ট, গ্রিভসও তেমন খেলতে পারলেন না। উরুগুয়ের শক্ত ডিফেন্সে ইংল্যাণ্ডের ফরওয়ার্ডরা হুল ফোটাতে সক্ষম হলেন না। সুতরাং গোল হবে কেমন করে?

এর আগে জিমি গ্রিভস জাতীয় দলের সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার মনে হয় ইংল্যাণ্ড দলের সকলেই অবহিত যে, আমরা ফুটবল ইতিহাসে চিরঞ্জীব হতে চলেছি এবং আমার ধারণা—এ সম্পর্কে তোমাদের দ্বিতীয় মতও নেই। আশা করব, ফুটবলের সেই দুর্লভ সম্মান তোমাদের এতদিনের সব কিছু গর্ব, সমস্ত মলিনতাকে উত্তীর্ণ করে যাবে। ঈশ্বর এবার তোমাদের দিয়ে অমন কাজই করাতে চলেছেন। আশা করব, যথাসময়ে তোমরা কর্তব্য পালন করবে। হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেককে ওই সম্মান অর্জনের জন্য সততা থেকে এক চুলও দূরে সরে গেলে চলবে না। আমাদের সামনে অবিশ্বাস্যভাবে সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। তোমরা প্রস্তুত হও।

উদ্বোধনী খেলার আগে এডমণ্ডো ফ্যাব্রি শুধু নন, যাঁরা ইংল্যাণ্ডকে দেখেছিলেন, প্রত্যেকেরই ধারণা হয়েছিল, যেহেতু ইংল্যান্ড শক্তিশালী দল তাই তাদের জয় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উরুগুয়ে-ইংল্যান্ডের খেলা দেখে ইংল্যান্ডের অনেক গোঁড়া সমর্থকও নিরাশ হয়ে পড়েন।

এভার্টনে ব্রাজিলের সূচনা শুভ হল ; হারাল ২-০ গোলে বালগেরিয়াকে।

দুটি গোলই হয় বিদ্যুৎ গতির মত জোরালো ফ্রি-কিকে। বিরতির আগে প্রথম গোলটি দেন পেলে। দ্বিতীয়টি বিরতির পরে গ্যারিঞ্চা। বালগেরিয়া শুরু থেকেই পেলেকে ভীষণ রকম পাহারা দিতে থাকে। তারপর তাঁর সঙ্গে হিংস্র আচরণ করলেন জেকেভ। ইংল্যান্ডের জিম ফিনি-র বাঁশি কিন্তু তদনুযায়ী তৎপর হয়ে ওঠেনি। মার খেয়েও পেলের খেলায় ঘাটতি ছিল না। বরং চমৎকার খেললেন সারাক্ষণ। প্রেস বক্স থেকে এক ফরাসী সাংবাদিক গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন পেলের আঘাত। তিনি যে ডেসপ্যাচ পাঠালেন তাঁর কাগজে, তাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হল, 'পেলে বিশ্ব কাপে শেষ পর্যন্ত খেলতে পারবেন না।' তবে আশ্চর্যের কথা, পেলে মার খেয়েও একটুও মেজাজ হারাননি।

ওল্ড ট্রাফোর্ডে পোর্তুগাল-হাঙ্গেরির খেলায় হাঙ্গেরির গোলরক্ষক জেনৎমিহালি কিক্-অফের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আহত হলেন। এর পরেই জোস অগাস্টো গোল দিলেন জেনৎমিহালি কর্ণার ধরতে ব্যর্থ হওয়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন হাঙ্গেরির সব আক্রমণ হঠাৎ থেমে গেল। অবশ্য তাঁরা চমৎকার বোঝাপড়া করে খেলে বেনে ফারকাসকে বল যোগাতে থাকেন সম্বিৎ পেয়ে। তাঁরা দুবার গোলে শট মারলে বারে লেগে তা ফিরে আসে। তারপর বেনে ১-১ করলেন ৬২ মিনিটের সময়। কিন্তু ছয় মিনিট পরে জেনৎমিহালি আবার ভুল করলে অগাস্টো পোর্তুগালকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন। টোরেস তৃতীয় গোলটি করলেন অসম্ভব অ্যাঙ্গেলে। তবে ম্যাচটি তেমন দর্শনীয় হয়নি।

শেফিল্ডে পশ্চিম জার্মানীর কাছে সুইজারল্যান্ড ৫-০ গোলে পর্যুদস্ত হল। বেকেনবাউয়ের ঘন ঘন গোল করার সুযোগ পেলেন। হঠাৎ সুইজারল্যান্ড তাদের দুজন সেরা খেলোয়াড়কে বসিয়ে দিল। অভিযোগ—এই বাদ পড়া লিয়েমগ্রুবার ও কোবি কুন সান্ধ্য-আইন লঙ্ঘন করেছিলেন। আরও অভিযোগ, ওঁদের দুজনকে একদিন ট্রেনিং ক্যাম্পের অনেক দূরে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় এবং সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সুন্দরী তরুণী। অনেকে তাই ধরে নিলেন সুইজারল্যান্ড দল ও ওই খেলোয়াড় দুজনকে এর জন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

ইংল্যান্ডে আগমনের পথে আর্জেন্টিনা ০-৩ গোলে হেরেছিল স্পেনের কাছে। আর্জেন্টিনা ভিলা পার্কে তাদেরই সঙ্গে জিতল ২-১ গোলে বিরক্তিকর ম্যাচে। শুরুর দিকে স্পেনের সুয়ারেজকে দুবার ভীষণভাবে মারা হল। আর্টাইম তৎক্ষণাৎ ওলেগার সুপরামর্শ শিরোধার্য করে আর্জেন্টিনার গোল দুটি দেন। স্পেনের পিরি প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচে নেমে চমৎকার লুপিং হেড দ্বারা ২-১ করলেন। আর্জেন্টিনার প্রধান ভরসা ছিলেন দুজন—'ওভারল্যাপিং' ফুলব্যাকের অন্যতম সিলভিও মার্জোলিনি, আর প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত সুইপার রবার্টো পারফুমো।

মিডলবরোয় উত্তর কোরীয়রা আয়ারসাম পার্কে দর্শকদের হৃদয় কেড়ে নিয়েছিলেন। উত্তর কোরিয়ার খেলোয়াড়দের সারল্যে দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে তাঁদের 'নিজ' দলের মতই সমর্থন করতে থাকেন। তাঁদের খেলার সূচনাটা বেশ খারাপ হল।

সোভিয়েত দল শারীরিক দিক থেকে ওদের তুলনায় বেশ শক্তিশালী ছিল, তবুও সাবধানতা অবলম্বন করেই খেলল এবং ৩-০ গোলে জিতল। গোল তিনটি দেন স্ট্রাইকার মালাফিভ ও বানিসেভস্কি। উত্তর কোরিয়া হারলেও তাঁদের সম্পর্কে সকলেই আশাবাদী রইলেন। আসলে তাঁদের খেলার পদ্ধতিতে সকলেই চমৎকৃত হন।

সান্ডারল্যাণ্ডে ইতালি খুব খেটে ২-০ গোলে হারাল চিলিকে। একটি গোল হল শুরুতে, বাকিটি সমাপ্তির একটু আগে। ইতালির এই জয় নিয়ে ছিদ্রান্বেষীরা হাসাহাসি করলেন। বলা হল, 'চিলি ছেড়ে দিয়েছে ইতালিকে।' ইতালির খেলোয়াড়দের দেখে কেমন যেন মনে হল। মনে হচ্ছিল, প্রত্যেকেই অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনায় ভুগছে। উত্তেজনা ফ্যাবরির মধ্যেও। এরই মধ্যে খবর এল ফ্যাবরির সঙ্গে চুক্তি ইতালীয় ফেডারেশন ১৯৭০ পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন। যাই হোক, ম্যাচের পর ম্যানেজার ওঁদের খারাপ খেলার জন্য ভীষণ বকলেন। তিনি ভুলে গেলেন পোজোর বাণী, 'ইতালীয়রা সর্বদা মনে করতে ভালবাসেন, তোমাদের পক্ষে তাঁরা আছেন।'

ফরাসীরা বেশ আরামে দিন কাটাচ্ছিলেন ওয়েলউইল গার্ডেন সিটিতে। তাঁদেরও শুরুটা অশুভ হল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে। মেক্সিকোর পক্ষে গোলটি দেন সদাসতর্ক এনরিক বোর্জা। অভিজ্ঞ মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় লুসিয়ে* মুলাকে খেলানো হল না তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য। অথচ বার্সিলোনা দলে ক্রীড়ারত মুলাকে স্পেন থেকে আনা হয়েছিল ফ্রান্সের পক্ষে খেলতে। হোটেলে একদিন ফরাসী দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হলে সেখানেও দলের মধ্যে অনৈক্য প্রকট হয়ে পড়ে। ম্যানেজার হেনরি গুয়েরি* ও তাঁর সহকারী জাসের*ও এমনভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন একই সঙ্গে যে, এক প্রবীণ ফরাসী সাংবাদিক বাধ্য হয়ে বলতে থাকেন—একজনেই বলুন এবং মূল বক্তব্য গুছিয়ে বলুন। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ফ্রান্স যখন ইংল্যাণ্ডের কাছে হারে। জাসের* আগ বাড়িয়ে সাংবাদিকদের বলেন ঃ আজ বসকুইয়েরেই ভাল খেলেছে। সাংবাদিকরা সেদিন বিরক্ত হয়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন ঃ কে কেমন খেলল সে কথা লেখার দায়িত্ব আমাদের উপরেই ছেড়ে দিন।

হাঙ্গেরি ঃ ব্রাজিল—এভার্টনে দ্বিতীয় রাউণ্ডের ম্যাচে হাঙ্গেরি-ব্রাজিলের খেলা দর্শকদের চিত্তহরণ করল। বিশ্ব কাপে এ পর্যন্ত এ ধরনের খেলা হয়নি। যেমন উত্তেজনা, তেমনি নাটকীয়তায় ভরা। প্রত্যেকটি গোলই চমৎকার। সব মিলিয়ে উপভোগ্য ফুটবল হল দারুণ গতিতে। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপের পর ব্রাজিলের এই প্রথম পরাজয় ঘটল।

পেলে একটি ম্যাচেই খেলেছিলেন। আহত হওয়ায় তাঁর বদলে নামেন টোস্টাও। ডেনিলসনের জায়গায় গারসন এলেন হাফব্যাকে। প্রবীণ জালমা ও স্যাণ্টোস এবং গ্যারিঞ্চা কয়েকদিনের মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচে মোটেই খেলতে পারলেন না। হাঙ্গেরি দলের একাধিক পরিবর্তন হল। গোলে জেনৎমিহালির বদলে নামলেন গেলি।

হাঙ্গেরির আলবার্ট সারা মাঠে বিচরণ করলেন এদিন। ব্রাজিলিয়ানদের তিনি

খুশিমত নাচিয়েছেন। হাঙ্গেরির উপর্যুপরি আক্রমণে বিধ্বস্ত হল ব্রাজিল। কখনও তাঁরা ছুটছিল দ্রুত বল নিয়ে, কখনও দিচ্ছিল চমৎকার পাস। সর্বদা তাদের ইচ্ছা, প্রতিপক্ষকে অতিক্রম এবং তা কার্যকর হয়েছে ভীষণ রকমে। এই স্মরণীয় খেলা শেষে আলবার্ট যখন সুড়ঙ্গের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এভার্টনের হাজার দর্শক সমস্বরে ধ্বনি দিচ্ছিলেন 'আল-বার্ট', আল-বার্ট"। আজ যথার্থই তাঁর দিন। দর্শকরা যোগ্য ব্যক্তিকেই অভিনন্দিত করলেন। এক ফরাসী সমালোচক লিখলেন, 'আজকের ম্যাচ তো ফুটবল খেলা নয়, আজকের খেলা তুলিতে আঁকা মহৎ শিল্প হয়ে উঠেছিল।'

মাত্র তিন মিনিট পরে খর্বকায় বেনে বল নিয়ে প্রবেশ করলেন ডানদিক দিয়ে ব্রাজিলের দুর্ভেদ্য রক্ষণ-ব্যূহ ভেদ করে। সামান্য কোনাকুনি জোরালো শটে তিনি জিলমারকে পরাস্ত করেন। হাঙ্গেরির এই মুহূর্ত থেকেই মনোবল অসম্ভব বেড়ে যায়। রক্ষণভাগ ভেদ করা ব্রাজিলের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ল। স্পিস ও মেজলির পশ্চাতে মাত্রাইয়ের সুইপিং সকলকে মোহিত করল। হাঙ্গেরির আক্রমণের গতি অদ্ভুতভাবে বেড়ে ঘন ঘন কার্যকরী ভূমিক্য নিতে লাগল। এরপর শুধু আক্রমণ-ভাগই নয়, ডিফেন্ডাররাও খালি জমি উন্মুক্ত করতে লাগলেন, তারপর দুই ধারের আক্রমণের ফ্রণ্টেই বল পাঠাতে থাকেন।

ব্রাজিলের কিছুটা সম্বিৎ ফিরে আসে পঞ্চদশ মিনিটের পরে। লিমার ফ্রি কিক রিবাউন্ড হয়ে টোস্টাও-এর কাছে আসতেই তিনি দারুণ জোরে সেটিকে হাঙ্গেরির গোল ভেদ করতে পাঠালেন। বিরতি পর্যন্ত ১-১ ছিল। হাঙ্গেরির দ্বিতীয় গোলটি আসে ফারকাসের পা থেকে। আলবার্টের বুদ্ধিদীপ্ত দৌড় এবং পাস ব্রাজিলের রক্ষণভাগের দুর্বলতায় আঘাত হানল। তিনি বল পাঠালেন বেনের কাছে। বেনে বল দ্রুত টেনে নিয়ে নিচু ক্রস শট করে পাঠালেন ফারকাসের কাছে। ফারকাস তাকে ডান পায়ের জোরালো ভলির দ্বারা ভেদ করলেন (২-১) গোল। এই গোলের আগের মুহূর্তে দর্শকরা হতভম্ব ছিলেন। গোল হতেই গ্যালারিগুলো মুখর হয়ে উঠল হর্ষধ্বনিতে। এর ১০ মিনিট পরে বেনেক ফাউল করলে হাঙ্গেরি পেনাল্টি পেল। মেজোলি তখন ৩-১ গোলে এগিয়ে নিলেন হাঙ্গেরিকে।

**পোর্তুগাল ঃ ব্রাজিল ও ইতালী ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন**—পোর্তুগালের বিপক্ষেই পেলে এবারের বিশ্ব কাপে নিজের শেষ ম্যাচে নামলেন। এই ম্যাচে নামলেও, তাঁর আঘাত পুরোপুরি সারেনি। ব্রাজিল শুধু হারল না, তারা পোর্তুগালের কাছে প্রহৃত হলো নৃশংসভাবে। মোরেসের দুটি ফাউলেই পেলে ভীষণ আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান খেলা চলাকালে ডঃ গসলিং ও মারিও আমেরিকোর কাঁধে ভর দিয়ে। হাঙ্গেরির সঙ্গে খেলার পর ব্রাজিল দলে সাতটি পরিবর্তন হয়েছিল। বাদ পড়েন জিলমার, বেলিনি, জালিমা, স্যাণ্টোস ও গ্যারিঞ্চাও। কিন্তু ১৯৫৮-র পর নামানো হল প্রবীণ অরল্যাণ্ডোকে। দারুণ উৎসাহী গোপরক্ষক মাঙ্গা আসেন জিলমারের জায়গায়। মাঙ্গা তাঁর অদ্ভুত চালচলনে 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' নামে খ্যাত

ছিলেন। বিশ্ব কাপে আসার আগের বছর মাঙ্গা ইউরোপ সফরে কিন্তু বেশ খেলেছিলেন।

শুরুর চোদ্দ মিনিট পরে তিনি ইউসেবিওর একটি সেন্টার ঘুষি মেরে বের করে দেন। কিন্তু সিমোস তাতে হেড দিয়েই ১-০ করেন। ২৫ মিনিট পরে হল ২-০। পোর্তুগালের অধিনায়ক ও লেফট হাফ কলুনার ফ্রি-কিক পেঁছিল টোরেসের কাছে। টোরেস উঁচু করে বলটি পেঁছে দিলেন ইওসেবিওর মাথায়। ইউসেবিওর জোরালো হেডেই এই দ্বিতীয় গোলটি হল।

খেলা পোর্তুগালের মুঠোর মধ্যে চলে এসেছে। সুতরাং কোনো দরকার ছিল না মোরেসের নৃশংস হওয়ার। প্রয়োজন ছিল না পেলেকে ভূতলশায়ী করার। পেলে সেদিন ওই ঘটনা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি বুঝতেও পারেননি কেমন করে তাঁর ফুটবলের শেষ পরিণতি ঘটাবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কয়েকদিন পরে পেলে ফিল্মে যখন ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন, তখন আঁৎকে উঠলেন তিনি। বললেন, একজন খেলোয়াড় এত নৃশংস হতে পারে! তিনি শপথ করলেন ঈশ্বরের নামে ঃ 'না আর নয়, বিশ্ব কাপে আমি আর খেলব না।' সবচেয়ে অবাক হত হয় এই ঘটনার পরেও ইংল্যান্ডের রেফারি জর্জ ম্যাককাবের আচরণে। তিনি মোরেস সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাই নিলেন না। মোরেস মাঠেই রইলেন। খুনীরাও বেকসুর খালাস হয়ে যেমনভাবে ঘোরাফেরা করে, তেমনিভাবে বুক ফুলিয়ে বেড়ালেন। অর্থাৎ পোর্তুগাল এখন খেলতে লাগল দশজনেরই বিপক্ষে। আর সেই বিপক্ষের সেরা খেলোয়াড়ই তখন মাঠের বাইরে। ব্রাজিলের নতুন সেন্টার ফরওয়ার্ড সিলভাও আঘাত পেলেন। দল আরও দুর্বল হয়ে পড়ল। অথচ যখন তাঁরা পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করছিলেন, তখনই ইউসেবিওকে রোখা অসম্ভব ছিল। তাঁর গতি, ভয়াবহ শট ওই সময়েও ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে ঘন ঘন বিচলিত করছিল।

বিরতির পরে দারুণ খেলা হলেও কেউ গোল দিতে পারছিলেন না। ৬৪ মিনিট পরে তরুণ অ্যাটাকিং লেফট ব্যাক রিল্ডো ব্রাজিলের সমর্থকদের নিরাশার মধ্যে সামান্য আশায় সঞ্চার করলেন দারুণ ছুটে একটি গোল করে। কিন্তু সে গোল মরীচিকার মত হল। সমাপ্তির ৫ মিনিট আগে ইউসেবিও খেলার মাঠে ইন্দ্রজাল দেখালেম পি সি সরকারের মতই। রাইট উইং কর্ণারের বলে পা লাগিয়ে সজোরে ব্রাজিলের গোলে ঢুকিয়ে দিলেন।

১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ থেকে ব্রাজিল বিদায় নিল এই পরাজয়ের সঙ্গে। বিদায় নিল বালগেরিয়াও। আর এই গ্রুপ থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে গেল হাঙ্গেরি ও পোর্তুগাল।

ইংল্যাণ্ডের গ্রুপেও বিরক্তিকর খেলার ভিড়। মেক্সিকো-ইংল্যান্ডের খেলা শুরুর আগে মেক্সিকোর গোলরক্ষক ক্যালডেরন ক্রস বারের নিচে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসলেন। তারপর খেলার সূচনা থেকেই দেখা গেল ইংল্যান্ড যেই বল নিয়ে মেক্সি-কোর দিকে এগোচ্ছে, তৎক্ষণাৎ মেক্সিকোর রক্ষণভাগে নয় বা দশজন সমবেত।

অবশেষে ইংল্যান্ডের সমর্থকরা চিৎকার করতে লাগলেন বিরক্ত হয়ে, 'আমরা গোল চাই'। উইন্টারবটমের সময়ের চিৎকারকেও এঁরা ছাড়িয়ে গেলেন। ববি চার্লটনই দর্শকদের ইচ্ছাপূরণ করলেন। বিরতির সাত মিনিট আগে পেনাল্টি-বক্সের অনেক দূর থেকেই ডান পায়ে কোনাকুনি শটে দর্শনীয় গোল করলেন। বিরতির পরে চার্লটনের পাসে গ্রিভস জোর লাগিয়ে পাঠালেন হান্টের কাছে। হান্ট গোল দিতে ভুল করেননি। ইংল্যান্ড আরও গোলের প্রয়াসে বিরত হল না। তবে স্টাইলসের চেষ্টা ফলপ্রসূ হল না। রামসের উপদেশ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় গোলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধেও পরের খেলায় ইংল্যাণ্ডের আবার সেই একই সমস্যা। গোল কিছুতেই হচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড অবশ্য অনেক পরিশ্রমে ২-০ গোলে জিতেছিল। ফ্রান্স খেলল তাদের আহত সেন্টার ফরওয়ার্ড হারবিনকে নিয়ে। খেলা শেষে ইংল্যাণ্ড অভিযোগ করে, 'ওরা সারাক্ষণ আমাদের দিকে থুতু ছুঁড়েছে।' ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রাও সাধু-সন্ত ছিলেন না। স্টাইলস সমাপ্তির দিকে জ্যাকি সিমোনের উপর লাফিয়ে পড়ে এমন ফাউল করলেন যে, অনেকেই 'আহা-আহা' করে উঠলেন। ওই ঘটনার পরে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের দুজন সদস্য রামসেকে অনুরোধ করেন ঃ এবারের বিশ্ব কাপ থেকে স্টাইলসকে প্রত্যাহার করে নিন। রামসে ওঁদের কথায় সায় দিতে রাজি হলেন না। প্রত্যুত্তরে বললেন, স্টাইলস গেলে, তার সঙ্গে আমাকেও চলে যেতে হবে। রামসে সর্বদাই তাঁর খেলোয়াড়দের সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতেন, তাদের ভীষণ ভালবাসতেন। স্টাইলস যথারীতি ফাইনালেও খেললেন।

এই একটিমাত্র ম্যাচের পর রামসে দলের প্রত্যেককে ভীষণ ভৎসনা করেছিলেন। হেলডন হল হোটেলে প্রত্যেককে একে একে ডেকে দুর্বলতা ও অশোভনতা সম্পর্কে সচেতন করে দিলেন। রক্ষা পেয়েছিলেন শুধু রজার হান্ট। হান্ট এদিন শুধু দুটি গোলই দেননি, দেখিয়েছিলেন অপূর্ব ক্রীড়া-দক্ষতা। তবে রামসে যতই বকুন তাঁর শিষ্যদের, নিরপেক্ষ দর্শকরা বললেন, আগের দুটি ম্যাচের চাইতে ফ্রান্সের বিরুদ্ধের খেলাটিতে ইংল্যাণ্ডকে বেশ উন্নত মনে হয়েছে। এই খেলাতে গ্রিভস ভীষণভাবে আহত হন এবং তাঁকে বাদ দেওয়া হয়। রামসে তখন সচেষ্ট হলেন লিভারপুলের ইয়ান কালাঘানকে দলভুক্ত করতে। তিনি বোধহয় ভেবেছিলেন বলের চাইতেও কালাঘান কার্যকর হবে।

মেক্সিকোর গোলরক্ষক ক্যালডেরন প্রার্থনা করলেন নতজানু হয়ে, আর ফল উরুগুয়ের সঙ্গে ০-০ হওয়ার পর কারবাজাল গোলপোস্টে চুমু খেলেন। ৩৭ বছর বয়সী গোলরক্ষকের এ হল পঞ্চম ও শেষ বিশ্ব কাপের খেলা। মেক্সিকো কারবাজালের খেলা নিয়ে গর্ব করত। কেন না, এতদিন তিনি সংসার, আত্মীয়-পরিজন সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে দেশের স্বার্থেই। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে উরুগুয়ে এই ম্যাচে অত্যন্ত গা ছেড়ে দিয়েই খেলল। তবে কেন ঘন ঘন ফাউল

করেছিল বোঝা গেল না। ঢিলেমি খেলার মূলে ছিল বোধ হয়। 'ড্র করলেও তো কোয়ার্টার ফাইনালে যাচ্ছি' এই ধারণাও ছিল।

ভিলা পার্কে পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে আর্জেন্টিনা ড্র করল অত্যন্ত বিরক্তিকর খেলে। এদিন জার্মানরাও কেন অত নিষ্প্রভ ফুটবল খেলেছিল বোঝা গেল না। অথচ সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কী দারুণ খেলাই না দেখিয়েছিল! বেকেনবাউয়ের এদিন নিজের খেলার চাইতে বেশি ব্যস্ত ছিলেন আর্জেন্টিনার ওনেগাকে পাহারায়। আলব্রেশটের ট্যাকলিং দেখে অনেকেই মন্তব্য করেন, তিনি সম্ভবত রাগবি প্লেয়ার। হলাবের সঙ্গে ওই ধরনের সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। ৬৫ মিনিট পরে ওয়েবেরকে গুরুতর ফাউল করায় তাঁকে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। তবুও জার্মানদের যুঝতে হচ্ছিল আর্জেন্টিনার সঙ্গে। অবশ্য পারফুমো অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বারের ঠিক নিচ থেকে একটি অবধারিত গোল বাঁচান।

আর্জেন্টিনা ও জার্মানী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। আর্জেন্টিনা ২-০ গোলে হারাল সুইজারল্যাণ্ডকে আর্টাইম ও ওনেগা কর্তৃক এবং জার্মানী ২-১ গোলে পরাস্ত করে বার্মিংহামে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় স্পেনকে। অদ্ভুত অ্যাঙ্গুলার ও জোরালো শটে জার্মানীকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন ইমেরিশ। ফাস্টে কিছুক্ষণের মধ্যে ১-১ করেন। কিন্তু সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে উয়ে জিলার জয়সূচক গোলটি দিয়ে জার্মানীকে এগিয়ে (২-১) নিলেন।

ওদিকে ইতালির খেলা ক্রমশই মন্দের দিকে যাচ্ছে, বিপক্ষরা গোলের সংখ্যাও বাড়িয়ে চলেছে। ফ্যাবরিকে বেশ চঞ্চল মনে হল এসব নিয়ে। তিনি শংকিত হয়ে পড়লেন দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। অস্থির হয়ে সাণ্ডারল্যাণ্ড সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বেশ রদবদল করেই দল গড়লেন। গিয়ানি রিভেরাকে বাদ দিলেন। পরিবর্তন হল দুই উইঙ্গারেও। আর দলভুক্ত করলেন হাঁটুতে বেশ আঘাত সত্ত্বেও বলোগনার বালগেরিলিকে।

খেলা শুরু হতে চোখে পড়ল সোভিয়েতের বিচক্ষণ রাইট আউট চিসলেঙ্কোর কাছে ইতালির ইন্টার ক্লাবের ফুল-ব্যাক গিয়াসিন্টো ফ্যাচেত্তি নিতান্তই অসহায়। এই খেলায় ইতালি দলে কোনোরকম সমন্বয় গড়ে ওঠেনি। দু-একটি সুযোগ পেলেও তাদের প্রধান তূণ স্যাণ্ডিনো মাজোলা গোল করতে পারেননি। দ্বিতীয়ার্ধে চিসলেঙ্কোর একটি গোলই খেলার নিষ্পত্তি এনে দেয়। এই ম্যাচের পরিচালক পশ্চিম জার্মানীর রেফারি হের ক্রিটলিনের রেফারিংকে কেউ কেউ অনধিকার চর্চা বলে অভিহিত করলেন। ক্রিটলিন সেদিন বেশ কঠোর ছিলেন সন্দেহ নেই।

ইতালি ঃ উত্তর কোরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ চিলি —ইতালির আবার বিপর্যয় ঘটল, এবার উত্তর কোরিয়ার কাছে। খর্বকায় কোরীয়রা আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে ইতালির বিরুদ্ধে বেশ খেললেন এবং মিডলবরোর দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিলেন। তাঁদের এই ১-১ ফল প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের শিরোনামা হল। ফ্যাবরি তো বটেই, অন্যান্য ফুটবল বিশেষজ্ঞরাও মন্তব্য করলেন, উত্তর কোরিয়ার একমাত্র অস্ত্র

তাদের দ্রুতগতি। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে প্রয়োজন ছিল অনুরূপ গতিসম্পন্ন নমনীয় দেহের কিছু খেলোয়াড়। কিন্তু ফ্যাবরি অত্যাশ্চর্যভাবে তাঁর রক্ষণভাগে দুজন ধীরগতির খেলোয়াড়—জেনিচ ও গুয়ার্ণেরিকে নিযুক্ত করেছিলেন। সবচেয়ে অদূরদর্শিতা দেখান 'আনফিট' বালগেরিলিকে এনে। এর আগে তিনি খেলতে খেলতে হাঁটুতে আঘাত পেয়ে আধঘন্টা মাঠের বাইরে ছিলেন। বিপক্ষকে ফাউল করতে গিয়ে তাঁর হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত লাগে।

উত্তর কোরীয়রা দারুণ গতিতে খেলল, দেখাল স্পোর্টসম্যানশিপ। বিশ্ব কাপে এসে তারা দেখল ফাউল কাকে বলে এবং তা এদের বেদনাহত করল। ৪২ মিনিট পরে পাক ডুইক ট্যাক্‌ল করলেন রিভেরাকে এবং ক্রস শটে হারালেন অ্যালেবেট্রিশিকে। ম্যাচে এই একটি গোল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল উত্তর কোরিয়াকে।

ইতালিতে তাদের বিশ্ব কাপের ফল তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দু-একজন ছাড়া বাকিদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়তে হল। পরবর্তী বারের জন্য দল ঢেলে সাজাতে সোচ্চার হলেন সকলেই। ইংল্যাণ্ডে পরাহত এই দল সমস্ত খবরাখবর নিয়ে লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মাঝরাতে জেনোয়া বিমান বন্দরে পৌঁছল ফ্লাইট বেছে নিয়ে। কিন্তু স্বদেশের ফুটবলপ্রেমীরা এতই ক্ষিপ্ত ছিলেন যে, ওই রাত্রে শতশত লোককে বিমানবন্দরে হাজির করালেন। পচা টমাটো ছুঁড়লেন তাঁরা খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে, শ্লোগানও দিলেন অপমানসূচক। দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে ইতালির ফুটবল দর্শকদের মুখে সমস্বরে চিৎকার শোনা গেছে 'কো-রি-য়া'। ফ্যাবরি বা বিশ্ব কাপের ইতালি দলের কাউকে দেখলেই ফুটবল প্রেমিকরা ওই শ্লোগান দিতেন। ইতালির শোচনীয় ফলের পরিণতিই তাঁর ম্যানেজারশিপের সমাপ্তি ডেকে আনল। তিনি চাকরি খোয়ালেন।

স্যাণ্ডারল্যাণ্ডে সোভিয়েত ২-১ গোলে চিলিকে হারাল। সোভিয়েতের দুটি গোলই পোকুর্জানের। লেফট উইঙ্গার এই পোকুর্জান চমৎকার খেললেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল, এবং একই মাঠে খেলা পড়ল হাঙ্গেরির বিপক্ষে।

## কোয়ার্টার ফাইনাল

ইংল্যান্ড ঃ আর্জেন্টিনা—কোয়ার্টার ফাইনালের খেলাগুলি হল নকআউট পদ্ধতিতে। এই নক-আউটে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তেজনামূলক খেলা হয় এভার্টনে পোর্তুগাল বনাম উত্তর কোরিয়া। কিন্তু আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কাদের খেলা? ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ড বনাম আর্জেন্টিনার, না—শেফিল্ডে পশ্চিম জার্মানী বনাম উরুগুয়ের? এ প্রশ্নের সহজে জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল না।

ওয়েম্বলির ম্যাচ বা হট্টগোল বহুকাল আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্মরণীয় হয়ে থাকবে যেমন, তেমনি ইউরোপীয়দের ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে তিক্ত ব্যবধানও রাখবে। ম্যাচের পরদিন আর্জেন্টিনায় এর দারুণ প্রতিক্রিয়াও হল। ব্রাজিল তো

ইতিমধ্যে বিষণ্ণ কণ্ঠে ও বিরক্ত হয়ে ফিরে গেছে। তারা ট্রেন থেকে নেমেই বলেছে, তাদের দ্রুত ফিরে আসতে হল অবিচারের শিকার হয়ে। ইংল্যাণ্ডের রেফারিরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বাঁশি বাজিয়েছেন। এই ম্যাচের পরিচালক ছিলেন জার্মানীর হের ক্রিটলিন। তাঁর বাঁশিতে গণ্ডগোল তো সৃষ্টি করলই, আর্জেন্টিনীয়রা ক্ষিপ্তও হলেন তাঁর অতি তৎপরতায়।

সবচেয়ে পরিতাপের, ওই সময়কার বিভিন্ন ম্যাচে আর্জেন্টিনা যেমন খেলেছিল, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তেমনই খেলল। কিন্তু এটি তো ফুটবল ম্যাচ ছিল না, তা হলে তারা জিততই। তারা প্রায় সারাক্ষণ খেলেছে দশজনে। এই দশজনেই ইংল্যাণ্ডকে বোকা ও হতবুদ্ধি বানিয়ে রেখেছিল। আর্জেন্টিনা খেলার সূচনা থেকে যে স্বর্ণ সুযোগগুলি পেয়েছিল, তা কাজে লাগাতে পারলে ভাল ব্যবধানে এগিয়ে যেতে পারত। অলরাউণ্ডার ও ভীষণ পরিশ্রমী র‍্যাটিন এবং আর্টাইম ও ওনেগার অদ্ভুত বোঝাপড়া, অ্যাক্রোবেটিক রোমার বুদ্ধিদীপ্ত খেলা, ওসকার মাসের আক্রমণের কাছে ইংল্যাণ্ড দাঁড়াতেই পারছিল না। অযথা সময় নষ্ট, ইংল্যাণ্ড কর্তৃক বাধাদান ইত্যাদিতে খেলা ড্র-র পথেই এগোচ্ছিল।

খেলার শুরু থেকেই আর্জেন্টিনীয়রা ঘন ঘন ইচ্ছাকৃত ফাউল করতে লাগল। এদিকে গ্রিভসের বদলে ইংল্যাণ্ড হার্স্টকে দিয়ে আসল কার্য সিদ্ধি করতে চাইলেও তা ব্যর্থ হতে থাকে ওদের ওই ফাউলে। তাঁর প্রত্যেকটি আক্রমণের পরিণতি হয় ওইভাবে। রেফারি হের ক্রিটলিন ঠাণ্ডা মাথায় খেলা পরিচালনার বদলে এদিক-ওদিক ভীষণভাবে ছোটাছুটি করতে ব্যস্ত শুধু নন, ঘন ঘন নোটবই খুলে নাম টুকতে লাগলেন। আর স্কুলছাত্ররা যেমন দারুণ উৎসাহে গাড়ির বা এঞ্জিনের নম্বর লিখে নেয়, তেমনি ব্যস্ততা দেখাচ্ছিলেন। র‍্যাটিনের ধারে ক্রিটলিনকে নিঃসন্দেহে বামন মনে হচ্ছিল। র‍্যাটিন বেশ কয়েকবার তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন, করলেন, তর্ক। এসবে যখন ক্রিটলিন ক্ষুব্ধ, র‍্যাটিন তখনই ফাউল করলেন ববি চার্লটনকে। সুতরাং ক্রিটলিনের কাছে শাস্তি পেতেই হল। এই ম্যাচে খেলোয়াড়রা যত দোষই করুন না, রেফারি যে ম্যাচ পরিচালনার যোগ্য ছিলেন না, তা বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

তর্কে নামলেও আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে এই লম্বা র‍্যাটিন ছোট ছোট পাসে বিপক্ষকে বিপাকে ফেলছিলেন। তাঁর আক্রমণ একবার ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক গর্ডন ব্যাঙ্কসকে রীতিমত বিপদে ফেলে। র‍্যাটিন তখন বল বাড়িয়েছিলেন মাস-কে।

বিরতির নয় মিনিট আগে র‍্যাটিনকে মাঠ থেকে বের হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল। কারণ, এক সতীর্থের ফাউল সম্পর্কে তিনি রেফারির কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ঘটনাটি হয়ত বিক্ষিপ্ত এবং তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু রেফারি ও খেলোয়াড়রা কেউই একে সুনজরে নিলেন না। ঘটনাটির জের টেনে নানা গোলমাল দেখা দেয়। ক্রিটলিনের কেশহীন মাথায় রোদ পড়ে চিকচিক করছিল। ঘটনার পর তিনি বলেন, যদিও আমি স্প্যানিশ বুঝি না, তবুও র‍্যাটিনের মুখ দেখে উপলব্ধি করেছিলাম সে কী বলছে।

১০ মিনিট ধরে তর্ক-বিতর্ক চলল র‍্যাটিনের বাইরে যাওয়া নিয়ে। পরে দেওয়া হল দরখাস্ত, করা হল আবেদন। আলব্রেশ্‌ট একসময়ে তাঁর দল নিয়ে মাঠের বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। ঠিক এই সময় ছুটে আসেন বিশ্ব কাপ রেফারিদের প্রধান—দ্য গল চেহারার কেন অস্টেন। তাঁর মধ্যস্থতায় অবশেষে র‍্যাটিন মাঠের বাইরে গেলেন নিতান্ত নির্লিপ্তভাবেই। টাচ-লাইনের অনেক দূরে গিয়ে বসলেন ট্রেনারের সঙ্গে। কিন্তু দর্শকরা তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগলেন। র‍্যাটিন এবার মুখ খোলেননি। এমন ভাব যেন, তিনি একমনে খেলাই দেখছেন। দলে এখন দশজন। তবুও আর্জেন্টিনার খেলায় ঘাটতি নেই। মাঝমাঠে ঘন ঘন ইংল্যান্ডের রন্ধ্রে তারা আঘাত করে চলল। ওনেগার সামনে দাঁড়াবার মত ইংল্যান্ডের একজনকেও পাওয়া গেল না। কোপেনহেগেনের পর হার্স্ট এই প্রথম টুর্নামেন্টে নেমেছেন। শুরুতে তাঁকে একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ধারণা হচ্ছিল তিনি ঠিক মানিয়ে নিতে পারছেন না। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিপক্ষে প্রথম বিপজ্জনক শটটি আসে তাঁর পা থেকে। সেই শটে যেমন শক্তি, তেমনি গতি। বিরতির চার মিনিট পরে মুরের কাছ থেকে বল পেলেন উইলসন এবং বিপক্ষের ডিফেন্সে ড্রপ ফেললেন। হার্স্ট সকলকে প্রায় নিরাশ করেছিলেন। কেননা বলটি পায়ের নিচ দিয়ে গলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে বল ধরে জোরালো শট করলেন। রোমাও ঝাঁপিয়ে পড়লেন দ্রুত। তাঁর হাতে লেগে বল বাইরে গেল।

আর্জেন্টিনা যখনই ইংল্যান্ডকে ভেদ করেছে, তখনই তা ভীষণ বিপজ্জনক হয়েছে। আর্টাইম ও মাস যেমন দ্রুত গতি পরিবর্তন করেছেন, তেমনি ফুলব্যাকরাও ওঁদের কাছে বল যুগিয়েছেন। আক্রমণের ধারা রচনার মূলে ছিলেন ওনেগা। সমাপ্তির ১৩ মিনিট আগে উইলসন বল বাড়ালেন পিটার্সকে। তাঁর উঁচু ক্রসপাস পেঁছল হার্স্টের কাছে। তিনি ছিলেন পোস্টের ধারেই ; চমৎকার লাফে বলে মাথা ছুঁইয়ে দিলেন। বল দক্ষিণ কোণ দিয়ে গোলে প্রবেশ করল। ইংল্যান্ড এই একমাত্র গোলে সেমিফাইনালে পেঁছল।

ইংল্যান্ডের জয়ের পর আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের আক্রমণের লক্ষ্য হলেন হের ক্রিটলিন। তাঁরা লাইসম্যানদের গায়ে থুতু দিলেন। ইংল্যান্ডের দরজায় ধাক্কা দিলেন। বেগতিক বুঝে জর্জ কোহেন এক আর্জেন্টিনীয়র সঙ্গে জামা বদল করছিলেন। রামসের চোখে ব্যাপারটি দৃষ্টিকটু ঠেকায় কোহেনকে বাধা দিলেন। ঠিক ওই সময় রামসেকে ইন্টারভ্যু করা হল। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমাদের সেরা খেলা তাদেরই বিরুদ্ধে হতে পারে, যারা ফুটবল খেলতে আসে। কিন্তু যারা জন্তু-জানায়ারের মত আচরণ করে, কদাচ তাদের সঙ্গে খেলব না।'

রামসের উক্তি অগ্নিতে ঘি ঢালার সমান হল। একে অর্জেন্টিনা পরাজয়ে ভারাক্রান্ত, তদুপরি রামসের এই মন্তব্য। তারা আরও ক্ষুব্ধ হল। স্টেডিয়ামের সুড়ঙ্গ-পথে তখন খণ্ডযুদ্ধ চলছে। রামসের উক্তি তাতে ইন্ধন যোগাল। পরবর্তী তিন বছর আর্জেন্টিনার ক্লাব দলগুলি ইন্টার কন্টিনেন্টাল চ্যাম্পিয়নশিপে আরও অশোভন

আচরণ করল। সেই আচরণ র‍্যাটিন ও ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে তাঁর সতীর্থগণকেও অতিক্রম করে কেলটিক, মিলান, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও ফেনুর্ডের সঙ্গে খেলায়।

**উরুগুয়েঃ পশ্চিম জার্মানী**—শেফিল্ডের হিলসবরোয় উরুগুয়ের দুজন খেলোয়াড়কে বহিষ্কার করা হয়। পশ্চিম জার্মানী ওদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হল ৪-০ গোলে। তবে কোনো পক্ষই নিষ্পাপ ছিল না। উরুগুয়ের শুরুটা চমৎকার হয়। তাদের তখন গোল করাও উচিত ছিল। কোথায় তারা এগিয়ে যাবে, তার বদলে পশ্চিম জার্মানীর হলারের পাস থেকে হেল্ড গোল করলেন। গণ্ডগোল শুরু হয়—যখন উরুগুয়ের মনে হল, বিপক্ষের স্নেলিঞ্জার চপেটাঘাত করেছেন। তারপর জার্মানীর এমারিশ যখন উরুগুয়ের অধিনায়ক ট্রোশেকে প্রচন্ড লাথি মারলেন, ট্রোশে এমারিশের পেটে পাল্টা লাথি কষালেন। উরুগুয়ের অধিনায়ককে বহিষ্কার করা হল। বাইরে যাওয়ার পথে তিনি জিলারের মুখে থাপ্পড় দিলেন।

মারামারিতে সর্বাধিক আঘাত পান জার্মানীর হলার। একসময়ে তো তিনি মৃত্যুর দুয়ারেই পৌঁছে যান। উরুগুয়ের খেলোয়াড়রা তাঁর অণ্ডকোষে আঘাত করেছিলেন এবং সারারাত ধরে রক্তপাত হতে থাকে।

বিরতির পাঁচ মিনিট পরে ট্রোশে বহিষ্কৃত হলেন। এর পাঁচ মিনিট পরে ইংল্যান্ডের রেফারি জিম ফিনি বহিষ্কৃত করলেন উরুগুয়ের ইনসাইড ফরওয়ার্ড সিলভাকে। সিলভার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি হলারকে কষাইয়ের মত আঘাত করেছিলেন।

ন জনের দল নিয়েই দৃঢ়তার সঙ্গে উরুগুয়ে প্রতিহত করতে থাকে পশ্চিম জার্মানীকে। উরুগুয়ে তাদের পূর্বখ্যাতি বজায় রাখলেও শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার পর বেকেনবাউয়ের যা করতে পেরেছিলেন, এদিন তা করলেন। জিলারের কাছ থেকে বল পেয়ে তিনি ২-০ করলেন সমাপ্তির কুড়ি মিনিট আগে বেশ সহজ ড্রিবলিং দ্বারাই। বাকি দুটি গোল জিলার ও হলারের।

**সোভিয়েত ইউনিয়নঃ হাঙ্গেরি ও পোর্তুগালঃ উত্তর কোরিয়া**—ব্রাজিলের বিরুদ্ধে চমকদার ফুটবল খেললেও সোভিয়েতের তোপের মুখে হাঙ্গেরি যেন উড়ে গেল। তারা হারল প্রধানতঃ সোভিয়েতের শারীরিক দক্ষতার কাছে। সারাক্ষণ অ্যালবার্টকে পাহারা দিয়ে রইলেন ভরোনিন। দলের আক্রমণ রচনায় চাইতে ভরোনিন ব্যাপৃত ছিলেন বিপক্ষের খেলোয়াড়দের পাহারাতেই। সোভিয়েত দলে খেললেও সাবো ছিলেন মূলত হাঙ্গেরিয়ান। তাঁর লক্ষ্য ছিলেন অ্যালবার্ট। এদিকে চিসলেঙ্কো সর্বদাই সাবোকে সাহায্য করে গেলেন। কিন্তু চিসলেঙ্কো যে উদ্দীপনা নিয়ে বিশ্ব কাপে খেলা শুরু করেছিলেন, শেষের দিকে তা বজায় রইল না। যদিও এই ম্যাচেও তিনি গোল করলেন হাঙ্গেরিয়ান গোলরক্ষক গেলির ভুলের সুযোগ নিয়েই। সপ্তম মিনিটে গেলি চিসলেঙ্কোর মারা সহজ বল ধরতে পারলেন না।

বিরতির দু মিনিট পরে পোর্কুজান ২-০ করলেন কর্ণার থেকে। গেলি লাফিয়ে

উঠে বলটি ধরতে পারলেন না। পরক্ষণে হাঙ্গেরির খর্বকায় বেনে চেষ্টা করলেন গোল শোধের এবং সে পরিকল্পনা রূপায়িতও হল। তবে সমাপ্তির দশ মিনিট আগে রাকোশি ড্র করা থেকে বঞ্চিত হলেন। সিপসের একটি দুরন্ত গতির ফ্রি-কিক্ লেভ ইয়াচিন রুখে দিলেন। অতএব সোভিয়েত ইউনিয়ন চলে গেল সেমিফাইনালে।

এভার্টনে পোর্তুগাল উত্তর কোরিয়ার ম্যাচে দারুণ উত্তেজনা। নেমেই প্রথম মিনিটে গোল দিল উত্তর কোরিয়া। তারপর উপর্যুপরি আরও দুটি। অদ্ভুত গতিতে তারা খেলা শুরু করে। পাক স্যং জিন রাইট-উইং মুভমেণ্ট থেকে গোলের উদ্বোধন করলেন।

সম্বিৎ ফিরে পেতে পোর্তুগালকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু তবুও পেরে উঠল না এশিয়ার এই খর্বকায় খেলোয়াড়দের সঙ্গে। লি ডং য়ুন দেন দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয় গোলটি দিলেন লেফট আউট ইয়ং স্যং কুক। ব্রাজিল-বিজয়ী পোর্তুগীজদের হতমান মনে হচ্ছিল, অথচ দল মোটেই দুর্বল ছিল না। এমতাবস্থায় চাই এমন একজনকে, যিনি গোটা দলকে উদ্দীপিত করতে পারেন। পোর্তুগালে তেমন একজনই ছিলেন—তিনি ইউসেবিও। বল নিয়ে দ্রুত গতিতে দৌড়, নিখুঁত শট এবং বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করলেন, অতিক্রমও করলেন কোরীয় রক্ষণভাগকে।

২৮ মিনিট পরে সিমোসের পাস থেকে ইউসেবিও প্রথম গোলটি করলেন। বিরতির তিন মিনিট আগে এক কোরীয় খেলোয়াড় পোর্তুগালের টোরেসের গায়ে দৈত্যের মত লাফিয়ে পড়ল এবং পেনাল্টি থেকে ইউসেবিও ২-৩ করেন। গোল খেয়ে কোরীয়রা মেজাজ হারাল এবং ছুটে বল নিয়ে সেন্টার স্পটে বসাল। পিয়াং ইয়াং থেকে আগত খেলোয়াড় লিভার পুলের মাঠে দাঁড়িয়ে মোজাম্বিকের খেলোয়াড়ের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হল।

তর্কের উপযুক্ত জবাব দিলেন ইউসেবিও বিরতির পনের মিনিট পরে। দ্রুত ছুটে বল নিয়ে তিনি ৩-৩ করে ফেললেন। একটু বাদেই লেফট উইং বরাবর আবার অনুরূপ দৌড় তাঁর। এবার আর তাঁর পক্ষে গোল করা হল না। এক কোরীয় ডিফেণ্ডার এমনভাবে তাঁকে ট্যাক্‌ল করলেন যে, তিনি পড়ে গেলেন। পেনাল্টি সীমানার মধ্যে ফাউল। সুতরাং···। এই পেনাল্টি থেকে তিনিই ৪-৩ করলেন। পঞ্চম গোলটি কর্ণার-কিক্ থেকে অগাস্টো কর্তৃক। কোরীয়রা ৩-০ গোল এগিয়ে থেকেও এমনভাবে হারবে, কারুরই এমন ধারণা ছিল না। কোরীয়রা হারলেও তারা বিশ্ব কাপ ফুটবলে রীতিমত কীর্তি রেখে গেল। তাদের অসীম সাহস, তাদের প্রতিভা ও স্বার্থত্যাগ সকলকে চমৎকৃত করল।

## সেমিফাইনাল

সেমিফাইনাল দুটির একটি হল এভার্টনে, অন্যটি ওয়েম্বলিতে; এভার্টনে খেলল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডের

বিরুদ্ধে পোর্তুগাল। প্রথম ম্যাচটি হল একদিন আগে এবং ফুটবলের চরম পরাকাষ্ঠা দেখা গেল এভার্টনে। কিন্তু ওয়েমব্লিতে হল প্রকৃত ফুটবল।

পশ্চিম জার্মানী : সোভিয়েত ইউনিয়ন—জার্মান ও সোভিয়েত উভয় দলই উগ্র মেজাজের ফুটবল প্রদর্শনীর আয়োজন করে। ফলে ম্যাচটিও বিরক্তিকর হতে থাকে ক্ষণে ক্ষণে। উপরন্তু ওদের ঠাণ্ডা করতে সিসিলীয় রেফারি কনসেটো লো বেলোকে তেমন কঠোর হতে দেখা যায়নি। সাবো বারে বারে নিবুদ্ধিতার পরিচয় দেন বেকেনবাউয়েরকে ফাউল করে। কিন্তু ফল হয় উল্টো, খোঁড়াতে থাকেন নিজেই। গোলরক্ষণে অপূর্ব দৃঢ়তা ও কুশলতা দেখালেন লেভ ইয়াচিন। স্মরণীয় ফুটবল খেললেন তিনি। অথচ দলের ম্যানেজার মোরোজো সোভিয়েতের পরাজয়ের জন্য ইয়াচিনকেই দায়ী করেন।

বিরতির এক মিনিট আগে সোভিয়েত খুব খারাপ খেলে। এই সময় স্নেলিঞ্জারের দুর্ধর্ষ ট্যাক্‌লে চিসলেঙ্কো আঘাত পেলেন। জার্মানীর লেফট ব্যাক চমৎকার ক্রসপাস দিলেন হলারকে। হলার দ্রুত ছুটে ১-০ করলেন। চিসলেঙ্কো আহত, খোঁড়া, তবুও তাঁকে খেলতে ডাকা হল। তিনি মোটেই খেলতে পারছিলেন না। বল পেয়ে হেল্ডের কাছে জমা দিলেন। কিন্তু ব্যথা ও হতাশায় অখেলোয়াড়োচিত আচরণ করলেন। হেল্ডেকে মারলেন লাথি। লো বেলো তৎক্ষণাৎ তাঁকে বহিষ্কৃত করেন। আগে বাইরে যান সাবো, এবার চিসলেঙ্কো। অর্থাৎ সোভিয়েতরা এখন ন' জনকে নিয়ে খেলছে।

কিন্তু এই ন' জনকেও জার্মানরা অত্যন্ত সমীহ করতে লাগল। তারা বেশ সতর্কতার সঙ্গে খেলছে। জার্মানরা আর একটি গোল দিতে সক্ষম হল। এটির কৃতিত্ব বেকেনবাউয়েরের। দারুণ বাঁ পায়ের শটে তিনি সোভিয়েতের রক্ষণ প্রাচীর ভেঙে দেন। ন'জন হলে কী হবে ভরোনিন ও খুসাইনভ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গেই যুঝতে থাকেন। উভয়ের কুশলতার সম্মিলিত ফলে ২-১ হয়। জার্মান গোলরক্ষক টিল্কেয়োস্কি শূন্যের বল ধরায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কিন্তু সমাপ্তির কয়েক মিনিট আগে তাঁর হাত থেকে একটি বল পড়ে যায়, পোর্কুজান তৎক্ষণাৎ ২-১ করতে ব্যর্থ হননি।

ইংল্যান্ড : পোর্তুগাল—জার্মানী ও সোভিয়েত দলের মতই ফল হল অপর সেমিফাইনালে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জয় বেশ গৌরবের। খেলা শেষে হাজার হাজার দর্শক সমস্বরে উল্লম্ফন করতে থাকেন—'আমরাই কাপ জিতব, আমরাই কাপ জিতব, আমরাই কাপ জিতব' বলে।

কোয়ার্টার ফাইনালে রামসে বলেছিলেন, 'আমরা জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ফুটবল খেলতে চাই না।' সেমিফাইনালে পোর্তুগাল দেখাল, তারা ওই দলে পড়ে না। ইংল্যাণ্ডও চমৎকার ফুটবল খেলল। ফিফাও এদিকে নির্দেশ পাঠিয়েছে, 'রামসে, তোমার উক্তি প্রত্যাহার কর।' তিনি ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু দুঃখের কথা, আর্জেন্টিনীয়রা তাদের আচরণের জন্য ক্ষমা চায়নি।

পোর্তুগীজরা পেলেকে মেরে মেরে বাইরে পাঠিয়েছিল, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে দেবদূতের মত আচরণ করল। শুধু কি তাই? দিনের মধ্যমণি ববি চার্লটন যখন দ্বিতীয় গোলটি করেন, পোর্তুগীজ খেলোয়াড়রা তখন তাঁর সঙ্গে করমর্দনও করলেন।

এই খেলায় ইংল্যাণ্ডের জয় সম্পর্কে কোনোরকম দ্বিধা থাকতে পারে না! তবুও জয় তাদের হাত থেকে এড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না। প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা ইউসেবিওকে সারাক্ষণ ইংল্যাণ্ডের স্টাইলস পাহারা দিয়ে রাখেন। তাঁর পক্ষে তাই গোল দেওয়া এদিন সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

ববি চার্লটন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে এতদিন যত ম্যাচ খেলেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটিই শ্রেষ্ঠ। কেবল অন্যকে যোগান নয়, যেমন দৌড়, তেমনি তাঁর শুটিং। আধঘন্টা পরে যখন রে উইলসন অত্যন্ত বুদ্ধিবত্তার দ্বারা হাণ্টকে পাস দেন, তখন পেরিরাই সে শট আটকাতে পারতেন। কিন্তু চার্লটন ঠান্ডা মাথায় সেটিকে গোলে ঠেলে দেন। বিরতির আগে ইংল্যান্ড আর একবার সুযোগ পায়। চার্লটন তখন জ্যাটোপেক বা জাগালোর মূর্তিতে। ফল ১-০ রইল। তবে তারা একাধিক সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

বিরতির মিনিট ১৫ পরে পোর্তুগালের দুর্ধর্ষ ফরওয়ার্ড লাইন চাপ সৃষ্টি করে। ইংল্যাণ্ডের ডিফেন্সে মুর, জ্যাকি চার্লটন ও দুর্ভেদ্য গর্ডন ব্যাঙ্কস এবং সর্বোপরি স্টাইলস। সুতরাং সহজে প্রবেশ কি সম্ভব?

ইংল্যাণ্ডকে দাবানো গেল না। সমাপ্তির ১১ মিনিট আগে তারা আবার গোল দিল। হার্স্ট অদম্য শক্তিদ্বারা কার্লসকে কাটিয়ে গোলের ডানদিকে এগিয়ে আবার বল টেনে নিলেন। এবার ববি চার্লটনের ডান পায়ের জোরালো শটে পোর্তুগালকে ২-০ গোলে পিছিয়ে দিল।

তবুও তারা দমল না। অক্লান্ত কলুনা আত্মবিশ্বাস ও শক্তিতে ভর দিয়ে এগিয়ে চললেন। ডানদিকে ধাবমান বল সিমোস ধরে নিয়ে টোরেসকে দিলেন। টোরেস সেটি হেড করে ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করলেন, এমনি সময়ে চার্লটন বলে ঘুষি মারলেন। পেনাল্টি থেকে ইউসেবিও একটি গোল শোধ দিলেন (২-১)।

এবার পোর্তুগীজরা আক্রমণ অব্যাহত রাখল। কিন্তু একা স্টাইলসের জমি আগলানোই সব আক্রমণ ব্যাহত করে। ববি চার্লটন আর একবার পোর্তুগালের গোলরক্ষক পেরিরাকে বাঁ পায়ে পরাস্ত করতে প্রয়াসী হন, কিন্তু তা সফল হয়নি। কলুনার ডান পায়ের জোরালো শটও ব্যাঙ্কসকে ধরতে হয়। এর পরেই রেফারি সমাপ্তির বাঁশি বাজালেন। ইংল্যাণ্ড পেঁছে গেল ফাইনালে।

## ফাইনাল

**ইংল্যান্ড ঃ পশ্চিম জার্মানী**—ইংল্যাণ্ড ফাইনালে পেঁছল গ্রিভস ছাড়াই। এবার প্রশ্ন জাগল—ফাইনালে কি তিনি খেলবেন? গ্রিভসের কাছে এই ম্যাচে খেলা নিঃসন্দেহে বহু-আকাঙ্ক্ষিত। তাঁর হৃদয়ও উদ্বেলিত। গত ক'টি ম্যাচে গ্রিভসের

বদলে নামানো হয়েছিল হার্স্টকে। তিনি খেলেনও চমৎকার। অর্থাৎ গ্রিভস দলে এলে হার্স্টেরই বাদ পড়ার কথা। আর নাম ওঠে রজার হান্টের। হান্ট পরিশ্রমী, কিন্তু মাঝারি ধরনের খেলোয়াড়। নিজের দিকে নজর না রেখে গোটা দলের স্বার্থ দেখেন তিনি। বল নিয়ে চমৎকার ছুটতে পারেন। তাঁর 'ফিনিশ'ও উত্তম। কিন্তু তাঁকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ফরওয়ার্ডের স্বীকৃতি দিতে অনেকেই কুণ্ঠিত।

জার্মানদের সমস্যা দেখা দিল গোলরক্ষক ও লেফট আউটকে ঘিরে। কেননা, ওরা টিল্কেয়োস্কির রক্ষণ নিয়ে খুশি ছিল না। সর্বোপরি সোভিয়েতের সঙ্গে খেলার দিনে তিনি কাঁধে আঘাত পেয়েছিলেন। ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন চেয়েছিলেন বেয়ার্ণ মিউনিখের গোলরক্ষক শেপ মেয়ার খেলুক। কিন্তু মেয়ারও আহত ছিলেন।

লেফট আউট তথা বান্ডেস্লিগার সবচেয়ে সফল স্কোরার, লম্বাটে লোথার এমারিশকে ঘিরেও সমস্যা। সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাঁ পায়ে তাঁর তীব্র শটের গোল ভোলার নয়। এমারিশকে বাদ দিলে জার্মানকে হারতে হবে—শ্যোন বাধ্য হয়ে তাঁকে দলে রাখলেন।

ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার আলফ রামসে রোহামটনে ব্যাংক অফ ইংল্যাণ্ডের মাঠে প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করলেন, ইংল্যাণ্ড এবার বিশ্ব কাপ জিতছে এবং হান্ট খেলবে।

ওদিকে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় পোর্তুগাল আর একটি পেনাল্টি পেল এবং ইউসেবিও তা কাজে লাগালেন। তারা ২-১ গোলে সোভিয়েতকে পরাস্ত করল।

বিশ্ব কাপের বিজয়মাল্য এবার ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে। সমালোচকরা বললেন ঃ ইংল্যাণ্ড যদি হারে পশ্চিম জার্মানীর কাছে, তবে ইতিহাস নতুন ধারায় বইবে। ৬৫ বছর পরে জার্মানীর নিকট পরাজয় ঘটবে ইংল্যাণ্ডের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০১ সালে আপেশাদার ফুটবলে দুই দেশের যে প্রথম দেখা হয়েছিল টটেনহামে, তারপর থেকে ইংল্যাণ্ড কখনও হারেনি। টটেনহামের প্রথম খেলাতেই ইংল্যান্ডের জয় হয়েছিল ১২-০ গোলে।

জার্মানরা ফাইনালের আগে অনেকটা আত্মগোপন করে রইল ওয়েলউইন গার্ডেন সিটিতে। ইংল্যান্ডকে পরাস্ত করার নানা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ওরা সলা পরামর্শ করছিল। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ঠান্ডা মাথায় অনুশীলনেরও প্রয়োজন ছিল। অন্যত্র খেলা হলে শ্যোন সম্ভবত এত ভাবতেন না। তিনি বেকেনবাউয়েরকে সব সময় ববি চার্লটনের পিছনে পাহারার কাজে নিযুক্ত করতেন না। জার্মানরা এবারও কাটানাকিও পদ্ধতির ইতর-বিশেষ করেই স্বাস্থ্যবান বিলি শুলজকে সুইপার, ওয়েবেরকে সেন্টার ব্যাক, হলার ও ওভারাথকে মিড-ফিল্ড এবং সামনের সারিতে রাখল হল জিলার, এমারিশ ও হেল্ড-কে।

রামসের মনে অন্য ফন্দী। তিনি ঠিক করলেন স্নেলিঙ্গারের মন্থর গতির সুযোগ

গ্রহণ করতে হবে মাঝমাঠে অ্যালান বলকে পাঠিয়ে। উইং-এ এইভাবে সুযোগ নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। আর বল তো স্নেলিঞ্জারকে কাটিয়ে এগোবারও ক্ষমতা রাখেন।

তবে ইংল্যান্ডের সূচনাটা মোটেই সন্তোষজনক হল না। তখনও ১৩ মিনিট খেলা হয়নি—রে উইলসন বোকার মত হেল্ডের লেফট-উইং ক্রস হলারের পায়ে পেঁছে দিলেন। হলার ছিলেন ইংল্যান্ডেরই গোলের কাছাকাছি। তিনি বলটি ধরে সামান্য নিচু করে সজোরে মারলেন। বল ব্যাঙ্কসকে অতিক্রম করে বাঁ কোণ দিয়ে গোলে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামে উড়ল পতাকা, উঁচু হয়ে দাঁড়াল পশ্চিম জার্মানীর ব্যানারগুলি।

০-১ গোলে পিছিয়ে থাকলেও ইংল্যান্ডের মানসিকতায় দুর্বলতা প্রবেশ করেনি। ছয় মিনিট না কাটতেই তারা ১-১ করল। টিল্কেয়োস্কি ইংল্যান্ডের ক্রস-গুলি দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া হাস্টের সঙ্গে ধাকার পর তাঁর চিকিৎসারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বাস্থ্যবান হলে কী হবে, তাঁকে বেশ চঞ্চল মনে হল, গোল-লাইনের উপর দাঁড়ান টিল্কেয়োস্কি অত অস্থির হবেন, ভাবাই যায় না।

ওভারাথ যখন ববি মুরকে ফাউল করলেন, বাঁ পায়ে দীর্ঘ ওই শটটি এমন নিখুঁতভাবে মারলেন যে, জার্মান রক্ষণভাগ ত্রস্ত হয়ে পড়ল। হার্স্ট দ্রুত ছুটে ওই বলে মাথা ঠেকিয়ে দিতে টিল্কেয়োস্কি পরাস্ত হলেন। কারণও ছিল, টিল্কেয়োস্কি যে তখন সতীর্থের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত।

খেলার মেজাজ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরেছে। কে জিতবে, কেউ আঁচ করতে পারছেন না। উভয় দলের জন্যই যেন বিশ্ব কাপের জয়মাল্য প্রস্তুত। যদিও বেকেনবাউয়েরের মাঝমাঠে পেঁছে ওভারাথের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা সীমিত, তবুও তাঁরা শুধু প্রতিপক্ষকে বাধা দিয়েই ক্ষান্ত রইলেন না। হেল্ড যেমন দ্রুত বাঁদিকে ধেয়ে যান, তেমনি ডাইনে জিলার রন্ধ্র তৈরী করেন, হলার থাকেন স্ট্রাইকারের সামান্য পেছনে। ক্ষণে ক্ষণে তাঁরা খেলার ধারা বদল করছিলেন, আর তা ইংল্যান্ডের কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠছিল। জার্মানীকে এদিন সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মনে হচ্ছিল। সোভিয়েতের সঙ্গে যে জার্মানী খেলেছিল, তার তুলনায় আজকের জার্মানীকে অনেক অনেক ফারাক ও উন্নত মনে হল।

টিল্কেয়োস্কির দুর্বলতা আবার দৃষ্ট হল হার্স্টের সহজ হেড যখন তিনি ঠেকাতে অক্ষম হন। জার্মানী এরপর উপর্যুপরি দুটি সুযোগ পায়। ইংল্যান্ডের গোললাইনে হেল্ডকে দারুণভাবে ট্যাকল করলেন জ্যাকি চার্লটন। হেল্ড কর্ণার করলেন। কিন্তু ওভারাথের হেডটি জোরালো না হওয়ায় ব্যাঙ্কস সহজে বলটি আটকালেন। কাছেই ছিলেন এমারিশ, তিনি বার দুয়েক গোলে শট করলেন। ব্যাঙ্কস তা ঠেকাতে ভুল করেননি। আসলে তাঁর মন তো বিক্ষিপ্ত ছিল না।

বিরতির তিন মিনিট আগে হঠাৎ হান্ট ও গ্রিভস প্রসঙ্গ প্রবলভাবে উদিত হল। উইলসন আবার একটি চমৎকার ক্রসপাস দিলেন। হার্স্ট জার্মান রক্ষণভাগকে অত্যন্ত

অবহেলা করে বাঁদিকের পোস্টের কাছে অপেক্ষমান হার্স্টের কাছে বল বাড়ালেন। গ্রিভস থাকলে সুযোগ কিছুতেই কাজে লাগাতে পারতেন না। কিন্তু হার্স্টের বাঁ পা তো পা নয়—'সুইঙ্গার'। টিলকেয়োস্কি ওই বল ধরতে দু হাত তুললেন প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুরও হল। বল তাঁর গায়ে লেগে ফিরে গেল। ওই সময় হিলারের সুযোগ আসে ব্যাঙ্কসকে পরাস্তের। কিন্তু বিরতির আগে আর কোনো অঘটন ঘটেনি, ১-১ রইল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হল। ইংল্যান্ডের অ্যালান বল দুবার দারুণ বল কন্ট্রোল দেখালেন। প্রথমার্ধে তো স্নেলিঙ্গারকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর কিছু পরে ম্যাচ ঝিমিয়ে পড়ে। কেউ কোনো সুযোগ পেল না, তৈরিও করল না তেমন কিছু। দুটি দলের ডিফেন্স যেন মাপ-জোক করছিল, কীভাবে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করবে। সুযোগ বেশি পাওয়ার কথা ইংল্যান্ডেরই। কারণ ববি চার্লটনের দৌড়ের গতি অব্যাহত রয়েছে। তবে লেফট-উইং-এ ভয় ছিল, যদি উইলসন হল্ড্র বন্ধ করতে না পারেন!

সমাপ্তির বাকি মাত্র সাড়ে বারো মিনিট। ইংল্যান্ড ঘুম ভাঙালো ওয়েমব্লির। লেফট-উইং কর্ণার থেকে বল আসতেই টিলকেয়োস্কি ধরলেন, কিন্তু ছুঁড়লেন আস্তে আস্তে। হার্স্ট তাতে শট দিতেই ওয়েবেরের গায়ে লেগে আচমকা শূন্যে উঠল। ওই বল মাটিতে পড়ার আগেই পিটার্স শট দিয়ে ২-১ গোলে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দিলেন।

পিটার্সকে অভিনন্দন জানিয়ে স্টাইলস ও উইলসন টাচ লাইনে চলে এলেন। আনন্দে স্বভাবতই ওরা উদ্বেল। চোখগুলো চকচক করছে। সমাপ্তির চার মিনিট আগে ইংল্যান্ড আবার সুযোগ পেল। জার্মানরাও আপ্রাণ লড়ছে ড্র করার জন্য। এরই মাঝে বলের থ্রু পাস পেঁছিল হার্স্টের কাছে। তাঁর ডাইনে তখন শুধু ববি চার্লটন নন, রয়েছেন জিওফ হার্স্টেও। আর টিলকেয়োস্কির সামনে শুধু শুলৎজ। অর্থাৎ অবস্থা ৩ ঃ ১। অতএব গোল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হার্স্ট এই ম্যাচে দ্বিতীয়বার মারাত্মক ভুল করলেন। তিনি অপেক্ষা না করে দ্রুত পাস দিলেন চার্লটনকে। ততক্ষণে শুলৎজ সামনে এসে গেছেন। চার্লটনও ইতস্ততঃ বল মারলেন উঁচুতে এবং তা ক্রসবারে লাগে।

এই ভুলের জন্য ইংল্যান্ডকে অনেক মাশুল গুনতে হল! খেলার বাকি এক মিনিটও নেই। হেল্ড ছিলেন চার্লটনের পিছনে। কিন্তু সুইস রেফারি হের ডিয়েন্সের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি চার্লটনের বিরুদ্ধে ফাউলের বাঁশি বাজালেন। পেনাল্টি সীমানার ঠিক বাইরে জার্মানী ফ্রি-কিক্ পেল। এমারিশ কিক্ করলেন। তাঁর বাঁ পায়ের তীব্র শট স্নেলিঙ্গারের পিছনে লেগে গোল মুখে হেল্ডর কাছে পেঁছিল। হেল্ড বলটি বাড়ালেন ওয়েবেরকে। তিনি ২-২ করলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত। লেখা ড্র। অতএব অতিরিক্ত সময় খেলতে হবে।

নাটকের পর নাটক। গ্যালারিতে উত্তেজনাও বেড়ে চলেছে। খেলোয়াড় রাঘাসের

উপর শুয়ে ঘাস ছিঁড়ছে। রামসে উজ্জ্বল নীল ট্রাক-শুট পরে মাঠে ঢুকে ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের বললেন ঃ তোমরা একবার বিশ্ব কাপ জিতেছ। এবার দ্বিতীয়বার জিততে হবে। তিনি জার্মান খেলোয়াড়দের দেখিয়ে বললেন ঃ ওই দেখ, ওরা চিন্তিত, ওরা নিঃশেষিত।

ইংল্যাণ্ডেরও অ্যালান বলকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু ৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে রাইট-উইং-এ তিনি থরহরি আনলেন। দেখাতে লাগলেন যাদুর পর যাদু। মন্থর গতির স্নেলিঞ্জারকে কাটিয়ে জোরালো শট মারলেন। ভাগ্যিস বারের উপর দিয়ে গেল, তা না হলে টিল্কেয়োস্কির সাধ্য ছিল না আটকানোর।

খেলা ইংল্যাণ্ডের অনুকূলে চলে এসেছে। জ্যাকি চার্লটন একটু এগিয়ে সহোদর ববিকে বল দিলেন। তাঁর বাঁ পায়ের বিদ্যুৎগতির শট আশ্চর্যরকমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরলেন টিল্কেয়োস্কি। খেলার ১০০ মিনিট অতিক্রান্ত। স্টাইলসের লং পাস পেঁছিল বলের কাছে। অ্যালান বল এই পাস সম্পর্কে পরে জানান, আমার ধারণা ছিল ওই পাস আমি ধরতেই পারব না। তখন বলেছিলাম বল দেখে—না, আমি পারব না, ধরতে পারব না ওই বল। আর ভাবলাম, এবার আমাকে শেষ করে ফেলবে ইংল্যাণ্ডের সমর্থকরা। তাছাড়া এর আগেই তিনি দুবার দারুণ দুটি সুযোগ নষ্ট করেছেন।

অ্যালান বল এবার বল ধরে স্নেলিঞ্জারকে সহজে কাটালেন। জার্মানীর গোলের কাছাকাছি ছিলেন জিওফ হার্স্ট, ডান পায়ে মারা তাঁর জোরালো শট আটকাবার কোনো সুযোগই ছিল না টিল্কেয়োস্কির। বারের নিচের দিকে বল লেগে মাটিতে পড়ল। কাছে দাঁড়ানো রজার হান্ট দু বাহু তুলে নাচতে লাগলেন আনন্দে। তিনি নিশ্চিত যে, বল গোললাইন অতিক্রম করেছে।

কিন্তু সত্যিই এটি গোল কিনা তা নিয়ে আজও তর্কের অবসান হয়নি। বিভিন্ন মোশানের যে ফিল্ম তোলা হয়েছিল তাতে কিন্তু গোল বলে মনে হয়নি। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে তোলা ছবি দেখিয়ে জার্মানরা আজও জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইজ ইট এ গোল ?

সুইস রেফারি হের ডিয়েন্স কিন্তু এই গোল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেননি সঙ্গে সঙ্গে। জার্মান খেলোয়াড়রা প্রবলভাবে প্রতিবাদ করতে থাকেন—না, গোল হয়নি। রেফারি এগিয়ে গেলেন ডাইনের টাচ লাইনের দিকে সোভিয়েট লাইন্সম্যান বাখরামোভের সঙ্গে আলোচনার জন্য। রুপোলী চুলের লম্বা চওড়া চেহারার এই সোভিয়েত নাগরিক হাতের পতাকা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নাড়িয়ে সংকেত দিয়ে বল সেণ্টার-স্পটে নিতে বললেন। ইংল্যাণ্ডের সমর্থকরা, খেলোয়াড়রা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। মুহূর্তে মধ্যে সমগ্র ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের চেহারা পাল্টে গেল। রজার হাণ্টের গোলের দাবিই বহাল রইল। ইংল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপ জয়ের পথ অনেকটা পরিষ্কার।

এর পরেও জার্মানরা একবার সংঘবদ্ধ আক্রমণ চালায়। আবার তাদের

ডিফেন্সও একবার ছত্রখানও হল। শেষ মুহূর্তে মুরের লং পাসে হার্স্ট অদ্ভুত সংযোগ স্থাপন করে বল পাঠালেন জার্মানীর গোলে। এবার ভুল হয়নি। জালে প্রবেশের আগেই ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা বালখিল্যের মত ডিগবাজি খেলেন। হার্স্টের বাঁ পায়ের তীব্র শট টিল্কেয়োস্কি ধরতে পারলেন না। বিশ্ব কাপ ফাইনালে হার্স্টই প্রথম খেলোয়াড়, যিনি তিনটি গোল দিলেন।

বিশ্ব কাপ অবশেষে সেই দেশ পেল, যেখানে ফুটবলের সূচনা হয়েছিল।

গ্রুপ—১

ইংল্যান্ড—০ : উরুগুয়ে—০

ফ্রান্স—১ : মেক্সিকো—১
(হাসার) (বোর্জা)

বিরতি ০—০

উরুগুয়ে—২ : ফ্রান্স—১
(রোশা, কর্টেস) (দ্য বরগোইঙ্গ-পেনাল্টি)

বিরতি ২—১

ইংল্যান্ড—২ : মেক্সিকো—০
(চার্লটন, হার্ণ্ট)

বিরতি ১—০

উরুগুয়ে—০ : মেক্সিকো—০

ইংল্যান্ড—২ : ফ্রান্স—০
(হার্ণ্ট)

বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইংল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ০ | ৫ |
| উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ২ | ০ | ২ | ১ | ৪ |
| মেক্সিকো | ৩ | ০ | ২ | ১ | ১ | ৩ | ২ |
| ফ্রান্স | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১ |

গ্রুপ—২

পশ্চিম জার্মানী—৫ : সুইজারল্যান্ড—০
(হেল্ড, হলার ২-১ পেনাল্টি,
বেকেনবাউয়ের-২)

বিরতি ৩—০

আর্জেণ্টিনা—২ : স্পেন—১
( আর্টাইম ) ( পিরি )

বিরতি ০—০

স্পেন—২ : সুইজারল্যান্ড—১
( সানচিস, আমানিকো ) ( কোয়েনটিন )

বিরতি ০—১

আর্জেণ্টিনা—০ : পশ্চিম জার্মানী—০

আর্জেণ্টিনা—২ : সুইজারল্যান্ড—০
( আর্টাইম, পনেগা )

বিরতি ০—০

পশ্চিম জার্মানী—২ : স্পেন—১
( এমারিশ, জিলার ) ( ফাস্টে )

বিরতি ১—১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ১ | ৫ |
| আর্জেণ্টিনা | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| স্পেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | ২ |
| সুইজারল্যান্ড | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৯ | ০ |

গ্রুপ—৩

ব্রাজিল—২ : বালগেরিয়া—০
( পেলে, গ্যারিঞ্চা )

বিরতি ১—০

পোর্তুগাল—৩ : হাঙ্গেরি—১
( অগাস্টো, টোরেস ২ ) ( বেনে )

বিরতি ১—০

হাঙ্গেরি—৩ : ব্রাজিল—১
( বেনে, ফারকাস, মেজলি-পেনাল্টি ) ( টোস্টাও )

বিরতি ১—১

পোর্তুগাল—৩ : বালগেরিয়া—০
( ভুতজব-আত্মঘাতী, ইউসেবিও, টোরেস )

বিরতি ২—০

পোর্তুগাল—৩ : ব্রাজিল—১
( সিমোস, ইউসেবিও ২ ) ( রিল্ডো )
বিরতি ২—০

হাঙ্গেরি—৩ : বালগেরিয়া—১
( ডেভিডভ-আত্মঘাতী, মেজলি, বেনে ) ( অ্যাসপারুকোভ )
বিরতি ২—১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোর্তুগাল | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৯ | ২ | ৬ |
| হাঙ্গেরি | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | ৪ |
| ব্রাজিল | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৬ | ২ |
| বালগেরিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ৮ | ০ |

গ্রুপ—৪

সোভিয়েত ইউনিয়ন—৩ : উত্তর কোরিয়া—১
( মালাফিভ ২, বানিসেভ্স্কি )
বিরতি ২—০

ইতালি—২ : চিলি—১
( মাজলা, ব্যারিসন )
বিরতি ১—০

চিলি—১ : উত্তর কোরিয়া—১
( মারকস-পেনাল্টি ) ( পাক স্যুং জিন )
বিরতি ১—০

সোভিয়েত ইউনিয়ন—১ : ইতালি—০
( চিসলেঙ্কো )
বিরতি ০—০

উত্তর কোরিয়া—১ : ইতালি—০
( পাক ডু ইক )
বিরতি ১—০

সোভিয়েত ইউনিয়ন—২ : চিলি—১
( পোর্কুজান ) ( মারকস )
বিরতি ১—১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ১ | ৬ |
| উত্তর কোরিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৩ |
| ইতালি | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ২ | ২ |
| চিলি | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ১ |

## কোয়ার্টার ফাইনাল

**ওয়েম্বলিতে**

**ইংল্যান্ড—১** (হার্স্ট) : **আর্জেন্টিনা—০**

বিরতি ০—০

ব্যাঙ্কস ; কোহেন, উইলসন ; স্টাইলস, জে চার্লটন, মুর ; বল, হার্স্ট, আর চার্লটন, হান্ট, পিটার্স।

রোমা ; ফেরেরিও, পারফুমো, আলব্রেশ্‌ট, মার্জোলিনি ; গঞ্জালেজ, র্যাটিন, ওনেসা ; সোলারি, আর্টাইম, মাস।

**শেফিল্ড-এ**

**পশ্চিম জার্মানী—৪** (হেল্ড, বেকেনবাউয়ের, জিলার, হলার) : **উরুগুয়ে—০**

বিরতি ১—০

টিল্কেয়োস্কি ; হজেস, ওয়েবের, শুল্‌জ, শ্নেলিঙ্গার ; বেকেনবাউয়ের, হলার, ওভারাথ ; জিলার, হেল্ড, এমারিশ।

মাজুরকিউইজ ; ট্রোশে, উবিনাস, গনকালভেস, মানিসেরা, কেটানো ; সালভা, রোশা ; সিলভা, কর্টেস, পেরেজ।

**এভারটন-এ**

**পোর্তুগাল—৫** (ইউসেবিও ৪—পেনাল্টি, অগাস্টো) : **উত্তর কোরিয়া—৩** (পাক স্যুং জিন, ইয়ং স্যুং কুক, লি ডং য়ুন)

বিরতি ২—৩

জোসে পেরিরা ; মোরাইস, ব্যাপটিস্টা, ভিসেণ্টে, হিলারিও ; গ্রাকা, কলুনা ; জোসে অগাস্টো, ইউসেবিও, টোরেস, সিমোন।

লি চান মুয়াং ; রিম য়ুং সাম, সিন য়ুং কু, হা যুং ওন, ও য়ুন কুং ; পাক স্যুং জিন, জন স্যুং হুই ; হান বং জিন, পাক ডু ইক, লি ডং য়ুং, ইয়াং সাং কুক।

**সান্ডারল্যান্ড-এ**

**সোভিয়েত ইউনিয়ন—২** (চিসলেঙ্কো, পোর্কুজান) : **হাঙ্গেরি—১** (বেনে)

বিরতি ১—০

লেভ ইয়াচিন ; পোনোমারেভ, চেস্টারনিজেভ ; ভরোনিন, ডানিলভ ; সাবো, খুসাইনভ, চিসলেঙ্কো, বানিসেভস্কি, মালাফিভ, পোর্কুজান।

গেলি ; মাত্রাই, ক্যাপোজটা, মের্জালি, সিপস, জেপেসি ; নেগি, অ্যালবার্ট, রাকোশি ; বেনে, ফারকাস।

## সেমিফাইনাল

এভারটন-এ

পশ্চিম জার্মানী—২ : সোভিয়েত ইউনিয়ন—১
( হলার, বেকেনবাউয়ের ) ( পোর্কুজান )

বিরতি ১—০

টিল্কেয়োস্কি ; হজেস, ওয়েবের, সুল্জ, স্নেলিঞ্জার ; বেকেনবাউয়ের, হলার, ওভারাথ ; জিলার, হেল্ড, এমারিশ।

লেভ ইয়াচিন ; পোনোমারেভ, চেস্টারনিজেভ ; ভরোনিন, ডানিলভ ; সাবো, খুসাইনভ, চিসলেঙ্কো, বানিসেভস্কি, মালাফিভ, পোর্কুজান।

ওয়েমব্লি-তে

ইংল্যান্ড—২ : পোর্তুগাল—১
( আর চার্লটন ) ( ইউসেবিও-পেনাল্টি )

বিরতি ১—০

ব্যাঙ্কস ; কোহেন, উইলসন ; স্টাইলস, জে চার্লটন, মুর ; বল, হার্স্ট, আর চার্লটন, হান্ট, পিটার্স।

জোসে পেরিরা ; ফেস্টা, ব্যাপটিস্টা, জোসে কার্লস হিলারিও ; গ্রাকা, কলুনা, জোসে অগাস্টো ; ইউসেবিও, টোরেস, সিমোস।

## তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

ওয়েমব্লি-তে

পোর্তুগাল—২ : সোভিয়েত ইউনিয়ন—১
( ইউসেবিও-পেনাল্টি, টোরেস ) ( মালাফিভ )

বিরতি ১—১

জোসে পেরিরা ; ফেস্টা, ব্যাপটিস্টা, জোসে কার্লস, হিলারিও ; গ্রাকা, কলুনা, জোসে অগাস্টো, ইউসেবিও, টোরেস, সিমোস।

লেভ ইয়াসিন ; পোনোমারেভ, খুর্তসিলাভা, কর্নিভ, ডানিলভ ; ভরোনিন, সিসিনাভা ; মেত্রেভেলি, মালাফিভ, বানিসেভস্কি, সেরেব্রিয়ানিকভ।

ফাইনাল ( ওয়েম্বলি ৩০ জুলাই, দর্শক—৯৩ হাজার )

ইংল্যান্ড—৪ : পশ্চিম জার্মানী—২
( হার্স্ট ৩, পিটার্স ) ( হলার, ওয়েবের )
( অতিরিক্ত সময়ের পরে )

বিরতি ১—১

ব্যাঙ্কস, কোহেন, উইলসন, স্টাইলস, জে চার্লটন, মুর ; বল, হার্স্ট, হাণ্ট, আর চার্লটন, পিটার্স।

টিল্কেকয়োস্কি ; হজেস, শুলজ, ওয়েবের, স্নেলিঞ্জার ; হলার, বেকেনবাউয়ের ; ওভারাথ, জিলার, হেল্ড, এমারিশ।
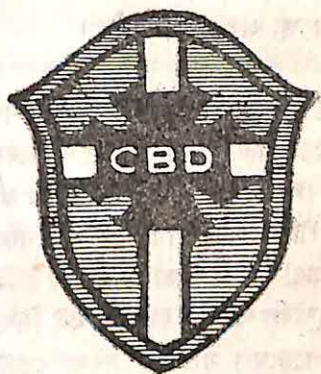
# মেক্সিকো

## ১৯৭০

বিজয়ী ব্রাজিলের ব্যাজ

১৯৭০-এর- বিশ্ব কাপ ফুটবল কেন মেক্সিকোয় হল—তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। তবে মেক্সিকোয় ব্রাজিলের জয় বিশ্ব কাপ ফুটবল ইতিহাসে নিঃসন্দেহে গৌরবের। ১৯৩০ থেকে ১৯৭০—এই দীর্ঘ ৪০ বছরে এমন সাফল্য কারুর ভাগ্য ঘটেনি। তিনবার বিশ্ব কাপ জয়ের সুবাদে তারা সোনার তৈরি জুল রিমে কাপ চিরতরের জন্য পেল।

১৯৭০-এ বিশ্ব কাপ ফুটবলের দু বছর আগে ১৯৬৮-তে ওলিম্পিকসের সময় দেখেছি মেক্সিকোর প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফুট উচ্চতা বহু দেশের খেলোয়াড়দের সমস্যায় ফেলেছে। ১৯৭০-এ বিশ্ব কাপ ফুটবলের সময়ও তাপ ও উচ্চতার পরিপ্রেক্ষিতেই কঠোর সমালোচনা হল স্থান নির্বাচনের। আশঙ্কা হল—ফুটবলের শুরু থেকে কোনো হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে! ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বললেন ঃ ওখানে হবে নেগেটিভ ফুটবল। কিন্তু বিজয়ী ব্রাজিল সব আশঙ্কা, সব নেতিবাচক ধারণা নস্যাৎ করে প্রতিটি ম্যাচে যে উদ্দামতা দেখাল তাতে সকলেই বিস্মিত। নানা প্রতিকূল পরিবেশেও ব্রাজিল যে খেলা খেলল, তা বিশ্বের অ্যাটাকিং ফুটবলের দিগ্‌দর্শক বৈ নয়। আর ফাইনালে? অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্রাজিলের সব কৌশল ব্যর্থ করার ফন্দী এঁটেও অন্যরা সুবিধা করতে পারল না, বরং ব্রাজিলেরই কাছে ইতালি নাস্তানাবুদ হল।

আর্জেন্টিনায় নয়, তার বদলে মেক্সিকোয় বিশ্ব কাপ আয়োজনের ব্যবস্থা হয় ১৯৬৪-তে টোকিও ওলিম্পিক গেমসের সময় ফিফা কংগ্রেসে। ওলিম্পিক কমিটিও আগেই মেক্সিকো সিটিকে ঠিক করে রেখেছিলেন ১৯৬৮-র গেমসের জন্য। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির প্ররোচনাতেই নাকি গেমস ও ফুটবলের জন্য মেক্সিকোকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সহ অনেক কর্তাব্যক্তি মেক্সিকো সিটির পরিবেশ সম্পর্কে আপত্তি জানান। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সর্বাধিক আপত্তি আসে ওই ফুটবল সচিবের তরফ থেকে। মেক্সিকোর আগে সকলের পছন্দ ছিল

আর্জেণ্টিনা। কিন্তু বাধা আসে আর্জেণ্টিনা থেকেই। তখন ওখানকার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

মেক্সিকোয় যাতে বিশ্ব কাপ না হতে পারে, তাই নিয়ে কিছু কিছু ব্যর্থ ষড়-যন্ত্রও চলে। টোকিও ওলিম্পিকসে আগত এক ডেলিগেট স্বীকার করলেন, তাঁর যাতায়াত ভাড়া দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। মেক্সিকোর উদ্যোক্তারাও নিশ্চয়ই টোকিওর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন। তাঁর কানাঘুষা আলোচনা শুধু হোটেল কক্ষে বা করিডরে সীমিত রইল না। চলে গেল ফিফা সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসের কানেও। ওই কথা শুনে তিনি চিৎকার করে বললেন ঃ হয়েছে, হয়েছে। মেক্সিকোর বিশ্ব কাপ ফুটবল পাকা। ভোটেই ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে, ৫৬ ভোট পক্ষে এবং ৩২ ভোট বিপক্ষে পড়েছে! সাতজন সদস্য ভোট দানে বিরত ছিলেন। স্যার স্ট্যানলি পরিষ্কার ঘোষণা করলেন ঃ কোনো কিছু নিয়ে প্রভাব বিস্তার বরদাস্ত করা হবে না।

ফিফা-র অর্ডার পেপারে প্রস্তাব ঘোষিত হল ঃ অতঃপর কার্যকরী কমিটি কংগ্রেসের উপরই দায়িত্ব দিতে চায় বিশ্ব কাপের স্থান নির্ণয় সম্পর্কে! স্থির হল কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় সংস্থাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হবে, বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার যথাযথ ব্যবস্থা করার।

সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করা হল—বিশ্ব কাপ স্থান নির্ণয় সম্পর্কে বর্তমান বিরোধিতার। বলা হল, এই ধরনের বিরোধিতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংস্থাকে নানা অসুবিধায় পড়তে হয়। অযথা ব্যয় বেড়ে যায় ভোট আদায়ের জন্য। যে সব বন্ধু রাষ্ট্র বা জাতীয় সংস্থা আছে, যারা কোনো বিরোধিতাই পছন্দ করে না তারা বেশ অসুবিধায় পড়ে পক্ষ সমর্থন নিয়ে। কমিটি স্পষ্ট বলে দিল, বিশ্ব কাপের উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক এমন আবেদনকারী বিভিন্ন দেশের সুযোগ-সুবিধা যথার্থ বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ভোট দেন ডেলিগেটরা এবং এই ভোট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলভাবে প্রদত্ত হয়।

যাই হোক, মেক্সিকোর গ্রীষ্ম এবং ৯০ ডিগ্রির উপর তাপ বেশ কষ্টদায়ক। আরও সমস্যা সৃষ্টি করে সাত হাজার ফুটেরও অধিক উচ্চতার পুয়েবলা তলুকা, মেক্সিকো সিটি ও অন্যান্য শহর। এই সব শহরে সবচেয়ে সমস্যা হয়—অত উঁচুতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে। একে প্রচণ্ড গরম, তায় উচ্চতায় নানা সমস্যা—এর উপর মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা রূপে দেখা দিল বিশ্ব কাপ কমিটির খেলার সময় নির্ধারণ। তাঁরা আন্তর্জাতিক টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এমন চুক্তি করলেন যে, রবিবারের খেলাগুলি এবং ফাইনাল শুরু করতে হয় দুপুর বারোটায়। প্রচণ্ড গরমের জন্য ওই সব শহরে দুপুরে কেউ বাইরেই যান না, আর এঁরা দিলেন খেলা। ওই সময়ে ফুটবলের যে কোনো ম্যাচ তো বটেই, বিশ্ব কাপের মত গুরুত্ব-পূর্ণ খেলায় মাঠে নামা যে শুধু হাস্যকর নয়, বিপজ্জনকও এসব কর্তৃপক্ষের কেন বোধগম্য হয়নি বোঝা গেল না। এই প্রচণ্ড গরমে সবচেয়ে অসুবিধায় পড়ে উত্তর-ইউরোপের দেশগুলি। ১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ডকে গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলের

বিরুদ্ধে খেলতে হল ৯০ ডিগ্রি গরমে। তখন তারা গলে যাওয়ার উপক্রম। লিয়-র তাপে তো তাদের 'মৃত্যু'ই ঘটল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে এবারের বিশ্ব কাপে।

মেক্সিকোয় প্রায়শ দুপুরে খেলা হলেও এবং তা নিয়ে পত্র-পত্রিকার সমালোচনায় কর্তৃপক্ষ টললেন না। এক কর্মকর্তা কিছুতেই ধৈর্য রাখতে পারেননি শেষ অবধি। তিনি বললেন ঃ আপনারা যে গরম গরম বলে চিৎকার করছেন, কই, কেউ তো মারা যাননি! তাঁর মন্তব্যের জবাব কেউ দিতে পারেননি, প্রমাণিতও হয়নি—ওই গরম সত্যিই কোনো ফুটবলারকে ভবিষ্যতে খেলার ক্ষতি করেছে। কিন্তু এমন পরিবেশে খেলার জন্য কর্তৃপক্ষের উন্নাসিকতা, অপদার্থতাকে ফুটবলাররা ক্ষমা করতে পারেননি। ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপ ভালোয় ভালোয় শেষ হলেও সংশ্লিষ্টরা উপলব্ধি করলেন, এমনভাবে এতবড় অনুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়।

১৯৬৮-তে ওলিম্পিকসের সময় মেক্সিকোয় দেখা যায়, অধিকাংশ দেশ এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে অনেক আগে দল পাঠিয়েছে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট দেশগুলি ব্যয়ও করে বহুল পরিমাণে। চিকিৎসকরা স্বল্প সময়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো নিয়ে নানা কথা বললেও আগে এসে অনুশীলন সম্পর্কে কেউই দ্বিমত ছিলেন না। ১৯৬৮-র ওলিম্পিক ফুটবলে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা মেক্সিকো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি নিয়েই ফেরেন। এঁদের মধ্যে ইংল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইতালি ছিল। তবে স্বল্পকালীন সফরে ওঁরা অধিকাংশই তখন বেশ সমস্যাতেই কাটান। সমস্যা শুরুতে যতটা না দেখা দিয়েছিল, তার চাইতে বেশি প্রকট হয় এক সপ্তাহ কাটতেই। কিন্তু ওলিম্পিক ফুটবলে মেক্সিকো দল ফ্রান্স ও জাপানের কাছে হেরে গেল। জাপান ও ফ্রান্স দেখাল সমতল ভূমির খেলোয়াড়রা তিন সপ্তাহ বা তার বেশিদিন পাহাড়ী অঞ্চলে থেকে নিজেদের বেশ মানিয়ে নিতে পারে। ফাইনালও হয়েছিল হাঙ্গেরি ও বালগেরিয়ার মধ্যে।

## প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি

ব্রাজিল—ব্রাজিল ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপের জন্য দারুণভাবে প্রস্তুত হয়ে এল। ব্রাজিল স্পোর্টস কনফেডারেশনের সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ তাঁদের ফুটবল দলকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন ঃ তোমাদের যা প্রয়োজন, সব পাবে, বদলে আমি চাই বিশ্ব কাপ। তিন মাস আগে তারা মেক্সিকোয় হাজির হল পরিবেশ আয়ত্ত করতে। ম্যাচও খেলল কয়েকটি। কিন্তু এর আগে প্রস্তুতিতে হঠাৎ ছেদ ঘটে ১৯৭০-এর মার্চে। প্রস্তুতি যখন জোর কদমে এগিয়ে চলেছে, অমনি দলের ম্যানেজার জোয়াও সালধানাকে বদলে জাগালোকে আনা হল। বিশ্বের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে গেলেন, বিস্মিত ব্রাজিলেরও অনেকে। ব্রাজিলের প্রাক্তন লেফট-উইঙ্গার জাগালো ১৯৫৮ ও ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ বিজয়ী দলেই শুধু ছিলেন না—সালধানা যখন বোটাফোগোর ম্যানেজার, জাগালো তখন ওই দলেই খেলতেন।

সালধানা শুধু ব্যক্তিত্বে বা সুন্দর চেহারায় নয়, ফুটবলেও তাঁর যথেষ্ট অবদান। হ্রস্বকায়, মাজা চেহারার সালধানা বহু ভাষায় কথা বলতে পারেন, চমৎকার তাঁর বাচনভঙ্গী, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। রিও গ্রাণ্ডে ডু সুলের এক বিত্তশালী পরিবারে তাঁর জন্ম। ফুটবলে তাঁর অসীম নেশা। আর এই নেশার বশে নিজের চেষ্টায় ফ্রান্সে ১৯৩৮-এর বিশ্ব কাপে উপস্থিত ছিলেন। সালধানার ফুটবল আদর্শ তখন ভিট্টরিও পোজো। পোজোর অটোগ্রাফও নিয়ে আসেন সালধানা। রিওতে তিনি সাংবাদিকতায় বেশ খ্যাতি লাভ করেন তীক্ষ্ন ও মর্মভেদী লেখনীর দ্বারা। বোটাফোগো ক্লাব তাঁকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে। আমাদের দেশে যেমন কারুর দেবতা ইস্টবেঙ্গল, কারুর মোহনবাগান এবং কারুর বা মহমেডান স্পোর্টিং, তেমনি সালধানার ছিল বোটাফোগো। তাঁর ক্লাব-প্রীতি ১৯৫৭-য় এই ক্লাবের ম্যানেজারের দায়িত্ব দেয়। তখন বোটাফোগোর ভীষণ দুর্দিন। পরিচালকমণ্ডলী একস্বরে বললেন ঃ এই সময় বোটাফোগোর হাল ধরার মত একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি জোয়াও সালধানা। সালধানার ম্যানেজারশিপে বোটাফোগো ১৯৪৮-এর পর প্রথম চ্যাম্পিয়ন হল, পরের বছর স্থান দ্বিতীয়। সালধানা তারপর ফিরে এলেন আগের কাজে—সাংবাদিকতায়।

১৯৬২ সালে ব্রাজিল দ্বিতীরবার বিশ্ব কাপ জিতলেও যাঁরা এই দলের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন, সালধানা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সালধানা বললেন ঃ দল শুধু বুড়োদের নিয়েই গঠিত হয়নি, অনেকেই ছিলেন আহত বা ঘুণধরা। তারপর ১৯৬৬-তে যখন ইংল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপে ব্রাজিল কোয়ার্টার ফাইনালের আগেই বিদায় নিল, তখন সালধানার আগের কথাগুলি আরও সোচ্চার হল এবং তার রেশ চলল যতদিন না ব্রাজিল বোটাফোগোর কাছে আত্মসমর্পণ করল। ব্রাজিল সালধানাকে ম্যানেজারশিপের দায়িত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানালো। ১৯৬৯-এর ৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ওই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই তোপ দাগলেন। তিনি 'এ' ও 'বি' দুটি দল নির্বাচন করে সকলকে তা জানালেন। তাঁর দল এক বছরের মধ্যে শুধু কোয়ালিফাইং গ্রুপ পর্যন্ত উপনীত নয়—খেলোয়াড়দের খামোকা আহত হওয়া থেকে বাঁচাল, রক্ষা করল শৃংখলাহীনতা থেকেও। তাঁরা মেক্সিকোয় খেলার যোগ্যতা অর্জন করল। বিস্ময়ের কথা ১৯৭০-এর ফাইনালে ইতালিকে যে ব্রাজিল দল পরাস্ত করল, সালধানা মনোনীত ২২ জনের বাইরে তাদের কেউ ছিলেন না। সাতজন ছিলেন 'এ' দলে ও চারজন 'বি' দলে।

সন্দেহ নেই সালধানার প্রখর বুদ্ধি, অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা ব্রাজিলের জাতীয় দলকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৯-এর জুনে মারাকানায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জয় খুব একটা দুর্জয়ের চিহ্ন নয়। টোস্টাও ও জেয়ারজিনোর দেরিতে দেওয়া গোলে ব্রাজিল মারাকানায় জেতে। কিন্তু অগাস্টের বিভিন্ন ম্যাচে টোস্টাওয়ের গোলের বন্যার দ্বারা কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে ও ভেনেজুয়েলা পর্যদস্ত হল এবং ব্রাজিল পেঁছিল কোয়ালিফাইং গ্রুপে।

সালধানা বুদ্ধিমান, বিপ্লবী, বিচক্ষণ এবং সুবক্তাও। ঢাল, তরোয়ালহীন

নিঃধরাম সর্বারের মত ব্যক্তিটি গেলেন ইউরোপে। গেলেন বিভিন্ন দেশের ফুটবল সন্দর্শনে। দেখলেন ওইসব দেশের হতমান সাতটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ। একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে অবতীর্ণ হলেন একগুঁয়ে আলফ রামসের সঙ্গে। তারপর ব্রাজিলে ফিরলেন একেবারে ভিন্ন ধরনের মানুষ হয়ে। তাঁকে দেখে মনে হল নিশ্চয়ই বড় রকমের কোনো ঘটনা ঘটেছে। তা না হলে এমন আমূল পরিবর্তন হবে কেন সালধানার! তাঁকে দেখে কেউ কেউ ধাঁধায় পড়লেন। ফুটবল সম্পর্কে, ব্রাজিলের দলে গঠন সম্পর্কে সালধানার নীতি বা পদ্ধতি নিয়ে কারুর আর ভবিষ্যৎবাণী করার জো রইল না। সবই কেমন যেন চিন্তার বাইরে। ১৯৬৯-এর নভেম্বরে অঘটন ঘটিয়ে বসলেন তিনি। দীর্ঘ চার মাস নানা ম্যাচে অংশ নিয়েছেন, কিন্তু কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। সুতরাং খেলোয়াড়দের যোগ্যতা যাচাই হবে কেমন করে! তবুও সালধানা হঠাৎ দল থেকে চারজন ডিফেন্ডারকে বাদ দিলেন। বাদ দিলেন দুজন গোলরক্ষককেই এবং নতুন পাঁচজনকে দলে নিলেন।

সালধানার এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ প্রতিবাদ ধ্বনি উচ্চারিত হল। তারও ফল ফলল ফেব্রুয়ারিতে। শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ব্রাজিল দলের চিকিৎসা উপদেষ্টা ডাঃ টলেডো ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে টনিলো ও স্কালাকে নিজ নিজ ক্লাবে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। ওই শুনে ক্লাবগুলোও রেগে আগুন। ৪ মার্চ ব্রাজিল পোর্টো আলেগ্রেতে আর্জেন্টিনার কাছে হেরে গেল। অথচ এই আর্জেন্টিনা পেরুর কাছে হেরে বিশ্ব কাপ থেকে ছাঁটাই হয়েছে কিছুদিন আগে। চারদিন পরে সালধানা আরও গুরুতর এবং ক্ষমাহীন কাজ করতে উদ্যত হলেন। ক্ষমতালোভী হয়ে পেলেকেও বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, পেলেকে বাদ দিতে পারলে দলে তাঁর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাবে। পেলে সম্পর্কে বলা হল, তাঁর দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। সালধানাকেই বিদায় নিতে হল, তাঁর জায়গায় ম্যানেজারশিপের দায়িত্ব বর্তাল জাগালোর উপর।

জাগালো দায়িত্ব পেয়ে ছোট হলেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করলেন। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বাঁ পায়ের দারুণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেফট ইন রিভেলিনোকে কাজে লাগানো এবং তাঁরই সমগুণসম্পন্ন লেফট-উইঙ্গার গারসনকে ব্যবহার। এই পরিবর্তনেই দলের শক্তি বেড়ে গেল অনেক পরিমাণে। রিভেলিনো ৯০ মিনিট লড়াকু শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন। রিভেলিনো এর আগে নামলেও এবং তাঁর খেলা দর্শকদের চোখ জয় করলেও তাঁর স্বরূপ পুরোপুরি প্রকাশ পায়নি। শুধু একটি অর্ধেই তিনি যেন আলো বিকিরণ করবেন এতদিন।

সালধানার কাছ থেকে হঠাৎ দায়িত্ব পেয়ে জাগালোর হাতে বেশি সময়ও ছিল না। কিন্তু তাঁর ভাগ্য ছিল অত্যন্ত সুপ্রসন্ন। তাঁর এই ভাগ্যের জোরেই যেন টোস্টাওয়ের চোখের কঠিন আঘাত সেরে গেল। ট্রেনিং-এর সময়েই একদিন টোস্টাওয়ের চোখে বল লাগে ও চোখের মণি বেরিয়ে যায়। তারপর টেক্সাসের হিউস্টনে গিয়ে তাঁকে

দুবার বড় ধরনের অপারেশন করতে হয়। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে তাঁর খেলা তেমন দেখা যায়নি। কিন্তু পরে তিনি নিজেকে কঠোর অনুশীলনে অনুশীলনে তৈরি করে নেন। তাঁর অদ্ভুত টেকনিক্যাল স্কিল, ধৈর্য এবং অসীম সাহস প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ে পরিণত করে। সন্দেহ নেই টোস্টাওবিহীন সালধানার ব্রাজিলের উইঙ্গারকে হীনবল করে রেখেছিল। এবার তিনি ফিরলেন। ফিরিয়ে আনা হল ফ্লুমিনেন্সের গোলরক্ষক ফেলিক্সকে। ফেলিক্সকে একবার ডেকে সালধানা আবার বসিয়ে দেন। এই ফেলিক্স মেক্সিকোয় প্রত্যেকটি ম্যাচে খেললেন। বার ঘেঁষা প্রতিটি শট ধরতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তবুও গোটা ব্রাজিলের রক্ষণ ও আক্রমণভাগের খেলা দেখে তাঁর সম্পর্কে বলা হল ঃ 'মুটাটিস মুটান্ডিস'। অর্থাৎ হ্যারি ট্রুম্যানের সেই রসিকতা—যিনি দাঁড়াবেন, তিনিই সভাপতি হবেন। গত কয়েক বছর ধরে কলকাতায় ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক অরুণ ব্যানার্জি সম্পর্কে যেমন দর্শকের মন্তব্য শোনা গিয়েছিল, তেমনি বলা হল ফেলিক্সকে নিয়েও—যেই গোলরক্ষক হোক, ব্রাজিলের তাতে আসে যায় না। বিশ্ব কাপ তো এবার ওদের দরজায় বাঁধা। তবে ১৯৫৮-র বিশ্ব কাপ গোলরক্ষক পবিত্র ও প্রশান্ত জিলমার সম্পর্কে কেউ এই ধরনের মন্তব্য করতে সাহস পেতেন না।

প্রাথমিক পর্যায়ে সাফল্যের পর চূড়ান্ত পর্যায়ে ব্রাজিল ও ইংল্যান্ড একই গ্রুপে রইল। ওদের সঙ্গে আর দেওয়া হয় গুয়াদালাজারায় রোমানিয়া ও চেকোশ্লো-ভাকিয়াকে। মেক্সিকোয় ব্রাজিল এল নিশ্চিতই স্থির লক্ষ্য নিয়ে। সে লক্ষ্য ব্রাজি-লিয়ানদের মানসিকতাকে মনে রেখেই। অর্থাৎ জিততে হবে। তারা মেক্সিকানদের সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। মেক্সিকোয় এসে ওরা বিতরণ করলেন পতাকা, ব্যাজ ইত্যাদি। প্রাণ খুলে মিশলেন স্থানীয় লোকদের সঙ্গে। প্রতিদানে মেক্সিকানরাও ব্রাজিলিয়নদের আপন করে নিলেন। এতে সুবিধাই হল। মেক্সিকানরা পুরোপুরি সমর্থক হয়ে গেলেন ব্রাজিলের। ওদিকে গুয়ানাজুয়াটোয় ট্রেনিং নিয়ে ব্রাজিলের যে আশঙ্কা ছিল, এই মেলামেশার সুযোগে তার নিরসন ঘটল। শুধু তাই নয়, দুর্গের মধ্যে যেমন বাইরের প্রভাব আসে না, তেমনি নির্বিঘ্নে ব্রাজিল দলের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা হল গুয়াদালাজারায় সুইট ডে ক্যারিবে-তে। সাংবাদিকদের তাবে রাখার জন্য তাঁরা পৃথক পরিচয়পত্র দিলেন তাদের চাহিদা অনুযায়ী এবং বিশ্ব কাপ কমিটি ওগুলি বণ্টনের দায়িত্ব নেন। প্রতিদানে সাংবাদিকরাও ব্রাজিলের জন্য অনেক করলেন। ব্রাজিলের এই সব 'শুভেচ্ছা-বিনিময়' ইংল্যান্ডের পক্ষে মোটেই সুখকর ছিল না।

ইংল্যান্ড তেমন হিসাব-নিকাশ করেই এসেছিল। হয়ত তারা ১৯৬৬-র জয়ের সুবাদে বেশ আত্মবিশ্বাসীই ছিল। ইংল্যান্ডের পক্ষে এবার এটাই ছিল দুর্ভাগ্যের। তাছাড়া ১৯৬৬-র কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে স্যর আলফ রামসের উক্তি ('ওরা জন্তু-জানোয়ারের মত আচরণ করেছে') সঙ্গত কারণেই হয়তো ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু তা নিয়ে ইংল্যান্ড ও লাতিন আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের

কোনোরকম উন্নতি হয়নি। সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো ব্যবস্থাও হয়নি। তাই 'ঘৃণিত' উত্তর আমেরিকার নাগরিকরা, বিশেষত মেক্সিকানরা ১৯৬৬-র প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

ইংল্যান্ড—মেক্সিকোয় আসার আগেই ইংল্যান্ড সম্পর্কে মেক্সিকানদের মনোভাব কিছুটা বোঝা গিয়েছিল। ইংল্যান্ড পেঁছতেই ওই চিত্র আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। সংঘাত লাগল রামসের সঙ্গে মেক্সিকানদের। এই সংঘাত গোটা ইংল্যান্ড দলের কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। রামসের কিন্তু উচিত ছিল ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা। ইংল্যান্ড সম্পর্কে লাতিন আমেরিকার এই মনোভাব ১৯৬৯ সালে ইংল্যান্ডের প্রাক্-বিশ্ব কাপ সফরের সময়েই প্রতিভাত হয়েছিল। তখনই স্যর আলফের আশা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল ১৯৭০-এর সাফল্যের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে রামসের পক্ষ থেকে তেমন কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি।

১৯৬৯-এর মে মাসে অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-ইংল্যান্ডের খেলার পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন ড্রেসিংরুমের বাইরে। তাঁকে বলা হয়, 'আপনার কিছু বক্তব্য থাকলে মেক্সিকান সাংবাদিকদের জানাতে পারেন।' জবাবে তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বলব।' তিনি সাংবাদিকদের বললেন: 'আজ ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আমাদের হোটেলের বাইরে ব্যান্ড বেজেছে। বলা হয়েছিল, স্টেডিয়াম পর্যন্ত একটি মোটর সাইকেল আমাদের পথ দেখিয়ে আনবে, কিন্তু সে ব্যবস্থা করা হয়নি। আমাদের খেলোয়াড়রা যখন মাঠ পরিদর্শনে গেল তখন দর্শকরা তাদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ছুঁড়ে দিয়েছেন, গালমন্দ করেছেন। অথচ আমার ধারণা ছিল মেক্সিকোর দর্শকরা ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের দেখে উল্লসিত হবেন ও সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন। তারপর যখন খেলা শুরু হল, মেক্সিকান দর্শকরা তো নিজেদের দলকে পছন্দমত উৎসাহিত করতে পারতেন।' রামসে এবার 'কিন্তু' বলে থামলেন এবং একটু খুশি খুশি ভাব দেখিয়ে চিন্তা করে বললেন: 'আমরা মেক্সিকোয় আসতে পেরে আনন্দিত এবং মেক্সিকানরা সত্যিই অদ্ভুত প্রকৃতির।'

এর কয়েকদিন পরে গুয়াদালাজারায় ইংল্যান্ড একাদশ ৪-০ গোলে হারায় এক মেক্সিকান একাদশকে। এখানেও রামসের কথায় অসঙ্গতি দৃষ্ট হল। খেলা শেষে জালিস্কো রাজ্যের গভর্ণর রামসেকে একটি পুরস্কার দিলেন। তারপর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বিশ্ব কাপ স্টেডিয়ামের তলাকার ড্রেসিং রুমে। ওদের পেছনেই ছিলেন একদল মেক্সিকান সাংবাদিক। আলফ রামসে ওঁদের দেখে ভীষণ বিরক্ত হলেন, তারপর চিৎকার করে বলে উঠলেন: 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান এখান থেকে। আপনাদের এখানে প্রবেশের কোনো অধিকার নেই।' সত্যিই সাংবাদিকদের ওখানে প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু রামসের কি অমন আচরণ করা উচিত হয়েছিল? পরের দিন সকালে গুয়াদালাজারার এক সংবাদপত্রে প্রশ্ন করা হল: 'রামসে, আপনি কেমন আচরণ প্রত্যাশা করেন? আপনি জানোয়ারদের কাছে নিশ্চয়ই

সু-আচরণ আশা করেন না।' তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হল ১৯৬৬-তে তিনি আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের জানোয়ার বলেছিলেন।

সন্দেহ নেই রামসের অনেক সদ্‌গুণ ছিল। কিন্তু কূটনৈতিক দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ ছিলেন। অথচ অনেক সংকট মুহূর্তে এই কূটনৈতিক বিচক্ষণতাই পরিত্রাণ করে। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি তাঁর অশিষ্ট আচরণ এবং অনীহা ক্রমে ক্রমে তাঁর প্রতি সকলের বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ইংল্যাণ্ড দলের অনিষ্ট ডেকে আনে। অথচ একটু নমনীয়তার দ্বারাই তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারতেন। মেক্সিকান সাংবাদিকদের কাছে আর ব্যাখা করার বা অজুহাত দেখাবার হেতু রইল না রামসের যে, তিনি তাঁদের প্রতি কেন অশিষ্ট আচরণ করেছিলেন, কেন তাঁদের গালিগালাজ করেছিলেন। আরও দৃষ্টিকটু হল—ইংল্যাণ্ডের সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি সদাচরণ করেন, নিষিদ্ধ ড্রেসিংরুমে তাঁদের প্রবেশাধিকারও ছিল। অর্থাৎ মেক্সিকান সাংবাদিকরা রামসের কাছে ঘৃণিত এই খবর সকলেই জেনে গেল। রামসে যে ঘৃণার বীজ বপন করলেন, বিপজ্জনক অথচ উর্বরা জমিতে তা পড়ে তাড়াতাড়ি সে গাছ বড় হয়ে উঠতে লাগল।

এই অবস্থার অবসান ঘটাতে পারতেন কোনো মধ্যপন্থী বা জনসংযোগ রক্ষায় অভিজ্ঞ কেউ। এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত ছিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তারাই পাঠাতে পারত প্রবীণ অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তিকে। কিংবা সিনিয়র ইণ্টারন্যাশনাল কমিটির কাউকে, অর্থাৎ যাঁরা ছিলেন ইংল্যাণ্ডের নির্বাচক কমিটিতে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কেননা, রামসে তাঁদের সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। ওঁরা মেক্সিকোয় এলেও, এসেছিলেন অনেকটা পর্যটকদের মতই। মেক্সিকোয় তাঁদের করণীয় কিছুই ছিল না। তাঁদের দেখে মনে হত অন্যান্যদের : They Also Serve, Who Only Eat and Drink.

মেক্সিকানদের কাছে ইংল্যাণ্ড ভীষণ পরিচিত হয়ে উঠল। কিন্তু সে পরিচয় অন্যভাবে। তাঁরা ইংল্যাণ্ডকে ঘৃণা করতেই ভালবাসতেন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্র তো সুন্দরভাবে হেড-লাইন করল একদিন : 'ওটা চোর ও মদ্যপদের দল ব্যতীত আর কিছু নয়। ওরা ফুটবলের কলঙ্ক।' সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের প্রতি রামসের অনীহাই কলম্বিয়ায় ববি মুরকে হেনস্থা করে ছাড়ে। জেফ অ্যাসলের সমগ্র বিমান-ভ্রমণই ছিল দুঃসহ। যখন তিনি মেক্সিকো সিটি এয়ারপোর্টে নামলেন, তখন তো রীতিমত বিশৃংখল অবস্থা। ববি মুরের মতো অদ্ভুত ধরনের শান্ত প্রকৃতির ফুটবলার তো বটেই, অমন লোভহীন মানুষও বিরল। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগের তাঁর মতো দুর্ভেদ্য খেলোয়াড় কমই দেখা গেছে। এই মানুষটিও কলম্বিয়ায় পেঁছে কম মানসিক যন্ত্রণায় ভোগেননি। ইংল্যাণ্ড দল যখন চোর, ডাকাত ও খঞ্জ, অন্ধ ইত্যাদিতে ভরা বগোটা শহরে ছিল, তখন একদিন ববি মুর ও ববি চার্লটন তাঁদেরই হোটেল 'টেকোয়েনডামা'র মধ্যেকার গ্রিণ-ফায়ার জুয়েলারি দোকানে গেলেন। সব দেখাশোনার পর যখন বাইরে বসে গল্প-গুজব করছিলেন, ঠিক তখনই তাঁদের ঘিরে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে থাকে ওই দোকানের ব্রেসলেট চুরি সম্পর্কে। এমনভাবে ওদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করা হতে থাকে যেন, ওঁরাই ওটি চুরি করেছেন। দুজনেই অবাক হলেন। পরদিন সংবাদপত্রগুলি উভয়ের কথা এমনভাবে ছাপল যে, ওরা চোর বৈ নন। মুরকে গ্রেপ্তার করে হাজতেও পাঠানো হয়।

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুট উঁচুতে হলেও বগোটায় কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড সহজেই জিতল, একই রাত্রে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় দলটিও একইভাবে জেতে। এর পরে ইংল্যাণ্ড অনুরূপ দুটি ম্যাচ খেলতে কুইটোর ইকোয়েডরে গেল। ৯০০ ফুট উঁচুতে আবার তাদের জয় হল। সারা সফরে ববি মুরকে নিস্পৃহ মনে হল। দল যখন পুনরায় বগোটায় ফেরে মেক্সিকো সিটিতে যাওয়ায় পথে, মুরকে তখন কলম্বিয়া পুলিস গৃহবন্দী করে রাখে মিলনারিও ফুটবল ক্লাবের সভাপতির হেফাজতে।

ববি মুরের বিরুদ্ধে দোকান মালিক ও কাউন্টারের এক মহিলা কর্মী চুরির অভিযোগ করলেন। সাক্ষী মানা হল এক রহস্যজনক ব্যক্তিকে, যাঁকে পরে আর আদালতে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি। কূটনৈতিক পর্যায়ে তদ্বিরের পরে মুর জামিন পেলেন বিশ্ব কাপে খেলার জন্য এবং প্রতিটি ম্যাচে চমৎকার খেললেন। দোকান মালিকের পক্ষ থেকে এর পরেও তাঁকে কয়েক মাস জ্বালাতন করা হয় এবং বলা হয় মুরের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আছে; অথচ তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি ধোপে টেকেনি। উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে অভিযোগকারীরাই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। পুরো ব্যাপারটাই ছিল সাজানো (তাঁদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনে ইংল্যাণ্ড ১৯৭২ সালে), তবুও মুরের অদ্ভুত শান্ত স্বভাব কোনোদিন মুহূর্তের জন্য অশান্ত হয়ে ওঠেনি। আর ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে তাঁর খেলা বহুগুণে ১৯৬৬-কে ছাড়িয়ে গেল।

নানান প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের বিশ্ব কাপ জয়ের যথেষ্ট আশা রইল। ১৯৬৬-র দুই ফুল-ব্যাক উইলসন ও কোহেন এবং নবি স্টাইলস, হান্ট ও জ্যাকি চার্লটনকে বাদ (স্টাইলস ও চার্লটন ১৯৭০-এর দলে থাকলেও খেলানো হয়নি) দেওয়া হলেও দলের মনোবল হ্রাস পায়নি। বরং ওদের বদলে ইংল্যাণ্ড নতুন নতুন তারকা আবিষ্কার করে। আর পুরানো বাহিনীর ববি মুর, গর্ডন ব্যাঙ্কস ও জিহব হার্স্টকে এমনভাবে সঞ্জীবিত করা হল যে, তাঁরা জীবনের সেরা খেলা খেলেন। হ্রস্বকায় লেফট ব্যাক টেরি কুপারের (লিডসে ছিলেন লেফট উইংগার) যেমন নিখুঁত বল নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তেমনি বল নিয়ে ছুটতেও ওস্তাদ। স্টাইলসের ক্ষতিপূরণ করলেন লণ্ডনের উৎফুল্ল মুলারি। মুলারি শুধু অল-রাউণ্ডারই নন, স্টাইলস অপেক্ষা টেকনিকে অনেক গুণবান। তিনি এবং ম্যাঞ্চেস্টার সিটির দোহারা রাইট ইন কলিন বেল ১৯৬৯-এর লাতিন আমেরিকা সফরে চমৎকার খেলেছিলেন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্বাস্থ্যবান স্ট্রাইকার ফ্রান্সিস লি ১৯৬৮-তে ছিলেন রাইট আউট এবং নির্বাচক কমিটির দৃষ্টি কেড়ে নেন। যেমন তাঁর শটে জোর, তেমনি অ্যাথলেটিকসের

স্প্রিন্টারের মত দ্রুত দৌড়তে সক্ষম। লেফট ফ্ল্যাঙ্কে তাঁকে পেয়ে হার্স্ট তো আরও অজেয় হয়ে উঠলেন।

সম্ভবত ইংল্যান্ড দলের আগের সেই সৌরভ অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬৮-র ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হারলেও তাদের লড়াকু মনোভাবে ভাঁটা দেখা যায়নি। বরং সকলেই ইংল্যান্ডকে সমীহ করত, ভয়ও পেত।

মেক্সিকোয় কয়েকটি বিশ্ব কাপ দল অত্যন্ত সর্তকতা অবলম্বন করে ; ইংল্যান্ডও ছিল তাদের অন্যতম এবং বিশিষ্ট। ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা মেক্সিকোয় এলেন মে মাসের গোড়ার দিকে—তাঁদের খেলার বেশ আগে। যে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হেরে ইংল্যান্ড বিদায় নেয় ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপ থেকে, তারা এল ইংল্যান্ডের আসার কয়েক সপ্তাহ পরে।

**পশ্চিম জার্মানী**—গুয়াদালাজারার উত্তর-পশ্চিম দিকে লিঁয় গ্রুপে পশ্চিম-জার্মানীর খেলা পড়ল। ছোট্ট শহর এই লিঁয়, কিন্তু গরম একই রকম। দারিদ্র্য-পীড়িত হলেও বিদেশীদের তা নিয়ে সমালোচনা করতে দেখা যায়নি, কিন্তু নোংরা পরিবেশ অনেককেই বিরক্ত করল। আবার পশ্চিম জার্মানী দলে নব নব আক্রমণ রচনাকারী বেকেনবাউয়েরকে দেখা গেল। মিড-ফিল্ডে উলফ্যাঙ্গ ওভারাথ। চতুর্থবার বিশ্ব কাপ খেলতে এলেন উয়ে জিলার। উপরন্তু নতুনদের মধ্যে জার্ড মুলার এলেন প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে। বেয়ার্ণ মিউনিখের এই সেন্টার ফরোয়ার্ড মুলার বেঁটে হলে কী হবে, কালো চুলের এই ফুটবলারের উরু দেখলেই মালুম হওয়া যায় তাঁর কষ আছে। চমৎকার তাঁর ফিনিশিং, পেনাল্টি-সীমানার মধ্যে বল পেলেই বিপক্ষের হৃদকম্প শুরু হয়, দুর্দান্ত ভলি মারেন।

সমস্যা হল এখানেই। মুলার কেমন করে তাঁর সমপ্রতিভার প্রবীণ জিলারের সঙ্গে মানিয়ে নেবেন ? হেলমুট শ্যোনকে এই নিয়ে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল তাঁরই ১৯৬৬-র বামহস্ত ডেটমার ক্র্যামারের। কিন্তু শ্যোন সহজেই মুলার-জিলার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটালেন দারুণ বিচক্ষণতায়। পোজোর অনুকরণে তিনি জিলার ও মুলারকে হোটেলের একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি জিলারকে মিড-ফিল্ডে নিয়োগ করলেন। সব সমস্যা মিটে গেল।

পেরুতে পশ্চিম জার্মানীকে শক্ত বিপক্ষের মুখোমুখী হতে হয়। উদ্দীপনাময় এবং ফুটবলের নতুন নতুন টেকনিক উদ্ভাবক একগুঁয়ে আর্জেন্টিনাকে পেরু পযুর্দস্ত করে ছেড়েছিল। ব্রাজিলের ১৯৫৮ ও ১৯৬২-র বিশ্ব কাপের অন্যতম সেরা তারকা ডিডিকে ম্যানেজারের দায়িত্ব দিয়েছিল পেরু। তারা রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে শেষ পর্যন্ত বুয়েনস এয়ারেসেও চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে। ওই শেষ খেলায় পেরু ৪-২-৪ পদ্ধতিতে খেলে এবং দুই উইঙ্গারকে ভীষণ সক্রিয় করে তোলে। ফল অবশ্য ড্র হয়েছিল। যদিও পেরুর কয়েকজন সেরা খেলোয়াড় প্রাথমিক পর্যায়ে খেলার সময় হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য সাসপেণ্ড হয়েছিলেন, তবুও তাদের দলে তারকার

অভাব ছিল না। কৃষ্ণকায় এবং যে কোনো সময় দারুণ খেলতে সক্ষম কুড়ি বছর বয়সী ইনসাইড ফরোয়ার্ড টিওফিলো কুবিল্লাস, ডান পায়ে থরহরি সৃষ্টিকারী দারুণ শক্তিমান চুম্পিতাজ এবং অভিজ্ঞ কালো স্ট্রাইকার গ্যালার্ডো হলেন দলের মধ্যমণি।

**ইতালি**—পুয়েবলা-তলুকো গ্রুপে অত উচুতে ইতালিয়ানরা ইজরায়েল ও উরুগুয়ের সঙ্গে ড্র করল এবং জিতল সুইডেনের সঙ্গে শুধু লুইগি রিভার উপর ভরসা রেখেই। প্রতিযোগিতা শুরুর অনেক আগেই তারা মেক্সিকো এল। যে কোনো বিদেশীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল কাগলিয়ারি দলের এই ফরোওয়ার্ডের উপরই ইতালি ভীষণ নির্ভর করছে।

তাই মে মাসে মিলানে যখন বিখ্যাত প্রাক্তন খেলোয়াড় ম্যানেজার ও সাংবাদিক-দের নিয়ে একটি বিতর্ক সম্মেলন হল, তখন রিভা অনুপস্থিত রইলেন। বিতর্কের প্রাক্কালে একজন বেশ চড়া গলায় ঘোষণার সুরে বললেন, ১৯৬৬ ও ১৯৭০-এর এই বিতর্ক সম্মেলনের ফারাক হল—এবার রিভা নেই। অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করে সকলেই তৎক্ষণাৎ হাসিতে ফেটে পড়েন।

সন্দেহ নেই গোল দেওয়ার প্রতিভায় রিভা অদ্বিতীয়। তাঁর বল নিয়ন্ত্রণ, সাহস এবং শক্তিশালী বাঁ পা সম্পর্কেও কোনো সন্দেহই ছিল না। তাঁর উপস্থিতিই যেন ইতালির শক্তি শতগুণ বাড়িয়ে দেয়, তা কাটানাকিও পদ্ধতি যতই তাদের কাছে নিষ্ফলা হোক। বিপক্ষদল তাঁকে দেখলেই ঠান্ডা হয়ে যায়। রিভা যদি মাঝমাঠ থেকে কিছুটা এগিয়ে থাকেন, তা ইতালি দশজনে খেললেও গোলের গ্যারান্টি মিলবেই তাঁর পা থেকে। তাঁর খেলা যখন তুঙ্গে তখনই অঘটন ঘটল। উত্তর কোরি-য়ার সঙ্গে খেলায় মেক্সিকোয় রিভেরা ও মাজোলা এক অশুভ ঘটনার শিকার হয়ে পড়েন এবং ইতালি দলে বিচ্ছেদের উপক্রম হয়।

গিয়ানি রিভেরার পরিচয় গত বিশ্ব কাপে পাওয়া গিয়েছে। তিনি মিলানের শুধু অধিনায়কই নন, স্কিম রচনায়ও পথিকৃৎ, এখন বয়স ছাব্বিশ। ইউরোপী-য়ান 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' হয়েছেন এবং খেলতে এসেছেন তৃতীয়বার বিশ্বকাপে। ১৯৬৮ সালে রোমে নেশনস কাপ ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সান্ড্রিও মাজোলাকে নামানো হয় রিভেরা আহত হওয়ায়। ওই খেলাতেই মাজোলার খ্যাতি হল স্কোরিং সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে। প্রমাণ করলেন, তিনি একজন উঁচুদরের মিড-ফিল্ড প্লেয়ার। মেক্সিকোতে মাজোলা বীরের মতো খেলেছিলেন।

ইতিমধ্যে মেক্সিকো সিটির যে হোটেল ডে লা ভিলেতে ইতালি দল ছিল রিভেরা সেখানেই গুঞ্জন শুনতে পেলেন, তাঁকে বাদ দেওয়া হবে। উদ্বোধনী ম্যাচে সুইডেনের বিরুদ্ধে তাঁর বদলে খেলবেন মাজোলা। সঙ্গে সঙ্গে রিভেরা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। জনসমক্ষে তিনি ইতালির ম্যানেজার শান্ত প্রকৃতির ফেরুক্কিও ভালকারেগিকে অপমানিত করলেন, হেয় করলেন ফ্লোরেন্সের ফেডারেল টেকনিক্যাল সেন্টারের প্রধান ওয়াল্ডার ম্যাণ্ডেল্লিকেও। রিভেরার এই আচরণ ওঁরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। সতর্ক করে বললেন, রিভেরা, তুমি যদি ক্ষমা না চাও এই আচরণের জন্য, তবে

তোমাকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে। গোলমাল মিটল হঠাৎ ইতালি থেকে এফ আই জি সি-র সভাপতি আর্টেমিওফ্রাঞ্চি এবং মিলানের তরুণ সভাপতি ফ্রাঙ্কো কারারো ও ম্যানেজার নিরিও রেকোর আগমনে। রিভেরার আচরণ নিয়ে আপত্তি তুললেন ম্যাণ্ডেল্লি। তারপর দলের সকলকে ডেকে জোরালো বক্তৃতা দিয়ে উৎসাহিত করলেন। রিভেরা নিজের আচরণের জন্য ক্ষমা চাইলেন না। কিন্তু ম্যাণ্ডেল্লি ও ভালকারেগির সঙ্গে শান্তি স্থাপন করলেন একটি শর্তে। রিভেরা বললেন, তিনি বাদ পড়লে তা যেন তাঁকে সাংবাদিকদের মারফৎ শুনতে না হয়। গণ্ডগোল কিছুটা মিটল।

ইতালীয়দের এবার আর উত্তর কোরিয়ার বিভীষিকায় ভুগতে হল না। উত্তর কোরীয়ারা ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে খেলতেই আসেনি। ১৯৬৬-তে তারা ইংল্যাণ্ডে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে বিশ্ব-ফুটবলে নিজেদের উপস্থিতির ছাপ রেখে গেলেও ১৯৭০-এ তারা নাম প্রত্যাহার করে নেয়। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কোয়ালিফাইং ম্যাচে তারা নামতে গররাজি হয়। উত্তর কোরিয়ার অনুপস্থিতিই সুযোগ করে দিল ইজরায়েলকে জিততে। তারা হারাল দক্ষিণ কোরিয়াকে, এই গ্রুপে রানার্স হল অস্ট্রেলিয়া। মেক্সিকো সিটি ইজরায়েলের কাছে নতুন জায়গা নয়। ১৯৬৮-র ওলিম্পিকসে তারা ওখানে ভাল ফুটবল খেলে গিয়েছে। তখন দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন সোভিয়েতে ভূমিষ্ঠ ইজরায়েলের লেফট-ইন মর্ডেকাই স্পিগলার।

এইবারই বিশ্ব কাপে এশীয় ও আফ্রিকার দেশ খেলতে এল। এল উভয় মহাদেশ থেকে একটি করে দল এবং তাদের গ্রুপও পৃথক রাখা হয়। কিন্তু তাতে অসন্তোষ দেখা দিল। ভাগাভাগি হলেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, ইউরোপ থেকে যেন যোগ্য প্রতিনিধিত্ব হয়। কিন্তু ফল হল উল্টো। মরক্কো ও ইজরায়েল চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় এলেও স্কটল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও স্পেনের মত দলকে দেখা গেল না।

বেলজিয়ম—মেক্সিকো সিটিতে এক নম্বর গ্রুপে মেক্সিকানরা তো রয়েছেই, আর রইল সোভিয়েত ইউনিয়ন, এল সালভেডর এবং ব্রাজিল। হণ্ডুরাসে তাদের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা ঘিরে রক্তাক্ত লড়াই হয়ে যায়। এবার বেলজিয়ম সম্পর্কে অনেককেই আশাবাদী মনে হল। বেলজিয়মকে নিয়ে মাতামাতির কারণও ছিল। মিড-ফিল্ডে ওডিলন পলেনিসের সুন্দর খেলা এবং পল ভ্যান হিমসের প্রতিভা নিয়ে দ্বিমত ছিল না। কোচ রেমণ্ড গোয়েথালসের প্রশিক্ষণে যুগোশ্লাভিয়া এবং স্পেনের মত শক্তিশালী দলকেও ঘায়েল করে।

কিন্তু বিস্ময়ের কথা মেক্সিকোয় তারা ঘুণধরা ফুটবল খেলল। এই ফলের জন্য তাদের মধ্যে আগের অসন্তোষও অনেকটা দায়ী। চেকদের মত এরাও ফুটবল বুট সম্পর্কে অসন্তুষ্ট ছিল। ১৯৬৮-র ওলিম্পিকসের সময় দুটি জার্মান বুট প্রস্তুতকারক সংস্থা নিম্নমানের বুট তৈরি করে বাজারে চালায় অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে। ১৯৭০-এ তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থার পত্তন হল। এদিকে বেলজিয়ম দলে তিনটি

উপদল ছিল। জ্বতো ব্যবহার নিয়ে দ্বটি উপদলকে বিরোধী জ্বতো প্রস্তুতকারকরা প্বরস্কৃত করলেন। তৃতীয় দল অর্থ পেল না। তারা বেশ ক্ষ্বব্ধ।

**উদ্বোধনী খেলা**—মেক্সিকো সিটিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার উদ্বোধন হল প্রচণ্ড গরমে দ্বপ্বর বেলায়। আজটেক স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-সোভিয়েতের এই বিরক্তিকর খেলায় কেউই গোল দিতে পারল না। তবে সামান্য কিছ্ব নাটক ছিল। মেক্সিকো দলে দেখা গেল না তাদের জনপ্রিয় স্ট্রাইকার এনরিক বোর্জাকে। আসলে তিনিও মেক্সিকোর ফুটবল-রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তার ফলে ইউনিভার্সিডাড থেকে আমেরিকায় বদলী হন, আর এই খেলার সময় অদ্ভূতভাবে তাঁকে সাইড-লাইনে বসে থাকতে দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার খ্যাতনামা অধিনায়ক অ্যালবার্ট চেস্টারনিজেভকে নিয়ে দ্রুতলয়ে ফুটবল খেলল। কিন্তু তা বেশিক্ষণ নয়। গরমে নেতিয়ে পড়ায় তারা ফুটবল দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হল সামান্যই। উদ্বোধনী খেলার শ্বরুর আগে কুচকাওয়াজের সময় ইউনিয়ন জ্যাকের আবির্ভাব বেশ হৈ-চৈ ফেলে দেয়। প্রবল আপত্তিতে কিছ্বক্ষণের মধ্যে ওই পতাকাটি অদৃশ্য হয়।

মেক্সিকো-সোভিয়েতের খেলা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম জার্মানীর রেফারি হের সেন্‌চারের ব্যতিব্যস্ততাই ছিল দেখার মতন। ওলিম্পিক টুর্নামেন্টের অভিজ্ঞতা যাঁদের ছিল, তাঁরা আবার দেখলেন উদ্যোক্তাদের নির্দেশেই ফিফা রেফারি কমিটিও কেমনভাবে পরিচালিত হয়, কেমনভাবে আগ বাড়িয়ে অতি তৎপরতা দেখান। কমিটির যেন পরোক্ষ নির্দেশ ছিল, যিনি যত রঙীন কার্ড দেখাতে পারবেন, তিনিই তত কুশলী রেফারি। ১৯৬৮-র ফাইনালে দেখা গিয়েছিল ডিয়েগো ডে লিও-র অতি তৎপরতায় খেলাটিই মাটি। সন্দেহ নেই ভাল ও মন্দ দ্বই ধরনের রেফারি আছেন। রয়েছেন নমনীয় ও কর্তব্যপরায়ণ বা কঠোর রেফারি। তবে হের সেনচার যেন এদিন অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তাঁর কঠোরতা দেখা যায় বেশি মাত্রায় সোভিয়েতের প্রতি। তাদের ছোটখাটো দোষও তাঁর চোখ এড়ায়নি। আর মেক্সিকানরা গ্বর্ব পাপ করেও লঘ্ব দণ্ড পাননি। এজন্য খেলাটিও জ্বল্বস-হীন হয়ে পড়ে। অবশ্য দ্বই অর্ধেই সোভিয়েত গোলরক্ষক কাভাজাসভিলির চমৎকার বল র্বখে দেওয়া মেক্সিকানদের আনন্দে বাধা দেয়। খেলা শেষে মেক্সিকো উপলব্ধি করে তাদের মিড-ফিল্ডে প্লেয়ার ওনোফ্রে-র অন্বপস্থিতি কতটা ক্ষতি করেছে। ওনোফ্রে এই ম্যাচের কয়েকদিন আগে ট্রেনিং-এর সময় পা ভেঙেছিলেন।

পরের মঙ্গলবার অর্থাৎ যেদিন গ্বয়াদালাজারায় ইংল্যান্ড-রোমানিয়ার ম্যাচ ছিল, জার্মান রেফারি হের সেন্‌চার সেদিন নতুন রেফারিং সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। অবশ্য সে ব্যাখ্যা ছিল তাঁরই মনগড়া! রোমানিয়ার লেফট ব্যাক মোকান্ব ওইদিন অত্যন্ত তিনটি ক্ষমাহীন ও এমন মারাত্মক ফাউল করলেন যে, বিপক্ষের খেলোয়াড় পঙ্গ্ব হতে বাধ্য। হাঁটু পর্যন্ত লাফিয়ে ওঠা তাঁর ওই শটে ইংল্যান্ডের দ্বজন খেলোয়াড় খোঁড়াতেও থাকেন। কিন্তু বেলজিয়মের রেফারি এম লোরাক্স

ওসব দেখেও দেখলেন না শুধু নয়, ওই খেলোয়াড়ের নামটাও পর্যন্ত টুকলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধে জিওফ হার্স্টের বাঁ পায়ে মারা জোরালো শটের গোলে ইংল্যান্ড জিতল। মাত্র এক গোল হলেও ইংল্যান্ডের জয় নিয়ে কারুর দ্বিমত ছিল না। এদিন দুপুরের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন নিঃসন্দেহে টেরি কুপার। রোমানিয়ার রক্ষণাত্মক খেলাকে তিনি ছিন্নভিন্ন করে দেন দুই ফ্লাঙ্কেই অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে দ্রুত বল নিয়ে।

১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ ফুটবলের অন্যতম তারকা অ্যালান বল এবারও আপ্রাণ খেললেন। মেক্সিকোর পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিলেও খুশি হতে পারেননি নিজেদের খেলা সম্পর্কে। রোমানিয়ার সঙ্গে খেলা শেষে বললেন, আমি জীবনে কখনও এমন ভয় পাইনি। তা ছাড়া কোনো দল তো আমাদের এত বিপর্যস্ত করেওনি। দুপুরের খেলা নিয়ে আমি প্রতিদিন নানা আশঙ্কার কথা জানিয়ে বাড়িতে স্ত্রী ও বাবা-মাকে চিঠি লিখেছি। জানিয়েছি, দুপুর বেলাটা আমাদের কাছে মোটেই পয়মন্ত নয়। বাবাকে তো একদিন লিখি ঃ 'আমি সর্বদা জয় সম্পর্কে আশাবাদী হলেও, কেবলই ভয় হচ্ছে এই বুঝি গরমে আমার মৃত্যু হল।' ইংল্যান্ড থেকে আগত সাংবাদিকদের জানালেন তিনি—'আমি ওরকম ভয় পাওয়ার ছেলে নই সে তো আপনারা জানেন। কিন্তু সত্যিই সেদিন ভয় পেয়েছিলাম। যখন জিতলাম, মনে হল—এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি। এ মনোভাব শুধু আমার নয়। শিবিরে ফিরে দেখি সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। কেউ কেউ বললেন, 'আমরা বড় বাধাটি অতিক্রম করেছি, বাকিগুলো জিততে বেগ পেতে হবে না।'

ব্রাজিলের শুরুটা বেশ ভাল হল। চমৎকার ও দর্শনীয় ফুটবল খেলে তারা জিতল ৪-১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে। কৃতিত্ব দেখালেন পেলে, জেয়ার-জিনো, গার্সন ও রিভেলিনো। তবে অতীতের মত এবার ব্রাজিলের আক্রমণভাগের মত রক্ষণভাগকে তেমন শক্তিশালী মনে হল না। কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার রক্ষণভাগ সে সুযোগ নিতে পারল না। তাই ব্রাজিলের অপেক্ষাকৃত দুর্বল রক্ষণভাগ নিয়ে সেদিন চিন্তার কিছু ছিল না। চেকরা খেলল 'বাস্কেটবল ফুটবল'—একথা বলেন ব্যঙ্গের সুরে অ্যালান বল। ব্রাজিলিয়নদের পায়ে যে-ই বল পড়েছে, অমনি চেকরা পিছিয়ে গিয়েছে। পিছিয়েছে অন্তত সাতজন। ফলে মাঝমাঠ শূন্য হয়ে যায় এবং সুবিধা হয় ব্রাজিলেরই।

চেক সেন্টার ফরওয়ার্ড পেত্রাস দ্রুত বল নিয়ে ব্রাজিলের ব্রিটোকে কাটিয়ে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন প্রথমার্ধে। বিরতির আগে তারা আরও একটি সুযোগ পায়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই রিভেলিনো চমৎকার সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিকে ১-১ করলেন। বিরতির ঠিক পরেই ৫০ গজ দূর থেকে অত্যাশ্চর্য উঁচু শটে পেলে ব্রাজিলের দ্বিতীয় গোলটি করলেন। পেলে বলটি পেয়েছিলেন গার্সনের পাস থেকে। পেলে বুকে বলটি ঠেকিয়েই পরমুহূর্তে ভলিটি মারেন।

চেকদলের ১৯৬২-র বিশ্ব কাপ ফাইনালের অন্যতম সেরা তারকা লম্বা কাস-

নিয়াক বদলী খেলোয়াড় হিসাসে নামলেন। আট বছরের ব্যবধানে তাঁর গতি হ্রাস পেয়েছে। আর এই কারণেই কর্ণার-কিক্ থেকে চমৎকার সুযোগ পেয়েও চেকোশ্লোভাকিয়াকে একটি গোল থেকে বঞ্চিত করলেন। তাঁর ভুলের মাশুল দিতে হল পরক্ষণেই। জেয়ারজিনো বল পেয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন ও ৩-১ করলেন। কেউ কেউ বললেন, এটি অফসাইড ছিল। কিন্তু রেফারি, লাইসম্যানরা বললেন: না, গোল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তাদের চতুর্থ ও শেষ গোলটি সম্পর্কে কারুর দ্বিধা ছিল না। শেষ গোলে জেয়ারিজনোর তৎপরতার তুলনা হয় না। দ্রুত দৌড়ের সময় তাঁর অপূর্ব বল নিয়ন্ত্রণ এবং তিনজন ডিফেণ্ডারকে কাটানো বিশ্ব ফুটবলে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। ওঁরা তো একবার মরীয়া হয়ে জেয়ারজিনোকে ফাউলের চেণ্টাও করেন। কিন্তু জেয়ারজিনো অদ্ভুত দক্ষতায় সে বাধাও অতিক্রম করেন।

এবার পেলে যেমন তাঁর খেলার তুঙ্গে, তেমনি মিড-ফিল্ডে গার্সনও। এই গার্সনই যেন প্রথম খেলায় সমগ্র দলকে পরিচালনা করলেন। যেমন তাঁর সময়োচিত পাস ও রিসিভ, তেমনি তাঁর পরিকল্পনা রচনা। সবচেয়ে বড় কথা গার্সন অযথা শক্তিক্ষয় করেন না। অকারণে ছোটাছুটি করেন না। মাঠের ভিতরে যিনি এমন বিচক্ষণ, বাইরে তাঁকে দেখলে খেলোয়াড়ই মনে হয় না। উরু শীর্ণকায়, সারা দেহ লোমে ভরা। খেলোয়াড়দের পক্ষে সবচেয়ে নিষিদ্ধ ধূমপান; কিন্তু গার্সনের দিনে অন্তত ৪০টি সিগারেট না হলে চলে না।

ব্রাজিলের খেলায় টোস্টাওর অবদান কম ছিল না। তাঁর বল ধরার বিশেষ ক্ষমতা, কিংবা তা নিয়ে গোলের দিকে যাওয়ার সচরাচর তুলনা মেলে না। কিন্তু স্পণ্ট বোঝা গেল, চোখে অস্ত্রোপচার টোস্টাওর খেলার আগের কুশলতা অনেকটা হরণ করে নিয়েছে! আগের সেই শূন্যে বল ধরা এখন আর দেখা যাচ্ছে না। তা হলেও তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের নেই। ব্রাজিল তাদের দুজনকে দুই ফ্রাঙ্কে মোতায়েন করেছিল একটু বেশি গুরুত্বসহকারে, তবুও ৪-২-৪ পদ্ধতি তেমনভাবে অনুসরণ করছিল না। অন্তত রিভেলিনো ও পেলে মিড-ফিল্ডে যেভাবে সব সময় ব্যস্ত ছিলেন, তা দেখে ওই কথাই স্পণ্ট হল।

এদিকে ডিফেন্সকে বেশ রন্ধ্রযুক্ত দেখা গেল। ফেলিক্স সর্বদাই উঁচু শট করছিলেন। ব্রিটো বেশ ধীর গতির, পিয়াজ্জাও তাই। পিয়াজ্জার উপর ভরসাই রাখা যাচ্ছিল না। জোয়াও সালধানাও মেক্সিকোয় এসেছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের মত রইলেন গুয়াদালাজারার হিল্টন হোটেলে। তিনি অভিযুক্ত করলেন ব্রাজিলের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড়দের। বললেন, ডিফেণ্ডারদের দোষ দেব কেন? কিন্তু পরের খেলাগুলিতে ব্রাজিল সমালোচনার উর্ধ্বে ওঠে। শুরুর দিকে তাদের সম্পর্কে যা বলা হয়েছে বা যেসব সমালোচনা হয়েছিল তার অধিকাংশই তাত্ত্বিক। ব্রাজিল সফল হয়েছিল তাদের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড়দের নতুন নতুন পরিকল্পনা রচনা দ্বারা। আর ওই সব পরিকল্পনাকে কাজে রূপায়িত করেন আশ্চর্য প্রতিভাধর ফরওয়ার্ড-লাইন।

দুটি বিশ্ব কাপে ব্রাজিলের স্ট্রাটেজির মূলে ছিলেন ডিডি। এবার তিনি পেরুর খেলোয়াড়দের সক্রিয় করতে ব্যস্ত। শুরুটা তাদের হতাশা এনে দিল। ব্যথিত করল স্বদেশের দুঃখবহ ঘটনা। কেননা, ক'দিন আগেই ভূমিকম্পে পেরুতে অসংখ্য জীবনহানি ঘটেছে, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। সুতরাং সন্দেহ নেই প্রত্যেকটি খেলোয়াড় মানসিক বিষাদগ্রস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালগেরিয়ার কাছে তারা দু' গোলে পিছিয়ে পড়ল। বালগেরিয়া ফ্রি-কিকগুলিকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়। একবার পেরু খেলোয়াড় বদল করে। ডিফেন্সে ক্যাম্পস শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। আক্রমণ-ভাগে আনা হল কৃষ্ণকায় হুগো সটিলকে। পেরু পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। খেলার গতি পরিবর্তন করল কুবিল্লাসের চমৎকার ড্রিবলিং, হেক্টর চুম্পিতাজের পাস এবং সটিল গ্যালার্ডোর দ্রুততা। মিলানের অসফল খেলোয়াড় গ্যালার্ডো এদিন একটি গোল শোধ করলেন ক্রস শটে। চুম্পিতাজ ডান পায়ের ফ্রি-কিকে আর একটি গোল দিলেন। জয়সূচক গোলটি করলেন মিফিনের পাস থেকে কুবিল্লাস।

পরদিন একই মাঠে মরক্কানরা যেন দারুণ ভয় পাইয়ে দিল পশ্চিম জার্মানীকে। মরক্কোর খেলোয়াড়রা শুরুর পরে ২০ মিনিট আক্রমণের ঝড় বইয়ে দিল। এতে কাটানাকিও পদ্ধতি অবলম্বন করা জার্মানরা কিন্তু ঘাবড়ে যায়নি! শুলজ আবার স্বমূর্তি ধারণ করলেন। তবে হুমেন মরক্কোর গোলটি করতে সমর্থ হন জার্মান খেলোয়াড়দের ভুলেই। হজেস যখন দুর্বল হেডটি করলেন, তাঁদের গোলরক্ষক শেপ মেয়ার ধরতে পারলেন না, হুমেন ছোঁ দিয়ে বলটি ধরে মেরে দিলেন গোলে।

এই প্রতিযোগিতায় গ্রাবোস্কি প্রথম ও শেষ পরিবর্ত খেলোয়াড় হিসাবে নাম-লেন। বলা বাহুল্য ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপেই উভয় দল দুজন করে পরিবর্ত খেলোয়াড় নামাবার অনুমতি পেল এবং সেই পরিবর্তন করার সুযোগ মেলে যে কোনো সময়ে। তবে বিধি নিষেধ ছিল—কেবল আহতদের ক্ষেত্রেই খেলোয়াড় বদল চলবে। উল্লেখ্য, পরে জার্মানরা এই পরিবর্তনের লোভে নিজেরাই নিজেদের 'মৃত্যু' ডেকে আনে। এই খেলায় অর্থাৎ মরক্কোর বিরুদ্ধে হেলমুট শ্যোন প্রথম গ্রাবোস্কিকে কাজে লাগালেন। তাঁর খেটে খেলা ও চকৎকার বল কণ্ট্রোল জয়সূচক গোলটির সুযোগ করে দেয়। বোঝা গেল হেলমুট হলারের বদলে তাঁকে নামিয়ে লাভই হয়েছে।

বিরতির পর এগার মিনিট পর্যন্ত জার্মানরা, বিশেষ করে ম্যানেজার শ্যোন প্রতীক্ষায় ছিলেন জিলার ও মুলারের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গোল শোধ দেবে। হলও তাই, মুলারের পাস থেকে জিলার ১-১ করলেন। সমাপ্তির ১২ মিনিট আগে গ্রাবোস্কি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ একটি দৌড় দেখালেন বল নিয়ে। অপর উইঙ্গার লোহারের হেড বারে লেগে ফিরে এল। এই বলটি বাড়িয়েছিলেন গ্রাবোস্কিই। কাছেই ছিলেন মুলার। বারের ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসা বলে মুলার জোরালো শট করলেন। এবারের বিশ্ব কাপে তাঁর দেওয়া দশটি গোলের প্রথমটি হল প্রথম খেলাতেই।

এক নম্বর গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় বেলজিয়মের প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা সহজেই

৩-০ গোলে এল সালভেডরকে হারিয়ে দিল। প্রথম খেলাতেই বোঝা গেল সাল-ভেডর বিশ্ব কাপে এসেছে যেন 'পর্যটক' হিসাবেই। ধন্যবাদ মেক্সিকোর উদ্যোক্তাদের, তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার জন্য সালভেডরকে আপ্যায়নের ত্রুটি দেখাননি কখনও। এই খেলায় স্ট্যাণ্ডার্ড লীগ দলের মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় শক্ত ও সারা মাঠ বেচরণ-কারী উইলফ্রায়েড ভ্যান মোরই বেলজিয়মের দুটি গোল দিলেন। বাকিটি দেন বার্জেসের শক্তিমান স্ট্রাইকার রাউল লাম্বার্ট।

দুই নম্বরে অর্থাৎ পুয়েবলা-তলুকা গ্রুপে কয়েকটি খুব বিরক্তিকর ম্যাচ হল। উরুগুয়ে ২-০ গোলে জিতল দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বী ইজরায়েলের সঙ্গে। উরুগুয়ের ক্ষতি হল তাদের বেশ ভাল মিড-ফিল্ড ইনসাইড ফরওয়ার্ড পেড্রো রোশা দ্বাদশ মিনিটের সময় নিজের দোষে আহত হওয়ায়। রোশা এই প্রতিযোগিতায় আর খেলতে পারলেন না। শিয়াফিনোর উত্তরাধিকারী এই রোশা থাকলে, হলফ করে বলা যায় উরুগুয়ের স্থান চতুর্থের উপরে থাকত। তিনি ব্রাজিলকে, এমন কি তাদের নড়বড়ে ডিফেন্সেও নাড়া দিতে পারতেন।

ইতালি তিনটি ম্যাচই এমনভাবে সতর্কতার সঙ্গে খেলল যে, গুজবটা সত্যে পরিণত হয়। কারণ শুরুর খেলাগুলোয় হারলে, তাদের জন্য নাকি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। লক্ষ্য ছিল ঃ যেন গোল না খাই। তলুকায় প্রথম ম্যাচে সুইডেনের বিরুদ্ধে ১১ মিনিটে ডোমেনঘিনির গোলেই তাদের জয় এল। সুইডেনের গোল-রক্ষকের উচিত ছিল এই সহজ মারটি ঠেকানো। সুইডিশদেরও এই ম্যাচে জেতার পক্ষে তেমন পরিশ্রম করতে হত না। তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য রাইট আউট রজার মাগনুসনকে তাঁর ক্লাব ওলিম্পিক মার্সাইল দাবি-করা অর্থ না পাওয়ায় ছাড়ল না। তবুও ভরসা ছিল তাঁর চাইতে কুশলী খেলোয়াড় সেণ্টার ফরওয়ার্ড ওভ কিণ্ডভনের উপর। বিশ্ব কাপের কিছুদিন আগে এই কিণ্ডভন রটারডামে ইউরোপীয় কাপ ফাইনালে সেলটিকের বিরুদ্ধে দারুণ খেলেন ও তারকা বনে যান। বিশ্ব কাপে এসে তিনি একটিও গোল করতে পারলেন না।

রিভাও কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। গ্রুপ ম্যাচে ডোমেনঘিনির একটি গোল নিয়েই ইতালিকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। উরুগুয়ে ও ইজরায়েলের সঙ্গে বাকি দুটি খেলা আরও নীরস হয় এবং দুটিই গোলশূন্য ড্র। কেন বোঝা গেল না, চার কোটি লিরা ( ইতালীয় মুদ্রা ) দামের তারকা রিভা তাঁর জাতীয় দলকে সক্রিয় করে তুলতে বাধা দিলেন। সেণ্টার ফরওয়ার্ড রবার্টো বনিনসেগনা পুরনো ক্লাব ইণ্টারে ফিরে যান বলেই কি ? অত্যন্ত পরিশ্রমী, উৎসাহী এবং বুলেটের মত বাঁ পায়ের শক্তিসম্পন্ন বনিনসেগনার ওই সিরিজে সুযোগ পাওয়াটাও স্ববিরোধী ঘটনা মনে হয়। কেননা, তাঁরই পজিশনে ছিলেন ইতালির সবচেয়ে দামী ( ৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ লিরা ) পিয়েত্রো আনাস্তাসি। তবে আশংকা ছিল, আনাস্তাসি যে কোনো সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন অস্ত্রোপচারের জন্য। কিন্তু মেক্সিকোতে এলেন। তিনি তোআবার অন্য পজিশনে অপারগ। ডান পায়ে শক্তিমান হলেও লেফট ফ্ল্যাঙ্কে

একবার তাঁকে পাঠানো হয়েছিল এবং তাতে মাঝে মাঝে দলের বিপদই বাড়ে। রিভার পরামর্শে তাঁকে মিড-ফিল্ডে স্থান দেওয়া হল। সকলকে রেখে দলের মনোবল বৃদ্ধির নানা প্রয়াস হলেও ইতালির তাতে লাভ হয়নি। গ্রুপের খেলায় রিভেরার আবির্ভাব ঘটল একবারই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে, তাও ডোমেনঘিনির পরিবর্তে।

উরুগুয়ে ভাগ্যের জোরে কোয়ার্টার ফাইনালে উপনীত হল। গ্রুপের শেষ খেলায় সুইডেনের কাছে তারা হারে ১-০ গোলে গানের হেডে। এর আগে ইজরায়েলের সঙ্গে ড্র করে অতিকষ্টে। এমন অসহ্য ফুটবল আর কোনো গ্রুপে দেখা যায়নি। এমন গোলমালও হয়নি কোনো গ্রুপে।

উরুগুয়ে-সুইডেনের খেলার দিন সকালে স্যর স্ট্যানলি রাউসকে পুয়েবলায় দেখা গেল। একটি গুজব শুনে তিনি ব্রাজিলিয়ান রেফারি ডে মোরেসকে বদল করলেন। শোনা গিয়েছিল উরুগুয়েয়ানরা রেফারিকে 'ম্যানেজ' করেছেন ম্যাচ জেতার জন্য। উরুগুয়েয়ানরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। আসলে অমন কিছু হয়নি। তবুও প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে চালাতেই স্যর স্ট্যানলি দ্রুত ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। উপরন্তু ফিফা সভাপতির চাইতে আর কারুরই তো অমন মাথাব্যথা থাকতে পারে না।

এই গুজব সম্পর্কে পরে রেফারিজ কমিটির সভাপতি জানান, তিনি যখন রেফারিদের বিভিন্ন ম্যাচের দায়িত্ব ভাগ করছিলেন, তখনই শুনেছিলেন ব্রাজিলের ডে মোরেসকে নানাভাবে অপদস্থ করার চেষ্টা হচ্ছে। তাঁকে আরও বলা হয়, মোরেসকে যে দল টাকা দেবে, তিনি তাদের পক্ষ নেবেন। রেফারিজ সভাপতি এসব শুনে বলেন ঃ মোরেস সম্পর্কে ওইসব অভিযোগ বা গুজবে আমি কর্ণপাতই করিনি।

যাই হোক, ম্যাচের দিন সুইডিশ দল পুয়েবলায় পেঁছিলে গুজব তুঙ্গে ওঠে। সুইডিশ ডেলিগেটের সঙ্গে আলোচনার পর রেফারিজ সভাপতি দেখা করলেন মোরেসের সঙ্গে। খেলার দিন সকাল নটায় এই সাক্ষাৎকার হল। মোরেস তাঁকে জানান, সবচেয়ে ভাল হয় তিনি ম্যাচ পরিচালনা না করলে। কারণ তিনি কঠোরভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে সংশ্লিষ্ট সমর্থকদের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠতে পারে। এদিকে উরুগুয়ের ডেলিগেটদের প্রধান—সেনর ফার্ণান্ডেজের অভিযোগের উত্তরে স্যর স্ট্যানলিকে বললেন, তিনি অবাক হয়েছেন গুজব শুনে যে, তাঁদের স্বার্থের সঙ্গে একজন রেফারিকে জড়ানো হয়েছে।

স্যর স্ট্যানলি উরুগুয়ের নেতাকে বললেন, এই মুহূর্তে রেফারি নিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কারণ সকলেই বিভিন্ন অঞ্চলে ম্যাচ নিয়ে ব্যস্ত। তবুও গুজবের সূত্র অনুসন্ধানের ত্রুটি রইল না।

অনুসন্ধানে রহস্যের উদ্ঘাটন হল না। কেউ কেউ বললেন, ব্রাজিলিয়ান রেফারি ডে মোরেসের প্রতি বিদ্বেষবশত এই গুজব ছড়ানো হয়েছে এবং তা করেছেন তাঁরই কোনো সহকর্মী। বিশ্ব কাপ কমিটি অনুসন্ধানের পর দেখলেন রেফারিদের

তালিকায় এক ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিকও আছেন। গুজব প্রথম কানে আসে সুইডিশ ব্যবসায়ী বোর্র লাঁজের কাছে এবং খবরটি দেন অচেনা এক ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক। পরে সকলেই স্বীকার করেন এই ঘটনার সঙ্গে ডে মোরেসের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি নির্দোষ।

## দুই চ্যাম্পিয়ন

ব্রাজিল ঃ ইংল্যান্ড—১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড এবং ১৯৫৮ ও ১৯৬২-র চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলকে একই গ্রুপে খেলতে হল। ব্রাজিলের লক্ষ্য আর একবার কাপ জিতে সোনার পরী চিরতরে দখল করা। ইংল্যান্ড চাইল ১৯৬৬-তে স্বদেশে জেতায় তাদের সম্পর্কে যে সব বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, তার যোগ্য জবাব দেওয়া। মেক্সিকোর পরিবেশ, আবহাওয়া ব্রাজিলের অনুকূলেই ছিল। শুধু আশংকা দেখা দিল তাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য গার্সনের উরুর আঘাত। অনেকেই ধরে নিলেন, গার্সনের পক্ষে এবার কোনো ম্যাচেই খেলা সম্ভব হবে না।

এর আগের দুপুরে রোমানিয়া ২-১ গোলে বিমর্ষ চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারায়। চেকদলের পেত্রাসই শুরুতে চমৎকার হেডে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। তবে কিছুক্ষণের মধ্যে রোমানিয়া নিজেদের সামলে নিয়ে দ্রুত আক্রমণে ব্যস্ত হয় এবং বিরতির পরে নিগু ১-১ করেন। তারা ২-১ গোলে জেতে সেন্টার ফরওয়ার্ড ডুমিত্রাশের পেনাল্টিতে। সমর্থ, প্রতিভাবান এই ফ্লোরিয়া ডুমিত্রাশকে তাঁর ম্যানেজার কখনও সুনজরে দেখতেন না, মাঠে সতীর্থদের না খেলিয়ে সর্বদা বল নিজে আঁকড়ে রাখতেন বলে। অনুরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দায়ে রোমানিয়ার তন্যতম সেরা ফরওয়ার্ড ডবরিণকেও বাদ রাখা হয়। হাস্যরসিক দৈত্যকায় গোলরক্ষক রাডুকানু বাদ পড়েন শৃংখলাভঙ্গের অভিযোগে। তিনি নাকি হোটেলের সুইমিং-পুলে ক্রোধবশত একজনকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালের মত এবারও ইংল্যান্ড শহরে মধ্যবর্তী অঞ্চলে প্রচুর অর্থব্যয়ে একটি হোটেল বেছে নিল। গত বছর সফরের সময় গুয়াদালাজারা হিল্টানে সুইমিং-পুলসহ ইংল্যান্ড অনেকটা স্বর্গসুখে ছিল। কিন্তু এখন যে বিভিন্ন দলের সমর্থকরা অনেক আগে দলে দলে এসে এই হোটেলে আস্তানা নেবেন, বোঝাই যায়নি। আর একদলের সমর্থক মানে তো অন্যদলের বিরোধী।

খেলা যতই এগিয়ে আসতে লাগল, হোটেলে ভিড়ও তার সঙ্গে বাড়ছে। তারপর দিনের পর দিন সুইমিং-পুলের চতুর্দিকে অর্ধনগ্ন নারীপুরুষের ভিড়। তার মাঝে ট্র্যাকসুট পরা ইংল্যান্ড খেলোয়াড়দের দেখে মনে হত প্যারোলে মুক্তি-পাওয়া কয়েদীর দল। হোটেলে সব রকম সুবিধা থাকলেও অত ভিড়ে খেলোয়াড়রা সুইমিং-পুলের সুযোগ নিতে পারলেন না। ব্রাজিলের সঙ্গে খেলার আগের দিন তো ভিড় আরও বাড়ল।

আগের সন্ধ্যায় সামরিক পোশাকে সজ্জিত হয়ে ইংল্যান্ড বিরোধী 'অগ্রবর্তী বাহিনী' এল হেঁটে, মোটরে ও মোটর সাইকেলে কাতারে কাতারে। তারা নেচে-কুঁদে গান করল, শ্লোগান দিল। শ্লোগান শত শত কণ্ঠে 'ব্রা-জি-ল,' 'ব্রা-জি-ল'। এই শ্লোগান যতটা না ব্রাজিলকে উৎসাহিত করার জন্য, তার চাইতে বেশি ইংল্যান্ডকে রাগাতে। কেননা, ওই হোটেলে তো ব্রাজিল দলের কেউ ছিলেন না। মোটর ও মোটর সাইকেলগুলি অকারণে হোটেল ঘিরে চক্কর দিতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে লাগল ভেঁপু ও গাড়ির হর্ন। হোটেলের সম্মুখটা ক্রমশ লোকারণ্য হতে থাকে।

ভিড়, চিৎকার, শ্লোগান কমার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত এগোতেও না। বরং ভিড় বেড়েই চলল, তার সঙ্গে গোলমালও। স্পষ্ট বোঝা গেল, তারা ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়দের বিরক্ত করতে চায়। এতে ওরা সফলও হল। মাঝরাতে খেলোয়াড়দের কেউ কেউ ঘর বদল করলেন; কেউ বা খবর দিলেন পুলিসকে। পুলিস কোনো ব্যবস্থা নিল না। অথচ এর আগে দেখা গেছে মেক্সিকোর পুলিস জনতা হঠাতে বা ছত্রভঙ্গ করতে বেশ নিষ্ঠুর হয়। এবার শুধু হোটেলের প্রধান ফটকে কয়েকজন রক্ষী মোতায়েনের দ্বারাই কর্তব্য শেষ করল। এই রক্ষীদের প্রতি যখন জনতা ইষ্টক বর্ষণ শুরু করে, তখন তারা চুপ করে থেকে থানায় ফিরে যায়। তারা বলে গেল, 'আমরা থাকতেই এই গোলমাল হচ্ছে। চলে গেলে সব থেমে যাবে।' কোনো খেলোয়াড়ই সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারলেন না। দিনে কঠোর অনুশীলন, রাত্রে জাগা এবং পরদিন প্রচণ্ড গরমে খেলা। ক্লান্ত ইংল্যান্ড হাতে-নাতে ফল পেল। তাদের হার হল ব্রাজিলের কাছে।

রামসে এই ম্যাচে একটি পরিবর্তন ঘটালেন। মুলারির উপর আবার দায়িত্ব বর্তাল, তিনি শুধু পেলের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এভার্টনের পরাক্রমশালী ডিফেন্ডার ব্রায়ান লেবনে স্টপার। রাইট ব্যাকে কিথ নিউটনকে রাখা হলেও পরে এভার্টনের টোমি রাইটকে আনা হয়। রামসে রাইটকে সতর্ক করে বললেন, 'তোমার কাজ ব্রাজিলের পাউলো সিরাজকে পাহারা দেওয়া। সে তোমাকে যে কোনো সময়ে অতিক্রম করার ক্ষমতা রাখে। গার্সনের বদলী হিসাবে তাকে নামানো হয়েছিল ডিপ পজিশন থেকে এগিয়ে খেলার জন্য। এতে সুবিধা হয় মিড-ফিল্ডে রিভেলিনো ও রাইট হাফ ক্লোডোয়াল্ডোর।

ববি চার্লটন ব্রাজিলিয়ানদের সম্পর্কে সতর্ক করলেন সতীর্থদের, কিছুতেই ১৮ গজ বক্সের মধ্যে আসতে দিও না। ওরা ওর মধ্যে ঢুকলেই গোল দেবে। অবশ্য চার্লটন নিজেও ওই এলাকায় ঢুকলে ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে পড়েন। তিনি রোমানিয়ার বিরুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেনও। মাঝমাঠের এই 'রাজার' জায়গায় এক বছর আগে কলিন বেলের আসার আশা করেছিলেন অনেকে। এবার বেল দুটি ম্যাচে চার্লটনের পরিবর্ত হয়ে নামলেও আগের খেলা দেখা গেল না। দর্শন মিলল না তাঁর সারা মাঠ বিচরণের ও স্ট্যামিনার। বেলের প্রতিভা সম্পর্কে দ্বিমত নেই, কিন্তু

তরুণ চার্লটনের মত তিনি লাজুক স্বভাবের। তাঁর মেজাজ, বড় ম্যাচে দুঃসাহস নিয়ে খেলা বড় খেলোয়াড়েরই পরিচয় বহন করছিল। তবে মেক্সিকোয় তিনি ও ফ্রান্সিস লি সকলকে হতাশ করলেন।

গ্রুপে ব্রাজিল-ইংল্যাণ্ডের খেলা সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করলেন, এটাই আসল ফাইনাল। ইংল্যাণ্ড খেলেছে প্রকৃত রানার্সের মত এবং নিঃসন্দেহে বলতে হবে সাহসিকতা, লড়াই করার ক্ষমতা ইত্যাদিতে ইতালি অপেক্ষা ব্রাজিল অনেক অনেক উঁচুতে ছিল। সন্দেহ নেই গার্সনের অনুপস্থিতি ব্রাজিলকে দাগা দিয়েছে ক্ষণে ক্ষণে, আবার ইংল্যাণ্ড কয়েকটি চমৎকার সুযোগ পেয়েছে। দশম মিনিটে পেলে যে চমৎকার হেডটি করেন, গর্ডন ব্যাঙ্কস ছাড়া কারুর পক্ষে তা রোখা সম্ভব ছিল না। এদিকে জেয়ারজিনো বল নিয়ে যেভাবে পদচারণা করছিলেন, তা কুপারের পক্ষে আটকানো সম্ভব ছিল না। জেয়ারজিনো রোমানিয়াকেও ছত্রখান করেছিলেন। গ্যারিঞ্চা, জর্জিনোর মতই লাইন বরাবর এগিয়ে একটি চমৎকার সেন্টার করেন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এই ম্যাচে। পেলে ওই বলে হেড দিয়ে বাঁদিকের পোস্ট লক্ষ্য করে বল নিখুঁত ভাবে গোলে পাঠালেন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে 'গোল' চিৎকার করে উঠলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কস রয়েছেন ওখানে। জিমন্যাস্টের মত লাফিয়ে উঠে বলটি বারের উপর দিয়ে বাইরে পাঠালেন অপূর্ব তৎপরতায়। তাঁর ওই লাফকে কেউ কেউ তুলনা করলেন মাছ যেমন জলের উপর হঠাৎ লাফ দেয়, তার সঙ্গেই। পেলে, এই গোলটি না হওয়ায় পরে আফসোস করে বললেন ঃ আমি ব্যর্থ হয়েছি।

শুষ্ক, ৯৮ ডিগ্রি গরমে খেলোয়াড়দের সসেমিরা অবস্থা। সোডিয়াম ট্যাবলেটও কোনো কাজে লাগছে না। ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি খেলোয়াড়ের ওজন কমল অন্তত দশ পাউণ্ড করে। দলের চিকিৎসক বললেন ঃ আমেরিকান আর্মি ডাক্তারদের ম্যানুয়ালে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, খবরদার তাপ থার্মোমিটারে ৮৫ ডিগ্রির উপরে উঠলে যেন কাউকে ট্রেনিং দেওয়া না হয়। বিশ্ব কাপ কমিটিকে এসব কিছুই বোঝানো গেল না। ইউরোপীয় টেলিভিশনের স্বার্থে ভরদুপুরে খেলা অব্যাহত রইল।

ইংল্যাণ্ড উভয় অর্ধেই কতগুলি ভাল সুযোগ নষ্ট করে। প্রথমার্ধে জিওফ হার্স্ট ব্রাজিলের রক্ষণভাগকে কাটিয়েও গোলে শট মারেননি, তিনি অফসাইডে রয়েছেন এই আশঙ্কায়। টোমি রাইটের রাইট ক্রসপাস ফ্রান্সিস লি ধরে মারলেই গোল হত। কিন্তু তাঁর হেড সোজা গিয়ে পড়ল ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফেলিক্সের হাতে। ফেলিক্সকে বেশ নড়বড়ে মনে হলেও ইংল্যাণ্ড সে সুযোগ নিতে পারেনি। তারা ওঁর প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। শেষের দিকে জেফ অ্যাসলে-কে নামালেন রামসে শূন্যের বলগুলিতে তাঁর শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য। চার্লটনের বদলে নামলেন বেল। অ্যাসলে বারংবার ব্যর্থ হলেন, কিন্তু এক সময় তিনি ব্রাজিলকে বেশ সমস্যায় ফেলেন। তবে ইতিমধ্যে ইংল্যাণ্ড ১-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছে। এই গোলটি আসে বিরতির পরে চতুর্দশ মিনিটে টোস্টাও-এর পরিকল্পনা থেকে। বাঁদিক থেকে দারুণ ড্রিবলিং-এ এগিয়ে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ অতিক্রম

করেন। ববি মূর তাঁকে ধাক্কা দিলেও টোস্টাও দমেননি। গোলমুখে বল বাড়ালেন পেলেকে। পেলে দেখলেন সামনে প্রহরা, প্রহরা তাঁর বামেও। ডাইনে একটু মুক্ত জেয়ারজিনো। জেয়ারজিনো সঙ্গে সঙ্গে ১-০ করলেন।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অ্যাসলে একটি বল হেড করে পাঠালেন অ্যালান বলকে, কিন্তু গোলের কাছে দাঁড়িয়েও তিনি সুযোগ নিতে পারলেন না। ব্যর্থ হলেন অ্যাসলে নিজেও। ব্রাজিলের ঘাবড়ে যাওয়া এক ডিফেণ্ডার সোজা বল পাঠালেন অ্যাসলের পায়ে। অ্যাসলে সেটি মারলেন বারের উপর দিয়ে। অ্যালান বলও একবার ওঁর পুনরাবৃত্তি করলেন। ইংল্যাণ্ড আর ব্রাজিলকে আটকাতে পারল না। তবে দর্শকরা মুগ্ধ হলেন তুল্যমূল্য খেলায়, তাঁরা প্রতিমুহূর্তে দেখেছেন উভয় দলের উত্থান ও পতন। চমৎকার রেফারিং করলেন ইজরায়েলের আব্রাহাম ক্লিন। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগে এদিন মুলারি চমৎকারভাবে যোঝেন পেলের সঙ্গে। মুলারি এক বছর আগে রিও-তে এমনিই খেলেছিলেন। পরদিন সকালে হোটেলের সুইমিং-পুলের ধারে অ্যালান বল আলোচনাকালে সতীর্থদের জিজ্ঞাসা করলেন : অন্য সকলের কথা বাদই দিচ্ছি, কিন্তু জেফ (জিওফ হার্স্ট) কি করে ভাবল সে অফসাইড হয়ে আছে ?

কোয়ার্টার ফাইনালের দিকে—এক নম্বর গ্রুপে সোভিয়েত দল হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন এবং সকলকে অবাক করে বেলজিয়মের বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জিতল। দুটি করে গোল দিলেন ডায়নামো কিয়েভের স্ট্রাইকার বাইশোভেটস। এদিন সোভিয়েত দলের মাঝমাঠে চমৎকার খেললেন আর এক কিয়েভ খেলোয়াড়—মুন্তিজান। মুন্তি-জান পরিশ্রমী তো বটেই, এদিন তাঁকে বেশ খুশি-খুশিও মনে হচ্ছিল খেলার আগে।

এর পরে মেক্সিকো ৪-০ গোলে এল সালভেডরকে হারায়। তবে মেক্সিকোর প্রথম গোলটি এসেছিল রেফারির অমার্জনীয় ভুলে। কেউ কেউ তাই বেলজিয়মের বিরুদ্ধে মেক্সিকোর ১-০ জয় দেখে মন্তব্য করলেন, এটিও রেফারির অবদান বলার হেতুও ছিল। মেক্সিকোর সঙ্গে এল সালভেডর সূচনাটা ভালই করেছিল। নবম মিনিটে তাদের রডরিগুয়েজের একটি শট পোস্টে ধাক্কা খায়। একই ভাবে ব্যর্থ হন কালডেরন উপর্যুপরি। বিরতির কয়েক মিনিট আগে মিশরীয় রেফারি হোসেন কানডিল সালভেডরের বিরুদ্ধে ফ্রি-কিক্ দিলেন। পেরেজ কিক্‌টি আলতো করে পাঠালেন পাডিল্লার কাছে। পাডিল্লা সেণ্টার করতেই ভালডিভিয়া গোল দেন। সালভেডর খেলোয়াড়রা এই ফ্রি-কিক্ নিয়ে তর্ক করলেন, কাঁদলেন, মাঠে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি ফ্রি-কিকের সিদ্ধান্তে অদ্ভুতভাবে অটল রইলেন। হতাশ সাল-ভেডরের বিরুদ্ধে মেক্সিকো আরও তিনটি গোল দিল। একজন দর্শক মেক্সিকোর এই জয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এর আগে এখানে দু'বছর আগেও ওলিম্পিক ফুটবলের সময় এই ধরনের একটি ঘটনা হয়েছিল। দুজন দর্শক বলেছিলেন, তাদের দেশ (মেক্সিকো) চ্যাম্পিয়ন হতে পারবে না। ওঁদের দুজনকেই

ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছিল। আসামী ছিলেন বিশ্ব কাপের সময়ের মতই এক উগ্র দেশপ্রেমী মেক্সিকান। ওদের মৃত্যুর পর খুনীটি অনুশোচনা করে বলে ঃ ওরা ঠিকই বলেছিল। খামোকাই মারলাম ওদের। মেক্সিকো হেরেছিল।

অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে মেক্সিকো-বেলজিয়ম খেলায় এক লক্ষ বারো হাজার দর্শক এলেন। এদিনও একটি 'গোলমেলে' গোল হল এবং খেলার নিষ্পত্তিও হয় এই গোলেই। মেক্সিকোর ভালডিভিয়া ছুটতে গিয়ে বেলজিয়মের এক ডিফেন্ডারের পায়ের উপর পড়তেই আর্জেন্টিনার রেফারি সেনোর কোয়েরেজ্জো পেনাল্টির নির্দেশ দিলেন। বেলজিয়মের খেলোয়াড়রা দু' মিনিট ধরে প্রতিবাদ জানালেন। পেনাল্টি কিক্ করলেন ও গোল হল। তারপর মেক্সিকো এদিন অতিকষ্টে ম্যাচ বাঁচায়। বেলজিয়মের ম্যানেজার গেঠালস্ পরে পেনাল্টি সম্পর্কে বললেন ঃ রেফারির এমন সিদ্ধান্ত আমি কখনও দেখিনি, দেখিনি এমন ধরনের অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ দর্শক।

দীর্ঘকালের বিশ্ব কাপ ইতিহাসে মেক্সিকো এই প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে গেল। এই গ্রুপের আর একটি খেলায় সোভিয়েত ২-০ গোলে হারাল এল সালভেডরকে।

লিঁয় গ্রুপে পেরু কুবিল্লাসের পা থেকে একাধিক গোল পেয়ে ৩-০ গোলে হারাল মরক্কোকে। পশ্চিম জার্মানীও ৫-২ গোলে নাস্তানাবুদ করল বালগেরিয়াকে। মুলার দিলেন তিনটি এবং এর একটি পেনাল্টি থেকে। চতুর্থবার বিশ্ব কাপে এসে কার্ল হেঁজ স্নেলিঙ্গার উয়ে জিলারের মতই খেললেন।

তিন নম্বর গ্রুপে ব্রাজিলের জয় সম্পর্কে দ্বিধা ছিল না। তেমনি বোঝা গেল, ইংল্যাণ্ডকেও বিরত রাখা যাবে না কোয়ার্টার ফাইনালে উপনীত হওয়া থেকে। রোমানিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিল দুর্বল দল পাঠাল। পিয়াজ্জাকে দেওয়া হল মাঝ-মাঠে। ব্রাজিল জিতল ৩-২ গোলে। পেলে দুটি সুযোগ কাজে লাগান। বাকিটি জেয়ারজিনোর। পাওলো সিজার দেখালেন উইঙ্গারহীন ইংল্যাণ্ড যা পারে না, ব্রাজিল তা পারে। তিনি বল নিয়ে সোজা লাইন বরাবর ছুটে বল পিছনে পাঠাতে থাকেন। রোমানিয়াকে শুরুতে নিষ্প্রভ মনে হলেও তারা 'ব্রাইট ফুটবল' খেলল। বিরতির আগে ডুমিত্রাশের গোল ব্রাজিল রক্ষণভাগের মধ্যাঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। সমাপ্তির সামান্য আগে ডেমব্রভ্স্কির হেড থেকে তাদের দ্বিতীয় গোলটি হল। ব্রাজিলের ফেলিক্সকে আবার নড়বড়ে মনে হয়, তারা কোনোক্রমে ম্যাচ বাঁচালো।

আশ্চর্য, পরদিন ইংল্যাণ্ড আরও দুর্বল। কেন তারা একদল 'রিজার্ভ'কে নামালো বোঝা গেল না। আর এই ভুলের জন্য চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে বাঁচার জন্য সারাক্ষণ সংগ্রাম করতে হল। কিথ নিউটন লক্ষ্য করলেন, চেকরা পুরো ম্যাচটাতেই প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে, ক্ষণিকের জন্যও তাদের দৌড় থামেনি। চেকরা এদিন যা খেলল, তাতে আগের দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গেল। বিরতির সামান্য পরে অ্যালান ক্লার্কের পেনাল্টি শটে খেলার নিষ্পত্তি হল। কিন্তু এখানেও রেফারির ওই পেনাল্টির সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনার অন্ত রইল না। এই ফরাসী রেফারি এম মাচি

অবশ্য রহস্যপূর্ণ একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন পরে। চেকদলের কুনা যখন ইংল্যাণ্ডের বেলকে ট্যাক্‌ল করেন, তখন বেল বলের উপর পড়ে গিয়ে বলে হাত দেন। এটাই ছিল ঘটনা। রেফারি মার্চি বলেন, তিনি পেনাল্টি দিয়েছিলেন 'ট্রিপিং'-এর অভি-যোগে। এদিন ডিফেন্সে জ্যাকি চার্লটন মোটেই সক্রিয়তা দেখাতে পারেননি। সন্দেহ নেই অ্যাসলে শূন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু গ্রাউণ্ডে ব্যর্থ। ভুল করেছিলেন রামসে। তাঁর বোঝা উচিত ছিল চেকোশ্লোভাকিয়া ও ব্রাজিলের একই ধরনের রক্ষণ-ভাগ নয়। ইংল্যাণ্ডের খেলা দেখে তাঁদের গোঁড়া সমর্থকরাও বিরক্ত হলেন। একবার তো চেকরা ড্র-র আয়োজনও করে ফেলেছিল। তাদের রাইট ব্যাক ডোবিয়াসের একটি শট ব্যাঙ্কসকে পরাস্ত করে বারে ধাক্কা খায়। ইংল্যাণ্ডের অ্যালান বলও অনুরূপভাবে গোল থেকে বঞ্চিত হন।

## কোয়ার্টার ফাইনাল

কোয়ার্টার ফাইনালের ড্র হওয়ার পর দেখা গেল, খেলা পড়েছে পশ্চিম জার্মা-নীর সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের লিঁয়তে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেরুর গুয়াদালাজারায়। ইতালির সঙ্গে মেক্সিকোর তলুকার উঁচু অঞ্চলে। আর মেক্সিকো সিটিতে খেলা পড়ল উরুগুয়ে বনাম সোভিয়েতের। মেক্সিকো সিটিতে উদ্যোক্তা দেশের খেলা দেওয়া হল না। আনন্দের আতিশয্যে তারা অঘটন ঘটাতে পারে—এই আশঙ্কায়। মনে আছে, আট বছর আগে সাণ্টিয়াগোয় সমর্থকদের আনন্দের কথা ?

**ইতালি ঃ মেক্সিকো**—মেক্সিকানদের অতি আশা দ্রুত বিলীন হয়ে গেল। ইতালি ও রিভার মূর্তরূপ প্রকাশ পেল এবার। ইতালির প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা এদিন তাঁদের তূণ থেকে বজ্রসম শরগুলি নিক্ষেপ করে করে অবিন্যস্ত ও দুর্বল মেক্সিকান বাহিনীকে পরাস্ত করলেন। রিভা দুটি গোল দিলেও, দিনটি ছিল গিয়ানি রিভে-রার। ভালকারেগি অনেক চিন্তার পর মাজোলা ও রিভেরার মধ্যে সমঝোতা করে প্রথমার্ধে মাজোলাকে ও দ্বিতীয়ার্ধে রিভেরাকে নামালেন। রিভেরার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইতালির খেলার আদল পাল্টে যায়। বিরতি পর্যন্ত ফল ছিল ১-১। গঞ্জালেজ মেক্সিকোকে মরীচিকা দেখান দ্বাদশ মিনিটে একটি গোল দিয়ে। ওটি শোধ হয় ডোমেনঘিনির শটে। বিরতির পর ম্যাচটি রিভেরা নিজের মুঠোয় নিয়ে গেলেন। হ্রস্বকায় পিচ্ছিও ডে সিস্ত্রির কাছ থেকে চমৎকার পাস পেয়ে রিভেরা সেটি ক্রশ করে পাঠান রিভাকে। রিভা দুজন ডিফেণ্ডারকে অতিক্রমের পর গোলে মারলে কালডেরণ সেটি ধরতে পারেননি। পরের শটটি ডোমেনঘিনির। মেক্সিকান গোল-রক্ষক ওটি আটকালেও রিভেরার রিবাউণ্ড কালডেরণ ধরতে পারলেন না। এর পর রিভেরা দারুণভাবে বল বাড়ালেন রিভার কাছে, তিনি চতুর্থ গোলটি দিলেন। সুতরাং মেক্সিকো সিটিতে জনতার 'দাঙ্গা' বা আনন্দের আতিশয্যের সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল।

**উরুগুয়ে ঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন**—অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে 'গোলমেলে' গোলের

জন্য উরুগুয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল, যখন উরুগুয়ে ১-০ গোলে সোভিয়েতকে হারাল অতিরিক্ত সময়ের অন্তিম মুহূর্তে। হ্রস্বকায় ও কৃষ্ণকায় উরুগুয়েয়ান রাইট উইঙ্গার কুবিল্লা বলটি টেনে এনেছিলেন পিছনে, তখনই মনে হয়েছিল বল গোল-লাইন অতিক্রম করেছে। কিন্তু রেফারি বা লাইন্সম্যানের কেউ রা কাড়লেন না। তাই এস্পারাগোর গোল দেওয়া পর্যন্ত উরুগুয়ের জয় অপেক্ষা করল। সোভিয়েত দল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে হেরে গেল। 'জিতবই' এই প্রতিশ্রুতি তারা রাখতে পারল না। বিদায় নিল বিশ্ব কাপ থেকে। এদিন আবার তাদের আক্রমণ-ভাগে দুর্বলতা প্রকাশিত হয়। তাদের গোটা খেলায় ঝিমুনি পরিলক্ষিত হল। নিশ্চয়ই পরাজয়ের অন্যতম কারণ এটি।

বরং কৃতিত্ব উরুগুয়েয়ানদের। আজ তারা শুধু জিতেছে বলেই নয়, জিতল রোশা ছাড়াই। সুতরাং ওদের সাবাশ জানাতে হয় বৈকি! তবে অভিজ্ঞ কুবিল্লা ছিলেন। তরুণ সেণ্টার হাফ আনচেটা এবং মাজুরকিউইজ তৃতীয়বার বিশ্ব কাপে খেলতে এসে দারুণভাবে গোলরক্ষা করলেন।

ব্রাজিল ঃ পেরু—গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলই দর্শকদের কাছে ফেভারিট তো বটেই, এ যেন তাদের নিজেদের দল। ব্রাজিলকে ঘিরে খেলার আগে তাদের হুল্লোড় তো তাই প্রমাণ করল। ব্রাজিলের কাছে পেরু হারলেও দর্শনীয় ম্যাচ হল, দুই দলই চমৎকার খেলল। উভয়ের আক্রমণভাগের খেলা সকলকে মুগ্ধ করল, কিন্তু গোল দিচ্ছিল দুটি দল অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। গ্রুপের শেষ খেলায় পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে পেরুর ডিফেন্স যেমন অ্যাটাকের চাইতে দুর্বল ছিল, এদিন তেমনটি দেখা গেল না। কাটানাকিও পদ্ধতি অবলম্বিত হলেও জার্মানদের মত পেরু কোয়ার্টার ফাইনালে দুই উইঙ্গারের খেলায় ভীষণ গুরুত্ব দিল। ওরা লুবিডা, গ্রাবোস্কি এবং লোহারকে ফ্লাঙ্কে ছড়িয়ে রেখেছিল। আর মুলারকে মাঝে মাঝে মাঝমাঠে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু তাঁকে সুযোগ করে দেয় শুধু গোল করার। মুলার পেরুর বিরুদ্ধে গ্রুপের ওই খেলায় তিনটি গোল দিয়ে সতীর্থদের সহযোগিতার যোগ্য মর্যাদা দেন। অথচ কম উচ্চতার জন্য তাঁর বিপক্ষের রক্ষণ-ভাগে গিয়ে বহু অসুবিধায় পড়া স্বাভাবিক। তবুও মুলারকে উঁচু বলগুলি সুন্দর-ভাবে খেলতে পারদর্শী মনে হয়েছে। আবার এই মুলারই, যখন ০-০ ছিল পেরু ও জার্মানীর ফল, তখনই বেকেনবাউয়েরের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল দিতে অসমর্থ হন। বেকেনবাউয়ের ফ্রি-কিক্ লব করে অরক্ষিত মুলারকে পাঠিয়েছিলেন। পেরু সেদিন গোল দিয়েছিল বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে। দ্বিতীয়ার্ধে তারা বেশ খেলে, যখন জার্মানরা উচ্চতা ও উত্তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পেরুভিয়ানরা স্বদেশীয় অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে জার্মানদের রুখে দিলেও গোলের ব্যবধান আর কমাতে পারেনি অর্থাৎ জার্মানদের জয় হয় ৩-১ গোলে।

কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে পেরু যেমন কুশলতা, তেমনি গতির আধিক্য দেখাল। কিন্তু জয়ের আলোর সন্ধান মিলল না ওই খেলায়। ব্রাজিলে

পুনরায় এলেন গার্সন। রিভেলিনো রইলেন তীব্র বাঁ-পায়ী শট ও ভারতের প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ ম্যানেকশর মত গোঁফ নিয়ে। মাঝমাঠে গার্সন আর রিভেলিনো নিজের জমিতে তো বটেই, প্রয়োজনে গার্সনের জায়গাও দখল করতে লাগলেন। পেরু কৃষ্ণকায় উইঙ্গার বেলনকে নামালো। শুরুতে তাঁর সম্পর্কে অনেক আশা ছিল। এদিকে ব্রাজিল আহত এভারাল্ডোর জায়গায় আনল মার্কো অ্যাণ্টানিয়োকে। বেলনকে তিনি পদে পদে রুখতে লাগলেন। ব্রাজিলের রাইট উইং-এ সুদেহী জেয়ারজিনো অসুস্থ থাকলেও টোস্টাও-এর পাস থেকে দলের চতুর্থ ও শেষ গোলটি আসে তাঁরই পা থেকে। তবে গ্রুপ ম্যাচের মত তেমন শক্তির পরিচয় এদিন তাঁর খেলায় মেলেনি।

শুরুর দ্বাদশ মিনিটে ব্রাজিল অতি দ্রুত এগিয়ে প্রথম গোলটি করে। পেরুর ক্যাম্পস বুকে বল ঠেকিয়ে মাটিতে ফেলতে গেলে বল পিছনে চলে যায় টোস্টাও-এর কাছে। তিনি রিভেলিনোকে বাড়াতেই, রিভেলিনো বাঁ পায়ের জোরালো শটে ২-০ করেন। এবার টোস্টাও তাঁর খেলার সব কৌশল প্রয়োগের জন্য বিচরণে ব্যস্ত। বিপক্ষকে নড়বড়ে দেখে এবার তিনিও বাঁ পায়ে পেরুর গোলরক্ষক রুবিনোসকে পরাস্ত করলেন।

পেরু গোল খেয়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লেও আধঘণ্টার মধ্যে সামলে ওঠে ব্রাজিল-গোলরক্ষক ফেলিক্সের ভুলে। বাঁদিক থেকে মারা গ্যালাডোর লং স্পিনিং ক্রস শটটি ফেলিক্স বুঝতেই পারেননি। এতে কিছু ইতরবিশেষ হল না। বিরতির ঠিক পরেই পেলের লম্বা শট টোস্টাও-এর কাছে পৌঁছতেই আর একটি গোল দিলেন তিনি। পেরুও যেন জবাব দিতে প্রস্তুত। বেলনের বদলী সটিল এমন শট মারলেন যে, ব্রিটো ক্লিয়ার করতে অসমর্থ হলেন। কুবিল্লাস কুড়ি গজ দূরে থেকে ড্রাইভিং দ্বারা ফেলিক্সকে পরাস্ত ( ৩-২ ) করলেন। তারপর ব্রাজিলের চতুর্থ গোলটি করলেন জেয়ারজিনো।

পশ্চিম জার্মানী ঃ ইংল্যান্ড—লিঁয়তে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় সম্পর্কে দুষ্টলোকরা রটান, গর্ডন ব্যাঙ্কস যখনই এক বোতল বীয়ার পান করলেন, অমনি ইংল্যাণ্ডের পরাজয় এগিয়ে এল। সারা সফরে ব্যাঙ্কসের সতীর্থরা রসিকতা করে তাঁকে বলতেন, 'বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক তুই।' আসলে তাঁদের রসিকতায় একটুও ভুল ছিল না। ম্যাচের আগের দিন অর্থাৎ শনিবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরদিন—রবিবার সকালে দেখা গেল লিঁয় হোটেলের উঠোনে তিনি রোদ পোহাচ্ছেন। তারপর তিনি ইংল্যাণ্ড দলের চিকিৎসক ডাঃ নিল ফিলিপসের কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটে হোটেলের ভিতরে এলেন। সুতরাং গর্ডন ব্যাঙ্কসের খেলার কোনো আশাই রইল না। বলতে হয়, তাঁর বদলে যেই এলেন পিটার বনেট্টি, অমনি ম্যাচও চলে গেল পশ্চিম জার্মানীর দখলে। ইংল্যাণ্ড হারল কেন? আগের আগের বিশ্ব কাপে জিওফ হার্স্টের গোল বাতিল নিয়ে গোলমেলে কোনো ব্যাপার তো ছিল না! না, এবার পরাজয়ের জন্য দায়ী রামসে নির্দেশিত ট্যাকটিক্‌স? কিংবা বনেট্টির চঞ্চলতা? আলফ রামসে কী নিজেকে দায়িত্বমুক্ত করতে পারেন এই

কথা বলে যে, গর্ডন ব্যাঙ্কস থাকলেই ইংল্যাণ্ড জিতত ? না, বদলী খেলোয়াড় বাছাইয়ে তাঁর মারাত্মক ভুল হয়েছিল ? যে সমালোচনা বা যে প্রশ্নই উঠুক, এটা স্বীকার করতেই হবে, সমাপ্তির চল্লিশ মিনিট আগে ইংল্যাণ্ড ২-০ গোলে এগিয়েছিল। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে তারা হারে ৩-২ গোলে।

এই ম্যাচটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ ফাইনালে এই দুদল ছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রথম ইংল্যাণ্ডকে তারা হারাল। ১৯০১ সালে যখন প্রথম একটি জার্মান দল ইংল্যাণ্ড সফরে গিয়েছিল, তাদের পরাজয় শুরু হয় তখন এবং তা এবারের বিশ্ব কাপের আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। অবশ্য এর আগে মাত্র একবার ১৯৬৮-র মে মাসে হ্যানোভারে পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে ইংল্যান্ডকে হারালেও জার্মানরা সেই জয়কে জয় বলে মনে করতেন না। সন্দেহ নেই ইংল্যাণ্ড তুলনামূলকভাবে তখন হীনবল ছিল, তাদের মান নেমে গিয়েছিল এবং খেলে অত্যন্ত হতাশকর ফুটবল। ৬৭ বছর পর এই জয়কে জার্মানীর নিশ্চয়ই জয় বলেই গণ্য করা উচিত।

১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে পশ্চিম জার্মানীকে ফেভারিট মনে করার পক্ষে অনেক যুক্তি ছিল। যদিও মরক্কোর সঙ্গে তাঁদের সূচনাটা তেমন শুভ হয়নি, তবুও বালগেরিয়া ও পেরুকে তারা বিপর্যস্ত করেছিল। বাঁ পায়ের দারুণ পাসে উলফ্যাঙ্গ ওভারাথ যেমন, তেমনি জিলার ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী বেকেনবাউয়েরের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, তদুপরি মুলার—এসব নিয়ে জার্মানরা তো দুর্ধর্ষ। উইঙ্গাররাও যেমন দ্রুত, তেমনি বিপজ্জনক। প্রত্যেকের মাথায় আবার নব নব পরিকল্পনা। জার্মানদের সূচনায় ইংল্যান্ড এক জোড়া গোল দিয়েছিল। আর হীনবল হলেও চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে দারুণ খেলে। ইংল্যাণ্ডের ৪-৪-২ খেলাকে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ম্যানেজার ও ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন লেফট-হাফ জো মার্সার 'ক্রুয়েল্টি টু সেণ্টার ফরওয়ার্ডস' আখ্যাত করেন। এই প্রকরণে ইংল্যাণ্ড দল না ছিল সক্রিয়, না পেয়েছিল উৎসাহ। রোমানিয়ার অধিনায়ক মির্সি লুসেসকু আজীবন ইংল্যাণ্ডের ভীষণ সমর্থক। ব্রিটিশ ফুটবল খারাপ—একথা তাঁর চিন্তায় স্থান পেত না। ঠিক এদেশে 'বাঙাল' ও 'ঘটি'দের ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে সমর্থনের মত। এমনি ধরনের মির্সি লুসেসকুও ইংল্যাণ্ডসম্পর্কে মন্তব্য করলেন : ওরা ভাল ফুটবল খেলতে আসেনি। এসেছিল—যেনতেন প্রকারে বিশ্ব কাপ দখলে রাখা যায় কিনা এই উদ্দেশ্যে।

ইংল্যাণ্ডের সিনিয়র খেলোয়াড়দের মধ্যে সলাপরামর্শের অন্ত ছিল না। কেউ কেউ বললেন, ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আমাদের আরও সক্রিয় নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। লি-কে পিছনে নিয়ে তার ধারে হার্স্টকে রাখা হল। তবে রামসের উচিত হয়নি ৪-৪-২ পদ্ধতি অবলম্বন করা। এতে উইঙ্গারদের এগিয়ে যাওয়ার শূন্যস্থান পূরণ করবেন ফুলব্যাকরা। মার্টিন পিটার্সকে অবশেষে ১৯৬৬-র ফর্মে দেখা গেল মিড-ফিল্ডে ও গোল সীমানার চতুর্দিকে। ববি চার্লটন ১০৬ বার জাতীয় দলের পক্ষে খেলে রেকর্ড করলেন।

ব্যাঙ্কসের জায়গায় বনেট্টি এলেও তাঁকে নবাগতদের মধ্যে ফেলা যায় না। যেমন উৎসাহী, চেহারাও দোহারা। সুন্দর বল ধরেন। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের ঠিক আগে জাতীয় দলে তাঁকে নেওয়া হয়। আর তখন তাঁর চমৎকার গোল রক্ষা বেশ সুনাম কুড়িয়েছিল। অথচ তার আগে তিনি অমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কখনও খেলেননি। নামেননি এক মাস যাবৎ কোনো প্রতিযোগিতামূলক খেলায়ও।

কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড এক ঘণ্টা প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। যেমন তাদের শক্তি, তেমনি তাতে গতি এবং সুযোগ সৃষ্টি। আর সবশেষে যা দরকার—'ফিনিশিং', তাও দেখাল। এবার বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ড এমন খেলা আর খেলেনি। গুয়াদালাজারায় ববি মুর যেমন প্রাধান্য বজায় রেখে রাজকীয় ভঙ্গীতে ফুটবল খেলেছিলেন, এদিন আবার সেই খেলা। তাঁর ওয়েস্ট-হাম ক্লাবের সতীর্থ জিওফ হার্স্ট দেখালেন ইংল্যাণ্ডের ফুটবল মহিমা। টেরি কুপার তো পশ্চিম জার্মানীর লিবুডাকে খেলতেই দিলেন না। বরং বল নিয়ে বিপক্ষের বিপজ্জনক সীমানায় হানা দিতে লাগলেন। একই কাজ করলেন কিথ নিউটন। ববি চার্লটনের এই খেলা বিশ্ব কাপের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। লি ও পিটার্স সিরিজের সেরা ম্যাচ খেললেন। আর মুলারির বোধ হয় এটি জীবনের শ্রেষ্ঠ ম্যাচ। এসব থেকে দুটি গোল হল। তবে এই সংখ্যা যথেষ্ট নয়।

প্রথম গোলটি আসে আধঘন্টা পরে। আর এই গোলের জন্য সব কৃতিত্বই মুলারির। তিনি নিজ এলাকা থেকে বল নিয়ে বিপক্ষকে কাটিয়ে গোল দিয়েছেন। শুরুতে লি-র সঙ্গে মুলারি বল দেওয়া-নেওয়া করে খানিক এগোন, তারপর ক্রস ফিল্ড শটে পাঠালেন ডাইনে নিউটনের কাছে। নিউটন মাটি ঘেঁষা লো বলটি সোজা মারলেন। কিন্তু বল ধরবে কে? কেউ তো নেই ওখানে! মুলারি কোনাকুনি ছুটলেন বিদ্যুৎগতিতে। অবিশ্বাস্যভাবে বলটি ধরে সেন্টারের ভঙ্গি করলেন, কিন্তু তা প্রবেশ করল মেয়ারকে বোকা বানিয়ে পশ্চিম জার্মানীর গোলে। বিরতির পাঁচ মিনিট পরে জিওফ হার্স্ট অক্লান্ত পরিশ্রমে বল বাড়ালেন নিউটনের কাছে। নিউটন ছুটে চমৎকার ক্রস দিলেন, এবার ধরলেন মার্টিন পিটার্স এবং ১৯৬৬-র মত দর্শনীয়ভাবে গোল করলেন।

এর পরমুহূর্তে জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন প্রত্যাহার করে নিলেন লিবুডাকে ও তাঁর জায়গায় আনলেন গ্রাবোস্কিকে। খেলার চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। গ্রাবোস্কি তখন ট্যাকল করছেন, পায়ে দৌড়ও ভীষণ রকমের। ওদিকে ইংল্যাণ্ডের কুপার প্রচণ্ড গরমে ও উচ্চতা জনিত প্রতিকূল পরিবেশে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ইংল্যাণ্ডের অন্যতম সক্রিয় খেলোয়াড় সবচেয়ে অকেজো হয় গেলেন, কিন্তু তাঁকে বদল করা হল না। এদিকে জার্মান দলে দ্বিতীয় বদল হল। হজেসের বদলে শুলৎজ নেমেছেন বিরতিকালে। তাঁর লক্ষ্য হার্স্ট, কারণ ফিচেলের পক্ষে তাঁকে সামলানো সহজ ছিল না।

গ্রাবোস্কির দ্রুত বল নিয়ে দৌড়ান এবং পরিশ্রম জার্মান দলকে নতুন জীবন

দিল। সব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, যখন চার্লটন বাইরে গেলেন। ওদিকে বেকেনবাউয়ের উঠে আসছেন অগ্রবর্তী অঞ্চলে, এই বেকেনবাউয়েরই গুরুত্বপূর্ণ গোলটি দিলেন, চার্লটন তারপরই বদলী হন। বেকেনবাউয়ের যখন এগিয়ে, তখনই একটি রিবাউন্ড তাঁর কাছে আসে। বেকেনবাউয়ের বলটি নিয়ে ডান পায়ে কোনাকুনি শট মারলেন। বনেট্টি ধরার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তাঁর ডাইভের আগেই বল গোলে প্রবেশ করেছে (২-১)।

চার্লটনের বদলে এলেন বেল। চার্লটনও কুপারের মতই অনেকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এর পরেই ইংল্যান্ড দলে আর একটি পরিবর্তন হল। পিটার্সের জায়গায় কেন লিডসের নরম্যান হান্টারকে আনা হল বোঝা গেল না। 'হার্ড-ট্যাকলার' হান্টারকে দেখে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা অবাক হলেন। হয়ত ধারণা করা হয়েছিল হান্টার এলে ডিফেন্স শক্ত হবে, কিন্তু তা হল না। তিনি অকারণে যত্রতত্র ছোটাছুটি করলেন। কেবল একবার তাঁকে একটি কর্ণার-কিকের সুযোগ দেওয়া হল।

ইংল্যান্ডের খেলায় যে ঘাটতি দেখা দিল, তা থেকে প্রত্যাবর্তনের কোনো হদিশ মিলল না। অ্যালান বলের পাস ধরতে পারলেন না বেল। ভাগ্যিস হার্স্ট ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে বলটি ছোঁ মেরে সজোরে শট করলেন। এটিতেও মেয়ার পরাস্ত হলেন, তবে শটটি পোস্টের বাইরে চলে যায়।

জার্মানী ২-২ করল উয়ে জিলারের চমৎকার হেড থেকে। ম্যাচের সারাক্ষণ ধরে এই জিলার ভীষণ রকমের চাপ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ইংল্যান্ডকে। তাঁর শূন্যের বলগুলির দিকে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়রা হতাশভাবে লক্ষ্য করেছেন শুধু। ইংল্যান্ডের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লেবনে গোলমুখের একটি বল ক্লিয়ার করতেই তা পড়ল জার্মানীর স্নেলিঞ্জারের পায়ে। তিনি সেটিকে লব করলেন। ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডাররা জিলারকে এই সময়ে অফসাইডে রাখতে পারতেন, কিন্তু তেমন প্রয়াস দেখা গেল না। জিলার বল নিয়ে এগিয়ে তাতে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করলেন। বনেট্টির মাথার উপর দিয়ে তাঁকে হতভম্ব করে বল প্রবেশ করল গোলে।

নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ। ফল ২-২। তাই নিষ্পত্তি করতে অতিরিক্ত সময়ের নির্দেশ। এবারও জার্মানরা আগের গতি বজায় রাখলেন। তবুও এরই মাঝে ইংল্যান্ড একটি সুযোগ পেয়েছিল। লি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে স্নেলিঞ্জারকে কাটিয়ে ডান দিকে ফেললেন বল। হার্স্ট কাছেই ছিলেন, ভুল করলেন না ওটি গোলের ভিতরে পাঠাতে। কিন্তু রেফারির বাঁশিতে গোলের সংকেত বাজল না। অথচ ইংল্যান্ডের কেউ তো অফসাইড হননি। লি-ও ফাউল করেননি স্নেলিঞ্জারকে। মুলার শেষ হাতিয়ার প্রয়োগ করলেন ইংল্যান্ডের ডিফেন্সে ব্রহ্মাস্ত্রের মত এক ভলি মেরে। অবশ্য এর জন্য গ্রাবোস্কির ভূমিকা অনস্বীকার্য। কুপারকে পরাস্ত করে তিনি ক্রস পাস দিলেন লোহারকে। লোহারের হেডই মুলারের কাছে বলটি পেঁছে দেয়। বনেট্টি আবার হেরে গেলেন। জার্মানীর এই পুনরুত্থান যথার্থই অভাবনীয়,

ইংল্যান্ড বড় রকমের ধাক্কা খেল ১৯৬৬-র পর। অপরাহ্নের রোদে হোটেল প্রাঙ্গণে ইংল্যান্ড খেলোয়াড়দের যুদ্ধে আহত সৈনিকদের মত মনে হল। এই নিষ্ঠুরতম আবহাওয়ায় তাদের ফুল ব্যাকদের উপর প্রচণ্ড রকমের বোঝা সৃষ্টি করে এবং তাই-ই এবারের বিশ্ব কাপ থেকে ১৯৬৬-র কাপ বিজয়ীকে কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় করেছিল। তবে একথাও সত্যি, জিওফ হার্স্ট ছাড়া আর কাউকে এ দিন আপ্রাণ লড়তে দেখা যায়নি। অথচ গুয়াদালাজারাতেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সোডিয়াম ট্যাবলেটও ইংল্যান্ডকে ১২০ মিনিট খেলার মত শক্তি দিতে পারল না। হার্স্ট, দলের প্রধান শক্তি হলেও, তাঁকে ভীষণ বিষাদগ্রস্ত মনে হল। তিনি আরও লড়তে পারতেন যদি সল্ট ট্যাবলেট পেতেন, অবশ্য ওই ট্যাবলেটের কিছু ক্ষয়পূরণ করে লেমনেড। ববি মুরের মতই তিনি খেলছেন। খেলেন গতবারের ফাইনাল অপেক্ষা অনেক ভাল। মেক্সিকো তাঁর কাছ থেকে অনেক বেশি নিংড়ে নিয়েছিল। যে শক্তি তিনি এখানে ক্ষয় করলেন, হার্স্টের পক্ষে তা সহজে ফিরে পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে, বললেন ক্রীড়া বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞরা। জিওফ হার্স্ট বিশ্ব কাপ কমিটির একগুঁয়েমীর বলি হলেন।

## সেমিফাইনাল

সেমিফাইনালে দুই পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল ও উরুগুয়ে আবার মুখোমুখি হল। এদের খেলা পড়ল গুয়াদালাজারায়। মেক্সিকো সিটিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল ইতালি ও পশ্চিম জার্মানী। উরুগুয়েয়ানরা ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিল গুয়াদালাজারায় খেলা পড়ায়। তাদের অভিযোগ, এতে তো ব্রাজিলেরই সুবিধা হবে। তারা খেলবে 'নিজেদের মাঠে'। কোনোরকম যুক্তি না দেখিয়ে তারা দাবি জানাতে থাকে, মেক্সিকো সিটিতে খেলা হোক। কর্তৃপক্ষ অবশ্য টলেননি। তবে উরুগুয়ে গুয়াদালাজারায় পেঁছিল অনেক দেরিতে। গভর্ণর আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও বর্জন করল তারা।

ব্রাজিল ঃ উরুগুয়ে—ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফেলিক্সের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উরুগুয়ে এগিয়ে গেল। হ্রস্ব ও কৃষ্ণকায় কুবিল্লা বল ধরে এগিয়ে ডান দিকের গোল-লাইনের লক্ষ্যে পেঁছবার চেষ্টা করলে পিরাজ্জার কাছে বাধা পেতেই অসম্ভব এক অ্যাঙ্গেল থেকে গোল বরাবর শট করলেন। অভাবনীয় ভাবে বল লাফিয়ে ফেলিক্সকে অতিক্রম করে গোলে ঢুকল (১-০)। প্রথমার্ধের সমাপ্তির কিছু আগেও উরুগুয়ে এগিয়ে রইল। বিরতির সামান্য আগে ব্রাজিলের ক্লোডোয়াল্ডো প্রচণ্ড বেগে বল নিয়ে ১-১ করেন। কুড়ি বছর বয়সী সুদেহী এই রাইট হাফ গ্রুপ ম্যাচে ও কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সেমিফাইনালে তা কাজে লাগান। মূলতঃ ডিফেণ্ডার হলেও এদিন তিনি ঘন ঘন বল জুগিয়েছেন দলের প্রবীণ ও অভিজ্ঞদের। শুধু তাই নয়, তিনি প্রমাণ করলেন ফুটবলে তাঁর অধিকার কতখানি।

ক্লোডোয়াল্ডোর আদর্শ ও স্যান্টোসের মহানায়ক পেলে উদ্বোধনী খেলার মত সেমিফাইনালেও দুর্দান্ত ফর্মে। এদিন তিনি দর্শনীয় একটি গোল থেকে বঞ্চিত হন। মাজুরকিউইজের বল কিক তাঁর জানা। তিনি ধরেই সাধারণত ডিফেন্ডারদের কাছে পাঠান। পেলে এমনই একটি বল ধরে চমৎকার ভলি মারলেন। কিন্তু উরুগুয়ে গোলরক্ষক অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এটি ঠেকিয়ে দেন।

উরুগুয়েয়ানরা প্রথমার্ধে বেশ কিছুটা হিংসাত্মক ফুটবল খেললেন। জাগালো ওদের প্রথম গোল দেখে কিছুটা সন্ত্রস্ত হন। তারপর একটু ভেবে ওদের সব ফন্দী ধ্বংস করলেন। মুজিকার তুলনায় জেয়ারজিনো গতিতে ও শক্তিতে এগিয়ে থাকলেও আনচেটা ও মাটোসাস চমৎকারভাবে জেয়ারজিনোকে বাধা দিতে লাগলেন। মেজাজ হারিয়ে ওঁরা ফাউল করলেন, তবুও একাধিক ফ্রি কিক রুখে দিলেন ডিফেন্ডাররা। এক ফাউলে ক্লোডোয়াল্ডো আহত হলেও টোস্টাও-এর সুন্দর পাস থেকে গোলটি দিতে ভুল করেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে তো পুরো খেলাটাই ব্রাজিলের করায়ত্ত হল। এবার উরুগুয়ের শারীরিক শক্তি প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি পেল, আর তা বেশ দৃষ্টিকটুও হয়। কোয়ার্টার ফাইনালের মত এবারও বদলী হিসাবে নামানো হল এস্পারাগোকে। তিনি নামলেন মানিরোর পজিশনে। ব্রাজিলের দ্বিতীয় গোলটি হল অত্যন্ত দ্রুত। এবারও পরি-কল্পনা রচনা টোস্টাও-এর। জেয়ারজিনোকে বল বাড়াতেই তিনি ২-১ করলেন। মুজিকার দৌড়ের গতি বা তেমন শক্তি ছিল না ব্রাজিলের ওই উইঙ্গারকে বাধা দেওয়ার। সুতরাং জেয়ারজিনোর মার মাজুরকিউইজের পক্ষে আটকানো সম্ভব হয়নি। উরুগুয়ে দ্বিতীয় গোলটি খেয়ে ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠেছিল। কুবিল্লা ব্রাজিলের গোলে বেশ জোরালো শটই মেরেছিলেন। কিন্তু ফেলিক্স এবার সেটি তৎপরতার সঙ্গে ধরে ফেলেন। আবার বল ব্রাজিলের দখলে এবং তা পেলের পায়ে। তিনি গড়িয়ে পাস দিলেন রিভেলিনোকে শেষ কাজটি করার জন্য। মুহূর্তমধ্যে ব্রাজিল ৩-১ গোলে এগোল। শেষ মুহূর্তেও পেলে অদ্ভুতভাবে বল নিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রতি মুহূর্তে যাদু সৃষ্টি করছিলেন। দূর থেকে প্রচণ্ড শটে মাজুরকিউইজকে কাবু করার প্রয়াস অবশ্য ব্যর্থ হল। আর একবার পেলের পা থেকে মাজুরকিউইজ বল কাড়ার জন্য ধাবমান হলে পেলে দ্রুত গতি পরিবর্তন করে ফাঁকা গোলে বল মারেন। সামান্য উঁচু দিয়ে বল চলে যাওয়ায় উরুগুয়ে আর একটি নিশ্চিত গোল থেকে অব্যাহতি পেল।

ইতালি ঃ পশ্চিম জার্মানী—মেক্সিকো সিটিতে উন্নত মানের ফুটবল প্রদর্শনী হল। উভয় দলেরই যেন লক্ষ্য ছিল খেলাটিতে বিশ্ব ফুটবলের অঙ্গন মহিমান্বিত করার। সত্যি বলতে কি এমন অ্যাটাকিং খেলা সচরাচর দেখা যায় না। আর আক্রমণ করেছে দুটি দলই সমানভাবে। এই ম্যাচ দেখার জন্য শত শত সাংবাদিক উপস্থিত থাকলেও এক ইতালীয় সাংবাদিক চমৎকার বর্ণনা দিয়ে নিজের কাগজে ডেসপ্যাচ পাঠালেন। অতিরিক্ত সময়ের গোলটি যেভাবে হয়েছে, তাকে তিনি তুলনা করলেন

বাস্কেটবলের সঙ্গে। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী জার্মানীর বদলে ইতালির দিকে সদয়া হলেন। জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্যোনের খেলোয়াড় বদলও এজন্য কম দায়ী নয়।

কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কোনোক্রমে জয়ের পর নানান চিন্তা মাথায় নিয়ে পশ্চিম জার্মানী এই প্রথম অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে খেলতে নামল। এল তাদের সেই ধীর গতি নিয়েই। এদিকে ইতালিকে সাহস যোগালেন অত্যন্ত পরিশ্রমী বনিনসেগনা প্রথমার্ধে একটি গোল করে। অষ্টম মিনিটেই তিনি জার্মান ডিফেণ্ডার-দের কাছ থেকে দুটি রিবাউণ্ড পেয়ে শেষেরটি কাজে লাগালেন পেনাল্টি সীমানার ধার থেকে বাঁ পায়ে। জার্মান গোলরক্ষক মেয়ারের পক্ষে ওই বল ধরা সম্ভবও ছিল না। বিরতির পর মাজোলাকে প্রত্যাহার করে নামানো হল রিভেরাকে। এতে খেলার কোনো পরিবর্তন তথা উন্নতি দেখা গেল না। তারা অত্যন্ত সতর্কতা সত্ত্বেও প্রথমার্ধের অগ্রগতিটুকুও অব্যাহত রাখতে অপারগ হল। জার্মানরা ইতোমধ্যে শনৈঃ শনৈঃ খেলার উন্নতি ঘটালেন মাঝমাঠ দখল করে, তারপর তা ফরওয়ার্ডদের সাহায্যে আসতে থাকে। ইতালীয়রা ভুল করলেন বেকেনবাউয়ের ও ওভারাথের মত খেলো-য়াড়দের প্রতি তেমন লক্ষ্য না রেখে, বরং তাঁদের এগিয়ে আসতে দেওয়া হল। এই দুজনের ফুটবল-কুশলতা কিছুক্ষণের মধ্যে ইতালির উপর বোমা বর্ষণ শুরু করল। জিলার একবার ইতালীয় ডিফেণ্ডার সেরাকেও অতিক্রম করলেন। গ্রাবোস্কি আজই প্রথম পুরো সময় একটি ম্যাচ খেললেন। তিনি এবং ওভারাথ বেশ কয়েকটি সুযোগ নষ্ট করলেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে লোহারের বদলে নামেন লিবুডা। ২০ মিনিট পরে শ্যোন ঝুঁকি নিয়ে দ্বিতীয় বদলী নামালেন। মূলতঃ আক্রমণ ভাগের হলেও হেল্ডকে আনা হল ফুল ব্যাক পাৎকের জায়গায়।

পরিশ্রমী ও সুদেহী হেল্ডের আগমন সূচনায় জার্মানীকে উদ্দীপিত করল। ১৯৬৬-র ফাইনালে তাঁর খেলার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। এই হেল্ড তখন জার্মানীর বাঁ দিকের আক্রমণে রসদ তো জুগিয়েছিলেনই, একাধিকবার গোলেরও সুযোগ করে দেন। তাঁর পায়ে প্রচণ্ড 'ড্রাইভ কিক্'। এদিনও তাঁর পাস থেকে জিলার বল পেয়ে হেড দিলেন। আলবেরত্রাশি এদিন তৃতীয়বার গোল রক্ষা করলেন। কিন্তু তাঁর দিনের প্রথম পরাজয় তখনও মনে উঁকি দিচ্ছিল। গ্রাবোস্কি বাঁদিকে ক্রস দিতেই গোলমুখে অপেক্ষমান সুইপার কার্ল হেঁজ স্নেলিঞ্জার ১-১ করলেন।

এবার অতিরিক্ত সময়ের খেলা। ফুটবল তো নয়। একেবারে বাস্কেটবলের মত দ্রুতগতির খেলা। বল একবার এ প্রান্তে, পরমুহূর্তে অন্য প্রান্তে। প্রতি মুহূর্তে, ফুটবলে এমন নাটকের পর নাটক বড় কমই হয়। ইতালি এবার দ্বিতীয় বদলটি করল। রোসাতোর জায়গায় এলেন পর্লোস্তি। সব থেকে উল্লেখ্য, এই সময় জার্মানীর পরম নির্ভরযোগ্য বেকেনবাউয়ের গুরুতর আহত হলেন। তাঁর এক হাত একেবারে অকেজো হওয়ার উপক্রম। এই খেলায় এবারই প্রথম তাঁর উপর এই আঘাত নয়। নির্দিষ্ট সময়েও একবার তাঁকে 'খুন' করার চেষ্টা হয়েছিল ইতালির গোলমুখে পৌঁছলে। কারণ বারংবার বিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে হানা দিচ্ছিলেন যে!

এবারের আঘাতটি আইনত পেনাল্টি হয়নি। কেননা ফাউলকারী তাঁর বিচক্ষণতাকে কাজে লাগান পেনাল্টি সীমানার একটু বাইরে। তা না হলে নীতিগতভাবে একে পেনাল্টি না দিলে গুরুতর অন্যায় হত। ফ্রি কিক থেকে জার্মানীর কোনো উপকার হল না। তবে দোষীর দণ্ড তখনই হয়ে গেল। ইতালির আখেরে জয় হলেও মুহূর্তের জন্য জার্মানরা হৃদয় কেড়ে নিল। ইতালীয় সমালোচকরা জার্মানীর পরাজয়ের জন্য ম্যানেজার শ্যোনকে দায়ী করেন তাঁর খেলোয়াড় বদল ও ট্যাকটিক-সের জন্য। ইতালির একটি কাগজে হেড লাইনও হয় 'ডাঙ্কে শ্যোন'। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য—বেকেনবাউয়েরকে ফাউলই খেলার গতি পরিবর্তন করেছিল।

অতিরিক্ত সময়ের শুরুতে জার্মানীরই প্রাধান্য ছিল আক্রমণে। পঞ্চম মিনিটে আলবের্তশির জায়গায় অকারণে ছুটে গেলেন পলেত্তি। মুলার সেই সুযোগ ছাড়েন-নি। জার্মানী ২-১-এ এগোল।

এবার গোলগুলি হতে শুরু করে বাস্কেটবলের স্কোরের মতই। ইতালির টারসিশিও বার্গনিশ হঠাৎ সেণ্টার হাফে এগিয়ে স্নেলিঞ্জারকে কাটিয়ে জার্মানীর গোলমুখে পেঁছে আর নামলেন না। ইতোমধ্যে ইতালি ফ্রি-কিক পেল। রিভেরা শট্‌ করে গোলের কাছে পাঠাতেই বার্গনিশ তাতে পা ঠেকিয়ে মেয়ারকে পরাস্ত (২-২) করলেন। এবার রিভা কাটালেন স্নেলিঞ্জারকে। তারপর বাঁ পায়ে নিচু ক্রস শট মারলেন পেনাল্টি সীমানার কাছ থেকে। ৩-২ হল। অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধ শেষ। ইতালি আবার এগিয়ে। জার্মানী তখন সুইপারহীন। এবং বেকেন-বাউয়ের রীতিমত পঙ্গু।

তবুও জার্মানী লড়াইয়ে ক্ষান্ত হল না। উয়ে জিলার সর্বশক্তি নিয়োগ কর লেন। একই ভাবে তাঁর হেড আলবের্তশি আবার রুখে দেন। তবে পরক্ষণেই কর্ণার-কিকের সময় তিনি ছিলেন বাঁদিকের পোস্টের খানিকটা দূরে। বল পেয়েই ফেলে দিলেন মুলারের মাথায়। মুলার ৩-৩ করলেন। ফুটবল নাটক আবার জমজমাট। এই টুর্ণামেণ্টে মুলারের এটি দশম গোল তো বটেই, তিনি হলেন টপ্‌ স্কোরার।

অ্যাজটেক স্টেডিয়ামে প্রতি মুহূর্তে উত্থান-পতন। দ্বিতীয় অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে বনিনসেগনা বল নিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন বাঁ প্রান্ত বরাবর। তারপর সেটি বাড়ালেন রিভেরার কাছে। স্বল্পকায় রিভেরা সহজেই মেয়ারকে পরাস্ত করলেন (৪-৩)। পরাজিত হল পশ্চিম জার্মানী, ইতালি উঠল ফাইনালে।

তৃতীয় স্থান—মেক্সিকো সিটিতে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা হল পশ্চিম জার্মানী ও উরুগুয়ের মধ্যে। জার্মানরা এই ম্যাচে ১-০ গোলে উরুগুয়েয়ানদের পরাস্ত করে। এদিন অপরাহ্নে উলফ্যাঙ্গ ওভারাথের বাঁ পায়ের চমৎকার গোলটি ছাড়া আর কিছুই দেখার ছিল না। কুশলী গোলরক্ষক মেয়ারের আগের খেলায় অসন্তুষ্ট হয়ে শ্যোন এদিন গোলে মোতায়েন করলেন ওলটারকে। ওলটার আরও হাস্যকর খেললেন। যেগুলি আটকেছেন, তার অধিকাংশই কপাল গুণে। তবে দ্বিতীয়ার্ধে আনচেটার একটি হেড এক হাতে ধরে দলকে এ যাত্রা রক্ষা করেন।

## ফাইনাল

**ব্রাজিল ঃ ইতালি**—এবার বিশ্ব কাপ ফাইনালে এমন দুটি দেশ মুখোমুখি হল যাদের প্রত্যেকেই দুবার করে কাপ জিতেছে। ব্রাজিল কাপ জিতেছে সম্প্রতি। কিন্তু ইতালির 'আজুরি' বাহিনী শেষ জিতেছিল ৩২ বছর আগে ১৯৩৮ সালে ফ্রান্সে।

প্রতিযোগিতার শুরুতেই ব্রাজিলকে বিশ্ব কাপে ফেভারিট ধরা হয়েছিল, প্রতিযোগিতা যখন মাঝপথে বা তারও পরে—তখন ওই ধারণা আরও দৃঢ় হল। সন্দেহ নেই ইতালি-জার্মানী সেমিফাইনালের ফল ঘিরে বাদানুবাদের অবকাশ ছিল, তবুও ইতালির 'কাটানাকিও' ডিফেন্স যে বেশ শক্ত, সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ ছিল না। ইণ্টারের ফুল ব্যাক বার্গনিশ এবং ফ্যাচেত্তির অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও কোন কথাই বলা যায় না। নিজের ক্লাব ও দেশের পক্ষে প্রতিটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে তাঁরা সর্বদাই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু ফ্যাচেত্তির আগের খেলায় বেশ ঘাটতি দেখা দিয়েছে। তবুও ব্রাজিলের জেয়ারজিনোকে তিনি বেগ দিলেন, কিন্তু যতটা আশা করা হয়েছিল, ততখানি নয়। কোয়ার্টার ও সেমিফাইনালে ইতালি সম্পর্কে যত সমালোচনাই করা হোক, তারা গঠনমূলক ফুটবল খেলার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। মিড-ফিল্ড ও অগ্রবর্তী অঞ্চলে তারা যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখায়। রিভা ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর গোল দেওয়ার মানসিকতা ও কুশলতা। বনিনসেগানাও তুঙ্গে ছিলেন। উপরন্তু মাজোলা ও রিভেরার মত অমন দুজন কুশলী খেলোয়াড় কোন্ দেশের অ্যাটাকিং-এ আছে? এঁরাই ব্রাজিলের ডিফেন্সকে ছত্রখান করবেন। তাছাড়া ইতোপূর্বে প্রমাণ মিলেছে ব্রাজিলের ডিফেন্সকে বার বার ভেদ করেছে পেরুও। ব্রাজিলের গোলরক্ষক ফেলিক্সের দুর্বলতার কথা কারুর অজানা নয়। অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক কার্লস আলবার্টো যখন অগ্রবর্তী এলাকায় যান, ফরওয়ার্ডদের মত আক্রমণে উদ্যত হন, তখন তাঁর ক্ষমতার জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু বিপক্ষের কোনো উইঙ্গার তাঁর মুখোমুখী হলে, তখন আর তাঁকে ক্ষমতাবান মনে হয় না, ব্রিটো ও পিয়াজ্জোকে বেগ দিতে বনিনসেগনা ও রিভাই যথেষ্ট। তবে মাজোলার ড্রিবলিং প্রয়োজন, চাই রিভেরার সময়োচিত পাস। ইতালির সাফল্যের জন্য আর চাই রেফারির কিছুটা সহযোগিতা। যেমনটি করেছিলেন মেক্সিকোর সেনর ইয়ামাস্কি। প্রসঙ্গত বলা দরকার, বিশ্ব কাপের মত এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় রেফারিং উন্নতমানের হয়নি। বরং বিশ্ব কাপের আশঙ্কা অনুযায়ী খেলা 'রাফ' হয়নি, হলেও এই ধরনের রেফারিং বিশ্ব কাপের ভাবমূর্তি নষ্ট করতই।

ইতালি দল আস্তানা নিয়েছিল মেক্সিকো সিটি-র 'হোটেল ডেলা ভিল'-এ। তারা স্থির করল, আমরা যেমন খেলি, তেমনিই খেলব। এই মুহূর্তে পদ্ধতি বা কৌশলের কোনো পরিবর্তন যথার্থ হবে না। অধিনায়ক ফ্যাচেত্তি বললেন ঃ ইতালি যেভাবে খেলে, ঠিক তেমনি সরল ফুটবল খেলতে হবে। এই একটি ম্যাচের জন্য নতুন কোনো পদ্ধতির প্রয়োজন নেই, উচিতও নয়। তাতে বিপত্তি বাড়বে। তবে

এই ম্যাচে ৩৫ গজ দূর থেকে গোলে শট কার্যকর হবে। সুফল দেবে। সম্ভব হয়ত হবে না, তবুও এখানে স্পিড বাড়াতে হবে আরও ৫০ ভাগ। ট্যাকটিক্স একই থাকবে। আর হ্যাঁ, প্রত্যেকে যেন নিজের নিজের 'ম্যান'-কে সব সময় লক্ষ্য রাখে। আমাদের আক্রমণ যেন ক্ষুরধার হয়। কারণ, ওদের ডিফেন্সটা একটু নড়বড়ে। ব্রাজিলিয়নদের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের জেতা উচিত ছিল, কিন্তু তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। আমরা ব্রাজিলের তিন-চারটি খেলা দেখেছি। আমি মোকাবিলা করব জেয়ারজিনোকে, ওই কারণে আগের আগের ম্যাচগুলোর চাইতে একটু কম এগোব।

ইতালির লুসিয়ানো আলবের্তশি শুধু শান্ত মেজাজের নন, বেশ শক্ত এবং অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। তিনি বললেন : ব্রাজিলের ডিফেন্সকে শক্তিমানদের মধ্যে গণ্য করা যায় না। তবে তাদের অ্যাটাকিং লাইন অনায়াসে তিনটি বা চারটি গোল করতে সমর্থ। সুতরাং ব্রাজিলের ডিফেণ্ডারদের ভেদ করে দুটি বা তিনটি গোল হতে পারে। আমাদের ডিফেন্স খুব শক্ত। এদের ভেদ করে মাত্র একটি গোল হতে পারে আর আমরা দিতে পারি দুটি।

ফ্রান্সিস লি-র চাইতে আর কেউ ব্রাজিলকে সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করেননি, তাঁদের খেলার চুলচেরা বিচার করতেও সক্ষম হননি। গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলের খেলা দেখে তিনি বললেন : ব্রাজিলের সঙ্গে খেলার সময় সর্বদা চাপ সৃষ্টি করতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে বল যেন কখনও তোমাদের সীমানায় না আসে, যদি একবার ব্রাজিলিয়ানদের তোমাদের এলাকায় আসার সুযোগ দাও, অমনি বিপদ দেখা দেবে।

লি-র সাবধান বাণীই ফলে গেল, ইতালি নিজেদের দিকে ব্রাজিলকে আসতে সুযোগ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিপদও উপস্থিত।

তবুও বিশ্ব কাপ ফুটবল ফাইনালে আক্রমণাত্মক খেলারই প্রাধান্য ছিল। দর্শকরা বিরক্তিকর ও নেতিবাচক ফুটবলের জন্য সময় ও অর্থব্যয় থেকে রেহাই পেলেন। ব্রাজিল চমৎকার পরিকল্পনাপ্রসূত ফুটবল খেলে। সারাক্ষণ যেন নতুন কিছু প্রাপ্তির আশায় তারা খেলল, লড়াই করল। তারা জিতল, কিন্তু ইতালি যে গোলটি দিয়ে ১-১ করেছিল, সেটি ব্রাজিলের মত দলের পক্ষে রোখা উচিত ছিল। অবশ্য এজন্য তাদের কোনো ক্ষতি হয়নি, তাদের মানসিকতায় চিড় ধরেনি ক্ষণিকের জন্যও।

যে পেলে ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের পর ঘোষণা করেছিলেন, তিনি আর বিশ্ব কাপে খেলবেন না, অংশ নেবেন না কোনো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়, এই ফাইনালে সেই পেলে চমক দেখালেন। ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপ ফাইনাল তাঁর স্কিল, সারা মাঠে প্রভুত্ব ও সক্রিয়তার দ্বারা মহিমান্বিত হল। পেলে দারুণ একটি গোল করলেন, দুটি গোলের সুযোগ করে দিলেন। ১২ বছর আগে ১৯৫৮-য় তিনি প্রথম ফাইনাল খেলেছিলেন, এবার খেললেন দ্বিতীয়বার। এক যুগ আগে সুইডেনে

পেলের মধ্যে যে প্রতিভার উন্মেষ দেখেছিলেন বিশ্ব কাপের দর্শকরা, এবার তার পূর্ণরূপ দেখা গেল মেক্সিকোয়।

ইতালির ট্যাকটিক্স শুধু অতিশয় নেতিবাচকই ছিল না, তাদের খেলায় গঠনমূলক ফুটবলের বিন্দুমাত্র হদিশ মেলেনি। যে ডিফেন্স নিয়ে ইতালি গর্ব করত, তাকেও মৃত মনে হল। তারা দ্রুত বার্গানিশকে সেণ্টার ব্যাকের দায়িত্ব দিল, কিন্তু তিনি গার্সন বা কার্লস অ্যালবার্টোকে মোকাবিলা করতে পারলেন না। গার্সন খুশিমত মুক্ত জমি তৈরী করে মাঝমাঠে যখন খুশি বিচরণ করেছেন, আর এই কাজেই তো তাঁর কৃতিত্ব ও বিচক্ষণতা। জেয়ারজিনো তাঁর চতুরতাকে কাজে লাগান ফ্যাচেত্তিকে মাঝমাঠে আবদ্ধ রেখে। ইতালির জনপিছু প্রহরার পরিকল্পনা কার্যত ভেস্তে গেল। সুযোগ পেয়ে কার্লস অ্যালবার্টো ফাঁকা রাইট উইং দিয়ে বারে বারে এগোলেন ; ইতালি খেলছিল লেফট উইঙ্গার ব্যতিরেকেই।

আঠার মিনিট পরে ব্রাজিল একটি গোল করল। বাঁদিক থেকে রিভেলিনো উঁচু করে সুন্দর একটি অভাবনীয় ক্রস পাস দিলেন। বল পেঁছবার আগেই পেলে ইতালীয় রক্ষণব্যূহে পেঁাছে গেলেন বলটি পাওয়ার জন্য। রিভেলিনোর ওই পাস নিয়ে আর কোনো চিন্তা নয়, সরাসরি জোরালো হেড দিতেই ১·০ হয়ে গেল ঠিক ১৯৫৮-র স্টকহমের মতই।

ইতালির মাজোলা দারুণ ছুটছিলেন ও ড্রিবল করছিলেন। ইতালির রক্ষণভাগের মধ্যমণিও তিনি। মাজোলার পাসগুলোকে কাজে রূপায়ণের চেষ্টা যা কিছু করেন, তার সব কৃতিত্ব বনিনসেগনার। তবে খেলা দেখে অনেকেই উপলব্ধি করলেন, তারা খেলা রাখতে পারবে না। তাদের প্রয়োজন দৈবাৎ কিছু ঘটে যাওয়া। বিরতির সাত মিনিট আগে তেমনি সুযোগও এল। ব্রাজিলের ক্লোডোয়াল্ডো নেশা-টেশা করেছিলেন কিনা কে জানে—ব্যাক হিল করে তিনি বল পাঠালেন নিজের হাফে। বনিনসেগনা সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চললেন। ব্রাজিলের ডিফেন্স তো তখন অন্যদিকে। বনিনাসেগনা গোলের ডান দিকে বল মারার চেষ্টা করতেই গোলরক্ষক ফেলিক্স দ্রুত ছুটে এলেন মরীয়া হয়ে। বনিনসেগনা একটু টেনে নিয়ে যখন শট করলেন, ফেলিক্স তখন দিশেহারা, ফাঁকা গোল (১-১)।

এটিই ইতালির পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। ইচ্ছা করলে তারা খেলার গতি পরিবর্তন করতে পারত। শুধু প্রয়োজন ছিল সাহস ও চারিত্রিক দৃঢ়তার। এই দিনের ওই ঘটনা প্রসঙ্গে কয়েকবছর পর পেলে রোমে গিয়ে ইতালীয় খেলোয়াড়দের বলেন ঃ মেক্সিকোয় তোমরা ভুল করেছিলে। ১-১ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপ সৃষ্টি করা উচিত ছিল। আমরা ক্ষণিকের জন্য মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

ইতালি সত্যিই ব্রাজিলের মনোবলে আঘাত করার কোনো প্রয়াস দেখায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে মাজোলার দৃঢ়তার মোকাবিলা করে ব্রাজিল ক্রমশ প্রাধান্য ফিরে পেতে থাকে। ৬৬ মিনিটের সময় গার্সনের পা থেকে বোমাবর্ষণ হচ্ছিল। পেনাল্টিবক্সের বাইরের থেকে বাঁ পায়ে দুর্দান্ত ক্রস শটে তিনি ব্রাজিলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দিলেন।

এখানেই ইতালির পরাজয় হল। এর পাঁচ মিনিট পরে গার্সনের ক্রি-কিকে পেলে দ্রুত পা ঠেকিয়ে কুশলতার সঙ্গে পাঠালেন জেয়ারজিনোর কাছে। তিনি সেটি নিয়ে একটু ছুটে গোলমুখে পেঁছে বাঁ দিকের পোস্ট ঘেঁষে বলটি মারলেন (৩-১)। এবার ইতালি খেলোয়াড় বদল করল। বার্তিনির বদলে এলেন জুলিয়ানো। সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে বনিনসেগনার বদলে নামলেন রিভেরা। এই প্রতিযোগিতায় এমন অর্থহীন বদলি সম্ভবত আর কেউ করেননি। হাতে সময় অল্প। গোলের ব্যবধানও কম হয়নি। সুতরাং ইতালির পক্ষে ম্যাচ বাঁচানো অসম্ভব। ভ্যালকারেগুগির মাথায় তখনও রিভেরা-মাজোলা সমস্যা দগ্ দগ্ করছে। বিরতির সময় মাজোলাকে প্রত্যাহারের প্রশ্নই ছিল না। তিনি এদিন দারুণ খেলছিলেন। তাছাড়া রিভেরার অনুপস্থিতি তাঁকে আরও বেশি উৎসাহিত করছিল, তিনি সক্রিয়ও ছিলেন। কিন্তু ভ্যালকারেগুগির সমঝোতা সূত্র বনিনসেগনার বদলে রিভেরাকে এনে দিল, আর সেই সঙ্গে করল ইতালীয় ফরওয়ার্ড লাইনের সক্রিয়তাটুকুরও ধ্বংস সাধন। এই সুযোগে সমাপ্তির তিন মিনিট আগে ব্রাজিল চতুর্থ গোলটি করল। খেলোয়াড় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই আশঙ্কাই করছিলেন ইতালির সমর্থকরা। জেয়ারজিনোর পাসটি ধরে পেলে চমৎকারভাবে বল বাড়ালেন ডাইনে কার্লস অ্যালবার্টোর সামনে। অ্যালবার্টো তাতে বজ্র-শক্তি প্রয়োগ করতেই ৪-১ হয়।

জয়ের পর ব্রাজিলিয়ানরা অভূতপূর্ব বিজয় উৎসবে মাতলেন। সেদিন যাঁরা মাঠে ছিলেন, তাঁরা ছাড়া আর কাউকে সেই মহানন্দের দৃশ্যাবলী ভাষায় বোঝান অসম্ভব। টেলিভিশন দর্শকরাও সামান্য দেখেছিলেন ওই ঘটনা। দর্শকরা নাচতে নাচতে মাঠে ঢুকে বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের ঘিরে ধরলেন। তাঁদের উজ্জ্বল হলুদ শার্টগুলো খুলে আন্দোলিত করতে লাগলেন। মাথায় তুললেন খেলোয়াড়দের। আসলে ব্রাজিল এদিন যেভাবে জিতল বীরের মত, খেলার পর তারই প্রতিচ্ছবি দেখা গেল দর্শকদের উল্লাসের মাধ্যমে। তাদের বহুদিনের সাধনা, আগ্রহ এতদিন পরে আবার সাফল্য বহন করে আনল। সবচেয়ে উল্লেখ্য, ব্রাজিল দেখাল বিশ্ববাসীকে, তারা এমন খেলা নিয়ে সাধনা করে, যাকে সত্যিকারের খেলার মর্যাদা দেওয়া যায় এবং সেই খেলা মানুষকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে।

এই নিয়ে ব্রাজিল তিনবার জুলে রিমে ট্রফি জিতল। আর তিনবার জয়ের সুবাদে ফুটবলের সোনার পরীটি তারা চিরকালের জন্যই দখল করল। তিনবার জয়ের প্রত্যাশা তাদের ছিল, কিন্তু তার জন্য যে কঠোর সাধনা, অধ্যবসায় প্রয়োজন তাতে কোনো ঘাটতি ছিল না। তবে হ্যাঁ, ব্রাজিলে ফুটবলে-প্রতিভা আছে, তাদের দেশ তার স্ফুরণ ঘটিয়েছে। এখনকার ফুটবলে প্রতিভাবানের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের সাহসিকতারও তুলনা নেই। তারা খেলেছিল 'অ্যাথলেটিক ফুটবল'। তারা কঠোর পরিশ্রমে অস্ত্রে শান দিয়েছিল দিনের পর দিন। ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ডের ফারাক এখানেই। ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের যদি শিল্পী আখ্যা দেওয়া হয়, তবে ইংল্যাণ্ডের ওরা শ্রমিক।

বিশ্ব কাপ সমাপ্তির কয়েকদিনের মধ্যেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও বেলজিয়মে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল। চেকরা তাঁদের ম্যানেজার মার্কোকে বরখাস্ত করলেন। বিশ্ব কাপ দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়কে জাতীয় দল থেকে বাদ দেওয়া হল। বেলজিয়মের পল ভ্যান হিম ও লেফট উইঙ্গার উইলফ্রাইয়েড পুইস বললেন, আমাদের অকারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, আর কখনও জাতীয় দলে খেলব না। ভ্যান হিম অবশ্য কিছু-দিনের মধ্যে মত পাল্টান।

এসব ছোটখাটো ঘটনা ঘটলেও এবং মেক্সিকোর উত্তপ্ত আবহাওয়া ও নানা প্রতি-কূল পরিবেশ সত্ত্বেও ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপ ফুটবল সমস্ত নেতিবাচক চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে সু-অনুষ্ঠানে পরিণত করেছে। ব্রাজিল-ইতালির সুসম্পন্ন ফাইনাল গোটা প্রতিযোগিতাকে আরও সুষমামণ্ডিত করল।

## প্রাথমিক পর্যায়ের ফল

### গ্রুপ—১

| | | |
|---|---|---|
| সুইজারল্যান্ড ১ | : | গ্রীস ০ |
| সুইজারল্যান্ড ২ | : | পোর্তুগাল ০ |
| গ্রীস ৪ | : | সুইজারল্যান্ড ১ |
| গ্রীস ২ | : | রোমানিয়া ২ |
| পোর্তুগাল ২ | : | গ্রীস ২ |
| পোর্তুগাল ৩ | : | রোমানিয়া ০ |
| রোমানিয়া ২ | : | সুইজারল্যান্ড ০ |
| রোমানিয়া ১ | : | সুইজারল্যান্ড ০ |
| সুইজারল্যান্ড ১ | : | পোর্তুগাল ১ |
| গ্রীস ৪ | : | পোর্তুগাল ২ |
| রোমানিয়া ১ | : | পোর্তুগাল ১ |
| রোমানিয়া ১ | : | গ্রীস ১ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| রোমানিয়া | ৬ | ৩ | ২ | ১ | ৭ | ৬ | ৮ |
| গ্রীস | ৬ | ২ | ৩ | ১ | ১৩ | ৯ | ৭ |
| সুইজারল্যান্ড | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ৫ | ৮ | ৫ |
| পোর্তুগাল | ৬ | ১ | ২ | ৩ | ৮ | ১০ | ৪ |

### গ্রুপ—২

| | | |
|---|---|---|
| হাঙ্গেরি ২ | : | চেকোশ্লোভাকিয়া ০ |
| হাঙ্গেরি ২ | : | আয়ারল্যান্ড ১ |
| ডেনমার্ক ৩ | : | হাঙ্গেরি ২ |

| | | |
|---|---|---|
| চেকোশ্লোভাকিয়া ২ | ঃ | আয়ারল্যান্ড ১ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ | ঃ | ডেনমার্ক ০ |
| ডেনমার্ক ২ | ঃ | আয়ারল্যান্ড ০ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ | ঃ | হাঙ্গেরি ৩ |
| হাঙ্গেরি ৩ | ঃ | ডেনমার্ক ০ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ | ঃ | আয়ারল্যান্ড ০ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া ১ | ঃ | ডেনমার্ক ০ |
| আয়ারল্যান্ড ১ | ঃ | ডেনমার্ক ১ |
| হাঙ্গেরি ৪ | ঃ | আয়ারল্যান্ড ০ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হাঙ্গেরি | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ১৬ | ৭ | ৯ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ১২ | ৬ | ৯ |
| ডেনমার্ক | ৬ | ২ | ১ | ৩ | ৬ | ১০ | ৫ |
| আয়ারল্যাণ্ড | ৬ | ০ | ১ | ৫ | ৪ | ১৩ | ১ |

প্লে-অফ্ ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া ৪ ঃ হাঙ্গেরি ১

## গ্রুপ—৩

| | | |
|---|---|---|
| পূর্ব জার্মানী ২ | ঃ | ইতালি ২ |
| ইতালি ১ | ঃ | ওয়েলস ০ |
| পূর্ব জার্মানী ৩ | ঃ | ওয়েলস ১ |
| ইতালি ৪ | ঃ | ওয়েলস ১ |
| পূর্ব জার্মানী ২ | ঃ | ওয়েলস ১ |
| ইতালি ৩ | ঃ | পূর্ব জার্মানী ০ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইতালি | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১০ | ৩ | ৭ |
| পূর্ব জার্মানী | ৪ | ২ | ১ | ২ | ৭ | ৪ | ৫ |
| ওয়েলস | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ৩ | ১০ | ০ |

## গ্রুপ—৪

| | | |
|---|---|---|
| সোভিয়েত ইউনিয়ন ২ | ঃ | উত্তর আয়ারল্যান্ড ০ |
| উত্তর আয়ারল্যান্ড ০ | ঃ | সোভিয়েত ইউনিয়ন ০ |
| উত্তর আয়ারল্যান্ড ৪ | ঃ | তুরস্ক ১ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩ | ঃ | তুরস্ক ০ |

উত্তর আয়ারল্যান্ড ৩ : তুরস্ক ০
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩ : তুরস্ক ১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ৮ | ১ | ৭ |
| উত্তর আয়ারল্যাণ্ড | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৭ | ৪ | ৫ |
| তুরস্ক | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ২ | ১৩ | ০ |

## গ্রুপ—৫

ফ্রান্স ৩ : সুইডেন ০
সুইডেন ২ : ফ্রান্স ০
নরওয়ে ১ : ফ্রান্স ০
ফ্রান্স ৩ : নরওয়ে ১
সুইডেন ৫ : নরওয়ে ০
সুইডেন ৫ : নরওয়ে ২

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সুইডেন | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ১২ | ৫ | ৬ |
| ফ্রান্স | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৬ | ৪ | ৪ |
| নরওয়ে | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৪ | ১৩ | ২ |

## গ্রুপ—৬

স্পেন ২ : যুগোশ্লাভিয়া ১
যুগোশ্লাভিয়া ০ : স্পেন ০
স্পেন ১ : বেলজিয়ম ১
বেলজিয়ম ২ : স্পেন ১
স্পেন ৬ : ফিনল্যান্ড ০
ফিনল্যান্ড ২ : স্পেন ০
যুগোশ্লাভিয়া ৪ : বেলজিয়ম ০
বেলজিয়ম ৩ : যুগোশ্লাভিয়া ০
যুগোশ্লাভিয়া ৯ : ফিনল্যান্ড ১
যুগোশ্লাভিয়া ৫ : ফিনল্যান্ড ১
বেলজিয়ম ৬ : ফিনল্যান্ড ১
বেলজিয়ম ২ : ফিনল্যান্ড ১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বেলজিয়ম | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ১৪ | ৮ | ৯ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ১৯ | ৭ | ৭ |
| স্পেন | ৬ | ২ | ২ | ২ | ১০ | ৬ | ৬ |
| ফিনল্যান্ড | ৬ | ১ | ০ | ৫ | ৬ | ২৮ | ২ |

গ্রুপ—৭

| | | |
|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী ৩ | ঃ | স্কটল্যান্ড ২ |
| স্কটল্যান্ড ১ | ঃ | পশ্চিম জার্মানী ১ |
| পশ্চিম জার্মানী ২ | ঃ | অস্ট্রিয়া ০ |
| পশ্চিম জার্মানী ২ | ঃ | অস্ট্রিয়া ০ |
| পশ্চিম জার্মানী ১২ | ঃ | সাইপ্রাস ০ |
| পশ্চিম জার্মানী ১ | ঃ | সাইপ্রাস ০ |
| স্কটল্যান্ড ২ | ঃ | অস্ট্রিয়া ১ |
| অস্ট্রিয়া ২ | ঃ | স্কটল্যান্ড ০ |
| স্কটল্যান্ড ৮ | ঃ | সাইপ্রাস ০ |
| স্কটল্যান্ড ৫ | ঃ | সাইপ্রাস ০ |
| অস্ট্রিয়া ৭ | ঃ | সাইপ্রাস ১ |
| অস্ট্রিয়া ২ | ঃ | সাইপ্রাস ১ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৬ | ৫ | ১ | ০ | ২০ | ৩ | ১১ |
| স্কটল্যান্ড | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ১৮ | ৭ | ৭ |
| অস্ট্রিয়া | ৬ | ৩ | ০ | ৩ | ১২ | ৭ | ৬ |
| সাইপ্রাস | ৬ | ০ | ০ | ৬ | ২ | ৩৫ | ০ |

গ্রুপ—৮

| | | |
|---|---|---|
| নেদারল্যান্ডস ২ | ঃ | লুক্সেমবার্গ ০ |
| নেদারল্যান্ডস ৪ | ঃ | লুক্সেমবার্গ ০ |
| বালগেরিয়া ২ | ঃ | লুক্সেমবার্গ ১ |
| পোল্যান্ড ৮ | ঃ | লুক্সেমবার্গ ১ |
| পোল্যান্ড ৫ | ঃ | লুক্সেমবার্গ ১ |
| নেদারল্যান্ডস ১ | ঃ | বালগেরিয়া ১ |
| বালগেরিয়া ২ | ঃ | নেদারল্যান্ডস ০ |
| বালগেরিয়া ৪ | ঃ | পোল্যান্ড ১ |

নেদারল্যান্ডস ১ : পোল্যান্ড ০
পোল্যান্ড ২ : নেদারল্যান্ডস ১
পোল্যান্ড ৩ : বালগেরিয়া ০
বালগেরিয়া ৩ : লুক্সেমবার্গ ১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বালগেরিয়া | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ১২ | ৭ | ৯ |
| পোল্যান্ড | ৬ | ৪ | ০ | ২ | ১৯ | ৮ | ৮ |
| নেদারল্যান্ডস | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ৯ | ৫ | ৭ |
| লুক্সেমবার্গ | ৬ | ০ | ০ | ৬ | ৬ | ২৪ | ০ |

### গ্রুপ—৯

১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড সরাসরি চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলে।

### গ্রুপ—১০

পেরু ২ : আর্জেন্টিনা ২
পেরু ১ : আর্জেন্টিনা ০
আর্জেন্টিনা ১ : বলিভিয়া ০
বলিভিয়া ৩ : আর্জেন্টিনা ১
পেরু ৩ : বলিভিয়া ১
বলিভিয়া ২ : পেরু ১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পেরু | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৭ | ৫ | ৫ |
| বলিভিয়া | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৬ | ৬ | ৪ |
| আর্জেন্টিনা | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৪ | ৬ | ৩ |

### গ্রুপ—১১

ব্রাজিল ৬ : ভেনেজুয়েলা ০
ব্রাজিল ৫ : ভেনেজুয়েলা ০
ব্রাজিল ৬ : কলম্বিয়া ২
ব্রাজিল ২ : কলম্বিয়া ০
ব্রাজিল ১ : প্যারাগুয়ে ০
ব্রাজিল ৩ : প্যারাগুয়ে ০
ভেনেজুয়েলা ১ : কলম্বিয়া ১
কলম্বিয়া ৩ : ভেনেজুয়েলা ০
প্যারাগুয়ে ২ : ভেনেজুয়েলা ০

প্যারাগুয়ে ১ : ভেনেজুয়েলা ০
প্যারাগুয়ে ২ : কলম্বিয়া ০
প্যারাগুয়ে ২ : কলম্বিয়া ১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৬ | ৬ | ০ | ০ | ২৩ | ২ | ১২ |
| প্যারাগুয়ে | ৬ | ৪ | ০ | ২ | ৬ | ৫ | ৮ |
| কলম্বিয়া | ৬ | ১ | ১ | ৪ | ৭ | ১২ | ৩ |
| ভেনেজুয়েলা | ৬ | ০ | ১ | ৫ | ১ | ১৮ | ১ |

গ্রুপ—১২

উরুগুয়ে ২ : চিলি ০
চিলি ০ : উরুগুয়ে ০
উরুগুয়ে ১ : ইকোয়েডর ০
উরুগুয়ে ২ : ইকোয়েডর ১
চিলি ৪ : ইকোয়েডর ১
ইকোয়েডর ১ : চিলি ১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উরুগুয়ে | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ৫ | ০ | ৭ |
| চিলি | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৫ | ৪ | ৪ |
| ইকোয়েডর | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ২ | ৮ | ১ |

গ্রুপ—১৩

( সাব-গ্রুপ—১ )

হন্ডুরাস ১ : কস্টারিকা ১
হন্ডুরাস ১ : কস্টারিকা ০
কস্টারিকা ৩ : জামাইকা ০
কস্টারিকা ৩ : জামাইকা ১
হন্ডুরাস ৩ : জামাইকা ১
হন্ডুরাস ২ : জামাইকা ০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হণ্ডুরান | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ৭ | ২ | ৭ |
| কস্টারিকা | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৭ | ৩ | ৫ |
| জামাইকা | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ২ | ১১ | ০ |

( সাব-গ্রুপ—২ )

| | | |
|---|---|---|
| এল সালভেডর ৬ | : | সুরিনাম ০ |
| সুরিনাম ৪ | : | এল সালভেডর ১ |
| এল সালভেডর ১ | : | নেদারল্যান্ডস অ্যাণ্টিলেস ০ |
| এল সালভেডর ২ | : | নেদারল্যান্ডস অ্যাণ্টিলেস ১ |
| সুরিনাম ৬ | : | এল সালভেডর ২ |
| নেদারল্যান্ডস অ্যাণ্টিলেস ২ | : | সুরিনাম ০ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এল সালভেডর | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ১০ | ৫ | ৬ |
| সুরিনাম | ৪ | ২ | ০ | ২ | ১০ | ৯ | ৪ |
| নেদারল্যাণ্ডস অ্যাণ্টিলেস | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৩ | ৯ | ২ |

( সাব-গ্রুপ—৩ )

| | | |
|---|---|---|
| গুয়াতামালা ৪ | : | ত্রিনিদাদ ০ |
| ত্রিনিদাদ ০ | : | গুয়াতামালা ০ |
| গুয়াতামালা ১ | : | হাইতি ১ |
| হাইতি ২ | : | গুয়াতামালা ০ |
| হাইতি ৪ | : | ত্রিনিদাদ ০ |
| ত্রিনিদাদ ৪ | : | হাইতি ২ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হাইতি | ৪ | ২ | ২ | ১ | ৯ | ৫ | ৫ |
| গুয়াতামালা | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৫ | ২ | ৪ |
| ত্রিনিদাদ | ৪ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১২ | ৩ |

( সাব-গ্রুপ—৪ )

| | | |
|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র ৬ | : | বার্মুডা ২ |
| যুক্তরাষ্ট্র ২ | : | বার্মুডা ০ |
| যুক্তরাষ্ট্র ১ | : | কানাডা ০ |
| কানাডা ৪ | : | যুক্তরাষ্ট্র ২ |
| কানাডা ৪ | : | বার্মুডা ০ |
| বার্মুডা ০ | : | কানাডা ০ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| যুক্তরাষ্ট্র | ৪ | ৩ | ০ | ১ | ১১ | ৬ | ৬ |
| কানাডা | ৪ | ২ | ১ | ১ | ৮ | ৩ | ৫ |
| বার্মুডা | ৪ | ০ | ১ | ৩ | ২ | ২ | ১ |

চারটি সাব-গ্রুপের প্লে-অফ্ ম্যাচ

| | | |
|---|---|---|
| হন্ডুরাস ১ | ঃ | এল সালভেডর ০ |
| এল সালভেডর ৩ | ঃ | হন্ডুরাস ০ |
| এল সালভেডর ৩ | ঃ | হন্ডুরাস ২ ( অতিরিক্ত সময়ে ) |
| হাইতি ২ | ঃ | যুক্তরাষ্ট্র ০ |
| যুক্তরাষ্ট্র ১ | ঃ | হাইতি ০ |
| হাইতি ৩ | ঃ | এল সালভেডর ০ |
| এল সালভেডর ২ | ঃ | হাইতি ১ |
| এল সালভেডর ১ | ঃ | হাইতি ০ ( অতিরিক্ত সময়ে ) |

এল সালভেডর সর্বাধিক ৬ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে।

গ্রুপ—১৪

উদ্যোক্তা মেক্সিকো সরাসরি চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলে।

গ্রুপ—১৫

সিওলে সাব-গ্রুপ প্রতিযোগিতা ঃ

| | | |
|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া ৩ | ঃ | জাপান ১ |
| দক্ষিণ কোরিয়া ২ | ঃ | জাপান ২ |
| অস্ট্রেলিয়া ২ | ঃ | দক্ষিণ কোরিয়া ২ |
| অস্ট্রেলিয়া ১ | ঃ | জাপান ১ |
| দক্ষিণ কোরিয়া ২ | ঃ | জাপান ০ |
| দক্ষিণ কোরিয়া ১ | ঃ | অস্ট্রেলিয়া ১ |

অস্ট্রেলিয়া চারটি খেলায় ৬ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী।

ইজরায়েলের সাব-গ্রুপ প্রতিযোগিতায় ঃ

| | | |
|---|---|---|
| ইজরায়েল ৪ | ঃ | নিউজিল্যান্ড ০ |
| ইজরায়েল ২ | ঃ | নিউজিল্যান্ড ০ |

ইজরায়েল দুটি খেলায় ৪ পয়েন্ট পেয়ে বিজয়ী।

দ্বিতীয় দফায় ঃ

| | | |
|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া ০ | ঃ | রোডেশিয়া ০ |
| অস্ট্রেলিয়া ৩ | ঃ | রোডেশিয়া ১ |

অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী

প্লে- অফ্

| | | |
|---|---|---|
| ইজরায়েল ১ | : | অস্ট্রেলিয়া ০ |
| অস্ট্রেলিয়া ১ | : | ইজরায়েল ১ |

ইজরায়েল বিজয়ী

গ্রুপ—১৬

( সাব-গ্রুপ—১ )

| | | |
|---|---|---|
| টিউনিসিয়া ২ | : | আলজিরিয়া ১ |
| টিউনিসিয়া ০ | : | আলজিরিয়া ০ |

( সাব-গ্রুপ—২ )

| | | |
|---|---|---|
| মরক্কো ১ | : | সেনেগাল ০ |
| সেনেগাল ২ | : | মরক্কো ১ |

প্লে-অফ্

| | | |
|---|---|---|
| মরক্কো ২ | : | সেনেগাল ০ |

( সাব-গ্রুপ—৩ )

| | | |
|---|---|---|
| ইথিওপিয়া ৫ | : | লিবিয়া ১ |
| লিবিয়া ২ | : | ইথিওপিয়া ০ |

( সাব- গ্রুপ—৪ )

| | | |
|---|---|---|
| জাম্বিয়া ২ | : | সুদান ২ |
| সুদান ৪ | : | জাম্বিয়া ২ |

অতিরিক্ত সময়ে গোলের গড়ে সুদান বিজয়ী।

( সাব-গ্রুপ—৫ )

| | | |
|---|---|---|
| ক্যামেরুন ২ | : | নাইজিরিয়া ১ |
| নাইজিরিয়া ১ | : | ক্যামেরুন ১ |

সাব-গ্রুপ—৬-এ ঘানা বাই পায়।

দ্বিতীয় রাউন্ড :

| | | |
|---|---|---|
| টিউনিসিয়া ০ | : | মরক্কো ০ |
| মরক্কো ২ | : | টিউনিসিয়া ২ |

অতিরিক্ত সময়ে ড্র হওয়ার পর লটারিতে মরক্কো জেতে।

| | | |
|---|---|---|
| ইথিওপিয়া ১ | : | সুদান ১ |
| সুদান ৩ | : | ইথিওপিয়া ১ |

নাইজীরিয়া ২ : ঘানা ১
ঘানা ১ : নাইজিরিয়া ১

তৃতীয় রাউণ্ড :

নাইজীরিয়া ২ : সুদান ২
মরক্কো ২ : নাইজীরিয়া ১
সুদান ৩ : নাইজিরিয়া ৩
সুদান ০ : মরক্কো ০
মরক্কো ৩ : সুদান ০
নাইজীরিয়া ১ : মরক্কো ০

মরক্কো চারটি খেলায় ৫ পয়েণ্ট পেয়ে বিজয়ী।

গ্রুপ—১

মেক্সিকো—০ : সোভিয়েত ইউনিয়ন—০
বেলজিয়ম—৩ : এল সালভেডর—০
( ভ্যান মোর ২, লাম্বার্ট-পেনাল্টি )

বিরতি ১—০

সোভিয়েত ইউনিয়ন — ৪ : বেলজিয়ম—১
( বাইশেভেজ ২, আসাটিয়ানি, কেমেলাস্কি ) ( লাম্বার্ট )

বিরতি ১—০

মেক্সিকো — ৪ : এল সালভেডর—০
( ভালডিভিয়া, ফ্রাগোসো, বাসাগুরেন )

বিরতি ১—০

সোভিয়েত ইউনিয়ন—২ : এল সালভেডর—০
( বাইশেভেজ )

বিরতি ০—০

মেক্সিকো—১ : বেলজিয়ম—০
( পেনা-পেনাল্টি )

বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৬ | ১ | ৫ |
| মেক্সিকো | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৫ | ০ | ৫ |
| বেলজিয়ম | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | ২ |
| এল সালভেডর | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ৯ | ০ |

গ্রুপ—২

উরুগুয়ে—২ : ইজরায়েল—০
( ম্যানিরো, মুজিকা )

বিরতি ১—০

ইতালি—১ : সুইডেন—০
( ডোমেনাঘিনি )

বিরতি ১—০

উরুগুয়ে—০ : ইতালি—০

সুইডেন—১ : ইজরায়েল—১
( টুরেসন ) ( স্পিগলার )

বিরতি ০—০

সুইডেন—১ : উরুগুয়ে—০
( গ্রান )

বিরতি ০—০

ইতালি—০ : ইজরায়েল—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইতালি | ৩ | ১ | ২ | ০ | ১ | ০ | ৪ |
| উরুগুয়ে | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ | ৩ |
| সুইডেন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৩ |
| ইজরায়েল | ৩ | ০ | ২ | ১ | ১ | ৩ | ২ |

গ্রুপ—৩

ইংল্যাণ্ড—১ : রোমানিয়া—০
( হার্স্ট )

বিরতি ০—০

ব্রাজিল—৪ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( রিভেলিনো, পেলে, জেয়ারজিনো ২ ) ( পেত্রাস )

বিরতি ১—১

রোমানিয়া—২ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১
( নিগু, ডুমিত্রাশ-পেনাল্টি ) ( পেত্রাস )

বিরতি ০—১

ব্রাজিল—১ : ইংল্যাণ্ড—০
( জেয়ারজিনো )

বিরতি ০—০

ব্রাজিল — ৩ : রোমানিয়া ২ —
( পেলে ২, জেয়ারজিনো ) ( ডুমিত্রাশ, ডেমব্রভ্স্কি )
বিরতি ২—১

ইংল্যাণ্ড—১ : চেকোশ্লোভাকিয়া—০
( ক্লার্ক-পেনাল্টি )
বিরতি ০—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৮ | ৩ | ৬ |
| ইংল্যাণ্ড | ৩ | ২ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৪ |
| রোমানিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৫ | ২ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৭ | ০ |

গ্রুপ—৪

পেরু—৩ : বালগেরিয়া—২
( গ্যালার্ডো, চুম্পিতাজ, কুবিল্লাস ) ( ডারমানজিয়েভ, বোনেভ )
বিরতি ০—১

পশ্চিম জার্মানী—২ : মরক্কো—১
( জিলার, মুলার ) ( হুমেন )
বিরতি ০—১

পেরু — ৩ : মরক্কো — ০
( কুবিল্লাস ২, চালে )
বিরতি ০ — ০

পশ্চিম জার্মানী—৫ : বালগেরিয়া—২
[ লিবুডা, মুলার ৩ ( ১ পেনাল্টি ) ] ( নিকোডিমভ, কোলেভ )
বিরতি ২—১

পশ্চিম জার্মানী—৩ : পেরু—১
( মুলার ) ( কুবিল্লাস )
বিরতি ৩—১

মরক্কো—১ : বালগেরিয়া—১
( জেচেভ )
বিরতি ১—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০ | ৪ | ৬ |
| পেরু | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৭ | ৫ | ৪ |
| বালগেরিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৫ | ৯ | ১ |
| মরক্কো | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬ | ১ |

## কোয়ার্টার ফাইনাল

লিয়ঁতে

**পশ্চিম জার্মানী—৩ : ইংল্যাণ্ড—২**

( অতিরিক্ত সময়ের পরে বেকেন-বাউয়ের, জিলার, ম্যুলার ) ( ম্যুলারি, পিটার্স )

বিরতি ০—১

মেয়ার ; শ্নেলিঞ্জার, ফোগ্‌টস, হ্যেস ( শ্যুলৎজ ) ; বেকেনবাউয়ের, ফিচেল, ওভারাথ, জিলার ; লিবুডা (গ্রাবোশ্কি), ম্যুলার, লোহার।

বনেট্টি ; নিউটন, কুপার ; ম্যুলারি, লেবনে, ম্যুর ; লি, বল, হার্স্ট, চার্লটন ( বেল ), পিটার্স ( হাণ্টার )।

গুয়াদালাজারায়

**ব্রাজিল—৪ : পেরু—২**

( রিভেলিনো, টোস্টাও ২, জেয়ারজিনো ) ( গ্যালার্ডো, কুবিল্লাস )

বিরতি ২—১

ফেলিক্স ; কার্লস অ্যালবার্টো, ব্রিটো, পিয়াজ্জা, মার্কো অ্যাণ্টানিয়ো ; ক্লোডোয়াল্ডো, গার্সন ( পাওলো সিজার ) ; জেয়ারজিনো ( রবার্টো ) টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো।

রুবিনোস ; ক্যাম্পস, ফার্নাণ্ডেজ, চুম্পিতাজ, ফুয়েণ্টেস ; মিফ্লিন, চালে ; বেলন ( সটিল ), পেরিকো লিয়ঁ ( এলডিও রেয়েস ), কুবিল্লাস, গ্যালার্ডো

তলুকায়

**ইতালি—৪ : মেক্সিকো—১**

( ডোমেনঘিনি, রিভা ২, রিভেরা ) ( গঞ্জালেজ )

বিরতি ১—১

আলবের্তোশি ; বার্গানিশ, সেরা, রোসোতো, ফ্যাচেত্তি ; বার্তিনি, মাজোলা (রিভেরা), ডে সিস্টি ; ডোমেনঘিনি ( গোরি ), বনিনসেগনা, রিভা।

কালডেরন ; ভ্যান্তোলরা, পেনা, গুজম্যান, পেরেজ ; গঞ্জালেজ ( বোর্জা ), পুলিডো, মাঙ্গুইয়া ( ডিয়াজ ) ; ভালডিভিয়া, ফ্রাগোসো, পাদিল্লা।

মেক্সিকো সিটিতে

**উরুগুয়ে ১ : সোভিয়েত ইউনিয়ন ০**

( অতিরিক্ত সময়ের পরে এসারাগো )

মাজুরকিউইজ ; উবিনাস, আনচেটা,

কাভাজাসভিলি ; জজুয়াসভিলি,

মাটোসাস, মুজিকা ; মানিরো, কোর্টেস, মন্তেরো কাস্টিলো ; কুবিল্লা, ফন্টেস (গোমেজ) মোরালেস (এসপারাগো)।

অ্যাফনিন, খুর্তশিলাভো ( লোগো- ( ফেট ), চেস্তারনিজেভ ; মুন্তিজান, আসাতিয়ানি ( কিসেলেভ ), কাপলিচনি ; এভরিয়ুঝকিনঝিন, বাইশেভেজ, খেমেলনিঝাক।

## সেমিফাইনাল

মেক্সিকো সিটিতে

ইতালি ৪ : পশ্চিম জার্মানী ৩

( অতিরিক্ত সময়ের পরে বনিদসেগনা বার্গানিশ, রিভা, রিভেরা ) ( স্নেলিঞ্জার, মুলার ২ )

বিরতি ০—১

আলবের্তশি ; সেরা, বার্গনিশ, রোসাতো ( পলেত্তি ), ফ্যাচেত্তি ; ডোমেনঘিনি, মাজোলা ( রিভেরা ), ডে সিস্টি ; বনিনসেগনা, রিভা।

মেয়ার ; স্নেলিঞ্জার, ফোগটস, শুলজ, বেকেনবাউয়ের ; পাৎকে ( হেল্ড ) জিলার, ওভারাথ ; গ্রাবোস্কি, মুলার, লোহের ( লিবুডা )।

গুয়াদালাজারায়

ব্রাজিল ৩ : উরুগুয়ে ১

ক্লোডোয়াল্ডো, জেয়ারজিনো, ( রিভেলিনো ) ( কুবিল্লা )

বিরতি ১—১

ফেলিক্স ; কার্লস অ্যালবার্টো, ব্রিটো, পিয়াজ্জা, এভারাল্ডো ; ক্লোডোয়াল্ডো, গার্সন ; জেয়ারজিনো টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো।

মাজুরকিউইজ ; উবিনাস, আনচেটা, মাটোসাস, মুজিকা ; মন্তেরো কাস্টিলো, কোর্টেস ফন্টেস ; কুবিল্লা, মানিরো ( এসপারাগো ), মোরালেস।

## তৃতীয় স্থান নির্ণয়

মেক্সিকো সিটিতে

পশ্চিম জার্মানী ১ : উরুগুয়ে ০

( ওভারাথ )

বিরতি ১—০

ওল্টার ; স্নেলিঞ্জার (লোরেঞ্জ), পাৎকে, ফিচেল, ওয়েবের, ফোগটস ; জিলার, ওভারাথ ; লিবুডা ( লোহের ), মুলার, হেল্ড।

মাজুরকিউইজ , উবিনাস ; আনচেটা, মাটোসাস, মুজিকা ; মন্তেরো কাস্টিলো, কোর্টেস ফন্টেস (স্যান্ডেভাল ) ; কুবিল্লা, মানিরো ( এসপারাগো ), মোরালেস।

**ফাইনাল ( মেক্সিকো সিটিতে ২১. ৬. ৭০—দর্শক ১ লক্ষ ১০ হাজার )**

**ব্রাজিল ১** ( পেলে, গার্সন, জেয়ারজিনো, কার্লস অ্যালবার্টো )

**ইতালী ১** ( বনিনসেগনা )

বিরতি ১—১

ফেলিক্স ; কার্লস অ্যালবার্টো, ব্রিটো, পিয়াজ্জা, এভারাল্ডো ; ক্লোডোয়াল্ডো, গার্সন ; জেয়ারজিনো, টোস্টাও, পেলে, রিভেলিনো।

আলবেরশি ; সেরা, বার্গনিশ, বার্টিনি ( জুলিয়ানো ) রোসাতো, ফ্যাচেত্তি ; ডোমেনঘিনি, মাজোলা, ডে সিস্টি ; বনিনসেগনা (রিভেরা), রিভা।

# পশ্চিম জার্মানী
## ১৯৭৪

বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর ব্যাজ

১৯৭২-এ মিউনিখে ওলিম্পিক গেমসের আয়োজন ও সফল সমাপ্তির জন্য যেমন পশ্চিম জার্মানী বিশ্ব-ক্রীড়া ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছে, তেমনি নয়া নজির সৃষ্টি করল এই দেশ ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপ ফুটবলের আয়োজন দ্বারাও। ৪৪ বছরের বিশ্ব কাপ ফুটবলে এমন রাজসূয় আয়োজন, এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা কখনও দেখা যায়নি। ফিফা সংগঠক কমিটি ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় বিশ্ব কাপের স্থান নির্দিষ্ট করে যত বদনামের ভাগী হয়েছিলেন, ১৯৭৪-এ পশ্চিম জার্মানীকে বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের দায়িত্ব দিয়ে তার দ্বিগুণেরও বেশি প্রশংসা কুড়োলেন। জার্মানীর এই আয়োজনকে ফুটবলের মহোৎসব আখ্যা দেওয়া হল। কিন্তু এবারের চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখা মিলল না ১৯৬৬-র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যাণ্ডের। তারা প্রাথমিক পর্যায়েই বিদায় নেয়। তিনবারের চ্যাম্পিয়ন পেলে-বিহীন ব্রাজিলের স্থান হল চতুর্থ। আর ৭০ বছর পরে ফিফার কর্তৃত্ব ইউরোপ থেকে অন্য মহাদেশে চলে গেল। স্যার স্ট্যানলি রাউসের বদলে সভাপতি হলেন ব্রাজিলের জোয়াও হাভেলানজ হারম্যান নুবের্জারের নেতৃত্বে বিশ্ব কাপের সংগঠক কমিটি এখানে কাজ আরম্ভ করেন ছ'বছর আগে ১৯৬৭-তে। বলাবাহুল্য জার্মানীতে বিশ্ব কাপ ফুটবলের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু এই ১৯৭৪-এ। এতদিন বিশ্বের সেরা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের দেওয়া হত সোনার পরী—জুল রিমে কাপ। ব্রাজিল তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পরী চিরতরের জন্য দখল করে ১৯৭০-এ মেক্সিকোয়। জুল রিমে ট্রফি-র বদলে এবার তাই প্রবর্তন হল ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের। চূড়ান্ত পর্যায়েও খেলা হল লীগ পদ্ধতিতে, তুলে দেওয়া হল কোয়ার্টার ও সেমিফাইনাল।

১৯৭৪-এর জুন ও জলাই মাসে পশ্চিম জার্মানীতে এই প্রতিযোগিতার জন্য নতুন স্টেডিয়াম তৈরী হল। পুরনো স্টেডিয়ামগুলির সংস্কার হল, করা হল সর্বাধুনিক। ফিফার প্রতিনিধিরূপে এ কাজ করল পশ্চিম জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সাংগঠনিক কমিটি। স্থির হল মিউনিখে হবে ফাইনাল ও স্থা তৃতীয় ন নির্ণয়ের

খেলা। আর অন্যান্য ম্যাচ হামবুর্গ, পশ্চিম বার্লিন, হ্যানোভার, ডর্টমুন্ড, গেলসেনকিরখেন, ডুসেলডর্ফে। সাতটি শহরের ন'টি স্টেডিয়ামে এমনভাবে খেলাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হল যাতে বিশ্বের সেরা ১৬টি ফুটবল দলের খেলায় দর্শক সংকুলানে অসুবিধা না হয়; প্রতিটি শহরে বিদেশীদের আহার ও থাকারও সুবন্দোবস্ত হল।

ফুটবলে প্রীতি এদেশে আগেই ছিল, বিশ্ব কাপকে কেন্দ্র করে এই প্রতিযোগিতার এক বছরের মধ্যে দেশের প্রায় সাড়ে ষোল হাজার ক্লাবে সদস্য বাড়ল দেড় লক্ষ অর্থাৎ মোট সদস্য দাঁড়াল পনের লক্ষ। জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত প্রথম শ্রেণীর দল ৯৪টি এবং ৯০০টি জুনিয়র ও স্কুল দল রয়েছে। এরা সারা বছর নিয়মিতভাবে নানা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাই বিশ্ব কাপ নানা শহরে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এদের কথাও বিবেচনা করে।

১৯৫৮-য় সুইডেনের মত অত বেশি জায়গায় বিশ্ব কাপের খেলা হয়নি। ওরা ১২টি কেন্দ্রে বিশ্ব কাপের আয়োজন করেছিল। ১৯৬২-তে চিলিতে চারটি শহরে, ১৯৬৬-তে ইংল্যাণ্ডে সাতটি শহরের আটটি স্টেডিয়ামে এবং ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় পাঁচটি কেন্দ্রে। জার্মানীতে ন'টি শহরে খেলার ব্যবস্থা হলেও দর্শক বা বিভিন্ন দলের এক শহর থেকে আর এক শহরে যেতে কোন অসুবিধা ছিল না, চমৎকার যানবাহনের দরুন। সুবিধা হল উদ্যোক্তাদেরও, ৪৮টি ম্যাচ তাঁরা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করলেন। ফ্রাঙ্কফার্টে রইল প্রতিযোগিতার প্রধান কার্যালয়। ১১জন সদস্যের সাংগঠনিক কমিটির পুরোধা বা চেয়ারম্যান হারম্যান নুবের্জার। ১৯৭২-এর ওলিম্পিক গেমসের সময় তাঁরা মিউনিখ ওলিম্পিক স্টেডিয়ামটি পরীক্ষা করলেন—বিশ্ব কাপ ফাইনাল করা সম্ভব কিনা। ডুসেলডর্ফের রাইন স্টেডিয়াম সংস্কার করা হল, তার কলেবরও বৃদ্ধি পেল। হামবুর্গে নতুন ফোগসপার্ক স্টেডিয়াম তৈরি হল। গেলসেনকিরখেন ও ডর্টমুন্ডেও নতুন স্টেডিয়াম হল। নতুন আদল নিল হ্যানোভারের লোয়ার স্যাক্সনি স্টেডিয়াম। বার্লিনের ওলিম্পিয়া স্টেডিয়ামে নতুন ছাদ তৈরি হল। সরকারের সহযোগিতায় মিউনিখ বাদে এই বিশ্ব কাপের জন্য ২৫ কোটি জার্মান মার্ক বরাদ্দ হল ঘর-বাড়ি নির্মাণ বাবদ। স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে সর্বাধিক আসন রইল ৮৫ হাজার পশ্চিম বার্লিনে এবং সর্বনিম্ন ডর্টমুন্ডে সাড়ে তিপ্পান্ন হাজার।

দীর্ঘ পরিকল্পনার পর সাংগঠনিক কমিটি অগ্রিম টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে ৩৮টি ম্যাচের জন্য মোট টিকিট ২১,২৯,০০০। প্রথম দফার টিকিট বিক্রি শুরু হয় ১৯৭৩-এর ২ এপ্রিল জার্মানীতে। সাড়ে বারো লক্ষ টিকিট অগ্রিম বিক্রির ব্যবস্থা হলেও অন্যান্য দেশের জন্য চার লক্ষ সত্তর হাজার টিকিট সংরক্ষিত রাখা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু টিকিট সংরক্ষিত রাখা হয় জরুরী প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশের জাতীয় ও জার্মানীর রাজ্য সংস্থাগুলির জন্য।

৬ জুলাই যে মিউনিখ ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ফাইনাল হল, সেখানে মোট আসন ৭৪,২২৮-এর মধ্যে ১,২০০ টিকিট শুধু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের জন্য।

রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির জন্য বরাদ্দের পর ৭০ হাজার রইল সাধারণ দর্শকদের জন্য। এর ৩০ হাজার অগ্রিম বিক্রি করা হয়। ২০৮টি অগ্রিম বিক্রি কেন্দ্র থেকে ১৯৭৩-এর ২ এপ্রিল ভাউচার বণ্টন শুরু হয়। ১৯৭৪-এর ১৬ এপ্রিল থেকে ওই ভাউচার দেখাবার পর টিকিট দেওয়া হয়। টিকিট জাল থেকে অব্যাহতির জন্য এই ব্যবস্থা। বিদেশে টিকিট বিক্রি হয় জার্মান বিমান সংস্থা লুফৎহানসা মারফৎ। উদ্যোক্তারা নজর রাখেন যাতে টিকিট ক্রেতাদের দূরের শহরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে না হয়। টিকিট মজুত ও কালোবাজারে তা বিক্রির ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বিত হল। কিন্তু কালোবাজারে টিকিট বিক্রি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। পশ্চিম জার্মানী-নেদারল্যাণ্ডসের ফাইনালের দিনের টিকিটের দামও ছিল আকাশ-ছোঁয়া।

ব্যাপক আয়োজন হল সাংবাদিকদের জন্য। প্রথম রাউণ্ডের খেলাগুলির জন্য প্রতিটি স্টেডিয়ামে ৪০০ সাংবাদিকের পৃথক আসন ও দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য ৬০০ পৃথক আসন রইল। মিউনিখে তৃতীয় স্থান ও ফাইনালের দিনে আসন ছিল ১২০০। এছাড়া রেডিও এবং টেলিভিশনের জন্য ৫০ থেকে ১০০টি আসন বিভিন্ন পজিশনে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য প্রেসরুমে প্রায় একশো টেলিফোন, পনেরটি টেলিপ্রিণ্টার ও প্রয়োজনমত সরাসরি টেলেক্সেরও ব্যবস্থা হল। কেননা, উদ্যোক্তারা চেয়েছিলেন, ১৯৭২-এর ওলিম্পিকসের মত ১৯৭৪-এর বিশ্বের বৃহত্তম ফুটবল মহোৎসবের প্রচারে যেন কোনো ত্রুটি না থাকে। ওলিম্পিক্সের মতো বিশ্ব কাপের এই বিরাট ব্যয় মেটাতে জার্মান সরকারকে খুব বেশি খরচ করতে হয়নি। দুটি ক্রীড়া যজ্ঞেরই বেশ পরিমাণ অর্থ আসে 'গ্লুক স্পিরেল' লটারির মাধ্যমে।

পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল পরিচালকদের ১৯৭৪ বিশ্ব কাপ চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা সর্বকালের বৃহত্তম ফুটবল অনুষ্ঠান। আর সেই অনুষ্ঠানে সেরা শিরোপা পেল উদ্যোক্তা দেশ। নতুন ফিফা কাপ জিতল তারা। এই প্রতিযোগিতা থেকে গৃহীত হয়েছে ৩১০ লক্ষ ডলার। প্রায় দু' কোটি কুড়ি লক্ষ মানুষ পশ্চিম জার্মানীর আটটি শহরের ন'টি স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়ে খেলা দেখেছেন। টেলি-ভিশন দর্শক ও রেডিওর শ্রোতা ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আরও ১০০ কোটি। পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডসের ফাইনাল দেখার টিকিটের কালোবাজারী দর ছিল গগনচুম্বী। ৩০ মার্ক ( ৩ টাকা ৪৬ পয়সা ) দামের টিকিট বিক্রি হয়েছে ১,৫০০ মার্কে অর্থাৎ ৫,১৯০ টাকায়। ফাইনাল পর্যায়ে উন্নীত ১৬টি দলের প্রত্যেকটি দল পেয়েছে ৭৮,৪৩৯ ডলার অর্থৎ প্রায় ৭,০৫,৮৭০ টাকা করে। বিজয়ী পশ্চিম জার্মানীর প্রত্যেক খেলোয়াড় পেয়েছেন আমাদের হিসাবে ২,১০,০০০ টাকা। নামী পেশাদার ফুটবলারদের কাছে এই টাকাটা অবশ্য তেমন কিছু নয়। কারণ, নেদারল্যাণ্ডসের অধিনায়ক যোহান ক্রুয়েফের দৈনিক আয় ১৫ হাজার টাকা। স্পেনের বার্সিলোনা ক্লাব ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকায় তাঁকে কিনেছিল অ্যাজাক্স আম-স্টার্ডাম ক্লাবের কাছ থেকে।

১৯৭৪-এ চ্যাম্পিয়ন হয়ে পশ্চিম জার্মানী শুধু 'ফিফা' কাপই জেতেনি, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ফুটবল খেলার সুবাদে ৩২ পয়েণ্ট অর্জন করে 'ফেয়ার প্লে' কাপও পেল। এদিক থেকে ৩০ পয়েণ্ট পেয়ে পোল্যাণ্ডের স্থান দ্বিতীয়, ২৫ পয়েণ্টে নেদারল্যাণ্ডসের স্থান তৃতীয়। সর্বাধিক গোল করায় পোল্যাণ্ড ১০ হাজার মার্ক দামের গোল্ড কাপ পেয়েছে।

বিশ্ব কাপ ফুটবলে দর্শকদের জন্য ইতঃপূর্বে কখনও বীমা করা হয়নি। পশ্চিম জার্মানীর উদ্যোক্তারা মিউনিখে ফাইনালের প্রতিটি টিকিটের সঙ্গে বীমার দামও ধরে রাখেন। টিকিটধারী কেউ হতাহত হলে উদ্যোক্তারা মাথা-পিছু সত্তর হাজার টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উদ্যোক্তারা বেশি নজর রাখেন বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা সম্পর্কে। কেননা, মিউনিখ ওলিম্পিকের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁদের রয়েছে। প্রতিযোগিতার কয়েকদিন আগে ১১ জুন পশ্চিম জার্মানীর জেল থেকে দুই প্যালেস্টাইনীয়কে মুক্ত করে কায়রোর বিমানে তুলে দেওয়া হল। নিরাপত্তার কঠোরতা সম্পর্কে একদিন তো অবাক হয়ে স্কটল্যাণ্ড দলের ম্যানেজার বললেন: My God, is this what sport has come to ? সেদিন ফ্রাঙ্কফার্ট স্টেডিয়ামের উপর দিয়ে ঘনঘন হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি করছিল এবং প্রতিটি হেলিকপ্টারে ছিল হেলমেট পরা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সৈন্য। আসলে জার্মান সরকার ও ফুটবল কর্তৃপক্ষ কোন ঝুঁকি নিতে চাননি। মনে ছিল ১৯৭২-এ ওলিম্পিকসের সময়কার হত্যা কাণ্ডের কথা।

এবারের বিশ্ব কাপে যেমন রেকর্ড দর্শক হয়েছে, তেমনি আরও আগের সব নজিরকে ম্লান করেছে। পাওয়া গেছে ৩১০ লক্ষ ডলার।

খেলা দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এতদিন মিড-ফিল্ডে স্ট্রাইকারের বেশি আনাগোনা ছিল। কিন্তু এবারের বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতা বলে দিল, ফ্লাঙ্কের ও মিড-ফিল্ডের সব খেলোয়াড়ই সমভাবে সক্রিয়। তাঁরা প্রত্যেকেই গোলের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। নেদারল্যাণ্ডস দেখাল আগামীদিনের ফুটবল কীভাবে খেলতে হবে। বিশেষজ্ঞরা খুশি হতে পরেননি গোলের সংখ্যায়। ৩৮টি খেলায় ৯৭টি গোল হয়েছে। অর্থাৎ গোলের গড়—খেলা পিছু ২·৫৫। এর ২৮টি গোলই জাইরে ও হাইতির বিপক্ষে হয়।

ব্রাজিল এই নিয়ে দশমবার (রেকর্ড) বিশ্ব কাপ ফাইনাল রাউণ্ডে খেলল। এই পর্যায়ে প্রথম খেলল এবার জাইরে, অস্ট্রেলিয়া ও হাইতি।

এবারের প্রতিযোগিতা শেষে স্পষ্ট হল, এই প্রতিযোগিতার আয়োজন বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। প্রতিযোগীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, তাতে বিশ্ব কাপের খেলা প্রাথমিক পর্যায়ে লীগের বদলে পৃথিবী জুড়ে নক্-আউট পদ্ধতিতে করা ছাড়া উপায় নেই। আর চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দল বাই পেয়ে ফাইনাল রাউণ্ডে আসে। ফাইনাল রাউণ্ডে সরাসরি খেলার যোগ্যতা যদি উদ্যোক্তা দেশ পায়, তবে তৃতীয়

স্থানাধিকারী দেশও কেনই বা বঞ্চিত হবে ? মনে হয় এতে সংগঠকদের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

বিশ্ব কাপ শুরুর আগে ব্রাজিলের জোয়াও মারি হ্যাভেলাঞ্জ ফিফার সভাপতি হলেন ১১ জুন। ফিফা কংগ্রেসে ৬৬-৫২ ভোটে বর্তমান সভাপতি স্যার স্ট্যানলি রাউসকে পরাস্ত করলেন। রাউস গত ১৩ বছর এই পদে ছিলেন।

তাইওয়ানের বদলে চীনকে নেওয়ার প্রস্তাব ৫৯জন সমর্থন করেন। বিরুদ্ধে ছিলেন ৪৭জন। প্রস্তাব গৃহীত হতে তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন প্রয়োজন ছিল। তাই চীন ফিফার সদস্য হতে পারল না।

ব্রাজিলের ম্যানেজার মারিও জাগালোর ধর্মভীরুতা ও নানা সংস্কারে বিশ্বাস ১৯৭০-এ মেক্সিকোতেই ছিল। জার্মানীতে আসার আগে এই চার বছরে ওইসবে তাঁর বিশ্বাস আরও বেড়েছে। জার্মানীতে ব্রাজিল দলে নানা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। এর মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য লুইস পেরিরা। যেমন দুঃসাহসী, তেমনি দ্রুত দৌড়তে পারেন। কিন্তু ফাইনালের আগেই তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দল বিদায় নিলে স্বদেশে খেলোয়াড়দের কুশপুত্তলিকা পোড়ান হল।

নেদারল্যান্ডস অ্যাডভেঞ্চারাস ফুটবল খেলেছে গোটা প্রতিযোগিতায়। যদিও তাদের ডিফেন্সে কিছুটা দুর্বলতা ছিল, তবুও তা তেমন চোখে পড়েনি। ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপে এত সুন্দর ফুটবল কেউ খেলেনি। তাদের আক্রমণে যে গতি, বৈচিত্র্য এবং পরিকল্পনা ছিল তা ক্যাসিয়াস ক্লে ওরফে মহম্মদ আলির বক্সিং-এর সঙ্গেই তুলনীয়। এই ধরনের খেলায় 'অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স'ই দেখা যায় পরিণতিতে। ফাইনালে তাই-ই হল। নেদারল্যান্ডস হারল। ক্রুয়েফের বিদ্যুৎগতির দৌড়ের পরক্ষণেই নেদারল্যান্ডস প্রথম মিনিটে পেনাল্টি পেয়ে যে গোলটি করে, তখনই পরাজয়ের বীজ বপন হয়ে যায়। এরপর তারা একটু সাবধানতা অবলম্বন করে। অথচ আগের আগের খেলায় জিততে কখনও তারা এই নীতি অনুসরণ করেনি। অবশ্য বিরতির পর খেলার ধারা বদল করেছিল। কিন্তু মন্দভাগ্য তাদের ফিফা কাপ জিততে দেয়নি।

কাপ জয়ের জন্য পশ্চিম জার্মানীর নানা প্রয়াস ছিল, নানান গুণেরও সমাহার করেছিল তারা এবং সবকিছুর মূলে ছিলেন ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন। তৃতীয় পুরস্কার পেয়ে পোল্যান্ড খুব খুশি ছিল। তাদের এই জয় যোগ্যতারই পুরস্কার। সুইডেনকেও বহুদিন চুয়াত্তরের দর্শকরা স্মৃতিতে রাখবেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম রাউন্ডে স্কটল্যান্ড বিদায় নিলেও ১৬টি দেশের মধ্যে তারা অন্যতম অপরাজিত দল। স্কটল্যান্ড তার গ্রুপে সন্ত্রস্ত করেছিল ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যথাক্রমে ০-০ ও ১-১ ড্র করে। তাই জার্মানী থেকে তারা যখন গ্লাসগো বিমানঘাঁটিতে পেঁছল, ১০ হাজার জনতা এলেন অভিনন্দন জানাতে। কেননা, দীর্ঘকাল শোচনীয় ফলের পর এবার তারা কিছুটা মান রেখেছে। একটি রাস্তা হল ম্যানেজার উইলি অরমন্ডের নামে। এডিনবরা কাস্‌ল-এ ওদের সম্মানে নৈশ ভোজও হল।

তাদের সান্ত্বনা শুধু এটুকুতে—'বিশ্ব কাপে আমরা অপরাজিত।' জার্মানীতে দুই নম্বর গ্রুপে চারটি দলের মধ্যে স্কটল্যান্ডের স্থান ছিল তৃতীয়। তারা হারায় শুধু জাইরেকে।

ব্রাজিলে ঠিক বিপরীত দৃশ্য। তাদের জাতীয় গৌরব শুধু নয়, বিশ্ব ফুটবলের গৌরব ব্রাজিলের মতো রেকর্ড কারুর নেই। দল জার্মানীতে যাওয়ার সময় ব্রাজিলের নাগরিকরা স্থির করেন, ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপ জিতে ফেরার আগেই খেলোয়াড়, ম্যানেজার প্রমুখের মূর্তি তৈরি করে রাখা হবে। কিন্তু তাদের ফল দেখে ওই নাগরিকরাই কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

আর ইংল্যান্ড প্রাথমিক পর্যায়ের পাঁচ নম্বর গ্রুপের ( ইংল্যান্ড, ওয়েলস ও পোল্যান্ড ) ত্রিদলীয় লীগে শীর্ষস্থান না পাওয়ায় তাদের বিদায় নিতে হল বিশ্ব কাপ থেকে। ১৯৫০ থেকে কখনও বিশ্ব কাপ ফুটবলে ইংল্যাণ্ডের এমন বিপর্যয় ঘটেনি। তাই ১৯৬৬-তে কাপ জিতে ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার যে আলফ রামসেকে 'স্যার' খেতাবে সম্মানিত করা হয়েছিল, এবারের পরাজয়ের সব গ্লানিও তাঁকেই নিতে হল। রামসের বদলে ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচ তথা ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন ডন রিভি।

চিলি ও সোভিয়েতের প্রাথমিক পর্যায়ের প্লে-অফ্ ম্যাচে রাজনৈতিক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠায় সোভিয়েত শেষ পর্যন্ত খেলতে অসম্মত হয়। ফিফা ওদের বিশ্ব কাপ থেকে বাতিল করে দিলে চিলি জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

শুরুতে তো এদের খেলা ঘিরে বিশ্ব কাপ ফুটবল কমিউনিস্ট ও অকমিউনিস্ট দুই শিবিরে বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। প্রাথমিক খেলায় ইউরোপ অঞ্চলের নবম গ্রুপের বিজয়ী সোভিয়েত ও দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের তৃতীয় গ্রুপের বিজয়ী চিলির পরস্পর দুই দেশের দুটি খেলায় প্রতিযোগিতার কথা ছিল। ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে মস্কোয় প্রথম খেলাটিতে কোনো পক্ষই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয় খেলা নিয়ম অনুযায়ী চিলিতে হওয়ার কথা। ওই দেশের রাজধানী সান্টিয়াগোতে তদনুযায়ী খেলার তারিখও ধার্য হল। কিন্তু ইতিমধ্যে চিলিতে রাজনৈতিক অঘটন ঘটে গেল। ১১ সেপ্টেম্বর চিলির প্রেসিডেন্ট আলেন্দের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান হল। সোভিয়েত তাই যুক্তি দেখাল ওখানকার পরিস্থিতি ফুটবলের উপযুক্ত নয়। তারা ফিফাকে অনুরোধ জানায়, অন্য কোনো নিরপেক্ষ দেশে খেলার ব্যবস্থা করুন। ফিফা সঙ্গে সঙ্গে সান্টিয়াগোয় দুজন পর্যবেক্ষক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে জানালেন, ওখানে খেলা হতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজি হল না। তারা এবার জানায়, সামরিক অভ্যুত্থানের সময় চিলির যে স্টেডিয়াম সেখানকার দেশপ্রেমিকদের বন্দী-শিবিরে রূপান্তরিত হয়েছিল, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড চলেছিল, সেখানে তাদের পক্ষে খেলা সম্ভব নয়।

ফিফা এবার সংগঠক সমিতির সদস্যদের মতামত জানতে চাইল। অধিকাংশ

সদস্য জানালেন, সান্টিয়াগোতেই খেলা হোক। ফিফা সচিব ডঃ কেসার এই রায় সোভিয়েতকে জানালেন তো বটেই, সঙ্গে সঙ্গে তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন,— কোনো দল যদি কোয়ালিফাইং ম্যাচ না খেলে, তবে তারা বিশ্ব কাপ থেকে বাতিল হয়ে যাবে। ফিফা সচিবের এই বক্তব্যের পর বিশ্ব কাপে জটিল অবস্থা সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয়। অবশেষে ফিফা সোভিয়েতকে ৪৮ ঘন্টা সময় দেয়—তারা সান্টিয়াগোতে খেলতে রাজি কিনা, জানাতে। ওই সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই সোভিয়েত জানিয়ে দেয়—চিলিতে তাদের পক্ষে খেলা অসম্ভব। ফলে সোভিয়েত বাতিল এবং পশ্চিম জার্মানীতে যাওয়ার জন্য চিলি যোগ্যতা লাভ করল।

বিশ্ব কাপ ফুটবল পেশাদারী, সরকারীভাবে এই পেশাদারী ফুটবল ভারতে এখনও প্রচলিত হয়নি। উপরন্তু আইনত বিশ্ব কাপের খেলোয়াড়রা আর কখনও ভারতের কোনো অপেশাদার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে না। তবুও অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ঘোষণা করে ঃ বিশ্ব কাপে ভারত খেলবে। প্রাথমিক-ভাবে এন্ট্রিও পাঠানো হয়েছিল। তারপর ১৯৭৩-এর ১১ মার্চ নাম প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। নাম প্রত্যাহার করে ফিলিপিনস, গ্যাবন, মাদাগাস্কার ও জামাইকা।

## কোন্ দল কেমন

**পেলে-বিহীন ব্রাজিল ঃ** বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের অনেক আগে পেলে যখন তাঁর অবসরের কথা ঘোষণা করেননি, তখন অনেকের ধারণা ছিল পেলে দলে থাকলে পশ্চিম জার্মানী থেকে ফিফা কাপ আনতে বেগ পেতে হবে না, আর এবার হবে ব্রাজিলের চতুর্থবার বিশ্ব কাপ ফুটবলে জয়।

কিন্তু পেলের ধারণা অন্যরকম। বললেন ঃ ব্রাজিল আমাকে ছাড়াই জিতবে। টিভি মারফৎ যখন চার কোটি দর্শককে জানালেন ওই কথা, তখন কারুর মনে কোনো রকম সন্দেহ দেখা দেয়নি। তিনি জানালেন ঃ ব্রাজিলে বেশ ভাল ভাল খেলোয়াড় রয়েছেন। ব্রাজিলের নাগরিকদের উচিত তাঁদের প্রতি আস্থাবান হওয়া। আমার ধারণা এঁরা পশ্চিম জার্মানীতে সফল হবেন।

টিভি দর্শকরা কোনো প্রশ্ন না তুললেও স্টুডিও থেকে বের হতেই পেলেকে ঘেরাও-এর মধ্যে পড়তে হল। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিভিন্ন বয়সের শত শত লোক তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের সমস্বর চিৎকার 'পেলে ফিরে এস', 'পেলে ফিরে এস' আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলল। ব্রাজিলের প্রেসিডেণ্ট তাঁদের ফুটবল সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ মারফতও ১৯৭২ সালে অনুরোধ করেন, পেলে, তুমি ব্রাজিল দলের হয়ে আর একটিবার বিশ্ব কাপে যাও।

পেলে জাতীয় দলে খেলার জন্য বেশি টাকার দাবি করছিলেন কিনা জানা যায়নি। ওই গুজব রটতেই বললেন তিনি ঃ আমার টাকার প্রয়োজন নেই। শোনা

গেল, ফ্রাঙ্কফার্টে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্য পেপসি-কোলা কোম্পানী দশ লক্ষ ডলার দিতে চেয়েছে। পেলে পরিষ্কার জানালেন ঃ আমি ব্রাজিল ছেড়ে আপাতত কোথাও যাচ্ছি না। পেলেকে পশ্চিম জার্মানীতে ব্রাজিল দলে খেলার জন্য অনুরোধ জানিয়ে হাজার হাজার টেলিগ্রাম এল। কিন্তু তাঁর মতের পরিবর্তন হয়নি। ফুটবল অনুরাগীরা আশঙ্কা করলেন ঃ পেলে-বিহীন ব্রাজিল অত্যন্ত দুর্বল।

১৯৭০-এর কাপ-বিজয়ী দলের দুই নির্ভরযোগ্য—রিভেলিনো ও জেয়ারজিনো দলে থাকলেও ১৯৭৪-এর ব্রাজিল অন্যদের তুলনায় তেমন শক্তিমান হয়নি। গত চার বছরে অন্যান্য উন্নত দেশের ফুটবল ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। গত বিশ্ব কাপের কিছু আগে, প্রায় শেষ সময়ে জাগালোর উপর ম্যানেজারের দায়িত্ব এসেছিল সালধানা বিতাড়িত হওয়ায়। প্রকৃতপক্ষে দলের সাফল্যের সোপান তৈরি করেছিলেন সালধানাই। সালধানা দল গঠন করতেন সব কিছু লক্ষ্য রেখে। তাঁর একমাত্র দোষ ছিল, একগুঁয়েমি। তবে খেলোয়াড়দের আশা, হতাশা ও সংস্কারের কথা তিনি কখনও বিস্মৃত হতেন না। সকলের আগে তাঁর মনে পড়ত ব্রাজিলের জনসাধারণের কথা।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৪—এই চার বছরে ব্রাজিলে অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। খেলার মাঠের বাইরে নানা আকর্ষণীয় বিষয় ফুটবলের পক্ষে হানিকর হয়ে দেখা দেয়। কিশোর ও তরুণরা বলে লাথি মারার চাইতে মোটর গাড়ি বা মোটর সাইকেলে ভ্রমণকে পরমানন্দের বস্তু ধরে নিল। ফলে ক্লাবগুলির সদস্য-সংখ্যা কমল, হ্রাস পেল আর্থিক সঙ্গতিও। এদিকে ব্রাজিলের জাতীয় ফেডারেশনের সি বি ডি তো আগের মতোই কঠোর রয়েছে। অন্য দেশে যেমন, তেমনি বিশ্ব কাপের বছরে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের চার মাসের জন্য ছেড়ে দিতেই হয়। এতে ক্লাবগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে যে সব দেশে পেশাদারী ফুটবল। ক্লাব-গুলোর সংগঠন এবং খেলোয়াড়দের সামরিক বিভাগের মত কঠোর আইন-কানুনে, অনুশীলনে রাখা তো কম কথা নয়! কিন্তু মনে রাখা দরকার, দর্শকরা কখনও 'পেশাদার' নন, তাঁরা 'অ্যামেচারী' মন নিয়ে মাঠে আসেন, খেলা দেখেন ও চলে যান।

ব্রাজিলের মতো ফুটবলে উন্নত দেশেও ফুটবল জীবন্ত হয়ে ওঠে এখন শুধু চার বছর পরে বিশ্ব কাপের বছরে। চুয়াত্তরের বিশ্ব কাপের দু'বছর আগে মারাকানা স্টেডিয়ামের একটি ম্যাচে আটশ' দর্শক এসেছিলেন, এ ঘটনা ভাবা যায়? অথচ ১০ বছর আগে ওই ধরনের খেলায় এসেছেন অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার। এমনও দিন আসবে যখন এক মরশুমে পঁচিশটি খেলায় মোট এক লাখ দর্শক আসবেন। এখন গড়ে ১৫ বা ১৬ হাজারের বেশি দর্শক আসেন না। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের আশংকা, এইভাবে চলতে থাকলে পেশাদারী ফুটবলের অস্তিত্ব ৩০ বছরের মধ্যে লোপ পাবে।

জার্মানীতে ব্রাজিলের খেলা দেখে প্রাক্তন ম্যানেজার সালধানা মন্তব্য করলেন ঃ আমাদের অনেকেই শিম্পাঞ্জীর মতো ফুটবল খেলেছে। কিন্তু জার্মানী রওনা

হওয়ার আগে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন : চতুর্থবার কাপ জয় ব্রাজিলের পক্ষে সহজই হবে। যদিও দলে নেই পেলে, গার্সন, টোস্টাও ও কার্লস অ্যালবার্টো। কিন্তু দলে এখনও অনেক বড় বড় ফুটবলার আছে। লুই পেরিরার মতো চমৎকার ডিফেন্ডার আছে, যে সক্রিয় হতে পারে সেরা ফরওয়ার্ডের মতোই। বিশ্বে এখন ওর মতো খেলোয়াড় কমই মেলে। মারিনোর মতো শক্তিমান ফুলব্যাক আছে। কুপারের মতো শক্তি তার, আর দুই পায়েই সে বিপক্ষকে 'হত্যা' করতে সক্ষম। মিড-ফিল্ডে ক্লোডোয়াল্ডো, রিভেলিনো, ফ্লেমিঙ্গোর পাউলো সিজার। সুতরাং আমরা দুর্বল নই। সম্মুখভাগে আছে জেয়ারজিনো ছাড়াও তিন-চারজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়।

সবই আছে। এখন সংশোধনের দরকার শুধু মনোভাবের। আমাদের ডিফেন্সে শুধু বিপক্ষকে দমিয়ে রাখার প্রবণতা। সালধানা সতর্ক করে দিয়ে বললেন : গাভিয়া বিচের পিছনের যে বাড়িতে জাতীয় দলের প্রশিক্ষণ হচ্ছে, সেখানকার অতি কঠোরতা খেলোয়াড়দের মানসিকতায় একঘেয়েমী আনবে। বিশ্ব কাপের আগে তিন মাস ধরে তাদের এই সন্ন্যাসীর মতো জীবন যাপন ক্ষতিকর। আমি যখন ম্যানেজার ছিলাম, রাত্রে প্রত্যেককে ছুটি দিতাম নারীসঙ্গ লাভের জন্য কঠোর প্রশিক্ষণকালেই। বলে দিতাম একই সপ্তাহে একাধিক মেয়ের কাছে যাবে না, সপ্তাহের মাঝামাঝি মেয়ে বদল করতে পারবে না। কেননা, সপ্তাহের শুরুতে প্রত্যেকটি মেয়ে বেশ তাজা থাকে। সপ্তাহে ওরা দু'বার হানিমুন করলে নিঃশেষ হয়ে যায়। মেয়েদের সঙ্গ ভাল, কিন্তু কোনো কিছুই অতিরিক্ত হওয়া মানে ক্ষতিকর।

জার্মানীতে আসার আগে দুনিয়ার ফুটবল বিশেষজ্ঞরা ব্রাজিল সম্পর্কে যা বললেন, তার সারমর্ম : জাগালোর ব্রাজিলের জয়ের আশাই বেশি। তবে সাল-ধানার ব্রাজিলের পরাজয়েও গৌরব ছিল।

বিশ্ব কাপে নিজ গ্রুপে ইতালি, পোল্যাণ্ড ও হাইতির সঙ্গে খেলার আগেবুয়েনস এয়ারেসে আর্জেন্টিনা একাধিক আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলল। ১৯৭৩-এ ঝটিকা সফরে আর্জেন্টিনা ৩-২ গোলে হারায় পশ্চিম জার্মানীকে মিউনিখে। প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় ওমর সিভরির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ওই ম্যাচে দারুণ খেলে। আর্জেন্টিনা বিশ্ব কাপের ফাইনাল বা চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে প্রাথমিক পর্যায়ে অপরাজিত থেকে। প্যারাগুয়ে ও বলিভিয়ার বিরুদ্ধে তারা তিনটিতে জেতে, একটি হয় ড্র। কিন্তু এর পরেই দলে বড় রকমের রদবদল হয়। আর্জেন্টাইন ফুটবল কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হওয়ায় তাঁকে দলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করতে হল। ওমর সিভরির উত্তরাধিকারী প্রাক্তন 'আন্তর্জাতিক' হাফব্যাক ভ্লাদিস্লাওক্যাপকেও কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে কম বেগ পেতে হয়নি। ক্যাপ ২২ জনকে নিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করলেন, এর মধ্যে দলের প্রাথমিক পর্যায়ের নয়জন। তিনি অসুবিধায় পড়লেন অন্য দেশে ট্রান্সফার নেওয়া পাঁচজন 'তারকা'কে নিয়ে। এই পাঁচজন : গোলরক্ষক ডানিয়েল কার্ণেভালি, ফরওয়ার্ড রুবেন আয়েলা। এঁরা দুজন ছিলেন স্পেনে। ডিফেন্ডার অ্যাঞ্জেল বার্গাস ফ্রান্সে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড হেক্টর ইয়াজালে

পর্তুগালে গিয়ে টপ-স্কোরার হন এবং ডিফেন্ডার রবার্টো পারফুমো ব্রাজিলে। ক্যাপ বললেন ঃ এঁদের বাদ দিয়ে বিশ্ব কাপ দল গঠিত হতে পারে না। তবুও এঁদের বাদ রেখেই শুরু করলেন প্রশিক্ষণ। তিনি বললেন ঃ জার্মানীতে অ্যাটাকিং ফুটবল না খেললে বেপাত্তা হতে হবে।

আর্জেন্টিনার স্থানীয় প্রথম ডিভিশন খেলাগুলোর উপর নজর রাখলেন তিনি। দেখলেন প্রতিটি ম্যাচে গড়ে গোল হচ্ছে চারটি। গোলের সর্বাধিক কৃতিত্ব ওসভাল্ডো পটেন্টে, রকি অ্যাভালে, রেনে হাউসম্যান ও অল্ডো পয়-এর। কিন্তু জার্মানীতে নির্ভর করতে হবে মিগুয়েল ব্রিন্দিসির ওপর। বয়স ২৪, ৩৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। বাছাই ২২ জনের মধ্যে তিনি প্রবীণ। অ্যাটাকিং হাফ। গতবারের আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়। ব্রিন্দিসি প্রথম ডিভিসন চ্যাম্পিয়ন হারাকানের টপ-স্কোরার গত চার বছর। ব্রিন্দিসির কৃতিত্বের জন্যই মিলান তাঁকে আট লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ডলার ট্রান্সফার ফি দিতে চায়। কিন্তু আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অনুমতি দেয়নি।

যাই হোক, বিশ্ব কাপে যাওয়ার আগে সপ্তাহে চারদিন করে জাতীয় দলকে ট্রেনিং দেওয়া হল পোলো মাঠে। বুয়েনস এয়ারেসের শহরতলীতে এই ব্যবস্থা হয় ভিড় এড়াতে।

উরুগুয়ে জানত জার্মানীতে তারা সুবিধা করতে পারবে না। তারা চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠেছিল গোলের গড়ে এগিয়ে থাকায়। কলম্বিয়া হয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ইকোয়েডর। ৬২ বছরের রবার্টো পোর্টা ৩৪ জনকে নিয়ে ট্রেনিং শুরু করলেন। এঁদের মধ্যে রইলেন বাছাই পর্বের ১৫ জনের ১১ জন। বাকি ৪ জনের ৩ জন বিদেশে চুক্তি অনুযায়ী চলে যান, অধিনায়ক নেন অবসর। এই বছর মার্চে বাইরে সফরে গিয়ে উরুগুয়ে ১-০ গোলে প্রথম ম্যাচে হাইতিকে হারায়, তাদের সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচ ০-০ হয়। উরুগুয়ের যে ৫ জন বিদেশের নানা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, তাঁরা এই সফরে যাননি। গোলরক্ষক মাজুরকিউইজ, ডিফেন্ডার আনচেতা ও পাবলো ফোরলান এবং মিড-ফিল্ডম্যান পেড্রো রোশা ছিলেন ব্রাজিলে। আর আর্জেন্টিনায় রিকার্ডো পাভনি। উরুগুয়ের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন স্বদেশের হয়ে বিশ্ব কাপে খেলার ব্যাপারে সব কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কেননা, এদের অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। মাজুরকিউইজ, আনচেটা ও রোশা তো মেক্সিকোর চূড়ান্ত পর্বে খেলেছিলেন। গত বিশ্ব কাপের এসপারাগো ও কুবিল্লার কথাও মনে পড়েছিল। কিন্তু কুবিল্লার বয়স ৩৪, তাঁকে নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুচিত।

উল্লিখিত খেলোয়াড়দের বাদ রেখে উরুগুয়ে দল গঠন যথার্থ শক্তির পরিচায়ক নয়। তাছাড়া সফরকারী দল পুরোপুরি সুস্থ ছিল না। তবে হাইতি সফরকারী ওই দলে ২১ বছর বয়সী সেন্টার ফরওয়ার্ড ফার্ণান্ডো মোরেনার সুনাম ছিল। গত মরশুমে উরুগুয়ের লীগে তিনি ছিলেন টপ-স্কোরার ২২টি গোল দিয়ে। বিশেষজ্ঞরা

বললেন, মোরেনো জার্মানীতেও ভাল খেলবে। কিন্তু এ সম্পর্কে সন্দেহই ছিল না যে, চার বছর আগে যেমন দল নিয়ে উরুগুয়েয়ানরা মেক্সিকো গিয়েছিল, জার্মানী-গামী দল তদপেক্ষা অনেক অনেক দুর্বল।

চিলির যে দলটি গত বছর দক্ষিণ আমেরিকায় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল পেরুকে বিশ্ব কাপের বাছাই পর্বে হারিয়ে, তারা মস্কোয় গিয়ে সোভিয়েতকে রুখে ( ০-০ ) দেয়। নামে চিলির জাতীয় দল হলেও অধিকাংশ খেলোয়াড় ছিলেন কোলো কোলো-র 'এ' টিমের। কোলো কোলো চিলের সবচেয়ে ধনী ও জনপ্রিয় দল। সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সেরা সেরা খেলোয়াড় কিনে এনে দল গড়াই এদের প্রীতি।

চিলি জাতীয় দল ও কোলো কোলো উভয়ের কোচ লুই আলমোস। ১৯৬২-র বিশ্ব কাপে চিলি যখন তৃতীয় হয় আলমোস তখন ম্যানেজার ফার্ণাণ্ডো রিয়েরার সহকারী। এবার আলমোস নিজের ক্লাবের অধিকাংশকে জাতীয় দলে নেওয়ায় সংহতি বাড়ল। দলের জুয়ান রডরিগুয়েজ, অ্যাণ্টনিও কুইণ্টানো ও ইলিয়াস ফিগারোয়া তো বিদেশের ক্লাবে খেলে খেলে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁরা ছিলেন চিলির রক্ষণভাগের প্রাচীর। কিন্তু মিড-ফিল্ডেই চিলির শক্তি নিহিত ছিল। বিশেষ করে হাফব্যাক ফ্রান্সিসকো ভাল্ডেজ। তাঁকে সহযোগিতা করেন পিলারমো পেজ, সার্জিও মেসেন ও গিলারমো ভেলিজ—তা খেলা ৪-৩-৩ বা ৪-২-৪ যে ছকেই হোক। ভাল্ডেজ বিপক্ষের রক্ষণভাগকে প্রায়শ বিপদে ফেলেন দূরে থেকে মারা শটে। কার্লস কাজেলিকে বিপক্ষরা নজরে রাখতে সক্ষম হয় না সর্বদা তিনি চলমান থাকায়। চমৎকার ড্রিবলার সার্জিও আহুমাদার সর্বদা লক্ষ্য থাকে গোলের দিকে। তবে জার্মানীতে কাজেলি সম্পর্কেই বেশি আশা পোষণ করলেন চিলির ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। ২৩ বছর বয়সী এই খোলায়াড়ের চেহারা কিন্তু চোখে পড়ার মতো নয়। সর্বদা বুটের উপরিভাগ মোজায় মুড়ে নেন ; কখনও সিনগার্ড ব্যবহার করেন না। বলেন ঃ সিনগার্ড থাকলে বলের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। তা ছাড়া সিনগার্ড প্রত্যেককে 'স্লো' করে দেয়। দু'পায়েই সমান জোরালো শট, হেডেও কুশলী। সারা মাঠ বিচরণকারী তাঁর মত খেলোয়াড় চিলির ফুটবল ইতিহাসে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

**পশ্চিম জার্মানী ঃ** এবারের বিশ্ব কাপের আগের মতো পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল দলে স্বস্তি কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। জাতীয় দল এবার ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন, আর বেয়ার্ণ মিউনিখ হয়েছে ইউরোপীয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ন। বিশ্ব কাপে সবচেয়ে ফেভারিট তাই পশ্চিম জার্মানী। বিশেষজ্ঞদের মতে—জার্মানী শুধু জিতবে না, তারা আকর্ষণীয় ফুটবল দেখাবে, দেখাবে গঠনমূলক ফুটবল কাকে বলে।

জার্মান ফুটবলের প্রশিক্ষণ বিভাগের সর্বময় কর্তা কার্ল হেঞ্জ হেদেরগট এবার তাঁর দেশের সাফল্যের জন্য অহঙ্কার করলে তা যথার্থই হবে। ১৯৬৭-তে ৪১ বছর বয়সে তিনি জার্মান ফুটবল কোচিং-এর ডিরেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রায় ২০ বছর

জার্মানীর বিভিন্ন আঞ্চলিক ফুটবল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোচের চাকরির পর। এই দীর্ঘকালে দেশের অতীত ও বর্তমানের বহু ফুটবলারের খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়েছে হেদেরগটের কাছেই। এদের মধ্যে ওভারাথ, স্নেলিঙ্গার, লোহার, ওয়েরার, উইমার, ফ্লোহে, কালমান প্রভৃতি।

হেদেরগট ১৯৫৬-য় জার্মান জাতীয় স্কুল দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব নেন। এবার বিশ্ব কাপের কিছু আগে অনুরূপ একটি দল নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম জার্মানীর ফুটবলের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনাকালে বলেন ঃ ইংল্যাণ্ড আধুনিক ফুটবল রপ্ত করার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে। তিনি জানালেন ঃ এবার আমার স্কুল দল ওয়েমব্লিতে ৪-০ গোলে হেরেছে। এতে ইংল্যাণ্ডের দর্শকরা নিশ্চয়ই ভীষণ খুশি। তাঁরা ভেবেছেন এই জুনিয়র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মতো তাঁরা সিনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবলেও সফল হবেন। কিন্তু এ ধারণা অমূলক। ইংল্যাণ্ড ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলেদের ফুটবলে অর্থাৎ 'উইফা' যুব ফুটবলে জিতেছে আরম্ভ ( ১৯৪৭ ) থেকে ছ'বার। আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলে এটি তাদের রেকর্ড। কিন্তু সিনিয়র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় তথা বিশ্ব কাপে তারা তো ১৯৬৬-র আগে একবারই ফাইনাল পর্যন্ত পেঁছেছিল। পশ্চিম জার্মানী কিন্তু আন্তর্জাতিক যুব ফুটবলে একবারও চ্যাম্পিয়ন হয়নি। তবুও তারা ১৯৫৪-র বিশ্ব কাপে বিজয়ী, ১৯৬৬-তে রানার্স এবং ১৯৫৮ ও ১৯৭০-এ সেমিফাইন্যালিস্ট ছিল।

হেদেরগটের দৃঢ় ধারণা, ইংল্যাণ্ডের ফুটবলারদের মধ্যে শৈথিল্য বা ধীর গতির জন্য দায়ী তাদের শিক্ষণ-পদ্ধতি। উন্নত অন্যান্য দেশে ফুটবলারদের মধ্যে নব নব উদ্ভাবনীশক্তি দেখা যায়। এক-একজন 'কমপ্লিট' ফুটবলারের মধ্যে স্ট্যামিনা ও শিল্পীর সমন্বয় হয়। তাছাড়া ট্রেনিং-এর সময় যেমন ফিটনেসে দড় করে তোলা হয়, তেমনি স্কিলেও পোক্ত হয়। যাঁরা বলেন, স্কিল জন্ম থেকেই অধিগত— হেদেরগট তাঁদের সঙ্গে একমত নন। জার্মানীতে হেনকেস ও নেৎজারের মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড় আজও জন্মাননি। তবুও হেদেরগট তাঁদের ট্যাকটিক্‌স শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ আমি তো সেরা ফুটবলারদের শিক্ষা দিতে পারব না। এমন কাউকে আমার ফুটবল স্কুলে নেব না—যারা ড্রিবল করতে পারে না। তাঁর মতে আধুনিক ফুটবলারকে এমন হতে হবে যিনি অবস্থা বুঝে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিতে পারবেন। খেলা দেখেই উপলব্ধি করবেন, গতি কোন্ দিকে যাচ্ছে, খেলা হচ্ছে কী ধারায়। বেয়ার্ণ মিউনিখের ফুলব্যাক ব্রাইটনারকে তিনি 'সত্তর দশকের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়' আখ্যাত করলেন বিশ্ব কাপের আগে। মূলত ডিফেণ্ডার হলেও, আট্যাকেও তিনি সমান কুশলী। তাই বলে তাঁর স্কিল রপ্ত করতে জন্মসূত্রে প্রাপ্ত প্রতিভার প্রয়োজন নেই।

হেদেরগট দেখেছেন, তাঁর স্কুলবালকরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে স্কিলের উন্নতি ঘটিয়েছে। 'শুধু পরিশ্রম কর, শুধু পরিশ্রম কর' এতে কাজ হয় না। একজন

খেলোয়াড়কে 'পরিশ্রম কর' উপদেশ দেওয়ার আগে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে—কীভাবে সে কাজ করবে। তাকে সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত করতে হবে। তাকে সহজ সরল করে ম্যাচের অবস্থা বা সমস্যা বলে দিয়ে জানতে চাইতে হবে—বল কীভাবে সমাধান করবে। যদি সে সেই সমস্যার সমাধান করতে না পারে, আর একটি সমস্যার সমাধান জানতে চাইবে। সর্বদাই তার মাথা থেকে কিছু 'আবিষ্কারে'র ব্যবস্থা করা দরকার। যদি সে তা না পারে, তবে সাহায্য করতে হবে। জার্মানীর ফুটবলারদের এইভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের জন্য।

পশ্চিম জার্মানীর শুধু নয়, বিশ্ব-ফুটবলে সবচেয়ে সৃষ্টিধর্মী ডিফেন্ডার নিঃসন্দেহে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ের। ১৯৬৫-তে জাতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে পরের বছরই বিশ্ব কাপে ( ১৯৬৬ ) খেলতে গেলেন। তখন ছিলেন রাইট হাফ। তাঁর অনবদ্য ড্রিবলিং ও পাসিং দলকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু নিজের ক্লাব বেয়ার্ণ মিউনিখে ছিলেন সুইপার। ১৯৭০-এ মেক্সিকোর বিশ্ব কাপে জার্মান দলের কৃতিত্বের মূলে তাঁর সক্রিয়তা অতুলনীয়। তাঁর প্রথম গোলই ইংল্যাণ্ডকে ৩-২ গোলে পরাজয়ে বাধ্য করে কোয়ার্টার ফাইনালে। জাতীয় দলের ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন দু বছর বাদে ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে বেকেনবাউয়েরকে মিড-ফিল্ডে নিয়ে এলেন তাঁর স্কিলের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য। বেকেনবাউয়েরকে দিলেন আরও স্বাধীনতা। মিড-ফিল্ডের দায়িত্ব রইল, ডান দিকে ফরওয়ার্ড লাইনেও তাঁকে ঘন ঘন দেখা গেল। মাঝে মাঝে আবার বিপক্ষে পেনাল্টি-বক্সের মধ্যেও। ওয়েম্বলিতে ৩-১ গোলে ইংল্যাণ্ডকে হারাল এবং পরে বেলজিয়মে হল চ্যাম্পিয়ন।

চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, জার্মানীকে ফিফা কাপ এনে দিতে পারেন জার্ড মুলার। সন্দেহ নেই গত দশকে তাঁর মতো আশ্চর্যজনক গোলদাতা কমই মিলেছে। জার্মানীর অ্যাটাকেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর স্পিড এবং তাৎক্ষণিক সক্রিয়তা অতুলনীয়। আর পেনাল্টি-বক্সের বাইরে মুলারের মতো বিপজ্জনক খেলোয়াড় কমই মেলে। পেলাল্টি-বক্সের কাছে দৌড় অবস্থায় বল পেলে কোনো রক্ষকের বা ডিফেণ্ডারের সাধ্য নেই তাঁকে রোখে। হেডে এ পর্যন্ত অনেক গোল দিলেও ভাল হেডারের খ্যাতি তাঁর নেই। হ্রস্বকায় হলেও হেডের গোলগুলি হয়েছে তাঁর নিখুঁত পজিশন জ্ঞানের জন্যই। গত পাঁচ মরশুমের চারটিতে তিনি জার্মানীর বুন্দিশ্লোগারে সক্রিয় গোলদাতা। তবে ১৯৭১-৭২-এর মতো ( ৪০টি ) কখনও দেননি। হেলমুট শ্যোনের বড় নির্ভর এই মুলার।

**নেদারল্যাণ্ডস** : নেদারল্যাণ্ডস মানেই ক্রুয়েফ, আর ক্রুয়েফ মানেই নেদারল্যাণ্ডস। বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলায় ফুটবল বিশেষজ্ঞরা নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে ওই কথাগুলি বললেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত অ্যাজাক্স আমস্টার্ডামের পক্ষে যোহন ক্রুয়েফ যে ভূমিকা নেন, তা বিশ্লেষণ করলে নেদারল্যাণ্ডস

সম্পর্কে ওই কথাগুলি একেবারে অযৌক্তিক নয়। তাঁর হ্রস্বতা বাধা হলেও অসম্ভব গতিই স্ট্রাইকিং সেণ্টার ফরওয়ার্ডের দায়িত্ব দেয়। ১৯৬৭-তে লীগে ৩৩টি গোল সহ ডাচদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন। ছয়বার অ্যাজাক্সকে ডাচ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ী করায় তাঁর ছিল অনন্য ভূমিকা। হেডে তেমন পারদর্শী না হলেও তাঁর মতো অলরাউণ্ডার এখন কোনো দেশে নেই। নেদারল্যাণ্ডসের স্কিমার ও স্কোরারের দ্বৈত ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হন। মাঠে সব সময় নিজেকে মুক্ত রাখেন সতীর্থদের পাস আসার পূর্ব মুহূর্তে। তারপর বল পাঠিয়ে দেন গোলের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা সহযোগীকে। তাঁর স্পিড ও স্কিল এমনই যে, যে-কোনো সময়ে তিনজন ডিফেণ্ডারকে অনায়াসে অতিক্রম করেন আর তখনই বিপক্ষরা মনোবল হারিয়ে ফেলে। পরক্ষণেই তিনি অথবা তাঁর সতীর্থদের কেউ গোল করেন। তিনি একই মিনিটে, ডিফেণ্ডার, সুইপার, ডিফেন্সে শেষ খেলোয়াড় এবং পৃথিবীর সেরা স্ট্রাইকার। তিনি পাঁচটি ভাষায় কথা বলেন। পা চলে মুখের মতোই দ্রুত। তাঁরই বিহনে তিনবার ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন অ্যাজাক্স নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ক্রুয়েফ তখন সি এফ বার্সিলোনায়।

দল হিসাবেও নেদারল্যাণ্ডস দারুণ। তাদের সম্পর্কে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা বললেন: দুটি টাচ্-লাইনে তাদের খেলার জুড়ি নেই। নেদারল্যাণ্ডস ফুটবল দলের চিকিৎসকও 'বিপ্লবী মতবাদে' বিশ্বাসী ছিলেন ব্রাজিলের সালধানার মতোই। প্রতি তিন বা চারদিন পর রাত্রে খেলোয়াড়দের ছুটি দিতেন বিশ্ব কাপে আসার আগে। বলতেন, স্ত্রী বা বান্ধবীদের সঙ্গে কাটিয়ে এস, মন ভাল থাকবে। নারী সংসর্গকে তিনি খেলার পক্ষে ক্ষতিকর মনে করেননি। এতে উপকারই মিলেছে। কিন্তু সমূহ ক্ষতি হয়েছে সিগারেট, মদ্যপান বা উত্তেজক কিছু গ্রহণে।

জার্মানীতে খেলার আগে নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে কিন্তু আশংকাই করা হল। বলা হল—তারা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে, অন্তত প্রথম ম্যাচে উরুগুয়ের বিপক্ষে তো বটেই। এদিকে ১৯৭১ থেকে এই দুই দেশের মধ্যে বেশ মনোমালিন্য। অ্যাজাক্স ইউরোপীয়ান কাপের চ্যাম্পিয়ন হয়েও উরুগুয়ের ন্যাশনালের সঙ্গে খেলতে অসম্মত হয়। অ্যাজাক্স জানায়, স্বাস্থ্যের কারণে তারা যাবে না। আসলে ভয় ছিল গণ্ডগোলের। অ্যাজাক্সের আশংকা ছিল—মণ্টিভিডিওয় যেমন সেলটিক ও রেসিং ক্লাবে এবং বুয়েনস এয়ারেসে এস্টুডিয়াণ্টেস ও ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের খেলার মধ্যে মারামারি হয়েছিল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

উরুগুয়েয়ানরা নেদারল্যান্ডসের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল এবং ১৯৭৪-এও তা কমেনি। জার্মানীতে খেলা শুরুর সপ্তাহখানেক আগে এক ডাচ সাংবাদিক উরুগুয়ের শিবিরে ইন্টারভ্যু নিতে গেলে তাঁকে বলা হল: হল্যাণ্ডের (নেদারল্যাণ্ডস) সাংবাদিকরা এলে ২০০ ডলার ফি দিতে হবে। আর অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলার ফি ৩০০ ডলার। ডাচ সাংবাদিক প্রত্যুত্তরে জানান, তাঁদের খেলোয়াড়ের দাম আরও বেশি।

শূন্য নিয়ে দিলেন, অ্যাজাক্সের কাছে বার্সিলোনা নয় লক্ষ পাউণ্ডে ক্রুয়েফকে কিনে-ছিল। ক্রুয়েফ ছাড়াও আছেন ক্রল, নিসকেন্স, ভান হানেজেম, কাইজার ও রেপ।

নেদারল্যাণ্ডস চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে চারটি খেলায় চব্বিশটি গোল দিয়ে। বেল-জিয়মের বিরুদ্ধে দুটি খেলা গোলশূন্য ছিল, তবে অসংখ্য ফাউলের জন্য কারুর খেলা দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারেনি।

পোল্যাণ্ড : বিশ্বকে বিস্মিত করে পোল্যাণ্ড চূড়ান্ত পর্যারে খেলতে এল। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাদের ফাইনাল রাউণ্ডে আগমন। শুধু তাই নয়, তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় ব্রাজিলের মতো দলকে হারায়। এর আগে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ১৯৭৩-এর ১৭ অক্টোবর ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডকে রুখে দেয়। তারও আগে ৬ জুন পোলিশরা ২-০ গোলে প্রথম খেলায় হারায় আলফ রামসের ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংল্যাণ্ডকে। কিন্তু অক্টোবরের শেষ খেলায় ইল্যাণ্ডের প্রয়োজন ছিল জয়ের। ১৭ অক্টোবরের কনকনে শীত, তার উপর বৃষ্টি, ওয়েম্বলিতে হাজার হাজার সমর্থক উপস্থিত ছিলেন ইংল্যাণ্ডের জয় দেখতে। ইংল্যাণ্ড অবিশ্বাস্যভাবে ড্র-র বেশি কিছু করতে পারল না। এই ড্র-র অর্থ বিশ্ব কাপ থেকে প্রাথমিক পর্যায়েই বিদায়। ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের কঠোর পরিশ্রম ও সমর্থকদের উৎসাহদানেও কোনো উপকার হল না। ওই ঠাণ্ডায় তারা ঘেমে স্নান করল, খেলা শেষে খেলো-য়াড়দের সকলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। ১৯৫০-এ বিশ্ব কাপে ইংল্যাণ্ডের আগমন। সেই থেকে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল ইতিহাসে এমন ট্র্যাজেডি দেখা যায়নি।

১৭ অক্টোবর খেলার আগে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল বিশেষজ্ঞরা, সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের সমালোচকরা একবাক্যে বলেছিলেন : ইল্যাণ্ডের জয় সম্পর্কে কোনো আশংকাই নেই। তাঁরা পোল্যাণ্ডকে বিদায় দিতে বসেছিলেন বিশ্ব কাপ থেকে। লণ্ডন টাইমসের জিওফ্রে গ্রিনের মতো অভিজ্ঞ ফুটবল সমালোচক ইংল্যাণ্ডকে সতর্ক করে লিখলেন : তোমরা আগের ম্যাচের পরাজয়ের কথা মনে রাখলে হতা-শায় ভুগবে, আর তাহলে তোমাদের পরাজয় অনিবার্য। পোল্যাণ্ড এই জিওফ্রে ছাড়াও বাকিদের ইংল্যাণ্ড-প্রীতিকে যেন চিবিয়ে খেল খেলার মাঠে, আর ক্যাসিয়াস ক্লের মতো আপার কাট মারল প্রত্যেককে। পোলিশরা শুধু ইংল্যাণ্ডের ফুটবলকে একটা বড় রকমের ধাক্কা দিয়ে ক্ষান্ত রইলেন না, শেষ করে দিলেন স্যার আলফ রামসের স্বপ্ন ও সাধনাকে। তাঁর ম্যানেজারশিপের ইতি ঘটাল এই ম্যাচের ফল।

অথচ ইংল্যাণ্ডের গোলরক্ষক পিটার শিলটন ছাড়া বাকি সকলেই পোলিশ হাফে হানা দিয়েছেন সারাক্ষণ। যখন তাঁরা আক্রমণ করেছেন, পোলিশরা তখনই ভেঙে পড়েছেন। হান্টার, হাগ্‌স ও কেল তো প্রতি মুহূর্তে বিপক্ষের কাছ থেকে বল কেড়ে নিয়েছেন। পোলিশরা বিবর্ণ মুখে অসহায়ের মতো ছোটাছুটি করেছেন। আসলে পোল্যাণ্ডকে এদিন ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীই মনে হয়নি। বেল কুরি, হাগস, চানল বিভিন্ন কোণ থেকে পোল্যাণ্ডের গোলে শটের বন্যা বইয়েছিলেন। পোলিশরা উপায় না দেখে নিজেদের পেনাল্টি-সীমানার চতুর্দিকে পাহারা দিয়েছেন। ওখানেই

অধিকাংশ সময় তাঁদের লাল জার্সি'র ভিড় ছিল। পরদিনের টাইমসে জিওফ্রে গ্রিন লিখলেন: পোল্যাণ্ডের গোল-এরিয়া পিকাডিলি সর্কাসের সঙ্গে তুলনীয়। পিকাডিলি সার্কাসে ভিড়ের সময় যেমন অবস্থা হয়, তেমনি ওদের গোল-মুখেও।

পোলিশরা কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন সব হাল ছেড়ে দিয়েই। ইংল্যাণ্ড তো ফাইনাল রাউণ্ডে যাবেই—এই ছিল তাদের ধারণা। কিন্তু ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের দিকে বক্রভাবে হেসেছিল। দু'বার বল পোল্যাণ্ডের গোল-লাইনের উপরে গিয়েও আটকে গেল ডিফেণ্ডারদের তৎপরতায়। একবার রেফারি গোল নাকচ করলেন। সর্বোপরি ছিল গোলরক্ষক তোমাসজোস্কির অপূর্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্য। ইংল্যাণ্ডের চারটি অবধারিত গোল তিনি রুখে দেন। তোমাসজোস্কি পরাস্ত হলেন শুধু ক্লার্কের পেনাল্টিতে সমাপ্তির সাত মিনিট আগে। তবে সে গোল শোধ করেন ডোমারস্কি নিচু শটে।

পরদিন ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রগুলি দু'ভাগ হয়ে গেল। কেউ বললেন: ইংল্যাণ্ড বাজে ফুটবল খেলেছে। অন্যরা বললেন: সাম্প্রতিককালে ইংল্যাণ্ড এত ভাল খেলেনি। তবে সকলে একমত হলেন: গতকাল ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা অকারণে ছোটাছুটি করেছেন। ওঁদের মধ্যে সমন্বয় বড় কমই ছিল।

ইংল্যাণ্ডের বিদায়ে সবচেয়ে বেদনাহত হলেন পশ্চিম জার্মানীর উদ্যোক্তারা। বললেন: ফাইনাল রাউণ্ডে আমাদের অধিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হবে। ইংল্যাণ্ডের অনুপস্থিতিতে বিশ্ব কাপের আকর্ষণ কমে যাবে। কলোনের একটি কাগজ হেডলাইন করল 'পাত্রী ছাড়াই বিয়ে হবে'। তাঁরা আরও লিখলেন—পশ্চিম জার্মানীতে ইংল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে বিশ্ব কাপ মানে শ্যাম্পেন ছাড়াই পার্টি'।

প্রাথমিক পর্যায়ে জয়ের পর পোল্যাণ্ডের মনোবল বেড়ে গেল। তারা নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করল দুর্বলতাগুলি খুঁজে। কিন্তু হতাশা এনে দিল তাদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উলোডজিমারেজ লুবানস্কির বাঁ হাঁটু অস্ত্রোপচার। এটি তাঁর দ্বিতীয়বার অস্ত্রোপচার। চিকিৎসকরা প্রথমবার আশা দিয়েছিলেন, এবার নিরাশ করলেন: জুনে পশ্চিম জার্মানীতে খেলা অসম্ভব। পোল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড প্রথম ম্যাচেই লুবানস্কির হাঁটুতে আঘাত লাগে ববি মুর পিছনে পড়ে গেলে। তখনই অস্ত্রোপচার হয়। আর তাই অক্টোবরে ওয়েমব্লিতে ফিরতি ম্যাচে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলতে পারেননি। প্রথম ম্যাচে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় গোলটি হয়েছিল তাঁরই প্রয়াসে।

লুবানস্কির যখন এই অবস্থা, সহকারী ম্যানেজার জাসেক গামোশ নিজেদের গ্রুপের আর্জেন্টিনার খেলা দেখলেন। বললেন দেশে ফিরে: চমৎকার ওদের টেকনিক, প্রত্যেকটি খেলোয়াড় বেশ শক্ত। আমাদের বেগ দিতে পারে।

## তিনটি নতুন দেশ

১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনটি নতুন দেশ এল। হাইতি, অস্ট্রেলিয়া ও জাইরে ফাইনাল রাউণ্ডে এল এবারই প্রথম।

**হাইতি** : বছরে মাথা-পিছু গড় আয় ৪০০ পাউণ্ড। ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার হাইতিতে শতকরা ২০ জনের অক্ষরজ্ঞান আছে। একনায়কতন্ত্রের এই দেশের অভ্যন্তরের বাসিন্দারের অনেকেই ঘর ছেড়ে কয়েক মাইল দূরে গিয়ে আজও দেখেননি কেমনভাবে সমুদ্র তাঁদের দেশকে ঘিরে রেখেছে। একটি ডলার রোজগারের জন্য আটঘন্টা কায়িক শ্রম করতে হাইতিয়ানরা পরাঙ্মুখ নন। কর্তৃপক্ষ যখন খুশি ওঁদের লে-অফ করেন, কিন্তু তার প্রতিবাদের জন্য আজও সেখানে একটিও ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি।

ফুটবল এঁদের জাতীয় খেলা নয়, তবুও ফুটবল হলে সমগ্র হাইতি অদ্ভুত উন্মাদনায় ভোগে। আর সব কিছুতে কম-বেশি সরকারী বিধিনিষেধ আছে, কিন্ত ফুটবলের ব্যাপারে নৈব নৈব চ।

ওখানকার ফুটবল সংস্থা বিশ্ব কাপে এন্ট্রি পাঠাল মূলত সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতাতেই। সরকার সমস্ত দায়িত্ব দিলেন জাতীয় কোচ অ্যানটয়নি তাসি-কে। একনায়কতন্ত্রের অভ্যন্তরে আর এক একনায়কতন্ত্র। অর্থ? সরকারের পক্ষ থেকে তাসি-কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল—যেভাবে উরুগুয়ে বা চিলি দল গড়ে সেইভাবে প্রস্তুতি চালাও, ওইসব দেখে গিয়ে ম্যাচ খেলে অভিজ্ঞতা অর্জন কর। নিয়ে এস ওদের হাইতিতে। যে দেশে ভাল পয়ঃপ্রণালীও দুষ্প্রাপ্য, তারাই বিদেশ থেকে ফুটবল দল আনল শুধু পনের হাজার পাউন্ড 'গ্যারান্টি-মানি' দিয়ে।

হাইতিতে পেশাদার ফুটবলের প্রচলন নেই। তবুও মাথা-পিছু দশ ডলার পকেট খরচ দেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হয় বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলার সময়। পশ্চিম জার্মানী যাওয়ার আগে মাথা-পিছু প্রতিমাসে ৩০০ ডলার দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং তার সঙ্গে একটি পার্ট-টাইম চাকরিও। আর এজন্য খেলোয়াড়দের প্রত্যেকেই অসীম ঋণে আবদ্ধ হলেন মোটাসোটা চেহারায় নিগ্রো-জাতীয় কোচ তাসির কাছে।

তবুও টাকার ব্যাপারে হাইতির খেলোয়াড়দের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। কেননা, তাঁরা জানতেন অন্যান্য দেশের বিশ্ব কাপ খেলোয়াড়রা অনেক বেশি আয় করেন, অনেক বেশি টাকা পান। তবে অসন্তোষ মেটাতে তাসি-কে বেগ পেতে হত না। তিনি জানতেন হাইতির কোনো ক্লাব খেলোয়াড়দের দাবি মেটাতে পারবে না। তাছাড়া ক্লাবগুলো তো সবই অপেশাদার। তাসিই ওইসব ক্লাবের একমাত্র ত্রাণকর্তা। কোনো খেলোয়াড় অসদাচরণ করলে তিনি শাস্তি দিতে পিছ-পা হন না। যদি কোনোদিন কেউ অনুপস্থিত থাকতেন, তাসি তাকে কিছুই বলতেন না, মাসের শেষে ওই খেলোয়াড়ের চেকটি আটকে দিতেন। তাসি যদি বলতেন, আজ ওই পাহাড়ে চলো, সকলেই হুড়মুড়িয়ে ছুটতেন। নিজের দল সম্পর্কে তাসির বক্তব্য : আমি যখন কথা বলি, তখন ওরা তা গোগ্রাসে গেলে।

সকাল আটটাতেই সূর্যের তেজ গরম ইস্ত্রির মতো, তবুও ট্র্যাক-স্যুট পরে তাসি যেমন, তেমনি খেলোয়াড়রাও তেতে যাওয়া পাহাড়ী অঞ্চলে অনুশীলন করেন।

হাইতির কৃষি কলেজে অবশ্য ট্রেনিং মাঠ আছে, তবে উষ্ণ অঞ্চলের নানা রকম ঘাসে মাঠটি ঢাকা।

ক্রীড়া অধিকর্তা ও জাতীয় কোচ হওয়ার আগে তাসি প্যারিসে এক বছর ও ছ'মাস দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পড়াশুনা করেছেন, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পোর্ট আউ প্রিন্সের অন্যতম ক্লাব রেসিং-এ দীর্ঘকাল ছিলেন লেফট ইন। পশ্চিম জার্মানীতে গিয়ে হাইতি ভাল ফল দেখাবে বলে তাঁর দৃঢ় আশা। এই ধারণার কারণও ছিল। সম্প্রতি তাঁর জাতীয় দল শক্তিশালী চেলসিকে হারায়, পরাস্ত করে দক্ষিণ ব্রাজিল একাদশকে। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ডিফেন্ডারদের শারীরিক পটুতা সম্পর্কে। আর এদিক থেকে সেরা খেলোয়াড় ফ্রান্সে ক্রীড়ারত স্টপার নাজাইর। কিন্তু অ্যাটাকিং-এ তেমন শক্তিমান খেলোয়াড় নেই। মিড-ফিল্ডের ফিলিপ ভোরবে, জাঁ ক্লদ ডেসার-এর দুর্বলতা এখানেই।

ফরাসী ঔরসে জাত শ্বেতকায় ভোরবে স্কিল ও গোলের সুযোগ সৃষ্টিতে কুশলী; জাঁ ক্লদ হ্রস্বকায়, ভীষণ পরিশ্রমী। ২১ বছর বয়সী নিগ্রো অ্যাথলীট ইমানুয়েল সানোন হাইতির সেরা গোলদাতা। অতি দ্রুত দৌড়ে গোলের মুখে পেঁছে যাওয়ার কাজে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই হাইতিতে। তবে এসব তাসি-কে এমন বিশ্বাস আনতে পারল না যে, জার্মানীতে উদ্বোধনী ম্যাচে ইতালির বিরুদ্ধে তারা আহা-মরি কিছু করে ফেলবে। তাসি স্থির করলেন: আমরা বরং সতর্কতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করব।

জার্মানীতে গিয়ে হাইতি ভাল ফল করবে—হাইতির ফুটবল বিশেষজ্ঞদের কেউ তেমন আশা করলেন না। বললেন: দ্বিতীয় রাউণ্ড টিকে থাকাই দায় হবে। উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন: আমেরিকার বিরুদ্ধে হাইতি যুদ্ধ ঘোষণা করলে যেমন অবস্থা দাঁড়াবে; জার্মানীতে বিশ্ব কাপেও তেমনি হাল হবে আমাদের।

**অস্ট্রেলিয়া**: পশ্চিম জার্মানীতে এক অদ্ভুত দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া উপনীত হল। তাদের গোলরক্ষক প্রাইভেট ডিটেকটিভ; জার্মান সেন্টার-হাফ গোয়ালা, একজন ফুলব্যাক ঝড়তি-পড়তি ধাতুর জিনিস ব্যবসায়ী, যমজ স্ট্রাইকারদ্বয়ের কাজ পুরনো মোটর গাড়ি বিক্রি করা। এছাড়া একজন 'টার্নার', একজন 'স্টোরম্যান', একজন 'প্লাম্বার', দর্জির একজন 'কাটার', দুজন কেরানী এবং কয়েকজন কোম্পানী ডিরেক্টর নিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ফুটবল দল এল অদ্ভুত নাম নিয়ে। নিজেদের ওঁরা 'সকারুস' বলে পরিচয় দিলেন। নিজেদের সম্পর্কে ওঁরা ভাবতেই পারতেন না—'আমরা জুনে হামবুর্গ যাব, এবং নেৎজার, বেকেনবাউয়ের, মুলার প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের নামও উচ্চারিত হবে।'

দলে দু'জন স্কচ, কয়েকজন স্ল্যাভ, একজন ইংলিশম্যান। শেষের জন একদা ক্রয়ডন অ্যামেচার্স ক্লাবে ছিলেন। খেলোয়াড়দের অধিকাংশই সেফওয়ে ইউনাইটেড, মার্কীন প্রভৃতি ক্লাবের। ফুটবল তাঁদের 'পার্ট-টাইম' কাজ, খেলে সপ্তাহে পান সর্বোচ্চ সত্তর পাউণ্ড।

দল কেমন? এই প্রশ্নের উত্তরে অদ্ভুত পেশার ব্যক্তিদের সমন্বয়কারী

যিনি, সেই যুগোশ্লাভ কোচ র‍্যালে রেসিক স্বীকার করলেন, ইংলিশ প্রথম ডিভিশনে মেরে কেটে দু'একজন সুযোগ পেতে পারে। কোচ রেসিক রাশিয়ান ও বালগেরিয়ান সহ পাঁচটি ভাষায় কথা বলেন। প্রতিদিন দু' ঘণ্টা অ্যাপ্লায়েড সাইকলজি পড়েন। আলফ রামসের দারুণ ভক্ত। কিন্তু ৩৭ বছর বয়সী রেসিক মনে করেন, ১৯৬৬-র পর ইংলিশ ফুটবল নেতিয়ে পড়েছে। প্লেয়াররা যেন রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রয়েছে। উপরন্তু 'এটা কর, সেটা কর' বললে কাজ হয় না। তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ নেই। ইংল্যাণ্ডের পতনের কারণ, তারা ববি চার্লটনের জায়গায় তেমন কাউকে পেল না। আসলে সেখানে ফুটবল আর তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। ইংল্যাণ্ড এবার ফাইনাল রাউণ্ডে যেতে না পারায় অনেকেই সমালোচনার ঝড় তুলেছেন, কেউ কেউ আফসোস করছেন। কিন্তু তাঁরা কি জাতীয় দলের প্রস্তুতিতে তেমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন? অন্ততঃ অন্য কোনো দেশের মতো সময়ও তো দেননি। আমি অবাক হয়েছিলাম ও হেসেছিলাম যখন শুনলাম পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ম্যাচের আগেও তারা শনিবারে শনিবারে নিজেদের ক্লাবের ম্যাচে নামছে। কোনো জাতীয় দল এ ব্যাপার বরদাস্ত করতে পারে? ইংল্যাণ্ডের চাইতে অন্যরা কত প্রস্তুতি নিয়েছে! পোল্যাণ্ডের জাতীয় দলের সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছেন পোলিশ সরকার। যুগোশ্লাভ দলে সর্বক্ষণের জন্য সাইকলজিস্ট রয়েছেন। মেক্সিকোয় ১৯৭০-এ তিনি ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন ব্রেকফাস্ট থেকে রাত্রে ঘুমোন পর্যন্ত তাদের চলাফেরা।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডের বিদায় সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ান কোচ স্যার আলফ রামসেকে দোষ দেননি। কেননা, তিনি 'স্যার' এবং তাঁর কাজের ফল ১৯৬৬-তে বিশ্ব কাপ জয়। এবারও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে পনেরটি সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তারা গোল দিতে পারেনি। এজন্য দায়ী কী স্যার রামসে? রেসিক ইংল্যাণ্ডের এক সাংবাদিককে বললেন ঃ এতকাল আমরা আপনাদের কাছে ফুটবল শিখেছি। এবার আপনারা অন্যদের কাছে শিখুন। দরকার হলে অস্ট্রেলিয়াও জ্ঞান দেবে। আমি তো কোচ হয়ে পরিষ্কার বলে দিয়েছি, যখন খেলোয়াড়দের চাইব, তখন তারা একত্রে মিলিত হবে। জানি ক্লাবগুলো ওদের টাকা দেয়। কিন্তু আগে অস্ট্রেলিয়া, না আগে ক্লাব?

হ্যাঁ, আপনি হয়ত হাসবেন—অস্ট্রেলিয়া আবার ফুটবল খেলবে! কিন্তু বলুন তো এবার প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ড ক'টি ম্যাচ খেলেছে? মাত্র চারটি। আর আমরা ১১টি। এবং খেলতে হয়েছে নানা পরিবেশে, নানা আবহাওয়ায়। নানা প্রতিকূল অবস্থায়। যেতে হয়েছে হাজার হাজার মাইল। আমরা শূন্য ডিগ্রির কম তাপাঙ্কে খেলেছি, খেলেছি সাত ডিগ্রি ফারেনহিটেও। খেলেছি সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান মাঠে, আবার ছয় হাজার ফুট উঁচুতেও। আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমি বুক ফুলিয়ে বলব, বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে যাওয়ার যোগ্যতা ও অধিকার অস্ট্রেলিয়ার আছে।

অস্ট্রেলিয়ার মিড-ফিল্ড খেলোয়াড় রে রিচার্ডস লেটন ওরিয়েণ্টে সুযোগ না

পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। স্থানীয় দলে খেলা শুরু করেন। অস্ট্রেলিয়ায় তাঁর মতো অভিজ্ঞ ও প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় কমই আছেন। যে জিম ম্যাক্কের গোলে হংকং-এ অস্ট্রেলিয়া ১-০ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছিল, এবং পশ্চিম জার্মানীতে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়, সেই ম্যাক্কে এয়ারড্রাই-এ খেলতেন সাত বছর আগে। পিটার উইলসন তো মিডলবরো থেকে ফ্রি ট্রান্সফার নেন। আদ্রিয়ান আলস্টন ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ফ্লিটউডে। আলস্টন অবশ্য ল্যাঙ্কাশায়ারে ফেরার আহ্বান পান ব্ল্যাকপুলে খেলার জন্যই। কিন্তু তিনি জানিয়ে দেন, 'বিশ্ব কাপের খেলার সুযোগ ছাড়ব না।' আলস্টন অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ গোলদাতা। প্রাথমিক পর্যায়ের ১১টি ম্যাচেই খেলেন। তিনি স্বীকার করেন, অস্ট্রেলিয়াও ফুটবলে আরও উন্নত হতে পারত যদি সকলে 'ফুলটাইমার' হতেন। সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রম, তারপর প্রতি সন্ধ্যায় ফুটবল অনুশীলন, এভাবে ভাল ফুটবলার তৈরি অসম্ভব।

প্রতিজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি হল কোচ রেসিক চাইলেই কর্তৃপক্ষ যেন খেলোয়াড়দের ছুটি দেন বিশ্ব কাপের জন্য। ১৭ বছর বয়সে রেসিক ফুলটাইম পেশাদার ফুটবলার ছিলেন যুগোশ্লাভিয়ায়। জাতীয় যুবদলের উইং হাফে খেলতেন। ১৯৬৩-তে মেলবোর্নে যান খেলতে, পায়ে আঘাত পেয়ে চার বছর পরে হন কোচ। বিশ্ব কাপের প্রস্তুতি শুরু করেন ১৯৭১-এ জাতীয় দল নিয়ে বিদেশ সফরের মাধ্যমে। অস্ট্রেলিয়ান সকার ফেডারেশন ১০ হাজার ডলার ব্যয় করলেন, কিন্তু দল যা অভিজ্ঞতা অর্জন করল, তাতে ওই অর্থব্যয় বিফলে যায়নি। এশিয়া-ওশানিয়া গ্রুপে তারা বিজয়ী হল।

জার্মানীতে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রেসিক বললেন ঃ আমরা পশ্চিম জার্মানীকে হারাব—এমন আশা করি না। তবে পূর্ব জার্মানীকে বা চিলিকে হারানো নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়। একটা কথা পরিস্কার জানানো দরকার—আমরা খেলছি এখনকার জন্য নয়, এসব ভবিষ্যতের প্রস্তুতি। ১০ বছর আগে এভার্টন এখানে এসে অস্ট্রেলিয়াকে আট গোলে হারিয়েছিল। আমি আজ বাজি রেখে বলতে পারি এভার্টন, লিডস এমন কি পশ্চিম জার্মানীও আট গোলে এখন হারাতে পারবে না। আর আগামী ১০ বছরের মধ্যে হয়ত আমরা বিশ্ব কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল বা সেমিফাইনালে পেঁছিতে পারব।

রেসিক আরও বললেন ঃ নানা দেশের খেলোয়াড় নিয়ে এই দল, কিন্তু আমরা ঐক্যবন্ধ এবং সকলেই অস্ট্রেলিয়ান। তবে নানা জাতির সমন্বয়ে সমস্যাও কম নয়। প্রথম সফরে ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে আমরা সমস্যায় পড়ি। সকাল ন'টাতেও বেশ অন্ধকার। ড্রেসিং-রুমে গিয়ে আমাদের কৃষ্ণকায় হ্যারিকে দেখি। সে মাথায় করাঘাত করছে, আর তার সঙ্গে কান্না। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কী হয়েছে ? সে বলল ঃ আমাকে কেউ বল পাস দেয়নি। ওকে বুঝিয়ে বললাম, তোমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কেউ ও-কাজ করেছে ভেব না। তুমি এত কালো যে, অন্ধকারের মধ্যে কেউ তোমায় দেখতে পায়নি।

জাইরে—লিভিংস্টোনের আফ্রিকা অভিযান বা স্ট্যানলির কঙ্গো নদীর মুখে উপনীত হওয়ার ৯৭ বছর পরে যে সেই মহাদেশের একটি রাষ্ট্রের বিশ্ব কাপ ফুটবলে যাওয়ার পথ হবে কেউ কি সেদিন একথা ভেবেছিলেন ?

বান্টু, সুদানী ও পিগমী অধ্যুষিত এই জাইরের আকৃতি স্কটল্যাণ্ডের ৩০ গুণ বড়, কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র স্কটল্যান্ডের চারগুণ। ১৯৭১-এ এরা স্বাধীন হয়। তার আগে ৬০ বছরেরও বেশি ছিল মধ্য-আফ্রিকাস্থ বেলজিয়ম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ষাটের দশকে সামরিক অভ্যুত্থান ও প্রতি-অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি তাদের স্বাধীনতা লাভ। ফরাসী তাদের 'আন্তর্জাতিক' ভাষা। 'সহিলী' ভাষা যাঁরা জানেন, জাইরেতে তাঁরাও বেশ খাতির পান। আমাদের যেমন ছিলেন গান্ধীজি, বাংলাদেশের যেমন শেখ মুজিবুর রহমান, তেমনি জাইরের ফাদার অফ দ্য নেশন বা জাতির জনক যোশেফ মোবুটু। মোবুটু এখন জাইরের রাষ্ট্রপতি। জাইরের প্রধান প্রধান শহর লিওপোল্ডভিল, স্ট্যানলিভিল, এলিজাবেথভিল, কিনশাসা, ফিসানগুয়াই। প্রধান শহর হয়েছে নিহত রাজনীতিক ও দেশপ্রেমিক লমুম্বার নামে লুমুম্বাশি। প্রতিটি শহরেই ফুটবল ভীষণ জনপ্রিয়।

সাম্প্রতিককালে আফ্রিকার ইতিহাসে জাইরে যেমন রাজনৈতিক বিপ্লব দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত, তেমনি বিশিষ্ট ফুটবলের কৃতিত্বেও। বিস্ময়েরও বৈকি ! সম্পূর্ণ কৃষ্ণ আফ্রিকা থেকে এই প্রথম একটি দেশের বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগদানের যোগ্যতা অর্জন। যাদের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এখনও মুখোস পরে ঘুরে বেড়ান, নগ্ন পায়ে চলাফেরা করেন এবং অধিকাংশের দেহ নানা রঙে রঞ্জিত, তারাই আধুনিক ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলবেন—এ নিশ্চয়ই অভাবনীয়। সবচেয়ে বড় কথা জাইরে যখন বিশ্ব কাপের জন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছে, মাঠের ধারে ট্রেনার, কোচ বা ম্যানেজারের পাশেই বসে যাদুকর-ডাক্তার। এই ডাক্তার তাঁর মন্ত্রবলে বিপক্ষের শক্তি খর্ব করেন, বাণ মারেন। খেলতে নামার আগে নিজদলের প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র বলেন, চোখে-মুখে ফুঁ দিয়ে অসীম শক্তির অধিকারী করে দেন ( এ তাদের বিশ্বাস )।

জাইরে দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়কে অদ্ভুত বিশেষণ দ্বারা পরিচয় দেওয়া হয়। যথা—রাইট উইঙ্গার কাকোকা জেব্রার চাইতে দ্রুত। জাইরের সাংবাদিক অন্য দেশের সেরা সেরা খেলোয়াড়কেও অনুরূপভাবে আখ্যাত করেন। যেমন—ডেনিস ল খেলেন সিংহের মতো।

স্কটল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের, জাইরের খেলোয়াড়দের প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা চলাকালে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়—চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারলে প্রত্যেক খেলোয়াড়কে একখানি বাড়ি দেওয়া হবে। ওঁরা তা পানও। এ ছাড়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী বা খেলোয়াড়রা মেয়ে-বন্ধুকে নিয়ে সরকারী খরচে যেখানে খুশি দু'সপ্তাহ বেড়িয়েছেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি রাষ্ট্রপতি মোবুটুর। তিনি জানান, প্রত্যেককে পাকা বাড়ি দেওয়া হবে ফাইনাল রাউণ্ডে গেলে।

চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে জাইরে ১০টি ম্যাচ খেলে টোগো, ক্যামেরুণ, ঘানা, জাম্বিয়া ও মরক্কোর সঙ্গে। গ্রুপ ম্যাচে তথা প্রাথমিক পর্যায়ে জয়লাভে সবচেয়ে খুশি হন তাঁদের যুগোশ্লাভ কোচ ব্লাগোয়েভ ভিডিনিক। যুগোশ্লাভিয়ার এই প্রাক্তন গোলরক্ষক ২৮ বার তাঁদের জাতীয় দলে খেলেছেন। ১৯৫৬ ওলিম্পিকসে রানার্স দলে ছিলেন। ১৯৬০-এ ইউরোপীয়ান নেশনস্ কাপ ফাইনালেও ওঠে তাঁর দল। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পেশাদার ফুটবল চালু হলে সেখানেই ভিডিনিক কোচিং-জীবন শুরু করেন। তারপর চলে যায় মরক্কোয়, সেখানকার জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে। তাঁরই ম্যানেজারশিপে মরক্কো ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে যায়। মেক্সিকোয় মরক্কো প্রথম খেলার হেলমুট শ্যোনের পশ্চিম জার্মানীকে ভীষণ বেগ দিয়েছিল। ভিডিনিক জাইরে আসেন ১৯৭১-এ এবং তিন বছরের মধ্যে আফ্রিকার দুই শক্তিশালী দল ঘানা ও মরক্কোকে বিদায় দেন বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ে। এরপরেও ভিডিনিক স্বীকার করেন ঃ তিন বছর প্রশিক্ষণ কিছুই নয়। আমার ছেলেরা এখনও কাঁচা রয়েছে। এখনও প্রচুর কাজ করতে হবে। এই বৃহৎ দেশটিতে প্রতিভার অভাব নেই। প্রচুর ফুটবল টিম আছে। কিন্তু অধিকাংশই খেলে গোলপোস্ট ব্যাতিরেকেই, অধিকাংশেরই বুট নেই, এবং বল যা আছে, আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা তা অনুমোদন করবে না।

কয়েক বছর আগেও এদের জাতীয় ফুটবল সংস্থার দফতরে না ছিল টেলিফোন, না টেলেক্স। তখক লীগের ফল জানানো হত ড্রাম পিটিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে। এখন সারা দেশে ৬০টি লীগ চালু আছে। প্রতিটি লীগে ১০০ করে দল খেলে। এখন ফুটবল এতই জনপ্রিয় যে, কিনসাসা জাতীয় স্টেডিয়ামে (এখানে ক্যাসিয়াস ক্লের লড়াই হয়েছিল) জাইরে দলের ম্যাচ থাকলে তো বটেই, তাঁরা ট্রেনিং নিতে এলেও ৮০ হাজার আসন পূর্ণ হয়ে যায়।

কিনীয়, উগাণ্ডীয় বা তানজানীয়দের মতোই আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলের খেলোয়াড়দের দৈহিক পটুতার তুলনা নেই। এখানকার অ্যাথলীটরা তো বিশ্বের ট্র্যাক ও ফিল্ডে ঘন ঘন রেকর্ড ভাঙে গড়ে। ছেলেবেলা থেকেই শারীরিক পটুতায় এরা অগ্রণী। দু'ঘণ্টা ট্রেনিং-এও ওদের গা ঘামে না। এর অন্যতম কারণ অবশ্য নিরক্ষীয় আবহাওয়া। এদের ট্রেনিং তাই আমাদের বা অন্যান্য দেশের মত শারীরিক পটুতা রক্ষার জন্য নয়, প্রধান লক্ষ্য স্পিড, টেকনিক ও স্ট্যামিনা বৃদ্ধি।

ইউরোপীয় বা দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলে এদের রপ্ত করার কাজে ভিডিনিককে শুরুতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। কেননা, আফ্রিকানদের প্রবণতা শুধু আক্রমণে। ভিডিনিকের লক্ষ্য ৪-২-৪ প্রকরণ এরা শিখুক। সামনে যদি ফাঁকা জমি থাকে, তবে বল নিয়ে দ্রুত দৌড়তে এদের জুড়ি নেই। ভিডিনিক তাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থায় হাত দিলেন। চিরাচরিত প্রথায় উইংএর খেলায় উৎসাহ দিলেন প্রতিভাকে কাজে লাগাতে। কিন্তু শুটিং-এ ভীষণ দুর্বল। যদিও কেম্বো ও কাকোকা বিশ্ব কাপের প্রাথমিক পর্যায়ের অর্ধেক গোলই দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই তাঁদের খালি

পায়ের শট জাল ছিঁড়ে ফেলে, কিন্তু নিখুঁত শট তাঁদের পা থেকে কদাচিৎ উৎপাদিত হয়।

জাইরের ফুটবল বিশেষজ্ঞ বা গোঁড়া সমর্থকরাও স্বীকার করেন তাঁদের রক্ষণভাগ মোটেই সুসংগঠিত নয়। ডেনিস ল বা ব্রেমনারের মত দৈহিক ক্ষমতা তাদের নেই, জেয়ারজিনো বা রিভেলিনোর মত স্পিড নেই। কিন্তু অস্বীকার করলে চলবে না—তারা দ্রুত এগোচ্ছে। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে কিনসাসা স্টেডিয়ামে জাইরে ৪-৪ ড্র করে ব্রাজিলের শক্তিশালী ফ্লেমিঙ্গোর সঙ্গে এবং শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে জাইরেই ২-০ গোলে এগিয়েছিল। ৩-২ পিছিয়ে পড়ে একটি আত্মঘাতী গোল ও পেনাল্টিতে। তারপর লিওপোল্ডভিলের 'লিওপার্ডরা' আবার তেতে উঠে ১০ মিনিটের মধ্যে দুটি গোল দিয়েছিল। ব্রাজিলের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জে মারিয়া সমাপ্তির দু'মিনিট আগে একটি গোল দিয়ে ড্র করে সেদিন কোনোক্রমে ফ্লেমিঙ্গোর মুখ রক্ষা করেছিলেন।

জাইরে কায়রোয় আফ্রিকান নেশনস কাপ ফুটবলে যায়নি বিশ্ব কাপের আগে। কারণ ভিডিনিকের লক্ষ্য ছিল বিশ্ব কাপের জন্য প্রস্তুত হওয়া, আর সে জন্য অপেক্ষা করছিলেন দল নিয়ে ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড সফরের জন্য। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাইরে চূড়ান্ত পর্যায়েও অঘটন ঘটাক। তিনি জানতেন যুগোশ্লাভিয়া জার্মানী যাবে সাইকলজিস্ট নিয়ে, ব্রাজিলের সঙ্গে থাকবে সাইকিয়াট্রিস্ট। মন্ত্রতন্ত্রে ভিডিনিকের বিশ্বাস না থাকলেও তাঁর অবচেতন মনে উঁকি দিত 'আমাদের তো সঙ্গে যাদুকর-ডাক্তার আছেন।'

## প্রথম রাউণ্ডের খেলা

পশ্চিম জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্যায় বা ফাইনাল রাউণ্ডের খেলা শুরু হল ১৩ জুন। এবার বিশ্ব কাপ থেকে সেমিফাইনাল তুলে দেওয়া হল নতুন নিয়মে। প্রাথমিক ফাইনাল পর্যায়ের ১৬টি দলকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলা হল। ওই চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স মোট আটটি দলকে দুই গ্রুপে ভাগ করে আবার হল লীগ প্রথায় খেলা। দুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন দল দুটি সরাসরি ফাইনাল খেলে। দুই গ্রুপের রানার্স দল দুটি পুনরায় মিলিত হয় তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের জন্য।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম রাউণ্ড শুরুর আগের দিন অর্থাৎ ১২ জুন বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে গেরিলা আশঙ্কা দেখা দেয়। ফ্রাঙ্কফার্টের পুলিসের হোরস্ট ভোগেল জানান, ফ্রাঙ্কফার্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ঘিরে প্রচণ্ড নিরাপত্তায় ব্যবস্থা হয়েছে। বিমানবন্দরে সাড়ে চারশো' পুলিস মোতায়েন করা হয়। বার্লিনের ওলিম্পিক স্টেডিয়াম ঘিরে আড়াই হাজার পুলিস ও নিরাপত্তা কর্মী ছিলেন। এত কড়া পাহারা আর কোথাও হয়নি। কারণ চিলি ছিল বার্লিনে, তাদের খেলাও হয় ওই স্টেডিয়ামে। কয়েকদিন আগে পুলিস জানতে পারে—তুরস্ক থেকে দু'জন আরব

ও দু'জন জাপানীর একটি আত্মঘাতী গেরিলা দল ফ্রাঙ্কফার্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। তাই বিভিন্ন শিবির ও হোটেল তো বটেই, প্রতিটি স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাইরে এক হাজার করে পুলিস ও নিরাপত্তা কর্মী রইলেন আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে। কারুর পকেটে ছুরি থাকলেও তা পুলিসের ডিটেক্টরে ধরা পড়বে। বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা স্টেডিয়ামের প্রতি ইঞ্চি জমি পরীক্ষা করলেন। স্টেডিয়ামে যাতে বিমান-আক্রমণ না হয় সেজন্য স্টেডিয়ামের চতুর্দিকে ৩.৭ কিলোমিটার মুক্ত এলাকা রাখা হল খেলা শুরুর অর্ধঘন্টা আগে ও পরে। তবুও উদ্বোধনী খেলার দিন ফ্রাঙ্কফার্টস্থ চিলির দূতাবাস আক্রান্ত হল। ক্ষোভ সে দেশের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে। কড়া নিরাপত্তার আরও কারণ ১৯৭২-এর মিউনিখ ওলিম্পিকসে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' গ্রুপের হাতে ইজরায়েলের ১১ জন অ্যাথলীটের জীবনহানি।

**ব্রাজিল ঃ যুগোশ্লাভিয়া**—উদ্বোধনী খেলায় যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৭০-এর চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল তো জিততে পারলই না, বরং যুগোশ্লাভিয়াই বেগ দিল তাদের ০-০ ফল দ্বারা। দু' ঘন্টাব্যাপী মনোরম বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের পর গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে ব্রাজিলের ফরওয়ার্ড লিভিনার সেন্টারে ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায় শুরু হল। ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়া কারুর খেলাই বিরক্তিকর ছিল না। বরং দর্শনীয় ফুটবল খেলল উভয় দল। যুগোশ্লাভিয়ার ভাগ্য মন্দ। তা না হলে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে তারা এক গোলে এগিয়ে যেতে পারত—যদি ওবলাকের হেডটি পোস্টে লেগে ফিরে না আসত।

যুগোশ্লাভদের কুশলতা ও দ্রুততা পরিলক্ষিত হলেও তারা বিপক্ষকে থামাতে মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় রাফ ফুটবল খেলতে লাগল। সুইস রেফারি শুয়েরার সতর্ক করলেন একাধিক জনকে। ওবলাক অযথা দেরী করেছিলেন ফ্রি-কিক্ মারতে, এসিমোভিক ফাউলের পর তর্কে অবতীর্ণ হলেন। শুধু বেঁচে যান মুজিনিক বুটের ডগা দিয়ে সিজারকে আঘাত করা সত্ত্বেও।

প্রথমার্ধে ব্রাজিল কিছু অর্থবহ ফুটবল খেলল। কিন্তু বিরতির কাছাকাছি যুগোশ্লাভিয়ার প্রাধান্যই চোখে পড়ে। তারা ব্রাজিলের গোলমুখে গিয়ে তেমন সুবিধা করতে পারেনি পেরিরা ও মারিও মারিনোর দৃঢ়তার জন্য। সুযোগের জন্য তাদের ৪২ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় যখন জাজিক সেন্টার করলেন এসিমোভিককে। ব্রাজিলের দুই ডিফেন্ডার তাঁকে ঠেকাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন ওই মুহূর্তে। যুগোশ্লাভিয়া আশা করেছিল তারা পেনাল্টি পাবে। কিন্তু রেফারী ভ্রূক্ষেপই করলেন না। এসিমোভিক এরপর আরও দুটি সুযোগ নষ্ট করেন।

তবে অর্ধেক সময় জুড়ে ব্রাজিলই সুযোগ পায় আক্রমণ করার। জেয়ারজিনো, ভাল্ডোমিরো ও সিজারকে যুগোশ্লাভিয়ার ডিফেন্ডাররা আটকে দেন শারীরিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচালেন যুগোশ্লাভ গোলরক্ষক মারিক। মারিনোর প্রচণ্ড শট সামান্য ঘুষিতে বারের উপর দিয়ে তুলে দিলেন। আর একবার

রিভেলিনোর কর্ণারও ঠেলে বাইরে পাঠান। ব্রাজিল আর একবার বঞ্চিত হল জেয়ারজিনোর সামান্য ভুলে। একটু দ্রুত ছুটলেই গোলটি হত।

যুগোশ্লাভিয়ার ওবলাক স্বর্ণ সুযোগটি পেয়েছিলেন সমাপ্তির ২০ মিনিট আগে। জাজিকের সেন্টার ব্রাজিলের গোলমুখে ধরতে ওবলাক ছুটে গেলেন। সুযোগ বুঝে বল পায়ে না ধরে হেড দিলেন। কিন্তু বাঁদিকের পোস্টে লেগে বল ফিরে এল। কাটালিনস্কি রিবাউন্ড মারলেন, কিন্তু তা তেমন কার্যকর হল না। ব্রাজিলের লুই পেরিরার পায়ে বল পড়ল, তিনি সেটি ক্লিয়ার করে দিলেন।

সম্রাট পেলে এই খেলার আগের দিন জার্মানীতে পৌঁছান। ফ্রাঙ্কফার্টে তিনি ছিলেন দর্শক। সাংবাদিকদের কাছে দর্শকাসনে বসে বলেন ঃ মাঠের মধ্যে না খেলে দর্শক হিসাবে মাঠের পাশে বসে থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

পশ্চিম জার্মানী ঃ চিলি, স্কটল্যান্ড ঃ জাইরে ও পূর্ব জার্মানী ঃ অস্ট্রেলিয়া—১৪ জুন তিনটি খেলা তিন শহরে হল। বার্লিনে পশ্চিম জার্মানী ঃ চিলির খেলায় পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে জিতল। ডর্টমুন্ডে স্কটল্যান্ড ঃ জাইরের খেলায় স্কটল্যান্ডের জয় হল ২-০ গোলে এবং হামবুর্গে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব জার্মানী ২-০ গোলে জিতল।

বার্লিন ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৮৩ হাজার ১৬৮ জন দর্শক এলেন ১৯৫৪ সালের চ্যাম্পিয়ন ও ১৯৬৬-র রানার্স পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে চিলির খেলায়। দুপুর রোদের মধ্যে খেলাটি ভাল হল না। কিন্তু ১৯৭৪-এর চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম গোলটি দিলেন পশ্চিম জার্মানীর পল ব্রাইটনার ষোড়শ মিনিটে। তাঁর জোরালো শট চিলির গোলরক্ষকের হাতে লেগে গোলে ঢোকে। এই ম্যাচেই প্রথম একজনকে মাঠের বাইরে পাঠালেন রেফারি। ৭০ মিনিটের সময় তুরস্কের রেফারি ভোগান বাবাকান চিলির ক্যালস ক্যাসজেলকে মাঠ থেকে বের করে দেন মারাত্মক ফাউলের অভিযোগে। খেলার বাইরে তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভে তাঁরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। খেলার মাঠের বহিষ্কার চিলির খেলোয়াড়দের আরও অখুশি করল। কারণ ক্যাসজেল চিলির সেরা ফরওয়ার্ড। রীতি ঃ এই বহিষ্কারের জন্য গ্রুপের প্রথম রাউন্ডের কোনো খেলায় আর তিনি অংশ নিতে পারবেন না। ফিফা শাস্তি-দান কমিটি তাঁকে এরপর মাত্র একটি ম্যাচের জন্যই সাসপেন্ড করেন।

প্রথমদিকে পশ্চিম জার্মানীর রক্ষণভাগে দুর্বলতা দেখা দেয় চিলির দৃঢ়তায়। বিরতির পর জার্মানরা দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে প্রবলভাবে চাপ সৃষ্টি করে। তবুও ওভারাথের আশানুরূপ বল নিয়ন্ত্রণ চোখে পড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধে তো তাঁর বদলে হোলৎসেনবাইন নামলেন। মুলার একটিই ভাল সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এত দ্রুত এগিয়েছিলেন যে, বলের সঙ্গে সংযোগ হল না। তবুও এই খেলা দেখে, অন্তত জার্মানদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য বলে দিল প্রথম ফিফা বিশ্ব কাপ জয় তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। বেকেনবাউয়েরের খেলায় কোনো ঘাটতি ছিল না। চমৎকৃত করলেন হ্যোনেস। বল নিয়ে ডানদিকে দ্রুত টাচ্-লাইন বরাবর দৌড় এবং

হঠাৎ বল মারা বিস্ফোরণ বৈকি ! আর এটাই চিলির রক্ষণভাগকে বিপর্যস্ত করে। গ্রাবোস্কিও তাঁর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিলেন। তবে ব্রাইটনার ছিলেন সবার উপরে। একবার জার্মানদের চারজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বেকেনবাউয়ের চমৎকার ক্রসপাস পেলেন। তিনি দ্রুত এগিয়ে ব্রাইটনারকে (ব্রেটনার) সেটি বাড়ালেন। চিলির গোলরক্ষক ভ্যালেজোস বুঝতেই পারেননি ২৫ গজ দূর থেকেও এত জোরালো শট আসতে পারে অপ্রত্যাশিতভাবে। জার্মানীর ঘন ঘন বোমাবর্ষণ দেখে চিলির নয়জনেই আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করেন। এরই মাঝে সুযোগ বুঝে চিলিয়ানরা দু-একটি আক্রমণ রচনা করেন। আহুমাদা দ্রুত দৌড়ে একটি বল বিপক্ষের গোলে মারলেনও, কিন্তু সামান্যের জন্য সেটি ওপর দিয়ে চলে যায়।

ক্যাসজেল বাইরে যাওয়ায় তাঁরা আগেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। রিনোজ ও কুইনটানা এদিন তেমন খেলতে পারেননি বিপক্ষের প্রহরায়, এরই মধ্যে সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে আহত হলেন রডারিগুয়েজ। তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। গ্যালারিতে বসা বেশ কয়েক হাজার দর্শক এই দৃশ্যে উল্লসিত হলেন। তাঁরা চিলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করলেন জার্মান জাতীয় সঙ্গীত উচ্চারণ দ্বারা। সঙ্গে সঙ্গে 'দাঙ্গা পুলিসে'র নজর গেল ওইদিকে।

১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে নবাগত জাইরে ০-২ গোলে হারলেও স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সুপরিকল্পিত ফুটবল খেলল। তারা মাঝে মাঝে স্কটল্যাণ্ডের বিশ্ব-সেরা পর্যায়ের আক্রমণকেও প্রতিরোধ করতে থাকে। এদের খেলা দেখতে উন্মুক্ত স্টেডিয়ামে তেমন ভিড় না হলেও যাঁরা এলেন, তাঁদের অনেকেরই হাতে হ্যামডেনের ব্যানার ও পতাকা। ওঁরা স্কটল্যাণ্ডের খেলা দেখতে ৪৮ ঘণ্টা আগে এখানে আসেন। কয়েকজনের হাতে জাইরের পতাকাও ছিল। সম্ভবত তাঁদের ধারণা অনেকটা ১৯৬৬-র উত্তর কোরিয়ার মতই ছিল জাইরে সম্পর্কে। তবে জাইরের কেউই কোরিয়ার পাক ডক ইক বা হান বন জিনের মত উঁচুদরের ছিলেন না। তৃতীয় মিনিটেই স্কটল্যাণ্ডের আক্রমণে জাইরের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। তারপর একের পর এক তারা আক্রমণ করে চলে। কিন্তু অধিকাংশ বল বারে লেগে ফিরেছে বা ওপর দিয়ে চলে যায়। লরমারের রকেটের মতো ভলিতে ১-০ হয়। আট মিনিটের মধ্যে ২-০ হল ব্রেমনারের ফ্রি-কিকে জর্ডানের হেড থেকে। দুটি গোল খেলেও জাইরের গোলরক্ষক কাজাডির প্রচেষ্টায় ব্যবধান বাড়াতে পারেনি। তারা আক্রমণও করে সুযোগ বুঝে দুই উইং থেকে। মায়াঙ্গার একটি জোরালো শট পোস্টের ওপর দিয়ে চলে যায়। স্কটিশরা এদিন দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগ করায় দর্শকরা খুশি হতে পারেন নি। ফলে হলটনকে একবার সতর্ক হতে হয় পশ্চিম জার্মান রেফারি জি শুলেনবার্জের কাছে। খেলায় তখন একটু উগ্রতা প্রকাশ পেলেও সকলের মেজাজ ঠিক হয়ে যায় পাঁচ মিনিটের জন্য আলোর অভাবে খেলা বন্ধ থাকলে।

হামবুর্গে আর এক নবাগত অস্ট্রেলিয়া ০-২ গোলে পূর্ব জার্মানীর কাছে হারলেও সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয় চমৎকার খেলে। বিরতি পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া প্রচণ্ড

সংগ্রাম করে। ৫৭ মিনিটের সময় গোল বাঁচাতে গিয়ে অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডার কুরান গোলরক্ষক রিলিকে ব্যাকপাস দিতে গেলে ১-০ হয়ে যায়। ৭০ মিনিটের সময় পূর্ব জার্মান ফরওয়ার্ড স্ট্রেশ হুক করা ভলিতে ২-০ করলেন। আজ অধিকাংশ সময় বল এই নবাগত দলের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আর তাদের অলস্টানই ছিলেন মাঠের সেরা বল-প্লেয়ার।

নেদারল্যান্ডস ঃ উরুগুয়ে, পোল্যান্ড ঃ আর্জেন্টিনা, ইতালি ঃ হাইতি ও সুইডেন ঃ বালগেরিয়া—১৫ জুন হ্যানোভারে নেদারল্যান্ডস ২-০ গোলে উরুগুয়েকে, স্টুটগার্টে পোল্যান্ড ৩-২ গোলে আর্জেন্টিনাকে, মিউনিখে ইতালি ৩-১ গোলে হাইতিকে হারাল এবং ডুসেলডর্ফে সুইডেন ও বালগেরিয়ার খেলাটি ০-০ হল।

১৯৩০ ও ১৯৫০-এর বিশ্ব কাপ জয়ী দক্ষিণ আমেরিকার শক্তিশালী দল উরুগুয়েকে হারিয়ে নেদারল্যান্ডস ( হল্যান্ড ) স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বিজয়ী দলের দুটি গোলই করেন জনি রেপ—প্রথমার্ধের অষ্টম মিনিটে ও সমাপ্তির চার মিনিট আগে। উরুগুয়ে গুছিয়ে খেলতে না পারার বদলে কোণঠাসা হয়ে ফাউল করতে থাকে। মনটেরো ক্যাসটিলোর ফাউল ৬৮ মিনিটের সময় এমন মারাত্মক হল যে, হাঙ্গেরিয়ান রেফারি কে পালোতাই তাঁকে বের করে দিলেন।

দু-একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়ে উঠলেও বিস্ফোরকের মতো কিছু হল না। কনটেরো ক্যাসটিলো শুরুর দিকে নিসকেন্সকে ও পরে ক্রুয়েফের পিছু নিলেন। তবে তিনি ফাউলটি করেন রেনসেনব্রিঙ্ককে। নেদারল্যান্ডসের খেলোয়াড়দের নিখুঁত পাস সারাক্ষণ বল তাদের দখলে রাখতে সাহায্য করে। তা না হলে উরুগুয়ের সঙ্গে দৈহিক সংঘর্ষে এলে সমূহ ক্ষতির আশংকা ছিল। ক্রুয়েফকে কখনও মাঝমাঠে দেখা গেলেও বেশিক্ষণ ছিলেন বাঁদিকের টাচ্-লাইনে। তবে এদিন তাঁর আসল খেলার বিকাশ ঘটেনি। তাঁদের খেললেন যা ভান হানেজেম, যেমনটি দেখা গিয়েছিল ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় ব্রাজিলের গার্সনের মধ্যে। হানেজেমের চমৎকার চমৎকার পাস, বল নিয়ন্ত্রণ, ফ্রি-কিক্ ও সোয়ার্ভিং শট দর্শকদের মাতিয়ে রাখল।

উরুগুয়ে হতাশকর ফুটবল শুধু এদিনই খেলল না, দেখাল বাকি খেলায়ও তারা দর্শক ও সমর্থকদের কেমন বিমর্ষ করে তুলবে। চার বছর আগের আর এবারের উরুগুয়েতে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। রোশার মত ফরওয়ার্ডের উপর অতি বিশ্বাসই তাদের কাল হল। কুবিল্লারও বয়স হয়েছে। ৩৪ বছর বয়স শুধু নয়, খেলেছেনও অনেক এবং স্বভাবতই আধুনিক ফুটবলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছেন না। রোশা তো হাঁপিয়ে পড়েছিলেন জানসেনের মারাত্মক ট্যাক্লিং-এ।

৪০ হাজার ডাচ সমর্থক তাঁদের জাতীয় দলের জার্সির রং-এ রং মিলিয়ে পোশাক পরে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। মনে হচ্ছিল সারা নিদারস্যাশন স্টেডিয়াম জুড়ে কমলা রং-এর কুঁড়ি ছড়িয়ে আছে। হাজার হাজার ফুল ফুটে উঠল একই সঙ্গে শুরুর অষ্টম মিনিটে। তখন ক্রুয়েফ বল ধরে স্কোয়ার পাস দিয়েছেন সুবরিয়রকে। সুবরিয়র সেটি রেপের কাছে পাঠাতেই তিনি হেডে উরুগুয়েয়ান

গোলরক্ষক মাজুরকিউইজকে পরাস্ত করলেন ( ১-০ )। রেপকে দ্বিতীয় গোলটির জন্য ৭৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হল। হানেজেম ও রেনসেনব্রিঙ্কের পাস থেকে তিনি সহজে শেষ গোলটি দিলেন।

স্টুটগার্টের নেকার স্টেডিয়ামে এবারের বিশ্ব কাপের এ পর্যন্তের সেরা খেলা হল পোল্যান্ড-আর্জেণ্টিনার। প্রতি মুহূর্তে যেমন উত্তেজনা, তেমনি উভয় দলের স্কিল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রদর্শনী।

খেলার পর কয়েকজন ইংরেজ সাংবাদিক পোলিশ ম্যানেজার ও কোচের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁরা জানান, আজকের জয়ের জন্য আমরা ইংল্যাণ্ডের কাছে ঋণী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পোল্যাণ্ড প্রাথমিক পর্যায়ে ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। পোলিশ ম্যানেজার কাজিমিয়ার্জ গোর্কাস্কি ও কোচ জাসেক গোমোশ বললেন ঃ রামসে সাংবাদিকদের পছন্দ করেন না, আমরা করি। জানালেন ঃ প্রাথমিক পর্যায়ের ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলার সময় আমরা অনেক কিছু শিখেছিলাম, আজ সেগুলো কাজে লাগিয়েছি।

আট মিনিটের মধ্যে সহজে দুটি গোল দিয়ে পোল্যাণ্ড নিরাপদ হয়। তারা তখন চমৎকার খেলে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেণ্টিনা নৈপুণ্য দেখাতে কার্পণ্য করেনি।

পোল্যাণ্ড জয়ের বনিয়াদ গড়েছিল যেমন আরম্ভে, তেমনি খেলা খেলল আবার শেষ পর্যায়ে। তারা আজ ছটি গোলও দিতে পারত। গাডোছার একটি ফ্রি-কিক্ বারে লাগে। জার্মাশও আর্জেণ্টেনীয় ডিফেণ্ডারদের কাটিয়ে অনুরূপভাবে বঞ্চিত হন। কার্ণেভালি একটি অবধারিত গোল বাঁচান।

পোলিশদের এই খেলা দেখে এক ফুটবল বিশেষজ্ঞ বললেন ঃ ইংরেজরা আজ নিশ্চয়ই খুশি হবে। পোল্যাণ্ড যোগ্য দল হিসাবেই ইংল্যাণ্ডকে হারিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়কর মনে হল আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার ভ্লাদিস্লাওয়ের বক্তব্য। তিনি পরাজয়ের সব দোষ গোলরক্ষক কার্ণেভালির ওপর চাপিয়ে দিলেন। অথচ তিনি কিন্তু দারুণ খেলেন। অবশ্য দুটি ভুল তিনি করেন। একবার তিনি অত্যন্ত দুর্বল থ্রো করেন এবং তা থেকে লাটো গোল দেন। তার আগে গর্গনের শটের তীব্রতা উপলব্ধি করতে পারেননি।

এদিন লাটো ও গাডোছাই আর্জেণ্টিনার মেরুদন্ড ভেঙে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেণ্টিনা খেলার গতি পরিবর্তন করেছিল মূলত উলফের অক্লান্ত প্রয়াস ও অপূর্ব দক্ষতা।

ইতালি অতি সহজেই চূড়ান্ত পর্যায়ে নবাগত হাইতিকে হারাল। চারটি গোলই হয় বিরতির পরে। ইতালি দেয় তিনটি। প্রথম গোলটি দেয় হাইতি। ১৯৭২-এর ২০ সেপ্টেম্বরের পর ইতালির গোলরক্ষক ডিনো জফ এই প্রথম গোল খেলেন।

বালগেরিয়া ও সুইডেনের খেলাটি উভয়ের সুযোগের অপব্যবহারের প্রদর্শনী বৈ নয়। তাই ফলও ০-০। দুই দলই আক্রমণ করেছে, সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু কেউই সঠিক নিশানায় শট করতে পারেনি। বালগেরিয়ার দুর্ভাগ্য ২০ গজ দূর থেকে পেণ্ডের তীব্র শট ক্রসবারে লেগে ফিরে আসে। তারা এই ভাবেই গোটা দশেক গোল থেকে বঞ্চিত হল। সুইডেনের পক্ষে স্যাণ্ডবার্গ ওভেগ্রান ও কিণ্ডভাল ত্রাস সৃষ্টি করলেও গোল দিতে পারেন নি।

পশ্চিম জার্মানী ঃ অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল ঃ স্কটল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানী ঃ চিলি ও যুগোশ্লাভিয়া ঃ জাইরে—১৮ জুন হামবুর্গে পশ্চিম জার্মানী ৩-০ গোলে অস্ট্রেলিয়াকে হারাল, ফ্রাঙ্কফার্টে ব্রাজিল ০-০ ড্র করল স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে, ড্র হল বার্লিনে পূর্ব জার্মানী-চিলির খেলাও, কিন্তু গেলসেনকিরখেনে যুগোশ্লাভিয়া ৯-০ গোলে পরাস্ত করে জাইরেকে।

ফোকসপার্ক স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে পশ্চিম জার্মানী দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পথ তৈরি করে নিল। তিন গোলের ব্যবধানে হারলেও অস্ট্রেলিয়া কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়নি। তবে পশ্চিম জার্মানীর রক্ষণভাগকে তারা বিপর্যস্ত করতে পারল না। আজ ওভারাথেরই প্রাধান্য ছিল সারাক্ষণ। বিপক্ষের কেউই তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও বাধা দিতে পারেননি। ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে ওভারাথ দারুণ খেলেছিলেন, কিন্তু তারপরেই তাঁর খেলা পড়ে যায় এবং নেৎসার তাঁর বদলে অবশ্য-খেলোয়াড় হন। বর্তমান প্রতিযোগিতার কয়েক সপ্তাহ আগেও নেৎসারই ছিলেন জাতীয় দলে প্রথম এগার জনের মধ্যে। কিন্তু প্রস্তুতি-ম্যাচে তাঁকে তেমন দক্ষ মনে হল না। ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন ডেকে পাঠালেন ওভারাথকে। অতএব নেৎসার বাদ। জাতীয় দলের নাম ঘোষিত হতেই কলোনের খেলোয়াড় বাদ পড়ায় কড়া সমালোচনা হল, অন্যরা অভিনন্দিত করলেন ওভারাথকে।

কয়েক মিনিট না কাটতেই জার্মানীর সমর্থকরা ওভারাথের খেলায় মুগ্ধ হলেন। ত্রয়োদশ মিনিটে গ্রাবোস্কি ও মুলারের দেওয়া-নেওয়ার বল পেয়ে ওভারাথ ২০ গজ দূরে থেকে উঁচু শটে ১-০ করলেন। ৩৫ মিনিটের সময় জার্মানীর দ্বিতীয় গোলটি আসে কালম্যানের হেড থেকে। ৩-০ করলেন ১৯৭০-এর সর্বোচ্চ গোল-দাতা মুলার। এটিও হেড দিয়ে। অস্ট্রেলিয়া একটিই সুযোগ পেয়েছিল—সমাপ্তির ১২ মিনিট আগে। অ্যাবনি-র শট জার্মান গোলপোস্টের ধার ঘেঁষে বাইরে গেল। এই পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া প্রথম রাউণ্ড থেকে বিদায়ের মুখে এসে দাঁড়াল। জার্মানী জিতলেও শেষদিকে বেকেনবাউয়েরের খেলা মন্থর হওয়ায় দর্শকরা তাঁকে বিদ্রূপ করলেন। তিনিও থুতু দেবার ভঙ্গী করলে বিদ্রূপ আরও বেড়ে যায়।

স্কটরা এদিন ব্রাজিলের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করল। হে, ব্রেমনার, লরিমার ও জর্ডান তো একটুর জন্য গোল করা থেকে বঞ্চিত হলেন। ব্রাজিলের খেলা ও

তাদের ট্যাকলিং দেখে দর্শকদের একটি বিরাট অংশ সমর্থন প্রত্যাহার করে নিল। রিভেলিনো শুরুতেই সতর্ক হয়েছিলেন রাফ ট্যাক্‌লিংএর জন্য।

খেলার শুরুতে স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সদস্যরা অবাক হন জনস্টোন বা হাচসনের বদলে মর্গানকে দেখে। ওই সদস্যরা এদিন সকাল ১০টায় ম্যানেজার ওরমন্ডের কাছে দলের তালিকা চান, কিন্তু ম্যানেজার তা জানান নি বা জানাতে পারেন নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্রাজিলের টিমটি জেনে তবে স্কটল্যান্ডের নাম প্রকাশ করবেন। ব্রাজিল দলে কোনো পরিবর্তন হল না। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যাঁরা ০-০ করেছিলেন, তাঁরাই রয়ে গেলেন। ব্রাজিলের টেকনিক্যাল কমিটি শুধু ভাল্ডোমিরোর বদলে মিরানডিনাকে আনার সুপারিশ করেন।

রাত্রে খেলার শুরুতেই ব্রাজিল একের পর সুযোগ পেল। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ মিনিটের মধ্যে তারা তিনটি ভাল সুযোগ পায়। রিভেলিনোর শট স্কটিশ গোলরক্ষক হার্ভে এক হাতে কোনরকমে ঠেকিয়ে দেন। স্কটল্যান্ডের দ্বিতীয় বিপদ আসে রেলিনোর কর্ণার থেকে। লিভিনার ভলি ক্রসবারে লেগে ফেরে। এই সময় স্কটিশ খেলোয়াড় বুচানের দুর্বল পাস জেয়ারজিনোর পায়ে পড়ে। তিনি বল পেয়েই জোরালো শট করলেন। ব্রেমনার স্কুপ না করলে এটি গোল হতই।

স্কটিশদের সবচেয়ে সুবিধা হল এখানকার ভিজে মাঠ। খেলোয়াড়রা ঘন ঘন পড়ে গেছেন, আর এই ফাঁকে হয়েছে ফাউল। কিন্তু রেফারির বাঁশি সব সময় বাজেনি। জর্ডান ও মর্গান স্বভাবসিদ্ধভাবে শূন্যে বল রাখার চেষ্টা করেছেন। তবে পেরিরার সঙ্গে জর্ডান পেরে ওঠেনি। তারা ৫৫ মিনিটের সময় গোলের সুযোগ পায়। ২৫ গজ দূরে থেকে হে-র শট জাল ছিঁড়ে ফেলত। লিয়াও ক্রসবারের উপর দিয়ে ওটি ফিস্ট করে পাঠান। জর্ডানের একটি হেডও ব্রাজিল গোলরক্ষক আটকালেন। লিয়াওকে উপর্যুপরি আরও কয়েকটি শট আটকাতে হল।

গেলসেনকিরখেনে জাইরের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়া গোলের বন্যা বইয়ে দিল। শুরুর ২১ মিনিটের মধ্যেই হল চারটি গোল। বাজেভিক এই প্রতিযোগিতায় প্রথম নেমে তিনটি গোল দিলেন। এর আগে দুটি ম্যাচ খেলেন নি সাসপেণ্ড থাকায়। বাছাই পর্বে গ্রীসের সঙ্গে খেলার সময় তিনি এই শাস্তি পেয়েছিলেন।

দিনের বাকি খেলায় পূর্ব জার্মানীর পক্ষে হফম্যান ও চিলির পক্ষে আহুমাদা একটি করে গোল দেন। চিলি গোল শোধ দিয়েছে শুনে সাণ্টিয়াগোয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে লোরেনজো পারডো নামে এক ব্যক্তি জ্বলন্ত স্টোভে লাথি মারেন ও আগুনে ঘর পুড়ে যায়। তিনিও অগ্নিদগ্ধ হন।

চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৮ জুন ফিফা কমিশন হাইতির ডিফেণ্ডার আর্নস্ট জিন যোসেফকে বিশ্ব কাপ খেলা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। ১৫ জুন ইতালি-হাইতি খেলার দিন যোসেফ উত্তেজক ওষুধ খেয়েছিলেন ও তা প্রমাণিত হয়। বিশ্ব কাপে ডোপিং-এর অভিযোগে তিনিই এবার প্রথম বহিষ্কৃত হলেন। ফিফার ডোপিং নিয়ন্ত্রক কমিটির ডিরেক্টর অধ্যাপক গটফ্রায়েড শ্যোনহোলজার বলেন, এই ওষুধ

হাইতি দলের ফরাসী চিকিৎসক প্যাট্রিক হুগো জানান, তিনি যোসেফকে ওই ওষুধ দেননি। যোসেফ বলেন, আমার হাঁপানি আছে, এই বড়ি হাঁপানিরই ওষুধ। ফিফা কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ঘোষণা করেন ১৯৭২-এ মিউনিখ ওলিম্পিকে মার্কিন সাঁতারু রিক ডে মন্ট এই ধরনের ওষুধ খেয়ে সোনার পদকটি খুইয়েছিলেন। হাইতি পরে স্বীকার করে যোসেফ 'প্রেলুডিন' নামে যে হাঁপানির ওষুধ খান, তা ডোপ-এর মধ্যেই পড়ে।

**নেদারল্যান্ডস : সুইডেন, আর্জেন্টিনা : ইতালি, পোল্যান্ড : হাইতি ও বালগেরিয়া : উরুগুয়ে**—১৯ জুন খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক লীগের ২৪টি খেলার মধ্যে ১৬টি খেলা শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে এক নম্বর গ্রুপের ফল থেকে বোঝা গিয়েছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে দুই জার্মানী এবং দুই নম্বর গ্রুপ থেকে ব্রাজিল ও যুগোশ্লাভিয়ার খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এদিন খেলা শেষে তিন ও চার নম্বর গ্রুপের নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন এবং পোল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় লীগে খেলার আভাস পাওয়া গেল। তিন নম্বরে সর্বনিম্ন স্থানাধিকারী উরুগুয়েরও দ্বিতীয় পর্যায়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারে নেই—এমন কথা বলা যায় না। তারা যদি সুইডেনকে হারায় এবং নেদারল্যান্ডসের কাছে যদি বালগেরিয়া হারে, তবে উরুগুয়ের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। তবে এ পর্যন্ত তারা খ্যাতি অনুসারে খেলতে পারে নি। শুধু উরুগুয়ের কথাই বা বলি কেন—ফুটবলে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দলই এবার ইউরোপীয়দের টেক্কা দিতে পারছে না।

১৯ জুন ডর্টমুন্ডে নেদারল্যান্ডস-সুইডেন ০-০ করল, ১-১ হল বালগেরিয়া-উরুগুয়ের খেলা হ্যানোভারে। স্টুটগার্টে আর্জেন্টিনা-ইতালিও ড্র হল (১-১)। শুধু নিষ্পত্তি হল মিউনিখে। পোল্যান্ড ৭-০ গোলে হারাল হাইতিকে।

নেদারল্যান্ডস যেমন তাদের কর্তৃত্ব দেখাতে পারল না, সুইসদেরও বেশ বিপজ্জনক মনে হল। নেদারল্যান্ডস সীমান্ত থেকে মোটরে এক ঘন্টার পথ এই ডর্টমুন্ড। তাই বোঝার উপায় ছিল না নেদারল্যান্ডস স্বদেশে খেলছে না বিদেশে রয়েছে। শুরুর দু' ঘন্টা আগে তাদের হাজার হাজার সমর্থক ব্যানার, ব্যান্ড প্রভৃতি নিয়ে গ্যালারি জুড়ে হৈ চৈ শুরু করলেন। তবে খেলা শুরু হতেই প্রথম পাঁচ মিনিট আগে রা কাড়লেন না। কেননা, সুইডেনের ঘানের জোরালো শট জংব্লডকে ঠেকাতে হল। তারপর খেলা চলে যায় প্রধানত নেদারল্যান্ডসের ক্রুয়েফের দখলে। জানসেন, হানজেম ও ক্রুয়েফ একনাগাড়ে ১৫ মিনিট সুইডেনের দিকে যেন বোমা ফেলে চললেন। কিন্তু হেলস্ট্রোয়েম ঠেকালেন একটি বল।

সুইশদের অসাফল্যের কারণ নিখুঁত শট মারতে না পারা। অ্যান্ডারসন ডাচদের রাইট ফ্লাঙ্ককে পরাহত করে স্যান্ডবার্গকে দেন, তিনি সেটি স্থির লক্ষ্যে পাঠালে জংব্লডের সাধ্য ছিল না ধরার। বিরতির পরও দুই দলই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ করে, কিন্তু গোল কেউ দিতে পারল না।

ইতালির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার খেলা বুঝিয়ে দিল, তারা দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে যাচ্ছেই। আজ যা খেলল তারা, তাতে পরের খেলায় হাইতিকে হারাবেই এবং ইতালিকে এবারও স্বদেশে ফিরে আরও বেশি পচা টম্যাটোর দ্বারা অভিনন্দিত (?) হতে হবে। ১৯৬৬-তে শূন্যর দিকে হেরে দেশে ফিরলে তাদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করা হয়েছিল। আর্জেন্টিনার হাউসম্যান ২০ মিনিটের মধ্যে ১-০ করলেন সহজেই। ভুল পাসের ফলে ইতালীয়দের কোনো প্রচেষ্টাই সফল হল না। ১-১ হয় ৩৫ মিনিটের সময়। আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক কার্ণেভালি সহজেই বনেট্টি-রিভেরার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারতেন। কিন্তু পারফুমো হঠাৎ ছুটে এসে সেই বলটি নিয়ে কার্ণেভালির কাছে দিতে গেলে অমনি তা গোলে ঢুকে গেল। পারফুমোর আত্মঘাতী গোলে একটি পয়েন্ট কমল আর্জেন্টিনার।

চার নম্বর গ্রুপে প্রথম ৩০ মিনিটে হাইতির বিরুদ্ধে তিনটি গোল দিয়ে পোল্যান্ড দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে যাওয়ার সোপান তৈরী করল। প্রথমার্ধের গোল হল মোট পাঁচটি, ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ২১ হাজার দর্শকের অধিকাংশই হাইতিকে সর্বক্ষণ সমর্থন জানালেও সেই চিৎকার পোল্যান্ডকে গোল দেওয়া থেকে বঞ্চিত করতে পারল না। জারমাশ একাই তিনটি গোল দিলেন। বাকি চারটি—লাটো (২), ডিনা ও গরগনের। এত গোলের জন্য হাইতির গোলরক্ষক হেনরি ফ্রান্সিসকে দায়ী করা যায় না—যদিও ১০ বছরের খেলোয়াড় জীবনে তিনি এত গোল খান নি। এদিন তিনি ঠেকান সাতটি কঠিন শট।

বালগেরিয়া-উরুগুয়ের ম্যাচে খেলা শেষের ১৫ মিনিট আগে বালগেরীয় অধিনায়ক ক্রিস্টো বোনেভ যে গোলটি দিলেন, ১২ মিনিট পরে সেটি শোধ করলেন রিকার্ডো পাভনি।

২১ জুন প্রভাতী প্রশিক্ষণের পর গা হিম হওয়ার মতো খবর হল স্কটিশ ফুটবলারদের কাছে। ফ্রাঙ্কফার্টের উত্তর-পশ্চিমে দীর্ঘ পাইন বনের মধ্যে ওদের হোটেল। সেই হোটেলের টেলেক্সে জার্মান ভাষায় হুমকি আছে তাদের প্রতি: প্রোটেস্টান্ট দুজন খেলোয়াড়কে খুন করা হবে। হুমকি আসে আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মি থেকে। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা কর্মীরা হোটেলের প্রবেশ পথগুলি বন্ধ করে দেন। অতিরিক্ত রক্ষীবাহিনী আসে। স্কটিশ ম্যানেজার ওরমন্ডকে ভীষণ বিচলিত ও উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। তিনি নির্দেশ দিলেন কোনো খেলোয়াড় যেন বাইরে কারুর সঙ্গে দেখা না করেন।

পূর্ব জার্মানী : পশ্চিম জার্মানী, ব্রাজিল : জাইরে, অস্ট্রেলিয়া : চিলি ও যুগোশ্লাভিয়া : স্কটল্যান্ড—২২ জুন হামবুর্গে প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ১-০ গোলে পূর্ব জার্মানী হারাল পশ্চিম জার্মানীকে। ১-০ গোলে পূর্ব জার্মানী হারাল পশ্চিম জার্মানীকে। ফুটবলের সুবাদে ২৯ বছর পর দ্বিখণ্ডিত দুই জার্মানী একত্রিত হল। গত জানুয়ারিতে পূর্ব জার্মান ফুটবল প্রতিনিধিরা পশ্চিম জার্মানীতে আসে বিশ্ব কাপের ড্র-র সময়। আর জুনে খেলার সময়

খেলোয়াড়রা ছাড়াও কিছু দর্শকরা এলেন সীমান্ত পেরিয়ে। পেলেন তাঁরা সাদর অভ্যর্থনা। 'বিবদমান' দুই জার্মানীর মধ্যে ফুটবল তৈরী করল মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

গেলসেনকিরখেনে ব্রাজিল ৩-০ গোলে জাইরেকে হারায়। বাকি দুটি খেলা ড্র হল। বার্লিনে অস্ট্রেলিয়া-চিলি ০-০ এবং ফ্রাঙ্কফার্টে যুগোশ্লাভিয়া-স্কটল্যাণ্ড ১-১।

এদিনের খেলা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিল অস্ট্রেলিয়া, চিলি, স্কটল্যাণ্ড ও জাইরে। ব্রাজিল আজই এবারের প্রতিযোগিতায় প্রথম গোল দিল। স্কটল্যাণ্ড ও ব্রাজিলের পয়েন্ট সমান হলেও স্কটল্যাণ্ড বিদায় নেয় গোল পার্থক্যে ( লীগ টেবল দ্রষ্টব্য )।

আজ ২২ জুন দেখা গেল ফাইনাল অর্থাৎ ৭ জুলাইয়ের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম ১৬টি খেলায় দর্শক সমাগম আশানুরূপ হয় নি। প্রাথমিক লীগের ২৪টি খেলায় ১৫ লক্ষ ৭০ হাজার টিকিটের মধ্যে ১০ লক্ষ টিকিট বিক্রি হয়েছে। প্রথম ১৬টি খেলার আর উল্লেখ্য বিষয়, এবার এখনও একটিও পেনাল্টি হয় নি। ১৬টি ম্যাচে খেলেছেন মোট ২২৬ জন। সবচেয়ে কম খেলিয়েছে যুগোশ্লাভিয়া, মোট ১২ জনকে। আর প্রতিযোগিতার মাঝে দেশে ফিরেছেন শুধু একজন—তিনি হাইতির যোশেফ। প্রথম পর্যায়ের লীগ শেষে পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়রা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। বহুদিন পর তাঁরা স্ত্রী ও বান্ধবীদের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলেন। বিরক্ত হলেন স্কটল্যাণ্ডের কোচ ওরমণ্ড। টেলিভিশনে স্কটল্যাণ্ড-ব্রাজিলের গোলশূন্য খেলা দেখার পর ইংল্যাণ্ডের ক্রীড়াপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বলেন, স্কটিশরা আরও শক্তিশালী হত যদি স্ট্রাইকার পিটার লরিমাকে সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলানো হত। এই শুনে ম্যানেজার ওরমণ্ড বলেন, প্রত্যেক মানুষকেই নিজের কাজে আবদ্ধ থাকা উচিত।

২৩ জুন দুই জার্মানী মাঠের মধ্যে মুখোমুখি দেখে মনে হল, গতরাত্রে হামবুর্গে তারা স্বপ্ন দেখেছে। আর পূর্ব জার্মানীর ১-০ গোলে জয় নিশ্চয়ই আশাতীত।

বেসরকারী বা সরকারীভাবে পূর্ব জার্মানী থেকে পশ্চিম জার্মানীতে এই প্রথম একটি ফুটবল দল এসেছে। সর্বত্র তাদের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল। কারণ, দুই দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনায় এই খেলার গুরুত্ব অনেকটা। পূর্ব জার্মান জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠল হুইসল-এর সঙ্গে সঙ্গে। গ্যালারিতে কিছু পতাকাও ছিল তাদের, কিন্তু পশ্চিম জার্মানদের ভিড়ে সেগুলি চেনায় উপায় ছিল না। অন্যান্য দিনের খেলার সঙ্গে এই ম্যাচের পার্থক্যও দৃষ্ট হল বেশ। দর্শকরা দু' দলকেই সমানভাবে উৎসাহিত করলেন। কারুর খেলার ঘাটতি থাকলেও কোনো দর্শকের মুখে ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল না।

সমাপ্তির ১২ মিনিট আগে পূর্ব জার্মানী জয়সূচক গোলটি করে নিতান্ত সহজেই। গোলরক্ষক ক্রয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে ৬৫ মিনিটের সময় বদলী খেলোয়াড় হামান ডানদিকে দ্রুত ছুটলেন এবং ৪০ গজ দূর থেকে পাস দিলেন স্পারভয়া-

শারকে। তিনি দ্রুত ছুটে পশ্চিম জার্মান রক্ষণব্যূহ ভেদ করে গোল দিলেন (১-০)। বলাবাহুল্য ক্রিশে প্রথমার্ধে অনুরূপ একটি গোল থেকে পূর্ব জার্মানীকে বঞ্চিত করেন। তাই বলে পূর্ব জার্মানী যে খুব একটা প্রস্তুত হয়েই বিশ্ব কাপে এসেছিল, তা নয়। ম্যানেজার জর্জ বুশনারের নজর ছিল যে মিড-ফিল্ডেই! স্ট্রেগ ও লো-কে আনেন নি। শুরুর দিকে হফম্যানকে কাজে লাগান।

পশ্চিম জার্মানীকে এদিন বেশ দুর্বল মনে হল। ৭০ মিনিটের সময় ওভারাথকে বসিয়ে নেৎসারকে নামানো হয়। গ্যালারিতে তখন প্রচণ্ড হাততালি। কিন্তু তাঁর আগের খেলা দেখা গেল না। হেলমুট শ্যোন দেখলেন তিনি যথার্থ সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন নেৎসারকে বাদ দিয়ে।

যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড যেভাবে লড়াই করল, তাতে স্কটল্যাণ্ডের জেতাই উচিত ছিল। খেলা শেষে স্কটিশ সমর্থকরা এমনভাবে তাদের উদ্দেশে শ্লোগান ও গানের কলি ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন, মনে হল ১-১ ড্র নয়, তাদের জয় হয়েছে। কিন্তু এই ড্র তাদের বিশ্ব কাপ থেকে বিদায় করে দিল। এদিকে জাইরের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের ৩-০ গোলে জয়ের খবর ফুটে উঠেছে ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডে, আর এই মাঠে ড্র। স্কটল্যাণ্ডকে টিকে থাকতে হলে জিততে হবে। গ্যালারিতে তাই প্রবল উত্তেজনা। জয় যখন সম্ভব হল না, স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত সাংবাদিকরাও অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। কোনো কোনো সাংবাদিক ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। গত এক দশকে স্কটিশরা কিন্তু এত ভাল ফুটবল খেলে নি। শেষ মিনিটে জর্ডানের গোলেই ১-১ হয়। এর আগের মুহূর্তে ইলেকট্রনিক স্কোর বোর্ডে দেখা যাচ্ছিল ব্রাজিল জিতছে ২-০ গোলে। ব্রাজিল যদি জাইরের সঙ্গে ২-০-য় শেষ করত তা হলে স্কটিশরাই দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেত গোলের পার্থক্যে এগিয়ে থাকায়। কিন্তু স্কটিশদের সব আশা নির্মূল হয়ে যায় ব্রাজিলের তৃতীয় গোলের সঙ্গে সঙ্গেই। এদিন যুগোশ্লাভিয়ার গোলটি হয় কারাসির হেড থেকে। উল্লেখ্য, স্কটিশরা একটিও ম্যাচে হারে নি।

নেদারল্যাণ্ডস ঃ বালগেরিয়া, সুইডেন ঃ উরুগুয়ে, পোল্যাণ্ড ঃ ইতালি এবং আর্জেণ্টিনা ঃ হাইতি—প্রথম রাউণ্ডের শেষ চারটি খেলা হল ২৩ জুন। এদিন ডর্টমুণ্ডে ৪-১ গোলে নেদারল্যাণ্ডস হারায় বালগেরিয়াকে, ডুসেলডর্ফে সুইডেন ৩-০ গোলে উরুগুয়েকে, স্টুটগার্টে পোল্যাণ্ড ২-১ গোলে ইতালিকে ও মিউনিখে ৪-১ গোলে আর্জেণ্টিনা হারাল হাইতিকে। বিস্ময়কর ঘটনা, এদিন ১৯৭০-এর রানার্স ইতালির বিশ্ব কাপ থেকে বিদায়।

শুরুতে অনেকের ধারণা ছিল, ইতালির সাংগঠনিক শক্তি এবং সুপরিকল্পিত ফুটবল তাদের সুনাম আরও বাড়িয়ে দেবে বিশ্ব কাপে। কিন্তু নেকার স্টেডিয়ামে পোল্যাণ্ড দেখাল মিউনিখ ওলিম্পিকের চাইতে তারা অনেক উন্নত। চারটি গ্রুপের মধ্যে তারাই একমাত্র দেশ, যারা ৬ পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে পেরেছে প্রথম পর্যায়ের লীগে। প্রকৃতপক্ষে এই লীগে নেদারল্যাণ্ডস ও পোল্যাণ্ডের মত আর কেউ দৃঢ়তা

দেখাতে পারেনি। পোল্যাণ্ড তিনটিতে জিতলেও তাদের রক্ষণভাগের দুর্বলতা যথেষ্ট ; ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় ব্রাজিলেরও এমনি অবস্থা ছিল।

পোলিশরা এই ম্যাচে সারাক্ষণ প্রাধান্য বিস্তার করলেও সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে কোনরকমে তাদের দুটি গোলের একটি কাপেলো শোধ করেন। আর একটি গোল দেওয়া তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল। এবং তাই দেশে ফিরতে বিমানে ওঠার আগে সব খেলোয়াড় পুরনো পোশাক পরে নিলেন, ১৯৬৬-তে ডিম ও পচা ফল দ্বারা বিক্ষোভের কথা মনে রেখে।

ইতালিও এদিন চমৎকার খেলে। পোল্যাণ্ড যখন ১-০ এগোয়, ইতালির তখন অন্তত দুই বা তিন গোলে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। রিভেরা ও রিভাকে এই ম্যাচে বাদ রেখে ইতালিকে ভুলের মাশুল দিতে হয়।

পোলিশরা প্রথমার্ধে মাত্র ছয় মিনিটের ব্যবধানে দুটি গোল করে। নিখুঁতভাবে বল দেওয়া-নেওয়া, প্রচণ্ড শক্তি ও সুন্দর ফুটবল দেখিয়ে ৩৮ মিনিটের সময় জারমাশ ১-০ করেন। দ্বিতীয় গোলটি ডিনার। কুড়ি গজ দূর থেকে প্রচন্ড শটে ইতালির গোলরক্ষক জোফকে পরাস্ত করেন। এর পরেও যেমন পোল্যাণ্ড, তেমনি ইতালি বেশ কয়েকটি চমৎকার সুযোগ পায়।

ইতালির পরাজয়ের খবর শুনে ও টেলিভিশনে দেখে রোমের ফুটবল প্রেমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। রোম নগরীর গার্বাসো স্ট্রীটের অধিবাসীরা জানলার ধারে ভিড় জমান। জনৈক ফুটবল প্রেমিক পোল্যাণ্ড দ্বিতীয় গোল দিতেই রেগে গিয়ে তাঁর টেলিভিশন সেটটি রাস্তায় ফেলে দেন তিনতলা থেকে। বিজয় উৎসব করবে আশায় যাঁরা শত শত পতাকা কিনেছিলেন, সেগুলি পোড়ানো হল। শোকচিহ্ন-স্বরূপ অনেকে কালো ব্যাজ ধারণ করলেন । একদল কিশোর আবার অন্যপথ নিল —তারা রোমস্থ পোলিশ দূতাবাসে টম্যাটো ও পাথর ছুঁড়ল। ফ্রাঙ্কো পেরা নামে এক তরুণ ছুরি দিয়ে নিজের হাতের শিরা কেটে ফেলে জাতীয় দলের পরাজয়ের গ্লানিতে।

নেদারল্যাণ্ডসকে এদিন সমর্থন জানালেন ৪০ হাজার দর্শক। ৪-১ গোলের মধ্যে নেদারল্যাণ্ডসের দুটি গোল পেনাল্টি থেকে হলেও, তাদের সঙ্গে বালগেরিয়া যুঝতেই পারেনি। তবুও বিজয়ী দলের ত্রুটি ছিল, এবং সে ত্রুটি গোল করার ব্যাপারেই। তাঁরা খেলতে থাকেন নিতান্ত অবহেলা ভরেই। তবুও ঘনঘন ফাউল করছিলেন কেন বোঝা গেল না। অস্ট্রেলীয় রেফারি বসকভিক তো ক্রুয়েফকে অকারণে সময় নষ্ট ও তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কির জন্য সতর্ক করলেন। নেদারল্যাণ্ডস পেনাল্টি পায় ক্রুয়েফকে ভ্যাসিলেভ ফাউল করায়। বালগেরিয়া যে গোলটিতে ৪-১ করে সেটির জন্য তাদের কৃতিত্ব নেই। বালগেরিয়ার বনেভ বল নিয়ে ডাচ রক্ষণব্যূহ ভেদ করতে গেলে ক্রল গোল বাঁচাতে নিজেদের গোলরক্ষককে বল বাড়ালে আত্মঘাতী গোলটি হয়।

আর্জেণ্টিনা ৪-১ গোলে হাইতিকে হারিয়ে গোল পার্থক্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের

লীগে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। ইতালিরও তিন পয়েণ্ট হয়েছিল। কিন্তু গোলের সংখ্যা কম থাকায় তারা বিদায় নেয়। বিজয়ী দলের সমর্থকরা গ্যালারিতে ড্রাম পিটিয়ে তাদের উৎসাহিত করতে থাকেন শুরু থেকেই। তারা দুই অর্ধে দুটি করে গোলও দিলেন। বিরতির আগে তারা যখন ২-০ এগিয়ে, তখন গ্যালারিতে নাচানাচির খবর রেডিওয় শুনে, টেলিভিশনে দেখে পুলিসের ধারণা হল ওখানে গণ্ডগোল চলছে। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্রবাহিনী সেখানে গিয়ে বোকা বনে ফিরে এল।

সুইডেন প্রথম রাউণ্ডে লীগের শেষ খেলায় ৩-০ গোলে উরুগুয়েকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠল। ২১ বছর বয়সী এস্ট্রোয়েম দুটি ও স্যাণ্ডবার্গ দিলেন একটি গোল। তিন নম্বর গ্রুপে নেদারল্যাণ্ডসের পরেই তাদের স্থান হল।

চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম রাউণ্ড সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা ঘটনা ঘটে। চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করায় জাইরের প্রেসিডেণ্ট মোবুটু তাদের প্রত্যেককে ফোকসওয়াগন মোটর গাড়ি দিয়েছিলেন, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে ০-২, ০-৯ ও ০-৪-এ হেরে বিদায় নেওয়ায় তিনি গাড়িগুলি ফিরিয়ে নেন।

পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়রা যখন শুনলেন, নেদারল্যাণ্ডসের খেলোয়াড়রা বিশ্রাম-দিনে স্ত্রী ও বান্ধবীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কাটাচ্ছেন, তখন তাঁরাও ওই সুযোগ দাবি করেন। ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন সঙ্গে সঙ্গে বললেন: তোমরা স্ত্রী ও বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করতে পার, কথাও বলবে। খবরদার তার বেশি আর কিছু নয়। সুইডেন দ্বিতীয় রাউন্ডে উন্নীত হওয়ায় তাদের দুজন খেলোয়াড় পরবর্তী প্লেন ধরে বাড়ি চলে যান স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।

## দ্বিতীয় রাউণ্ড

প্রথম রাউণ্ডের চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সদের নিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলা হল দুই গ্রুপে ভাগ করে এবং আবার লীগ প্রথায়। 'এ' গ্রুপে রইল নেদারল্যাণ্ডস, আর্জেণ্টিনা, ব্রাজিল ও পূর্ব জার্মানী। 'বি' গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড ও সুইডেন।

**পশ্চিম জার্মানী: যুগোশ্লাভিয়া, নেদারল্যাণ্ডস: আর্জেণ্টিনা, পোল্যাণ্ড: সুইডেন ও ব্রাজিল: পূর্ব জার্মানী**—২৬ জুন ডুসেলডর্ফে পশ্চিম জার্মানী ২-০ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে, গেলসেনকিরখেনে নেদারল্যাণ্ডস ৪-০ গোলে আর্জেণ্টিনাকে, স্টুটগার্টে পোল্যাণ্ড ১-০ গোলে সুইডেনকে ও হ্যানোভারে ব্রাজিল ১-০ গোলে পূর্ব জার্মানীকে হারাল।

'বি' গ্রুপ লীগে প্রথম রাউণ্ডের এক নম্বর গ্রুপের রানার্স পশ্চিম জার্মানীর কাছে দুই নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন যুগোশ্লাভিয়ার হার কিছুটা অপ্রত্যাশিত হলেও জার্মানরা চমৎকার খেলেছে। ফাইনাল পর্যায়ে যুগোশ্লাভিয়ার এটি প্রথম পরাজয়। ৩৮ মিনিটে প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে বুলেটের মতো শটে লেফট ব্যাক পল ব্রাইটনার

১-০ করেন। ২-০ হয় ৭৭ মিনিটে জটলার মধ্য দিয়ে জার্ড মুলার শট করলে। যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো মাঠে গিয়ে খেলাটি দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী ও যুগোশ্লাভ নিরাপত্তা বাহিনী তাঁকে টেলিভিশনে খেলা দেখার অনুরোধ করেন।

নেদারল্যাণ্ডস এদিন প্রথম ২৫ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে এগিয়ে যায়। বাকি দুটি গোল বিরতির পরে। সুইডেনের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড বিরতির আগে লাটোর একমাত্র গোলে জেতে। ব্রাজিল-পূর্ব জার্মানীর খেলাটি বিরতির আগে গোল-শূন্য ছিল। ৬০ মিনিটের সময় রিভেলিনো খেলার নিষ্পত্তি করেন।

ফাইনাল রাউণ্ডে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার প্রথম দিনে বোঝা গেল প্রথম রাউণ্ডে যারা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, এখন তারা প্রবল বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। প্রথম রাউণ্ডে নেদারল্যাণ্ডস-সুইডেন গোলশূন্য-ড্র করেছিল। কিন্তু ২৬ জুন আর্জে-ণ্টিনাকে তারা বিপর্যস্ত করল। খেলা দেখে মনে হল ৭ জুলাই তারা ফাইনাল খেলবেই। রেনসেনব্রিঙ্ক বললেন: এই ফল আমাদের উৎসাহিত করেছে, কিন্তু আরও দুটি শক্ত ম্যাচ রয়েছে। সুইপার আরি হান জানালেন: এত সহজে আর কাউকে হারানো যাবে না। তাঁর ধারণা, বিশ্ব কাপে পশ্চিম জার্মানীই ফেভারিট।

গত সপ্তাহের সঙ্গে এদিনের পার্থক্য আরও অনেক। পশ্চিম জার্মানী ভীষণ খুশি, যুগোশ্লাভিয়া বেদনাহত। পোল্যাণ্ডকে বেশ সংগ্রাম করতে হল। সুইডেনের শিবিরে বিষাদের ছায়া শুধু পরাজয়ের জন্য নয়, খেলার সময় গুরুতর আঘাত পেয়ে আণ্ডারসন হাসপাতালে ভর্তি হলেন। পশ্চিম জার্মান কোচ হেলমুট শ্যোনের মনোবল দৃঢ় হল। তাঁর ধারণা, এই জয়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের লড়াকু মনো-ভাবও বেড়েছে। এদিন রাইনার বনহোফ জার্মানীর খেলাকে নতুন পথে চালিত করেছেন যেমন, তেমনি যুগোশ্লাভিয়া অত্যন্ত রক্ষণাত্মক খেলেছে। রক্ষণাত্মক খেলা সম্পর্কে যুগোশ্লাভ ম্যানেজার মিলজানিক বললেন: এছাড়া উপায়ও ছিল না। অ্যাটাকিং ফুটবল খেললে জার্মানরা আমাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলত। যুগোশ্লাভদের দুর্বলতার প্রধান কারণ বাজেভিক বাদ পড়ায়, তাদের সেন্ট্রাল স্ট্রাইকার বলতে দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না।

ব্রাজিল: আর্জেন্টিনা, নেদারল্যাণ্ডস: পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী: সুইডেন ও পোল্যাণ্ড: যুগোশ্লাভিয়া—৩০ জুন হ্যানোভারে ব্রাজিল ১-০ গোলে আর্জেণ্টিনাকে, গেলসেনকিরখেন নেদারল্যাণ্ডস ২-০ গোলে পূর্ব জার্মানীকে, ডুসেলডর্ফে পশ্চিম জার্মানী ৪-১ গোলে সুইডেনকে, ফ্রাঙ্কফার্টে পোল্যাণ্ড ২-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে হারাল।

ব্রাজিল-আর্জেণ্টিনার রেষারেষি শুধু ফুটবল মাঠে নয়, জাতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক স্তরেও ভীষণ মনোমালিন্য। পশ্চিম জার্মানীতে দুটি দেশ মুখোমুখি হবে বিশ্ব কাপে। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় এই দুই দেশের একটি সেতু খেলার দিনে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সীমান্ত শহর আর্জেণ্টিনার নাসো ডি লস লিবার্স ও

ব্রাজিলের সীমান্ত শহর উরুগুয়েয়ানার মধ্যবর্তী সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাজনৈতিক গণ্ডগোলেই দুই দেশের মধ্যে বেশি প্রীতি ম্যাচ হতে পারেনি। ১৯৭১-এ শেষ ম্যাচে ১-১ হয়েছিল। ১৯০৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে মোট খেলা হয়েছে ৫৪টি। এর মধ্যে আর্জেণ্টিনা জিতেছে—২৬, ড্র—১০, পরাজয়—১৮। পাশাপাশি হলেও দুই দেশের ফুটবলের স্টাইল ভিন্ন। ব্রাজিলের আগের উজ্জ্বলতা না থাকলেও ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ঝলক দেয় মাঝে মাঝে। আর্জেণ্টিনার হাড় কাঁপানো ও হুড়মুড়িয়ে খেলার ভঙ্গী এখনও বিদ্যমান। ওরা ব্রাজিলের স্টাইলকে বলে 'মেয়েলি' আর নিজেদের 'মর্দানি'। ব্রাজিল বলে, ওরা 'পাশবিক' ফুটবল খেলে, আর আমরা 'শৈল্পিক'।

লোয়ার স্যাক্সনি স্টেডিয়ামে এই দুই দেশের খেলায় মেক্সিকোর 'স্পিরিট' ও 'স্টাইলে'র প্রত্যাবর্তন ঘটল। শ্বাসরুদ্ধকারী এই ম্যাচে দর্শকরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর উৎকণ্ঠায় কাটালেন। ব্রাজিল এই ম্যাচে জিতলেও ফাইনালে পৌঁছতে তাদের শক্ত বাধা—নেদারল্যাণ্ডসকে হারাতে হবে পরবর্তী ম্যাচে। খেলার গুণে নেদারল্যাণ্ডসেরই ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা সমধিক। অবশ্য আর্জেণ্টিনার বিরুদ্ধে আজ তারা যেমন খেলল, তা বজায় থাকলে অন্য ফলও হতে পারে। বলা বাহুল্য এবারের বিশ্ব কাপে ব্রাজিল এত ভাল আর খেলেনি। আজই তারা প্রথম বিপক্ষের রক্ষণভাগে ঘন ঘন চাপ সৃষ্টি করেছে। বিপক্ষের আক্রমণভাগকে ছত্রভঙ্গ করেছেন লুইস পেরিরা ও জে মারিয়া। ব্রাজিলের আক্রমণভাগকে সজীব করে রাখেন রিভেলিনো ও দুই পাউলো সিজার। জেয়ারজিনোর দ্রুত দৌড়ের সঙ্গে আর্জেণ্টিনা পেরে ওঠেনি।

জেয়ারজিনোকে চমৎকার পাস দিয়েই রিভেলিনো বুট বদল করতে মাঠের বাইরে গেলেন। ফিরেই ছুটলেন আর্জেণ্টিনার পেনাল্টি-এলাকায় লুইস পেরিরার স্কোয়ার পাস ধরতে। তারপর বাঁ পায়ে নিখুঁতভাবে মারতেই কার্ণেভালি পরাস্ত হলেন। গ্যালারিতে ড্রামগুলি বেজে উঠল উল্লাসের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু চার মিনিটের বেশী তা স্থায়ী হল না। এরই মধ্যে আর্জেণ্টিনার বাবলুয়েনা বল নিয়ে ব্রাজিলের পেনাল্টি-এলাকার বাইরে পড়ে গেলেন লাথি খেয়ে। ব্রাজিলের আটজন পাঁচিল তুলে দাঁড়ালেন ফ্রি-কিকের সামনে। ব্রিন্দিসির শটে লিয়াও পরাস্ত হলেন হতভম্ব হয়ে। ১-১ হতে আর্জেণ্টিনার আস্থা ফিরে এল।

কিন্তু ব্রাজিলের স্কিল, দ্রুততা ইত্যাদির সঙ্গে তাদের পেরে ওঠা দায় ছিল। ৪৯ মিনিটের সময় তাদের ঢিলেমিতে ব্রাজিল ২-১ গোলে এগিয়ে গেল। জে মারিয়া একটি ডেড বল ধরে জেয়ারজিনোকে পাস দিতেই, তিনি সেটি নিয়ে দ্রুত ছুটলেন ও সকলকে অতিক্রম করে ব্রাজিলের জয়সূচক গোলটি দিলেন। ব্যবধান সামান্য হলেও ব্রাজিলের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোনো দ্বিধা ছিল না। আর্জেণ্টিনার হানাদাররা বারংবার ব্রাজিল রক্ষণে আঘাত করেন বটে, তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি ব্রাজিলের শান্ত রক্ষকদের তৎপরতায়।

খেলা শেষে ব্রাজিলকে চিন্তায় ফেলল ফ্রান্সিসকো মারিনো হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায়। এক্স-রেতে দেখা যায় তাঁর পাঁজরার একটি হাড় ভেঙে গেছে। ৬৮ মিনিটের সময় গ্লারিয়ার ধাক্কায় ফ্রান্সিসকোর পাঁজরায় আঘাত লাগে। সাইড-লাইনে মিনিট পাঁচেক ট্রেনারের শুশ্রূষা নেন। কিন্তু আবার মাঠে নেমে সর্বক্ষণ আঘাত প্রাপ্ত ডান দিকটা হাতে ধরে রেখেই খেললেন।

গেলসেনকিরখেনে নেদারল্যান্ডসও দর্শনীয় ফুটবল খেলল পূর্ব জার্মানীর বিরুদ্ধে। তাদের ২-০ গোলে জয়ের প্রথমটি হল আরম্ভের নয় মিনিটের মধ্যে নিস্কেন্সের পা থেকে। এই নিসকেন্সকে খেলা শুরুর মাত্র এক ঘণ্টা আগে 'ফিট' ঘোষণা করা হয়। প্রবল বৃষ্টি হলেও ডাচ সমর্থকরা মাঠে হাজির হতে পিছপা হননি। যোহান ক্রুয়েফ-বাহিনী 'ফুটবলের সম্পূর্ণ রূপ' দেখাতে চেয়েছিলেন এদিন। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তাদের চমৎকার অ্যাঙ্গুলার পাস লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও দর্শকরা খুশি হলেন। ডাচদের চার ব্যাক সুবরিয়র, ক্রল, রিজবার্জেন ও হান মাঝে মাঝেই হানা দিচ্ছিলেন পূর্ব জার্মানীর পেনাল্টি সীমানায়। দ্বিতীয় গোলের জন্য তো হানেরই অবদান সর্বাধিক। অবশ্য নিসকেন্সের শেষ পাস থেকে রেন-সেনব্রিঙ্ক গোলটি দেন। বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে এটি তাঁর প্রথম গোল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পূর্ব জার্মানী আক্রমণের চেষ্টা করে রণে ভঙ্গ দেয় নেদারল্যান্ডসের তৎপরতা দেখে। এই খেলার পর ডাচ কোচ রিনার মিচেলসকে খুব খুশি মনে হল। রসিকতা করে বললেন ঃ শনি কিংবা রবিবার ছাড়া ফাইনাল খেলব না। তবে রবিবারই বেশি পছন্দ করব, যদিও আমরা ইহুদি নই। ব্রাজিলের সঙ্গে কী হবে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন ঃ উভয়েই অ্যাটাকিং ফুটবলে বিশ্বাসী, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবেই। তবে আমাদের সঙ্গে ওরা পেরে উঠবে না। উপরন্তু ওই ম্যাচ ড্র হলেও আমরা ফাইনালে যাচ্ছি।

ওয়ার্ল্ড স্টেডিয়ামে ৩০ জুনের খেলা শেষের সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া এবারের বিশ্ব কাপকে কার্যত বিদায় জানাল। পোল্যান্ড তাদের হারাল ২-১ গোলে। আজ যুগোশ্লাভিয়ার পরাজয়ের মূলে আক্রমণে অনীহা। জিততেই হবে—এমন মনো-ভাবও দেখা যায়নি তাদের। তাছাড়া তাদের যে সামর্থ্য আছে সে প্রমাণ মেলে অনেক পরে। তাদের ব্যর্থতা প্রকাশ পায় বিপক্ষের গোলমুখে গিয়ে। কারাসি ছাড়া আর কেউ দলের দায়িত্ব নিতে যেন প্রস্তুত ছিলেন না। অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন পোলিশরা ভাগ্যবান, তাই জিতল। কিন্তু যে পেনাল্টি তাদের সব-চেয়ে সহায়ক ছিল, তা কী কোনো রেফারী না দিয়ে পারতেন ? আসলে পোল্যান্ড সর্বদা আক্রমণাত্মক খেলেছে, কিন্তু খেলায় সৌন্দর্য ছিল যুগোশ্লাভদের।

পোলিশরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজই ২৬ মিনিটের সময় সর্বপ্রথম যুগোশ্লাভদের বেগ দেয়। যুগোশ্লাভ পেনাল্টি-এলাকায় বল যেতেই কারাসি মারা-ত্মক লাথি মারলেন জারমাশকে।

যুগোশ্লাভিয়া এদিন দুর্বলও ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায়। খেলার কিছু

আগে জাজিক অসুস্থ হয়ে পড়েন, অষ্টাদশ মিনিটে ওব্‌লাকের উরুতে আঘাত ইত্যাদি তাদের মানসিক দৌর্বল্য আনে। তবুও বিরতির এক মিনিট আগে কারাসি ১-১ করলে মনোবল বেড়ে যায়। কিন্তু আক্রমণে তেমন দৃঢ়তা দেখা যায়নি। ৬৩ মিনিটের সময় গাভোছার কর্ণারে লাটো মাথা দিতেই ২-১ হল।

এদিন রাত্রে পশ্চিম জার্মানী সহজেই হারাল ৪-২ গোলে সুইডেনকে। অবশ্য প্রথম গোলটি দেন সুইডেনের এডস্ট্রোয়েম ২৬ মিনিটের সময়। কিন্তু সুইডেন এই প্রাধান্য বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারেনি। ৫১ ও ৫২ মিনিটে পর পর দুটি গোল দিলেন পশ্চিম জার্মানীর ওভারাথ ও বনহোফ। খেলা হচ্ছিল অত্যন্ত দ্রুত লয়ে। ৫৩ মিনিটে সুইস খেলোয়াড় স্যান্ডবার্গ ২-২ করলেন। কিন্তু ৭১ মিনিটে গ্রাবোস্কি জার্মানীকে ৩-২ এগিয়ে দিলেন, ৪-২ হল ৮৯ মিনিটে হোনেসের পেনাল্টি থেকে।

**পশ্চিম জার্মানী ঃ পোল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস ঃ ব্রাজিল, সুইডেন ঃ যুগোশ্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানী ঃ আর্জেন্টিনা**—৩ জুলাই দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের শেষ চারটি খেলায় গেলসেনকিরখেনে পূর্ব জার্মানী-আর্জেন্টিনা ১-১ ড্র করলেও যেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না, তেমনি নিয়ম রক্ষার খেলা ছিল ডুসেলডর্ফে সুইডেন ২-১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে হারালেও। 'এ' ও 'বি' গ্রুপের শীর্ষস্থানীয় দুটি দলই যাবে ফাইনালে। সুতরাং ফ্রাঙ্কফার্টে পশ্চিম জার্মানী-পোল্যান্ডের ও ডর্টমুন্ডে নেদারল্যান্ডস-ব্রাজিলের খেলার দিকেই রইল সকলের লক্ষ্য। নেদারল্যান্ডস ২-০ গোলে ব্রাজিলকে হারিয়ে ও পশ্চিম জার্মানী ১-০ গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে উঠল। লীগের শেষ খেলায় পয়েন্টের হিসাবে পোল্যান্ড ও ব্রাজিল রইল দুই গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে। অতএব তৃতীয় স্থান নির্ণয় হয় এদের খেলার ফলে।

৪৪ বছরের ইতিহাসে নেদারল্যান্ডস এই প্রথম ফাইনালে উঠল। পশ্চিম জার্মানী এর আগে কাপ জেতে ১৯৫৪-য়, ১৯৬৬-তে হয়েছিল রানার্স।

## ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যান্ডস

পোল্যান্ড আজ ওয়াল্ডর্ফ স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানীকে জয় করতে পারত! পারেনি শুধু জার্মান গোলরক্ষক শেপ মেয়ারের প্রচণ্ড দৃঢ়তায়। এই খেলার পর বিশ্ব ফুটবলের পুরস্কার ফিফা কাপ জয় থেকে জার্মানরা মাত্র এক ধাপ দূরে রইল। জার্ড মূলারের একমাত্র গোল পোল্যান্ডকে ফাইনালে উঠতে দিল না। পোলিশদের জন্য তাই অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করলেন।

প্রবল বৃষ্টিতে মাঠ ভেসে যায় খেলার আধঘণ্টা আগে। দমকল বাহিনীর এঞ্জিন জল পাম্প করার পর নির্দিষ্ট সময়ের ৩১ মিনিট পরে খেলা শুরু হয় কাদার মধ্যে ফুটবলের অনুপযোগী মাঠে। বিরতির পরে বৃষ্টি নামলে মাঠের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়। এমন পরিবেশে পোলিশরাই তাদের বিভিন্ন বিভাগে চমৎকার খেলে। পাস দিয়ে লক্ষ্যে বল পাঠানো বা বল ধারায় তাঁরা জার্মানদের অপেক্ষা

নির্ভুল ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আসল কাজ—গোল করতে পারলেন না কেবলমাত্র জার্মান গোলরক্ষকের জন্য। শেপ মেয়ার জীবনে এত ভাল আর কখনও খেলেননি।

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দুই দলই দারুণ অ্যাটাকিং ফুটবল খেলল। আর এই তুল্যমূল্য খেলার জন্য গ্যালারিতে সারাক্ষণ যেমন উত্তেজনা, তেমনি উৎকণ্ঠা। এই খেলা আর কিছু না হোক, সেই সব কোচদের চোখ খুলে দিল—যাঁরা ডিফেন্সিভ ফুটবলে বিশ্বাসী। তাঁরা বুঝলেন, রক্ষণাত্মক খেলাই ফুটবলের অন্তিম ডেকে আনছে।

মুলার গোল দিলেও জার্মানরা বহুকাল ঋণী থাকবেন বনহোফের কাছে। দলে তাঁর আক্রমণের পর থেকে জার্মানীর খেলার আদল পাল্টে গেছে। বনহোফের ফুটবল-কুশলতা জার্মানদের সারা মাঠ বিচরণের দিগদর্শকের কাজ করল। পোলিশদের একাগ্রতা যখনই নষ্ট হয়েছে, জার্মানরা তখনই আঘাত হেনেছেন। জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব দৃষ্ট হল বিরতির পরে। ৬৫ মিনিটে জার্মানরা পেনাল্টি পায়। কিন্তু পোলিশ গোলরক্ষক তোমাসজেস্কি সেটি আটকে দেন। এই বিশ্ব কাপে এটি তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব। কিন্তু কিক্ করার আগেই তিনি নড়াচড়া করেছেন—এই অভিযোগে পুনরায় কিকের সিদ্ধান্ত হল। হ্যোনেশের এই শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যায়। জমুডা হ্যোলৎসেন-বাইনকে ফাউল করায় পেনাল্টি হয়েছিল। ৭৬ মিনিটে বিশ্বের সবচেয়ে সুযোগ-সন্ধানী মুলার আবার এগিয়ে গেলেন পোলিশ পেনাল্টি-এলাকায়, বনহোফের পাসটি তখন এসে পড়ল মুলারের কাছে, তিনি ১-০ করলেন। গোল খেয়ে অপরাজিত পোলিশরা দমলেন না। বরং লাটো, গাডোছা ফ্লাঙ্কে যাদু দেখাতে লাগলেন। গাডোছা জার্মান রক্ষক ব্রাইটনার, বেকেনবাউয়েরকে কাটিয়ে জোরালো শট করলেন, কিন্তু মেয়ারের তৎপরতায় সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

পশ্চিম জার্মানী-পোল্যান্ড কাদা মাঠে খেললেও, একই দিনে অন্য শহর ডর্টমুন্ডে চমৎকার আবহাওয়ায় শুকনো মাঠে নেদারল্যান্ডস ও ব্রাজিল খেলল। বলাবাহুল্য এমন রুক্ষ ফুটবল বহুদিন দেখা যায়নি। ডাচরা তাদের আক্রমণে দ্রুততা বজায় রেখে এবং নব নব পরিকল্পনা রচনা করে গতবারের বিজয়ী ব্রাজিলকে ২-০ গোলে হারাল। ফাউলের এতই আধিক্য দৃষ্ট হল যে, সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে ব্রাজিলের লুইস পেরিরাকে মাঠ থেকে বের করে দিলেন পশ্চিম জার্মান রেফারী কে শেনশার। সন্দেহ নেই নির্দয় ট্যাকলিং করেছেন ব্রাজিলের খেলোয়াড়রা। আঘাত-জর্জরিত হয়ে ডাচ উইঙ্গার রেনসেনব্রিঙ্ক খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে যান। হিংস্রতার দ্বারা ফুটবলের ওস্তাদ ব্রাজিল তার ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করেছে ৯০ মিনিট ধরে। নেদারল্যান্ডসের প্রথম গোলদাতা নিসকেন্সও প্রচণ্ড আঘাত পান। তাঁকে প্রথমার্ধে ক্যারাটে আঘাতে ধরাশায়ী করা হয়। লুইস পেরিরা বহিষ্কৃত হন নিসকেন্সকে হাঁটুতে আঘাত হানায়। তবে নিসকেন্স এতই শক্ত যে, তাঁদের চিকিৎসক ডাঃ কেসেল বলেন, ওর সম্পর্কে আমাদের চিন্তা নেই। যত ভাবনা রেনসেনব্রিঙ্ককে নিয়ে।

এই খেলাটি লোমহর্ষক হয়েছে ভয়ঙ্করতার জন্যই। প্রথমার্ধে ডাচদের প্রচণ্ড

আক্রমণ রুখতে ব্রাজিল যেভাবে ট্যাক্‌ল করছিল, তা দেখে রক্ত হিম হয়। রেফারিও সজাগ দৃষ্টি রাখলেন এবং ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডারের নাম টুকে নিলেন। প্রথমার্ধে তারা এইভাবে নেদারল্যান্ডসকে রুখলেও দ্বিতীয়ার্ধে ডাচদের গতিকুশলতার কাছে ব্রাজিল মাথা নত করতে বাধ্য হয়।

ওয়েস্টফালেন স্টেডিয়াম এদিন আবার ফুটবলের পরিবেশে ফিরে আসে। ডাচ সমর্থকরা কাতারে কাতারে হাজির হন তাঁদের নানা ধরনের বাদ্যভাণ্ড সহ। প্রকৃত-পক্ষে এই স্টেডিয়াম কখনও এর আগে এমনভাবে জয়গানে মুখরিত হয়নি। নেদার-ল্যান্ডসের ৩৫ হাজার সমর্থক মাঠে ছিলেন।

শুরু থেকেই ব্রাজিল ছন্দহারা ছিল। ডাচরা তখনই গোলের সুযোগ পেয়ে তা কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর হয়। ক্রুয়েফের সোয়ার্ভিং কর্ণার-কিক্‌ ব্রাজিল গোল-রক্ষক লিয়াও ঘুষি মেরে ক্লিয়ার করেন। এর সাত মিনিট পরে জানসেনের একটি শট বাউন্স করে ব্রাজিল ডিফেন্ডার কাছাকাছি পেঁৗছে যায়, কাছেই ছিলেন ক্রুয়েফ, তিনি পা ঠেকাতেই বিপজ্জনকভাবে বল গোলে হাজির হয়, লিয়াও এবারও বলটি বারের উপর দিয়ে বের করে দেন।

সূচনায় যাই হোক, ব্রাজিলের লক্ষ্য ছিল জয়ের দিকে। কারণ একমাত্র জয়ই তাদের ফাইনালে পেঁৗছে দিতে পারত। তারা প্রতি-আক্রমণও করে। ১৫ মিনিটের মধ্যে ওরা একটি সুযোগও সৃষ্টি করে। ভাল্ডোমিরো ডাচদের অফ্‌-সাইড হওয়ার কৌশলের দিকে লক্ষ্য রেখে জংব্লডকে প্রায় পরাস্ত করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দেরীর সুযোগে ডাচ ডিফেন্ডাররা ভাল্ডোমিরোকে আটকে দিল। এর পরেই ডাচরা সতর্ক হয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ আক্রমণের তীব্রতা কমিয়ে বল পেয়ে দ্রুত এগোল ডিরকু সমভিব্যাহারে এবং সেটি অবশেষে বাড়ালেন পাউলো সিজারকে। পাউলোর শট বারের উপর দিয়ে চলে যেতে রিভেলিনো মস্তকে করাঘাত করতে লাগলেন। এরপর ব্রাজিল দলে হতাশা নেমে আসে।

গত আট বছরের আন্তর্জাতিক ফুটবলে ব্রাজিলের পরাজয়ের আভাস মিলেছিল এবার জার্মানীতে শুরু থেকেই। আর ৩ জুলাই খেলার ৫০ মিনিটে নেদার-ল্যান্ডসের নিসকেন্স অন্ধকারতম ক্ষণটি এনে দিলেন। যোহান ক্রুয়েফের একটি নিখুঁত পাস তিনি ব্রাজিলের গোলে ঠেলে দেন ( ১-০ )। এর ১৫ মিনিট পরে ক্রুয়েফ সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ে অরক্ষিত থেকে লেফট উইং থেকে রেনসেনব্রিঙ্কের ক্রসটি অনবদ্য নৈপুণ্যে গোলে পাঠিয়ে দেন ( ২-০ )।

এরপর উৎকণ্ঠিত ব্রাজিল সারাক্ষণ মারপিট করে খেলল। তারা দাঁড়াতে পারেনি ডাচ-আক্রমণের সামনে। আপ্রাণ চেষ্টায় দু-একবার ডাচ গোলসীমান্তে হানা দেয়, কিন্তু বিপক্ষের শক্তিশালী ডিফেন্স তা চূর্ণ করে। শূন্যের বলগুলিতে ব্রাজিল একেবারেই অকেজো ছিল।

এরই মাঝে শুরু হয় মারপিট। জে মারিয়া ডাচ ব্যাকের সঙ্গে হাতাহাতি

করতেই রেফারি কর্তৃক সতর্কিত হলেন, হুঁশিয়ারি পেলেন পেরিরা। জানসেনকে মারার জন্য মারিও মারিনোর নাম টুকে নেওয়া হল। সতর্কিত হলেন রিভেলিনোও।

ছন্দহারা ব্রাজিল ৬২ মিনিটের সময় মিরালডিনাকে বসিয়ে পাউলো সিরাজকে (লিমা) নামায়। কিন্তু এর ৩ মিনিট পরেই তো ডাচদের দ্বিতীয় গোলটি হয়েছে। ৯০টি মিনিট অসম্ভব চাপ সৃষ্টি করে নেদারল্যাণ্ডস খেলেছে। ব্রাজিল নড়াচড়ার সামান্যই সুযোগ পেয়েছিল।

খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেমে গেল যখন নেদারল্যাণ্ডস দুই গোলে এগিয়ে যায়। গ্যালারিগুলোয়ও কেমন যেন প্রশান্তি নেমে এল। নেদারল্যাণ্ডস ফাইনালে পশ্চিম জার্মানীর মুখোমুখি হওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করে নিল। ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের আগে পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগি-তায় পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে ১৯ বার। এর মধ্যে পশ্চিম জার্মানী জিতেছে ৭ বার, নেদারল্যাণ্ডস ৬ বার। ড্র ৬ বার। কেউই এ পর্যন্ত ২ গোলের বেশি ব্যবধানে জিততে পারেনি।

ডুসেলডর্ফে সুইডেন ও যুগোশ্লাভিয়ার খেলাটি ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হল। উভয় দলই গোল করার সুযোগ পায়। কিন্তু সুইস গোলরক্ষক হেলস্ট্রোয়েম ও যুগোশ্লাভ গোলরক্ষক মারিকের দৃঢ়তায় অধিকাংশ সুযোগ ব্যর্থ হয়। যুগোশ্লাভিয়া ২৫ মিনিটে সুরজাকের গোলে এগিয়ে যায়। তাঁকে পাসটি দেন জাজিক। সুইডেনের এস্ট্রোয়েমের ভুল পাসই এই গোলের প্রধান কারণ। তবে তিনি বিরতির পরে কর্ণার-কিক্ থেকে বল পেয়ে ১-১ করেন মারিকের মাথার উপর দিয়ে বল মেরে। এরপর যুগোশ্লাভরা মাঝমাঠেই বল সীমিত রাখে। সমাপ্তির ৫ মিনিট আগে এস্ট্রোয়ামের কাছ থেকে বল পেয়ে স্যাণ্ডবার্গ সেটি বাড়ান টর্টেনসনকে। তিনি ২-১ করলেন।

ডুসেলডর্ফে যেমন সুইডেন-যুগোশ্লাভিয়ার খেলায় গুরুত্ব ছিল না, তেমনি গেলসেনকিরখেনে পূর্ব জার্মানী-আর্জেন্টিনার খেলাও নিয়মরক্ষাই বটে। প্রথমার্ধে গোল দুটি হয়েছে। ১৪ মিনিটে পূর্ব জার্মানীর স্ট্রেশ ১-০ করেন। ৭ মিনিটের মধ্যে আর্জেন্টিনার হ্যাণ্ডসম্যান সেটি শোধ দেন। বিরতির পর খেলা চলে তুল্য-মূল্য। এই সময় হঠাৎ এক তরুণ ও এক তরুণী জ্বলন্ত দুটি লাল পতাকা নিয়ে মাঠে প্রবেশ করেন। পুলিস তেড়ে গেলে তারা বেরিয়ে যায়।

লীগের শেষ খেলায় পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জিতে পশ্চিম জার্মান খেলোয়াড়দের মনোবল দৃঢ় হল। ৭ জুলাই নেদারল্যাণ্ডসের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলতে তাদের আস্থা বেড়ে গেল। ৩ জুলাই শেষরাত্রে তারা মিউনিখ শহর থেকে কিছু দূরে গ্রানওয়াল্ড স্পোর্টস স্কুলে আস্তানা নিল। ফ্রাঙ্কফার্ট ছাড়ার আগে তারা নেদার-ল্যাণ্ডস-ব্রাজিল খেলার প্রথমার্ধটুকু দেখে। ৪ জুলাই মিউনিখে যে অনুশীলন হল তা প্রেস কনফারেন্সেরই অঙ্গ বৈ নয়। সকলেই ছুটির মেজাজে বল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে, গা ছাড়া ব্যায়াম করেছে। ২০ জন পুলিস প্রবেশ দুয়ারে, আরও ২০ জন

মাঠের কাছাকাছি এবং দাঁড় দিয়ে ঘেরা মাঠের চতুর্দিকে কয়েকশো নিরাপত্তা রক্ষী। উদ্যোক্তারা কিছুতেই ১৯৭২-এর ওলিম্পিক হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি হতে দেবেন না।

অটোগ্রাফ শিকারীরা কাছাকাছি আসতে না পেরে পুলিসের কাছে বইগুলো পাঠাতে থাকেন। তাদের বদলে ছবি তুলল ওই পুলিসরাই। বন্দুক রাইফেলের বদলে তাদের হাতে মাঝে মাঝে ক্যামেরার ক্লিক্।

অধিনায়ক বেকেনবাউয়ের বললেন ঃ জার্মানরা পোল্যান্ডের মতো এমন শক্তিশালী দলের সঙ্গে কখনও খেলেনি। ৭ জুলাই অর্থাৎ রবিবারের ফাইনাল সম্পর্কে কোচ হেলমুট শ্যোন বললেন ঃ নিজের দেশে খেলতে হলে অনেক ঝুঁকি থাকে। সমর্থকরা খুঁটিনাটি নিয়েও সমালোচনা করেন। তবে আমার বিশ্বাস আমার ছেলেরা নেদারল্যাণ্ডসকে হারাবেই। ওদের ডিফেন্স অ্যাটাকিং লাইনের মতো শক্ত নয়। ডাচদের পায়ে যখন বল থাকে, তখন ওরা ভীষণ—ভীষণ রকমের ভাল। কিন্তু বিপক্ষের পায়ে বল গেলে ওদের সেই চমৎকারিত্ব দেখা যায় না। ওরা তখন ভুল করে।

পশ্চিম ইউরোপেরই দুটি দল এবার ফাইনালে উঠলেও শ্যোন পরিস্কার জানান, 'তাই বলে ভাববেন না, আমরা ফুটবলে খুব উন্নত। মনে রাখতে হবে ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপের পর আমাদের ফুটবলে তেমন কোনো উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।'

ইউরোপের সংবাদপত্রগুলি পশ্চিম জার্মানী ও নেদারল্যাণ্ডসের ফাইনালে ওঠা সম্পর্কে বলে ঃ দুটি যোগ্য দল ফাইনালে এসেছে। ভিয়েনার 'ক্রোনেন জাইটাং'-পত্রিকায় অস্ট্রিয়ার কোচ ম্যাকস মার্কেল লেখেন ঃ ডাচদের দুই উইং থেকে আক্রমণ জার্মানদের নাস্তানাবুদ করবে। সমালোচকরা নেদারল্যান্ডসকে নতুন যুগের 'সুপার টিম' আখ্যাত করেছেন। পোল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডস সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ঃ দুই দলই আক্রমণাত্মক ও দুঃসাহসিক খেলার স্টাইলে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার এক ফুটবল বিশেষজ্ঞ বলেন ঃ আগামী শতাব্দীর ফুটবল কোন্ ধাঁচে হবে, ওলন্দাজরা তা দেখালেন। তাঁরা সর্বাত্মক আক্রমণ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ফাইনালে এসেছে অপরাজিত থেকে। গোলরক্ষক ছাড়া বাকি ১০ জন ওঠানামা করেন একই সঙ্গে। ফুলব্যাক, হাফব্যাক প্রভৃতির খেলার ধারণাই বদলে দিয়েছেন। ডিফেণ্ডাররা ক্ষণে ক্ষণে স্ট্রাইকার হন। আবার স্ট্রাইকাররা প্রয়োজনে ডিফেণ্ডার।

**তৃতীয় স্থান**—মিউনিখে ৬ জুলাই তিনবারের বিশ্ব কাপ বিজয়ী ব্রাজিল ০-১ গোলে পোল্যাণ্ডের কাছে হেরে চতুর্থ স্থান পেল। তৃতীয় হল পোল্যাণ্ড। ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে ৮০ হাজার দর্শক ভাল খেলা দেখার আশা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বিরক্তিকর খেলা হল এটি এবং তার জন্য মূলত দায়ী ব্রাজিল। শুধু রক্ষণাত্মকই খেলেনি তারা, মাঝে মাঝেই ফাউল করেছে। ৭৪ মিনিটের সময় পোল্যান্ডের জয়সূচক গোলটি করেন লাটো। লাটো এর আগে এবার ছটি গোল করেন এবং এখন পর্যন্ত তিনি স্কোরারদের শীর্ষে।

ব্রাজিলের কারুর খেলাই এদিন চোখে পড়েনি। রিভেলিনো, জেয়ারজিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো প্রমুখ কারুর খেলাতেই এখনও পর্যন্ত পেলে, গার্সন, টোস্টাও-র যে খেলা আছে সেটুকুও দেখা গেল না।

## ফাইনাল

ফাইনাল খেলা ঘিরে শুধু মিউনিখে নয়—গোটা জার্মানীতে উত্তেজনা চরমে। উত্তেজনা নেদারল্যাণ্ডস থেকে আগত হাজার হাজার সমর্থকের মধ্যেও। ফাইনাল দেখার জন্য ৩০ মার্ক দামের এক-একখানা টিকিটের কালোবাজারে দর ওঠে ১৫০০ মার্ক। সাদা বাজারের টিকিটের দালালরাই ওই দাম হাঁকেন। নেদারল্যাণ্ডস সমর্থকদের জন্য তিন হাজার টিকিট সংরক্ষিত ছিল, কিন্তু তা সিন্ধুতে বিন্দু হয়। এবং কালোবাজারে আকাশছোঁয়া দামে টিকিট বিক্রি হয়। বাধ্য হয়ে ডাচ সমর্থকরা বারে, কাফেতে ও রেস্তোরাঁর টেলিভিশনে খেলা দেখলেন।

সন্দেহ নেই, এবারের বিশ্ব কাপের মত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা কখনও হয়নি। এর মধ্যে আবার সর্বাধিক কঠোরতা অবলম্বিত হল ফাইনালের দিনে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের 'সেক্রেটারী অফ স্টেট' ডঃ হেনরি কিসিঞ্জার খেলা দেখতে এলে। প্রধান ফটকে তাঁর গাড়ি থামিয়ে ঘিরে ধরেন পুলিসের মেশিনগান ও রাইফেল বাহিনী। ওইভাবে ঘিরেই তাঁকে নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে যাওয়া হয়। সমাপ্তির ১০ মিনিট পরে তিনি যখন বের হলেন, তখনও অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল।

ওলিম্পিক স্টেডিয়ামে বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে ছিলেন, ইংল্যাণ্ডের নতুন ম্যানেজার ডন রিভি এবং স্কটিশ ম্যানেজার উইলি ওরমণ্ড। নেদারল্যাণ্ডসের পরাজয়ের পর তিনি বললেন: আমার স্কটল্যাণ্ড দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠতে না পারলেও একটি বিষয়ে গর্ব করতে পারে, সেটি—এই প্রতিযোগিতায় স্কটল্যাণ্ড কারুর কাছে হারেনি।

ফাইনাল শুরুর এক ঘণ্টা আগে মিউনিখ স্টেডিয়ামের হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দেওয়া হল দেড় হাজার সুন্দরী মেয়ের সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত দ্বারা। এর নেতৃত্ব করলেন কানাডার এক তন্বী। এল ১৬টি বাস—চূড়ান্ত পর্যায়ের ১৬টি দলের ব্যানার লাগিয়ে।

পশ্চিম জার্মানী: নেদারল্যাণ্ডস—৭ জুলাই জার্মানদের সব উৎকণ্ঠা, রক্তচাপের নিম্ন বা উর্ধ্বগতি এবং সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটল অপরাহ্নে—যখন তারা ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপে সবচেয়ে ফেভারিট টিম নেদারল্যাণ্ডসকে ২-১ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয়বার ফুটবলে বিশ্বজয়ী হল এবং প্রথম ফিফা কাপ জিতল। ০-১ পিছিয়ে পড়েও পশ্চিম জার্মানী চমৎকার ক্রীড়া-নৈপুণ্য দ্বারা বিজয়ী হয়েছে।

তবে সর্বকালের বৃহত্তম ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালের মাঝে মাঝে অত্যন্ত 'রাফ' খেলা হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের রেফারি টেলর একাধিক খেলোয়াড়কে সতর্ক

করেছেন। ১৯৭০-এর ফাইনালে ব্রাজিল যেমন উচ্চমানের ফুটবল দেখিয়েছিল, তা তো দেখা গেলই না—এমন কি ১৯৬৬-র মতোও খেলা হল না।

জার্মানীর জয়ের জন্য যদি একজন খেলোয়াড়েরও কৃতিত্ব থাকে, তবে তিনি ফোগটস। সোনালী চুলের হ্রস্বকায় ডিফেন্ডার এই ফোগটস ক্ষণে ক্ষণে নেদারল্যান্ডসের সবচেয়ে সক্রিয় ক্রুয়েফকে রুখে দিয়েছেন। ব্যর্থ করে দিয়েছেন একের পর এক সব আক্রমণ। ক্রুয়েফ যখনই বল পেয়ে জার্মান রক্ষণভাগে প্রবেশ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছেন ফোগটস, ধ্বংস করে দিয়েছেন নেদারল্যান্ডসের বিশ্ব কাপ জয়ের আশাকে। বলা বাহুল্য এবারের বিশ্ব কাপে এমন মুখোমুখি লড়াই আর হয়নি। অবশ্য শেষের দিকে ক্রুয়েফ একবার জার্মানীর বেকেনবাউয়েরকে অতিক্রম করেছিলেন।

ক্রুয়েফকে রোখার সঙ্গে সঙ্গে নেদারল্যান্ডসের সব কুশলতা ও নৈপুণ্য যেন ধাক্কা খেল। শুরুতে যে ঔজ্জ্বল্যের হদিশ মিলেছিল, কিছু পরেই তা ধূসর হয়ে গেল। মনে হল শস্যপূর্ণ জমিতে কেউ চাষ করে সব নষ্ট করে গেল। অবশ্য ডাচ দলে নিসকেন্সের স্ট্যামিনা ও সাহস, ভান হানেজেমের চমৎকার সোয়ার্ভিং পাস, জানসেনের দ্রুততা, সুরবিয়র ও রুলের বল নিয়ে যাওয়ার জুড়ি কমই মেলে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বল ডাচদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে রেনসেনব্রিঙ্কের বদলী ভান ডার কারখফ সুযোগগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারেননি। তখন হয় ডাচদের শটগুলি নিখুঁত ছিল না, কিংবা জার্মানদের গোলরক্ষক মেয়ার সেগুলি আটকেছেন।

শুরুর প্রথম মিনিটে দুটি ফাউল করায় ফোগটসকে সতর্ক করা হলেও মেজাজ হারিয়ে খেলছিল ডাচরা। আর ক্রুয়েফকে দেখান হল হলুদ কার্ড।। বিরতির সময় দুই দল মাঠ ছেড়ে বের হচ্ছে যখন, তখন ক্রুয়েফ তর্ক করছিলেন রেফারির সঙ্গে। তার আগে তিনি জার্মান গোলরক্ষকের উপর নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ফাউলের জন্য সতর্ক হন ভান হানেজেম ও নিসকেন্স।

সন্দেহ নেই জার্মানরা ভাল খেলেই জিতেছে। কিন্তু তাদের শুরুটা ছিল জলুষহীন। নেদারল্যান্ডসের পরাজয়ে অনেকেরই চোখে মুখে বিষাদ নেমে আসে, কেন না—প্রথম মিনিটের একটু পরেই পেনাল্টি পেয়ে ডাচরা ১-০ এগিয়েছিল। বনহোফ ও হ্যোনেসকে কাটিয়ে ক্রুয়েফ এগোতে গেলেই তাঁকে ভূপাতিত করা হয়। নিসকেন্সের পেনাল্টি কিকে গোল খেয়ে কুড়ি মিনিট যাবৎ জার্মানরা যেন অসাড় হয়ে রইল।

ডাচরা ভুল পথেই চালিত হল। জার্মানীর ওভারাথকে রুখে দিল। দুই উইংকে আটকে রাখল। তাদের ধারণা হল, জার্মানদের খেলতে না দিলেই বিশ্ব কাপ জয় করা যাবে। এইখানেই ডাচদের স্ট্র্যাটেজিতে ভুল হল।

তখন জার্মানীর লক্ষ্য—মাত্র একটি গোল। কেননা, একটি গোল দিতে পারলেই খেলার মোড়ও ঘুরবে। ডাচরা কোনরকমে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে দেখে জার্মানরা লম্বা লম্বা পাসে খেলতে লাগল। এইভাবে বল নিয়ে হ্যোলৎসেনবাইন বাঁ দিক

থেকে ডাচ পেনাল্টি-সীমানায় ঢুকতেই জানসেন তাঁকে ফাউল করে ফেলে দিলেন। পেনাল্টি হল এবং ব্রাইটনার ১-১ করলেন। এবার মিউনিখ ওলিম্পিক স্টেডিয়াম উল্লাসে ফেটে পড়ল। জার্মানদের পায়ে এরপর যখনই বল, তখনই গগনভেদী চিৎকার।

জার্মানরা 'ডবল উইং' প্রথা প্রয়োগ শুরু করল এবং তা সফল হল। হ্যোনেস বিরাট জমি জুড়ে খেলতে লাগলেন। হ্যোলৎসেনবাইন ও গ্রাবোস্কি ডাচ ফ্লাঙ্কে হানা অব্যাহত রাখলেন নাছোড়বান্দার মতো। গোটা প্রতিযোগিতায় যে সুরবিয়র ও ক্রল অ্যাটাকিং ব্যাক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন, আজ অবশেষে তাঁরাও হার মানলেন জার্মানদের ক্রীড়াশৈলীর কাছে। ৬৩ মিনিটে বেকেনবাউয়ের সামান্যের জন্য জংব্লডকে পরাস্ত করতে পারেননি। তাঁর ফ্রি-কিক্ ক্রসবারের উপর দিয়ে ঘুষি মেরে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু সাত মিনিট পরে মুলার জয়সূচক গোলটি (২-১) দিলেন।

গ্রাবোস্কি বল নিয়ে দ্রুত দৌড়ে বনহোফকে বাড়ালেন। রাইট উইং বরাবর তিনি সেটি পাঠালেন কর্ণার ফ্লাগের কাছে। ততক্ষণে গ্রাবোস্কি সেখানে পৌঁছে-ছেন। বল ধরে তৎক্ষণাৎ নিচু সেন্টার করলেন মুলারের কাছে। তাঁর কাছে তখন কোনো ডাচ ডিফেন্ডার ছিলেন না ট্যাক্‌ল করবার জন্য। দশ গজ দূর থেকে মুলারের শট জংব্লড ধরতে পারলেন না।

দ্বিতীয়ার্ধে জার্মান খেলোয়াড়দের অপেক্ষা সমর্থকদের বেশি উৎকণ্ঠিত মনে হচ্ছিল। উৎকণ্ঠা প্রেসিডেন্ট ভালটার শীলের চোখে মুখেও। ডাচরা মাঝে মাঝেই বল নিয়ে এগোতে থাকায় জার্মান দর্শকদের রক্তের চাপ বোধহয় বাড়ছিল। বেকেন-বাউয়ের তখন যেমন শূন্যে, তেমনি জমিতেও সজাগ প্রহরী। ক্রুয়েফের একটি ফ্রি-কিক্‌ও চমৎকারভাবে আটকালেন মেয়ার তাঁর নমনীয় দেহ ছুঁড়ে দিয়ে। নেদার-ল্যান্ডসের এটিই ছিল দারুণ সুযোগ এবং গোল হলে অতিরিক্ত সময় খেলা ছাড়া উপায় ছিল না। কারখফের পাস থেকে নিসকেন্সের একটি জোরালো ভলি কোনো-ক্রমে মেয়ার পোস্টের গায়ে ছুটে এসে ঠেকালেন। সমাপ্তির ২৫ মিনিট আগে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রিজবার্জেন বেরিয়ে গেলে বদলে ডে জং এসে ডাচ খেলার কোনোই উন্নতি ঘটাতে পারেননি।

তবে ওই অবস্থাতেই তারা মাঝ-মাঠ অতিক্রম করে এগোল। কিন্তু প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের দৃঢ়তায় গোল দেওয়া সম্ভব হয়নি। জার্মানরাও অনুরূপ সুযোগ পায়। কিন্তু মুলারের গোলই তো যথেষ্ট। আর সেটিই তো বেকেনবাউয়েরের নতুন ফিফা কাপ গ্রহণের পথ করে দিয়েছে।

ডাচদের সান্ত্বনা—তারা এই প্রতিযোগিতায় এদিনই প্রথম হারল এবং সে হার যোগ্য দলের কাছেই। অবশ্য বিজয়ীরা সর্বক্ষণ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারেনি।

খেলা শেষে জার্মান প্রেসিডেন্ট ভালটার শীল ফিফা কাপ তুলে দেন অধিনায়ক ফ্রানজ বেকেনবাউয়েরের হাতে। তিনি সেটি দেন প্রত্যেক খেলোয়াড়কে এবং অব-শেষে দেওয়া হল গত ১০ বছরের জাতীয় কোচ হেলমুট শ্যোনকে।

মাঠে শোভন আচরণের জন্য ৩২ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে পশ্চিম জার্মানী 'ফেয়ার প্লে' ট্রফিও পেল। এতে দ্বিতীয় পোল্যাণ্ড (৩০) ও তৃতীয় হয় নেদারল্যাণ্ডস (২৫)।

## প্রাথমিক পর্যায় বা বাছাই পর্ব

( মোট ৯৮টি দেশ )

### ইউরোপ ঃ গ্রুপ—১

স্থইডেন, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, মাল্টা

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| মাল্টা—০ | ঃ | হাঙ্গেরি—২ | অস্ট্রিয়া—২ | ঃ | হাঙ্গেরি—২ |
| অস্ট্রিয়া—৪ | ঃ | মাল্টা—০ | মাল্টা—০ | ঃ | অস্ট্রিয়া—২ |
| হাঙ্গেরি—৩ | ঃ | মাল্টা—০ | হাঙ্গেরি—২ | ঃ | অস্ট্রিয়া—২ |
| স্থইডেন—০ | ঃ | হাঙ্গেরি—০ | স্থইডেন—৩ | ঃ | অস্ট্রিয়া—২ |
| অস্ট্রিয়া—২ | ঃ | স্থইডেন—০ | হাঙ্গেরি—৩ | ঃ | স্থইডেন—৩ |
| স্থইডেন—৭ | ঃ | মাল্টা—০ | মাল্টা—১ | ঃ | স্থইডেন—২ |

স্থইডেন গ্রুপ বিজয়ী।

### গ্রুপ—২

ইতালি, স্থইজারল্যাণ্ড, তুরস্ক, লুক্সেমবার্গ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| লুক্সেমবার্গ—০ | ঃ | ইতালি—৪ | ইতালি—৫ | ঃ | লুক্সেমবার্গ—০ |
| স্থইজারল্যাণ্ড—০ | ঃ | ইতালি—০ | লুক্সেমবার্গ—০ | ঃ | স্থইজারল্যাণ্ড—১ |
| লুক্সেমবার্গ—২ | ঃ | তুরস্ক—০ | স্থইজারল্যাণ্ড—০ | ঃ | তুরস্ক—০ |
| তুরস্ক—৩ | ঃ | লুক্সেমবার্গ—০ | স্থইজারল্যাণ্ড—? | ঃ | লুক্সেমবার্গ—? |
| ইতালি—০ | ঃ | তুরস্ক—০ | ইতালি—২ | ঃ | স্থইজারল্যাণ্ড—০ |
| তুরস্ক—০ | ঃ | ইতালি—১ | তুরস্ক—? | ঃ | স্থইজারল্যাণ্ড—? |

ইতালি গ্রুপ বিজয়ী।

### গ্রুপ—৩

বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| বেলজিয়ম—৪ | ঃ | আইসল্যাণ্ড—০ | আইসল্যাণ্ড—? | ঃ | নরওয়ে—? |
| আইসল্যাণ্ড—০ | ঃ | বেলজিয়ম—৪ | নেদারল্যাণ্ড—৫ | ঃ | আইসল্যাণ্ড—০ |
| নরওয়ে—৪ | ঃ | আইসল্যাণ্ড—১ | আইসল্যাণ্ড—১ | ঃ | নেদারল্যাণ্ডস—৮ |
| নরওয়ে—০ | ঃ | বেলজিয়ম—২ | বেলজিয়ম—? | ঃ | নেদারল্যাণ্ডস—২ |
| নেদারল্যাণ্ডস—৯ | ঃ | নরওয়ে—০ | বেলজিয়ম—? | ঃ | নরওয়ে—? |
| বেলজিয়ম—০ | ঃ | নেদারল্যাণ্ডস-০ | নেদারল্যাণ্ডস-০ | ঃ | বেলজিয়ম—০ |

নেদারল্যাণ্ডস গ্রুপ বিজয়ী।

? = ফল পাওয়া যায়নি।

### গ্রুপ—৪

রোমানিয়া, পূর্ব জার্মানী, আলবানিয়া, ফিনল্যাণ্ড

| | | | |
|---|---|---|---|
| ফিনল্যাণ্ড—১ | : আলবানিয়া—০ | রোমানিয়া—১ | : পূর্ব জার্মানী—০ |
| ফিনল্যাণ্ড—১ | : রোমানিয়া—১ | ফিনল্যাণ্ড—১ | : পূর্ব জার্মানী—৫ |
| পূর্ব জার্মানী—৫ | : ফিনল্যাণ্ড—০ | পূর্ব জার্মানী—২ | : রোমানিয়া—০ |
| রোমানিয়া—২ | : আলবানিয়া—০ | আলবানিয়া—? | : ফিনল্যাণ্ড—? |
| পূর্ব জার্মানী—২ | : আলবানিয়া—০ | রোমানিয়া—৯ | : ফিনল্যাণ্ড—০ |
| আলবানিয়া—১ | : রোমানিয়া—৪ | আলবানিয়া—? | : পূর্ব জার্মানী—? |

পূর্ব জার্মানী গ্রুপ বিজয়ী।

### গ্রুপ—৫

ইংল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ওয়েলস

| | | | |
|---|---|---|---|
| ওয়েলস—০ | : ইংল্যাণ্ড—১ | পোল্যাণ্ড—২ | : ইংল্যাণ্ড—০ |
| ইংল্যাণ্ড—১ | : ওয়েলস—১ | পোল্যাণ্ড—৩ | : ওয়েলস—০ |
| ওয়েলস—২ | : পোল্যাণ্ড—০ | ইংল্যাণ্ড—১ | : পোল্যাণ্ড—১ |

পোল্যাণ্ড গ্রুপ বিজয়ী।

### গ্রুপ—৬

বালগেরিয়া, পোর্তুগাল, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড; সাইপ্রাস

| | | | |
|---|---|---|---|
| পোর্তুগাল—৪ | : সাইপ্রাস—০ | বালগেরিয়া—২ | : পোর্তুগাল—১ |
| সাইপ্রাস—০ | : পোর্তুগাল—১ | উঃ আয়ারল্যাণ্ড-৩ | : সাইপ্রাস—০ |
| বালগেরিয়া—৩ | : উঃ আয়ারল্যাণ্ড-০ | উঃ আয়ারল্যাণ্ড-০ | : বালগেরিয়া—০ |
| সাইপ্রাস—০ | : বালগেরিয়া—৪ | পোর্তুগাল—২ | : বালগেরিয়া—২ |
| সাইপ্রাস—১ | : উঃ আয়ারল্যাণ্ড—০ | পোর্তুগাল—? | : উঃ আয়ারল্যাণ্ড—? |
| উঃ আয়ারল্যাণ্ড-১ | : পোর্তুগাল—১ | বালগেরিয়া—২ | : সাইপ্রাস—০ |

বালগেরিয়া গ্রুপ বিজয়ী।

### গ্রুপ—৭

যুগোশ্লাভিয়া, স্পেন, গ্রীস

| | | | |
|---|---|---|---|
| স্পেন—২ | : যুগোশ্লাভিয়া—২ | স্পেন—৩ | : গ্রীস—১ |
| যুগোশ্লাভিয়া—১ | : গ্রীস—০ | যুগোশ্লাভিয়া—০ | : স্পেন—০ |
| | | যুগোশ্লাভিয়া—১ | : স্পেন—০ |
| গ্রীস—২ | : স্পেন—৩ | গ্রীস—২ | : যুগোশ্লাভিয়া—৪ |

যুগোশ্লাভিয়া গ্রুপ বিজয়ী।

? = ফল পাওয়া যায়নি।

গ্রুপ—৮

চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, স্কটল্যাণ্ড

ডেনমার্ক—১ ঃ স্কটল্যাণ্ড—৪ চেকোশ্লোভাকিয়া—১ ঃ ডেনমার্ক
স্কটল্যাণ্ড—২ ঃ ডেনমার্ক—০ স্কটল্যাণ্ড—২ ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া—১
ডেনমার্ক—১ ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া-১ চেকোশ্লোভাকিয়া-১ ঃ স্কটল্যাণ্ড—০

স্কটল্যাণ্ড গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৯

সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড

ফ্রান্স—১ ঃ সোভিয়েত—০ ঃ সোভিয়েত—১ ঃ রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—০
রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—১ ঃ সোভিয়েত—২ ফ্রান্স-১ ঃ রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড-১
রিপাব্লিক আয়ারল্যাণ্ড—২ ঃ ফ্রান্স—১ সোভিয়েত—২ ঃ ফ্রান্স—০

সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রুপ বিজয়ী।

১ নম্বর থেকে ৮ নম্বর গ্রুপে প্রতিটি বিজয়ী দল বা দেশ পশ্চিম জার্মানীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার জন্য বিবেচিত হয়। তবে ৯ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী ও দক্ষিণ আমেরিকার ৩ নম্বর গ্রুপের বিজয়ীর মধ্যে তিনটি খেলায় যারা বিজয়ী হয় তারাই চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার যোগ্য। এই দুই গ্রুপে বিজয়ী ছিল যথাক্রমে রাশিয়া ও চিলি। এদের মধ্যে চিলিই চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।

দক্ষিণ আমেরিকা

গ্রুপ—১

উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, ইকোয়েডর

কলম্বিয়া—? ঃ ইকোয়েডর—? ইকোয়েডর—১ ঃ উরুগুয়ে—২
কলম্বিয়া—০ ঃ উরুগুয়ে—০ উরুগুয়ে—০ ঃ কলম্বিয়া—১
ইকোয়েডর—? ঃ কলম্বিয়া—? উরুগুয়ে—৪ ঃ ইকোয়েডর—০

উরুগুয়ে গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—২

আর্জেণ্টিনা, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া

বলিভিয়া—? ঃ প্যারাগুয়ে—? বলিভিয়া—১ ঃ আর্জেণ্টিনা—০
আর্জেণ্টিনা—৪ ঃ বলিভিয়া—০ প্যারাগুয়ে— ঃ বলিভিয়া—?
প্যারাগুয়ে—১ ঃ আর্জেণ্টিনা—১ আর্জেণ্টিনা—৩ ঃ প্যারাগুয়ে—১

আর্জেণ্টিনা গ্রুপ বিজয়ী।

? = ফল পাওয়া যায়নি।

গ্রুপ—৩

পেরু, চিলি, ভেনেজুয়েলা

( ভেনেজুয়েলা নাম প্রত্যাহার করে )

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| পেরু—২ | ঃ | চিলি—০ | চিলি—২ | ঃ | পেরু—০ |
| | | | চিলি—২ | ঃ | পেরু—১ |

চিলি গ্রুপ বিজয়ী

১ ও ২ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী দুটি দেশ চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য বিবেচিত হয়। চিলি ইউরোপের ৯ নম্বর গ্রুপের বিজয়ীর সঙ্গে খেলে জিতে পশ্চিম জার্মানীতে যায়।

**উত্তর ও মধ্য আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ**

গ্রুপ—১

কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাষ্ট্র

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| কানাডা—৩ | ঃ | যুক্তরাষ্ট্র—২ | মেক্সিকো—৩ | ঃ | যুক্তরাষ্ট্র—১ |
| কানাডা—০ | ঃ | মেক্সিকো—১ | মেক্সিকো—২ | ঃ | কানাডা—১ |
| যুক্তরাষ্ট্র—২ | ঃ | কানাডা—২ | যুক্তরাষ্ট্র—১ | ঃ | মেক্সিকো—২ |

মেক্সিকো গ্রুপ বিজয়ী

গ্রুপ—২

গুয়াতেমালা, এল সালভেডর

গুয়াতেমালা—১ ঃ এল সালভেডর—০ এল সালভেডর—০ ঃ গুয়াতেমালা—১

গুয়াতেমালা গ্রুপ বিজয়ী

গ্রুপ—৩

কোস্টা রিকা, হণ্ডুরাস

হণ্ডুরাস—২ ঃ কস্টা রিকা—১ কস্টা রিকা—৩ ঃ হণ্ডুরাস—৩

হণ্ডুরাস বিজয়ী

গ্রুপ—৪

জামাইকা, নেদার্ল অ্যাণ্টিলেস

জামাইকা নাম প্রত্যাহার করায় নেদার্ল অ্যাণ্টিলেস বিজয়ী।

গ্রুপ—৫

হাইতি, পোর্টো রিকো

হাইতি—৭ ঃ পোর্টো রিকো—০ পোর্টো রিকো—০ ঃ হাইতি—৫

হাইতি গ্রুপ বিজয়ী।

গ্রুপ—৬

স্যুরিনাম, ত্রিনিদাদ, আণ্টিগ্যুয়া

ত্রিনিদাদ—১১ : আণ্টিগ্যুয়া—১ ত্রিনিদাদ—১ : স্যুরিনাম—১
আণ্টিগ্যুয়া—১ : ত্রিনিদাদ—২ আণ্টিগ্যুয়া—০ : স্যুরিনাম—৬
স্যুরিনাম—১ : ত্রিনিদাদ—২ স্যুরিনাম—৩ : আণ্টিগ্যুয়া—২

ত্রিনিদাদ গ্রুপ বিজয়ী।

ছয়টি গ্রুপের বিজয়ীদের ফাইনাল

হণ্ডুরাস—২ : ত্রিনিদাদ—১ মেক্সিকো—০ : গুয়াতেমালা—০
হাইতি—৩ : নেদার্ল্যান্ড অ্যান্টিলেস-০ হণ্ডুরাস—২ : মেক্সিকো—১
হাইতি—২ : ত্রিনিদাদ ১ নেদার্ল্যান্ড অ্যান্টিলেস—২ : গুয়াতেমালা—২
হণ্ডুরাস—০ : হাইতি—১ নেদার্ল্যান্ড অ্যান্টিলেস—০ : মেক্সিকো—৮
গুয়াতেমালা—০ : ত্রিনিদাদ—১ হণ্ডুরাস—২ : নেদার্ল্যান্ড অ্যান্টিলেস—২
গুয়াতেমালা—১ : হাইতি—২ ত্রিনিদাদ—৪ : মেক্সিকো—০
হণ্ডুরাস—১ : গুয়াতেমালা—১ ত্রিনিদাদ—৪ : নেদার্ল্যান্ড অ্যান্টিলেস—১

মেক্সিকো—১ : হাইতি—০

হাইতি চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত।

এশিয়া/ওশানিয়া

গ্রুপ—এ

তাইল্যাণ্ড—১ : দঃ ভিয়েতনাম—০ ইজরায়েল—২ : জাপান—১
হংকং—১ : মালয়েশিয়া—০

গ্রুপ—১

জাপান—৪ : দঃ ভিয়েতনাম—০ হংকং—১ : জাপান—০
হংকং—১ : দঃ ভিয়েতনাম—০

গ্রুপ—২

দঃ কোরিয়া—৪ : তাইল্যাণ্ড—০ ইজরায়েল—৩ : মালয়েশিয়া—০
ইজরায়েল—৬ : তাইল্যাণ্ড—০ দঃ কোরিয়া—০ : মালয়েশিয়া—০
মালয়েশিয়া—২ : তাইল্যাণ্ড—০ দঃ কোরিয়া—০ : ইজরায়েল—০

সেমিফাইনাল

দঃ কোরিয়া—৩ : হংকং—১ ইজরায়েল—১ : জাপান—০
(অতিরিক্ত সময়ে)

### ফাইনাল

দঃ কোরিয়া—১ ঃ ইজরায়েল—০ ( অতিরিক্ত সময়ে )

দক্ষিণ কোরিয়া বিজয়ী

### গ্রুপ—বি

সাব-গ্রুপ বি—১ ঃ অস্ট্রেলিয়া, ইরাক, নিউজিল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া

| | | | |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া—১ | ঃ নিউজিল্যান্ড—১ | অস্ট্রেলিয়া—৩ | ঃ নিউজিল্যাণ্ড—৩ |
| ইন্দোনেশিয়া—১ | ঃ নিউজিল্যাণ্ড—১ | অস্ট্রেলিয়া—০ | ঃ ইরাক—০ |
| অস্ট্রেলিয়া—৩ | ঃ ইরাক—১ | ইন্দোনেশিয়া—১ | ঃ নিউজিল্যাণ্ড—০ |
| ইরাক—২ | ঃ নিউজিল্যাণ্ড—০ | ইরাক—৩ | ঃ ইন্দোনেশিয়া—২ |
| অস্ট্রেলিয়া—২ | ঃ ইন্দোনেশিয়া—১ | ইরাক—৪ | ঃ নিউজিল্যাণ্ড—০ |
| ইরাক—২ | ঃ ইন্দোনেশিয়া—১ | অস্ট্রেলিয়া—৬ | ঃ ইন্দোনেশিয়া—০ |

অস্ট্রেলিয়া সাব-গ্রুপে বিজয়ী।

সাব-গ্রুপ বি-২

( ভারত নাম প্রত্যাহার করায় শেষ মুহূর্তে উত্তর কোরিয়ার এন্ট্রি গৃহীত হয় )

| | | | |
|---|---|---|---|
| সিরিয়া—২ | ঃ কুয়েত—১ | ইরাণ—০ | ঃ উঃ কোরিয়া—০ |
| সিরিয়া—১ | ঃ উঃ কোরিয়া—১ | ইরাণ—২ | ঃ কুয়েত—১ |
| উঃ কোরিয়া—০ | ঃ কুয়েত—০ | ইরাণ—১ | ঃ সিরিয়া—০ |
| ইরাণ—২ | ঃ উত্তর কোরিয়া—২ | সিরিয়া—২ | ঃ কুয়েত—০ |
| উঃ কোরিয়া—২ | ঃ সিরিয়া—০ | ইরান—০ | ঃ সিরিয়া—১ |
| সিরিয়া—১ | ঃ ইরাণ—০ | কুয়েত—২ | ঃ উঃ কোরিয়া—০ |

সাব গ্রুপ বি-২তে ইরাণ বিজয়ী

### তিনটি গ্রুপের বিজয়ীদের মধ্যে খেলা

| | | | |
|---|---|---|---|
| অষ্ট্রেলিয়া—৩ | ঃ ইরাণ—০ | ইরান—২ | ঃ অস্ট্রেলিয়া—০ |
| অস্ট্রেলিয়া—০ | ঃ দঃ কোরিয়া—০ | দঃ কোরিয়া—২ | ঃ অস্ট্রেলিয়া—২ |

অস্ট্রেলিয়া—১ ঃ দক্ষিণ কোরিয়া—০

এশিয়া/ওশানিয়া গ্রুপ থেকে অষ্ট্রেলিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত।

## আফ্রিকা

### প্রথম রাউণ্ড

### গ্রুপ—১

| | | | |
|---|---|---|---|
| মরক্কো—০ | ঃ সেনেগাল—০ | সেনেগাল—১ | ঃ মরক্কো—২ |

### গ্রুপ—২

| | | | |
|---|---|---|---|
| আলজিরিয়া—১ | ঃ গিনি—০ | গিনি—৫ | ঃ আলজিরিয়া—১ |

গ্রুপ—৩

মিশর এ আর--২ : টিউনিসিয়া—১ মিশর এ আর—০ : টিউনিসিয়া—২

গ্রুপ—৪

সিয়েরা লোন--০ : আইভরি কোস্ট—১ আইভরি কোস্ট—২ : সিয়েরা লোন—০

গ্রুপ—৫

কিনিয়া—২ : সুদান—০ সুদান—১ : কিনিয়া—০

গ্রুপ—৬

মরিশাস : মাদাগাস্কার

( নাম প্রত্যাহার )

গ্রুপ—৭

তানজানিয়া—১ : ইথিওপিয়া—১ ইথিওপিয়া—৩ : তানজানিয়া—০

ইথিওপিয়া—০ : তানজানিয়া—০

গ্রুপ—৮

লেসোথো—০ : জাম্বিয়া—০ জাম্বিয়া—৬ : লেসোথো—১

দ্বিতীয় রাউণ্ড

গিনি—১ : মরক্কো—১ মরক্কো—২ : গিনি—০

টিউনিসিয়া—১ : আইভরি কোস্ট—১ আইভরি কোস্ট—২ : টিউনিসিয়া—১

মরিশাস—১ : কিনিয়া—৩ কিনিয়া--২ : মরিশাস—২

ইথিওপিয়া— : জাম্বিয়া—০ জাম্বিয়া—৪ : ইথিওপিয়া—২

তৃতীয় রাউণ্ড

আইভরি কোস্ট—১ : মরক্কো—১ মরক্কো—৪ : আইভরি কোস্ট—৪

কিনিয়া—০ : জাম্বিয়া—২ জাম্বিয়া—২ : কিনিয়া—২

বিজয়ী মরক্কো, জাম্বিয়া এবং ৯, ১০, ১১ ও ১২ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী জাইরের সঙ্গে চূড়ান্ত খেলা হয়।

প্রথম রাউণ্ড

গ্রুপ—৯

নাইজিরিয়া—২ : কঙ্গো—১ কঙ্গো—১ : নাইজিরিয়া—১

গ্রুপ—১০

দাহোমি—০ : ঘানা—৫ ঘানা—৫ : দাহোমি—১

গ্রুপ—১১

টোগো—০ : জাইরে—৯ জাইরে—৪ : টোগো—০

গ্রুপ—১২

ক্যামেরুন : গাবোন ( নাম প্রত্যাহার করে )

### দ্বিতীয় রাউন্ড

নাইজিরিয়া—২ : ঘানা—৪ ঘানা—০ : নাইজিরিয়া—০

(খেলা পণ্ড ও ঘানা বিজয়ী ঘোষিত)

ক্যামেরুন—০ : জাইরে—২ জাইরে—০ : ক্যামেরুন—১

জাইরে—২ : ক্যামেরুন—২

### তৃতীয় রাউন্ড

ঘানা—০ : জাইরে—২ জাইরে—২ : ঘানা—১

### ফাইনাল গ্রুপ

জাম্বিয়া—৪ : মরক্কো—০ জাম্বিয়া—০ : জাইরে—২

জাইরে—২ : জাম্বিয়া—১ মরক্কো—২ : জাম্বিয়া—০

জাইরে—৩ : মরক্কো—০ মরক্কো—০ : জাইরে-২ (ম্যাচ বাতিল)

জাইর চূড়ান্ত পর্যায়ের জন্য নির্বাচিত।

### ষোলটি দেশ কীভাবে ফাইনালে রাউন্ডে এল এবং কতবার

**আর্জেন্টিনা (ষষ্ঠবার)** : ৪-০, ১-০ বলিভিয়াকে ; ১-১, ৩-১ প্যারাগুয়েকে।

**অস্ট্রেলিয়া (প্রথম)** : ১-১, ৩-৩ নিউজিল্যান্ডকে ; ৩-১, ০-০ ইরাককে ; ২-১, ৬-০ ইন্দোনেশিয়াকে ; ৩-০, ০-২ ইরাণকে ; ০-০, ২-২, ১-০ দক্ষিণ কোরিয়াকে।

**ব্রাজিল (দশমবার ও রেকর্ড)** : গতবারের বিজয়ী সুবাদে সরাসরি।

**বালগেরিয়া (চতুর্থবার)** : ৩-০, ০-০ উত্তর আয়ারল্যান্ডকে ; ৪-০, ২-০ সাইপ্রাসকে ; ২-১, ২-২ পোর্তুগালকে।

**চিলি (পঞ্চমবার)** : ০-২, ২-০, ২-১ পেরুকে। ইউরোপের ৯ নম্বর গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সোভিয়েতের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ৩ নম্বর গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন চিলির প্রথম খেলা ০-০। কিন্তু ফিরতি খেলা না হওয়ায় চিলি ওয়াকওভার পায়।

**পূর্ব জার্মানী (প্রথম)** : ৫-০, ৫-১ ফিনল্যান্ডকে ; ২-০, ৪-১ আলবানিয়াকে ; ০-১, ২-০ রোমানিয়াকে।

**পশ্চিম জার্মানী (অষ্টমবার)** : উদ্যোক্তা সুবাদে সরাসরি।

**হাইতি (প্রথম)** : ৭-০, ৫-১ পোর্টো রিকোকে ; ৩-০ নেদার্ল্যান্ড অ্যান্টিলেসকে ; ২-১ ত্রিনিদাদকে ; ১-০ হণ্ডুরাসকে ; ২-১ গুয়াতেমালাকে ; ০-১ মেক্সিকোকে।

**নেদারল্যান্ডস (তৃতীয়বার)** : ৯-০, ২-১ নরওয়েকে ; ০-০, ০-০ বেলজিয়মকে, ৫-০, ৮-১ আইসল্যান্ডকে।

ইতালি (অষ্টমবার): ৪-০, ৫-০ লুক্সেমবার্গকে; ০-০, ২-০ সুইজারল্যান্ডকে, ০-০, ১-০ তুরস্ককে।

পোল্যান্ড (দ্বিতীয়বার): ০-২, ৩-০ ওয়েলসকে; ২-০, ১-১ ইংল্যান্ডকে।

স্কটল্যান্ড (তৃতীয়বার): ৪-১, ২-০ ডেনমার্ককে; ২-১, ০-১ চেকোশ্লোভাকিয়াকে।

সুইডেন (ষষ্ঠবার): ০-০, ৩-৩ হাঙ্গেরিকে; ০-২, ৩-২ অস্ট্রিয়াকে; ৭-০, ২-১ মাল্টাকে।

উরুগুয়ে (সপ্তমবার): ০-০, ০-১ কলম্বিয়াকে; ২-১, ৪-০ ইকোয়েডরকে।

যুগোশ্লাভিয়া (ষষ্ঠবার): ২-২, ০-০, ১-০ স্পেনকে; ১-০, ৪-২ গ্রীসকে।

জাইরে (প্রথম): ০-০, ৪-০ টোগোকে; ১-০, ০-১, ২-০ ক্যামেরুনকে; ০-১, ৪-১ ঘানাকে; ২-০, ২-১ জাম্বিয়াকে; ৩-০ মরক্কোর সঙ্গে একটি খেলা। ফিরতি খেলাটি হয়নি।

## চূড়ান্ত পর্যায়: প্রথম রাউন্ড

### গ্রুপ—১

পশ্চিম জার্মানী—১ : চিলি—০
(ব্রেটনার)

বিরতি ১—০

পূর্ব জার্মানী—২ : অস্ট্রেলিয়া—০
(কুরান-আত্মঘাতী, স্ট্রেশ)

বিরতি ০—০

চিলি—১ : পূর্ব জার্মানী—১
(আহুমাদা) (হফম্যান)

বিরতি ০—০

পশ্চিম জার্মানী—৩ : অস্ট্রেলিয়া—০
(ওভারাথ, কালমান, মুলার)

বিরতি ২—০

অস্ট্রেলিয়া—০ : চিলি—০

পূর্ব জার্মানী—১ : পশ্চিম জার্মানী—০
(স্পারওয়াসার)

বিরতি ০—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পূর্ব জার্মানী | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ১ | ৪ |
| চিলি | ৩ | ০ | ২ | ১ | ১ | ২ | ২ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৫ | ১ |

গ্রুপ—২

ব্রাজিল—০ : যুগোশ্লাভিয়া—০

স্কটল্যান্ড—২ : জাইরে—০
( লরিমার, জর্ডান )

বিরতি ২—০

যুগোশ্লাভিয়া—৯ : জাইরে—০
( বাজেভিক ৩, জাজিক, সুরজাক, কাটালিনস্কি, বগিসেভিক, ওবলাক, পেটকভিক )

বিরতি ৬—০

স্কটল্যান্ড—০ : ব্রাজিল—০

ব্রাজিল—৩ : জাইরে—০
( জেয়ারজিনো, রিভেলিনো, ভাল্ডোমিরো )

বিরতি ১—০

স্কটল্যান্ড—১ : যুগোশ্লাভিয়া—১
( জর্ডান ) ( কারাসি )

বিরতি ০—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| যুগোশ্লাভিয়া | ৩ | ১ | ২ | ০ | ১০ | ১ | ৪ |
| ব্রাজিল | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ৪ |
| স্কটল্যান্ড | ৩ | ১ | ২ | ০ | ০ | ১ | ৪ |
| জাইরে | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ১৪ | ০ |

গ্রুপ—৩

সুইডেন—০ : বালগেরিয়া—০

নেদারল্যান্ডস—২ : উরুগুয়ে—০
( রেপ )

বিরতি ১—০

নেদারল্যান্ডস—০ : সুইডেন—০

বালগেরিয়া — ১ : উরুগুয়ে —১
( বোনেভ ) ( পাভনি )

বিরতি ০—০

নেদারল্যান্ডস—৪ : বালগেরিয়া—১
[ নিসকেন্স ২ ( পেনাল্টি ) ( ক্রল-আত্মঘাতী )
রেপ, ডে জং ]

বিরতি ১—০

সুইডেন—০ : উরুগুয়ে—০
( এস্ট্রোয়েম ২, স্যান্ডবার্গ ) বিরতি ০—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেদারল্যান্ডস | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৬ | ১ | ৫ |
| সুইডেন | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৩ | ০ | ৪ |
| বালগেরিয়া | ৩ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৫ | ২ |
| উরুগুয়ে | ৩ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৬ | ১ |

গ্রুপ—৪

ইতালি—৩ : হাইতি—১
( রিভেরা, বেনেত্তি, আনাস্তাসি ) ( সানস )

বিরতি ০—০

পোল্যান্ড—৩ : আর্জেন্টিনা—২
( লাটো ২, জারমাশ ) ( হেরেডিয়া, বাবিংটন )

বিরতি ২—০

পোল্যান্ড—৭ : হাইতি—১
( লাটো ২, ডিনা জারমাশ ৩, গরগম )

বিরতি ৫—০

আর্জেন্টিনা—১ : ইতালি—১
( হাউসম্যান ) ( পারফুমো-আত্মঘাতী )

বিরতি ১—১

পোল্যান্ড—২ : ইতালি—১
( জারমাশ, ডিনা ) ( কাপেলো

বিরতি ২—০

আর্জেন্টিনা—৪ : হাইতি—১
( ইয়াজালেডে ২, হাউসম্যান, আয়েলা ) ( সাসন )

বিরতি ২—০

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোল্যান্ড | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১২ | ৩ | ৬ |
| আর্জেন্টিনা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৭ | ৫ | ৩ |
| ইতালি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৪ | ৩ |
| হাইতি | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১৪ | ০ |

দ্বিতীয় রাউন্ড

গ্রুপ—এ

**গেলসেনকিরখেভ-এ**

**নেদারল্যান্ডস—৪** : **আর্জেন্টিনা—০**

( ক্রুয়েফ ২, ক্রল, রেপ )

বিরতি ২—০

জংব্লড, সুরবিয়র, ক্রল, হান, রিজবার্জেন, জানসেন, নিসকেন্স, ভান হানেজেম, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক।

কার্নেভালি, পারফুমো, ম্যানুয়েল, উলফ ( গ্লারিয়া ), হেরিডিয়া, টেলশে বালবুয়েনা আয়েলা, ইয়াজাল্ডে, স্কুইও হাউসম্যান ( কেম্পেস )।

**রেফারি**—আর ডেভিসন ( স্কটল্যান্ড )

**হ্যানোভার-এ**

**ব্রাজিল—১** : **পূর্ব জার্মানী—০**

( রিভেলিনো )

বিরতি ০—০

লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিরা, ফ্রান্সিসকো মারিনো, মারিও মারিনো, পাওলো সিজার (কাপের্গিয়ানি) রিভেলিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, পাউলো সিজার ( লিমা )।

ক্রশ, কিশে, ব্রাশ ভেইজ, ভেটলিশ, কার্বজুভেট, হামান, লাউক (লোভে), স্পারওয়াসার, স্ট্রেশ, হফম্যান।

**রেফারি**—সি টমাস ( ওয়েলস )

**গেলসেনকিরখেন-এ**

**নেদারল্যান্ডস—২** : **পূর্ব জার্মানী—০**

(নিসকেন্স, রেনসেনব্রিঙ্ক )

বিরতি ১—০

জংব্লড, সুরবিয়র, বিজবার্জেন, হান, ক্রল, জানসেন, নিসকেন্স, ভান হানেজেম, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক।

ক্রয়, কিশে, ভেইজ, ব্রাশ, কার্বজুভেট, লাউক ( ক্রিশে ), পমেরেঙ্কে, স্নুপেজ, লোভে ( ডাক ), স্পারওয়াসার, হফম্যান।

**রেফারি**—আর শুয়েরার ( সুইজারল্যান্ড )

**হ্যানোভার-এ**

**ব্রাজিল—২ : আর্জেন্টিনা—১**
( রিভেলিনো, জেয়ারজিনো ) ( ব্রিন্দিস )

বিরতি ১—১

লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিয়া, মারিও মারিনো, ফ্রান্সিসকো, মারিনো, পাওলো সিজার ( কাপের্গিয়ানি ), রিভেলিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, পাওলো সিজার (লিমা)।

কার্নেভালি, গ্লারিয়া, হেরেডিয়া, বার্গাস, সা ( কারাসকোসা ), ব্রিন্দিস, স্কুইও, বাবিংটন, বালবুয়েনা, আয়েলা, কেম্পেস ( হাউসম্যান )।

রেফারি—এম লোরাক্স ( বেলজিয়াম )

**ডর্টমুণ্ড-এ**

**নেদারল্যান্ডস—২ : ব্রাজিল—০**

বিরতি ০—০

জংব্লড সুরবিয়র, হান, রিজবার্জেন, ক্রল, জানসেন, নিসকেন্স (ইজড্রায়েল), ভান হানেজেস, রেপ ক্রুয়েফ রেনসেনব্রিঙ্ক ( ডে জং )।

লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিরা, মারিও মারিনো, ফ্রান্সিসকো মারিনো, পাওলো সিজার ( কাপের্গিয়ানি, ) রিভেলিনো, ডিরকু, ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, পাওলো সিরাজ (লিমা) বদলী-মিনারডিনা।

রেফারি—কে শেনশার ( পশ্চিম জার্মানী )

**গেলসেনকিরখেন-এ**

**আর্জেন্টিনা—১ : পূর্ব জার্মানী—১**
( হাউসম্যান ) ( স্ট্রেশ )

বিরতি ১—১

ফিলন, উলফ, হেরেডিয়া বারগাস, কারাসকোসা, ব্রিন্দিশ, টেলশ, বাবিংটন, হাউসম্যান, কেম্পেস আয়েলা।

ক্রয়, কাবর্জুভেট, ব্রাশ, ওয়াইজ, শানুফেজ, পমেরেঙ্কে, লোভে, স্ট্রেশ, স্পারওয়াসার, ক্রিশে, হফম্যান।

রেফারি—জে টেলর ( ইংল্যাণ্ড )

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নেদারল্যাণ্ডস | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৮ | ০ | ৬ |
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ৩ | ৪ |
| পূর্ব জার্মানী | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৪ | ১ |
| আর্জেন্টিনা | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৭ | ১ |

## গ্রুপ—বি

ডুসেলডর্ফ-এ

**পশ্চিম জার্মানী—২** : **যুগোশ্লাভিয়া—০**
( ব্রেটনার, মুলার )

বিরতি ১—০

মেয়ার, ফোগটস, ব্রেটনার, শোয়রৎসেনবেথ, বেকেনবাউয়ের, বনহোফ, ভিমার ( হ্যোনেস ), হ্যোলৎসেনবাইন ( ফ্লোহে ) ওভারাথ, মুলার, হেরৎসপ।

মারিক, বুলজান, হাজিয়াবিক, মুজিনিক, কাটালিনস্কি ( পেটকভিক ), ওরলাক, পপিভাডো, এসিমোভিক, সুরজাক, কারাসি, জাজিক ( জারকভিক )।

রেফারি—এ মারকুইশ ( ব্রাজিল )

স্টুটগার্ট-এ

**পোল্যান্ড—১** : **সুইডেন—০**
( লাটো )

বিরতি ১—০

তোমসেজোস্কি, গাট, গগন, জেমোনোস্কি, জমুড়া, কাস্পার্কজাক, তিনা, মাসকিক, লাটো, জার্মাশ ( মিকিক ), গাডোছা।

হেলস্ট্রোয়েম, অ্যান্ডারসন ( আগস্টসন, গ্রিপ কার্লসন, নরকুইস্ট, লার্সন টর্টেনসন, ট্যাপার ( অলস্টোয়েম ) এস্টোয়েম, ঘ্রাণ, স্যান্ডবার্গ।

রেফারি—বারেটো ( উরুগুয়ে )

ডুসেলডর্ফ-এ

**পশ্চিম জার্মানী—৪** : **সুইডেন—২**
(ওভারাথ, বনহোফ, গ্রাবোস্কি, হ্যোনেস—পেনাল্টি ) ( এস্ট্রোয়েম, স্যান্ডবার্গ )

বিরতি ০—১

মেয়ার, ফোগটস, শোয়ারৎসেনবেথ, বেকেনবাউয়ের, ব্রেটনার, বনহোফ, ওভারাথ, হ্যোনেস, হ্যোলৎসেনবাইন ( ফ্লাহে ), মুলার, হেরৎসপ ( গ্রোবোস্কি )।

হেলস্ট্রোয়েম, অগাস্টসন, কার্লসন, নরকুইস্ট, ওলসন, ঘ্রাণ, লার্সন, ট্যাপার, টর্টেনসন, এস্ট্রোয়েম, স্যান্ডবার্গ।

রেফারি—এম কাসাকভ ( সোভিয়েত ইউনিয়ন )

ফ্রাংকফার্ট-এ

| পোল্যান্ড—২ | ঃ | যুগোশ্লাভিয়া—১ |
|---|---|---|
| ( ডিনা-পেনাল্টি, লাটো ) | | ( কারাসি ) |

বিরতি ১—১

তোমাসজেম্স্কি, জেমানোস্কি, গর্গন, জমুডা, মুসিয়াল, কাসপার্কজাক মার্জাকিক ডিনা ( ডোমাস্কি ), জার্মাশ ( মিলিউইজ ), লাটো, গাডোছা।

মারিক বুলজান, হাজিয়াবিক, বগিসেভিক, কাটালিনস্কি, ওবলাক, কারাসি ( জরেকভিক ), পেটকভিক (পেট্রভিক), বাজেভিক, এসিমোভিক, সুরজাক।

রেফারি—গ্লকনার ( পূর্ব জার্মানী )

ডুসেলডর্ফ-এ

| সুইডেন—২ | ঃ | যুগোশ্লোভিয়া—১ |
|---|---|---|
| ( এস্ট্রোয়েম, টর্টেনসন ) | | ( সুরজাক ) |

বিরতি ০—১

হেলস্ট্রোয়েম, ওলসন, নরকুইস্ট, কার্লসন, অগাস্টসন, ট্যাপার, ঘ্রাণ, পার্সন, টর্টেনসন, এস্ট্রোয়েম, স্যাণ্ডবার্গ।

মারিক, বুলজান, হাজিয়াবিক, কাটালিনস্কি, বগিসেভিক, পাভিত্তভিক ( পেরুজভিক ), পেট্রভিক ( কারাসি ) জারকভিক, সুরজাক, এসিমভিক, জাজিক।

রেফারি—এল পেস্তারিনো ( আর্জেন্টিনা )

ফ্রাংকফার্ট-এ

| পশ্চিম জার্মানী—১ | ঃ | পোল্যান্ড—০ |
|---|---|---|
| ( মুলার ) | | |

বিরতি ০—০

মেয়ার, ফোগটস ব্রেটনার, শোয়ারৎসেনবেখ, বেকেনবাউয়ের, বনহোফ, হ্যোনেস, গ্রাবোস্কি, ওভারাথ, মুলার, হ্যোলৎসেনবাইন।

তোমাসজেস্কি, জেমানোস্কি, গর্গন, জমুডা, মুসিয়াল, কাসপার্কজাক, ( মিকিজ ), ডিনা, মাসকিক ( মিকিক ), লাটো, ডোমাস্কি, গাডোছা।

রেফারি—ই লিনেমার ( অস্ট্রিয়া )

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | পক্ষে | বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৭ | ২ | ৬ |
| পোল্যাণ্ড | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ২ | ৪ |
| সুইডেন | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৬ | ২ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ৬ | ০ |

## তৃতীয় স্থান

**মিউনিখে**

**পোল্যান্ড—১** : **ব্রাজিল—০**

( লাটো ) বিরতি ০—০

তোমাসজোশ্কি, জেমানোশ্কি, গর্গন, জমুডা, মুসিয়াল, মাসকিক, ডিনা, কাসপার্কজাক ( মিকিজ ), লাটো, জার্মাশ, ( কাপকা ), গাডোছা।

লিয়াও, জে মারিয়া, পেরিয়া, মারিও মারিনো, ফ্রান্সিসকো, মারিনো, পাওলো সিজার ( কার্পেগিয়ানি ), রিভেলিনো, আডেমির ডি গুইলা ( মিরানডিনা ), ভাল্ডোমিরো, জেয়ারজিনো, ডিরকু।

রেফারি—এ অ্যাঙ্গোনেজ ( ইতালি )

**ফাইনাল ( মিউনিখ—৭.৭.৭৪ দর্শক ৭৪,২১৮ )**

**পশ্চিম জার্মানী—২** : **নেদারল্যান্ডস—১**

( ব্রেটনার পেনাল্টি, মুলার ) ( নিসকেন্স )

বিরতি ২—১

মেয়ার, ফোগটস, ব্রেটনার, শোয়ারৎসেনবেখ, বেকেনবাউয়ের, বনহোফ, হ্যোনেস, গ্রাবোশ্কি, ওভারাথ, মুলার ও হ্যোলৎসেনবাইন।

জং ব্রড, সুরবিয়র, হান, রিজবার্জেন ( ডে জং ) ক্রল, জানসেন, ভান হ্যানেজেম, নিসকেন্স, রেপ, ক্রুয়েফ, রেনসেনব্রিঙ্ক ( ভান ডার কার কফ )।

রেফারি—জে টেলর ( ইংল্যান্ড )। লাইসমেন—আলফানসের গঞ্জালেজ খারচুতিয়া ( মেক্সিকো ) ও র‍্যামোন বারোটা রুইজ ( উরুগুয়ে )।

চূড়ান্ত পর্যায়ে দুটির বেশি গোলদাতা

৭—লাটো ( পোল্যান্ড )

৫—নিসকেন্স ( নেদারল্যান্ডস ), জার্মান ( পোল্যান্ড )।

৪—এস্ট্রোয়েম ( সুইডেন ), মুলার ( পশ্চিম জার্মানী ), রেপ ( নেদারল্যান্ডস )।

৩—বাজেভিক ( যুগোশ্লাভিয়া ), ব্রেটনার ( পশ্চিম জার্মানী ), ক্রুয়েফ ( নেদারল্যান্ডস, ডিনা ( পোল্যান্ড, ) হাউসম্যান ( আর্জেন্টিনা ) রিভেলিনো ( ব্রাজিল )।

# আর্জেণ্টিনা

১৯৭৮

বিজয়ী আর্জেণ্টিনার ব্যাজ

অনেকেই আশা করেছিলেন, ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ হবে সকলের সেরা। অতীতের প্রতিটি প্রতিযোগিতাকে অতিক্রম করতে পারবে আর্জেণ্টিনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হল ঠিক এর বিপরীত। রাজনৈতিক গণ্ডগোলে গোটা দেশ অগ্নিগর্ভ। প্রতিযোগিতা শেষে বিশ্ব কাপের অভিজ্ঞরা মন্তব্য করলেন ঃ গণ্ডগোলের আশংকায় খেলোয়াড়রা তাদের শিল্প উজাড় করে দিতে পারেননি। ফলে দর্শকরা পাননি আনন্দ। বলা বাহুল্য আর্জেণ্টিনার আগে আর কোন বিশ্ব কাপের প্রতিযোগিতায় এমন প্রতিকূল পরিবেশ ছিল না।

দুই বছরের সামরিক শাসনকালে অবশ্য শহরাঞ্চলের বামপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের কঠোর ভাবে দমন করেছিলেন লেঃ জেনারেল জর্জ র‍্যাফেয়াল ভিদেলা। কিন্তু আশংকা নির্মূল হয়নি। ওরা যে কোন সময় বিশ্ব কাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায় ভেস্তে দিতে পারে। মে-র শেষ দিকে যখন চূড়ান্ত পর্যায়ের ১৬টি দল একে একে আর্জেণ্টিনায় হাজির হতে লাগল, আশংকা তখন বাড়তে থাকে 'কী জানি কী হবে'! কারণ প্রতিযোগিতা শুরুর কয়েক সপ্তাহ আগে বুয়েনস এয়ারেস প্রেস সেণ্টারে সন্ত্রাসবাদীদের রাখা বোমা সরাবার সময় একজন পুলিস নিহত হন ও একজন হলেন আহত। একজনের মৃত্যু বলে নয়, সন্ত্রাসবাদীদের অন্যতম প্রধান দল 'মনটোনেরস' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তারা 'মুন্ডিয়াল'কে ( ১৯৭৮ বিশ্ব কাপ ফাইনাল—আর্জেণ্টিনীয় ভাষায় সংক্ষিপ্ত শব্দ ) কোনরকমে বাধা দেবেন না, কারণ এটি 'ফেস্টিভ্যাল অফ দ্য পিপ্‌ল'।

মনটোনেরস-এর বারংবার প্রতিশ্রুতি উদ্যোক্তাদের মনে স্বস্তি এনে দিয়েছিল। কারণ চার বছর আগে পশ্চিম জার্মানীতে বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলাগুলি চলাকালে ইউরোপের দেশগুলি পরবর্তী বিশ্ব কাপের জন্য (১৯৭৮) আর্জেণ্টিনাকে নির্বাচিত করায় কঠোর সমালোচনা করল। এই সমালোচনা ছিল মূলত আর্জেণ্টিনার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির জন্যই। আশংকা ফলে গেল ১৯৭৬-এ

যখন জেনারেল অ্যাকটিস আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। মুণ্ডিয়ালের প্রধান (প্রেসিডেন্ট) হিসাবে প্রথম প্রেস কনফারেন্সে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে তিনি খুন হন। বুয়েনস এয়ারেসে বোমা ফাটার ঘটনায় সন্ত্রাসবাদীরা বুঝে নিলেন, এর দ্বারা তাঁরা সারা বিশ্বের দ্রুত দৃষ্টি কাড়তে সমর্থ হবেন। বিশ্ব কাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্যায় তাঁদের সামনে এই সুযোগ এনে দিয়েছে।

১ জুন বুয়েনস এয়ারেসে গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে খেলা পড়ল পোল্যান্ডের। তাই এর আগে সারা বিশ্ব নিশ্চিন্ত হতে চাইল নিরাপত্তা সম্পর্কে। মানব অধিকার রক্ষার অন্যতম প্রবক্তা 'আমেনস্টি ইন্টারন্যাশনাল' হল দারুণ সক্রিয়। আর্জেন্টিনাগামী সাংবাদিকরা আমেনস্টি-র প্রচারপত্র, বক্তব্য ইত্যাদি দ্বারা সরব করে তুললেন নানা দেশের গণমাধ্যমকে। খবরের কাগজ, রেডিও, টিভি সর্বত্রই আর্জেন্টিনার মিলিটারি শাসকবর্গ ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ। ১৯৭৬-এ মিলিটারি ক্যু-এর আগে আর্জেন্টিনার গৃহযুদ্ধ, আটক বন্দীদের বিনা-বিচারে শাস্তি ইত্যাদি প্রচারিত হল। ব্রিটেনের 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন জার্নালিস্টস', —তাঁদের সদস্যদের যাঁরা ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করতে গেলেন, তাঁদের বললেন আর্জেন্টিনার ওয়ার্ল্ড কাপের বাইরের ঘটনায় যেন গুরুত্ব না দেন। অবশ্য এঁদের অনেকেই খেলার বাইরে বিশ্বের অন্য কোন ঘটনা সম্পর্কে তেমন আগ্রহীই নন। সন্ত্রাসবাদীরা যেমন, তেমনি সামরিক প্রশাসনও বিশ্ব কাপকে নিজেদের প্রচার ও জনসংযোগের মস্ত হাতিয়ার করল। ইউরোপে আর্জেন্টিনীয়দের সম্পর্কে বলা হল : এক আর্জেন্টিনীয় তিনিই, যার জন্ম ইতালিতে এবং যিনি নিজেকে ইংলিশম্যান ভেবে গর্বিত হন। আর্জেন্টিনার সামরিক প্রসাশন বলতে লাগল : আটলান্টিকের ওপারে তাদের সম্পর্কে নানা অপপ্রচার চলছে। অর্থাৎ আর্জেন্টিনাকে খেলা ও রাজনীতির খবরের মাধ্যমে প্রতিদিন খবরের কাগজে গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগল। সামরিক প্রসাশনও এসবের জবাব দিতে পিছপা হল না। বরং প্রস্তুত হল প্রয়োজনে বিপুল অর্থব্যয়েও। আমেরিকান প্রচার সংস্থা 'বারসন মার্সটেলার' বছরে ১০ লক্ষ ডলার খরচ করতে লাগল ১৯৭৬ থেকে আর্জেন্টিনার ভাবমূর্তি বাড়াতে। আর তাই বিশ্ব কাপের জন্য প্রথমে ৩৪০ মিলিয়ন পাউন্ডের বাজেট বেড়ে হল ৭০০ মিলিয়ন পাউন্ড। পশ্চিম জার্মানীর মতো শিল্পোন্নত দেশ ১৯৭৪-এ যা ব্যয় করেছিল, পিছিয়ে থাকা আর্জেন্টিনা তার দ্বিগুণ ব্যয় করল। জার্মানীর খরচ ছিল ৩০০ মিলিয়ন পাউন্ড। ব্যয় বাড়ার আর একটি কারণ জার্মানীতে অনেক কিছুই আগে তৈরী ছিল, কিন্তু আর্জেন্টিনার অনেক স্টেডিয়াম নতুন তৈরী করতে হল। আর যেহেতু অন্য গোলার্ধে, তাই আধুনিক টেলিযোগাযোগের জন্য ব্যয় হল বিপুল অর্থ। সত্যি বলতে কি এই যোগাযোগ ব্যবস্থা পশ্চিম জার্মানী অপেক্ষা আর্জেন্টিনার অনেক ভাল ছিল।

বিশ্ব কাপের জন্য এই প্রথম উদ্যোক্তা একটি দেশ তিনটি নতুন স্টেডিয়াম বানাল। ওগুলি মেন্ডোজা, করডোবা ও মার ডেল প্লাটা-য়। এবং পুরনো

স্টেডিয়ামের আমূল সংস্কার করতে হল বুয়েনস এয়ারেসের রিভার প্লেট ও ভেলেজ সারসফিল্ড। এবং একটি রোসারিও-য়। টেলিযোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থা ও স্টেডিয়ামগুলির আধুনিক রূপ দেওয়ার মূলে আর একটি কারণ ছিল। উদ্যোক্তারা স্থির করেন, চূড়ান্ত পর্বের প্রতিটি খেলা রঙীন টেলিভিশনে প্রচারিত হোক। তাছাড়া ইতঃপূর্বে বা এতদিন পর্যন্ত এদেশের টেলিভিশন সেকেলে—সাদা কালোয় ছিল। বিশ্ব ফুটবলের সুযোগ এদেশের টেলিভিশন নতুন যুগে পেঁছে গেল। সামরিক জুন্টা ক্ষমতায় এসেই ছ মাসের মধ্যে তৈরি করল স্টেট কালার টেলিভিশন কোম্পানি —'আর্জেন্টিনা ৭৮ টিভি'। বুয়েনস এয়ারেসের কেন্দ্রস্থলে এর শিলান্যাস হয় বিশ্ব কাপের সময় স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিশ্বময় খেলা দেখাতে। কিন্তু মজার ব্যাপার আর্জেন্টিনার অভ্যন্তরে রইল সেই সাবেকী সাদা কালো ব্যবস্থা। উন্নত করা হল আর্জেন্টিনার স্মিথ রবিনসন টেলিফোন অ্যান্ড টেলেক্স নেটওয়ার্ককে, যাতে খবরের কাগজের প্রতিনিধিরা দ্রুত খবর পাঠাতে পারেন।

কাজ প্রচুর, খরচও অনেক। দেরী হলে খরচ বাড়তে পারে, তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন চার বছরের কাজ দু বছরেই শেষ করতে হবে। ট্রেজারি সেক্রেটারী যুয়ান অলেমান এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে। অলেমান দুঃসাহসী বটেই, কেননা জুন্টার বিরুদ্ধে কথা বলায় অন্তত ৫০০০ 'বিদ্রোহী' নিখোঁজ হয়েছেন ১৯৭৬-এর ক্যু-র পরে। যুয়ান অলেমানের প্রতিবাদের হেতু আরও—সামরিক প্রশাসনের শুরুতে মুদ্রস্ফীতি ঘটেছিল ৯০০% এবং বিশ্ব কাপের সময় ছিল ১৬৫%। বিশ্ব কাপের দরুণ ব্যয়কে তিনি অগ্রাধিকার পর্যায়ের ব্যয় বলতে রাজি হলেন না।

তবে একথা ঠিক, ট্রেজারি সেক্রেটারি যাই বলুন নথিপত্র থেকে ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ সামরিক প্রশাসনকে জনসাধারণের মধ্যে শুধু নয় অন্যান্য দেশেরও প্রশংসা পেয়েছে। ১৯৭৬-এ ক্যু-এর আগে বিশ্ব কাপের কাজ চলছিল ঢিমে তালে। তাই অন্যান্য দেশ ফিফাকে সমালোচনা করে বলেছিল আর্জেন্টিনার বদলে বিশ্ব কাপ মেক্সিকো, ব্রাজিল বা স্পেনে সরিয়ে নিন। কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষে ওঁরাই বলেছেন জুন্টা ছিল বলেই 'মুণ্ডিয়াল' হল নিখুঁত। সব কাজ হয়েছে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে। এর আগে আর্জেন্টিনা কোন কাজ এমন দক্ষতার সঙ্গে করতে পারেনি।

এক কথায় আর্জেন্টিনার সামরিক সরকার এই প্রতিযোগিতার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেছিলেন তাঁদের ভাবমূর্তি বাড়াতে। এটি এমন কোন ব্যাপার নয় যে হয় সাফল্য আসবে, কিংবা আর্জেন্টিনা এই আয়োজনে হবে একেবারে ব্যর্থ। প্রতিযোগিতা শেষে দেখা গেল সব আশংকা অমূলক। কোন গণ্ডগোল তো হলই না খেলার দিনগুলিতে, বরং খেলা ঘিরে এমন সব ব্যাপার ঘটল যা বিশ্ব কাপ ফুটবলকে স্মরণীয় করে রাখবে, উজ্জ্বল করে রাখবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতাকে এবং তার সব কৃতিত্ব সংগঠক আর্জেন্টিনার মিলিটারি প্রশাসক। অবশ্য এজন্য অংশগ্রহণকারী ১৬টি দেশের ভূমিকাও কম নয়। আর তার জন্য

মিলিটারি প্রশাসনের কোনরকম খবরদারীর বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল না। সন্ত্রাসবাদ বন্ধের জন্যই জুন্টা বাহিনী বা পুলিস নিয়োগ করেছিল মাত্র।

দুর্ভাগ্য আর্জেন্টিনার, ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপের জন্য সে দেশে তেমন কোন বিশ্ব-তারকার হদিশ মেলেনি। বলা উচিত—এবারের ফাইনাল ম্যাচগুলি হয়েছে বিনা তারকাতেই। দুজনের কথা অনেকের চিন্তায় ছিল। একজন—পশ্চিম জার্মানীর ফানজ বেকেনবাউয়ের, আর একজন হল্যান্ডের যোহান ক্রুয়ফ। কিন্তু 'ডার কাইজের' বেকেনবাউয়ের আমেরিকায় তখন অর্থের সন্ধানে কসমস ক্লাবে। ক্রুয়ফও একই পথে এবং বিশ্ব কাপের মতো বড় খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। দুজনের কেউই জাতীয় দলের সঙ্গে আর্জেন্টিনায় এলেন না। বিশ্ব কাপ প্রতিযোগিতা তাই 'দুর্বল' মনে হল অনেক দর্শকের কাছে।

অনুপস্থিত কেবল এঁরা নন। গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানিকে লড়তে হল পল ব্রেটনার, উলফগাংগ ওভারাথ, উলি হোনেস, জার্ড মুল্যার ও জুরগেন গ্রাবোস্কি ছাড়াই। ১৯৭৪-এ যে বিখ্যাতরা ছিলেন, ১৯৭৮-র তালিকায় পাওয়া গেল না ইতালি দলে গিয়াসিন্টো ফ্যাচেত্তিকে। ১৯৭৪ হল্যান্ড দলে ক্রুয়ফের লেফটেনান্ট ছিলেন উইম ভ্যান হানেজেম। এবং এরাই সেবার ফাইনালে হারে পশ্চিম জার্মানির কাছে দুর্ভাগ্যক্রমে। এই হানেজেম এবার স্থান পেলেন না, কারণ প্রতিটি ম্যাচে তাঁর খেলার গ্যারান্টি থাকবে না।

যাঁরা বাদ পড়লেন বিভিন্ন জাতীয় দল থেকে, তাঁদের নিয়ে আফসোসের হেতু ছিল না। তারকারা বাদ পড়লেও কেউ কেউ এলেন যাঁরা নজর কাড়তে পারেন। ব্রাজিল দলে এলেন চমৎকার লেফট ফুটার রবার্টো রিভালিনো। পোল্যান্ডের বিস্ময়কর মিডফিল্ডার কাজিমিরেজ দিনা। বিশেষজ্ঞরা আশা করলেন পশ্চিম জার্মানীর রেনার বনহফকে নিয়ে, যিনি ১৯৭৪-এর ফাইনালে বোমা বর্ষণ করেছিলেন। কোন দলেই তেমন তারকা না থাকায় বিশেষজ্ঞরা বললেন, শারীরিক সামর্থ্যে যাঁরা বলবান থাকবেন, তাঁরাই এবার সফল হবেন। কোন বিশ্ব কাপ ফাইনাল এবারের মতো যে কোন দলের জন্য এমন 'ওপেন' ছিল না। কেউ কেউ বললেন, দুই বছর আগে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে যারা ভাল খেলেছিল, এবার তাদেরই সম্ভাবনা বেশি। তখন যে সকল তারকা, দর্শকদের মুগ্ধ করেন, আর্জেন্টিনায়ও তাদের প্রতি দৃষ্টি রইল। এবং তাই এখানে হল্যান্ডের রব রেনসেনব্রিংক, ব্রাজিলের জিকো, ইতালির রবার্টো বেট্রেগা ও ফ্রাঙ্কো কসিও, ফ্রান্সের মিচেল প্লাতিনি, আর্জেন্টিনার লিওপোল্ডো লুকে, অস্ট্রিয়ার হান্স ক্রাংকল এবং স্কটল্যান্ডের কেনি ডালগলিশের নাম মুখে মুখে ঘুরছিল। শুধু আর্জেন্টিনায় কেন, সারা বিশ্বেই ত এরা ফাইনালের আগেই ফুটবল দেবতা বনে গিয়েছেন।

একদিকে যেমন ওদের নিয়ে নানা জল্পনা, অন্যদিকে ইউরোপে আশংকা আর্জেন্টিনায় গণ্ডগোল কেবল মাঠের বাইরে সীমিত থাকবে না। ইতঃপূর্বে দেখা গিয়েছে ওয়ার্ল্ড ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে নানা গণ্ডগোল। আর আর্জেন্টিনীয় ও

ইউরোপের মধ্যে কখনও সম্প্রীতি দেখা যায়নি। ফুটবল সম্পর্কে কেন কে জানে এরা ভিন্ন মত পোষণ করে। একদল উন্নাসিক, অন্যরা মোটাসোটা—এই দুই মুখোমুখি হলে সম্ভবত বিস্ফোরণ ঘটে। বিশ্ব কাপের কোন রেফারিই খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না ম্যাচের নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে। ওঁরা সন্ত্রস্ত ছিলেন লাতিন আমেরিকার এই দেশের দর্শকদের সম্পর্কে। কোন খেলোয়াড় যদি খুব রাফ ট্যাকল করেন কোন কুশলী খেলোয়াড়কে, তখন কি নিশ্চিন্তে বাঁশি বাজাতে পারবেন ?

অর্থাৎ কেউ ভাবলেন বিশ্ব কাপ উপলক্ষে আর্জেন্টিনার মাঠে ও মাঠের বাইরে রক্তারক্তি হবে। কেউ বললেন, আর্জেন্টিনার বসন্ত বড় আরামের, মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা বেশ তীব্র হয়। এই দেশ সব দলকে, বিদেশের দর্শককে সাদর অভ্যর্থনা জানাবে। 'আর্জেন্টিনা ৭৮' সব শংকার ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্ব কাপকে মহনীয় করে তুলবে।

## গ্রুপ—১

**আর্জেন্টিনা ঃ ইতালি, ফ্রান্স ও হাঙ্গেরি**

উদ্যোক্তা বা আয়োজক দেশের সব সময়েই নানা রকম সুবিধা থাকে এটাই ট্র্যাডিশন। সব কিছুই থাকে তার পক্ষে। এমন কি রেফারিরাও সেই দেশের দর্শক-সমর্থকদের প্রভাবে পড়ে বাঁশি বাজান। আর্জেন্টিনাও এই অভিযোগের বাইরে যেতে পারল না। লজ্জার কথা ফিফা-র মতো 'নিরপেক্ষ' একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাও ট্র্যাডিশন-মুক্ত হতে পারেনি।

আর্জেন্টিনা, ইতালি, ফ্রান্স ও হাঙ্গেরির এই গ্রুপকে দেখে অনেকে বললেন, স্বয়ং শয়তান এলেও এই দলগুলিকে একই গ্রুপের মধ্যে রাখতে পারত না। অবশ্য এই গ্রুপ বানানোর নেপথ্যে কিছু অলীক চিন্তাও কাজ করে। ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপ ফাইনালে হল্যাণ্ডের উপনীত হওয়াটা ইতালির দুবার বিশ্ব কাপ ( অবশ্য যুদ্ধের আগে) জয় এবং ১৯৭০-এ রানার্স অপেক্ষা ফিফাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। তাই ইতালি নয়, হল্যাণ্ড চতুর্থ বাছাই হল—আর্জেন্টিনা, পশ্চিম জার্মানি এবং ব্রাজিলের সঙ্গে। এই সিদ্ধান্তের পর সমস্যা হল—তা হলে ইতালিকে কোথায় বা কোন গ্রুপে স্থান দেওয়া হবে। পশ্চিম জার্মানির চাপে দুই নম্বর গ্রুপে ইতালির স্থান হল না। ফিফাও দেখল ইতালিকে যদি এক নম্বর গ্রুপে রাখা হয়, তাহলে আয়োজক আর্জেন্টিনার পথ কিছুটা সহজ হবে দ্বিতীয় রাউণ্ডে পেঁছিতে। ফিফা সাফাই গাইল—হে ইতালি, তোমরা চতুর্থ বাছাই হতে পারনি, কিন্তু তোমরা সহজ গ্রুপে স্থান পেলে।

এই গ্রুপ-১-এর কোন দল কেমন ? আর্জেন্টিনার মূল্যায়ন সম্ভব ছিল না। কারণ, উদ্যোক্তা দেশ রূপেই তারা কোয়ালিফাই করেছে নিয়মানুযায়ী। দীর্ঘকালীন ওয়ার্ম আপ ম্যাচগুলির ভাল এবং মন্দ ফল দেখে বোঝা যায়নি ১৯৭৮-এর জন্যে তারা সত্যিই কী করবে। গত গ্রীষ্মের কথাই বলি। বুয়েনস এয়ারেসে ইউরোপের

সাতটি দল এসেছিল। ফল ছিল ঃ পোল্যান্ড ৩-১, পশ্চিম জার্মানী ১-৩, ইংল্যান্ড ১-১, স্কটল্যান্ড ১-১, ফ্রান্স ০-০, যুগোশ্লাভিয়া ১-০ এবং পূর্ব জার্মানী ২-০। আর্জেন্টিনার পক্ষে শুভ ছিল এর অনেক আগে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ৫-১ জয়। তবে জেনে রাখা ভাল ঐ ম্যাচের আগে হাঙ্গেরি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শেষে বেশ ক্লান্ত ছিল এবং ঝড়তিপড়তি টিম দিয়েছিল।

তবে একটি কথা—আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব কাপের জন্য দড় করতে তরুণ ম্যানেজার সিজার লুই মেনত্তি দুঃসাহসী পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। আমূল পরিবর্তন ঘটালেন তিনি আর্জেন্টেনীয় ফুটবলের। এই বিশ্ব কাপের শুরুতে মেনত্তি তিন বছরের জন্য আর্জেন্টিনা দলের দায়িত্ব পান। বিশ্ব যুদ্ধের পর এদেশের ফুটবলে এ ধরনের দায়িত্ব এই প্রথম। শুরুতেই তিনি জোর দিতে থাকেন স্কিলে। তাঁর বক্তব্য ঃ স্কিল চাই, চাই আক্রমণাত্মক ফুটবল এবং তাহলেই সাফল্য আসবে। অবশ্য বলা এবং তা কাজে রূপায়িত করা সহজ ব্যাপার নয়। তবে মেনত্তি উন্নাসিক নন। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপের ম্যানেজার জুয়ান কারলস লোরেঞ্জোর মতো রক্ষণাত্মক ফুটবলে বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯৬৬-তে ঐ একটি কারণেই আর্জেন্টিনাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। ইংল্যান্ডের কাছে ১-০ হেরে বিদায় নিতে হয় কোয়ার্টার ফাইনালে। মেনত্তির হাতে তেমন প্রতিভাবান কম থাকা সত্ত্বেও আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে হল।

আর্জেন্টিনায় নানা কারণে মুদ্রাস্ফীতি ধাপে ধাপে বাড়ছিল। তাই খেলোয়াড়রা দলে দলে অর্থের লোভে পাড়ি দিচ্ছিলেন ইউরোপের নানা দেশে তাদের লিগে অংশ নেওয়ার জন্য। আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে মেনত্তি আবেদন করলেন, বিদেশে ট্রান্সফার বন্ধ করুন। যাঁরা ইতোমধ্যে চলে গিয়েছেন, তাঁদের ফিরিয়ে আনাও সহজ ছিল না। তিনি অনেক চেষ্টার পর একজনকেই আনতে পেরেছিলেন। তিনি মারিও কেম্পেস। এই দুর্দান্ত স্ট্রাইকারকে আনার জন্য স্প্যানিশ ক্লাব ভ্যালেন্সিয়াকে ২৫ হাজার ডলার দিতে হল।

দেশের প্রতিভাধরদের না পাওয়ার জন্য যদি মেনত্তি ভাগ্যকে দোষারোপ করেন, তবে ইতালির ম্যানেজার এনজো বেয়ারজোতও তা করতে পারেন। ইতালির অভিজ্ঞ অধিনায়ক গিয়াসিন্তো ফ্যাচেত্তিকে পেলেন না বেয়ারজোত, ফ্যাচেত্তি আহত হন ইংল্যান্ডের সঙ্গে কোয়ালিফাইং ম্যাচে। আর্জেন্টিনায় চূড়ান্ত পর্বের খেলা শুরুর মাসখানেক আগে ইতালির সংবাদপত্রগুলি কঠোর সমালোচনা করল তাদের দলের। বিশ্ব কাপ এক বছর আগে হলে বা এক বছর পরে হলেও, তাঁর কাছে ইতরবিশেষ হত না। কারণ এত অল্প সময়ে বিশ্ব কাপের জন্য একটি টিম তৈরি সহজ কাজ নয়। তবে বিয়ারজোত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। ফ্যাচেত্তির দায়িত্বে আনলেন গায়তানো স্কিরিয়াকে। ডিফেন্সের মধ্যমণি মাউরো বেলুগির সঙ্গে গায়তানোর চমৎকার বোঝাপড়া করিয়ে দিলেন। দ্রুতগতির সারা মাঠ বিচরণকারী ও লড়াইয়ের মানসিকতার মার্কো তার্দেলিকে ফুলব্যাক থেকে

মিডফিল্ডে আনলেন। তার্দেলির জায়গায় পাঠালেন অখ্যাত তরুণ অ্যান্তনিও কাবরিনিকে। সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন ইতালির গোলের রাজা পাওলো রোসিকে আক্রমণের প্রধান অস্ত্ররূপে শানিয়ে। ফলে বাদ পড়লেন ফ্রান্সেস্কো গ্রাজিয়ানি। এতসব অদলবদলের পরেও চূড়ান্ত দল তৈরির পর দেখা গেল জুভেন্টাসেরই রয়েছেন আটজন। আর্জেন্টিনায় নামার অনেক আগেই বেয়ারজোত উপদেশ দিলেন, ইতালিকে গতানুগতিক ফুটবল ভুলতে হবে। খেলতে হবে ক্যাটানাকিও ডিফেন্স ও কাউন্টার অ্যাটাক পদ্ধতিতে। বেয়ারজোত বললেন—ইতালির কাছে আমি চাই আক্রমণাত্মক ফুটবল—যখন তারা তা করতে পারবে, রক্ষণাত্মকও খেলবে—যখন তার প্রয়োজন হবে।

ফ্রান্সের ম্যানেজার মিচেল হিদালগোর কিন্তু মেনত্তি বা বেয়ারজোতের মতো ত দূরের কথা, ওদের অর্ধেকও প্রমাণের ক্ষমতা ছিল না। অথচ আর্জেন্টিনা-৭৮'-এ তাদের ফুটবলের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার সুযোগ ছিল। তাদের দেশে স্পনসরশিপের দরুন অর্থাভাব নেই ফুটবল উন্নয়নে। উপরন্তু বিদেশী ফুটবলারের ভিড়ে ফরাসী ফুটবলের রমরমা অবস্থা। এদিকে সারা বিশ্ব ১৯৫৮-র ফরাসী দলের স্মৃতি মনে রেখেছে। কোপা ও ফন্টাইনের খেলা চোখের সামনে। ফুটবল রসিকরা ১৯৬৬ থেকেই ফ্রান্সের জন্য অপেক্ষা করছেন তাঁরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছন থেকেই। আর্জেন্টিনায় তাদের সম্পর্কে উচ্চধারণা হয়, যখন এখানে আসার আগে প্যারিসে ফ্রান্স ১-০ জেতে ব্রাজিলের বিপক্ষে। তাছাড়া দলে আছেন প্লাতিনি, বাথিনে এবং টেসর। ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলে সেন্ট এটিনের অগ্রগতি এবং কোয়ালিফাইং গ্রুপে বালগেরিয়া ও অ্যায়ারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাফল্য বলে দেয় ওরা উন্নত। এখন শুধু অপেক্ষা আর্জেন্টিনায় ওরা কেমন করে।

ফ্রান্সের মতো হাঙ্গেরিও। ১৯৬৬-র চূড়ান্ত পর্যায়ের পর আবার তাদের দিকে নজর। উপরন্তু তাদের আর্জেন্টিনায় আগমন বলে দিল, ওদের সাহসের অভাব নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়েছে তারা, ইউরোপীয় কোয়ালিফাইং গ্রুপে জিতেছে গ্রিসের সঙ্গেও। তারপর হাঙ্গেরিকে বলিভিয়ার বিরুদ্ধে কেবল প্লে অফ ম্যাচ খেলতে হয়েছিল। ফাইনাল রাউণ্ডে আসার ব্যাপারে তাদের সম্পর্কে কোনরকম দ্বিমত ছিল না। ম্যানেজার লেজস বারোতি ৪৬ বছর ধরে ফুটবলের সঙ্গে। এই নিয়ে চারবার বিশ্ব কাপে এলেন। পঞ্চাশের দশক থেকে হাঙ্গেরির ফুটবলের সঙ্গে তিনি একাত্ম। বিশ্ব কাপে আসার এক সপ্তাহ আগে ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ইংল্যাণ্ডের কাছে হাঙ্গেরি ৪-১ হারতে বারোতিকে জিজ্ঞাসা করা হল ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ কে পাবে? বারোতি কিন্তু পশ্চিম জার্মানি ও হল্যাণ্ডকে (নেদারল্যাণ্ডস) বাদ দিলেন এবং জানালেন—'উদ্যোক্তা' দেশের সর্বদাই ভাল ফল করার ট্র্যাডিশন রয়েছে। কেননা, সব কিছুই থাকে তাদের অনুকূলে। এমন কি রেফারিরাও উদ্যোক্তা দেশের দর্শকদের চাপে পড়ে সিদ্ধান্ত নেন… …'।

ফ্রান্স-১ঃ ইতালি-২। ২ জুন মার ডেল প্লাটায় গ্রুপ-১-এর খেলায় ইতালি ২-১ হারাল ফ্রান্সকে। এই ম্যাচে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল খেলা শুরুর আধ মিনিটেরও আগে ফ্রান্সের পক্ষে বার্নার্ড লাকোম্বের গোলটি। বুয়েনস এয়ারেসের ২৫০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে এই মার ডেল প্লাটায় মনোরম পরিবেশে খেলাটি শুরু হয়। দ্রুত বল দেওয়া নেওয়ার পর ফরাসী হাফ লম্বা পাস দিলো বাঁ প্রান্তে বাইলাইন বরাবর। লেফট উইঙ্গার নিখুঁত ভাবে বল বাড়ান লাকোম্বকে। লাকোম্বে এমন কিছু দক্ষ নন। কিন্তু সময় মতো লাফিয়ে উঠে বলটিতে মাথা ঠেকালেন। গোলরক্ষক জফ-এর মাথার ওপর দিয়ে বল জালে প্রবেশ করল।

এর পরই ফ্রান্স অসীম শক্তি পেল। যে বাথিনে ও রোশোত্তু আনফিট থাকায় নামানো হয়নি, কিন্তু বদলী অখ্যাতরাই ইতালিকে নাস্তানাবুদ করতে লাগলেন। কিছু সময়ের জন্য ইতালির রক্ষণভাগ হতবাক হল ফ্রান্সের ক্রশ পাসে। বেটে লাকোম্বের জাম্প করে আর একটি হেড সামান্যর জন্য ওপর দিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সের এই আক্রমণে ইতালি ঘাবড়ে যায়নি। তারা সম্ভবত এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। কেবল একজনের জন্যই ইতালির মনোবল ফিরে এল। দলের চরম সংকট মুহূর্তে হাল ধরলেন জুভেন্টাসের ৩২ বছর বয়সী রোমিও বেনেত্তি। মিডফিল্ডার বেনেত্তি ফরোয়ার্ডকে আক্রমণে পাঠাবার জন্য পরিকল্পনা রচনা করলেন। ২৫ মিনিটের সময় বেনেত্তির সেন্টারটিতে শক্তি প্রয়োগ করলেন বেত্তেগা। ডাইভ দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বার্ট্রান্ড ডেমানেস গোল বাঁচালেন। ইতালির মনোবল বাড়ল। পাঁচ মিনিট পরে ইতালি যে ১-১ করল, তা ঐ বেনেত্তির সামান্য প্রয়াসেই। তার পাস ক্রস করে গেল বাঁদিকে। বেত্তেগা তাকে ভলি করতেই কসিও হেড দিলেন। কিন্তু তা বারে লেগে ফিরল। রিবাউন্ডে পা ছোঁয়ালেন কসিও। গোল মুখে দাঁড়িয়ে থাকা রসি সেটি গোলে পাঠালেন। এরপর থেকে সমাপ্তির পাঁচ মিনিট আগে পর্যন্ত বল ছিল ইতালির দখলে।

বার্ট্রান্ড-ডেমানেসকে বিরতির আগে কয়েকবার বেনেত্তি ও বেত্তেগাকে রুখতে হল। বিরতির ছয় মিনিট পরে ইতালি জয়ের গোলটি করল। বিরতির পরে মিড-ফিল্ডে আন্তোগাননির বদলী নামেন জ্যাকেরেলি। জ্যাকেরেলির একটি নিচু শট ফরাসী গোলরক্ষককে পরাস্ত করল। রসিই জ্যাকেরেলিকে ডেকে বলটি দিয়েছিলেন।

ইতালির তার্দেলি ও ফ্রান্সের প্লাতিনি এই ম্যাচে সতর্কিত হন ফ্রান্স যখন আবার ম্যাচে ফেরার জন্য লড়াইয়ের চেষ্টা করে। ইতালিকে শেষ মুহূর্তে একটু বেগ দেয় বসিস ও গুইলুর শট।

| ফ্রান্স | ইতালি |
|---|---|
| বার্ট্রান্ড ডেমানেস, জানভিওঁ, রিও, ট্রেসর, বসিস, মিচেল, গুইলু, প্লাতিনি, ডেলজার, লাকোম্বে (১) ( বেরদল ৭২ মি. ), সিক্স ( রাউয়ের ৭৬ মি. )। | জফ, জেন্টিল, বেলুগি, স্কিরিয়া, ক্যাবরিনি, তার্দেলি, বেনেত্তি, আন্তোগাননি ( জ্যাকেরেলি ৪৬মি. ) (১), কসিও, রসি (১), বেত্তেগা। |

রেফারি ঃ নিকোলাস রেনিয়া ( রোমানিয়া )।

**হাঙ্গেরি-১ ঃ আর্জেন্টিনা-২।** ২ জুন গ্রুপ-১-এর খেলায় আর্জেন্টিনা ২-১-হারাল হাঙ্গেরিকে। দেশের মাটিতে এই প্রথম তাদের বিশ্ব কাপ জয়ের স্বপ্ন। বুয়েনস এয়ারেসের রাজকীয় এই স্টেডিয়ামে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ৭৫ হাজার দর্শকের স্টেডিয়ামটি কানায় কানায় পূর্ণ। ৭৫ হাজার কণ্ঠ আজ একই সুতোয় গাঁথা। কোরাস গানের মতো একই সুরে বলছেন ওঁরা 'আর-জেন-টিনা', 'আর-জেন- টিনা'। এই সুর স্টেডিয়ামের বাকি সব কিছুকে ঝাপসা করে দিচ্ছে, গত দিন গ্রুপ-২-এর খেলায় এই স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানি ও পোল্যাণ্ড দর্শকদের আনন্দ দিতে পারেনি। আজ হল তার বিপরীত। ফুটবলের আনন্দে দর্শকরা অবগাহন করতে এলেন!

সন্দেহ নেই খেলাটি হল অত্যন্ত উঁচুমানের। কিন্তু খেলাটি শেষ হল হিংসা-শ্রয়ী এবং নালিশ ও পাল্টা নালিশের ঘটনায়। এ জন্য দায়ী কিছুটা পোর্তুগালের রেফারি আন্তনিও গ্যারিডোর দুর্বল পরিচালনা। তার সঙ্গে ছিল শেষ তিন মিনিটে হাঙ্গেরির তোরোকসিক ও নিলাসির কয়েকটি মারাত্মক ফাউল এবং এজন্য দুজনকে বাইরে পাঠানো হয়।

'আমরা অন্যদের মতোই শক্ত ও সমর্থ'। ওয়েমব্লিতে খেলার আগে হাঙ্গেরির ম্যানেজার বারোতির ঐ উক্তি ছিল। বুয়েনস এয়ারেসেও আজ তারই প্রমাণ মিলল। খেলার শুরুতেই হাঙ্গেরি যেন কুঁপিয়ে কুঁপিয়ে ধরাশায়ী করার চিন্তা নিয়েছিল আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়দের। বারোতি খেলা শেষে তোরাকসিক ও নিলাসির জন্য ক্ষমা চাইতে পারতেন উত্তেজনা কমাতে। তিনি এও বললেন না হাঙ্গেরির খেলোয়াড়দের প্রতি অবিচার হয়েছে, আর সেজন্যই তারা হতাশায় ভুগছিল।

খেলায় জয় পরাজয় নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থা ছিল সমাপ্তির সাত মিনিট আগেও। আর্জেন্টিনার দুই বদলীর অন্যতম বার্তনি শূন্য নেটে বল পাঠান যখন হাঙ্গেরির গুজদার ও কেরেকি হেড-অন কলিশন করেন।

আর্জেন্টিনার স্ট্রাইকার লুকে বল নিয়ে হাঙ্গেরির রক্ষণকে ভেদ করে ওদের হৃৎপিণ্ডে ঢুকে পড়েছিলেন প্রায়। সমাপ্তির ১৩ মিনিট আগে ন্যাগি হাঙ্গেরির জন্য জয় এনে দিচ্ছিলেন। আর্জেন্টিনা তখন দারুণ চাপের মুখে। রাইটব্যাক আহত টোরোক-এর বদলী মারটোসকে সাপো কঠিন পাস দিলেন। মারটোসের সেন্টারে ন্যাগি মাথা ছোঁয়ালেন। কিন্তু বল ডান দিক দিয়ে ধাক্কা খেল। এরপরই আর্জেন্টিনার ডিফেন্স অত্যন্ত রাফ ট্যাকল করল টোরোকসিকের সঙ্গে। তিনি গ্যালেগোকে লাথি মারলেন। তারানতিনি-কে মাড়িয়ে গেলেন নিইলাসি। হাঙ্গেরীয়দের মাঠ থেকে বের করা ছাড়া উপায় ছিল না রেফারির। নিইলাসি এর আগেও ভ্যালেনসিয়াকে ফাউল করেছিলেন। আর টোরোকসিকের আচরণও ছিল অখেলোয়াড়ের। কিন্তু ঐ সব পাপ রেফারির বাঁশি দ্বারা তেমন বড় রকমের শাস্তি পায়নি। খেলা যেন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাছাড়া করবেনই বা কি?

খেলা যে গতিতে চলছে, দর্শকরা যেভাবে হৈ চৈ করছেন তার মাঝে বাধা দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

বড় ভাল লাগল নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও আর্জেন্টিনার সংযত আচরণ। সমাপ্তির কিছু আগে পর্যন্তও তাঁরা শান্ত ছিলেন। তবে নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় ৯০ মিনিট খেলায় দুবার তাঁরা অমার্জনীয় অপরাধ করেছিলেন। পিন্টারের কোমর বরাবর লাফিয়ে পাসারেলা একবার ট্যাকল করেন। ঠিকমত লাগলে ঐ মিডফিল্ডারের শরীর মাঝামাঝিই দু টুকরো হয়ে যেত।

খেলার কথায় ফিরি। আর্জেন্টিনা সারাক্ষণ দেখিয়েছে তারা ছোট ছোট পাসেও অত্যন্ত দ্রুত খেলতে জানে এবং অত্যন্ত নিখুঁত ভাবেই। আর কেম্পেস ও লুকের খেলায় কখনও মনে হয়নি, এই জুটির আক্রমণে আর্জেন্টিনা বিশ্ব কাপ ঘরে তুলতে পারে। দুজনের একই ধরনের লম্বা কালো চুল, একই ধরনের দৌড়ে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল কে লুকে আর কেইবা কেম্পেস। আসলে বিশ্ব কাপের জন্য কেম্পেসের দেরিতে আসাটা একটু সমস্যা ছিল শুরুতে। লুকেই এদিন ১৪ মিনিট পরে ১-১ করেন। শেষ কাজটি করাই ছিল তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব। কেম্পেসের দুরন্ত শটে লুকে পা ছুঁইয়ে দেন গতি সামান্য বদলের জন্যই। ওটি ঠেকানো গুজদারের ক্ষমতার বাইরে ছিল। ২-১-এর কথা আগেই বলেছি গুজদার-রেফারির সংঘর্ষের সময় বারাতানির পা থেকে ওটি এসেছিল।

আর হাঙ্গেরি? আর্জেন্টিনার মাঠে বলেই নয়, তাদের যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারা কেবলি আত্মরক্ষা করছিল। ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যে খেলা খেলেছিল, তার অংশমাত্রও চোখে পড়েনি। তবে শুরুতে তাদের আক্রমণ ছিল আর্জেন্টিনার মতোই। ১০ মিনিটের মাথায় তাদের চারজনের সম্মিলিত আক্রমণে আর্জেন্টিনা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফিলোল ধরে রাখতে পারেননি জোম্বোরির শট। কাছেই ছিলেন সাপো, তিনি রিবাউন্ড মারতেই হাঙ্গেরি ১-০ করে।

| হাঙ্গেরি | আর্জেন্টিনা |
|---|---|
| গুজদার, টোরোক ( মারটোস ৪৬ মিঃ ) কেরেকি, কর্কাসিস, জে টথ, পিণ্টার, নিইলাসি জোম্বোরি, সাপো (১), টোরোকসিক, ন্যাগি। | ফিলোল, ওলগুইন, এল গালভান, পাসরেলা, তারানতিনি, আর্দিলেস, গ্যালেগো, ভ্যালেনসিয়া ( অলোনসো ৭৫ মিঃ ), হাউসম্যান ( বারতনি ৬৭ মিঃ) (১), কেম্পেস, লুকে (১)। |

রেফারি ঃ আন্তোনিও সারিদো ( পোর্তুগাল )।

ইতালি-৩ ঃ হাঙ্গেরি ১। ৬ জুন মার ডেল প্লাটায় গ্রুপ-১-এ গোলের ব্যবধানে খেলা কেমন হল বোঝা যায় না। ইতালির বেত্তেগা সামান্যর জন্য আরও তিনটি

গোল থেকে দলকে বঞ্চিত করেন। অর্থাৎ ইতালি এদিন সর্বদাই হাঙ্গেরিকে পদানত রেখেছিল। হাঙ্গেরির দুর্বল ছিল টোরোকসিক ও নিইলাসি এই ম্যাচে খেলতে না পারায়। এর আগে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফাউলের দরুন এদের দুজনকে একটি ম্যাচের জন্য সাসপেণ্ড করা হয়। উপরন্তু উইঙ্গার ভারাদি আহত ছিলেন। তারা নাস্তানাবুদ হল জয়ের লক্ষ্যে উদ্যমী ও আক্রমণাত্মক খেলায় উৎসাহী ইতালির কাছে।

বেনেত্তি আবার 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' হলেন। দর্শকরা তাঁকে 'দ্য অ্যাসাসিন' আখ্যা দিলেন। কারণ তিনি প্রতিটি মুহূর্তে বিপক্ষের রক্ষণব্যূহ্য ভেদ করছিলেন। তাঁর বল নিয়ন্ত্রণ ও বলের সুব্যবহারে সকলে মুগ্ধ। চমৎকার শটে তিনি ইতালির তৃতীয় গোলটি এনে দেন। বাকি দুটি ৩৪ মিনিটে রসি-র ও ৩৫ মিনিটে বেত্তে-গার। হাঙ্গেরির এ টথ সমাপ্তির ১০ মিনিট আগে পেনাল্টি থেকে একটি গোল শোধ করেন।

ইতালি

জফ, জেণ্টিল, বেহ্লিগ, কাবরিনি (কুক্কুরেড্ডু ৭৯ মি.), তারদেল্লি, বেনেত্তি (১), আন্তোগনানি, রসিও, রসি (১), বেত্তেগা (১), (গ্রাজিয়ানি ৮৩ মি.)

হাঙ্গেরি ঃ

মেসজারোস, মারটোস, ককসিস, কেরেকি, জে টথ, পিণ্টার, ফাজেকাস (এ টথ ৪৬ মি.) (পেনাল্টি), জোম্বোরি, সাপো, পুজতাই, ন্যাগি (হালাসজ ৪৬ মি.)।

রেফারি ঃ রামোন বারেত্তো (উরুগুয়ে)।

আর্জেণ্টিনা-২ ঃ ফ্রান্স-১। ৬ জুন বুয়েনস এয়ারেসে গ্রুপ-১-এর এই খেলা দেখে বহু আন্তর্জাতিক ম্যাচের খেলোয়াড় ও ইংল্যাণ্ডের ববি চার্লটন বললেন, এটি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর আন্তর্জাতিক ম্যাচ। চার্লটন আর্জেণ্টিনা এসেছেন এবার বি বি সি টেলিভিশনের বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকারের দায়িত্ব নিয়ে। দলমত নির্বি-শেষে প্রতিজন দর্শক আনন্দ পেয়েছেন এই খেলায়। খেলা হয়েছে দ্রুত লয়ে, হয়েছে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ। আর্জেণ্টিনা জয়ের গোলটি করে প্রায় শেষ মুহূর্তে। আর সেজন্য ফ্রান্সকে বিদায় নিতে হয়। বিদায় নিতে হল দ্বিতীয় ন্যূনতম ব্যবধানে পরাজয়ের জন্য।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, ফ্রান্স হেরেছে অনেকটা মন্দ-ভাগ্যের দরুনই। সুইজার-ল্যাণ্ডের রেফারি জিন ডুবাচ প্রথমার্ধে অনেকটা দয়া দেখিয়ে আর্জেণ্টিনাকে পেনাল্টি পাইয়ে দেন। আর্জেণ্টিনার এতে মনোবল বেড়ে যায়। অথচ এর চাইতে মারাত্মক ফাউল করা হয় দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের সিক্সকে। লাজোস বারোতি অভিযোগও করেন স্বদেশী দর্শক-সমর্থকদের চিৎকার ও চাপে রেফারি আর্জেণ্টিনার দিকে টেনে খেলাচ্ছেন।

রেফারির দুর্বল বা কিছুটা একপেশে পরিচালনা অবশ্য ম্যাচের মান নামেনি। বাথিনে, রোশেতু ও ব্যাটিসনের মিলিত শক্তির সঙ্গে যুক্ত হন লোপেজ। ফ্রান্স অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই সারাক্ষণ খেলল। ওদের 'ওয়ান-টাচ' ফুটবল সকলকে আনন্দ দিল। মার্সেলিসের খেলোয়াড় ট্রেসরকে বলা হল 'কমপ্লিট ফুটবলার'। বিশেষজ্ঞরা জানালেন, আট বছর আগে মেক্সিকোয় ববি মুর ছিলেন সেরা ডিফেণ্ডার, আর তারপর এবার এসেছেন এই ট্রেসর। ফ্রান্স এই ম্যাচ জিততে না পারায় সহজেই ড্র রাখতে পারত। কিন্তু তাদের কুশলী গোলরক্ষক বার্ট্রাণ্ড-ডেমানেসকে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বাইরে যেতে হয় আঘাত পেয়ে। আর সিক্স একটি অব্যর্থ 'সিটার' কাজে লাগাতে পারেননি।

উপরন্তু আর্জেণ্টিনার লুকে বা কেম্পেসকে রুখতে পারেনি ফ্রান্স। লাকোম্বে ইতালির বিরুদ্ধে নিচু শটে সফল হলেও, এই খেলায় তেমন আক্রমণাত্মক হতে পারেননি। তিনি এবং রোসোতু অনেক সুযোগ নষ্ট করেন। ফ্রান্সের বুদ্ধি যেন এদিন ভোঁতা ছিল। প্রসঙ্গত জানাই, লুকে ও কেম্পেস একবার বল নিয়ে এগোতে লোপেজ শট মেরে লাইনের ওপার পাঠান। কেম্পেস সেটিকে ভলি দ্বারা বার্ট্রাণ্ড-ডেমানেসের পায়ে লাগান। লোপেজের ভুলেই গোলের উপক্রম হয়।

আর আর্জেণ্টিনা খেলছিল বা এগোচ্ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। একবার ত কেম্পেস দুই মিডফিল্ডারকে কাটিয়ে ফ্রান্সের পেনাল্টি এরিয়ায় বল বাড়ান লুকের কাছে। তেড়ে এসেছেন ট্রেসর ওকে আটকাতে। এদিকে আর্জেণ্টিনীয় সমর্থকদের মধ্যে চিৎকার—ট্রেসর হাতে বল ঠেকিয়েছেন। কিন্তু লাইন্সম্যানের সঙ্গে রেফারি পরামর্শের পর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পেনাল্টির আদেশ দিলেন। পাসারেলার জোরালো শটে আর্জেণ্টিনা ১-০ এগিয়ে গেল বিরতির ঠিক আগে। ফ্রান্সের বিপর্যয় নেমে আসে দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটে। ভ্যালেন্সিয়ার একটি দুর্দান্ত ভলি বারের ওপরে দিয়ে ক্লিয়ার করে মাটিতে পড়ার আগে পোস্টে ধাক্কা খেয়ে প্রচণ্ড আঘাত পান।

তবুও ফ্রান্স দমেনি। তারা আরও বল পেল ৬১ মিনিটে লাকোম্বের বল আর্জেণ্টিনার বারে লেগে ফিরতে। ফিলোল ওতে জোরালো রিবাউণ্ড করান এবং ১-১ হল। প্লাতিনি এরপর দ্রুত দৌড়ে পাস দিলেন সিক্সকে। খেলার গতি তখন ফ্রান্সের অনুকূলে। কিন্তু সিক্সের শটটি বারের ওপর দিয়ে চলে গেল। কেবলমাত্র ফিলোলকে সামনে পেয়েও সিক্স তাকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলেন। এটি ফ্রান্সের শেষ সুযোগ কেবল নয়, এ যে কেমন ব্যর্থতা তা লিখে বোঝানো যায় না। সমাপ্তির আর বাকি ১৬ মিনিট। ফ্রান্স রক্ষণভাগ আর্জেণ্টিনার লুককে রোখার জন্য পাঁচিল তুলে দিয়েছে পেনাল্টি সীমার ঠিক বাইরে। লুকে কেমন করে ওদের ভেদ করবেন। শরীর নিয়ে প্রবেশ অসম্ভব। অদ্ভুত একটি ভলি মারলেন। ফ্রান্সের বদলী গোলরক্ষক বারাতেলি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন আটকানোর জন্য। দিয়ে ছিলেন ডাইভ। কিন্তু তা কাজে লাগেনি।

দ্বিতীয় গোলটি পেয়ে আর্জেণ্টিনার মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আর তখনই

ভ্যালেনসিয়া গুরুতর আঘাত পেয়ে বাইরে গেলেন, এলেন অলোনসো ৬৫ মিনিটে। আট মিনিট না কাটতেই তিনিও আহত। এবার এলেন অরটিজ। আর্জেণ্টিনা দলে বড় আঘাত এল প্রায় শেষ মুহূর্তে জুড়িবিহীন লুকের কনুইয়ের হাড় সরে যাওয়ায়। লুকে কি পরবর্তী ম্যাচে ইতালির বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন? যদি না পারেন, কে তাঁর স্থান নেবেন? সারা স্টেডিয়ামে এই প্রশ্ন। প্রশ্ন রেডিও, টিভি এবং প্রতিটি খবরের কাগজেও।

আর্জেণ্টিনা ঃ

ফিলোল, অলগুইন, এল গালভান, পাসারেলা (পেনাল্টি), তারানতিনি, আর্ডিলেস, গ্যালেগো, ভ্যালেনসিয়া (অলোনসো ৬৫ মিঃ, অরটিজ ৭৩ মিঃ), হাউসম্যান, কেম্পেস, লুকে (১)।

ফ্রান্স ঃ

ব্রাট্রাণ্ড-ডেমানেস (বারাতেলি ৫৯ মিঃ), ব্যাট্রিসটন, লোপেজ, ট্রেসর, বসিস, মিচেল, প্লাতিনি (১), বাথিনে, রোসোতু, লাকোম্বে, সিক্স।

রেফারি ঃ জিন ডুবাচ (সুইজারল্যাণ্ড)।

ফ্রান্স-৩ ঃ হাঙ্গেরি-১। গত ম্যাচে আর্জেণ্টিনার কাছে হারলেও ফ্রান্সের ফুটবল শিল্প বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে সুনাম কুড়িয়েছে। তাদের সম্পর্কে ধারণা আরও ভাল হল ১০ জুন মার ডেল প্লাটায় হাঙ্গেরিকে ৩-১-এ হারানোয়। তবে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে জয় নিয়ে অনেকে কৌতুক করলেন। এদিন হাসির অন্যতম কারণ ছিল ফ্রান্সের জার্সি নিয়ে। তারা খেলতে নামল মার ডেল্ প্লাটার কিম্বারলি ক্লাবের সবুজ ও সাদা স্ট্রাইপের জার্সি পরে। ফ্রান্সের নিজস্ব জার্সি নীল এবং হাঙ্গেরির কালো-সাদার ওপরে লাল। টেলিভিশন দর্শকদের নাকি এই রং-এর জার্সিতে অসুবিধা কারা কোন দল তা বুঝতে।

উদ্যোক্তার অনুরোধে দুই দলই তাদের সাদা স্ট্রাইপ বদল করে মাঠে আসে। তবে ফ্রান্সকে কিম্বারলির জার্সি ১টা ৪৫ মিনিটেও মাঠে পেঁছিয়নি। অথচ ঐ সময় খেলা শুরুর কথা। জার্সি পেয়ে খেলা আরম্ভ হতে ৪০ মিনিট দেরী হল। টেলিভিশন প্রোগ্রামের জন্যই বিশ্ব কাপ ফুটবলের মতো প্রতিযোগিতায় এই কাণ্ড!

এই ম্যাচে দুই দলের কারুরই কোন চিন্তা ছিল না। খেলতে হবে, তাই খেলা। দুই দলই তাই খুশি মতো খেলোয়াড় বদল করেছে। ফ্রান্সের গোলে দেখা গেল ডুপসিকে। ৩৬ মিনিট পরে লোপেজ ও বেরদোল ফ্রান্সকে ২-০ এগিয়ে দেয়। জোম্বোরি ২-১ করেন চার মিনিট পরে। বিরতির আগেই রোসোতু ৩-১-এগিয়ে দেন।

| ফ্রান্স ঃ | হাঙ্গেরি ঃ |
|---|---|
| ড্রপসি, জানভিয়ে, লোপেজ (১), ট্রেসর, ব্রাস্‌সি, পেটিট, বাথিনে, গাপি ( প্লাতিনি ৪৬ মিঃ ), রেসোত্ত (১) ( সিক্স ৭৫ মিঃ ) বেরদোল (১), রুয়ার। | গুজদার, মারটোস, বালিন্ত, কেরেকি, জে টথ, পিন্টার, নিইল্যাসি, পুজস-তাই, জোম্বোরি (পেনাল্টি), টোরো-কসিক, ন্যাগি ( সাপো ৭৩ মিঃ )। |

রেফারি ঃ আরমাণ্ডো সিজার কোয়েলহো ( ব্রাজিল )।

**ইতালি—১ ঃ আর্জেন্টিনা—০।** ১০ জুন বুয়েনস এয়ারেসে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ইতালি ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখল। জানিয়ে দিল ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ ইতালিতে যেতে পারে। কারণ ইতঃপূর্বে তারা হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জিতেছে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে এই খেলায় তারা 'কাউন্টার পাঞ্চিং স্টাইল' শুধু নয়, দেখাল ফুটবলও যে আর্ট, তার কিছু নমুনা।

প্রকৃতপক্ষে ইতালির ট্যাকটিকসে খুব বৈচিত্র্য ছিল না। কিন্তু আর্জেন্টিনার ১৯৭৮ বিশ্ব কাপ জয়ের বাসনার জন্য স্ট্র্যাটেজি ছিল শুধু আক্রমণ আর আক্রমণ। এই আক্রমণ দ্বারা তারা বিপর্যস্ত করতে পেরেছিল হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সকে। কিন্তু রিভার প্লেট মাঠে তারা ইতালির সঙ্গে যুঝতে চায়নি ঐ স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ীই। কারণ আগুন দিয়ে তো আগুন নেভানো যায় না। এদিকে ইতালি যেমন দুর্গ রক্ষা করেছে, তার সঙ্গে দ্রুত আক্রমণেও রত হয়েছে। এঞ্জো বেয়ারজোত দলের দায়িত্বে আসার আগে বিশ্বময় অবশ্য ইতালির এই ধরনের খেলা বিশ্ববিদিত ছিল।

আর্জেন্টিনার কূটবুদ্ধি কার্যকর হল। বলা যায় আর্জেন্টিনার ফাঁদে ধরা দিল ইতালি। খেলায় সাফল্যের জন্য কেবল ভাল খেলা নয়, দরকার বিচক্ষণতা। প্রথমার্ধে অবশ্য আর্জেন্টিনাকে দেখে মনে হল তারা খেলছে ঝড়ের গতিতে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ঢিলেমি দেখাল। আর ইতালি পাল্টা আক্রমণে বিপর্যস্ত করল আর্জেন্টি-নাকে, তাদের জয়ের গোলটিও আসে তখন। ফলে পয়েন্টের ব্যবধানে ইতালির স্থান হল 'এ' গ্রুপের শীর্ষে। আর দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় আর্জেন্টিনাকে রিভার প্লেটে খেলার আশা ত্যাগ করতে হল। কূট-চাল অনুযায়ী তারা রিভার প্লেটে খেলতেই চায়নি। দ্বিতীয় রাউণ্ডে তারা গেল এবং স্থান হল গ্রুপ 'বি'তে, এটাই আর্জেন্টিনা চেয়েছিল। কারণ পরবর্তী রাউণ্ডে যেতে অনেক সুবিধা হবে।

আর ইতালি ? তারা গ্রুপ ১-এ বুয়েনস এয়ারেসে সম্রাট হয়ে রইল। সন্দেহ নেই যোগ্য দলরূপেই তারা শীর্ষে উঠেছে। প্রথম রাউণ্ডের তিনটি ম্যাচের তাদের খেলা প্রমাণ করেছে, এবারের বিশ্ব কাপে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলতে আসা ১৬টি দলের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ। তারাই সেরা সেরা অস্ত্রে সজ্জিত বা শানিত দল। তাদের টিম ওয়ার্ক অতুলনীয়। প্রতিটি পাস, প্রতিটি শট নিখুঁত, যেন কম্পিউটারাইজড। বেনেত্তি, বেত্তেগা, কসিও রসি—প্রত্যেকেই টুর্নামেন্টে নিঃসন্দে প্রথম সারির

তারকা। এদিন রিভার প্লেটে এরা প্রত্যেকেই প্রতিপদক্ষেপে পরাস্ত করেছে আর্জেণ্টিনাকে। ৬৭ মিনিটে বেত্তেগার একমাত্র গোলকে রত্নের সঙ্গেই কেবল তুলনা করা যায়। অসাধারণ খেলেন আন্তোগনীন। রসি ও আন্তোগনীন বল দেওয়া নেওয়া করতে করতে এগিয়ে পেনাল্টি সীমার বাইরে হাজির হন। সারা স্টেডিয়াম দেখছে কীভাবে ওঁরা আর্জেণ্টিনার ডিফেন্সকে সম্মোহিত করছেন। বেত্তেগাও সকলকে বোকা বানিয়ে ঠিক জায়গায় উপনীত। রসি শেষ পাসটি দিলেন নিখুঁত ভাবে, বেত্তেগা বেশ নিশ্চিন্তেই দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু অলগুইনের স্লাইং ট্যাকল তাকে পরাস্ত করবে প্রায় এমন মুহূর্তে বেত্তেগা গোলে তাক করলেন। গোলরক্ষক ফিলোল লাইন ছেড়ে বেরিয়ে আসতেই বিপদ ঘটল।

বেত্তেগা এই প্রথম ফিলোলকে সমস্যায় ফেললেন না। প্রথমার্ধে ২৬ মিনিটের সময় আর্জেণ্টিনাকে বোকা বানিয়ে ইতালি কর্ণার পায়। কসিও কিকটি করেন। রসি দ্রুত ওকে মাথা ঠেকিয়ে পিছনে বেত্তেগার কাছে পাঠান। বেত্তেগা দ্রুত ধেয়ে এমনভাবে মারলেন যে বল বাউন্স করে গোলে প্রবেশ করে। ফিলোলের মুহূর্ত মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। ঝাঁপিয়ে বল না ধরে ( ধরার উপায় ছিল না ) বারের ওপর দিয়ে পাঠালেন।

এদিনের খেলা ঘিরে বিশেষজ্ঞদের মতামতের অন্ত ছিল না। কেউ বললেন, আর্জেণ্টিনার বিপক্ষে বেত্তেগা অপেক্ষা সক্রিয় ছিলেন বেনেত্তি ও কসিও। এদের দুজনের খেলা দর্শকদের আকৃষ্ট করেনি, কেননা আসল কাজটি করেন বেত্তেগা। ঐ দুজন সম্পর্কে বলা হল ইতালির প্রতিআক্রমণে কসিওর ভূমিকাই ছিল বেশি। আর বেনেত্তি ইতালিকে প্রতি মুহূর্তের বিপদ থেকে তুলে এনে বল বাড়িয়েছেন আর্জেণ্টিনার দিকে। তবে প্রতিবার তিনি একতরফা কাজ করতে পারেননি। আর্ডেলিসের সঙ্গে একবার শক্ত ট্যাকলও করতে হয়। তবে তা বে-আইনী ছিল না।

প্রথমার্ধে ইতালি অবিন্যস্ত খেলেছে। তাদের ট্যাকটিকস ছিল আর্জেণ্টিনাকে ঘায়েল করা। তবে ইজরায়েলী রেফারি আব্রাহাম ক্লিন কখনও দুর্বল হয়নি। সারাক্ষণ খেলা ছিল তার কর্তৃত্বে। পোর্তুগালের গ্যারিডো বা সুইজারল্যাণ্ডের ডুবাশের মতো কখনও দুর্বল হননি। হাঙ্গেরি ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আর্জেণ্টিনার খেলায় ওঁরাই ছিলেন বাঁশি মুখে, সুতরাং ইজরায়েলী রেফারিকে প্রশংসা করতেই হবে। অনেকের আশংকা ছিল ইতালি শক্তিমান, অই ফল তাদের অনুকূলে গেলে লাতিন দর্শকরা গণ্ডগোল করবেন। কিন্তু দৃষ্ট হল বিপরীত চিত্র। ওঁরা খেলা শেষে ইতালীয় জাতীয় সংগীতকে উল্লাস দ্বারা অভিনন্দিত করলেন। খেলার শুরুতে ইতালির খেলোয়াড়রা ফুল ছুঁড়ে দিলেন লাতিন দর্শকদের দিকে। শুভেচ্ছা বিনিময় বোধ হয় তখনই হয়ে গিয়েছিল। যাদের আশংকা ছিল—খেলা শেষে এই ফুল কাঁটা হয়ে না বিঁধে যায় তাদের আশংকা অমূলক প্রমাণিত হল।

বলার মতো কথা, শুরুর দিকে ইতালির ফাউলগুলি তাদের অনুকূলেই যায়। মধ্যভাগের ডিফেণ্ডার বেলুগিকে সাত মিনিটের মধ্যেই বসাতে হয়। আহত

থাকায় তিনি খেলতে পারছিলেন না, এদিন কেম্পেসের সঙ্গে ট্যাকলে গিয়ে আবার আঘাত পেলেন। তার বদলে এলেন আর এক জুভেন্টাস কুকুরেড্ডু। এবং কেম্পেসকে আটকাবার দায়িত্ব বর্তাল ব্যাক জেন্টিলের ওপর। জেন্টিল দুবার দলকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। ২৮ মিনিটে কেম্পেস প্রায় পরাস্ত করেছিলেন গোলরক্ষক দিনো জফকে ফ্রি কিকে ( জফ এর আগে কেম্পেসের জোরালো হেড বাঁচান )। কুকুরেড্ডুর জন্য একবার ইতালির বড় ধরনের বিপদ আসে তিনি ভুল হেড করায়। ওঁর ভুল হেডারে কেম্পেস জোরালো ভলি মারেন। পোস্টের সামান্য ওপর দিয়ে ওটি চলে যায়।

এদিন আর্জেন্টিনাকে একাধিক সুযোগ করে দেন আর্দেলিস। তাঁর পাসের পর কেম্পেস যদি জেন্টিল কর্তৃক বাধা না পেতেন অনিবার্য গোল ছিল। বার্তোনির প্রয়াস ব্যর্থ করেন কার্বারিনি। অরটিজ বাইরে গেলে বদলী আসেন হাউসম্যান। যাইহোক আর্জেন্টিনা কখনও ইতালির মতো আক্রমণে যেতে পারেনি। আর্জেন্টিনার ক্ষমতা যে সীমিত তার প্রমাণ মিলছিল বিভিন্ন সময়। অবশ্য এদিনের ফল অন্যরকম হতো যদি লুকে থাকতেন। আর তাহলে দ্বিতীয় রাউণ্ডে হয়তো ইতালির থাবায় আবার পড়তে হতো আর্জেন্টিনাকে।

**ইতালি ঃ**
জফ, জেন্টিল, বেলুগি ( কুকুরেড্ডু ৭ মিঃ ) শ্কিরিয়া, ক্যার্বারিনি, তার্দেলি, বেনেত্তি, আন্তোগনানি ( জ্যাকেরেলি ৭২ মিঃ ) কসিও, রসি, বেত্তেগা (১)।

**আর্জেন্টিনা ঃ**
ফিলোল, অলগুইন, এল গ্যালভান, পাসারেলা, ট্যারানটিনি, অর্ডিলেস, গ্যালেগো, ভ্যালেন্সিয়া, বার্তোনি, কেম্পেস, অরটিজ (হাউসম্যান ৭৩ মিঃ)।

রেফারি ঃ আব্রাহাম ক্লিন ( ইজরায়েল )।

গ্রুপ—১

| | | |
|---|---|---|
| ফ্রান্স—১ ( লাকোম্বে ) | ঃ | ইতালি—২ ( রসি, জ্যাকেরেলি ) |
| হাঙ্গেরি—১ ( সাপো ) | ঃ | আর্জেন্টিনা—২ ( লুকে, বার্তোনি ) |
| ইতালি—৩ ( রসি, বেত্তেগা, বেনেত্তি ) | ঃ | হাঙ্গেরি—১ ( টথ ) |
| আর্জেন্টিনা—২ ( পাসারেলা, লুকে ) | ঃ | ফ্রান্স—১ ( প্লাতিনি ) |
| ফ্রান্স—৩ ( লোপেজ, বেরডল, রোসোতু ) | ঃ | হাঙ্গেরি—১ ( জোম্বোরি ) |
| ইতালি—১ ( বেত্তেগা ) | ঃ | আর্জেন্টিনা—০ |

### লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইতালি | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ২ | ৬ |
| আর্জেণ্টিনা | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৪ | ৩ | ৪ |
| ফ্রান্স | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৫ | ৫ | ২ |
| হাঙ্গেরি | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ৮ | ০ |

## গ্রুপ—২

### পশ্চিম জার্মানী, পোল্যান্ড, মেক্সিকো ও তিউনিসিয়া

প্রথম রাউণ্ডের ড্র-য়ে নিশ্চিতই গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে সব চাইতে অনুকূল হল। চার গ্রুপের মধ্যে এটি ছিল সম্ভবত সহজতম। তবে দু-একটি বিস্ময়ও ছিল এই গ্রুপের খেলায়। অকপটে স্বীকার করতেই হবে পশ্চিম জার্মানী শুরুর ম্যাচগুলি নিয়ে দ্বিধায় ছিল। কারণ চার বছর আগে মিউনিখে বিশ্বজয়ের সময়ের পশ্চিম জার্মানী আর এখনকার পশ্চিম জার্মানীতে ফারাক অনেক। ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ম্যাচগুলিতে তাদের ফল সন্তোষজনক হয়নি। ইউরোপীয়ান ক্লাব প্রতিযোগিতাগুলিতে এবং আর্জেণ্টিনা পেঁছনর আগের ম্যাচগুলিতে পশ্চিম জার্মানীর ফল ভাল ছিল না। পশ্চিম জার্মানীর এই ধরনের ফল নিয়ে বিভিন্ন জন নানা কথা বললেন ঃ কেউ বললেন, খেলোয়াড়দের মান নেমে গিয়েছে। কারুর অভিমত ঃ ওদের মধ্যে জয়ের অদম্য ইচ্ছা আর নেই। পশ্চিম জার্মানীর ম্যানেজার হেলমুট শোনের তূণে একদা অনেক তীর ছিল। ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে তিনি নিক্ষেপ করেছিলেন ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়ের, উয়ে জিলার, উলফগ্যাং ওভারাথের মতো ধারালো তীর ; জার্ড মুলার, জুরগেন গ্রাবোওয়াস্কি এবং বার্টি ফোগটসকে ১৯৭০-এর বিশ্ব কাপে। ১৯৭৪-এ উপহার দেন রেনার বনহফ, পল ব্রেটনার ( বা ব্রাইটনার ) এবং উলি হোনেসকে। ফুটবলপ্রেমীরা মনে করতেন ঈশ্বরের পরেই এদের স্থান।

১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ ব্যবধান চার বছরের হলেও দল বদলটা খুব বেশি ছিল না। আপাতদৃষ্টিতে খেলোয়াড়দের মান নেমেছে এখনও অনেকের মনে হয়নি। মনে হয়নি—এই দল কোনরকম চিন্তার। তবে জার্ড মুলার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন। পল ব্রেটনার চলে গিয়েছেন স্পেনে খেলার জন্য। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পশ্চিম জার্মানীতে যে তরুণরা দৃষ্টি কেড়েছেন, তাঁদের অন্যতম ডেটার মুলারকে অবশ্য এবারের বিশ্ব কাপের আগে জার্মানী খুব বেশি সুযোগ দেয়নি। আর এক তরুণ বার্ণার্ড ডিয়েজ লেফট ব্যাকে অতীতের তারকাদের বদলী হওয়ার যোগ্য। এই দুজনকে ১৯৭৬-এ ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে

চেকোশ্লোভাকিয়া হারাতে পেরেছিল কেবল পেনাল্টিতেই, উপরন্তু এরা যে জার্মান জাতীয় দলে অপরিহার্য এ সম্পর্কে ওরা নিশ্চিত হয় যখন বুণ্ডেসলিগা শেষে বেকেনবাউয়ের বেয়ার্ন মিউনিখ ছেড়ে তিন বছরের চুক্তি করে ১৫ লক্ষ ডলার পেয়ে নিউইয়র্কের কসমস-এ চলে যান।

বেকেনবাউয়ের হীন পশ্চিম জার্মানী। তবুও অনেক ইউরোপীয় দলের সেরা ছিল এরা। ১৯৭৭-এর গ্রীষ্মে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দেখা যায় হামবুর্গের মানি কালৎজ যদিও বেকেনবাউয়েরের সঙ্গে তুলনীয় নন, কিন্তু সুইপার রূপে নজর কেড়েছেন। ঐ সফরে জার্ড মুলারের মতো গোলের নেশা দেখা গেল শালকের ক্লাউস ফিশারের মধ্যে। ঐ ক্লাবেরই রুডি আব্রামজিকের দ্রুতলয়ের খেলা, অ্যাথ-লিটের মতো স্প্রিন্ট করা ইত্যাদি জার্মান উইঙ্গারদের ঐতিহ্যকেই স্মরণ করায়। ১৯৭৭-এর অক্টোবরে বার্লিনে ইতালিকে ২-১ গোলে পরাস্ত করা জার্মানী যে শক্তিমান, তারই পরিচয় দিয়েছিল। তবে ১৯৭৮ বিশ্ব কাপের আগে বোধ হয় এটাই তাদের শেষ বড় সাফল্য।

তারা প্রথম বাধা পেল স্বদেশের মাঠে ডর্টমুণ্ডে ওয়েলসের কাছে ১-১-এ। এরপর ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যাণ্ড এল পশ্চিম জার্মানিতে দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য। মিউনিখে জার্মান দল নামল তাদের সেরা আন্তর্জাতিকদের এবং অসগবার্গে হল দ্বিতীয় সারিদের নিয়ে। প্রথমটিতে জিতলেও জার্মানরা দ্বিতীয় খেলায় ২-১-এ হারে। জার্মান দ্বিতীয় দল থেকে এরিক বিয়ার ও হানসি মুলার আর্জেন্টিনার জন্য নির্বাচিত হল। তবে মিউনিখে সিনিরর দলে ফিশার খেলতে পারেননি ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য। আহত ছিলেন ডেটার মুলার ও হোনেস। এদের বদলী খেলোয়াড় নামানোয় দল দুর্বল হল, বোঝা গেল পশ্চিম জার্মানির শক্তি অনেক খর্ব হয়েছে। আর তাই বনহফ মিডফিল্ড থেকে ফরওয়ার্ডে এলেন। ১৯৭৪-এ তিনি কেবল স্কিলে নন, তাঁর সব শক্তি ছিল। ৯০ মিনিটের প্রতিটি মুহূর্তেই আক্রমণাত্মক থাকতেন। সকলেই ভেবেছিলেন বেকেনবাউয়ের-এর অনু-পস্থিতিতে বনহফ হবেন নতুন জেনারেল। কিন্তু ১৯৭৭ থেকে সব ব্যাপারে তার অনীহা দেখা গেল।

এদিকে ফ্রান্সে ব্রাজিল ১-০ হারালেও ইউরোপীয়ন টুরে তারা হামবুর্গে ১-০ হারায় পশ্চিম জার্মানিকে। পশ্চিম জার্মানি হতবাক করে দিল সুইডেনে গিয়ে সে দেশের কাছে ৩-১-এ হেরে। শ্যোন অবশ্য এই ধারণা সম্পর্কে সাফাই গাইলেন—বিশ্ব কাপের অব্যবহিত আগের এসব ফল কিছুই নয়। আমার দলের সব কিছুই ঠিক ঠিক চলছে। আসল সময়ে দেখতে পাবেন সবই ঠিক রয়েছে। হেলমুট শ্যোনের সাফল্যে অগাধ আস্থা, তবুও এবার অনেকে আশংকা প্রকাশ করলেন। সন্দেহ হল—এবার তিনি দেশকে কিছুটা অন্ধকারে রেখেছেন। কেউ কেউ বললেন, দেখ জার্মানী চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলতে গিয়ে শেষ আট দলের মধ্যে স্থান পায় কিনা। তবে মেক্সিকো ও পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ওরা মোটেই চিন্তিত ছিল না। কারণ এদের কেউই পশ্চিম

জার্মানিকে কখনও হারতে পারেনি। তবে পোল্যাণ্ডের মনে মনে গর্ব ছিল-১৯৭৩-এ তারা তৃতীয় হয়েছিল। তাছাড়া এবারের দলে ১৯৭৪-এর ৯ জন রয়েছেন। গতবারের দলের বড় রকমের বদল যেমন রবার্ট গাডোছা। তবে তার বদলে ফিরে এসেছেন ভয়ঙ্কর স্ট্রাইকার লডজিমিয়ারজ লুবানস্কি। ১৯৭৪-এ যোগ্যতা অর্জনের খেলায় ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গুরুতর আঘাত পেয়ে তিনি খেলা ছাড়েন। কিন্তু এবার এই লুবানস্কি, ল্যাটো ও জার্মাক-এর সমন্বয়ে পোল্যাণ্ড ১৯৭৮-এ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়েছে। ল্যাটোর দ্রুততা গোল মুখে তার চমৎকার ফিনিশিং ১৯৭৪-এ সর্বোচ্চ গোলদাতার ( সাত গোল ) মর্যাদা দিয়েছিল। জার্মাকের তখন বয়স ২৩। বড় খেলোয়াড়ের সব গুণ তার মধ্যে। মিডফিল্ডে বুদ্ধিদীপ্ত দিনার এখনও সবরকম অস্ত্র আছে ফরওয়ার্ডকে সরবরাহের জন্য। পোল্যাণ্ড আজও গোলের সংখ্যা বাড়াতে সক্ষম। তাছাড়া প্রাথমিক খেলাগুলিতে ১৭টি গোল করেছে পোর্তুগাল, ডেনমার্ক ও সাইপ্রাসের বিরুদ্ধে, যদিও গত চার বছরে দলে বেশ কিছু বদল হয়েছে।

মেক্সিকো দল আর্জেন্টিনার প্রস্তুতির জন্যই ইউরোপ সফরে গেল। বেকেন-বাউয়ের, গুনটার নেৎজার শুরুতে ভেবেছিলেন মেক্সিকানরা গ্রুপ-২-এ অঘটন ঘটাতে পারে, তাদের বিশ্ব কাপের অভিজ্ঞতা কম নয়, যদিও ১৯৩৪ বা ১৯৭৪-এ চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে পারেনি। ইউরোপ সফরে গেলেন মিডফিল্ডার লিওনার্দো কুয়েলার, দুর্দান্ত স্ট্রাইকার ভিক্টর র‍্যাঞ্জেল, অধিনায়ক ও বিশ্বস্ত লেফট ব্যাক আর্তুরো ভাস্কু-য়েজ আয়লা। আর্জেন্টিনাতেও এঁরা সফল হবেন—আশা করলেন জার্মান বিশেষজ্ঞরা। তবে আশংকা রইল মেক্সিকোর রক্ষণভাগ নিয়ে। প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও তারা মুখোমুখি হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, হাইতি, এল সালভেদর, গুয়াতেমালা সুরিনামের এবং গ্রুপ শীর্ষে স্থান পেয়েই মেক্সিকো দল চূড়ান্ত পর্যায়ে যেতে অক্ষম হয়। কিন্তু মেক্সিকোই নিজের সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিল না।

তিউনিসিয়া তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দল রূপে চূড়ান্ত পর্যায়ে গেলেও তাদের সম্পর্কে কেউ তেমন কিছু জানতেন না। কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে স্বদেশে তারা ড্র করে নাইজিরিয়ার সঙ্গে, হারে মিশরের কাছে। তবুও যোগ্যতা পাওয়া সমালোচনার ঝড় বইল। কোয়ালিফাইং-এর তথাকথিত নিয়ম বা আইনে ইংল্যাণ্ড, চেকোশ্লো-ভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মতো উন্নত দেশ মেক্সিকো যেতে পারছে না, আর যাবে তিউনিসিয়া পাল্টা যুক্তিও ছিল। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বাইরের দেশ-গুলির ফুটবল উন্নত হোক। সুতরাং তিউনিসিয়া কোয়ালিফাই করলে ক্ষতি কি !

**পশ্চিম জার্মানী-০ : পোল্যাণ্ড-০।** এবারের বিশ্ব কাপে গ্রুপ-২ এর খেলা দ্বারা ১ জুন বুয়েনস এয়ারেসে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সের এই ম্যাচ দেখতে ৭৮ হাজার দর্শক ভিড় করলেন। কিন্তু তাঁরা যেমন

একটিও গোল দেখতে পেলেন না, তেমনি ৯০টি মিনিট কাটালেন বিরক্তিতে। সমাপ্তির অনেক আগেই তাই দেখা গেল অর্ধেক দর্শক মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। সাংবাদিকরা লিখলেন, ওই খেলা দেখার চাইতে শেরাটন হোটেলে ফিফা কংগ্রেসের বক্তৃতাগুলি আনন্দদায়ক ছিল।

যে কোন বড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে একটু সমস্যা থাকেই, সমস্যা বাড়ে যদি উদ্বোধন অনুষ্ঠান খুব জাঁকজমক হয়। তার জন্য বেশি সময়ও লাগে। তাছাড়া যতই অভিজ্ঞ হোন খেলোয়াড়রা, মনের ওপর চাপ থাকেই। এদিক থেকে অর্থাৎ অতিরিক্ত চাপ কাঁধে নিয়ে খেলে দর্শকদের মনোরঞ্জনের মতো ক্ষমতা ১৯৭৮-এর পশ্চিম জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের ছিল না।

প্রথমার্ধে পোল্যাণ্ডের দুই ডিফেণ্ডার গরগন ও জামুডা জার্মানীর সমস্ত আক্রমণ রুখে দিলেন। পোল্যাণ্ড বেশি আক্রমণ করে কেবল দ্বিতীয়ার্ধেই। জার্মান ব্যূহ দ্বারা ল্যাটো বেষ্টিত থাকলেও জিমারম্যানকে কাটিয়ে তিনি এগিয়েছেন। মাঝে মাঝে জ্বলে উঠেছেন দিনা। দ্বিতীয়ার্ধে এই দিনা দুটি গোল প্রায় করে ফেলেন। চমৎকার রক্ষা করেছেন মেয়ার। একবার লুবানস্কি, একবার জারমাক এবং দিনার একটি ফ্রি কিক মেয়ার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বাঁচান। সন্দেহ নেই লুবানস্কি ও জারমাক যদি পুরনো ফর্মে থাকতেন, পোল্যাণ্ড এদিন জিতত‌ই। লুবানস্কি ও মাজটেলার ক্লান্ত হওয়াতেই কাসাপারেকজাক ও বনিয়েককে বদলী নামাতে হয়।

আর্জেন্টিনার রেফারি অ্যাঞ্জেল কোয়েরেজ্জা যখন সমাপ্তির বাঁশি বাজান, দর্শকরা দুই দলকেই ব্যঙ্গ ধ্বনি দিতে থাকেন গোল দেখতে না পাওয়ায়। তবে অধিকাংশ বিদ্রূপ ছিল গতবারের চ্যাম্পিয়ন জার্মানদের লক্ষ্য করেই, ওদের ফ্লহে এত ভুল পাস দিয়েছেন যে অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেননি উনি চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলতে পারেন।

তবে জার্মানীর এমন হতাশাকর শুরু এই প্রথম নয়। ১৯৭৪-এ বিশ্ব কাপ জয়ের আগেও তারা হেরেছিল পূর্ব জার্মানীর কাছে। প্রবীণ ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন এই খেলার পর বলেন, দলকে ধীরে ধীরে তিনি খেলায় ফিরিয়ে আনতে চান। পশ্চিম জার্মানীর এই খেলা নিঃসন্দেহে তাদের অবনতি। কেউ কেউ অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। দুই দলই নেতিবাচক ফুটবল খেলেছে প্রত্যেকে শেষ আটদলে থাকার নিশ্চিত আশায়।

**পশ্চিম জার্মানী ঃ**
মেয়ার, ফেগটস, রাশম্যান, কাল-তজ, জিমারম্যান, বনহফ, বিয়ার, ফ্লহে, এইচ মুলার, আব্রামাক-জিক ও ফিশার।

**পোল্যাণ্ড ঃ**
তোমাসজেউস্কি, ম্যাকুলিউকজ, গরগন, জামুডা, জিমানোয়াস্কি নাওয়ালকা, দিনা, মাসটেলার ( কাসপারকজ্যাক ৮৪ মিঃ ), ল্যাটো, লুবানস্কি ( বনিয়েক ৭৯ মিঃ ), জারমাক।

**রেফারি ঃ অ্যাঞ্জেল কোয়েরেজ্জা ( আর্জেন্টিনা )**

**তিউনিসিয়া-৩ ঃ মেক্সিকো-১।** ২ জ্বন রোজারিও-র গ্রুপ-২-এর খেলায় তিউনিসিয়া তাদের প্রথম ম্যাচে সকলকে হতবাক করিয়ে দিল মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ৩-১-এ জিতে। তিউনিসিয়াকে দর্শকরা হেলাফেলা করেছিলেন, কিন্তু মেক্সিকোও কেন ঝড়তি পড়তি দল ভেবেছিল। শত্রু বা বিপক্ষকে কখনও দুর্বল ভাবতে নেই। তারা যে একটি গোল করেছিল তাও পেনাল্টি থেকে। তবে এটি দিনের প্রথম গোল। উত্তর আফ্রিকার দলটি ১-০ পিছিয়ে থেকেও হতোদ্যম হয়নি। পেনাল্টিতে ঐ গোলটি দেয় মেক্সিকো বিরতির আগে। আর তিউনিসিয়ার তিনটি গোলই দ্বিতীয়ার্ধে অভিজ্ঞ মেক্সিকোর বিপক্ষে। এই ম্যাচ সম্পর্কে বুয়েনস এয়ারেসের 'লা নেশিয়ন' পত্রিকা লেখে ঃ ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপে এটি অন্যতম অঘটন। এই খেলার পর কেউ কেউ বললেন, তিউনিসিয়া যদি ২ জুনের খেলা বজায় রাখে, তবে তারা গ্রুপ শীর্ষে স্থান পেতে পারে।

সত্যিই তাই। প্রথম ম্যাচের ফলের পর তিউনিসিয়ার স্থান গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী এবং পোল্যান্ডের উপরে রয়েছে। তাদের এই প্রশংসা যেমন প্রাপ্য, তেমনি তাদের গর্বিত হওয়াও উচিত। তারা এদিন দ্রুতলয়ে খেলেছে, খেলেছে জয়ের জন্য সংগঠিত ফুটবল। মেক্সিকোর কুয়েলর ও হুগো সানশোজ কিছুক্ষণের জন্য দলকে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ করে দেন তিউনিসিয়ার অবিসংবাদী মিডফিল্ডার ধিয়াব তারাক আর দুর্ভেদ্য গোলরক্ষক নেইলি।

তিউনিসিয়ার গোটা দলই চমৎকার খেলেছে। প্রথমার্ধেও তিউনিসিয়ার প্রাধান্য থাকলেও বিরতির এক মিনিট আগে ভাসকুয়েজ আয়লার পেনাল্টি থেকে গোলে ১-০ পিছিয়ে দেয়। ১৯৬৬তে ইতালির বিরুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার জয়ে যা না হয়েছিল এদিন দ্বিতীয়ার্ধে তিউনিসিয়ার আলি কাবি, গোমিধ এবং ধোউয়িব-এর গোলে তার ১০ গুণ প্রচার হল। ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকায় এদের খ্যাতি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

**তিউনিসিয়া**

নেইলি, ধোউয়িব (১), গোমিধ (১), জেবালি, কাবি (১), বেন রেহায়িয়েম, এম লাবিদি, ধিয়াব, লাহ্জামিতেমিম, ( কে লাবিদি ৮৮ মি. ), আকিদ, আর বেন আজিজা ( ক্যারুট ৭০ মিঃ )।

**মেক্সিকো**

পিলার-রেয়েস, মার্টিলেজ, তেনা, রামোস, ভাসকুয়েজ-আয়লা ( পেনাল্টি ) ডে লা টোরে, কুয়েলার, মেণ্ডিজাবলি ( লুগো ৬৭ মিঃ ), ইসিওরডিয়া, র‍্যাঞ্জেল, সানশেজ,।

**রেফারি ঃ** জন গর্ডন ( স্কটল্যান্ড )

**পোল্যান্ড-১ ঃ তিউনিসিয়া-০।** আন্তর্জাতিক ফুটবলে হঠাৎ হঠাৎ অভাবনীয় ফল দেখা গেছে। মেক্সিকোকে হারানোয় তিউনিসিয়া সম্পর্কে যারা অমন ধারণা

করেছিলেন ৬ জুন রোজারিওর এই খেলা দেখে তারা বুঝলেন তিউনিসিয়া সম্পর্কে ঐ ধরণের চিন্তাটা যথার্থ হবে না। বুয়েনস এয়ারেস থেকে আড়াই মাইল দূরের শিল্প শহরে তারা পোল্যান্ডকেও বেগ দিল।

সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দল যেমন খেলে তিউনিসিয়া সেই পর্যায়ের নয় বোঝা গেল। পোলিসরা প্রথম দিকে ভাল খেললেও শেষ ২০ মিনিট ছিল তিউনিসিয়ার দলে। এই খেলা তারা ড্র কেন করতে পারল না—এটাই প্রশ্ন। এটা ঠিক মোশোন লাবিদির ভুলে ল্যাটো বিরতির তিন মিনিট আগে গোলটি করেন। তিউনিসিয়া এদিন অন্য পদ্ধতি নিয়েছিল, শুরুর দিকে তারা বিপক্ষকে পরিশ্রমে বাধ্য করে নিজেদের রক্ষণে ব্যাপৃত রেখে। রক্ষণের মূল দায়িত্ব নেন গোলরক্ষক নেইলি। আর তিউনিসিয়া যখন আক্রমণে গেল অভিজ্ঞ পোলিশ রক্ষণ তখন প্রায় ছত্রখান। তিউনিসিয়ার মূল গায়েন দ্বিতীয়ার্ধে একবার ক্রশবারে প্রচণ্ড শট পাঠান। পোলিশ ম্যানেজার তখন ইশারায় ব্যস্ত—ঠাণ্ডা মাথায় খেল। না হলে ওদের ঠেকাতে পারবে না। পোল্যান্ডের খেলা কারুর মন কাড়েনি। তাদের ছিন্নভিন্ন করেছে তিউনিসিয়া। তাই গোলের জন্য সারাক্ষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে ল্যাটোকে।

দুই দলই এদিন একজন 'নতুন' নামায়। পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে বদলী নামিয়েছিল কাসপারেকজাককে। এদিন তিনি পুরো সময় খেললেন। তিউনিসিয়ায় প্রথম ম্যাচে রাউফ বেন আজিজা খেলেন। আজ তাকে বাদ রাখা হয়। সারাক্ষণ খেললেন গাসমি। পোল্যাণ্ড আজ দুজন বদলী নামায়। জারমাক ও লুবানস্কির খেলা হতাশ করায় ল্যাটোকে বল যোগানোর জন্য আনা হল বনিয়েক ও ইওয়ানকে।

| পোল্যান্ড | তিউনিসিয়া |
|---|---|
| তোমাসজেওস্কি, জিমানোস্কি, গরগন, জামুদা, মাকুলিউকজ, কাসপারজাক, দিনা, নওলকা, ল্যাটো (১), লুবানস্কি (বনিয়েক ৭৫ মিঃ), জারমাক (ইওয়ান ৫৯ মিঃ)। | নেইলি, ধোউয়িব, গোমিধ, জেবালি, বেন রেহায়িয়েম, এম লাবিদি, ধিয়াব, লাহজামিতেমিম, আকিদ, গাসমি। |

রেফারি ঃ অ্যাঞ্জেল মার্টিনেজ (স্পেন)

**পশ্চিম জার্মানী-৬ ঃ মেক্সিকো-০।** করডোবায়—বুয়েনস এয়ারেসের ৪৫০ মাইল উত্তর পশ্চিমে পশ্চিম জার্মানী গোলের পর গোল করলেও তাদের খেলা দেখে দর্শকরা কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ৬টি গোলেও তারা বিশ্বাস জন্মাতে পারেনি—আমরা গতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে ড্র-র পর ৬ জুন তারা দলে তিনটি বদল করল। মেক্সিকো প্রথমার্ধে ৪ গোল ও বিরতির পর ২ গোলে হারল।

গোলগুলি করলেন ফ্লহে (২), রুমেনিগে (২), ডেটার মুলার ও হ্যান্সি মুলার। মেক্সিকানরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও সবকিছুই ছিল দুর্বল। প্রথম ১৫ মিনিটে তো তারা কোন রকম বাধাই দিতে পারেনি জার্মানীকে। এরপর হ্যান্সি মুলার, ফ্লহে ও বনহফ বল নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং রুমেনিগে ও ডেটার মুলারের সাহায্যে মেক্সিকোর রক্ষণ চুর্ণ করে দেন।

পিলার রেয়েস-এর আঘাতের দরুণ মেক্সিকো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোলে তাঁর বদলী সোতো কোন সাহায্য করতে পারেননি। ইতোমধ্যে পশ্চিম জার্মানী ৩-০ এগিয়েছে। কেবল কুয়েলার, ডেলা টোরে ও হুগো সানশেজ যা একটু বাধা সৃষ্টি করে-ছিলেন। গত ম্যাচে খেলেছিলেন ইশিওরদিয়া, তাঁর বদলে এদিন লোপেজকে এনে আক্রমণে অগ্রগতি হল না। জার্মানীর বদলেও ঠিক একই রকম মনে হয়েছে। তবে পোল্যান্ডের বিপক্ষে অবিন্যস্ত খেললেও আজ শুরু থেকেই তারা আক্রমণে উদ্যত ছিল। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মনে রেখেই ক্ষণে ক্ষণে গতি বাড়ায়। কিন্তু সারাক্ষণ তারা আক্রমণ তৈরী করতে সক্ষম হয়নি। এক বিশেষজ্ঞ বললেন কম চেষ্টায় ওরা বেশি ফল পেতে চেয়েছিল। ৪৬ হাজার দর্শকের অভিনন্দন পেলেন ওঁরা খেলা শেষে মাঠ ছেড়ে যাওয়ার সময়।

| পশ্চিম জার্মানী | মেক্সিকো |
| --- | --- |
| মেয়ার, ফোগটস, রাসম্যান, কালৎজ, ডিয়েজ, বনহফ, ফ্লহে (২), এইচ মুলার (১), রুমেনিগে (২), ফিশার, ডি মুলার (১)। | পিলার-রেয়েস ( সোটো ৩৮ মিঃ ), মার্টিনেজ, টেনা, রামোস, ভাসকুয়েজ-আয়লা, ডে লা টোরে, কুয়েলার মেনডিজবল, লোপেজ ( লুগো ৪৫ মিঃ ), র‍্যাঞ্জেল, সানশেজ। |

রেফারি ঃ ফারুক বোজো ( সিরিয়া )

মেক্সিকো-১ ঃ পোল্যান্ড-৩। ১০ জুন রোসারিওয় মেক্সিকো একাধিক বদল করে নামলেও জিততে পারল না পোল্যাণ্ডের বিপক্ষে। যদিও এদিন তাদের খেলায় প্রভুত উন্নতি দেখা গেল। পোল্যাণ্ড এদিন জিতে গ্রুপ-২-এর শীর্ষে স্থান পেল। এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল। কারণ এদিন এই গ্রুপের অন্য একটি খেলা করডোবায় পশ্চিম জার্মানী ড্র করে তিউনিসিয়ার সঙ্গে। পোল্যাণ্ডের জয়ের পর ম্যানেজার গোমোচ বললেন, এখানে আমরা জিততে এসেছি, চাই পয়েন্ট, আর কোন কিছু নিয়ে আমাদের দরকার নেই। তিউনিসিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে না পারায়ও তিনি খুশি হলেন।

তবে ম্যানেজার গোমোচ বিরতির আগে পর্যন্ত সারাক্ষণ চিন্তিত ছিলেন। কারণ ৪২ মিনিট পর্যন্ত অর্থাৎ বনিয়েকের প্রথম গোলটি আসে বিরতির তিন

মিনিট আগে। এর পরেও তিনি বেশিক্ষণ শান্তিতে থাকতে পারলেন না—দ্বিতীয়ার্ধের ষষ্ঠ মিনিটে মেক্সিকোর র‍্যাঞ্জেল ১-১ করায়। তিনি নিশ্চিন্ত হন সমাপ্তির সাত মিনিট আগে বনিয়েক দলের তৃতীয় গোলটি করলে। অবশ্য ৫৬ মিনিটের সময় দিনা দলের দ্বিতীয় গোল করে ২-১ এগিয়ে রেখেছিলেন। মেক্সিকো এদিন নতুন পাঁচ জন নামায়। ওরা—ওরটেগা, সিসনেরস, গোমেজ, ফ্লোরেস ও কারডেনস। এরা ট্যাকটিকস বদলে অনেক সুযোগও করেন।

মিডফিল্ডার কুয়েলার মাঝে মাঝে ত্রাস আনছিলেন দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার জন্য। তাই পোলিশ গোলরক্ষক তোমাজজেওস্কিকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে আসতে ১৯৭৪-এ ওয়েম্বলিতে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এই গোলরক্ষকেরই সর্বাধিক অবদান ছিল। হুগো সানশেজ র‍্যাঞ্জেল ও কুয়েলারের প্রয়াস এদিন তিনি ব্যর্থ করেন। সানশেজ ও কুয়েলার তো একবার করে একাকীই গোলরক্ষককে পান সামনে, তবুও ওঁকে হারাতে পারেননি।

পোল্যাণ্ড এদিন নামে নওয়লকা, জারমাক, লুবানস্কি ছাড়াই, তাই বেশি নির্ভর করতে হয় ল্যাটোর ওপর। যদিও ল্যাটো ও দিনা সতীর্থদের মতোই মাঝে মাঝে অনিশ্চিত হয়ে পড়েন, কিন্তু ল্যাটোর সাহায্যেই প্রথম গোল দুটি হল। দ্বিতীয় গোলটির পরেই পোল্যাণ্ডের শক্তি বেড়ে যায়। আর তার পরেই মেক্সিকোকে তোয়াক্কা করেনি।

পোল্যান্ড ঃ
তোমাসজেওস্কি, জিমানোওস্কি, গরগন, জামুদা, রুডি ( মাকুলিউকজ ৮৩ মিঃ ), বনিয়েক (১), দিনা (২), কাসপারজাক, ল্যাটো, মাজটেলার, ইওয়ান।

মেক্সিকো ঃ
সোটো, ফ্লোরেস, সিসনেরস, গোমেজ, ভাসকুয়েজ আয়লা, ওরটেগা, ডে লা টোরে, কুয়েলার, কার্ডেনাস ( মেনডিজাবল ৪৬ মিঃ ), র‍্যাঞ্জেল, সানশেজ।

রেফারি ঃ জাফের নামদার ( ইরান )

তিউনিসিয়া-০ ঃ পশ্চিম জার্মানী-০। গ্রুপ-২-এ জার্মানী শুরু করে ০-০য়, করডোবায় শেষও করল একইভাবে দর্শক-সমর্থকদের নিরাশ করে। করডোবায় চেতাই ক্যারেরাস স্টেডিয়ামে ৪৩০০০ দর্শক খেলা শেষে সিটি দিয়ে জার্মান খেলোয়াড়দের ব্যঙ্গ করলেন। স্থানীয় খবরের কাগজগুলি লিখল, দলে কত টেকনিকাল দুর্বলতা, নেই কোন স্ট্রাটেজি। 'লা নেশিয়ন' লিখল—দলে কোন তারকা খেলোয়াড় নেই, কোন নেতৃত্ব নেই, নেই ঐক্য, তারা কি ইচ্ছা করেই গোল শূন্য করল দ্বিতীয় রাউণ্ডে করডোবায় থাকার জন্য? না, এ ধরনের ভাবনার কোন হেতু নেই। হেলমুট শ্যোন ঐ ধরনের কোন নির্দেশ দেননি। বোঝা গেল পশ্চিম জার্মানী মর্যাদা হারিয়েছে। তার বিশ্ব ফুটবলে এখন কোন শক্তিই নয়।

তিউনিসিয়া এদিন জার্মানীকে পরাস্ত করতে পারত—যদি তারা মেক্সিকো ও পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যেমন খেলেছিল, তেমনটি খেলতে পারত। কিন্তু তারা আক্রমণাত্মক না খেলে (জার্মানী) প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন, তাই রক্ষণাত্মক খেলা শুরু করে। আর তাই বেশ কিছু সময় মাঝ মাঠেই আনাগোনা করেছে। তবে তারা যা করেছে, তা ভালই। তাদের ডিফেন্সে নেইলি, ধোউয়িব-এর মতো লাজোমি তোমিম ও গোমিধ দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। প্রশ্নাতীতভাবে তারা সারা বিশ্বের নজর কেড়ে তবে দেশে ফিরেছে।

**তিউনিসিয়া ঃ**
নেইলি, ধোউয়িব, গোমিধ, জেবালি, কাবি, বেল রেহায়িয়েম, গাসমি, এম-লাবিদি, বিয়ার, লাহজামি তোমিম, আকিদ (আর বেল আজিজা ৮২ মিঃ)

**পশ্চিম জার্মানী ঃ**
মেয়ার, ফোগটস, রাসম্যান কালৎজ, ডিয়েজ, বনহফ, ফ্লহে, এইচ মুলার, রুমেনিগে, ফিশার, ডি মুলার।

**রেফারি ঃ** সিজার ওরোজকো (পেরু)

**ফল**

| | | |
|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী—০ | ঃ | পোল্যাণ্ড—০ |
| তিউনিসিয়া—৩ (ধোউয়িব, গোমিধ, কাবি) | ঃ | মেক্সিকো—১ (ভাসকুয়েজ-আয়লা-পেনাল্টি) |
| পোল্যাণ্ড—১ (ল্যাটো) | ঃ | তিউনিসিয়া—০ |
| পশ্চিম জার্মানী—৬ (ফ্লহে ২, এইচ মুলার ১, রুমেনিগে ২ ডি মুলার ১) | ঃ | মেক্সিকো—০ |
| পোল্যান্ড—৩ (বনিয়েক ১, দিনা ২) | ঃ | মেক্সিকো—১ (র‍্যাঞ্জেল) |
| তিউনিসিয়া—০ | ঃ | পশ্চিম জার্মানী—০ |

**লিগ টেবল**

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোল্যাণ্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৪ | ১ | ৫ |
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৬ | ০ | ৪ |
| তিউনিসিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ | ৩ |
| মেক্সিকো | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১২ | ০ |

## গ্রুপ—৩

**ব্রাজিল, সুইডেন, অস্ট্রিয়া, স্পেন**

ব্রাজিল ও বিশ্ব কাপ। একের সঙ্গে অন্যর সম্পর্ক ওতপ্রোত। বিশ্ব কাপ হীন ব্রাজিল বা ব্রাজিল বিহীন বিশ্ব কাপ—চিন্তা করা যায় না। ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যারা বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে ( ফাইনালস ) এসেছে ১১ বার। ব্রাজিলই একমাত্র দেশ যারা বিশ্ব কাপ জিতেছে তিনবার। সব কিছু মিলিয়ে বিশ্ব কাপ ফুটবলের ইতিহাসে ব্রাজিলের স্থান বিশিষ্ট। তাই ব্রাজিল দলের যিনি ম্যানেজারের দায়িত্ব পান নিঃসন্দেহে তিনি ভাগ্যবান, আবার ঝুঁকিও তাঁর কম নয়। ফল খারাপ হলে তাঁর ফাঁসিকাঠে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। তাঁকে দায়িত্ব নিয়ে ভাবতেই হয়—ফুটবল আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গ, ফুটবলের সঙ্গে সমগ্র জাতির সম্মান জড়িত, ফুটবল আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। অর্থাৎ ব্রাজিলের ফুটবল ম্যানেজার মানে আক্ষরিক অর্থে একটি দলের ম্যানেজার নন। ব্যর্থতা মানে কেবল ম্যানেজারশিপ থেকে বরখাস্ত নয়—আরও অনেক বেশি কিছু। ফুটবল এদেশে আবেগ বা ইচ্ছাতে আবদ্ধ নয়, বরং বলা উচিত সমগ্র ব্রাজিল ফুটবল দ্বারাই আবিষ্ট।

ফুটবল ঘিরে ব্রাজিলে সমস্যা আরও জটিল সে দেশের আন্তঃ রাজ্য ও আন্তঃ ক্লাব বিরোধিতার জন্য। প্রতিজন ব্রাজিল নাগরিক মনে করেন যিনি এখন জাতীয় দলের ভারপ্রাপ্ত, তাঁর বদলে আমার বা আমাদের দায়িত্ব দিলে জাতীয় দল অন্তত দশগুণ ভাল হত। জোয়াও সালধানার প্রায়শ মর্মভেদী এই কথাগুলি বলার হেতুও ছিল। ব্রাজিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশান তথা 'কনফেডারেকাও ব্রাজিলিরা ডে ডেসপোরটোস ( সিবিডি ) সালধানাকে ১৯৬৯ সালে আবার সাংবাদিকতা ছেড়ে আবার ফুটবল ম্যানেজারিতে আসার অনুরোধ জানান। ১২ বছর আগে বোটা-ফোগো ক্লাবেও তিনি যোগ দেন সাংবাদিকতা ছেড়ে। ক্লডিও কুটিনহোও জাতীয় দলের দায়িত্ব পান ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারির পর হঠাৎ এবং তিনিও জানতেন না তাঁর জন্য কোনু পুরস্কার অপেক্ষা করছে। অথচ ৭৮-এর বিশ্ব কাপের জন্য ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন অসভাল্ডো ব্রান্ডাও। ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারিতে কলম্বিয়ায় কোয়ালিফাইং রাউন্ডের খেলায় ০-০ ফল হতেই তাঁর বদলে কুটিনহোকে ডাকা হয়। এই কুটিনহো সেনাবাহিনীর শরীর শিক্ষার শিক্ষক, তাঁর পদ ক্যাপ্টেনের এবং তিনি প্রাক্তন ভলিবল খেলোয়াড়। ফুটবলের দায়িত্বের কথা শুনে কুটিনহো খুশি হতে পারেননি। তাঁর মনে হয় ব্রাজিলের সামরিক সরকার এটি চাপিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য তিনি ফ্লেমেঙ্গো ক্লাবের প্রশিক্ষণে ছিলেন, ১৯৭৬-এর ওলিম্পিক্সে ব্রাজিল জাতীয় অ্যামেচার দলেরও ভার ছিল তাঁর ওপরে। এতৎসত্ত্বেও তাঁর সতীর্থ-দের অনেকের ধারণা ছিল বিশ্ব কাপ দলের দায়িত্ব নেওয়ার ফুটবল যোগ্যতা তাঁর নেই। অর্থাৎ কুটিনহো সম্পর্কে অনেক বিরূপ মত ছিল। শুধু তাই নয়, তাঁর

ম্যানেজারশিপে ব্রাজিল যখন কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া ও পেরুর ( পেরুও চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় ) সঙ্গে খেলে ব্রাজিল চূড়ান্ত পর্যায়ে গেল, তখন সংবাদপত্রে প্রবল দাবি উঠল কুটিনহোকে বদল করা হোক। ফুটবল ফেডারেশনকে একথা মেনে নিতে বলে এবং ১৯৭০ ও ১৯৭৪-এর ম্যানেজার মারিও জাগালোকে আবার দলের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করে।

কিন্তু কুটিনহোকে সরানো যায়নি। তাই অধিকাংশ সংবাদপত্র সর্বদাই তাঁর সমালোচনা করেছেন। এবং তা কখনও গঠনমূলক ছিল না। তাঁরা দুইবেলা দুই + দুই = চার ঘন্টা সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতেন। তিনিও সর্বদাই তাঁদের সহযোগিতা চাইতেন, কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া তাঁকে কেউ সমর্থন করেননি। বিরোধীরা সর্বদাই তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছেন।

কুটিনহো ফিটনেস, স্ট্যামিনা ও টিমওয়ার্ককে বেশি গুরুত্ব দিতেন। তা বলে ব্যক্তিগত কুশলতাকে তিনি কম গুরুত্ব দিতেন না। কারণ এ তো ব্রাজিল-ফুটবলের অন্যতম হাতিয়ার। কুটিনহো পশ্চিম জার্মানী ও হল্যাণ্ডের ফুটবলকে খুব সমীহ করেন। তাঁর ধারণা ইউরোপীয় ফুটবল দক্ষিণ আমেরিকাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। তিনি মনে করেন ১৯৭৪-এ পশ্চিম জার্মানীতে ব্রাজিল শ্রেষ্ঠত্ব হারায় এবং হৃত-মর্যাদা ফিরিয়ে আনার উপায় ইউরোপীয় ও লাতিন আমেরিকার ঘরানার সমন্বয়। কুটিনহো ব্রাজিলকে এইভাবে তৈরী করছেন। তবে তাঁর লক্ষ্যে পেঁছিতে চাই পেলে, টোস্টাও, গারসন এবং জেয়ারজিনহোর মতো তারকা। ব্রাজিলে তখন ওঁদের ধারে কাছে যেতে পারেন, এমন কেউ নেই। ১৯৭৮ বিশ্ব কাপ ফাইনালের আগে কুটিনহো ছটি ম্যাচের উদ্দেশ্যে ইউরোপ সফরে গেলেন। সংবাদপত্রগুলি সমালোচনা শুরু করল। বিশ্বাস করল কুটিনহোকেকে এই কুপরামর্শটি দিয়েছেন ? এর ফল ভাল হবে না। কুটিনহো বললেন, আমি ইউরোপ সফরে যাচ্ছি নিজদলের শক্তি পরীক্ষার জন্য। আমার গ্রুপ-৩-এ ইউরোপের তিনটি দলও ( অস্ট্রিয়া, স্পেন ও সুইডেন ) রয়েছে।

এই সফরে কিন্তু ভাল ফল হল। যদিও ব্রাজিল হেরেছে ফ্রান্সের কাছে, ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে হয়েছে বিবাদ, কিন্তু জিতল পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে। কুটিনহো বললেন, এই সফর থেকে অনেক কিছু শিখলাম।

কুটিনহোর বিরুদ্ধে কশাঘাত তীব্র হল যখন তিনি আন্তর্জাতিক মানের লেফট ব্যাক ফ্রান্সিসকো মারিনহো এবং লেফট উইঙ্গার পাউলো সিজারকে দল থেকে বাদ দিলেন। দুইজনেই বিশ্ব কাপে খেলার উপযুক্ত। কুটিনহো ব্যাখ্যা করলেন এরা দলে গণ্ডগোল পাকাচ্ছিল, অধিনায়ক রিভেলিনো-ও এদের দুজন সম্পর্কে খুশি ছিলেন না। উপরন্তু নতুন পদ্ধতিতে এরা কতটা কার্যকর হবে, তা নিয়েও আশংকা ছিল। উপরন্তু বর্তমানের খেলার প্রথা প্রকরণ নিয়েও ওরা অনভিজ্ঞ।

কুটিনহোর প্রথম পছন্দ 'হোয়াইট পেলে'—জিকো। ব্রাজিল আর্জেন্টিনা গেল সবচেয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। এবং তারাই আর্জেন্টিনায় সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ফেবারিট।

প্রথম রাউণ্ডে গ্রুপের খেলায় তিন বিপক্ষের মধ্যে স্পেন লক্ষ্য করছিল ব্রাজিলের দল নির্বাচনের সমস্যা। কোয়ালিফাইং গ্রুপে তারা যুগোশ্লাভিয়া ও রোমানিয়াকে রুখে দিয়েছিল। প্রমাণ করেছিল ফাইনালে তাদের সমীহ করতে হবে। ১৯৬৬-র ওয়ার্ল্ড কাপার পিররিকে কেন্দ্র করে স্পেনের ডিফেন্স এখনও বেশ শক্তিশালী। আক্রমণে সান্টিলানা ও আর্জেন্টিনা-জাত কানো অন্যদের পিছনে ফেলবে না শুধু, বরং গোল দ্বারা ব্রাজিলের সঙ্গে শেষ আট দলে পেঁছে দেবে।

শেষ পর্যায়ে আসার জন্য সুইডেন হারায় নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডকে। এ পর্যন্ত তারা ভালই খেলেছে। ১৯৩৮-এ তারা চতুর্থ ছিল, ১৯৫০-এ তৃতীয়, ১৯৫৮-য় রানার্স, এবং ১৯৭৪-এ কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। ছোট দেশ হলেও তাদের এই রেকর্ড অন্যদের ঈর্ষার। গোলে হেলস্ট্রোম, মিডফিল্ডে লেনার্ট লারসন সুইডেনের শুধু নয়, বিদেশের নজর কেড়েছে। পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে আঘাত নিয়ে ফিরেছিলেন স্ট্রাইকার এডস্ট্রোম। তিনি এখন খেলায় ফিরেছেন। তাই দলে এখন অনেক আশা।

তবে অস্ট্রিয়াকে নিয়ে অনেক সমস্যা। ২০ বছর অনুপস্থিতির পর তাদের বিশ্ব কাপ ফাইনালে দেখা যাবে। প্রথমত তাদের স্টাইলটা অন্য ধরনের। তাই তাদের সম্পর্কে বিপক্ষের ধারণা স্পষ্ট নয়। তাদের পরাস্ত করা সহজ নয়। আর্জেন্টিনা আসার আগে ১৫টি আন্তর্জাতিক খেলার মধ্যে তাদের প্রথম হার হয়েছে গত মে-তে ভিয়েনায় হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১-০-য়। আর্জেন্টিনায় আসার জন্য তারা হারিয়েছে পূর্ব জার্মানী তুরস্ক ও মাল্টাকে। দর্শকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন হান্স ক্রাংকল-এর গোল দেখার জন্য। অস্ট্রিয়ায় মাল্টাকে ৯-০ গোলে হারাবার দিন ৬ গোল দিল তারাই।

**সুইডেন-১ঃ ব্রাজিল-১।** মার ডেল প্লাটায় ৩ জুন গ্রুপ-৩-এর খেলায় ব্রাজিল যদি হারত, নিশ্চয়ই এটি হত ১৯৭৮ বিশ্ব কাপের সবচেয়ে খারাপ শুরু। ৩৮ মিনিটের সময় তারা ১-০ পিছিয়ে যায় এবং বিরতির মুহূর্তে ১-১ করে। বলার কথা ব্রাজিল এদিন জয়ের মতো খেলেনি, গোলের সুযোগ এলেও গোল করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। প্রথমার্ধে বেশ কয়েকটি ওপেনিং ছিল, কিন্তু রিনাল্ডো একটিই কার্যকর করেন। ব্রাজিলকে বঞ্চিত করা হয়েছে—এই সত্যটি অবশ্য বিশ্ব কাপের ইতিহাসে রেকর্ড হিসাবে হয়তো থাকবে না। যদিও অধিকাংশই স্বীকার করেছেন, অন্তিম মুহূর্তে ব্রাজিল গোল করে ছিল, কিন্তু ওয়েলসের রেফারি ক্লাইভ টমাস সেটি বাতিল করে দেন।

শেষ বাঁশির একটু আগে ব্রাজিল কর্ণার পেয়েছিল। কিক করলেন নিলিনহো।

তিনি বদলী নামেন ৭৮ মিনিটে। তাঁর সঙ্গে লাইন্সম্যানের তর্ক হল বল বসানো নিয়ে। এই দেরির জন্যই খেসারত দিতে হয় ব্রাজিলকে। বল যখন শূন্যে রেফারি টমাস শেষ বাঁশি দিলেন। জিকোর হেড গোলে প্রবেশ করলেও গোল দেওয়া হল না। জিকো আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে হতবাক হয়ে যান রেফারির সিদ্ধান্ত জেনে। ব্রাজিলের সব আবেদন নিষ্ফল হয়ে গেল।

বিশ্ব কাপের মান অনুযায়ীই সুইডেন খেলেছিল। তারা ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ব্রাজিল প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে তাদের সমীহ করতে হবে এমন চিন্তা তাদের ছিল না। আর এ কারণেই বোধ হয় তারা রক্ষণ ও আক্রমণে সমভাবে উদ্যত ছিল। ব্রাজিল তারকাদের সঙ্গে যখন যেমন প্রয়োজন, লড়েছে। এবং দর্শনীয় গোলেই ১-০ এগিয়ে যায়। ওয়েনড ও লিন্ডারথ বল নিয়ে দেন লেনার্ট লারসনকে। তাঁর কাছ থেকে বল পেয়ে জোবার্জ ব্রাজিল গোলরক্ষক লিওকে ডান পায়ের শটে পরাস্ত করেন। ওয়েনডও একটি সুযোগ করেন ব্রাজিলের দুই দুর্ভেদ্য ডিফেন্ডার অসকার ও আমারালকে কাটিয়ে। কিন্তু সেটি পরে বারে লেগে ফেরে।

সিরোজোর সেন্টার থেকে রিনাল্ডো ১-১ করেন দুই সোয়েড ডিফেন্ডারের ভুল বোঝাবুঝিতে। গোল হলেও এটি তেমন দর্শনীয় ছিল না। ব্রাজিল দলে সমন্বয় ছিল না। গিলের বদলে নিলিনহো এবং সিরেজোর বদলে ডিরকুকে নামালেও খেলার সামান্যই উন্নতি হয়। সুইডেনেও লেনার্ট লারসনের বদলী নেমে এডস্ট্রমও তেমন কার্যকর হননি। তবুও প্রথম খেলার ফলে সুইডেনের মনোবল বেড়ে যায় আর ব্রাজিলের পক্ষে কিছুটা বিপর্যয় বৈ নয়।

এই খেলার উল্লেখ্য বিষয় ৩৫ বছর বয়সী সোয়েড অধিনায়ক বিয়রন নরড-ভিস্টের খেলা। এটি তাঁর ১০৯তম আন্তর্জাতিক ম্যাচ। তিনি ইংল্যান্ডের ববি মুরের বিশ্ব রেকর্ডটি ভাঙলেন।

সুইডেন ঃ

হেলস্ট্রম, বর্গ, রয় অ্যান্ডারসন, লর্ডভিস্ট, এরলান্ডসন, বিলারসন, ট্যাপার, এল লারসন ( এডস্ট্রম ৭৯ মিঃ ), লিন্ডেরথ, ওয়েনড, জোবার্জ (১)।

ব্রাজিল ঃ

লিও, টনিনহো, অসকার, আসা-রাল, এডিনহো, বাতিস্তা, সিরেজো, ( ডিরকু ৮০ মিঃ ), রিভেলিনো, গিল ( নিলিনহো ৭৮ মিঃ ) জিকো, রিনাল্ডো (১)।

রেফারি ঃ ক্লাইভ টমাস ( ওয়েলস )

স্পেন-১ ঃ অস্ট্রিয়া-২। মার ডেল প্লাটায় যখন ব্রাজিলের কাঁপুনি, তখনই বুয়েনস এয়ারেসের ছোট স্টেডিয়ামে অস্ট্রিয়া সহজেই হারাল স্পেনকে। স্পেন অপেক্ষা সত্যিই তারা সংগঠিত ও শৃঙ্খল। তারা ট্যাকটিক্সেও উন্নত। অস্ট্রিয়া তাদের উদ্বোধনী ম্যাচের ফল দেখে নিজেদের ছোটখাটো দুর্বলতাগুলি ঝেড়ে ফেলার

চেষ্টা করল। যদিও এর জন্য এদিন তাদের ৭৯ মিনিট অর্থাৎ ক্রাংকলের জয়ের গোল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আর তখনই স্পেনের সব আবেগ, উচ্ছ্বাস শেষ হল। এই ম্যাচ সম্পর্কে দর্শকদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু খেলা হয়েছে দ্রুত লয়ে, আর এর জন্য সব কৃতিত্বই অস্ট্রিয়ার।

স্পেনের শুরুটা ভালই হয়েছিল। কিন্তু অস্ট্রিয়ার রক্ষণভাগকে পরাহত করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। অস্ট্রিয়া যেমন মিডফিল্ডে, তেমনি আক্রমণেও মারাত্মক। পেজির এগিয়ে যাওয়া, প্রোহাসকা ও ক্রুজ-এর ড্রিবলিং, ক্রাংকল ও সাচনার-এর দ্রুত বল নিয়ে এগোন স্পেনকে বারে বারে বিপদের সম্মুখীন করে। সাচনার গোলের সুযোগ করেন দ্বিতীয় মিনিটেই। মিগুয়েল অ্যাঞ্জেলকে রুখতে হয় জারার জোরালো শট। ডানি ১-১ করেন ২১ মিনিটে 'ডিফ্লেকটেড' শটে। স্পেনের কানোর একটি গোল নাকচ হয় বিরতির ঠিক আগে। স্পেন এতক্ষণ বেশ খেলছিল, তবুও ম্যানেজার লাদিস্লাও কুবালা কেন বদল করলেন বোঝা গেল না।

কুবালা তুলে নিলেন কার্ডেনোসাকে এবং নামালেন লিলকে। বিরতির আগে কার্ডেনোসাই ছিলেন দলের সেরা। আর বদলি লিলকে দেখা গেল—তিনি কতটা খারাপ খেলতে পারেন। বদলের ফলে মার্সেলিনো, সান জোসে, আসেনসি ও রেক্সাচ-এর উপর চাপ পড়ল। চাপ বাড়ে যখন দুই দলই ড্রর জন্য ব্যস্ত। ক্রুজ হঠাৎ গতি বাড়ালেন এবং ক্রাংকল বল পেয়ে **২-১** করলেন।

| স্পেন ঃ | অস্ট্রিয়া |
|---|---|
| মিগুলে অ্যাঞ্জেন, মার্সেলিনো, পিররি, মিগুয়েলি, ডে লা ক্রুজ, সান জোসে, আসেনসি, কার্ডেনোসা ( লিল ৪৬ মিঃ ), ডানি (১), কানো, রেক্সাচ ( কুইনি ৬০ মিঃ )। | কনসিলিয়া, সারা, ওবেরমেয়ার, পেজি, ব্রিটেনবার্জার, প্রোহাসকা, হিকার্সবার-জার ( ওয়েবের ৬৭ মিঃ), ক্রুজ, জারা, সাচনার (১) ( পিরকনার ৮০ মিঃ ), ক্রাংকল (১) |

রেফারি ঃ কারলি পালোতি ( হাঙ্গেরি )

ব্রাজিল-০ ঃ স্পেন-০। ৭ জুন মার ডেল প্লাটায় ব্রাজিল দ্বিতীয়বার হতাশ-জনক ড্র করল। আর তার পরই গুজব ছড়িয়ে পড়ল ম্যানেজার ক্লডিও কুটিনহোকে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এর প্রমাণ মিলল না। কেউ বললেন, ওঁর ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ক্ষোভে সমর্থকরা কুটিনহোর কুশপুত্তলিকা পোড়ালেন রায়ো ডি জেনিরোর রাজপথে। তাঁরা নিশ্চিত ব্রাজিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে পারছে না। এক ব্রাজিলীয় পোকামাকড় মারার ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। ওঁর এই হতাশা বিচ্ছুটা অপরিণত বুদ্ধির হলেও ব্রাজিল কিন্তু হোঁচট খেতে খেতেই এগোল।

কুটিনহোর সাফাই গাইবার যথেষ্ট হেতু ছিল না, কিন্তু তাতে লাভই হল। খেলার পর কুটিনহো অভিযোগ করলেন নরম মাঠ সম্পর্কে, তিনি জানালেন, এই মাঠ ইউরোপীয়দের বেশি ক্ষতি করবে না, যতটা না অসুবিধা করে ব্রাজিলীয়দের। বিশেষজ্ঞরা বললেন, এ কুটিনহোর অজুহাত মাত্র। বিপক্ষের শক্ত ডিফেন্স ওরা ভেদ করতে পারছে না, আর তাই এসব কথা। সুইডেনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধে রিভেলিনো গোড়ালিতে আঘাত পান এবং ব্রাজিল তারপরেই মাঝমাঠে দুর্বল হয়ে পড়ে। উপরন্তু তাদের আক্রমণও দুর্বল, রিনাল্ডো একা কী করবেন!

জিকো ও ডিরকু মাঝে মাঝে জ্বলে উঠছিলেন, আশাও জাগাচ্ছিলেন। কিন্তু কুটিনহো ঝুঁকি নিয়েছিলেন গিলকে বাদ রেখে। টনিনহোকে রাইট উইং-এ নামিয়ে তিনি ভুল করেন। হন পুরোপুরি ব্যর্থ। লিলিনহো, টনিনহো-র কোন শটই স্পেন গোলরক্ষককে একবারের বেশি ভয় দেখাতে পারেনি। তাও আবার স্পেনেরই ওলমোর হেড ক্রশবারের ওপর দিয়ে চলে যায়। প্রথমার্ধে তখন জিকোই কোণঠাসা করেছিলেন স্পেনকে।

স্পেন এদিন দলে পাঁচজন নতুন নামিয়ে বেশ খেলে। আগের ম্যাচে যখন তারা ২-১-এ হারে অস্ট্রিয়ার কাছে, সেদিন ওদের দুজন আহত হয়। রিয়াল মাদ্রিদের সান্টিলানাকে নামানো হয় খেলোয়াড়দের অনুরোধে কানোর বদলে। সান্টিলানা এদিন দলকে গোল এনে দিয়েছিলেন প্রায়। উরিয়ার লং পাস মাথা দিয়ে নামিয়ে তিনি কারডেনোসাকে পাঠান। সমাপ্তির ১৫ মিনিট আগে কারডেনোসার শট তেমন জোরালো ছিল না, গোল লাইনের ওপর থেকে ওটি রুখে দেন আমারাল।

ব্রাজিল ঃ
লিও, নিলিনহো ( গিল ৬৯ মিঃ ), অসকার, আমারাল, এডিনহো, সিরেজো, বাতিস্তা, ডিরকু, টনিনহো, রিনাল্ডো, জিকো ( মেনডোনকা ৮৪ মিঃ )।

স্পেন ঃ
মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল, মার্সেলিনো, মিগুয়েলি ( বিওসকা ৫০ মিঃ ), উরিয়া ( গুজম্যান ৭৮ মিঃ ), অলমো, সান জোসে, লিল, আসেনসি, জুয়ানিতো, সান্টি লানা, কারডেনোসা।

রেফারি ঃ সারজিও গোনেলা ( ইতালি )

অস্ট্রিয়া-১ ঃ সুইডেন-০। অস্ট্রিয়া বুয়েনস এয়ারেসের যে শুভ শুরু করেছিল, ৭ জুনও তা অব্যাহত রাখল। কিন্তু সুইডেন মার ডেল প্লাটা থেকে এখানে এসে ফল ভাল করল না। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে যেমন খেলেছিল, এদিন তা দেখা গেল না। অস্ট্রিয়া জিতল বিতর্কিত একটি পেনাল্টি থেকে। তবে তাদের জয় সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। অস্ট্রিয়ার আক্রমণগুলিও ছিল দেখার, সুইডেন করেছে শুধু রক্ষা, আর সে দায়িত্ব বেশি ছিল গোলরক্ষক হেলস্ট্রমের। প্রথমার্ধ ছিল বিরক্তিকর। সুইডেন তখন কেবল আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

অষ্ট্রিয়ার সব আক্রমণ ছিল প্রথম ৪৫ মিনিট জুড়ে। সুইডেনের ব্যস্ততম এবং সমর্থ খেলোয়াড় ছিলেন গোলরক্ষক হেলস্ট্রম। ক্রাংকলের শট থেকে দুটি অবধারিত গোল বাঁচান, ক্রুজ-এর হেড থেকে গোল হতে গেলে গোলরক্ষক ক্লিয়ার করেন ও কর্ণার হয়। এরপরেই পেনাল্টি হলে ক্রাংকল ১-০ করেন। ক্রাংকল একটি বল ধরলে সিটি সোয়েড অধিনায়ক নর্ডাভিস্টকে অতিক্রম করে। ক্রাংকল তখনই মাটিতে পড়ে যান বল আয়ত্তে রাখার চেষ্ট করলে, পড়েন নর্ডভিস্টের পায়ের ওপর। রেফারির হুইশ্‌ল বাজল। সংক্ষেপে বোঝা গেল ক্রাংকলকে ট্রিপ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ার্ধেও সুইডেন আত্মরক্ষা করে চলল। ক্রাংকলের গোলের পর তাদের এছাড়া উপায় ছিল না। উপরন্তু অস্ট্রিয়াও গোল বাড়াতে চায়নি। এরই মধ্যে প্রহাসকা ও জারা কয়েকবার এগোন। ক্রাংকল দুই প্রান্ত থেকেই হেলস্ট্রমকে আক্রমণের চেষ্টা করেন। হেলস্ট্রম ছটি গোল বাঁচালেন। সমাপ্তির আধ ঘণ্টা আগে এডস্ট্রম একটি চেষ্টা করেন, কিন্তু সতীর্থদের সহযোগিতা পাননি। অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার যোগ্যতা পেল কূটবুদ্ধি প্রয়োগে। ২০ বছর আগে যিনি অস্ট্রিয়ার আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়ের খ্যাতি পেয়েছিলেন ১৯৭৮-এর এই ফলে ছিল সেই হেলমুট সেনেকো উইচ সে দেশের সবচেয়ে সফল ম্যানেজার পরিগণিত হলেন।

অস্ট্রিয়া ঃ

কনসিলিয়া, পেজ্জি, ওবারমেয়ার ব্রিটেন-বারজার, প্রহাসকা, হিকার্সবারজার, ক্রুজ, ক্রিজার ( ওয়েবের ৭১ মিঃ ), ক্রাংকল (১), জারা।

সুইডেন ঃ

হেলস্ট্রম, এবলাণ্ডসন, নর্ডভিস্ট, রয়, অ্যাণ্ডারসন, বর্গ, ট্যাপার ( টরস্টেন-সন ৩৬ মিঃ ), লিন্ডেরথ ( এডস্ট্রম ৬০ মিঃ ), এল লারসন, বি লারসন, জোবার্জ, ওয়েন্ড।

রেফারি ঃ চার্লস করভার ( হল্যাণ্ড )

অস্ট্রিয়া-০ ঃ ব্রাজিল-১। মার ডেল প্লাটায় ১১ জুন রবিবার দুপুরে খেলা শুরুর আগে থমথমে অবস্থা। বাইরে তাপাঙ্ক একটু নেমেছে। সুইডেন ও স্পেনের সঙ্গে ব্রাজিল আগের দুটি খেলায় ড্র করায় আজ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে তাদের পক্ষে বাজির দর ৯-৪। ব্রাজিল জিতলেও অস্ট্রিয়ার স্থান হবে গ্রুপ শীর্ষে। আর হারলে হবে ব্রাজিলের জাতীয় কলঙ্ক। সকলে যখন এমন চিন্তা করছেন, নেপথ্যে তখন অন্য পরিবেশ। শুরুতে ভাবা হয়েছিল ম্যানেজার ক্লডিও কুটিনহো অপসারিত। কিন্তু তা হয়নি, তা হলেও এখন তাঁর ক্ষমতা কতটুকু ? ব্রাজিলের যে কর্মকর্তারা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কেমন। কর্মকর্তা বা ডেলিগেশনের ভারপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল হেলেনো নালেজ জানালেন, দল নির্বাচনের জন্য পাঁচজনের কমিটি হয়েছে—যাতে কুটিনহো যথেচ্ছ খেলোয়াড় নির্বাচন করতে না পারেন।

তবুও ব্রাজিল দলে চারটি বদল হল। একজনের বদল তো অপরিহার্য ছিল। কারণ স্পেনের বিরুদ্ধে নিলিনহো আহত ছিলেন। জিকো, রিনাল্ডো ও এডিনহো বাদ পড়লেন। এলেন মেণ্ডোনকা, রবার্টো, রডরিগুয়েজ নেটো ও গিল শূন্য-স্থান পূরণে। জিকো ও রিনাল্ডোর বদলে সকলে অবাক হলেন। কারণ পেলে ও টোস্টাওর পরে ব্রাজিলের আক্রমণে এমন সমর্থ আর কেউ ছিলেন না। দেশে বিদেশে এই দুই তরুণ আদৃতও হয়েছেন ইতোমধ্যে। কুটিনহো অবশ্য পরে ব্যাখ্যা দেন মেন্ডোলকা ও রবার্টোকে নেওয়া হয়েছে দৈহিক সামর্থ্য এবং মার ডেল প্লাটা মাঠের অবস্থা দেখে। তবে এ নিয়ে ব্রাজিল-শিবিরে গুঞ্জন হয়নি। কেননা অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জিততেই হবে।

সীমান্ত অতিক্রম করে অনেক সমর্থক এলেন ব্রাজিলকে সমর্থন করতে। এদিকে অনেকে ধরে নিয়েছেন অস্ট্রিয়া তো শেষ আটে রয়েছে, ব্রাজিলকে তারা পরবর্তী রাউণ্ডে ওঠার জন্য বাধা দেবে না। ব্রাজিল যদিও শুরু থেকেই আক্রমণ করতে থাকে, কিন্তু অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক কন্সিলিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন রক্ষা সম্পর্কে। একবার তিনি মেন্ডোনকার ও দুবার টনিনহোর শট আটকালেন। কিন্তু বিরতির পাঁচ মিনিট আগে রবার্টোর শট রোখা সম্ভব ছিল না। ফাঁকায় দাঁড়িয়েছিলেন, সেণ্টার ফরওয়ার্ড টনিনহো। তাঁর চমৎকার সেণ্টার পেজ্জির গা ছুঁয়ে গতি বদল করে গোলে প্রবেশ করে।

তবুও অস্ট্রিয়া হাল ছাড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধে তারা ব্রাজিলের গোল মুখে ত্রাস সৃষ্টি করে চলে। লেফট ব্যাকে রডরিগুয়েজ নেটো তেমন শক্ত ছিলেন না। তবে গোলে লিও ক্রুজও জারার তিনটি জোরালো মার আটকালেন। জারার দুটি শট ক্রশ বারের ওপর দিয়ে বাইরে পাঠান। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মনে হল ১-০ ফলে উভয়েই সন্তুষ্ট। অর্থাৎ দুই দলই দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাচ্ছে। ফলে এর পর থেকে খেলা হয়ে ওঠে বিরক্তিকর। কারণ তখন চলছে কে কতক্ষণ বল নিজ আয়ত্তে রাখতে পারে তারই প্রদর্শনী। ডিরকু মিডফিল্ডে এবং রক্ষণে অসকার ও আমারাল দলকে উৎসাহিত করেন। কুটিনহোও বাণী দিলেন—১৯৭০ ও ১৯৭৪ অপেক্ষা এবারের ডিফেন্স অনেক উন্নত। এবার দেখা হবে দ্বিতীয় রাউণ্ডে আমাদের আশানুযায়ী।

**ব্রাজিল**

লিও, টনিনহো, অসকার, আমারাল, রডরিগুয়েজ নেটো, সিরেজো (শিকাও ৭১ মিঃ), বাতিস্তা, ডিরকু, গিল, রবার্টো (১), মেণ্ডোনকা (জিকো ৮৪ মিঃ)।

**অস্ট্রিয়া**

কনসিলিয়া, সারা, ওবেরমেয়ার, পেজ্জি, ব্রিটেনবার্জার, প্রহাসকা, হিকার্সবার্জার (ওয়েবের ৬১ মিঃ), জারা, ক্রুজ, ক্রাংকল, ক্রিজার (হ্যাপিচ ৮৪ মিঃ)।

রেফারি ঃ রবার্ট উর্তজ (ফ্রান্স)

সুইডেন-০ ঃ স্পেন-১। সুইডেন হাল ছাড়লেও ১১ জুন বুয়েনস এয়ারেসে স্পেন মরীয়া হয়ে খেলল। কারণ মার ডেল প্লাটায় যদি ব্রাজিল হারে, তা হলে স্পেন শেষ আট দলে স্থান পাবে জিতলে। সুইডেনকে দেখে কেউ কেউ বলতে থাকেন, স্পেনকে জেতাবার জন্য তারাই গোলের সুযোগ বানিয়ে দিচ্ছে। তবে এটা ঠিক স্প্যানিয়ার্ডরা গোল মুখে ব্যর্থ হয়েছে বারে বারে, উপরন্তু সুইডিশ গোলরক্ষক হেলস্ট্রম রক্ষাও করেছেন চমৎকার। তবে ৭৬ মিনিটে দুর্বল হয়ে পড়েন। জুয়ানিটোর পাস পেয়ে আসেনসি দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের জোরালো শটে ১-০ করেন।

জুয়ানিটো খেলছিলেন ৪-৫-১ পদ্ধতিতে। শুরুতে মনে হয়েছিল এরা খুব রক্ষণাত্মক। কিন্তু উরিয়া, আসেনসি, কার্ডেনোসার মুহুর্মুহু আক্রমণ দেখে ঐ ধারণা পাল্টাতে হয়। এডস্ট্রম চমৎকার আক্রমণ করছিলেন, কিন্তু স্পেনের ব্যাক মার্সেলিনোর নিখুঁত মার্কিং-এ সব প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সোয়েডরা উঁচু সেণ্টার করে স্প্যানিশ ডিফেন্সে কয়েকবার ধাক্কা দেয়, কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পিররি এসে তাতে বিপদ ঘটতে দেননি।

| সুইডেন | স্পেন |
| --- | --- |
| হেলস্ট্রম, বর্গ, রয় অ্যাণ্ডারসন, নর্ডভিস্ট, এরল্যাণ্ডসন, নরডিন, নিলসন, বি লারসন, এল লারসন, হোবার্জ ( লিণ্ডেরথ ৬৬ মিঃ ), এডস্ট্রম ( ওয়েণ্ড ৫৯ মিঃ )। | মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল, মার্সেলিনো, ওলমো ( পিররি ৪৬ মিঃ ), বিওস্কা, উরিয়া, লিল, কার্ডেনোসা, আসেনসি (১), সাণ্টিলানা, সান জোসে, জুয়ানিটো। |

রেফারি ঃ ফার্ডিনাণ্ড বিওয়েরসি ( পশ্চিম জার্মানী )

ফল

| | | |
| --- | --- | --- |
| সুইডেন—১ ( জোবার্জ ) | ঃ | ব্রাজিল—১ ( রিনাল্ডো ) |
| স্পেন—১ ( ডানি ) | ঃ | অস্ট্রিয়া—২ ( সাচনার, ক্রাংকল ) |
| ব্রাজিল—০ | ঃ | স্পেন—০ |
| অস্ট্রিয়া—১ ( ক্রাংকল ) | ঃ | সুইডেন—০ |
| অস্ট্রিয়া—০ | ঃ | ব্রাজিল—১ ( রোবার্টো ) |
| সুইডেন—০ | ঃ | স্পেন—১ ( আসেনসি ) |

## লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| অস্ট্রিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ২ | ৪ |
| ব্রাজিল | ৩ | ১ | ২ | ০ | ২ | ১ | ৪ |
| স্পেন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৩ |
| সুইডেন | ৩ | ০ | ১ | ২ | ১ | ৩ | ১ |

## গ্রুপ—৪

**হল্যান্ড ( নেদারল্যান্ডস ), স্কটল্যান্ড, পেরু, ইরান**

যে ১৬টি দল (বা দেশ) আর্জেন্টিনায় বিশ্ব কাপ ফাইনালসে এল, তাদের মধ্যে স্কটল্যাণ্ডের মতো আর কেউ বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল না। অবশ্য এই অতি আত্ম-বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত ছিল না। কারণ ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে তারা অপরাজেয় ছিল না। আর্জেন্টিনা আসার আগে স্বদেশে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও হেরেছিল। এসব ফল ঢাকা পড়ে যায় আর্জেন্টিনা রওনা হওয়ার আগে যেদিন হ্যামডেন পার্কে ৩০ হাজার মানুষ বিদায় শুভেচ্ছা জানালেন বিশ্ব বিজয়ের জন্য। শুধু তাই নয়, নানা দলের ম্যানেজাররাও জল্পনা কল্পনা করছিলেন—আর্জেন্টিনায় স্কটিশরা অঘটন ঘটাতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের উক্তিতে স্কটল্যাণ্ড সম্পর্কে আশা আরও উজ্জ্বল হয়। তাঁরা বললেন, এ ধরনের সেরা ২২ জনকে নিয়ে স্কটল্যাণ্ড কখনও আটলান্টিক পার হয়নি।

স্কটল্যাণ্ড সম্পর্কে এমন ধারণার মূলে তাদের ম্যানেজার অ্যালি ম্যাকলেয়ডের বিবৃতিগুলি। ৪০ জন থেকে বাছাই করে তিনি ২২ জনের দল নির্বাচন করেন। প্রতিটি পজিশনে এমনভাবে বাছাই অবশ্য ইতঃপূর্বে হয়নি। তাদের তারকা বা প্রতিভাবান খেলোয়াড়ও কম নয়। তাই সেলটিক-এর বিশ্ব পর্যায়ের ফুলব্যাক ডানি ম্যাকগ্রেন আঘাতের জন্য বাদ পড়েন শুরুতেই। প্রথম ১১ জনের অন্যতম সেন্টার হাফ ম্যাককুইনকেও বাদ রাখা হয় হাঁটুর চোটের জন্য। তাই আর্জেন্টিনা যাওয়ার আগেও এই ধরনের আহতদের ছাঁটাই করা হয়। স্কটিশ কর্তারা জানতেন, তাঁরা দুর্বল গ্রুপে। পেরু, ইরান কোন বিপক্ষই নয়। সুতরাং হল্যাণ্ডের সঙ্গে তারা শেষ আট দলে থাকবেই।

স্কটল্যাণ্ড ইতঃপূর্বে তিনবার ফাইনালে পেঁছেছে, কিন্তু একবারও শেষ আটের মধ্যে থাকতে পারেনি। ফাইনালে কেবল ১৯৭৪-এ তারা জাইরের বিপক্ষে জিতেছিল। অর্থাৎ জয় এই একটিই। এবারের অবস্থা অন্যরকম। আর্জেন্টিনায় তারা ভাল করবে। শুধু নির্ভর করছে খেলোয়াড়রা কেমন মেজাজে থাকেন।

উপদেশও দেওয়া হল ঠাণ্ডা মাথায় খেলবে সকলে। কেননা, খেলার সময় মেজাজ-হারালে মাঠ থেকে বিপদের আশংকা প্রতি পদে। ম্যাকলেওড একথা বললেন এবং জানালেন—আমার ছেলেদের লড়াকু মেজাজ ছাড়া আর কীইবা আছে! অবশ্য যে ব্যক্তির মূল ব্যবসা বারুদ ও গন্ধকের, তার নিকট অন্য ধরনের মন্তব্য বোধ হয় আশা করা যায় না।

ম্যানেজার ম্যাকলেওড এই দায়িত্বের আগে ছিলেন আয়ার ইউনাইটেড ও অ্যাবার্ডিনের ভারপ্রাপ্ত। স্বল্পভাষী উইলি অরমন্ড ছিলেন এতদিন স্কটিশ জাতীয় দলের ম্যানেজার। ১৯৭৭-এ ঐ দায়িত্ব ত্যাগ করে ফিরে আসেন স্কটিশ ক্লাব ফুটবলে এডিনবরার ম্যানেজারশিপে। ম্যাকলেওড বললেন, উনি কোচ, আমি চিজ। তিনি কম কথা বলেন, আমি বকবক করি। ম্যাকলেওডের প্রতি স্কটিশদের অগাধ বিশ্বাস বোধ হয় কথার গুণেই। 'জিততেই হবে বিশ্ব কাপ' তার বাগাড়ম্বর। স্কটিশ ফুটবল কর্তাদের মতো স্কটিশ সাংবাদিকরাও ঐ কথায় বিশ্বাস করলেন। ম্যাকলেওডের বকবকানি বেড়ে যায় কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে চেকোশ্লোভাকিয়া পরাস্ত করার পরেই। ম্যাকলেওডের বাগাড়ম্বরকে যাঁরা জানেন না, স্কটিশ ফুটবল সম্পর্কে তাঁদের ভুল ধারণা হতে বাধ্য। ব্রিটিশ চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খেলেছেন দল নিয়ে। এবং প্রমাণের চেষ্টা করেছেন ইংলিশ ফুটবলের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক অ্যাণ্ডি গ্রে-কে দলভুক্ত করা যথার্থ-হবে না। তবুও স্কটল্যাণ্ড বেশ ভাল দল। এবং ম্যাকলেওডের ধারণা পেরু ও ইরানকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। পেরুকে তিনি তোয়াক্কা করতে চাননি। কারণ তারা আসছে একদল বুড়ো প্লেয়ার নিয়ে, যাদের ভেঙেচুরে ফেলা যাবে। এদের অনেকেই ১৯৭০-এর কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছেন। তবে তিনি ভুলে গেলেন কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে কেবল ব্রাজিলই (দক্ষিণ আমেরিকা গ্রুপে) হারাতে পেরেছিল পেরুকে, ম্যাকলেওডের আরও জানা উচিত ছিল পেরু তৈরি হয়েছে বছরের গোড়া থেকে নির্ভরশীল ম্যানেজার মারকস ক্যালডেরনের অধীনে।

ইরান আর্জেন্টিনায় এল আইরিশ কোচ ফ্রাঙ্ক ও ফারেল-এর অধীনে প্রশিক্ষণ-নিয়ে। ফ্রাঙ্ক ইতঃপূর্বে ছিলেন ইংল্যাণ্ডের একটি ক্লাবের দায়িত্বে। ফ্রাঙ্কের পর ইরানের দায়িত্বে আসেন হেশমাত মোহাজেরানি। ফ্রাঙ্কই কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে হারান অস্ট্রেলিয়া ও কুয়েতকে। এই কুয়েত আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্রাজিল থেকে মারিও জাগালোকে এনে আর্জেন্টিনায় পেঁছিতে। ইরানের রোশন ও পারভিন সম্পর্কে ধারণা ছিল, তাঁরা দারুণ খেলেন। কিন্তু ইউরোপীয়দের শক্তি, তাদের দৌড় ইত্যাদির কাছে ইরানীরা কিছুই নয়।

ম্যাকলেওড বললেন, বিশ্ব কাপ এবার ইউরোপে আসছেই, তার ধারণা হাঙ্গেরিও পেতে পারে। অন্যরা বললেন, না। কাপ পাবে হল্যাণ্ড। যদিও ক্রুয়ফ নেই, নেই ভ্যান হানেজেম, তবুও হল্যাণ্ডর ৯ জন তো আছেন যাঁরা ১৯৭৪-এর ফাইনালে খেলেছেন। ১০ জনও ধরা যায় যদি বদলী রেনে ভান ডের কারখপকে নেওয়া

হয়। শেষ মুহূর্তে ভান হানেজেমকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন উঠল ক্রুয়ফের জায়গায় দলের কেন্দ্রমণি হবেন কি রেনসেনব্রিংক? আরও কথা ওলন্দাজরা যেভাবে তেমন সংগঠিত না হয়ে আর্জেণ্টিনা গেল তা ওদের পক্ষেই কেবল সম্ভব।

১৯৭৪-এ 'টোটাল ফুটবল'-এর অধিকর্তা ছিলেন রিলাস মিচেলস। কিন্তু এখন তাদের ম্যানেজার অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার আর্নস্ট হ্যাপেল। তাঁকে দেখলে কমেডিয়ান টনি হ্যানককে মনে পড়ে। হ্যাপেল অবশ্য নিজেকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্যাকটিসিয়ান প্রমাণ করেছেন ইউরোপীয়ান কাপে। হল্যাণ্ডের দায়িত্ব পেয়ে সহকারী জান জোয়ার্টক্রুইসকে অনেক দায়িত্ব দিলেন। মনে হত হ্যাপেল খেলোয়াড়দের সম্পর্কে উদাসীন। কিন্তু ডাচ এয়ারফোর্সের এই অফিসার (জান) মারফৎ তিনি সব কাজ করতেন। ১৯৭৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ওয়েমব্লিতে যেদিন হল্যাণ্ড ২-০ হারায় ডন রিভি-র ইংল্যাণ্ডকে, সেদিন হ্যাপেল দলের পুরো দায়িত্ব দেন জোয়ার্টক্রুইসকে। সেদিন হল্যাণ্ড দাঁড়াতেই দেয়নি ইংল্যাণ্ডকে। তবে কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে বেলজিয়ম, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অমন ভাল খেলেনি। কিন্তু প্যারিসের একটি প্রতিযোগিতায় এবং বিশ্ব কাপের আগে অস্ট্রিয়াকে হারানোয় বেশ উন্নতমান দেখা গেল। বোঝা গেল হল্যাণ্ড এখন উৎকর্ষতার শীর্ষে।

**পেরু-৩ ঃ স্কটল্যাণ্ড-১।** অবিশ্বাস্য হলেও বিভিন্ন দেশ থেকে ট্রেক করে ৭০০ স্কটিশ সমর্থক এলেন করডোবায় ৩ জুন গ্রুপ-৪-এর এই খেলা দেখতে। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা দর্শক-সমর্থকদের এত আশা ও উৎ-সাহকে নির্মূল করে দিল। ফাইনাল রাউণ্ডের প্রথম খেলাতেই বোঝা গেল ১৯৭৮ বিশ্ব কাপ থেকে তারা বিদায় নিয়েছে। প্রথম খেলায় তাদের এই পরাজয় মানে ইরান ও হল্যাণ্ডকে হারাতে পারলে দ্বিতীয় রাউণ্ডে তারা হয়তো যেতে পারে। এদিন খেলার শুরুতে অবশ্য অন্য ধারণা হয়েছিল। কারণ প্রথম ১৫ মিনিট খেলা ছিল স্কটল্যাণ্ডের দখলে।

স্কটল্যাণ্ড এল ডোনাশি ছাড়া। তিনি হয়েছিলেন সাসপেণ্ড। ম্যাককুইন আসেননি আহত থাকায়। তা হলেও দল দুর্বল হয়নি। শুরু থেকেই রিওচ, ম্যাসন ও হার্টফোর্ড প্রচণ্ড আক্রমণে উদ্যত। ম্যাসন ও হার্টফোর্ড পেরুর রক্ষণ-ভাগ ভেদ করলেন। রিওচ জোরালো শট করলেন গোলে। কুইরোসা আটকালেও বল ধরে রাখতে পারলেন না। জর্ডান কাছেই ছিলেন। শূন্য গোলে শট করলে বল জালে জড়িয়ে গেল (১-০) ১৫ মিনিটের মাথায়। জর্ডান ইচ্ছা করলেই যেন পেরুর ডিফেন্স ভেদ করতে পারেন গতি ও শক্তি দ্বারা। গোলের চার মিনিট পরে জর্ডান আবার এগোলেন। পেরুর ভেলাসকুয়েজ বিপদ বুঝে ফাউল করলেন এই স্কটিশ স্টাইকারকে। স্কটদের রুখতেই হবে। কুবিল্লাস স্থির করলেন পেরু যে

বিশ্বমানের, তা প্রমাণ করতে হবে। খেলার গতি পাল্টাল। মিডফিল্ডার কুয়েটুর সাহায্যে স্কটল্যাণ্ডকে আক্রমণ করলেন ছোট ছোট পাসে। এদের সঙ্গে যুক্ত হলেন উইঙ্গাররা—মুলানটে ও অবলিটাস। একের পর এক বিপদ ঘনিয়ে আসতে লাগল স্কটিশ গোলমুখে। তবে পেরু গোল শোধের আগে জর্ডানের পাস থেকে ডালগলিশ আরও দ্রুত স্কটল্যাণ্ডকে এগিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু তার বদলে বিরতির এক মিনিট আগে হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে কুয়েটু স্কটল্যাণ্ড রক্ষণ ভেদ করে ১-১ করলেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই পেরু তাদের এই গতি ও আক্রমণ বজায় রাখল। স্কটল্যাণ্ড এতে দমেনি। ৬৪ মিনিটে একটি পেনাল্টিও পেল। কুবিল্লাসের লাথিতে রিওচ তখন ভূপতিত। স্কটিশ পেনাল্টি বিশেষজ্ঞ ম্যাসন শটটি করলেন। কিন্তু তা এতই পলকা ছিল যে কুইরগা আটকে দিলেন। এটাই স্কটল্যাণ্ডের শেষ সুযোগ। শেষ ২৫ মিনিট খেলা ছিল পেরুর মুঠোয়। দিনের সেরা কুবিল্লাস দুবার পরাস্ত করলেন কুইরগাকে। একবার ৭০ মিনিটে, শেষবার ৭৭ মিনিটে। এবং একটি ছিল ফ্রি কিক। খেলাশেষে ম্যানেজার ম্যাকলিওড পরাজয়ের জন্য দায়ী করলেন খেলোয়াড়দের। বললেন, তোমরা আজ একজন ম্যানেজারকে শেষ করে দিলে। প্রথম ১৫ মিনিটে আমরা ১-০ এগিয়ে ছিলাম। আর ১৫ মিনিট ঐ ভাবে খেললেই ম্যাচ জিতে যেতাম। কিন্তু তোমরা তার বদলে গাছাড়া খেললে। তোমরা সকলেই হয়ে গেলে জর্ডান-নির্ভর। পেরুও বুঝে ফেলেছে তোমাদের কূটকৌশল। জানি না তোমাদের কী হয়েছিল! বিশ্ব কাপের মতো প্রতিযোগিতায় এই ভাবে সফল হওয়া যায় না।

পেরু ঃ

কুইরগা, ডুয়ারটে, মানজো, চুম্পিতাজ, ডিয়াজ, ভেলাসকুয়েজ, কুবিল্লাস (২), কুয়েটু (১) ( পি রজাস ৮২ মিঃ ), মুনানটে, লা রোসা ( সটিল ৬২ মিঃ ) ওবলিটাস।

স্কটল্যাণ্ড ঃ

রাফ, কেনেডি, ফরসিথ, বার্নস, বুচান, রিওচ ( ম্যাকারি ৭০ মিঃ ) ম্যাসন ( জেমিল ৭০ মিঃ ), হার্টফোড, জর্ডান (১), ডালগলিশা, জনস্টন।

রেফারি ঃ উলফ এরিকসন ( সুইডেন )

হল্যাণ্ড-৩ ঃ ইরান-০। করডোবায় যখন পেরু নাস্তানুবুদ করছে স্কটল্যাণ্ডকে, প্রায় একই সময়ে মেনডোজায় গতবারের রানার্স পর্যুদস্ত করল বিশ্ব কাপে নবাগত ইরানকে। সন্দেহ নেই হল্যাণ্ড গ্রুপ-৪-এর সবচেয়ে ফেবারিট। কিন্তু ইরান বেশ সুনাম অর্জন করেই এবং ভাল খেলবে ধারণা নিয়েই এসেছিল। কিন্তু তা ছিল ৩ জুন খেলার আগে পর্যন্ত। বোঝা গেল ইউরোপীয় ও লাতিন

আমেরিকান ফুটবল ঘরানা থেকে তারা অনেক পিছিয়ে। আবার একথাও খাঁটি হল্যাণ্ড গতবারের রানার্স হলেও এবার এসেছে গতবারের ছায়া নিয়ে। ক্রুয়ফ নেই দলে, সুতরাং কে দলকে এগিয়ে নেবেন! কে ভেদ করবেন ইরানের চোরাগোপ্তার রক্ষণভাগকে। হল্যাণ্ডের ভুল কম হলেও ইরানের স্বল্প আক্রমণও প্রশংসায়, কারণ তারাও মাঝে মাঝে ওলন্দাজ রক্ষণকে বিপদে ফেলেছে।

তাছাড়া ইরান শুরুর আট মিনিটের মধ্যে প্রায় গোল করেছিল। ফারাকির শট রিসবার্জেনের গায়ে লেগে সামান্যর জন্য গোলে প্রবেশ করেনি। গোলরক্ষক জং ব্লয়েড তখন পজিশনে ছিলেন না। পারভিন (এটি জাতীয় দলের পক্ষে ৮০ তম ম্যাচ) ও নাজারির সম্মিলিত প্রয়াস ইরানকে কয়েকবার গতি এনে দেয়। আর তখন হল্যাণ্ডকে একেবারে নিস্তেজ মনে হয়। রেপ, রেনসেনব্রিঙ্ক ও নিসকেন্স তাঁদের বিশ্বমানের খেলা বার কয়েক দেখালেন। তাঁরা ইরানের দুর্গ ভাঙলেন ৩৮ মিনিট পরে। পেনাল্টি সীমার মধ্যে অবদোল্লাই মারাত্মক ফাউল করলেন রেনে ভান ডের কারখফকে। রেনসেনব্রিঙ্ক স্পট কিকে হেজাজিকে পরাস্ত করলেন (১-০)। ৬২ মিনিটে একটি সেন্টার থেকে বল পান গোলের কাছে, রেনসেনব্রিঙ্ক হেড দ্বারা ২-০ করলেন। সমাপ্তির ১৩ মিনিট আগে আর একটি পেনাল্টি থেকে ৩-০ এবং হ্যাটট্রিক করলেন। বিশ্ব কাপে তিনি ১৭ তম খেলোয়াড়, যিনি একটি খেলায় তিনটি গোলের কৃতিত্বের অধিকারী। এই খেলার পর থেকে হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ডস) প্রমাণ দিল এবারের বিশ্ব কাপে তারা কেমন শক্তি নিয়ে এসেছে। তবে শুরুটা তেমন ভাল হল না। হল্যাণ্ড যথার্থ পরীক্ষিত হয়নি বিপক্ষের দুর্বলতায়।

**হল্যাণ্ড**

জংব্লয়েড, সুরবিয়র, ক্রল, রিসবার্জেন, নিসকেন্স, হ্যান, জানসেন, ডব্লিউ ভান ডের কারখফ, রেপ, রেনসেনব্রিঙ্ক, (৩), রেনে ভান ডের কারখফ (নাননিনগা ৭০ মিঃ)।

**ইরান**

হেজাজি, নাজারি, অবদোল্লাহি, কাজেরানি, এসকানদারজান, পারভিন, ঘাসিমপুর সাদেঘি, নাইবাঘা, জাহানি, ফারাকি (রোশন ৫০ মিঃ)।

রেফারি ঃ আলফোনসো আরচুলদিয়া (মেক্সিকো)

স্কটল্যাণ্ড-১ ঃ ইরান-১। পেরুর কাছে পরাজয়ের চারদিন পরে করডোবার চাটিউ ক্যারেরাস স্টেডিয়ামে লজ্জার ব্যাপার ঘটল। বিশ্ব কাপে যখন-তখন ডোপ পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ৭ জুন উত্তেজক ওষুধ খাওয়ার জন্য স্কটল্যাণ্ডের উইলি জনস্টন ও কেলি ডালগলিশ ধরা পড়লেন। ওয়েস্ট ব্রমউইচ আলবিয়ন দলের এই জনস্টন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বললেন, শরীর চাঙ্গা করতে বিপজ্জনক ওষুধ খেয়েছেন।

স্কটিশ কর্তাদের কাছে কোন ব্যাখ্যা ছিল না। ত্রুটি স্বীকার করে তাকে তৎক্ষনাৎ দেশে পাঠালেন এবং সারা জীবনের জন্য খেলা বন্ধ করে দিলেন। জনস্টন কিন্তু পেরুর বিপক্ষে ভাল খেলেননি। তাই তাঁর বিদায়ে দলের কোন ক্ষতি হয়নি।

পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় এবং হামবুর্গের বর্তমান ম্যানেজার গুন্টের নেৎজার গ্যালারিতে ছিলেন। খেলা শেষে বললেন, দেখলাম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না ইরানের চাইতেও স্কটল্যান্ড খারাপ খেলতে পারে! তারা কোনক্রমে ইরানের সঙ্গে অমীমাংসিত রাখল, গোল করতে পারল না। ইরান আত্মঘাতী গোল করেই স্কটল্যাণ্ডকে বাঁচিয়েছে। বিরতির আগে এসকানদারজানের একটি ব্যাকপাস হেজাজি ধরতে না পারায় স্কটল্যান্ড ১-০ এগিয়ে যায়। কিছু পরে ডানালফার ১-১ করেন স্কট ডিফেন্স চুরমার করে। এরপর পারভিনের কাছ থেকে বল পান সাদেঘি। ওর সেণ্টার নিয়ে ঘাসিমপুর দু মিনিট কাটালেন, তার-পর পাঠান ফারাকির কাছে। তবে ফারাকি রাফকে পরাস্ত করতে পারেননি।

পেরুর কাছে হারের পর ম্যাকলেওড দলে দুটি পরিবর্তন করেন। ব্যাকের জুটি কেনেডি-বুচান ভেঙে গেল। কেনেডি বাদ পড়লেন এবং বুচান তাঁর আগের জায়গা-সুইপারে এলেন। বাদ গেলেন ফরসিথ। ম্যাকারি এলেন ম্যাসনের জায়গায়। লেফট উইং-এ রবার্টসনকে রাখা হল জনস্টনকে বদলানোয়। বিশেষজ্ঞরা বললেন, অধিকাংশ বদলের হেতু ছিল। কিন্তু এতে কাজ কিছুই হল না। স্কটল্যাণ্ড এর আগে পেরুর সঙ্গে যেমন খেলেছিল, এদিন তার চাইতে খারাপ খেলল। নবাগত ইরানকে মনে হচ্ছিল তারা বিশ্বের অন্যতম সেরা দলকেও হারাতে পারে।

অবস্থা খারাপ থেকে অতি খারাপে পৌঁছল দ্বিতীয়ার্ধে বুচানের মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোতে থাকলে। সতীর্থ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ডোনাচির লাথি তার মুখে লাগে। শেষের ২০-২২ মিনিট স্কটল্যাণ্ড সামান্য চেষ্টা করে খেলায় ফিরতে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে।

এদিন খেলা শেষে ম্যানেজার এলি ম্যাকলেওডকে বেশ বিষন্ন দেখাল। সঙ্গে ছিলেন এদিনের অধিনায়ক আর্চি জেমিল। প্রথম দিন ম্যানেজার বলেছিলেন, 'আগামী দুটি ম্যাচে দেখিয়ে দেব ফুটবল কেমন খেলে আমার ছেলেরা।' এদিন জানালেন সাংবাদিক বৈঠকে—আমরা একদম খেলতে পারিনি। আমাদের ওপর কিছু একটা চাপ ছিল। অথচ আমরা জানতাম টিকে থাকতে হলে জিততেই হবে। কিন্তু কী একক ভাবে, কী দলগত ভাবে আমরা খেলতেই পারলাম না। খেলার পর যখন বাসে করে স্কটিশ খেলোয়াড়রা হোটেলে ফিরছিলেন, সমর্থকরা বাস ঘিরে ধরেন। কেউ কেউ বাসে ঢিল ছুঁড়লেন। কেউ কাছে গিয়ে অশ্লীল মন্তব্য করেন, থুতু দেন, বক্রোক্তি করেন।

**স্কটল্যান্ড**

রাফ, জার্ডিন, বার্নস, বুচান, ( ফরসিথ ৫৬ মিঃ ), ডোনাচি, জেমিল, ম্যাকারি, হার্টফোর্ড, জর্ডান, ডালগলিশ ( হারপার ৭৪ মিঃ ), রবার্টসন।

**ইরান**

হেজাজি, নাজারি, অবদোল্লাহি, কাজেরানি, এসকান্দারজান ( নিজ গোলে ), পারভিন, ঘাসিমপুর, সেদাঘি, ডানালফার (১) ফারাকি, জাহানি।

রেফারি ঃ ইউসু এন দিয়াই ( সেনেগাল )

হল্যান্ড-০ ঃ পেরু-০। স্কটল্যান্ডকে পেরু শোচনীয়ভাবে হারিয়েছে দেখে হল্যান্ডের ম্যানেজার হ্যাপেল ৭ জুন মেনডোজায় পেরুর বিরুদ্ধে অত্যন্ত সতক হলেন। ইরানের বিরুদ্ধে হল্যান্ড ৩-৪-৩ খেলেছিল। আক্রমণভাগে এদিন তিনি রেপকে বাদ দিয়ে নামালেন তরুণ শক্তিমান পুওরটভল্লায়টকে, যাতে হল্যান্ড দুই প্রান্ত দিয়ে আক্রমণ শানাতে পারে। হ্যাপেল হল্যান্ডকে ৩-৫-২-এ খেলাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সফল হলেন। দেখা গেল পেরু প্রথমার্ধে একবার ও শেষ দশ মিনিট মাত্র হল্যান্ড গোলরক্ষক জংব্লয়েডকে ব্যস্ত রাখতে পেরেছে। হ্যাপেলের চিন্তা সফল হলেও গতবারের রানার্স যে এমনভাবে রক্ষণ-ভাগ আঁকড়ে নেতিবাচক ফুটবল খেলবে, অচিন্তনীয়। আবার অনুভূতি হল যোহান ক্রুয়েফের অনুপস্থিতিটা। পেরুর রক্ষণ-ভাগ তেমন দড় নয়, তবুও তারা কৃতকার্য হল হল্যান্ডের ইচ্ছাকৃত ধীরগতির আক্রমণ হওয়ায়। বদমেজাজী গোলরক্ষক কুইরগা খুব কম সময়েই আক্রান্ত হয়েছেন। রেনসেনব্রিঙ্কের বাঁ পায়ের নিচু শট একবার তিনি বাঁদিকে সামান্য ঝাঁপিয়ে আটকান। ওলন্দাজদের আর কেউই এদিন গোল-প্রয়াসী হননি। হল্যান্ডের খেলা ক্রমশ পড়ে যায়, যতই সময় যাচ্ছিল, রেনে ভান ডের কারখফ ও আহত নিসকেন্সের বদলী নামেন যথাক্রমে রেপ ও নানিনগা, তবুও ওলন্দাজ দলের খেলায় উন্নতি দেখা যায়নি। তবে ওরা কুবিল্লাসের কিছু ফ্রি কিক আটকে দেন।

**হল্যান্ড**

জংব্লয়েড, সুরবিয়র, ক্রল, রিসবার্জেন, নিসকেন্স ( নানিনগা ৬৭ মিঃ ), হ্যান, জানসেন, ডব্লিউ ভ্যান ডের কারখফ, পুওরটভল্লায়ট, আর ভ্যান ডের কারখফ ( রেপ ৪৬ মিঃ ), রেনসেনব্রিঙ্ক।

**পেরু**

কুইরগা, ডুয়ারটে, মানজো, চুম্পিতাজ, ডিয়াজ, ভেলাসকুয়েজ, কুবিল্লাস, কুয়েটু, মুনানটে, লা রোসা ( সটিল ৬৩ মিঃ ), ওবলিটাস।

রেফারি ঃ আডলফ প্রকপ ( পূর্ব জার্মানি )

**পেরু-৪ : ইরান-১।** করডোবায় ১১ জুন গ্রুপ-৪-এ ইরানের বিরুদ্ধে জিতে পেরু দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল। দর্শকরা আনন্দ পেলেন পেরুর আক্রমণধারায়। ২৯ বছর বয়সী কুবিল্লাস তিনটি গোল করলেন, এর দুটি পেনাল্টি থেকে। পেরু চিরাচরিত লাতিন আমেরিকান ফুটবল খেলেও ইরানের ডিফেন্সকে তেমন বেগ দিতে পারেনি গতি ও নিখুঁত শট দ্বারাও। বরং ইরানীরা পেরুর ডিফেন্স যে খুব শক্ত নয়, তা মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিয়েছে, বিশেষত যখন তারা উঁচু পাস দিয়েছে। ইরান দুর্বল হয়ে পড়ে শুরুর দুই মিনিটের মধ্যে—যখন ভেলাসকুয়েজের চমৎকার হেড জালে জড়িয়ে যায় ( ১-০ )। পেরু তারপর থেকে খেলা নিজেদের আয়ত্তে আনে।

অবশ্য পেরুর ২-০ কে ইরান ২-১ করতে পারত। কাজেরানির চমৎকরে থ্রু পেরুর রক্ষণভাগ ভেদ করেছিল। কুইরগার বিচক্ষণতাই রোশনের ডান পায়ের শট ২৯ মিনিটে আটকে দেয়। ইরান এই সময়ে খেলার গতি বদলাতে পারত। কিন্তু এর পরেই পেরু পেল বিতর্কিত পেনাল্টি ৩৫ মিনিটে। ওবলিটাসকে ফাউলের দরুণ এটি হল। কুবিল্লাস ২-০ করলেন। ৩-০ হল হেজাজি তিন মিনিট পরে যখন কুবিল্লাসকে ফাউল করলেন ও পেনাল্টি হলে।

পরিশ্রমী রোশন ইরানকে খেলায় ফিরিয়ে আনেন বিরতির পাঁচ মিনিট আগে একটি গোল ( ৩-১ ) উপহার দিয়ে। এরপর ইরান গোল করতে না পারলেও পেরুকে বেগ দিতে থাকে। পেরুও পাল্টা আক্রমণ চালায়। মুনানটে সামনে কেবল গোলরক্ষককে পেয়েছিলেন, কিন্তু বল গোলে পাঠাবার আগে গোলরক্ষক হেজাজিকে ফাউল করলেন ওবলিটাস। তখন খেলার বাকি ১২ মিনিট। কুবিল্লাস এবার তার 'ক্যু দ্য গ্রেস' প্রয়োগ দ্বারা দুই ডিফেণ্ডারকে কাটালেন এবং তাঁর ফ্লিক হেজাজিকে পরাস্ত করল ( ৪-১ )।

| পেরু | ইরান |
|---|---|
| কুইরগা, ডুয়ারটে, মানজো, চুম্পিতাজ, ডিয়াজ, ভেলাসকুয়েজ (১), কুবিল্লাস (৩), কুয়েটু, মুনানটে, লা রোসা ( সটিল ৬০ মিঃ ), ওবলিটাস। | হেজাজি, নাজারি, অবদোল্লাহি, কাজেরানি, আল্লহভার্ডি, ডানালফার, পারভিন, সাদেঘি, ঘাসিমপুর, রোশন (১), ( ফারিবা ৬৬ মিঃ ), ফারাকি ( জাহানি ৫১ মিঃ )। |

রেফারি : অলোজ্জি জারগুজ ( পোল্যাণ্ড )

**হল্যাণ্ড-২ : স্কটল্যাণ্ড-৩।** 'অঘটন আজও ঘটে'। কথাগুলি ১১ জুন মেনডোজায় সকলে প্রত্যক্ষ করলেন যখন স্কটল্যাণ্ড হারাল হল্যাণ্ডকে ৩-২ গোলে। স্কটল্যাণ্ড যদি গোলের গড়ে এগিয়ে থাকত, পেঁছতে পারত দ্বিতীয় রাউণ্ডে। ৬৮

মিনিটের সময় আর্চি জেমিল ৩-১ এগিয়ে দেন স্কটল্যাণ্ডকে। আর্জেণ্টিনার ক্রীড়া পত্রিকা 'এল গ্রাফিকো' লেখে জেমিলের এই গোলটিই প্রতিযোগিতার সেরা। এই গোলের পর স্কটল্যাণ্ডের সাংবাদিকরা প্রেস গ্যালারিতে মহানন্দে আকাশে ঘুষি ছুঁড়তে থাকেন। কদিন আগে যাঁরা স্কটল্যাণ্ডের খারাপ খেলায় নানা কু-মন্তব্য করেছিলেন, এদিন তাঁরা ক্ষমা চাইলেন। স্কটল্যাণ্ড যদি আজ ৪-২ করতে পারত, দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে তাদের কোন বাধাই ছিল না।

স্কটল্যাণ্ডের ৩-১ গোলের চার মিনিট পরে ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা জনি রেপ মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে ছুটলেন এবং ২৪ গজ দূরে থেকে গোলে তাক করেন। রাফ হাত বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু বলটি ছিল উড়ন্ত গোলা। স্কটল্যাণ্ডের ব্যবধান কমে গেল (৩-২)। মনে হল স্কটল্যাণ্ডের ফোলা বেলুনটি ফেটে গিয়েছে। হল্যাণ্ড আবার গোলের উপক্রম করল। রেনে ভ্যান ডের কারখফের শট রাফের গায়ে লেগে পোস্টের ধার ছুঁয়ে বাইরে গেল। ফরসিথের একটি হেড আর একটি গোল বাঁচাল। কিন্তু তার আগেই তো ওরা বিশ্ব কাপের প্রতিযোগিতা থেকে দূরে চলে গিয়েছে।

পেরু ও ইরানের বিরুদ্ধে স্কটল্যাণ্ড যে ফুটবল খেলেছিল এদিনের খেলার সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। পাহাড়ের উপরের বাতাসে কোন দূষণ নেই, একেবারে নির্মল। আন্দিজ পর্বতের পাদদেশে স্কটল্যাণ্ড খেলল ঝকমকে ফুটবল। কোন যাদু যেন করডোবার ধূলিময় বাতাসকে মুহূর্তে সরিয়ে দিয়েছে। এর মূলে ছিল স্কটিশ ম্যানেজার ম্যাকলিওডের—'নেমেই আক্রমণ করো' নীতি। এদিন তিনি ডাকেন গ্রিম সাউনেস, রিওচ, ফরসিথ ও কেনেডিকে। ম্যাকলিওড অবশেষে সত্যিকারের দল গড়লেন। তবে অনেক দেরিতে। ইউরোপীয়ান কাপে লিভারপুলের সাউনেস যেভাবে কৃতকার্য হয়েছিলেন, আজ তাই দেখালেন সুপরি-কল্পনা ও নিখুঁত পাস দ্বারা। সাউনেস বেশ খেললেন। কারণ স্কটল্যাণ্ড এদিন লিভারপুলের ৪-৪-২ প্রথা প্রকরণে খেলল। এতে মিডফিল্ডাররা গোল করতে এগোয়। ডালগলিশকেও একজন পরিণত খেলোয়াড় মনে হল সাউনেসের মতোই। লিভারপুলের সতীর্থ সাউনেসের অনুরূপ নিখুঁত পাস তার পায়েও। তাই ৪৪ মিনিটে ডালগলিশের ১-১ করাটা কাকতালীয় নয়। জর্ডানের হেড পেয়ে সাউনেস সেণ্টার করলে ডালগলিশ তাতে ভলি মারেন এবং গোলটি হয়।

হল্যাণ্ড ১-০ করেছিল ৩৪ মিনিটে এই প্রতিযোগিতায় বহু পেনাল্টির একটি থেকে রেনসেনব্রিঙ্ক কর্তৃক। স্কটল্যাণ্ডের প্রতি এর চাইতে দয়াহীনতার আর কিছু ছিল না। কেনেডি যথার্থ ট্যাকল করেছিলেন রেপকে। স্পট কিক নেন রেনসেনব্রিঙ্ক। বিশ্ব কাপ ফুটবলের এটি ১০০০তম গোল। এর আগে সাউনেস-এর সেণ্টারে রিওচ হেড করেন, সেটি বারে লেগে ফিরে আসে। ডালগলিশ অতঃপর নিচু শট করেন। এটি গোলে গেলে স্কটল্যাণ্ডই হাজারতম গোলের কৃতিত্ব পেত।

প্রথমার্ধের শুরুর দিকে নিসকেন্স আঘাত পেয়ে বাইরে যান ভুল ট্যাকটিকসে

গিয়ে। এ জন্য ওলন্দাজদের ভুগতে হয় প্রথমার্ধে। ম্যানেজার আর্নস্ট হ্যাপেল দ্বিতীয়ার্ধে তাই স্ট্রাটেজি বদলান। সুরবিয়রকে করলেন অ্যাটাকিং ফুল ব্যাক। মারমুখী জর্ডানকে তক্কে তক্কে রাখার জন্য আহত রিসবার্জেনকে বদলে আনলেন উইলডশুটকে। এই তরুণ পিছু নিলেন জর্ডানের আর সুরবিয়র পূরণ করলেন রিসবার্জেনের শূন্য স্থান। কিন্তু স্কটল্যান্ড ২-১ হয়েছে এই সব রদবদলের মাঝে। ক্রল ফাউল করেন সাউনেসকে হল্যাণ্ডের গোলের কাছে গেলে। জেমিল পেনাল্টি শট থেকে জংব্লয়েডকে পরাস্ত করেন। এরপরই আসে জেমিলের একক ও দ্বিতীয় গোল অর্থাৎ স্কটল্যান্ড তখন ৩-১। স্কটল্যাণ্ডের সমর্থকরা তখন স্টেডিয়াম জুড়ে নৃত্য করছে। চার মিনিট ধরে আনন্দ, হৈ চৈ। টেলিভিশনে সারা বিশ্ব তা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু রেপ-এর নাটকীয় গোল (৩-২) স্কটিশদের ঐ আনন্দকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেয়নি। স্কটল্যাণ্ড যেতে পারল না দ্বিতীয় রাউণ্ডে।

খেলা শেষে ম্যানেজার ম্যাকলিওড বললেন, আজও আমাদের বাইরের চাপ ছিল। খেলার সঙ্গে অবশ্য ওর কোন সম্পর্ক ছিল না। তবে স্বীকার করতেই হবে স্কটল্যাণ্ডও একটি সুশৃংখল দল।

সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করেন, আজ খেলার পর বলুন আপনার ভবিষৎ কী ?

ম্যাকলিওড ঃ যদি আজ রাতে আমি পদত্যাগের কথা ভাবি বা আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, আমার কথা হবে—আমাদের অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ঘটনার জন্য।

| হল্যান্ড | স্কটল্যান্ড |
|---|---|
| জংব্লয়েড, সুরবিয়র, ক্রল, পুওর্টভ্লায়েট, রিসবার্জেন (উইল্ডশুট ৪৫ মিঃ), নিসকেন্স (বোসক্যাম্প ১০ মিঃ), জানসেন, ডব্লিউ ভ্যান ডের কারথফ, রেপ (১), রেনসেনব্রিঙ্ক (১)। | রাফ, কেনেডি, ফরসিথ, বুচান, ডোনাচি, রিওচ, জেমিল (২), সাউনেস, হার্টফোর্ড, জর্ডান, ডালগলিশ (১)। |

রেফারি ঃ এরিক লাইনমেয়ার (অস্ট্রিয়া)

ফল

| | | |
|---|---|---|
| পেরু—৩ | ঃ | স্কটল্যান্ড—১ |
| (কুয়েটু, কুবিল্লাস ২) | | (জর্ডান) |
| হল্যাণ্ড—৩ | ঃ | ইরান—০ |
| (রেনসেনব্রিঙ্ক) | | |
| স্কটল্যান্ড—১ | ঃ | ইরান—১ |
| (এসকান্দাবজার-আত্মঘাতী) | | (ডানালফার) |
| হল্যান্ড—০ | ঃ | পেরু—০ |

| | | |
|---|---|---|
| পেরু—৪ | ঃ | ইরান—১ |
| ( ভেলাসকুয়েজ, কুবিল্লাস ৩ ) | | ( রোশন ) |
| হল্যান্ড—২ | ঃ | স্কটল্যান্ড—৩ |
| ( রেপ, রেনসেনব্রিঙ্ক ) | | ( জেমিল ২, ডালগলিশ ) |

লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | হার | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পেরু | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৭ | ২ | ৫ |
| হল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৩ | ৩ |
| স্কটল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ৬ | ৩ |
| ইরান | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৮ | ১ |

## দ্বিতীয় রাউণ্ড গ্রুপ—এ

**পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, হল্যান্ড, অস্ট্রিয়া**

প্রথম রাউণ্ডে দুই নম্বর গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী যদি একটু বুদ্ধি খরচ করে খেলত, দ্বিতীয় রাউণ্ডে তা হলে তারা কিছুটা অনুকূল পরিবেশ পেত। আগেই স্থির ছিল ফিফার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী—গ্রুপ-এ তে আসবে ১ ও ৩ নম্বর গ্রুপের বিজয়ী দুই দল এবং ২ ও ৪ নম্বর গ্রুপের রানার্স দুই দল। অর্থাৎ এই চার দল নিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডের গ্রুপ-এ। প্রথম রাউণ্ডে এই চার গ্রুপের বিজয়ী বা রানার্স চার দলের কেউই আশানুরূপ খেলতে পারেনি। তবু মনে হল গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী যেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন। তাদের ঘিরে আছে ইউরোপের তিন শক্তিশালী দেশ। এদের অন্যতম—ইতালি, যাদের নিয়ে অনেকের আশা—ইতালি এবার বিশ্ব কাপ জিতে নিতে পারে। তারা ফ্রান্স, হাঙ্গেরি ও আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছে এবং গ্রুপ-এ থেকে ফাইনালে উঠতে পারে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি দেশের খেলোয়াড়রাও বললেন, টিমওয়ার্কে ইতালির তুলনা নেই। কেবল আন্তোগননি বিব্রত ছিলেন পারিবারিক সমস্যায়। আর সে জন্য তিনি আশানুরূপ খেলতে পারেননি। ফিওরেন্টিনার বদলী নামেন জ্যাকেরেলি, আর প্রতিটি ম্যাচেই তিনি উন্নত হয়েছেন।

পশ্চিম জার্মানীর মতো হল্যান্ডকেও প্রথম রাউণ্ডে নিষ্প্রভ মনে হয়েছিল। তবে ওলন্দাজদের তেমন অজুহাত দেওয়ার ছিল না। কারণ ১৯৭৪ ও ১৯৭৮ দুই বারের খেলোয়াড় তালিকা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়—তাদের মধ্যে খুব একটা বদল হয়নি, যতটা হয়েছে পশ্চিম জার্মান দলে। বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ বললেন হল্যান্ড যোহান ক্রুয়ফকে হারিয়েছেন, কিন্তু তা ত জার্মানীর ফ্রাঞ্জ বেকেনবাউয়েরকে হারানোর মত নয়। অবশ্য এ সম্পর্কে দ্বিমত আছে। তা যাই হোক,

আন্দেজে হল্যাণ্ডের এমন কি হল যে, শুরু থেকেই তারা উচ্চতা নিয়ে অভিযোগ করতে লাগলেন ? সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ ফুট উঁচুতে ডাচ খেলোয়াড়দের নাক দিয়ে অনর্গল রক্ত ঝরতে লাগল। ওরা বলতে লাগলেন, এ সমস্যা উচ্চতাজনিত বৈ নয়। তা ছাড়া মেনডোজা স্টেডিয়ামে লম্বা লম্বা ঘাস। সব নিয়ে তাদের খেলতে হল 'হাই-প্রেসার' ফুটবল।

হল্যাণ্ডের সমস্যা আরও বাড়ল। এবং এর সব দায় ম্যানেজার আর্নস্ট হ্যাপেলের। তিনি একেকটি খেলায় এক একরকম ট্যাকটিক্যাল পদ্ধতি নেন। প্রথম তিন ম্যাচ খেললেন যথাক্রমে ৩-৪-৩, ৩-৫-২ এবং ৪-৪-২ পদ্ধতিতে। ম্যানেজারের ঘন ঘন মত বদলে খেলোয়াড়রা খুশি ছিলেন না। তাঁরা ত খেলা নিয়ে থিতু হতে পারছিলেন না। উপরন্তু অসন্তোষ ছিল দলের দায়িত্ব বন্টন নিয়েও। নানা চাপ এবং মেনডোজার প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দেখা গেল পি এস ভি আইন্দোভেন ক্লাবের দুই খেলোয়াড়—উইলি কারখফ ও রেনে কারখফ ( এরা যমজ ভাই ) অভিযোগ করছেন মাঠের মধ্যে অধিনায়ক রুড ক্রলের ( অ্যাজাক্সের খেলোয়াড় ) অধিকার নেই আমাদের যথেচ্ছ সমালোচনার। তা ছাড়া ক্রলই সবচেয়ে বেশি ভুল করছেন। হল্যাণ্ডে যে আন্তঃ ক্লাব বিবাদ, বিশ্ব কাপের মাঝে তারও প্রকাশ ঘটল। ম্যানেজার হ্যাপেল সম্পর্কেও অভিযোগ তিনি ১৯৭৪-এর বুড়োদের ওপর বেশি নির্ভর করছেন, আর বাদ রাখছেন তরুণ প্রতিভাগুলিকে পুওর্টভ্লায়েট, উইল্ডশুট ও ব্রান্ডটকে। পুওর্টভ্লায়েট পেরু ও স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উচ্চমানের হল্যাণ্ড-ঘরানার ফুটবল খেলেছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উইল্ডশুটকে চেনা গিয়েছিল, আর ব্র্যান্ডটকে জানা যায় 'এ' গ্রুপের খেলায়।

স্কটিশদের ভাল দিক, ওলন্দাজদের মতো অন্তর্কলহের বহিঃপ্রকাশ এরা দেখায়নি। তবে ম্যানেজার হেলমুট সেনেকুইটস ও জেনারেল ম্যানেজার মার্ক্স মার্কেলের একটি ঝগড়া ও খেলোয়াড়দের বিদেশযাত্রাকেও বাধা এনে দিয়েছিল। কিন্তু বিদেশে এসে ওসবের চিহ্নমাত্র ছিল না। তাঁরা প্রমাণ করেন এমন সুসংগঠিত দল আর্জেন্টিনায় আসেনি। গোলের জন্য দলের অগাধ বিশ্বাস ছিল ক্রাংকলের ওপর। তাদের সম্পর্কেই অধিকাংশর ধারণা হল, ফাইনালে একটি ইউরোপীয় দল পৌঁছচ্ছে।

**পশ্চিম জার্মানী-০ ঃ ইতালি-০**। বুয়েনস এয়ারেসে ১৪ জুন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় থেকে দর্শকরা মাঠে আসতে থাকেন। বিশ্ব কাপের এই দ্বিতীয় বুধবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশা। দুপুরেও তা কমল না। তবে রিভার প্লেট স্টেডিয়ামে বল দেখার অসুবিধা ছিল না, তাই খেলা স্থগিত রাখায় প্রশ্ন ওঠেনি।

দুই দল মাঠে নামতেই অনেকের ধারণা হল উভয়েই বেশি গোলের জন্য খেলবে। পশ্চিম জার্মানী বুয়েনস এয়ারেসে উদ্বোধনী দিনে ১ জুন যা করেছিল

পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে, নিশ্চয়ই তার পুনরাবৃত্তি হবে না ( ০-০ ), যারা অনেক গোলের আশা করেছিলেন আজ, তাঁরা হতাশ হলেন। আজ যেন কেউ জিততেই চাইছিলেন না।

ডেটার মুলার ও হানসি মুলারের বদলে পশ্চিম জার্মানী নামাল জিমারম্যান ও হোলজেনবাইনকে ইতালিকে হাবাবার জন্য। খেলা শুরুর একটু আগে ইংল্যান্ড ম্যানেজার রন গ্রিনউড বললেন, ইতালির বেনেত্তি-কে ঘায়েল করতে পারলে জার্মানী সফল হতে পারবে। জিমারম্যানকে এ কারণেই মিডফিল্ডে আনা হল। সঙ্গে রইলেন হলজেনবাইন ও রুমেনিগে—দুই উইঙ্গার। এই দুই জায়গায় মাঝে মধ্যে উঠে আসছিলেন বনহফ ও ফ্লহে, যখন জার্মানরা পদানত হচ্ছিলেন বা ইতালির দিক থেকে আসছিল বিপদ।

খেলার পরদিন ইতালির গোলরক্ষক ও অধিনায়ক দিনো জফ বললেন, বহু বছর ধরে আমরাই উপহাসের ছিলাম, ইতালি 'ক্যান্টনাকিও ( সুইপার সহ টু ম্যান মার্কিং-এ ) ডিফেন্সে খেলে। কিন্তু গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানিই যখন 'ক্যাণ্টানাকি'ও প্রয়োগ করতে লাগল আমাদের বিদায়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতি উপহাস বন্ধ হল। বলা হল ইতালি অ্যাটাকিং ফুটবল খেলছে।

গোলের বিচারে বা গোল দিতে পারেনি বলে এই খেলায় ইতালির সুনাম কমেনি, বরং বেড়েছে। দুর্ভাগ্য ইতালির এবং বেত্তেগার। তার দুটি অবধারিত গোল জার্মানরা ঠেকায় গোল লাইন থেকে। তবে বিরতির তিন মিনিট আগে ইতালির সুইপার স্কিরিয়া হঠাৎ আক্রমণে উঠে যান এবং যেভাবে সকলকে অতিক্রম করেন, আর তার পরেও গোল করতে পারলেন না, তখনই বোঝা যায় ইতালি আজ গোলকানা। ছয় গজ দূর থেকেও তাঁর শট ওপর দিয়ে চলে গেল। বুয়েনস এয়ারেসের ইতালি অঞ্চল বোকা থেকে দলে দলে আসা সমর্থকদের চিৎকারও গোল করাতে পারল না।

ইতোমধ্যে জার্মানরা খেলায় ফিরে এসেছে। কালজ বাঁচালেন দলকে। বেত্তে-গার সোয়ার্ভিং শট শেপ মেয়ারকে অতিক্রম করলেও গোল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকা কালজকে ঠকাতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধেও বেত্তেগা বঞ্চিত হলেন। এবারও গোললাইনের ওপর থেকে জনৈক জার্মান ডিফেন্ডার দ্বারা। এরপর কারিবিনির ( লেফট ব্যাক ) চিপ পোস্টের গায়ে লেগে ফিরে এল, ইতালি গোল পেয়েও পায়নি এর একটু পরে। আন্তোগনিনির বদলী জ্যাকারেলি দ্রুত দৌড়লেন তারদেলির লং সেন্টার ধরতে। পা না লাগিয়ে নিচু হেড দিলেন। মেয়ার এবার ক্লিয়ার করলেন ডাইভ দিয়ে।

মেয়ার বিশ্ব কাপ রেকর্ড ভাঙলেন একটিও গোল না খেয়ে। ১৯৬৬ থেকে এই নজির ছিল ইংল্যান্ডের গর্ডন ব্যাংকসের। ৪৩৮ মিনিট বা প্রায় চারটি ম্যাচে তিনি বল গোলে প্রবেশ করতে দেননি। অবশ্য মেয়ার এ নিয়ে খুব গর্বিত ছিলেন না। কারণ বিপক্ষের গোল আটকাতে জার্মানদের তেমন কিছু মেহনত করতে হয়নি।

গোলশূন্য ( ০-০ ) ড্র এবং মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ৬-০ জয় বলে দেয় একথা। তবুও জার্মানদের কৃতিত্বকে খাটো করা উচিত নয়। এদিন একসময় তারা ৯ জন নিয়ে খেলতে বাধ্য হয় দ্বিতীয়ার্ধে ক্লহে ও ফিশার আহত হয়ে গোলের পিছনে যখন চিকিৎসাধীন ছিলেন। ফিশার ফেরেন, কিন্তু ক্লহের বদলে আসেন বিয়ার। তিনি আঘাতের দরুণ আর কোন ম্যাচেই খেলতে পারেননি।

ক্লহের এটি সেরা খেলা ছিল, কিন্তু সমাপ্তিটা দুঃখের হল। দুবার তিনি গোলের সুযোগ পান। একবার সুযোগ করে দেন রুমেনিগেকে। অবশ্য জার্মানদের সেরা সুযোগ আসে ২৫ মিনিটের সময় হলজেনবাইনের ভলি থেকে। জফ শুরুতে বল দেখতে পাননি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ধরলেন আত্মবিশ্বাস নিয়েই। যেভাবে শূন্যে নিজেকে ছুঁড়ে জফ গোল আটকান, সেই তৎপরতা দ্বিতীয়বার দেখানো সম্ভব নয়।

ড্র-র পরে দুই দলেরই আশা—ফাইনালে যাব।

| পশ্চিম জার্মানী ঃ | ইতালি |
|---|---|
| মেয়ার, ভোগটস, রাসম্যান কালটজ, ডিয়েজ, বনহফ, ক্লহে ( বিয়ার ৬৮ মিঃ ), জিমারম্যান ( কনোপকা ৫৩ মিঃ ), রুমেনিগে, ফিশার, হলজেনবাইন। | জফ, জেন্টিল, বেলুগি, স্কিরিয়া, কাবরিনি, তার্দেলি বেনেত্তি, আন্তোগননি ( জ্যাকারেলি ৪৫ মিঃ ) কসিও, রসি, বেত্তেগা |

রেফারি ঃ ডুশান মাকসিমোভিক ( যুগোশ্লাভিয়া )

হল্যাণ্ড-৫ ঃ অস্ট্রিয়া-১। ১৪ জুন করডোবায় হল্যাণ্ড সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিল অস্ট্রিয়াকে। আন্দিয়ানের লম্বা ঘাস ও উচ্চতার সমস্যা থেকে তারা দূরে ছিল। এসবই বোধ হয় তাদের হঠাৎ গোলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এ তাদের কাছে 'খুশির দুর্ঘটনা'। প্রথম রাউণ্ডে স্কটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আহত হন নিসকেন্স সুরবিয়র ও রিসবার্জেন। তাঁদের আঘাত সাহায্য করে ম্যানেজার হ্যাপেলকে জুনিয়রদের খেলাতে। ফলে অনেক সমালোচক মুখ বন্ধ করলেন। পুওর্টভ্লায়েটের প্রতি ত হ্যাপেলের আগেই আস্থা ছিল। এবার তিনি উইণ্ডশ্যুটকে দলে রাখতে বাধ্য হলেন। স্কটল্যাণ্ডের বিপক্ষে ইনি দ্বিতীয়ার্ধে বদলী নেমেছিলেন। ২২ বছর বয়সী আর্নি ব্রানডট-কে কাজে লাগাতে পারেননি এ পর্যন্ত। এই খেলায় সে সুযোগও এল। নিসকেন্সের অনুপস্থিতি বাধ্য করে হ্যানকে খেলাতে। হাপেল অখুশি ছিলেন জংব্লয়েডের গোলরক্ষায়। তার বদলে নামালেন বিশ্ব কাপে এই প্রথম শ্রিজভার্সকে।

হল্যাণ্ড পাঁচটি গোল করলেও প্রথমার্ধে শ্রিজভার্স গোল রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্রানডট গোলের সূত্রপাত করেন ষষ্ঠ মিনিটে হেড দ্বারা। কিন্তু ওলন্দাজ গোলরক্ষককে এরপরে জারার জোরালো শট ঠেকাতে হয়। শ্রিজভার্স ঋণী হলেন ব্রানডট-

এর কাছে। জারার বাঁ পায়ের শট তখন এসেছে ক্রাংকলের পায়ে। অস্ট্রিয়া এই সময় গোল শোধের সুযোগ পায়। কিন্তু তার বদলে হল্যাণ্ড দুই মিনিটে দুটি গোল করল। রেনসেনব্রিঙ্ক ৩৫ মিনিটে প্রতিযোগিতায় তাঁর পঞ্চম গোলটি দেন চতুর্থ পেনাল্টি থেকে। রেপ তাঁর দ্বিতীয় গোলটি দেন যখন অস্ট্রিয় রক্ষণভাগ অবিন্যস্ত রেনসেনব্রিঙ্কের সেন্টারে বল করেন রেপ। কনসিলিয়া এগিয়ে আসাতেই বিপদ ঘটে।

খেলা শুরু হয়েছিল কুয়াশা ও বৃষ্টির মধ্যে। মাঠ পিছল থাকায় দুই দলেরই রক্ষণভাগ বারে বারে ভুল করেছে। ৫৩ মিনিটে রেপ ও ৭২ মিনিটে উইলি ভান ডের কারখফ গোল বাড়িয়েছেন। তবে এর মাঝে ওবেরমেয়ার অস্ট্রিয়ার পক্ষে একটি গোল শোধ করেন প্রায় এককভাবে।

দর্শক বা বিশেষজ্ঞরা গোলের ব্যবধান দেখে মন্তব্য করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ঃ হল্যাণ্ড এবার ফাইনালে যাবেই তবে দ্বিতীয় রাউণ্ডের প্রথম খেলায় গোলের সংখ্যা ওলন্দাজদের একটু স্বস্তিতে রাখল।

হল্যাণ্ড

গ্রিজভার্স, ব্রানডটস (১), ( ভ্যান ক্রাইজ ৬৬ মিঃ ), ক্রল, উইল্ডশুট, পুওর্টভ্লায়েট, জানসেন, হ্যান, ডব্লিউ ভ্যান ডের কারখফ (১), রেপ (২), রেনসেনব্রিঙ্ক (১), আর ভ্যান ডের কারখফ।

অস্ট্রিয়া

কন্সিলিয়া, সারা, পেজ্জি, ওবেরমেয়ার (১), ব্রিটেনবার্জার, প্রহসকা, হিকার্সবার্জার, ক্রিজার, জারা, ক্রুজ, ক্রাংকল।

রেফারি ঃ জন গর্ডন ( স্কটল্যাণ্ড )

**হল্যাণ্ড-২ ঃ পশ্চিম জার্মানী-২।** হল্যাণ্ডের সম্ভবত আর একটুও দেরী করার উপায় ছিল না। যেমন খেলোয়াড়রা তেমনি সমর্থকরাও ভাবছেন কখন তাঁরা পশ্চিম জার্মানীর মুখোমুখি হতে পারবেন। কখন হবে সম্মুখ সমর। দীর্ঘ চার বছর ধরে ওলন্দাজরা প্রতি মুহূর্তে নিজেদের ধিক্কার জানিয়েছে ১৯৭৪-এর বিশ্ব কাপের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির কাছে ২-১-এ হারার পর। কেউ কেউ অভিযোগ করেছিলেন সেবার ত হল্যাণ্ড খেলাটি পশ্চিম জার্মানীকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু এবার আর তা হচ্ছে না। 'প্রতিশোধ' নিতেই হবে। আর এই মনোভাব দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে, কিক-অফের সময় যতই এগিয়ে আসছিল। ম্যানেজার আর্নস্ট হ্যাপেল অবশ্য বললেন, না, প্রতিশোধের কথাই ওঠে না। কিন্তু আমার ছেলেরা আজ রেকর্ড করতে চায়। তাদের সে সুযোগ ও মনোবল আছে। আছে ক্ষমতাও।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ৫-১-এ জিতেছিল হল্যাণ্ড। কিন্তু পশ্চিম জার্মান দলে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। তারা বরং হতাশ ইতালির সঙ্গে ০-০ করায়। ওলন্দাজরা চূড়ান্ত ফর্মে থাকলেও বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ মন্তব্য করলেন, জার্মানরা যদি ওলন্দাজদের রুখে দেয় আশ্চর্য হবার নয়।

সত্যি বলতে কি জার্মানরা তাদের দুর্বল মুহূর্তেও অঘটন ঘটায়। তারা জানে ফাইনালে পেঁছিতে না পারলেও তাদের হারাবার কিছুই নেই। তবুও তারা শুরুর তিন মিনিটের মধ্যে গোল করল অত্যন্ত দ্রুত লয়ে খেলে। ডেটার মুলারের সঙ্গে সম্মিলিত আক্রমণে আব্রামাকজিক গোলটি করেন। হল্যাণ্ড এই সময় ট্যাকলে ফিরে আসে আব্রমাকজিককে ঠেকাতে। এবং এজন্য উরুগুয়ের রেফারি সতর্ক করেন উইলি ভ্যান ডের কারখফকে। কুয়াশা কেটে গেল মাথার ওপরের এবং সঙ্গে সঙ্গে হল্যাণ্ড সুপরিকল্পিত ফুটবল শুরু করল। রেনসেনব্রিঙ্কের ফ্রি কিকে মাথা ছোঁয়ালেন হ্যান। অসাধারণ হেড। বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করলেন, এটি ১৯৭৮ বিশ্ব কাপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গোল। স্টেডিয়ামের ৪৬ হাজার দর্শক হ্যানের পায়ে লুটিয়ে পড়তে পারলেও বোধহয়, তাঁর প্রতি যথার্থ অভিনন্দন জানানো হচ্ছে না—এমনি অবস্থা। বেশ উঁচু দিয়েই রেনসেনব্রিঙ্কের শটটি আসছিল, ওপরে তাকিয়ে লাফিয়ে ওঠেন হ্যান। গোল থেকে ২৫ গজ দূরে তিনি। কিন্তু সেই বলে তিনি মাথা ঠেকিয়ে এমন শক্তি যুক্ত করে দিলেন যে মেয়ার তার ডান দিকের কোণদিয়ে বল যেতে দেখেও রুখতে পারলেন না। এর ঠিক পরমুহূর্তে রেপ কয়েক ইঞ্চির জন্য হল্যাণ্ডকে দ্বিতীয় গোল থেকে বঞ্চিত করেন। ওদিকে পশ্চিম জার্মানরা সুসংহত। হল্যাণ্ড গোলরক্ষক শ্রিজভার্স লড়াই করছেন বনহফ, বিয়ার ও আব্রামাকজিকের শট। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম ২৫ মিনিট ত ওলন্দাজদেরই প্রাধান্য। এবং এর মধ্যে বিয়ারের সেণ্টারে হেড করলেন ডেটার মুলার। ৭০ মিনিট পরে পশ্চিম জার্মানী ২-১ এগিয়ে গেল। এর ঠিক পরেই হল্যান্ডের রেপ পাঁচজন ডিফেণ্ডারকে কাটিয়ে জোরালো শট করতেই সেটি ক্রশবার স্পর্শ করে চলে গেল। সাইড লাইনে অপেক্ষারত এক জার্মান হাফ মন্তব্য করলেন ঃ ঈশ্বর আমাদের সহায়। খেলা চলছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। দুই গোলই আক্রান্ত হচ্ছে। বিয়ারের মারাত্মক ভলি আটকালেন শ্রিজভার্স। মনে হচ্ছিল হল্যাণ্ড আবার পরাস্ত হবে তার পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে।

সমাপ্তির বাকি ১২ মিনিট। ওলন্দাজরা শেষ চেষ্টা করলেন। লম্বাটে নাননিনগাকে পাঠানো হল উইল্ডশুটের বদলে। যোহান ক্রুয়েফের বদলে নাননিনগার অন্তর্ভুক্তির কোন অর্থই হয় না। কিন্তু আজ একবার তিনি অসাধারণভাবে আক্রমণে এগিয়ে যান ও আর ভ্যান ডের কারখফকে বল বাড়ান। কারখফ ঐ বল নিয়ে দ্রুত ছোটেন। মেয়ার বল ধরতে এগিয়েছেন, এদিকে কারখফের শট জালে জড়িয়েছে। রাশম্যান ডাইভ দিয়ে হাতে ধরার চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন ফল হল না। হল্যাণ্ড সাত মিনিট আগে ২-২ করল। ফলে গ্রুপ-এ থেকে দুটি ঘোড়ার বাজি জয়ের সম্ভাবনা এনে দিল ইতালির সঙ্গে হল্যাণ্ড।

এখানেও নাটকের শেষ হল না। শেষ মিনিটে নাননিনগাকে অদ্ভুত অজুহাতে মাঠের বাইরে পাঠানো হল। হলজেনবাইনের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কির ফলশ্রুতি এটি। হলজেনবাইন বল বসিয়েছেন কর্ণার কিকের জন্য। নাননিনগা এর আগে ওকে

কিছু বলেছেন, বল বসানোর পর কনুই দিয়ে ধাক্কা দিলেন হলজেনবাইনের পাঁজরে। অবশ্য এর আগে হলজেনবাইনও ওলন্দাজ স্ট্রাইকারের নাক টেনে দেন। রেফারি ঠিক বুঝতে পারেননি কে কাকে কী করেছেন। এরই মধ্যে দেখা গেল রেনে ভ্যান ডের কারখফ মাঠ থেকে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের ধারে বসা ওলন্দাজ খেলোয়াড়দের কী যেন বলছেন। আর তখনই নাননিনগাকে বাইরে পাঠান রেফারি।

| হল্যান্ড | পশ্চিম জার্মানী |
| --- | --- |
| শ্রিজভার্স, ব্রানডটস, ক্রল, উইল্ডশ্যুট (নাননিনগা ৭৮ মিঃ), পুওর্টভ্লায়েট, জানসেন, হ্যান (১), ডবলিউ ভ্যান ডের কারখফ, রেপ, রেনসেনব্রিঙ্ক, আর ভ্যান ডের কারখফ (১)। | মেয়ার, ফোগটস, রাসম্যান, কালজ, ভিয়েজ, বনহফ, বিয়ার, রুমেনিগে, আব্রামাকজিক (১), ডি মুলার, হলজেন-বাইন। |

রেফারি ঃ রামন বারেতো রুইজ ( উরুগুয়ে )

**ইতালি-১ ঃ অস্ট্রিয়া-০।** পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে আগের ম্যাচে জিততে না পেরে এবং এই ম্যাচে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে হঠাৎ ইতালি শিবিরে আশার কথা শোনা গেল যেমন, তেমনি কিছুটা হতাশাও। প্রথম ম্যাচে ব্যর্থ হওয়ায় ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোট বললেন, তাঁর দল আর্জেন্টিনায় বিশ্ব কাপ জিততে আসেনি, এসেছে ইতালির ফুটবল কতটা এগিয়ে, তা পরীক্ষার জন্য। দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠে আমরা খুশি, এরপর যা ভাল হবে তা আমাদের কাছে বোনাস বৈ নয়। আত্মরক্ষার সুরে ১৮ জুন বুয়েনস এয়ারেসে এই খেলার দিন সকালে বললেন, তিন বছর হল ইতালির দায়িত্ব পেয়েছি, আমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। এই বিশ্ব কাপ আমার লক্ষ্যে এগোবার সোপান মাত্র। এই ধরণের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমি টিমওয়ার্ক তৈরি করতে চাই।

এই খেলা শুরুর আগে বুয়েনস এয়ারেস থেকে ৩০ মাইল দূরে হিন্দু কান্ট্রি ক্লাবে বসে এক ইতালীয় সাংবাদিক ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রতিযোগিতায় এসে কি খুব চাপের মধ্যে পড়েছেন? বেয়ারজোটের জবাব ঃ অন্য যে কোন ফাইনালিস্ট অপেক্ষা আমাদের খাটুনি অনেক বেশি হচ্ছে। গ্রুপ-১-এর শেষ খেলায় আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে জিততে তিনি বেশি রিজার্ভ রাখেননি। নিজের খেলোয়াড়-দের সম্পর্কে খুব আস্থা থাকায় তিনি ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কিন্তু ওটা উচিত হয়নি। এখন দেখছেন, তাঁর ছেলেরা একঘেয়েমীতে ভুগছে। তাদের মধ্যে ক্লান্তি এসেছে।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে এই ম্যাচে জিতলেও ইতালির খেলায় ধার ছিল না। আজও তারা রক্ষণাত্মক খেলল সেই সেকেলে পদ্ধতিতে। অবশ্য রসির মারফৎ ১৩

মিনিটের সময় দিনের একমাত্র গোলটি হয়। উল্লেখ্য এদিন ভাল খেলা দেখা যায় ঐ ডিফেন্সে। জেন্টিলের তৎপরতায় ক্রুজ একদম খেলতে পারেন নি। চমৎকার খেলেছেন শিরিয়া। মিডফিল্ডে ভাল খেললেন তার্দেলি। কিন্তু সতীর্থদের সাহায্য তিনি পাননি। এমনিতেই স্টেডিয়ামের অর্ধেক আসন শূন্য ছিল, তদুপরি এই ধরণের খেলা! এদেরও অনেকে মাঠ ছেড়ে গেলেন গ্রুপ-বি-র গুরুত্বপূর্ণ খেলাটি ( আর্জেন্টিনা ঃ পোল্যান্ড ) টেলিভিশনে দেখতে।

অস্ট্রিয়া ছিল আরও নিষ্প্রভ। দলের মুখ্য শিকারি প্রোহাসকাকে অধিকাংশ সময় রক্ষণে রত দেখা গেল। বদলও হল কয়েকজন। হল্যান্ডের সঙ্গে ওরা প্রস্তুত হয়। ব্রিটেনবার্জারের বদলে এলেন স্ট্রাসের লেফট ব্যাকে, মিডলম্যান ক্রিজারের বদলে এলেন স্ট্রাইকার শাসনার। একথা অনস্বীকার্য স্ট্রাসের ভুলেই রসি গোল করতে পেরেছিলেন। স্ট্রাসের ব্যাক পাস দেন কন্সিলিয়াকে কর্ণার বাঁচাতে গিয়ে। রশি ছুটে গিয়ে ব্যাক পাসে মদত যোগান। অস্ট্রিয়ার এতক্ষণ যে আত্মবিশ্বাস ছিল, এই সময় তা দুমড়ে মুচড়ে গেল। ক্রাংকল একাকী সারাক্ষণ চেষ্টা করলেন আর ইতালির দ্বিতীয়ার্ধের সব আক্রমণ রুখতে হল গোলরক্ষক কন্সিলিয়াকে।

| ইতালি | অস্ট্রিয়া |
|---|---|
| জফ, জেন্টিল, বেলুগি ( কুক্কুরেড্ডু ৪৫ মিঃ ), শিরিয়া, কাবরিনি, তার্দেলি, বেনেত্তি, জাকারেলি, কসিও, রসি-১, বেত্তেগা ( গ্রাজিয়ানি ৭১ মিঃ ) | কন্সিলিয়া, সারা, পেজ্জি, ওবারমেয়ার, স্ট্রাসের, প্রোহাসকা, হিকার্সবার্জার, জারা, ক্রুজ, ক্রাংকল, শাচনার ( প্রিকনার ৬৩ মিঃ ) |

রেফারি ঃ ফ্রান্সিস রিয়ন ( বেলজিয়ম )

**অস্ট্রিয়া-৩ ঃ পশ্চিম জার্মানী-২।** ২১ জুন করডোবায় অস্ট্রিয়া এবারের বিশ্ব কাপের খেলা শেষ করল দর্শকদের মনে আশা জাগিয়ে, আর গতবারের চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী করল নিরাশ। ৪৭ বছরের মধ্যে জার্মানীর বিরুদ্ধে এটি অস্ট্রিয়ার প্রথম জয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী দেশের কাছে এই পরাজয়ের পর ম্যানেজার হেলমুট শ্যোনের ১৪ বছরের গৌরবময় অধ্যায়ের এখানেই সমাপ্তি এল। হেলমুট এই দীর্ঘকালে তিনি দলকে একবার বিশ্ব কাপ এনে দিয়েছেন। এক-বার তারা রানার্স ও একবার হয়েছে তৃতীয়, তার বিদায় সম্বর্ধনা আনন্দের মাধ্যমে হওয়া উচিত ছিল, যদি নতুন ম্যানেজার জুপ ডারওয়াল দায়িত্ব নিতেন দলের ভাল ফলের মাধ্যমে। দুঃখের কথা খেলোয়াড়রা বিদায়ী। ম্যানেজারকেও সে দায়িত্ব দিতে পারেননি।

অথচ রুমেনিগের গোলে ১৯ মিনিটের সময় জার্মানরা এগিয়ে গিয়েছিল এবং তা বজায় ছিল ৬০ মিনিট পর্যন্ত। কিন্তু গোল শোধ হয় ফোগটসের আত্মঘাতীতে।

অস্ট্রিয়ার অপ্রতিরোধ্য ক্রাংকল দ্বিতীয়ার্ধে দুটি গোল দ্বারা জার্মানীকে ধ্বংস করে দেন। সারা-ও মিডফিল্ডে এমন সক্রিয় ছিলেন যে পশ্চিম জার্মানরা বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন। জার্মানীর সব পরিশ্রম, সব সৃষ্টি নির্মূল হয়ে গেল। প্রোহাসকা ও ক্রুজ নিজ নিজ এলাকায় সম্রাটের মতো বিরাজ করেছেন। জার্মান ডিফেন্স চেষ্টা করল ক্রাংকলকে আটকাতে, কিন্তু বারে বারে ব্যর্থ হন।

জার্মান অধিনায়ক ফোগটস এই প্রতিযোগিতার পর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নেন। আর তাই সম্ভবত আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন ফুটবল বিশ্বে ছাপ রেখে দিতে। এদিন তা করলেনও। শাচনার-এর হেড মেয়ারকে অতিক্রম করল, কিন্তু সেটি রুখলেন তিনি। বাঁ-পায়ী ভলিতে ৬৬ মিনিট পরে ক্রাংকল প্রথম গোলটি দেন। কিন্তু অস্ট্রিয়ার অনুমতিতে পশ্চিম জার্মানী পরবর্তী গোলটি দিল। বনহফের ফ্রি কিকে তিনি হেড দেন। হান্স মুলার ও ফিশারের আক্রমণ জার্মানীকে শক্তি যোগালেও মনে হল উভয় পক্ষই ড্র চায়, ক্রাংকল সমাপ্তির তিন মিনিট আগে সুযোগ পেয়ে উঁচু শট মারেন। গোল হলেও হত অর্থহীন। তবে অস্ট্রিয়া আরও খুশি মনে ফিরতে পারত আর্জেন্টিনা থেকে। ক্রাংকল—স্ট্রাইকার রূপে আরও খ্যাতি পেতেন।

**অস্ট্রিয়া**

কন্সিলিয়া, সারা, পেজ্জি, ওবারমেয়ার, স্ট্রাসের, প্রোহাসকা, হিকার্সবার্জার, জারা, শাচনার ( ওবারচার ৭১ মিঃ ), ক্রাংকল (২), ক্রুজ।

**পশ্চিম জার্মানী**

মেয়ার, ফোগটস ( আত্মঘাতী ), রাসম্যান, কালৎজ, ডিয়েজ, বনহফ, বিয়ার ( এইচ মুলার ৪৫ মিঃ ), হলজেনবাইন (১), আব্রামকজিক, ডি মুলার ( ফিশার ৬০ মিঃ ), রুমেনিগে (১)।

রেফারি ঃ আব্রহাম ক্লিন ( ইজরায়েল )

**হল্যান্ড-২ ঃ ইতালি-১।** পর পর দুবার হল্যান্ড বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনালে উঠল। হল্যান্ডের বোধ হয় এটাই প্রাপ্য ছিল। অথচ ২১ জুন বুয়েনস এয়ারেসে প্রথমার্ধে তারা ১-০ পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে যেমন কঠিন সংগ্রাম করেছে, তেমনি নৃশংস হয়েছে ট্যাকলিং-এ গিয়ে। বিশ্ব কাপের মতো প্রতিযোগিতায় এসব স্বাভাবিকই! তবে স্প্যানিশ রেফারি অ্যাঞ্জেল মার্টিনেজ শক্ত হাতে খেলা ধরে রাখতে পারলে ইতালির ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোট দ্বিতীয়ার্ধে ওলন্দাজ ট্যাকটিক্সের সমালোচনায় মুখর হয়ে আর্জেন্টিনা ত্যাগ করার সুযোগ পেতেন না।

কিন্তু ইতালির পরাজয়ের জন্য তারাই দায়ী। প্রথমার্ধে তারা যত সুযোগ

পেয়েছিল, তা কাজে না লাগিয়ে আরাম উপভোগ করছিল, আর তখনই ওলন্দাজ বাহিনী আক্রমণ আরম্ভ করে। এ সত্ত্বেও ইতালি প্রথমার্ধে ১-০ এগোয়। এই অগ্রগতি তাদের আত্মসুখ এনে দিল এবং আরও বেশি মাত্রায় রক্ষণাত্মক হয়ে উঠল। এর দ্বারা বেয়ারজোটের মর্যাদা বাড়ল।

যখন ১-০ এগিয়ে, উচিত ছিল আক্রমণে যাওয়া। ১০ মিনিটের সময় রসির কাছ থেকে বল পেয়ে কারাবিনি গোলে তাক করলে সামান্যর জন্য ফস্কে যায়। এর-পর কসিও-র চমৎকার থ্রু রোসি ও বেত্তেগার কাছে না পেঁছে চলে যায় আবার বারের ওপর দিয়ে। ওলন্দাজ রক্ষণ-ভাগ তখন অবিন্যস্ত। একাকী শ্রিজভার্স সব রক্ষা করছেন। একবার তো তিনি রসির পা থেকে বল কেড়ে নিলেন ছুটে এসে। এই সময় মনে হচ্ছিল ইতালি আজ অদম্য। তারাই ফাইনাল খেলবে গ্রুপ-এ থেকে। কারণ তাদের দ্রুত ও নিখুঁত পাস এবং আক্রমণ ঐ ধরণেরই ছিল। বেত্তেগা, বেনেত্তি, জ্যাকারেলি চমৎকার খেলছেন তখন। ১৯ মিনিটে তাঁরা গোল পেলেন। বল দেওয়া নেওয়া করতে করতে ওরা পেঁছে যান ওলন্দাজ গোল মুখে। বল বেত্তেগার আয়ত্তে। সামনে গোলরক্ষক শ্রিজভার্স। বেত্তেগা কী করবেন বুঝতে পারছেন না। কাছেই ছিলেন ব্রানডটস। তিনি পিছন থেকে ছুটে এসে ট্যাকল করলেন। ফল হল উল্টো, বল প্রবেশ করল গোলে। শ্রিজভার্সের হাঁটুতে প্রচণ্ড আঘাত লাগল, তিনিও পড়লেন বেত্তেগার পায়ের ওপর। ওলন্দাজ গোলরক্ষক এমন আঘাত পেলেন যে, তাঁকে স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে নিতে হল। ইতালির তখন সে কি আনন্দ। ১-০ এগিয়ে এবং শ্রিজভার্স বাইরে। ওর বদলে নামান হল জংব্লয়েডকে।

জংব্লয়েড নেমেই পর পর দুটি ভলি ঠেকালেন রসি ও বেনেত্তির। হল্যাণ্ডের এই 'ঠান্ডা' গোলরক্ষকের ভূমিকায় ইতালি বিস্মিত। আর এজন্যই কি তারা রাফ ফুটবল শুরু করল? হ্যান লাথি মারলেন জ্যাকেরেলির তলপেটে। রেপ দুর্ব্যবহার করেন বেনেত্তিকে, আর বেনেত্তি ফাউল করলেন রেনসেনব্রিঙ্ককে। এদের একজনকে বের করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রেফারি মার্টিনেজ সতর্ক করলেন রেপকে, আর নাম টুকে নিলেন বেনেত্তির। প্রতিযোগিতায় বেনেত্তির নাম এই নিয়ে দ্বিতীয়-বার নথিভুক্ত হল। ইতালি ইতোমধ্যে বুঝেছে তারা ফাইনালে গেলেও খেলতে হবে সবচেয়ে কার্যকরী এই মিডফিল্ডার বেনেত্তি ছাড়াই।

এরপর বিরতির সময় গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত হল। ম্যানেজার হ্যাপেল এতক্ষণ রসিক প্রহরার দায়িত্ব দিয়েছিলেন নিসকেন্সকে। ভুল শুধুরে ঐ দায়িত্ব দেন আরও সমর্থ জানসেনকে।

এঞ্জো বেয়ারজোট ধরে নিয়েছিলেন ইতালি ফাইনালে যাচ্ছেই। আর কসিওর বদলে নামান ক্লাডিও সালাকে। বেয়ারজোটের এই ভুলটি ১৯৭০-এ স্যর আলফ রামসের সঙ্গে তুলনীয়। সেবার কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ড যখন পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে, ইংল্যাণ্ড ম্যানেজার ববি চার্লটনকে বসিয়ে দেন। বুয়েনস

এয়ারেসে কসিও বিহীন ইতালির খেলা গতিহীন হয়ে গেল, ওদিকে হল্যাণ্ডের গতি বেড়েছে। নিসকেন্সকে প্রয়োগ করে তারা আক্রমণ প্রবল করেছে।

দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিট পরে নিসকেন্সের হেড করা বল জফ বারের ওপর দিয়ে ক্লিয়ার করেন। এর দুই মিনিট পরে হল্যাণ্ড আবার আক্রমণ হানে। প্রথমার্ধে তরুণ ডিফেন্ডার ব্রানডটস আত্মঘাতী গোলে ইতালিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন, এবার ইতালির পেনাল্টি সীমানার মধ্যে যখন বলের জটলা চলছে, ব্রানডটস হঠাৎ বল নিয়ে গোলে লক্ষ্য করলেন এবং জফ পরাস্ত হলেন। এই মুহূর্ত থেকে জয়ের গোল পর্যন্ত হল্যাণ্ড একাধিপত্য বিস্তার করে চলল। হ্যানকে সতর্ক করা হল রসিকে ট্রিপ করায়। ভাগ্যবান রেপ। তিনি কুক্কুরেড্ডুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও মাঠের বাইরে পাঠানো হল না। রেপ এর আগে বেনেত্তির ওপরও একই রকম ফাউল করেছিলেন। এদিকে কাবরিনির নাম টুকে রাখা হল হ্যানকে ফাউল করায়। বেনেত্তির কনুইয়ের আঘাতে নিসকেন্স আহত হলেন। রেফারির নোট বুকে দীর্ঘ তালিকায় তার্দেলির নামও যুক্ত হল।

এরই মাঝে হ্যানের গোল দর্শকদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন তোলে। ৩৫ গজ দূরে একটি ফ্রি কিক পায় হল্যাণ্ড। মিডফিল্ডার হ্যান দু গজ হেঁটে দাঁড়িয়ে জোরালো শট নিলেন। গোলরক্ষক জফ ভেবেছিলেন শটটি আস্তেই আসছে—এবং ধরেই ছুঁড়ে দেবেন। বল হাতে পড়ল, কিন্তু এত জোরালো যে ধরে রাখতে পারলেন না। বাঁদিক দিয়ে গোলে প্রবেশ করল। দু'মিনিট পরে বেনেত্তির বদলে নামান হয় গ্রাজিয়ানিকে। তবে এতে কোন লাভ হল না। পরের ঘটনা মুহুর্মুহু ওলন্দাজ বাহিনীর আক্রমণ রেনসেনব্রিঙ্কের নেতৃত্বে।

**হল্যান্ড**

শ্রিজভার্স (জংব্লয়েড় ২১ মিঃ), ব্রানডটস (আত্মঘাতী ও ১), ক্রল, নিসকেন্স, পুওর্টভ্লায়েট, জানসেন, হ্যান (১), ডব্লিউ ভ্যান ডের কারখফ, রেপ, রেনসেনব্রিঙ্ক, আর ভ্যান ডের কারখফ।

**ইতালি**

জফ, কুক্কুরেড্ডু, জেন্টিল, স্কিরিয়া, কাবরিনি, তার্দেলি, বেনেত্তি (গ্রাজিয়ানি ৭৭ মিঃ), জ্যাকারেলি, কসিও (সিসালা ৪৬ মিঃ), রসি, বেত্তেগা।

রেফারি : অ্যাঞ্জেল মার্টিনেজ (স্পেন)

**ফল**

| | | |
|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী—০ | : | ইতালি—০ |
| অস্ট্রিয়া—১ | : | হল্যান্ড—৫ |
| (ওরেরমেয়ার) | | (ব্রানডটস, ডব্লিউ কারখফ, রেপ (২), রেনসেনব্রিঙ্ক) |

| | | |
|---|---|---|
| হল্যান্ড—২ ( হ্যান, কারথফ ) | ঃ | পশ্চিম জার্মানী—২ ( আব্রামাকশ্চিক, ডি মুলার ) |
| ইতালি—১ ( রসি ) | ঃ | অস্ট্রিয়া—০ |
| অস্ট্রিয়া—৩ ( ফোগটস-আত্মঘাতী, ক্রাংকল ২ ) | ঃ | পশ্চিম জার্মানী—২ ( রুমেনিগে, হলজেনবাইন ) |
| হল্যান্ড—২ ( ব্রানডটস, হ্যান ) | ঃ | ইতালি—১ ( ব্রানডটস-আত্মঘাতী ) |

**লিগ টেবল**

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হল্যান্ড | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৯ | ৪ | ৫ |
| ইতালি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৩ |
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ০ | ২ | ১ | ৪ | ৫ | ২ |
| অস্ট্রিয়া | ৩ | ১ | ০ | ২ | ৪ | ৮ | ২ |

## গ্রুপ—বি

**পোল্যান্ড, পেরু, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল**

প্রথম রাউন্ডে পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে পোল্যান্ড উঠল দ্বিতীয় রাউন্ডে। কিন্তু এখানে তার বিরুদ্ধে বাকি তিনটি দলই লাতিন বা দক্ষিণ আমেরিকার। এদের অন্যতম উদ্যোক্তা বা আয়োজক দেশ আর্জেন্টিনা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে প্রবল। আর পোল্যান্ড যদি এই গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হয়, তবে ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ ফাইনাল হবে দুই ইউরোপীয় দেশ—যদিও বিশেষজ্ঞদের মতে সে আশা খুবই কম। তাছাড়া পোলিশরা প্রথম রাউন্ডে তো তেমন আশাপ্রদ খেলেননি। উপরন্তু পোল্যান্ড কখনও তার এই তিন প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে তেমন অবহিত নয়। সবচেয়ে বড় সুযোগ আর্জেন্টিনার ওরা যেখানেই খেলুক দর্শক-সমর্থকদের অকুণ্ঠ সমর্থন পাবে। ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল রিভারপ্লেট স্টেডিয়াম থেকে খেলা সরানোর ফলে আর্জেন্টিনার প্রতি সমর্থন কমবে। কিন্তু রোসারিও স্টেডিয়াম আর্জেন্টিনা-বিরোধী দলের পক্ষে আরও মারাত্মক। রিভারপ্লেটে আসন ৭৮,০০০, আর রোসারিওয় ৪০,০০০। কিন্তু রোসারিওয় মাঠের ধার পর্যন্ত দর্শকরা বসেন। ফলে তাদের চিৎকার খেলোয়াড়দের কানে নয়, গায়ে গিয়ে ধাক্কা দেয়।

আর্জেন্টিনায়ও সমস্যা রয়েছে। মানসিক দিক থেকে তারা দুর্বল। শেষ ম্যাচে তারা হেরেছে ইতালির কাছে। আর তখন আঘাত পেয়ে লুকে বাকি সময়ে

খেলতে পারেননি। লুকে যদি না নামতে পারেন তবে কেম্পেসের ভূমিকা বা খেলা ঢিমে হবে। কিন্তু লুকের কনুইয়ের আঘাত যেমন গুরুতর হয়েছিল, তাতে তার পক্ষে গ্রুপ বি'র প্রথম খেলায় পোল্যান্ডের বিপক্ষে নামা সম্ভব হবে না। লুকে মানসিক দিক থেকেও আহত, ইতালির বিরুদ্ধে খেলার দিন তার ভাই পথ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়ায়।

পোল্যান্ডের সুবিধা কিছুটা প্রথম রাউণ্ডে পেরু ও ব্রাজিলের খেলা তেমন নজর না কাড়ায়। তারা তেমন খেলেওনি। অবশ্য পেরুর আক্রমণ ক্ষুরধার। আবার পোল্যাণ্ডের ডিফেন্সও শক্ত। আর ব্রাজিল? তাদের রক্ষণ ও আক্রমণ দুই-ই শক্তিশালী। তবে তাদের দলে যা অন্তর্কলহ, তা দ্বিতীয় রাউণ্ডে কতটা সহায়ক হবে কে জানে!

ব্রাজিল গ্রুপ-বিতে আসে প্রতিবাদ সাপেক্ষে। প্রথম রাউণ্ডে গ্রুপ-৩-এ তারা সমান পয়েণ্ট পেয়েছিল অস্ট্রিয়ার সঙ্গে (৪)। গোলের গড়ও ছিল সমান। ফিফার নিয়ম আছে এই ধরণের টাই হলে লটারি করে স্থির হবে—কে কোন গ্রুপে খেলবে পরবর্তী রাউণ্ডে। অর্থাৎ লটারিই বলবে—কে চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু নিয়ম বদলে স্থির হল যারা বেশি গোল দিয়েছেন, তাঁরাই গ্রুপে বিজয়ী হবে। আর তদনুযায়ী অস্ট্রিয়াকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন করা হল এবং তৃতীয় রাউণ্ডে গ্রুপ-এতে স্থান হল। আর ব্রাজিলকে পাঠান হল দ্বিতীয় রাউণ্ডের গ্রুপ-বিতে। ব্রাজিলকে মুখোমুখি হতে হবে তাদের পুরাতন এবং শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেণ্টিনার।

**ব্রাজিল-৩ : পেরু-০।** দলে জিকো নেই, রিনাল্ডো নেই, নেই এডিনহো ও রিভেলিনো; ব্রাজিল তবুও গ্রুপ-বির দ্বিতীয় রাউণ্ডে মেনডোজায় পেরুর বিরুদ্ধে দর্শনীয় ও সাড়া জাগানো ফুটবল খেলল। 'নতুন' খেলোয়াড়দের সমন্বয় পেরুর অনিশ্চিত ডিফেন্সকে ভেঙে ফেলল। পেরুর গোলরক্ষক কুইরোগা সম্পর্কে সকলের আস্থা, প্রথম রাউণ্ডে তার সম্পর্কে বলা হত—পেরুর গোল নিয়ে কোন চিন্তা নেই। কিন্তু ১৪ জুন ব্রাজিল যেভাবে আক্রমণ শুরু করে সূচনাতেই, তাতে তার পক্ষে গোলের পবিত্রতা রক্ষা সম্ভব ছিল না। প্রথম আধ ঘণ্টায় ৩০ গজ দূর থেকে ডিরকু তাকে পরাস্ত করেন। এর পর পেরু তার সব রকম আক্রমণ শানিয়েও এই দুটি আঘাতের ক্ষত সারাতে পারেনি।

পেরুকে প্রচণ্ড লড়াইয়ে পড়তে হয় ১১ মিনিটে, যখন লেফট ব্যাক ডিয়াজ আহত হয়ে বাইরে গেলেন। তার বদলে এলেন রিজার্ভে থাকা নাভারো। কুইরোগা ঠেকাতে লাগলেন রবার্টোর গোলা। কিন্তু ১৫ মিনিট পরে ডিরকুর সোয়ার্ভিং ফ্রি-কিক ধরার শক্তি তার ছিল না। এই শট তাকে বড় রকমের ধাক্কা দিল। আর তাই ২৭ মিনিটে যখন আবার ডিরকুর শট এল, দেরীতে ঝাঁপালেন, এব্যর বল চলে গেল দেহ মাটিতে ফেলার আগে নিচ দিয়ে।

ব্রাজিল গোলরক্ষক লিয়াও বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, এমন নয়। পেরুর শক্তিমান উইঙ্গাররা ব্রাজিলের রক্ষণভাগ ভেদ করেন এবং লিয়াওকে দক্ষতা দেখাতে হয় মুনানটে ও কুইটু-র শট আটকাতে। দ্বিতীয়ার্ধেও লিয়াওকে ব্যস্ত রাখেন কুইটু ও লা রোসা। ব্রাজিল আশংকায় জিলকে তুলে নেয় ও জিকোকে পাঠায়। ফলে ব্রাজিল পেল শক্তি এবং পেরু আর এগোতে পারল না। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি পেল ব্রাজিল রবার্টোকে মারাত্মক ফাউল করায়। পেরুর সব আশা নির্মূল হল।

**ব্রাজিল**

লিয়াও, টনিনহো, অসকার, আমারাল, রডরিগুয়েজ, নেটো, সিরেজো (চিকাও ৭৬ মিঃ), বাতিস্তা, ডিরকু (২), জিল (জিকো ৭০ মিঃ), রবার্টো; মেনডোনকা।

**পেরু**

কুইরোগা, ডুয়ার্টে, মাঞ্জো, চুম্পিতাজ, ডিয়াজ (নাভারো ১১ মিঃ), ভেলাসকুয়েজ, কুবিল্লাস, কুইটু, মুনানটে, লা রোসা, অবলিটাস (পি. রোজাস ৪৫ মিঃ)।

**রেফারি ঃ** নিকোলাই রেইনি (রোমানিয়া)

**আর্জেন্টিনা-২ ঃ পোল্যাণ্ড-০।** ১৪ জুন যাঁরা রিলে শুনলেন বা টিভিতে চোখ পেতে ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই শুনেছেন চলতি বিবরণকারীদের চিৎকার—'মারিও কে-ম-পে-স গু-উ-উ-ল!' গোলকে দীর্ঘ করে 'গু-উ-উ-ল বলা এবং কেম্পেসকে স্থায়ী করার হেতু ছিল। যাঁরা রোসারিও (বা রোজারিও) স্টেডিয়ামে হাজির ছিলেন, তাঁদের স্মৃতিতেও কেম্পেসের গোল দুটি বহুকাল রোমন্থনের বস্তু হয়ে থাকবে। তার গোল দেখে আর্জেন্টেনীয়রা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লম্বা, ময়লা রঙের এই অ্যাথলিট ফুটবলার এই খেলার পর প্রকৃতই বিশ্বের প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেন। কেম্পেস এদিন সামান্যর জন্য হ্যাটট্রিক থেকে বঞ্চিত হন।

পোল্যাণ্ড তিন গোলে হারের মুখে পড়লেও, তারা সুশৃংখল ছিল সারাক্ষণ এবং খেলেছে সুপরিকল্পিত ফুটবল। কেম্পেস না থাকলে, তিনি গোল না করলে খেলার ফল অন্যরকম হত। রোসারিওর দর্শকরাও কেম্পেসের ১৪ ও ৭১ মিনিটের গোলের মাঝে পোলিশদের খেলায় সন্তুষ্ট হয়ে আর্জেন্টিনাকে অত্যন্ত চাপের মধ্যে রাখে। পোলিশদের পেনাল্টি থেকে গোল শোধ করা উচিত ছিল। পোলরা খেলল ৪-৪-২ প্রথায় এবং এজন্য দিনা ও বনিয়েকের ওপর নির্ভর করতে হল গোলের জন্য। ২০ বছরের নওয়ালকাও চমৎকার খেললেন অ্যাটাকিং মিড-ফিল্ডাররূপে। প্রথমার্ধে এঁদের আক্রমণ এমনই জোরদার ছিল যে ফিলোলকে একটি উঁচু শট ও হেড বাঁচাতে হল। ৩৯ মিনিটে কেম্পেস তো লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে এক হাতে গোল বাঁচালেন। কিন্তু অধিনায়ক দিনা ঐ পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারলেন না। ফিলোল ঝাঁপিয়ে পড়ে পেনাল্টি বাঁচিয়ে 'জাতীয় বীর' হয়ে

গেলেন। পোল্যাণ্ডের এটিই ছিল খেলায় ফেরার শেষ সুযোগ। লাটোর শট গোলে ঢুকছে, কোন উপায় নেই ভেবে কেম্পেস বল আটকে দিলেন।

তবে কেম্পেস পোলিশ গোলে হানা দেন বার্তোনির পাস পেয়ে। বার্তোনি উঁচু সেন্টার করেছিলেন গোল মুখে। কেম্পেস দ্রুত ছুটে তোমাসজেওস্কিকে পরাস্ত করলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে বলা সম্ভব নয় কেম্পেসের কোন্ গোলটি সেরা—প্রথমটি, না দ্বিতীয়টি, মিডফিল্ডার আর্দেলিসও কি মাপের খেলোয়াড় অনেকেই জানতেন না। এমন কি আর্জেন্টেনীয়রাও তাঁকে খুব উঁচু স্থান দেননি এতদিন। নিজেদের রক্ষণ এলাকা থেকে বল নিয়ে তিনি সকলকে একাকী অতিক্রম করে পেঁছন পোলিশ গোল মুখে। কেম্পেসকে বল বাড়াতেই তিনি আর ভুল করেননি। বাঁ পায়ের জোরালো নিচু শটে তোমাসজেওস্কি আবার পরাহত।

কেম্পেসের দেহে যেন সিংহ শক্তি। ওদিকে গরগন-হীন পোলিশ রক্ষণ দুর্বল। কেম্পেসের গোলের পর ওদের আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ মুহূর্তে কেম্পেস আবার বল পাঠান গোলে, কিন্তু সেটি সামান্যর জন্য পোস্টের গা ঘেঁসে বেরিয়ে যায়। কেম্পেসের কৃতিত্বের শেষ এখানেই নয়। বার্তোনি ও হাউসম্যানকেও তিনি গোলের সুযোগ এনে দেন। লুকে-হীন কেম্পেস যে এমন ভাবে জ্বলে উঠবেন কেউ ভাবেননি। তিনি আর্জেণ্টিনার সেণ্ট্রাল স্ট্রাইকার প্রমাণিত হলেন। তিনি নিজের মনোবলই কেবল ফিরে পেলেন বা বাড়ালেন তা নয়, আর্জেন্টিনা দলের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিলেন, তাঁদের মনোবল তখন বিশ্ব কাপ জয়ের উচ্চতায় পেঁছেছে।

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল, অলগুইন, এল গালভান, পাসারেলা, তারানতিনি, আর্দিলেস, গ্যালেগো, ভ্যালেন্সিয়া (ভিলা ৪৫ মিঃ), হাউসম্যান (অরটিজ ৮৩ মিঃ), কেম্পেস (২), বার্তোনি।

**পোল্যান্ড**

তোমাসজেওস্কি, জিমনওস্কি জমুদা, কাসপার্জাক, মাকুলেউইকজ, মাজটেলর (মাজুর ৬৬ মিঃ), দিনা, বনিয়েক, নওলকা, লাটো, জারমাক।

রেফারি ঃ উলফ এরিকসন

পোল্যান্ড-১ ঃ পেরু-০। ১৮ জুন এই শৈল শহরে পোল্যান্ডের গোল সংখ্যা যদি দুই অঙ্কে পেঁছয়, অন্ততঃ ১০টি হত, পেরুর কিছু বলার থাকত না। প্রথম রাউণ্ডে পশ্চিম জার্মানী যেভাবে মেক্সিকানদের গোলে গোলে জর্জরিত করেছিল এক তরফা খেলায়, দ্বিতীয় রাউণ্ডের এই খেলায় তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল, যদিও পোল্যান্ড জিতল ন্যূনতম গোলে। খেলাটিকে পোলিশ আক্রমণের মিছিল বললে বেশি বলা হবে না। দক্ষিণ আমেরিকানরা ঋণী হয়ে রইলেন

গোলরক্ষক কুইরোগার কাছে। এমন গোলরক্ষক কমই চোখে পড়ে। এই একটি খেলায় নওলকা অসাধারণ খেললেন। আর দিনা ও বনিয়েক পেরুর রক্ষণে সমস্যার পর সমস্যা সৃষ্টি করলেন। গরগনকে নামানোয় পোলিশ রক্ষণভাগ শক্ত হল। মিডল ও উইঙ্গার দ্বারা পেরু আক্রমণ করলেও তা কার্যকর হয়নি।

পোল্যাণ্ড নেমেই দুই ধরনের আঘাতে পেরুকে জর্জরিত করেছে। এক—জোরালো শট। দুই—হেড দ্বারা গোলে আক্রমণ। কুইরোগা অন্ততঃ সাতটি দুর্দান্ত বল ঠেকিয়েছেন। একবার তো জারমাকের ক্রশ পাসে দিনা হেড দেন। এটি পোস্টে লেগে ফিরে আসতেই ল্যাটো রিবাউণ্ডে হেড দিলেন। বলটি পড়ে পেরুর গোলরক্ষকের হাতে। রিবাউন্ড হওয়ার এটি দ্বিতীয় ঘটনা। প্রথমটি প্রথমার্ধে নওলকার শট বারে লেগে ওপর দিয়ে চলে যায়। দিনা দুটি ও লাটো আরও একটি সুনিশ্চিত গোল থেকে বঞ্চিত হলেন। মুনানটে ও অবলিটার্স চেষ্টা করেন পোলিশ রক্ষণ ভেদের, কিন্তু পারেননি। অবলিটাসের শুটিং পোল্যাণ্ডের দু নম্বর গোলরক্ষক কুকলাকে চিন্তিত করেনি। এঁদের প্রথম গোলরক্ষক তোমাসজেওস্কি খেলেননি আহত থাকায়।

এক তরফা খেললেও পোল্যাণ্ডকে গোল পেতে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। ৬৫ মিনিটের সময় গোলটি এলে প্রতিটি দর্শক এটি উপভোগ করেছেন। পেরুর ডিফেণ্ডার নাভারো যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলটি পাঠালেন টাচ লাইনে লাটোর কাছে। তাঁর সেণ্টারে মাথা ছোঁয়ান অরক্ষিত জারমাক।

সমাপ্তির দুই মিনিট আগে অভিজ্ঞ 'এল লোকে' (কুইরোগার ডাকনাম) অদ্ভুত কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ তিনি ছুটে এলেন পোল্যাণ্ডের দিকে এবং রাগবির মতো ট্যাকল করলেন লাটোকে। দর্শকরা পেরুর মাথা-গরম গোলরক্ষকের কাছে মজা পেলেও রেফারি খুশি হলেন না। মানজো, গরগন, বনিয়েককে এদিন যে কারণে নোটবুকে টুকে নেন, সেই ভাবে কুইরোগার নামও উঠল।

**পোল্যান্ড**

কুকলা, জিমোনওস্কি, গরগন, জামুদা, মাকুলেউইকজ, মাজটেলর (কাসপারজাক ৪৫ মিঃ), দিনা, বনিয়েক (লুবলাস্কি ৮৬ মিঃ), নওলকা, নাটো, জারমাক (১)।

**পেরু**

কুইরোগা, ডুয়ারটে, মালজো, চুম্পিতাজ, নাভারো, কুইসাদা, কুবিল্লাস, কুয়েটু, মুনানটে, (পি রজাস ৪৫ মিঃ), লা রোসা (সটিল ৭৪ মিঃ), অবলিটাস।

রেফারী ঃ প্যাট প্যারট্রিজ (ইংল্যাণ্ড)

**আর্জেন্টিনা-০ ঃ ব্রাজিল-০।** ১৮ জুন রোসারিওয় দুই দক্ষিণ আমেরিকান দলের সংঘর্ষ কেমন হয়েছিল, তার নজির নেই। ফুটবল মাঠের বাইরে আর কোন ঘটনার

সঙ্গে একে তুলনা করা যায়, জানা নেই। আর্জেণ্টিনা মুখ দর্শন করে না ব্রাজিলের, অনুরূপ ভাবে ব্রাজিলও আর্জেণ্টিনার। এমনি ব্যাপার, প্রথম দশ মিনিটে ১৭টি ফাউল ! কোন গ্রাম্য ফুটবলেও হয় না। কিন্তু ১৯৭৮ বিশ্ব কাপ এক্ষেত্রে বোধহয় সর্বকালীন রেকর্ড করল। আরও বড় কথা খেলাটি ছিল গোলশূন্য। ব্রাজিলের তিনজন চিকাও, এডিনহো ও জিকো এবং আর্জেণ্টিনার ভিলা সতর্কিত হলেন হাঙ্গেরির রেফারি কারোলি পালোতাই কর্তৃক। উল্লেখ্য এই ভিলা দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বল ছাড়াই এক ব্রাজিলীয়র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু রেফারির দৃষ্টি এড়িয়ে গেল সে ঘটনা। লাতিন আমেরিকানরা নাকি গোল-পাগল, এ খেলা হল তার বিপরীত চরিত্রের।

ব্রাজিলের মাঠে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বেশি গোলের রেকর্ড রয়েছে আর্জেণ্টিনার। কিন্তু আর্জেন্টিনার মাঠে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে আর্জেণ্টিনা ১৮ বছর যাবৎ একটিও গোল করতে পারেনি ( এ দিনের খেলা নিয়ে )।

গণ্ডগোল চরমে পেঁছিয় যখন কয়েকজন ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক রটিয়ে দেন মারিও কেম্পেস তো খেলতে পারবেন না। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর দুটি গোল বাতিল হয়েছে। কারণ তিনি উত্তেজক ওষুধ খেয়েছিলেন এবং ডোপ টেস্টে তা ধরাও পড়েছে।

ওদিকে ম্যাচের আগে ব্রাজিলীয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার মন্তব্য করেছেন ঃ ব্রাজিল ম্যানেজার কুটিনহোর সমস্যা হবে যদি নিজের অসংখ্য ত্রুটি ঢাকতে আর একজন কোচের সাহায্য না নেন।

খেলা আরম্ভ হতেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত করে আর্জেণ্টিনাই। লুকে এই ম্যাচে ফিরে আসেন বেশ সুস্থ হয়েই। তিনিই বুটের কাঁটা দিয়ে মাড়ালেন ব্রাজিলের একজনকে। তার ওপর ঝাঁপালেন বার্তোনি, কেম্পেস ও আর্দিলেস। আশ্চর্য, ব্রাজিল কোনরকম প্রতিবাদ বা প্রত্যুত্তর না দিয়েই খেলা চালিয়ে গেল। লিয়াও দুবার কেম্পেসের আক্রমণ রুখলেন। ফিলোল ঠেকালেন একবার গিলের প্রয়াস ও দুবার মেলডোনকাকে। এরপর রডরিগুয়েজ নেটো ব্রাজিলের একজনকে ফাউল করেন ও আহত হয়ে বাইরে যান। এডিনহো এসে আর্জেণ্টিনার ওরটিজকে চোখে চোখে রাখেন। ওরটিজ একবার বার্তোনির কাছ থেকে চমৎকার বল পান, কিন্তু তিনি সেটি কাজে লাগাতে পারেননি। খেলা বা সুযোগ বলতে এটাই ছিল শেষ। এর পরের ৫৩ মিনিট হয়েছে সংঘর্ষ, আহত হওয়া, সতর্কীকরণ এবং বদলী নামানো। আর্ডিলেসকে বাইরে নেওয়া হয় বিরতির ঠিক আগে গোড়ালিতে আঘাত পাওয়ায়। ওর বদলে বিরতির পরে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে নামেন ভিলা। আলোনসোকে নামানো হয় ওরটিজের বদলে এবং মেনডোনকার বদলী আসেন জিকো। কিন্তু খেলার কোন উন্নতি হল না। কেবল ৭২ মিনিটে রবার্টো একটি সুন্দর সুযোগ হারান। নিষ্ফল হল জিকো ও বাতিস্তার শ্রম।

খেলা শেষে ব্রাজিলের কিছু আত্মসন্তুষ্টি ছিল। তারা কেম্পেসকে জ্বলে উঠতে

দেয়নি। এবং এই খেলায় রিভেলিনোকে খেলতে হয়নি। বদলীর আসনে তাকে বসিয়ে রেখে বিশ্রাম দেওয়া হল।

| আর্জেন্টিনা | ব্রাজিল |
| --- | --- |
| ফিলোল, অলুগুইন, এল গালভান, পাসারেলা, তারানতিনি, আর্দিলেস (ভিলা ৪৫ মিঃ), গালেগো, কেম্পেস, বার্তোনি, লুকে, অরটিজ (অলোনসো ৬০ মিঃ)। | লিয়াও, টনিনহো, অসকার, অমারাল, রডরিগুয়েজ নেটো (এডিনহো ৩৪ মিঃ), চিকাও, বাতিস্তা, ডিরকু গিল, রবার্টো, মেনডোনকা (জিকো ৬৭ মিঃ)। |

রেফারি ঃ কারোলি পালোতাই (হাঙ্গেরি)

ব্রাজিল-৩ ঃ পোল্যান্ড-১। ২১ জুন গ্রুপ-বির এই খেলা শুরু হল নানা গুরুত্ব নিয়ে। ফাইনালে পেঁছিতে ব্রাজিলকে শুধু জিতলেই চলবে না, চাই অনেক গোল। কেননা একই দিনে আর্জেন্টিনা খেলবে পেরুর বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনা জিতলে পয়েণ্ট হবে ব্রাজিলের সমান। এক্ষেত্রে গোলের হিসাবেই হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাই মেনডোজায় পোল্যাণ্ডকে নিয়ে ব্রাজিলের কম চিন্তা নয়। পোল্যাণ্ডকে সহজে হারানোও সম্ভব ছিল না। ব্রাজিলকে দীর্ঘপথ পেরিয়ে রোসারিও থেকে মেনডোজায় আসতে হল। আর আর্জেন্টিনা দল রয়েছে রোসারিওয়। পেল বিশ্রাম। আসলে উদ্যোক্তা দেশের সর্বদাই নানা সুযোগ থাকে।

একই দিনে ব্রাজিলের ৪৫ মিনিট খেলার পরে পেরু ঃ আর্জেন্টিনা ম্যাচ। ব্রাজিল এ নিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। আগাম বলে ফিফাকে দুটি ম্যাচ একসঙ্গে আরম্ভ না করলে কারচুপি হবেই। কিন্তু আর্জেন্টিনার আব্দার রোসারিওয় ম্যাচ দেরিতে না করলে খেলা হবে জনশূন্য স্টেডিয়ামে, অফিস কাছারি ছুটি হলে, তবেই তো দর্শকরা আসবেন। টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও ঐ অজুহাত দিলেন। সবই কিন্তু উদ্যোক্তা দেশকে খুশি করতে।

ব্রাজিল ম্যানেজার ক্লডিও কুটিনহো শুরুতে প্রতিবাদ করেন গোটা ব্যাপার নিয়ে। তিনি যথার্থই বলেছিলেন, আর্জেন্টিনাকে সুযোগ দেওয়া উচিত নয়—পেরুর বিরুদ্ধে তাদের কী করতে হবে, বা কত গোল দিতে হবে। দেরিতে খেলা দিলে আর্জেন্টিনা ঐ সুযোগ পাবে। প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায় কুটিনহো সিদ্ধান্ত নেন ঃ আচ্ছা ঠিক আছে, পোল্যাণ্ডর বিরুদ্ধে অনেক গোল করব, দেখি আর্জেন্টিনা কী করে। তিনি খেলোয়াড়দের সেইভাবে উপদেশ দিলেন, উৎসাহিত করলেন। পোল্যাণ্ডের উজ্জীবিত ফুটবলের বিরুদ্ধে ব্রাজিল চমৎকার খেলল এবং দুই গোলের (৩-১) ব্যবধানে জিতল। অর্থাৎ কুটিনহো জানিয়ে দিলেন আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে যেতে হলে জিততে হবে চার গোলের ব্যবধানে।

পোল্যাণ্ড ফাইনালে হল্যাণ্ডের মুখোমুখি হতে পারবে না এমন আশা ত্যাগ

করেনি। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে এই খেলায় জয় এবং সন্ধ্যায় আর্জেণ্টিনা হারতেও পারে পেরুর কাছে এমন চিন্তাও ছিল পোলিশদের। খেলার শুরু থেকে তারা একটুও দুর্বলতা দেখায়নি। কিন্তু প্রতিযোগিতার সূচনা থেকেই তাদের প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে এগোতে হয়েছে, এদিনও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

বিরতির এক মিনিট আগে ব্রাজিলের পেনাল্টি সীমানার ভিতরে এক জটলা থেকে লাটো বল ছিনিয়ে ১-১ করেন। লিয়াওর অসতর্কতায় গোলটি হয়েছিল। পোল্যাণ্ড আরও সুযোগ পায়, কিন্তু সে সুযোগ দেননি। মাকুলিউইজ, দিনা, লুবানস্কি—সকলের প্রয়াস তিনি ব্যর্থ করে দেন।

এদিন খেলা শুরু হয় ব্রাজিলের আক্রমণে। তিন মিনিট পরেই জিকোকে বাইরে যেতে হয় কাসপারজাককে ট্যাকল করতে গিয়ে। মেনডোনকা এসে ব্রাজিলকে শক্তি যোগান এবং দ্বিতীয়ার্ধের দুটি গোলে তারই অবদান সর্বাধিক। এদের তিনটি গোলের প্রথমটি আসে ১৩ মিনিটে। নিলিনহোর সোয়ার্ভিং কিক পোলিশ গোলরক্ষক বুঝতে পারেননি। কিন্তু ধরতে পারলেও শটটি এতই জোরালো ছিল যে বলসহ কুকলাও জালে জড়িয়ে যেতেন। ব্রাজিলের আসল শক্তির পরিচয় মিলল ৫৮ থেকে ৬৩ মিনিটের মধ্যে। দুটি গোলই দেন রিবাউণ্ড থেকে। প্রথমটি আসে মেনডোনকার শটে ও পরেরটি গিলের। এর আগে মেনডোনকার একটি শট পোস্টে ধাক্কা দেয় এবং গিলের শট লাগে বারে। ডিরকুও ড্রিবল করে একবার গোলমুখে পেঁছিন। ব্রাজিলের অল্পক্ষণের ঝড় পোলিশ আশা ব্যর্থ করে দেয়। ব্রাজিল জিতলেও উৎকণ্ঠায় রইল রোসারিওর খবরের জন্য।

| ব্রাজিল | পোল্যাণ্ড |
|---|---|
| লিয়াও, টনিনহো, অসকার, অমারাল, নেলিনহো (১), সিরেজো ( রিভেলিনো ৭৭ মিঃ ), বাতিস্তা, ডিরকু, গিল, রবার্টো (২), জিকো ( মেনডোনকা ৭ মিঃ )। | কুকলা, জিমানোওস্কি, গরগন, জামুদা, মাকুলেউইকজ, কাসপার্জাক, দিনা, বনিয়েক, নওলকা, লাটো (১), জারমাক। |

রেফারি ঃ যুয়ান সিলভাগলো ( চিলি )।

আর্জেন্টিনা- ৬ ঃ পেরু-০। ২১ জুন রোসারিওয় এই খেলা গ্যালারিতে বসে দেখে, টিভি লক্ষ্য করে, রেডিও শুনে যাঁরা বলেছেন 'খেলার ফল আগেই ঠিক হয়েছিল', 'খেলাটি গট আপ', 'আর্জেণ্টিনাকে ফাইনালে তুলতে এসব করা হয়েছে' —তাঁদের বক্তব্যের অনুকূলে অনেক যুক্তি ছিল। বরং ছিল না তেমন কিছু বলার এসবের বিরুদ্ধে।

পেরু যত খারাপ দলই হোক এই প্রতিযোগিতায় ২১ জুনের আগে কখনও তিন গোলের বেশিতে হারেনি। একাধিক গোলে হেরেছে মাত্র একটি খেলাতে। সেটি উদ্দীপিত ব্রাজিলের বিরুদ্ধে—কেবল ৩-০।

অভিযোগকারীদের বক্তব্য আরও জোরালো হয় ম্যাচের পর যখন দেখা গেল পেরুর ম্যানেজার মার্কস ক্যালডেরন সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হতে গররাজি হলেন।

খেলার শুরুতে অন্য চিত্র ছিল। মুনানটে, ওবলিটাস আর্জেন্টিনার রক্ষণব্যূহ ভেদ করেন। মুনানটে এত ভাল খেললেন যে তাঁর শট পোস্টে লেগে না ফিরলে গোল হতই। তাঁর নিখুঁত শট এবং বুদ্ধিমত্তা সকলের দৃষ্টি কাড়ে। আরও উল্লেখ্য, এই ম্যাচে দুজন মাত্র সতর্কিত হন এবং দুজনই পেরুর—কুয়েসাদা ও ভেলাসকুয়েজ। অবশ্য পেরুর জিতে লাভও ছিল না। তা ছাড়া অকারণে কেন আর্জেন্টিনার সমর্থকদের কাছে অপ্রিয় হবেন।

২১ মিনিটে কেম্পেস ১-০ করেন লুকের কাছ থেকে সুন্দর পাস পেয়ে। আর তখনই রোসারিওর গগন বিদীর্ণ হল ৪০ হাজার দর্শকের উল্লাসে। লুকের শট এরপরই পোস্টে লাগল। ওরটিজ বল পাঠালেন বারের ওপর দিয়ে। বার্তোনিকে টেনে ধরা হল গোল মুখে, তবুও আর্জেন্টিনা বঞ্চিত হল পেনাল্টি থেকে। পাসারেলা এগিয়ে কেম্পেসের সেন্টারে হেড দিলে চলে গেল বাইরে। মাঠে যেমন উৎকণ্ঠা, তেমনি অনিশ্চিত অবস্থা। আর্জেন্টিনাকে আরও গোল পেতে হবে বিরতির আগে। কেননা ব্রাজিল বলেছে, তাদের চার গোলের ব্যবধান রাখতেই হবে। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত, বিরতির দু মিনিট বাকি। আর্জেন্টিনা কর্ণার পেল। তারানতিনি হেড দিয়ে গোল করলেন। এই খেলায় এমন দর্শনীয় গোল আর হয়নি।

পেরু চেষ্টা করছিল খেলায় ফিরতে। কিন্তু ৫১ মিনিটে কেম্পেস ৩-০ করলেন। এখন আর আর্জেন্টিনাকে রোখার সামর্থ্য যেন কারুরই নেই। এক মিনিট পরে কেম্পেস লাফালেন পোস্টেরও ওপরে এবং বল হেড দিয়ে নিচে নামিয়ে পাঠিয়ে দিলেন লুকের কাছে, তিনিই ৪-০ করলেন। চতুর্থ ও পঞ্চম গোলটি বাঁচানো কুইরোগার পক্ষে অসাধ্য ছিল না। কারণ এর পরে তিনি তারানতিনির অনেক শক্ত মার ঠেকান। অনেকে অভিযোগ করেন : 'পেরুর এই গোলরক্ষকের জন্ম আর্জেন্টিনায়। এদিন তিনি বল ছেড়ে দিয়ে জন্মভূমির প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ম্যাচে তিনিই ছিলেন গট-আপ।' বার্তোনির বদলী বাউসম্যান ৫-০ করেন ৬৮ মিনিটে অরটিজের পাস থেকে।

যাঁরা বলেন, না, এই ম্যাচ মোটেই গট-আপ নয়। তাঁদের পক্ষে যুক্তি একটু ভেবে ফরাসী রেফারি রবার্ট উরটজ আবার আর্জেন্টিনার পেনাল্টির আবেদন নাকচ করলেন কেন? সমাপ্তির ১৬ মিনিট আগে লারোসার পাস থেকে লুকে ৬-০ করলেন।

আর্জেন্টিনার শীতের প্রথম দিনে আর্জেন্টিনা এই প্রথম বিশ্ব কাপের ফাইনালে পৌঁছল। শীতের এই রাতেই প্রতিবছর 'ইভিতা' বাজানো হয়। প্রাক্তন আর্জেন্টিনীয় ডিক্টেটর যুয়ান পেরনের স্ত্রী ইভা পেরনের নামানুসারে এই বাদ্য এবার শুরু হয় লণ্ডনে। ৪৮ বছর আগে রিভারপ্লেটের অপর পারে আর একটি দেশ ফাইনালে উঠেছিল। তারা উরুগুয়ে।

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল, অলগুইন, এল গালভান, প্যাসারেলা, তারানতিনি (১), লারোসা, গালেগো, (ওভিদো ৮৫ মিঃ), কেম্পেস (২), বার্তোনি (হাউসম্যান ৬৪ মিঃ), (১), লুকে (২), ওরটিজ।

**পেরু**

কুইরোগা, ডুয়ারটে, মানজো, চুম্পিতাজ, আর রোজাস, ভেলাসকুয়েজ (গোরিতি ৫১ মিঃ), কুবিল্লাস, কুইটু, মুনানটে, কুইসাদা, অবলিটাস।

রেফারি ঃ রবার্ট উরটজ (ফ্রান্স)।

**ফল**

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাজিল—৩ (ডিরকু ২, জিকো) | ঃ | পেরু—০ |
| পোল্যান্ড—০ | ঃ | আর্জেন্টিনা—২ (কেম্পেস) |
| পোল্যান্ড—১ (জারমাক) | ঃ | পেরু—০ |
| আর্জেন্টিনা—০ | ঃ | ব্রাজিল—০ |
| ব্রাজিল—৩ (নিলিনহো, রবার্টো ২) | ঃ | পোল্যান্ড—১ (লাটো) |
| আর্জেন্টিনা—৬ (লুকে ২, কেম্পেস ২, তারানতিনি, হাউসম্যান) | ঃ | পেরু—০ |

**লিগ টেবল**

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আর্জেন্টিনা | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৮ | ০ | ৫ |
| ব্রাজিল | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৬ | ১ | ৫ |
| পোল্যান্ড | ৩ | ১ | ০ | ২ | ২ | ৫ | ২ |
| পেরু | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ১০ | ০ |

## তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলা

ব্রাজিল—২ : ইতালি—১।
( নিলিনহো, ডিরকু ) ( কসিও )

সাধারণত তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলাকে ব্যর্থদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বলাই উচিত। খেলোয়াড়রা স্মৃতিচারণ করেন ফাইনালে উঠতে না পেরে—কি হতে পারত, বা কেন হল না। তাই এটি নেহাত নিয়ম রক্ষার খেলায় পরিণত হয়। কিন্তু ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপে তা হল না। ২৪ জুন বুয়েনস এয়ারেসে ব্রাজিল : ইতালি খেলাতেও বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেল। দর্শকরা আনন্দ পেলেন। বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করলেন : এই ম্যাচের স্মৃতি বহুদিন থাকবে, এবং এজন্য ইতালিরই অবদান বেশি।

ইতালিই ১-০ এগিয়ে ছিল প্রথমার্ধে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে পিছিয়ে পড়ে, আর তারা দেশে ফিরল শূন্য হাতে, অথচ এবারের বিশ্ব কাপে তারা আক্রমণাত্মক ফুটবলের নিদর্শন রেখেছে। খেলা শেষে ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোট যখন বলেছেন, এই প্রতিযোগিতায় ইতালির একটু সৌভাগ্যের প্রয়োজন ছিল। আমি বিশ্বাস করি ইতালিই এবারের বিশ্ব কাপে সেরা ফুটবল খেলেছে ; তখন অন্য আরও অনেকে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন।

বেত্তেগার মন্দ ভাগ্য, শেষ মুহূর্তে তাঁর হেড বারের ওপর দিয়ে চলে যায়! প্রথমার্ধে ইতালি নিঃসন্দেহে ভাল খেলেছে। এবং তাদের প্রথম পছন্দ তার্দেলি, বেনেত্তি ও জ্যাকারেলি ছাড়াই। তাদের খেলার ছন্দ ছিল, ছিল শক্তি। প্রথম মিনিটে আন্তোগননির দুটি শট লিয়াওকে ব্যস্ত রেখেছিল। তখন ব্রাজিলের মিডফিল্ডে কাপার প্যাত্রিজিও সালা ও ম্যালডেরারা আক্রমণ হানছেন। ইতালি তিনটি গোলের সুযোগ করে প্রথমার্ধের শেষ সাত মিনিটে।

৩৮ মিনিটে কসিও ১-০ করেন হেড দ্বারা। রসির চুপ্‌কি অসারাল বুঝতে পারেননি, বল চলে যায় কসিওর মাথায়। এরপর ইতালি বারে বারে আক্রমণে ওঠে। কসিওর একটি শট বারে আঘাত করল, কুক্কুরেজ্জুর শট কোনক্রমে বাঁচান লিয়াও। বেলুগি হল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আঘাত পাওয়ায় কুক্কুরেজ্জু খেলেন। শুরুর কিছু পরে মেনডোনকা ফাউল করেন কুক্কুরেজ্জুকে ইতালির পেনাল্টি বক্সে। এর থেকেই বোঝা যায় ইতালি সেদিন কেমন খেলেছিল। কত শক্ত ছিল তাদের ডিফেন্স।

খেলার গতি বদল হয় ৬৪ মিনিটে—যখন নিলিনহো হঠাৎ বল আয়ত্তে আনেন। তাঁর কাছ থেকে জোরালো শট এলো গোলরক্ষক দিনো জফের কাছে। এতক্ষণ তিনি পরীক্ষিত হননি। জফের পরীক্ষা এখানেই শেষ হল না ( ১-০ )। ডিরকু ব্রাজিলের মিডফিল্ডে এদিন যেন নতুন শক্তি। একটি ভলি পাঠালেন ইতালির গোলে ( ২-০ )। বোঝালেন ব্রাজিল দ্বিতীয়ার্ধে ইতালিকে নিশ্চিন্তে কাটাতে দেবে না। এই গোলের পর রিভেলিনোকে আনা হল কিছুক্ষণের জন্য। এলেন রিনাল্ডো। কার্টিলেজ সমস্যা এই তরুণ প্রতিভাকে মাঝে মাঝেই খেলার বাইরে রাখছিল।

এই প্রতিযোগিতার প্রথম রাউণ্ডে ব্রাজিলকে দেখে মনে হয়েছিল, তারা এবার দুর্বল। কিন্তু অপরাজেয় অবস্থায় তৃতীয় স্থান পেল। ম্যানেজার ক্লডিও কুটি-নহোকে শুরু থেকেই নানা সমালোচনায় জর্জরিত করা হচ্ছিল। এই খেলার পর তিনি বললেন ঃ আজ ব্রাজিল আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে লড়াই করল। ইতালি সত্যিই শক্তিমান। এই জয় বলে দিচ্ছে ব্রাজিল কত ভাল খেলেছে। আমি নিশ্চিত ব্রাজিলের অনেকেই আমাদের খেলোয়াড়দের প্রচেষ্টাকে অভিবাদন জানাবেন। তাদের টেকনিক, তাদের সুশৃংখলাকে বাহবা দেবেন। আমাদের সমর্থকদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে বিশ্ব কাপে তৃতীয় স্থান প্রাপ্তি একেবারে ফেলনা নয়।

**ব্রাজিল**
লিয়াও, নিলিনহো (১), অসকার, অমারাল, রডরিগুয়েজ নেটো, সিরেজো ( রিভেলিনো ৬৪ মিঃ ), বাতিস্তা, ডিরকু (১), গিল ( রিনাল্ডো ৪৫ মিঃ ), রবার্টো, মেনডোনকা।

**ইতালি**
জফ, কুকুরেড্ডু, জেণ্টিল, স্কিরিয়া, কাবরিনি, পি সালা, আন্তোগননি ( সি সালা ৭৮ মিঃ ), মালদেরা, কসিও (১), রসি, বেত্তেগা।

রেফারি ঃ আব্রাহাম ক্লিন ( ইজরায়েল )

## ফাইনাল

( বুয়েনস এয়ারেস, ২৫.৬.৭৮, দর্শক ৭৭.০০০ )

আর্জেন্টিনা—৩ ঃ হল্যাণ্ড—১
( কেম্পেস ২, বার্তোনি ) ( নানিনগা )

নানা কারণে ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ ফাইনাল হতাশার। কিন্তু বিশ্ব কাপ ফুটবলের ইতিহাসে এই ফাইনাল বহু কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খেলা যতই এগিয়েছে, মনে হয়েছে রিভারপ্লেটের আগ্নেয়গিরি এখনও সক্রিয় এবং সে নীল ও শ্বেত লাভা উদ্গীরণ করে চলেছে খেলার তালে তালে। এর গভীরতা, এর উচ্ছ্বাস-প্রবণতা অচিন্তনীয় শুধু নয়, অভূতপূর্ব। প্রেস বক্সের ধারে ছিলেন এক আর্জেণ্টিনীয় সমর্থক। অতিরিক্ত সময়ে মারিও কেম্পেস যখন আর্জেণ্টিনাকে ২-১ এগিয়ে দিলেন, উত্তেজনায় তিনি বমি শুরু করেন। প্রথম বিশ্ব কাপ জিতে আর্জেণ্টিনীয়রা কত খুশি হল, এ তার সামান্য নিদর্শন।

আর্জেণ্টিনা ১৯৭৮-এর বিশ্ব কাপ জিতবে। শুরু থেকে এই কামনা বা বাসনা নয়, তারা সেভাবেই প্রস্তুতি চালায়। আর এজন্য তাদের নানা আচরণ অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করেছে। এই ফাইনালের ঠিক আগের মুহূর্তেও হল্যান্ডকে ( নেদারল্যাণ্ডস ) নানা ভাবে মানসিক চাপে রাখা হয়, স্টেডিয়ামে প্রবেশের

আগেও অকারণে তাদের পাঁচ মিনিট বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। শুধু তাই নয়। কিক অফের আগের মুহূর্তে অভিযোগ উঠল হল্যাণ্ডের ভান ডের কারখফ সম্পর্কে। তার ডান হাতের ছোট্ট প্লাস্টারটি রাখা চলবে না।

ভান ডের কারখফের এই প্লাস্টার নিয়ে আগের পাঁচটি ম্যাচে কোন অভিযোগ ওঠেনি। দেশে বিশ্ব কাপের একটি খেলায় তিনি গুরুতর আঘাত পান, আর তখনই প্লাস্টার করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই, শেষ মুহূর্তে আর্জেন্টিনার এই অভিযোগ নীচতারই পরিচয়। পরোক্ষে হল্যাণ্ডের ওপর চাপ দেওয়া ছাড়া নয়। আরও আশ্চর্যের ইতালীয় রেফারি সারগিও গোনেলা ঐ অভিযোগ মেনে নেন। সব কিছু দেখে ওলন্দাজরা এক সময় স্থির করে তাঁরা খেলবেন না এবং মাঠ ছেড়ে চলে যাবেন। অবশেষে স্থির হয় ভান ডের কারখফকে প্লাস্টার হাতে নামতে দেওয়া হবে, তবে তার ওপরে নরম আবরণ দেওয়া হোক। কিন্তু ইতোমধ্যে ম্যাচের ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। ফিফা রেফারিজ কমিটি সর্বসম্মত ছিলেন না গোনেলাকে ফাইনালের দায়িত্ব দিতে। তিনি যে কতটা যোগ্য সে প্রমাণ তো খেলা শুরুর আগেই পাওয়া গেল। হল্যাণ্ড কখনও 'ভদ্র' দল নয়, তদুপরি শুরুতেই তাদের মেজাজ খাপ্পা করিয়ে দেওয়া হল। আর পুওরটভ্লায়েট ও হ্যান প্রথম তিন মিনিটেই আঘাত হানলেন বার্তোনি ও আর্দেলিসের ওপর। ওলন্দাজদের আক্রমণ রুখতে নয়, বদলা নিতে বদ্ধপরিকর আর্জেন্টিনাও। আর রেফারি গোনেলা নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। দু ঘণ্টা খেলার মধ্যে রেফারি তিন ওলন্দাজকে সতর্ক করলেন। ওরা-ক্রল, পুওরটভ্লায়েট ও সুরবিয়র। সতর্কিত হলেন আর্জেন্টিনার কেবল আর্দিলেস। আর্দিলেসকে সতর্ক করা হল মুখ রাখার জন্যই—অকারণে। পাসারেলা যখন বল রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিসকেন্সের ওপর, রেফারি তাঁকে শাস্তি না দিয়ে দিলেন হল্যাণ্ডের অনুকূলে হ্যাণ্ডবল।

সুখের কথা গোনেলার বাঁশিতে খেলার ফলের হেরফের হয়নি। তবে তাঁর একপেশে নীতিতে বা আর্জেন্টিনার দোষকে অন্যায় না ধরায় আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়রা তাদের পুরোন নীতিকে আঁকড়ে রইল, হল্যাণ্ডকে করে তুলল ক্ষিপ্ত। ভাগ্যিস মারিও কেম্পেসের মতো খেলোয়াড় দলে ছিলেন। তা না হলে আর্জেন্টিনাকে একটি অতি সাধারণ দল মনে হত। কেম্পেস না থাকলে আর্জেন্টিনা বিশ্ব কাপ জিততে পারত না। যোহান নিসকেন্সও স্বীকার করেন: কেম্পেস অনেক বড় মাপের খেলোয়াড়, দলের অর্ধেক তো ছিলেন তিনিই।

আর ম্যাচের অধিকাংশ সময় বাকি অর্ধেক কৃতিত্ব গোলরক্ষক উবাল্ডো ফিলোলের। আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক ক্রমশই উন্নত হয়েছেন এই টুর্নামেন্টে, রেপ ও রেনসেনব্রিঙ্ক প্রথমার্ধে প্রায় পরাস্ত করেছিলেন দুই গোলে আর্জেন্টিনাকে। তাদের অফসাইড ট্র্যাপ উপলব্ধি করে উল্টে বিপদে ফেলে দেন ঐ দুই ডাচ।

১৬ মিনিটে হ্যানের ফ্রি-কিক রেপ ধরে আর্জেন্টিনার ডিফেন্স ভেদ করেন। রেপের হেড ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়। এখানে হল্যাণ্ড হারাল নিজেদেরকেই।

দুবার তাদের ডিফেন্স পাসারেলাকে অনুমতি দিয়েছে এগোবার। পাসারেলার মতো বার্তোনিও হেড করতে গিয়ে ব্যর্থ হল। হল্যান্ড খেলেছে ম্যান টু ম্যান মার্কিং-এ। পুওরটভ্লায়েট লক্ষ্য রাখেন বার্তোনিকে, লুকেকে ব্রানডটস, অরটিজকে জানসেন, কেম্পেসকে ভান ডের কারখফ। এদের প্রহরা ৩৮ মিনিট পর্যন্ত কার্যকর ছিল—যতক্ষণ না আর্দিলেসের দুর্দান্ত আক্রমণটি রচিত হয়নি।

লুকের স্কোয়ার পাস ওলন্দাজ রক্ষণভাগ আটকাতে পারল না। কেম্পেস দ্রুত বল নিয়ে জংব্লয়েডকে পরাস্ত করেন (১-০)। গ্রীষ্মে হঠাৎ যেমন বিনামেঘে বজ্রপাত হয়, ঠিক তেমনি ঘটে গেল মুহূর্ত মধ্যে। কিন্তু এতে যেন লাভ হল হল্যান্ডের, আর্জেণ্টিনার নয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ফিলোল আবার পরীক্ষিত হতে লাগলেন। কেম্পেসের কয়েকটি হানা কেবল আর্জেণ্টিনাকে উজ্জীবিত রাখল। নির্দিস্ট সময়ের শেষ আধ ঘণ্টায় দুটি দলে দুটি করে চারটি বদল হল। হল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ বদলী রেপের পরিবর্তে নানিনগা।

মাথায় উঁচু এই স্ট্রাইকার সকলের ইচ্ছাই যেন ফলালেন। সমাপ্তির আট মিনিট আগে হানের চমৎকার পাস পেঁছিল ভান ডের কারখফের কাছে। তিনি উঁচু করে বাড়াতেই নানিনগা ১-১ করেন। এরপর ক্রলের একটি লং ফ্রি কিক আর্জেন্টিনাকে বিপর্যস্ত করল নির্দিষ্ট সময়ের শেষ মিনিটে।

রেনসেনব্রিঙ্কের গোলার মতো একটি শট ডানদিকের পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ায় ফিলোল রেহাই পান। বল ভিতরে গেলেই তা হত স্বাভাবিক। এই সময় হল্যান্ড ছিল অনেক সংহত ও সুগঠিত এবং সক্রিয়। জয় তাদেরই প্রাপ্য মনে হল।

অতিরিক্ত সময়ের প্রথমার্ধ কেবল ছিল যেন ফাউলের দেনা পাওনা। তবে বার্তোনি ইনসাইড লেফট পজিশনে যখন কেম্পেসকে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনিও গোলে বল পাঠান। জংব্লয়েড এগিয়েছিলেন ধরতে, কিন্তু অর্ধেক আটকান। দুই ওলন্দাজ ছুটে আসেন রিবাউন্ড সাফাইয়ের জন্য। কিন্তু কেম্পেসকে আটকাতে পারলেন না। আর ঐ মুহূর্তই তো গোলের সুবর্ণ সুযোগ। ২-০ গোলে এগোল আর্জেণ্টিনা। হল্যান্ড কিন্তু কেম্পেসকে কৃতিত্ব দিতে রাজি হয়নি। তিনি নাকি কপাল গুণে গোল পেয়েছেন। কিন্তু এ তো পুরনো গল্প। মহান খেলোয়াড়রা বড় হন ভাগ্যের দোলতেই!

ভুল ঠিক, যাই হোক। ৬ গোল করে কেম্পেস হলেন ১৯৭৮-এর সর্বোচ্চ গোলদাতা। আর আর্জেণ্টিনা বিশ্ব কাপ জয় প্রায় সুনিশ্চিত করেছে। তাদের মনোবল অনেক অ-নে-ক বেড়েছে।

দ্বিতীয়ার্ধে হল্যান্ড হঠাৎ গতি বাড়িয়ে দিল। আর্জেণ্টিনার ম্যানেজার দেখলেন, তাঁর ছেলেরা ঐ গতিতে খেলতে পারবে না। ইউরোপীয়রা এখানেই ভুল করল। হাউসম্যান পোস্ট ঘেঁষে বল পাঠান, জংব্লয়েড বাঁচালেন। কিন্তু পরমুহূর্তে লুকে বল বাড়ান কেম্পেসকে; কেম্পেস দিলেন বার্তোনিকে। অনেকের ধারণা বার্তোনি অফ সাইডে ছিলেন এবং দলের ৩-০টি হয়েছে অফ সাইড গোল। কিন্তু

তখন যা অবস্থা, রেফারির তো চোখ অন্ধ হওয়ার উপক্রম। সমগ্র বুয়েনস এয়ারেস পাগল হয়ে গিয়েছে। কোন বোকা ছাড়া আর কেউ ঐ মুহূর্তে গোল নাকচ করতে পারে না।

গোটা প্রতিযোগিতায় যে তরুণ তরুণীরা কোকাকোলা বিক্রি করছিল, প্রতিটি খেলায় যারা ছিল অত্যন্ত সংযত, তারা এখন নৃত্য করছে, লম্ফঝম্ফ করছে। এই হুল্লোড় প্রেস বক্সেও। যে পুলিস সর্বদা গম্ভীর থাকে, তাদের মুখেও এই মুহূর্তে হাসির ফোয়ারা। সমগ্র বুয়েনস এয়ারেসে আর্জেন্টিনার জাতীয় পতাকা সকলে শাল গায়ে দেওয়ার মতো জড়িয়ে। সমগ্র দেশের হঠাৎ অন্য চেহারা। ৩-১ গোলের কয়েক ঘণ্টা পরেও সারা দেশে আনন্দের বন্যা। আইন শৃংখলা কে রক্ষা করবে। সর্বত্র ট্রাফিক জ্যাম। সব মানুষ—পুরুষ, মহিলা, ছেলে, বুড়ো সকলেই রাস্তায় নেমে পড়েছেন।

আর্জেন্টিনাকে আনন্দের বন্যায় অবগাহনের সব কৃতিত্ব একজনের। না, প্রেসিডেন্ট ভিডেলা নন,—যিনি দেশের সর্বময় কর্তা। সব কৃতিত্ব মারিও কেম্পেসের। ফাইনালে তাঁকে কেবল বলা যায় 'কলোসাস'। তিনি রুদ্ধশ্বাসে তিন বা চারজন ওলন্দাজকে অতিক্রম করেছেন। আর এ কারণেই তিনি 'বিশেষ খেলোয়াড়'। অন্যদের সঙ্গে এখানেই তাঁর ব্যতিক্রম। সবচেয়ে বড় কথা, অন্যরা যখন উত্তেজনায় ভুগছেন, কেম্পেস তা শত্রু-মিত্র যিনিই হোন সকলের সঙ্গে একই আচরণ করেন। তিনি বোধহয় মস্ত একজন কূটনীতিক।

হল্যাণ্ডের যদি একজন কেম্পেস থাকত, তারা আর্জেন্টিনাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিত। কেবল স্কিল নয়, প্রধানত ছিল তাঁর নেতৃত্ব। এই নিয়ে হল্যাণ্ড দুবার বিশ্ব কাপের ফাইনালে পরাস্ত হল। তাদের বদমেজাজই তাদের হারিয়েছে। এত বড় প্রতিযোগিতার ফাইনালে থাকতে হয় ধীর, স্থির। এর অনুপস্থিতিই হল্যাণ্ডকে শিরোনাম পেতে দিল না। স্কচম্যানদের মতোই তাদের বদমেজাজী মনে হয়েছে।

এঞ্জো বেয়ারজোট বললেন: আমার মতে হল্যান্ড বিশ্বের সেরা ফুটবল খেলেছে। ধারণা ছিল ১৯৭৪-এ হল্যাণ্ডকে পরাস্ত করা অসম্ভব ছিল। আজ আর সেদিন নেই। খেলা দেখেই একথা বলছি। ফল যাই হোক, জয় ছিল যে কোন দলের।

যথার্থই এবারের বিশ্ব কাপে তেমন তারকার সমাবেশ ছিল না। তা বলে আনন্দদায়ক বা নয়নাভিরাম ফুটবল কিংবা দর্শনীয় ফুটবল ছিল না—এমন কথা কেউ বলবেন না। ফাইনালের আগে পর্যন্ত 'নটোরিয়াস' আর্জেন্টিনীয় ফুটবলারদের দেখা যায়নি। তারা ২৫ জুনের আগে ছিলেন সুআচরণকারী। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া রেফারিরা মোটামুটি দর্শক ও খেলোয়াড়দের প্রভাবে পড়েননি। এবারের বিস্ময়কর ফুটবলার পরিগণিত হলেন মারিও কেম্পেস।

আশংকা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের। তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। শুরুটা ভাল না হলেও খেলা যতই এগিয়েছে আয়োজন ততই সুষ্ঠু হয়েছে। অথচ কত রকম গুজব

ছিল। বোমা পড়বে কেউ কেউ আশংকা করেছিলেন। হ্যাঁ, ২২ জুন কয়েকটি বোমা পড়লও বুয়েনস এয়ারেসে। ঐ রাত্রে সারা শহরের পোস্টার ও প্যাম্পলেটের বোমা: 'আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন—ভাদেলা টু দ্য ওয়াল!' পোস্টারের আধিক্যে ট্রেজারি সেক্রেটারির বাড়ি চাপা পড়ার উপক্রম। তাঁর বাড়িতে বেশি পোস্টার। কারণ তিনি বলেছিলেন, এত খরচ করে বিশ্ব কাপ আয়োজনের মানে হয় না।

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল, অলগুইন, এল গ্যালভান, পাসারেলা, তারানতিনি, আর্দিলেস (লারোসা ৬৬ মিঃ), গালেগো, কেম্পেস (২), বার্তোনি (১), লুকে, অরটিজ (হাউসম্যান ৭৫ মিঃ)।

**হল্যান্ড**

জংব্লয়েড, জানসেন (সুরবিয়র ৭৩ মিঃ), ক্রল, ব্রানডটস, পুওরটভল্লায়েট, ডব্লিউ ভান ডের কারখফ, নিসকেন্স, হ্যান, আর ভান ডের কারখফ, রেপ (নানিনগা ৬০ মিঃ ১), রেনসেনব্রিঙ্ক।

রেফারি: সারাগিও গোনেলা (ইতালি)

বিজয়ী ইতালির ব্যাজ

## স্পেন
## ১৯৮২

১৯৭৮-এ বুয়েনস এয়ারেসে বিশ্ব কাপ চলার সময়েই বোঝা গিয়েছিল পরবর্তী বিশ্ব কাপে দল আরও বাড়বে এবং ১৬টির বদলে ফাইনাল রাউণ্ডে ২৪টি দেশকে নেওয়া হবে। তবে ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ তাঁর ফুটবল-পরিবারের সদস্যদের সহর্ষ করতালির মাঝে যখন সরকারীভাবে ঘোষণাটি করেন, তখন তিনি কেবল নন, অন্যরাও সম্ভবত উপলব্ধি করেননি ২৪টি দেশ নিয়ে বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্যায় বা ফাইনাল হলে কত সমস্যা দেখা দেবে। পরে সমস্যার কথা অন্যরা তুলেছিলেন।

তবে বার্সিলোনায় উদ্বোধনী ম্যাচের আগে সবই ঠিকঠাক ছিল। জাঁকজমক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন হল। হাজার হাজার তরুণ তরুণী, কিশোর কিশোরীর সুন্দর পোশাকে নৃত্য টেলিভিশন দর্শকদের মনোরঞ্জন করল। কিন্তু স্টেডিয়ামে সে কি হুড়োহুড়ি। বাচ্চাদের বসার মতোও এক চিলতে জায়গা ছিল না। প্রথম দিনের খেলা ঘিরেও সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা কহতব্য নয়। এত ভিড়ের চাপ যে ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জের পরিচয় পত্র হারিয়ে গেল, ফলে তিনিও স্টেডিয়ামে প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

তিনি আরও অপদস্থ হন উদ্বোধনের কয়েক সপ্তাহ আগে। ফিফা সভাপতি এসেছিলেন স্টেডিয়ামগুলি পর্যবেক্ষণ করতে। মুণ্ডিস্পানা ট্যুরিস্ট কনসোর্টিয়াম তার হোটেল বুকিংই বাতিল করে দিয়েছিল কোন কারণ না দেখিয়ে। ফুটবল নিয়ে জাতীয় সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের কূটনৈতিক লড়াইও শুরু হয়।

বার্সিলোনার খবরের কাগজগুলো তো ক্রোড়পত্র বের করল, তাতে শহরের খেলাধুলো সম্পর্কে নানা তথ্য, বিশেষ নিবন্ধ। কিছু শহরের গর্ব খেলাধুলার মহান দিবস নিয়ে। কিন্তু মাদ্রিদের কাগজগুলো বুড়ি ছোঁয়া কাজ করল। বিশ্ব কাপ সম্পর্কে কিছু না লিখলে নয়, তাই দায়সারা লিখল।

বিশ্ব কাপ ঘিরেও একটি দেশে যে এমন দ্বিধা এবং দলাদলি থাকতে পারে— অচিন্তনীয়। এতে ফুটবল দর্শকদের মধ্যেই বেশি হতাশা দেখা যায়। হতাশ হল

গণ-মাধ্যমগুলি, দ্বিধা দেখা গেল কর্মকর্তাদের মধ্যেও। তবে ফুটবলের তথা বিশ্ব কাপ ফুটবলের সৌভাগ্য স্পেনকে সারা বিশ্বের ১৫০০ মিলিয়ন ফুটবল প্রেমী টিভিতে দেখলেন। তাই স্থানীয় সমস্যা তাঁদের মধ্যে কোন ছাপ ফেলেনি। স্পেনের সুনাম বা প্রচার হল বিশ্বময়।

একদিকে যখন ঘরোয়া সমস্যা, সেই মুহূর্তে দিয়াগো মারাদোনার আগমন। তিনি এসেছেন নতুন সমর্থকদের সামনে। রাজনীতির উর্ধ্বে সম্ভবত ফুটবল। এবং মারাদোনা বোধ হয় আরও উর্ধে!

আর্জেন্টিনা ১৯৮২তে এল গতবারের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ রাখতে। তাদের দেখাতে হবে চার বছর আগের গতি ও নৈপুণ্য। বার্সিলোনার কেন্দ্রস্থলে দেখা গেল ১৯৭৮-এর নানা স্মৃতি। সেবারের বিজয় দিবসের সেই অসংখ্য সাদা ও নীল পতাকা, রিবন। এমন কি সেবারের 'এল গ্রাফিকো' পত্রিকার কপিও পত্রিকা স্টলে।

কয়েক সপ্তাহ আগের ঘটনা—ব্রিটিশ সৈন্য ফকল্যান্ড দ্বীপে হাজির হয়েছে। পোপ গেছেন সে দেশে। এসবের ওপরেই বোধ হয় ফুটবল ওদের কাছে। উত্তর ইউরোপের ফুটবল প্রেমীরা এমনটি ভাবতেই পারেন না। কারণ এ তো খেলা মাত্র। কিন্তু আর্জেন্টেনীয়দের কাছে ফুটবল অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আর তাই আজ যিনি হিরো, কাল তিনি ভিলেন হয়ে যান। চার বছর আগে ম্যানেজার সিজার মেনোত্তি সম্পর্কে বলা হত—'উনি কোন ভুল করতে পারেন না।' কিন্তু এবার যেদিন বেলজিয়মের কাছে হারল আর্জেন্টিনা; সঙ্গে সঙ্গে দর্শক-সমর্থক-দের মতটা গেল পাল্টে। আর্জেন্টিনার সমর্থকরা মেনোত্তিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখা শুরু করলেন। খবরের কাগজগুলিও তাঁর সম্পর্কে মত বদল করল।

প্রশ্ন তোলা হল ঃ পেনাল্টি বক্সে যাকে দরকার সেই মারাদোনাকে পিছনে রাখা কেন? সেণ্টার ফরওয়ার্ডে রামন দিয়াজকে কভার করা হল না কেন? মেনোত্তি কেন তার ১৯৭৮-এর বুড়ো খেলোয়াড়দের ওপর বেশি আস্থা রেখেছিলেন এবং কেন নতুন প্রতিভাগুলিকে কাজে লাগালেন না?

বেলজিয়মের কাছে হারটা তেমন লজ্জার নয়, কিন্তু সুযোগটা নেবে হাঙ্গেরি। তাদের মনোবলে ঘাটতি দেখা দেবে। হাঙ্গেরিই সবচেয়ে বিপজ্জনক শত্রু। তারা ধরে নেবে—আর্জেন্টিনাকে হারান এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

আর্জেন্টিনার হারের পরদিনই ভিগুতে ইতালি-পোল্যাণ্ড খেলাটি অমীমাং-সিত হল এবং হল বিরক্তিকর। কিন্তু ঐ রাত্রে সেভিল-এ ব্রাজিল হারাল সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

বিশ্ব কাপ মানেই নাটকের পর নাটক। ফুটবলে এবারের মতো বল ছাড়াই লাথি এবং খেলোয়াড়দের আঘাতের ঘটনা ঘটে। বেলজিয়ম রেনে ভ্যাণ্ডারিকেনকে বদল করল, ব্রাজিল দেশে পাঠাল কারেকাকে। এ ছাড়াও আরও অনেকে আহত। জারাকে নিয়ে অস্ট্রিয়া চিন্তিত। সোভিয়েত তো কিপিয়ানি ছাড়াই এসেছে। ব্রুকিং ও কিগানকে নিয়ে ইংল্যাণ্ড চিন্তিত। চেকরা ডিফেণ্ডার জাকুবেককে বাড়ি পাঠালো

'অদ্ভুত' অসুখ হওয়ায়। তবে স্পেনের পেটের রোগের চাইতে আর কোন শংকা নিয়ে তেমন কেউ চিন্তিত ছিলেন না।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের ফুটবল ইতিহাসে স্মরণীয় মুহূর্ত এল। তারা ভ্যালেন্সিয়ায় ১-০ গোলে হারাল স্পেনকে। অথচ সমাপ্তির আধ ঘণ্টা আগে ম্যাল ডোনাঘিকে মাঠের বাইরে পাঠানো হয়েছিল।

জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জের ২৪ দেশের ফাইনালের মূলে ছিল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে সুযোগ দান। তারাও বিশ্ব কাপের মান থেকে খুব দূরে নয়। নজর কাড়ল ক্যামেরুন, আলজিরিয়া ও কুয়েত। আলজিরিয়া তো বিস্মিত করল পশ্চিম জার্মানীকে হারিয়ে। ১৯৬৬তে ইংল্যাণ্ডে উত্তর কোরিয়ার কাছে ইতালি একই ভাবে পরাস্ত হয়।

ক্যামেরুন নিশ্চয়ই পোল্যান্ড ও পেরুকে হারাতে পারত। কুয়েত সমস্যা সৃষ্টি করত যদি চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে প্রথম ম্যাচে তাদের বিপক্ষে বিতর্কিত পেনাল্টি না দেওয়া হত। ব্রাজিলের কার্লোজ আলবার্তো পেরিয়ার ম্যানেজারশিপে কুয়েতের অব্যর্থ শট ও নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যেভাবে মাথা গরম করেছে, তার ক্ষমা নেই। তাদের ব্যঙ্গ করতে গ্যালারি থেকে অনেক হুইশল বেজেছে। কিন্তু তা বলে কুয়েতী ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রিন্স ফাহদ মাঠ থেকে দলকে প্রত্যাহার করলেন কেন! তিনি এসব ব্যাপার নিজের দেশে করতে পারেন, কিন্তু বিশ্ব কাপ অন্য ধরনের প্রতিযোগিতা। ১৬ বছর আগে আন্তনিও র‍্যাটিনের বের করে দেওয়া নিয়ে ওয়েম্বলিতে আর্জেন্টিনার প্রতিবাদ ঘিরে ফিফা যে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আজও তা অব্যাহত। কুয়েতীদের মাঠ ত্যাগের দরুন ৮০০০ পাউন্ড হয়তো তাদের কাছে কিছুই নয়। পেট্রো ডলারের দেশ তো। কিন্তু ফিফার কাছে জরিমানা অনেক। রাজা ফাহদ ফিফার সঙ্গে মাফিয়াদের সম্পর্কের কথা বলায় ঘটনা অন্যরকম দাঁড়াল।

এই খেলা নিয়ে গণ্ডগোল বাড়িয়ে দেন সোভিয়েত রেফারি মিরোশ্লাভ স্টুপার। প্রথমে গোলের বাঁশি বাজান, পরে প্রত্যাহার করেন। ফিফার উচিত ছিল রাজার আচরণ সম্পর্কে রেফারিকে অনেক বেশি নিরাপত্তা দান। কিন্তু তা ছিল না। ফ্রান্স ৩-১-এ এগিয়েছিল। তাদের একেবারে চুপ থাকা উচিত ছিল। কারণ কুয়েত তো কোয়ালিফাই করতে পারবে না দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে। চেকোশ্লোভাকিয়ার লাদিস্লাভ ভিজেক ও হণ্ডুরাসের গিলবার্টো ইয়ারউডের বহিষ্কার দুই দলের মধ্যে হতাশা আনল।

মধ্য আমেরিকার এল সালভেডর বীরের মতো লড়ে ১০-১ হারল হাঙ্গেরির কাছে। হতাশ করল চিলি ও পেরু। চিলি ১৯৭৪-এর পুনরাবৃত্তি করল। কথা বলল বেশি, কাজে ব্যর্থ। ওরা জানাল, অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে কার্লস কাসজেলির পেনাল্টি কার্যকর হলে চিত্র অন্যরকম হত। পেরু সাধারণত যা খেলে তা পারল না।

সকলের দৃষ্টি ছিল দক্ষিণ-আমেরিকার দুই দেশের প্রতি। আর্জেন্টিনা গতবারের চ্যাম্পিয়ন, আর ব্রাজিল এবারের ফেবারিট। প্রথম রাউণ্ডে ব্রাজিলের খেলা

দেখে সকলেই মন্তব্য করলেন ঃ তারা ১৯৭৮-এর চাইতে উন্নত। সক্রেটেস ও এডার প্রথম ম্যাচে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যা খেলেছেন এবং জিকোর নৈপুণ্যর তুলনা নেই। সাম্বা ব্যাণ্ডের ছন্দের মতোই ব্রাজিলের ফুটবলও। আর্জেণ্টিনাও ঠাণ্ডা মাথায় নৈপুণ্য দেখাল বেলজিয়মের কাছে হেরেও। কিন্তু দুঃখের কথা দ্বিতীয় রাউণ্ডে দুই শক্তিধর একই গ্রুপে!

ইউরোপের সাতটি দেশ—পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইতালি, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম দ্বিতীয় রাউণ্ডে গেল, তবে যেন রেকর্ডে রাখার জন্যই। সে কষ কারুর মধ্যে নেই। স্কটল্যাণ্ড আগেই দেশে ফিরে গেল তাদের প্রথানুযায়ী মন্দ-ভাগ্যের জন্য—সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে হেরে।

প্রতিযোগিতা শেষে অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে ফিফা ও আয়োজক দেশ। কিন্তু শুরু থেকে যে বিষয়টি সকলকে পীড়িত করল, সেটি 'মানানা'-র অদ্ভুত রেফারি নিযুক্তির ফর্মুলা, যা ১৯৮২-র বিশ্ব কাপকে অনেক সমস্যা এনে দিয়েছে।

## কারা কীভাবে যোগ্যতা পেয়ে স্পেনে এল

গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেণ্টিনা এবং আয়োজক দেশ স্পেন নিয়মানুযায়ী সরাসরি ১৯৮২-র বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে খেলার যোগ্যতা পেয়েছে।

### ইউরোপ

#### গ্রুপ—১

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৮ | ৮ | ০ | ০ | ৩৩ | ৩ | ১৬ |
| অস্ট্রিয়া | ৮ | ৫ | ১ | ২ | ১৬ | ৬ | ১১ |
| বালগেরিয়া | ৮ | ৪ | ১ | ৩ | ১১ | ১০ | ৯ |
| আলবেনিয়া | ৮ | ১ | ০ | ৭ | ৪ | ২২ | ২ |
| ফিনল্যাণ্ড | ৮ | ১ | ০ | ৭ | ৪ | ২৭ | ২ |

#### গ্রুপ—২

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বেলজিয়ম | ৮ | ৫ | ১ | ২ | ১২ | ৯ | ১১ |
| ফ্রান্স | ৮ | ৫ | ০ | ৩ | ২০ | ৮ | ১০ |
| রেপ আয়ারল্যাণ্ড | ৮ | ৪ | ২ | ২ | ১৭ | ১১ | ১০ |
| হল্যাণ্ড | ৮ | ৪ | ১ | ৩ | ১১ | ৭ | ৯ |
| সাইপ্রাস | ৮ | ০ | ০ | ৮ | ৪ | ২৯ | ০ |

গ্রুপ—৩

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৮ | ৬ | ২ | ০ | ২০ | ২ | ১৪ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ৮ | ৪ | ২ | ২ | ১৫ | ৬ | ১০ |
| ওয়েলস | ৮ | ৪ | ২ | ২ | ১২ | ৭ | ১০ |
| আইসল্যাণ্ড | ৮ | ২ | ২ | ৪ | ১০ | ২১ | ৬ |
| তুরস্ক | ৮ | ০ | ০ | ৮ | ১ | ২২ | ০ |

গ্রুপ—৪

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হাঙ্গেরি | ৮ | ৪ | ২ | ২ | ১৩ | ৮ | ১০ |
| ইংল্যাণ্ড | ৮ | ৪ | ১ | ৩ | ১৩ | ৮ | ৯ |
| রোমানিয়া | ৮ | ২ | ৪ | ২ | ৫ | ৫ | ৮ |
| সুইজারল্যাণ্ড | ৮ | ২ | ৩ | ৩ | ৯ | ১২ | ৭ |
| নরওয়ে | ৮ | ২ | ২ | ৪ | ৮ | ১৫ | ৬ |

গ্রুপ—৫

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| যুগোশ্লাভিয়া | ৮ | ৬ | ১ | ১ | ২২ | ৭ | ১৩ |
| ইতালি | ৮ | ৫ | ২ | ১ | ১২ | ৫ | ১২ |
| ডেনমার্ক | ৮ | ৪ | ০ | ৪ | ১৪ | ১১ | ৮ |
| গ্রিস | ৮ | ৩ | ১ | ৪ | ১০ | ১৩ | ৭ |
| লুক্সেমবার্গ | ৮ | ০ | ০ | ৮ | ১ | ২৩ | ০ |

গ্রুপ—৬

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| স্কটল্যাণ্ড | ৮ | ৪ | ৩ | ১ | ৯ | ৪ | ১১ |
| উত্তর আয়ারল্যাণ্ড | ৮ | ৩ | ৩ | ২ | ৬ | ৩ | ৯ |
| সুইডেন | ৮ | ৩ | ২ | ৩ | ৭ | ৮ | ৮ |
| পোর্তুগাল | ৮ | ৩ | ১ | ৪ | ৮ | ১১ | ৭ |
| ইজরায়েল | ৮ | ১ | ৩ | ৪ | ৬ | ০ | ৫ |

### গ্রুপ—৭

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোল্যাণ্ড | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১২ | ২ | ৮ |
| পূর্ব জার্মানী | ৪ | ২ | ০ | ২ | ৯ | ৬ | ৪ |
| মাল্টা | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ২ | ১৫ | ০ |

( ১ থেকে ৬ নম্বর গ্রুপে প্রথম দুটি এবং ৭ নম্বর গ্রুপের কেবল পোল্যাণ্ড যোগ্যতা পেল )

### আফ্রিকা

অলজিরিয়া বনাম সিয়েরা লিওন ২-২, ৩-১
অলজিরিয়া বনাম সুদান ২-০, ১-১
অলজিরিয়া বনাম নাইজের ৪-০, ০-১
অলজিরিয়া বনাম নাইজিরিয়া ২-০, ২-১
( অলজিরিয়া যোগ্যতা পেল )
ক্যামেরুন বনাম মালাউই ৩-০, ১-১
ক্যামেরুন বনাম জিম্বাবোয়ে ২-০, ০-১
ক্যামেরুন বনাম জাইরে ০-১, ৬-১
ক্যামেরুন বনাম মরক্কো ২-০, ২-১
( ক্যামেরুন যোগ্যতা পেল )

### দক্ষিণ আমেরিকা

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১১ | ২ | ৮ |
| বলিভিয়া | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৫ | ৬ | ২ |
| ভেনেজুয়েলা | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ১ | ৯ | ২ |

### গ্রুপ—২

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পেরু | ৪ | ২ | ২ | ০ | ৫ | ২ | ৬ |
| উরুগুয়ে | ৪ | ১ | ২ | ১ | ৫ | ৫ | ৪ |
| কলম্বিয়া | ৪ | ০ | ২ | ২ | ৪ | ৭ | ২ |

গ্রুপ—৩

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| চিলি | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ৬ | ০ | ৭ |
| ইকুয়েডর | ৪ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৫ | ৩ |
| প্যারাগুয়ে | ৪ | ১ | ০ | ৩ | ৩ | ৬ | ২ |

( প্রতি গ্রুপ থেকে বিজয়ীর দেশ যোগ্যতা পেল )

উত্তর ও মধ্য আমেরিকা

প্লে-অফ গ্রুপ

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হন্ডুরাস | ৫ | ৩ | ২ | ০ | ৬ | ১ | ৮ |
| এল সালভেডর | ৫ | ২ | ২ | ১ | ২ | ১ | ৬ |
| কানাডা | ৫ | ১ | ৩ | ১ | ৬ | ৬ | ৫ |
| মেক্সিকো | ৫ | ১ | ৩ | ১ | ৬ | ৩ | ৫ |
| কিউবা | ৫ | ১ | ২ | ২ | ৪ | ৮ | ৪ |
| হাইতি | ৫ | ০ | ২ | ৩ | ২ | ৯ | ২ |

( প্রথম দুটি দেশ যোগ্যতা পেল )

এশিয়া/ওশিনিয়া

প্লে-অফ গ্রুপ

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কুয়েত | ৬ | ৪ | ১ | ১ | ৬ | ৬ | ৯ |
| নিউজিল্যান্ড | ৬ | ২ | ৩ | ১ | ১১ | ৬ | ৭ |
| চীন | ৬ | ৩ | ১ | ২ | ৯ | ৪ | ৭ |
| সৌদি আরবিয়া | ৬ | ০ | ১ | ৫ | ৪ | ১৬ | ১ |

( সিঙ্গাপুরে নিউজিল্যান্ড ও চীনের প্লে-অফ ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ২-১-এ হারায় চীনকে। এই গ্রুপ থেকে যোগ্যতা পেল কুয়েত ও নিউজিল্যান্ড )

## ফাইনাল রাউণ্ডের ২৪টি দেশ

**আলজেরিয়া ঃ** ফেডারেশন আলজিরিনে ডে ফুটবল। প্রতিষ্ঠা ১৯৬২। ফিফায় যোগদান ১৯৬৩। জার্সি ঃ সবুজ / সাদা / লাল। রিজার্ভদের পোশাক ঃ

পুরোটা সাদা। খেলোয়াড়রা আংশিক সময়ের ও অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ স্টাডে ওলিম্পিক। দর্শকাসন ৮০ হাজার। জনসংখ্যা ১ কোটি ৮০ লক্ষ। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৫৮,৫৬৭।

বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডে এবারই প্রথম এল। ম্যানেজার ঃ ইয়েভগেনি রগভ, বয়স ৫২ ( সোভিয়েত ইউনিয়নের )। ১৯৮১-র জুলাইয়ে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু স্পেনে যাওয়ার আগে দুই ম্যানেজার হন রাসিদ মেকলৌফি ও মাহেদিম খালেফ।

মোটামুটি দল ঃ কার বাহ। লারবেস, কৌরিচ, গুয়েনদুজ, মানসৌরি। কাকি সেইদ, মেয়ুজ, বেলুমি। মাদজের, জিদানে, গামু ( দাহলেব )।

দল নির্ভরশীল ঃ মেহদি কার বাহ ( গোল ), নবেদিন কৌরিচ ( ডিফেণ্ডার ) ও লাখদার বেলুমির ( ফরওয়ার্ড ) ওপর। গ্রুপ-২ এ প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানী চিলি ও অস্ট্রিয়া।

সম্ভাবনা ঃ তিন দেশের কাছেই হারবে, তবে বেশি ব্যবধানে নয়।

আর্জেন্টিনা ঃ অ্যাসোসিয়েশন ডেল ফুটবল আর্জেণ্টিনো। প্রতিষ্ঠা ১৮৯৩। ফিফায় যোগদান ১৯১২। জার্সি ঃ নীল ও সাদা স্ট্রাইপ এবং কালো ও নীল স্ট্রাইপ। রিজার্ভদের-পুরোটা নীল। খেলোয়াড়রা সকলেই পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ এস্টাডিও মনুমেণ্টাল ডে রিভার প্লেট। জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ২,৯৯,৮৯৫।

বিশ্ব কাপের ফাইনাল ঃ ১৯৩০ রানার্স। ১৯৫৮ ও ১৯৬২ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৬৬ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৭৪ দ্বিতীয় রাউণ্ড। ১৯৭৮ চ্যাম্পিয়ন।

ম্যানেজার ঃ সিজার লুই মেনোত্তি। বয়স ৪৩। নিযুক্ত হয়েছেন ১৯৭৮-এ।

মোটামুটি দল ঃ ফিলোল। অলগুইন, এল গালভান, পাসারেলা, তারানতিনি। আর্দিলেস ( বারবাস ), গালেগো, মারাদোনা। আমুশাসতেগুই, রামন দিয়াজ, কেম্পেস।

নির্ভরশীল খেলোয়াড় ঃ উবাল্ডো ফিলোল ( গোল ), ডানিয়েল পাসারেলা ( সেণ্টার ব্যাক ), অসভাল্ডো আর্দিলেস ( মিডফিল্ড ), রামন দিয়াজ, দিয়েগো মারাদোনা, মারিও কেম্পেস ( অ্যাটাক )।

বছরের শুরুতে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রীতি ম্যাচে ২-১ হারলেও চিন্তার নেই। তারপর যথেষ্ট অনুশীলন করেছে। মারাদোনা কিছুদিন অনুপস্থিত থাকলেও স্পেন যাবেন। ফেব্রুয়ারি থেকে দল বিশেষ ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিল। গ্রুপ-৩-এ প্রতিদ্বন্দ্বী বেলজিয়ম, হাঙ্গেরি ও এল সালভেদর।

সম্ভাবনা ঃ শেষ চার-দলে না থাকলে হবে বিস্ময়ের।

**অস্ট্রিয়া ঃ** আস্টেরিশিপের ফাসবল-বান্ড। প্রতিষ্ঠা ১৯০৪। ফিফায় যোগদান ১৯০৫। জার্সি ঃ সাদা/কালো/কালো। রিজার্ভদের ঃ লাল/সাদা/লাল। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ প্রাটের, ভিয়েনা। দর্শক ধরে ৭০,৭১৪ (আসন ৩৯,৭১৬)। জনসংখ্যা ঃ ৭৪,৫৭,০০০। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ঃ ২,৫৪,৬৫৭।

বিশ্ব কাপের ফাইনালে ঃ ১৯৩৪ চতুর্থ। ১৯৫৪ তৃতীয়। ১৯৫৮ প্রথম রাউন্ড। ১৯৭৮ দ্বিতীয় রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ কার্ল স্টোটজ, বয়স ৫৫। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বর নিযুক্ত হন ; স্পেনে আসার কয়েকমাস আগে তাঁর বদলে ঐ দায়িত্ব পান জর্জ স্মিডট।

মোটামুটি দল ঃ ফিওয়ের (কন্সিলিয়া)। ক্রাউস, ওয়েবের, পেজ্জি, মিরনেগ ; প্রহাসকা, হিন্টেরমেয়ার। হ্যাটেন বার্জার, জারা। ক্রাংকল, শাচনার (কেগলে-ভিটস)।

নির্ভরশীল খেলোয়াড় ঃ ব্রুনো পেজ্জি (সেন্টার ব্যাক), হার্বার্ট প্রহাসকা (মিডফিল্ড), হান্স ক্রাংকল, ওয়াল্টার শাচনার (অ্যাটাক)।

তরুণ এবং অভিজ্ঞ প্রবীণদের সমন্বয়ে গড়া। সুসংগঠিত। বছরের শুরুতে ম্যানেজার বদল হওয়ায় কোন সমস্যা নেই। সম্প্রতি হাঙ্গেরি ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রীতি ম্যাচে বেশ খেলেছে। গ্রুপ-২ এ প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানী, চিলি ও আলজিরিয়া।

**সম্ভাবনা ঃ** চিলিকে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে।

**বেলজিয়ম ঃ** ইউনিয়ন রয়ালে বেলজে ডেস সোসিয়েটেস ডে ফুটবল-অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠা ১৮৯৫। ফিফায় যোগদান ১৯০৪। জার্সি ঃ সাদা। রিজার্ভ ঃ লাল/কালো/হলুদ। খেলোয়াড় আংশিক সময়ের এবং পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ হেসেল, ব্রাসেলস। দর্শক ধরে ৭০,০০০ (আসন ১৯,০০০)। জনসংখ্যা ঃ ৯৮,২৩,৩০২। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ২,৭৯,৪২০।

বিশ্ব কাপের ফাইনাল ঃ ১৯৩০ প্রথম রাউন্ড। ১৯৩৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৩৮ প্রথম রাউন্ড। ১৯৫৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৭০ প্রথম রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ গাই থিস, বয়স ৬০। ১৯৭৭-এর আগস্টে নিযুক্ত হন।

মোটামুটি দল ঃ পাফ। গেরেটস, মিউস, মিলেক্যাম্পস, রেনকুইন। ভাণ্ডেরিকেন, ভান মোয়ের, কোয়েক, ভেরকাউটেরেন, ভানডেনবার্গ, সিউলেমানস।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ এরিক গেরেটস (রাইট ব্যাক), উইলফ্রেড ভান মোয়ের (মিডফিল্ড), জান সিউলেমানস (অ্যাটাক)।

১৯৮০-র ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স। এই দল ইউরোপীয় দলগুলির প্রথম এবার ফাইনালে যাওয়ার পথ নিশ্চিত করে। কিন্তু রেনে ভাণ্ডেরি-

কেনের হাঁটুর আঘাতে বালগেরিয়ার বিরুদ্ধে পরে সমস্যা দেখা দেয়। প্রবীণ মোয়েরকে তাই অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। গ্রুপ-৩-এ প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা হাঙ্গেরি, এল সালভেদর।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে, তার বেশি নয়।

ব্রাজিল ঃ কনফেডারাকাও ব্রাসিলিরা ডু ফুটেবল। প্রতিষ্ঠা ১৯১৪ ( পুনর্গঠন ১৯৭৯ )। ফিফায় যোগদান ১৯২৩। জার্সি ঃ হলুদ/নীল/সাদা। রিজার্ভ ঃ নীল/ সাদা/সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ মারিও ফিলহো 'মারাকানা', রায়ো ডি জেনিরো। দর্শক ধরে ২ লক্ষ ২০ হাজার ( আসন ১ লক্ষ ৭৮ হাজার )—পৃথিবীর বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম। জনসংখ্যা ১১ কোটি। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১,১১,৭৫৬।

বিশ্ব কাপের ফাইনালে ঃ ১৯৩০ প্রথম রাউন্ড। ১৯৩৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৩৮ তৃতীয়। ১৯৫০ রানার্স। ১৯৫৪ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৫৮ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৬২ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৬৬ প্রথম রাউন্ড। ১৯৭০ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭৪ চতুর্থ। ১৯৭৮ তৃতীয়।

ম্যানেজার ঃ টেলে সান্তানা, বয়স ৫০। ১৯৮০-র জানুয়ারিতে নিযুক্ত হন।

মোটামুটি দল ঃ ভালদির পেরেস। এডেভালডু, লুইসিনহো, অসকার, জুনিয়র, টনিনহো, সিরেজো, সক্রেটেস, ফ্যালকাও ( বাতিস্তা )। পাওলো ইসিডোরো, রিনাল্ডো ( রবার্টো অথবা বালতাসার ), জিকো।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ জুনিয়র ( লেফট ব্যাক ), সক্রেটেস ও জিকো ( মিডফিল্ড )।

তিনবার বিশ্ব কাপ জিতেছে কেবল ব্রাজিল। প্রতিটি বিশ্ব কাপ ফাইনাল রাউন্ডে খেলেছে। এ রেকর্ড আর কারুর নেই। গত ইউরোপ সফরে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়েছে।

এবারের ফেবারিট ব্রাজিল জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকায় খুব প্রস্তুত হতে পারেনি। তবে এই প্রতিযোগিতা ওয়ার্ম-আপের কাজ করেছে। গ্রুপ-৬ এ প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন, স্কটল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড।

সম্ভাবনা ঃ চ্যাম্পিয়ন। ফাইনালে কোন পজিশন না পেলে, অবাক হতে হবে।

ক্যামেরুন ঃ ফেডারেশন ক্যামেরুনেজ ডে ফুটবল। প্রতিষ্ঠা ১৯৬০। ফিফায় যোগদান ১৯৬২। জার্সি ঃ সবুজ/লাল/হলুদ। খেলোয়াড়রা অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ আহমদু আহিদজো, ইয়াউনডে। দর্শক ধরে ৮০,০০০। জনসংখ্যা ৭০,৮১,০০০। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৯,৩২৮।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ  আগে কখনও যোগ্যতা পায়নি।

মোটামুটি দল ঃ এন' কোনো। কাহাম, অউন্দ, দুমকে, এম' বোর্ড', কুণ্ডে, আবেগা, টোকোটো, বাহোরেন, মিল্লা, এন' গুইয়া।

দল নির্ভরশীল ঃ টমাস এন' কোনা ( গোল ), জাঁ-পিরে টোকাটো ( মিড-ফিল্ড ), রজার মিল্লা ( অ্যাটাক )।

ম্যানেজার ঃ  ব্রাঙ্কো জাটিক, বয়স ৪০ ( যুগোশ্লাভ )। ১৯৮০তে নিযুক্ত হন। পরে ম্যানেজার হয়েছেন জাঁ ভিনসেন্ট।

জাতীয় দল রূপে খুব সুনাম আছে। আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নশিপে ও কাপ উইনার্স কাপ ক্যামেরুনের খেলোয়াড়রা অত্যন্ত জনপ্রিয়। গ্রুপ-১-এ এদের প্রতি-দ্বন্দ্বী ইতালি, পোল্যাণ্ড ও পেরু।

সম্ভাবনা ঃ  প্রথম রাউণ্ড থেকেই প্রস্থান।

চিলি ঃ  ফেডারেসিয়ন ডে ফুটবল ডে চিলি। প্রতিষ্ঠা ১৮৯৫। ফিফায় যোগদান ১৯১২। জার্সি ঃ লাল / নীল / সাদা। রিজার্ভ ঃ সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ  এস্টাডিও নেশিওনাল, সান্টিয়াগো। দর্শক ৭৬,০২৮ 'সবই আসন'। জনসংখ্যা ৮৮,৮৪,৭৬৮। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৩২৪, ৪২২।

বিশ্ব কাপের ফাইনালে ঃ ১৯৩০ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৫০ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৬২ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৬৬ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭৪ প্রথম রাউণ্ড।

ম্যানেজার ঃ  লুইস সান্তিবানেজ, বয়স ৪৪। ১৯৭৮-এর আগস্টে দায়িত্ব পেয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ অসবেন। গরিবডু, ফিগুয়েরো, সোতো, বিগোরে'রা। রোজাস, নিরা, ডুবো। ইয়ানেজ, কাসজেলি, ভেলিজ।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ  মারিও অসবেন ( গোল ), এলিয়াস ফিগুয়েরো ( সেণ্টার ব্যাক ), প্যাট্রিসিও ইয়ানেজ, কার্লস কাসজেলি ( অ্যাটাক )।

দলে কয়েকজন প্রতিভাবান তরুণ আছেন। কোয়ালিফাইং গ্রুপে দক্ষিণ আমেরিকার চ্যাম্পিয়ন প্যারাগুয়েকে হারিয়েছিল। বেশি নির্ভরশীল তিনবারের 'সাউথ আমেরিকার ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' ফিগুয়েরার ওপর। কাসজেলির অভিজ্ঞতা রয়েছে স্পেনের লেভান্তে ও এস্পানোল ক্লাবে। গ্রুপ-২-এ প্রতিদ্বন্দ্বী পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও আলজিরিয়া।

সম্ভাবনা ঃ  দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে পারে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ চেকোশ্লোভেনস্কি ফোটবালোভি স্বাজ। প্রতিষ্ঠা ১৯০১। ফিফার সদস্য ১৯০৬। জার্সি ঃ লাল/সাদা/নীল। রিজার্ভ ঃ সাদা। খেলোয়াড়রা

সকলেই অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ স্ত্রাহোভ, প্রাগ। দর্শক ধরে ৬০ হাজার ( আসন ৬ হাজার )। জনসংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৩,৫২,২২৭।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৩৪ রানার্স। ১৯৩৮ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৫৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৬২ রানার্স। ১৯৭০ প্রথম রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ জোসে ভেনগ্লস, বয়স ৫৪। ১৯৭৮-এর আগস্টে নিযুক্ত হন।

মোটামুটি দল ঃ রুসকা, জাকুবেক, ভোজাসেক, ফিয়ালা, বারমস। বার্জার পানেনকা, স্তাম্বাশর, জুরকেমিক ( ভিজেক ), মাসনি, নেহোদা।

নির্ভরশীল খেলোয়াড় ঃ ( বিশ্ব কাপের ঠিক আগে ) জান কোজাক ( মিড-ফিল্ড ), দেনেক নেহোদা, লাদিস্লাভ ভিজেক ( অ্যাটাক )।

১২ বছর পরে আবার ফাইনালে উঠল। নতুনরা থাকলেও নির্ভর করতে হবে প্রবীণদের উপর। সম্প্রতি প্রীতি ম্যাচে এরা অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে বিরক্তিকর খেলেছে। অবশ্য দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সঙ্গে ড্র করেছে। স্পেনের অত্যন্ত গরম তাদের অনুকূল নয়। গ্রুপ-৪-এ প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও কুয়েত।

সম্ভাবনা ঃ প্রথম রাউন্ডে বিদায় নিতে হবে। তবে ফ্রান্সের সঙ্গে তৃতীয় খেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

**এল সালভেদর ঃ** ফেডারেশিয়ান সালভেদ্যারেসা ডে ফুটবল। প্রতিষ্ঠা ১৯৩৫। ফিফার সদস্য ১৯৩৮। জার্সি ঃ নীল। রিজার্ভ ঃ সাদা। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ ফ্লর ব্লাঙ্কা, সান সালভেদর। দর্শকাসন ৩০,০০০। জনসংখ্যা ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১৬, ৩৯৬। খেলোয়াড়রা আধা পেশাদার।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৭০ প্রথম রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ মরিসিও রডরিগুয়েজ, বয়স ৩৩। ১৯৮০তে দায়িত্ব পান।

মোটামুটি দল ঃ মোরা, বেকিনোস, জোভেল, অসোরিও, দিয়াজ, ভেনতুরা, আলফারো, হুয়েজো। মনতরা, লানেজ, গঞ্জালেজ।

নির্ভর করবে ঃ ( আসার আগে ) জায়িম রডরিগুয়েজ ( ডিফেন্স ), জোসে নরবার্টো হুয়েজোর ( মিডফিল্ড ) ওপর।

ফরওয়ার্ড গঞ্জালেজকে বলা হয় সেণ্ট্রাল আমেরিকার মারাদোনা। এবার বিশ্ব-কাপে আসায় সমস্যা দেখা দিয়েছিল দেশের রাজনৈতিক অচলাবস্থায়। প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম ও হাঙ্গেরি।

সম্ভাবনা ঃ প্রথম রাউন্ডে সর্বনিম্ন স্থানের ওপরে হলে বিস্মিত হতে হবে।

ইংল্যান্ড ঃ দ্য ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩। ফিফার সদস্য ১৯০৫-১৯২০, ১৯২৪-১৯২৮, ১৯৪৬। জার্সি ঃ সাদা/নীল/সাদা। রিজার্ভ ঃ লাল/সাদা/লাল। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ ওয়েম্বলি। দর্শক ধরে ১ লক্ষ ( আসন ৪৫ হাজার )। জনসংখ্যা ৫০ কোটি ৬০ লক্ষ। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১,৫০৫,০০০।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৫০ প্রথম রাউন্ড। ১৯৫৪ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৫৮ প্রথম রাউন্ড। ১৯৬২ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৬৬ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭০ কোয়ার্টার ফাইনাল।

ম্যানেজার ঃ রন গ্রিনউড, বয়স ৬০, ১৯৭৭-এর আগস্টে নিযুক্ত হন।

মোটামুটি দল ঃ শিলটন (ক্লেমেন্স)। নিল, থমসন, মার্টিন, মিলস। কোপেল, ম্যাকডারমট, রবসন, ব্রুকিং। কিগান, মারিনার।

নির্ভরশীল ঃ ব্রায়ান রবসন (মিডফিল্ড) ও কেভিন কিগানের (অ্যাটাক) ওপর।

১৯৭০-এর পর আবার ফাইনালে এসেছে এবং ম্যানেজার রন গ্রিনউড দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে দলকে তৈরি করে বেশ আত্মবিশ্বাসী। ক্লাবের খেলায় অনেকে আহত হয়েছিলেন। তবে বিশ্রামের পর সকলে সুস্থ। গ্রুপ-৪-এ প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া ও কুয়েত।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবেই। তবে তারপর গেলে বিস্ময়ের।

ফ্রান্স ঃ ফেডারেশন ফ্রান্সাইজ ডে ফুটবল। প্রতিষ্ঠা ১৯১৯। ফিফার সদস্য ১৯০৪ ( পূর্বতন ফেডারেশন )। জার্সি ঃ নীল / সাদা / লাল। রিজার্ভ ঃ সাদা / নীল / লাল। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ পার্ক ডেস প্রিন্সেস। দর্শকাসন ৫০,০০০, জনসংখ্যা ৫ কোটি ২০ লক্ষ। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১,১৯৪,১৮৯।

বিশ্ব কাপে ঃ ১৯৩০ প্রথম রাউন্ড। ১৯৩৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৩৮ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৫৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৫৮ তৃতীয় রাউন্ড। ১৯৬৬ প্রথম রাউন্ড। ১৯৭৮ প্রথম রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ মিচেল হিদালগো, বয়স ৪৬। ১৯৭৫-এর জানুয়ারিতে দায়িত্ব নিয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ কাস্তালেদা, জাঁভিয়ন, লোপেজ, ট্রেসর, বসিস, গিরেসে, প্লাতিনি, গেনঘিনি, রসোতু, লাকোম্বে, সিস।

দল নির্ভর করবে ঃ ট্রেসর ( ব্যাক ), প্লাতিনি ( মিডফিল্ড ) ও লাকোম্বের ( অ্যাটাক ) ওপর।

গ্রুপ-৪এ প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও কুয়েত। প্লাতিনি এখন সারা বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার। দল তার ওপর অনেক আশা রাখে।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউন্ড অতিক্রম করবেই।

**হন্ডুরাস** : ফেডারেশিয়ন ন্যাশিওনাল ডেপোরটিভা এক্সট্রায়েস্কোলার। প্রতিষ্ঠা ১৯৫১। ফিফায় যোগদান ১৯৫১। জার্সি : নীল/সাদা/নীল। রিজার্ভ : সাদা। খেলোয়াড়রা আধা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম : এস্টাডিও ন্যাশিওনাল, টেগুশিগালপা। দর্শক ৪০,০০০। জনসংখ্যা ৩০ লক্ষ। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১১,৫৫০।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে : কখনও খেলেনি।

ম্যানেজার : জোসে ডে লা পাজ হেরেরা ( চেলাতো আকলেস—ছদ্মনাম )।

মোটামুটি দল : আরজু, গুত্তিয়েরেজ, কস্টীল, ভিলেগাস, বুইনেস। জেলায়া, মারাদিয়াগা, বুয়েসো। কাবালোরা, বেইলি ও ফিগুয়েরোয়া।

নির্ভরশীল খেলোয়াড় : রামোন মারাদিয়াগা, রবার্টো ফিগুয়েরোয়া।

অধিকাংশ খেলোয়াড় ১৯৭৯তে জাপানের ইয়ুথ কাপে গিয়ে খ্যাত হন। গত গ্রীষ্মে স্পেন সফরে এঁরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। গ্রুপ-৫-এ প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া ও উত্তর আয়ারল্যান্ড।

সম্ভাবনা : গ্রুপের সর্বনিম্নে।

**হাঙ্গেরি** : ম্যাগিয়ার লাবদারুগোক জভেৎসেগে। প্রতিষ্ঠা ১৯০১। ফিফার সদস্য ১৯০৭। জার্সি : লাল/সাদা/সবুজ। রিজার্ভ : সাদা। খেলোয়াড়রা অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম : নেপস্টেডিয়ন, বুদাপেস্ট, দর্শক ধরে ৮০,০০০ ( আসন ৭৫,০০০ )। জনসংখ্যা ১ কোটি ৫০ হাজার। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড ১৩৮,৪৫১।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে : ১৯৩৪ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৩৮ রানার্স। ১৯৫৪ রানার্স। ১৯৫৮ প্রথম রাউন্ড। ১৯৬২ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৬৬ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৭৮ প্রথম রাউন্ড।

ম্যানেজার : কালম্যান মেসজলি, বয়স ৪১। ১৯৮০-র মে মাসে দায়িত্ব পান।

মোটামুটি দল : মেসজারোস। মারটোস, বালিন্ত, কেয়েকেস, টথ। সাল্লাই, মুলার, নিইলাসি। ফাজেকাস, টোরোকসিক ও কিস।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় : টিবর নিইলাসি ( মিডফিল্ড ), আন্দ্রাস টোরোকসিক ( অ্যাটাক )।

সম্প্রতি স্বদেশে হেরেছে অস্ট্রিয়া ও পেরুর কাছে। পেরুর বিরুদ্ধে অবশ্য অসুস্থতা ও আঘাতের অজুহাত দিয়েছেন খেলোয়াড়রা। যোগ্যতা অর্জনে গ্রুপের শীর্ষে স্থান নিলেও ম্যানেজার মেসজলি চিন্তিত ছিলেন স্পেনের খেলা নিয়ে। ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ২-১ হারের কথা এখনও হাঙ্গেরিয়দের দাগা দেয়। এছাড়া দুজন সেই খেলায় বঞ্চিত হন। গ্রুপ-৩-এ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম ও এল সালভেদর।

সম্ভাবনা : প্রথম রাউন্ড স্তরে যেতে পারে।

ইতালি ঃ ফেডারেজিওনে ইতালিয়ানা গিওকো ক্যালসিও। প্রতিষ্ঠা ১৮৯৮। ফিফায় যোগদান ১৯০৫। জার্সি ঃ নীল/সাদা/নীল। রিজার্ভ ঃ সাদা/নীল/নীল। রিজার্ভ ঃ সাদা/নীল/নীল। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ স্টেডিও ওলিম্পিকো, রোম। দর্শক ৯০,০০০ (আসন ৬০,০০০)। জনসংখ্যা ৫৪,১৩৪,৮৪৬। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৮,৩৩,৫৬৪।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৩৪ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৩৮ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৫০ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৫৪ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৬২ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৬৬ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭০ রানার্স। ১৯৭৪ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭৮ চতুর্থ।

ম্যানেজার ঃ এঞ্জো বেয়ারজোত, বয়স ৫৫। ফিলভিও বার্নাদিলির সঙ্গে যুগ্মভাবে নিযুক্ত ১৯৭৫-এ। একক দায়িত্ব ১৯৭৭ থেকে।

মোটামুটি দল ঃ জফ। জেন্টিল, কোলোভাতি, স্কিরিয়া, ক্যাবরিনি। ম্যারিনি, তার্দেলি, আন্তোগনিনি ( ডোসেনা )। কন্টি, রসি ( গ্রাজিয়ানি ), বেত্তেগা।

নির্ভর করতে হবে ঃ দিনো জফ ( গোল ), গ্যাতেনো স্কিরিয়া ( সুইপার ), গিয়ানকারিও আন্তোগনিনি ( মিডফিল্ড ) ও পাওলো রসির ( অ্যাটাক ) ওপর।

ইতালিই একমাত্র ইউরোপীয় দেশ যারা তিনবার বিশ্ব কাপ জয়ের আশা করেছিল। ১৯৭৮-এ চতুর্থ হওয়াটা বিস্ময়ের। একটি জাতীয় দল যেন একটি ক্লাব ( জুভেন্টাস ) নিয়ে! কোয়ালিফাইং গ্রুপের শেষ দিকে ফ্রান্স ও পূর্ব জার্মানীর কাছে পরাজয় দলের মনোবলে চিড় ধরেছে। বাজি ধরা ও ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে দু বছর শাস্তির পর পাওলো রসি মাত্র কয়েক সপ্তাহ অনুশীলনের সুযোগ পাবেন স্পেন যাওয়ার আগে। পুরোপুরি ফিট নন বেত্তেগা, মাথায় আঘাতের পর আন্তোগনিনিও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। গ্রুপ-১-তে প্রতিদ্বন্দ্বী পোল্যাণ্ড, পেরু ও ক্যামেরুন।

সম্ভাবনা ঃ প্রথম রাউণ্ডেই বেগ পেতে হবে।

কুয়েত ঃ কুয়েত ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠা ১৯৬২। ফিফায় যোগদান ১৯৬২। জার্সি ঃ নীল/সাদা/নীল। রিজার্ভ ঃ লাল/সাদা/লাল। খেলোয়াড়রা অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ আল কাদিসিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। দর্শকাসন ২৫,০০০। জনসংখ্যা ১০ লক্ষ। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১,৬৩৮।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ আগে কখনও যোগ্যতা পায়নি।

ম্যানেজার ঃ কার্লস আলবার্তো পেরিরা, বয়স ৩৯ ( ব্রাজিল )। ১৯৭৮-এ দায়িত্ব পেয়েছেন। ( এই কার্লস ব্রাজিল অধিনায়ক নন )।

মোটামুটি দল ঃ অল-তারাবুলাসি। মুবারক, মাহবুব, মেয়ুফ, ওয়ালিদ জাসেম। অল-বুলুশি, অল-হাউতি, কারাম। অল-দাখিল, ইয়াকুব, অল-অনবারি।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ আব্দুল অল-অনবারি ( অ্যাটাক ) সৈয়দ অল-হাউতি ( মিডফিল্ড ), ফয়জল অল-দাখিল, ফাতি কামিল হাসেম ইয়াকুব ( অ্যাটাক )।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ এই প্রথম।

কোয়ালিফাইং খেলায় সৌদি আরবিয়া অপেক্ষা অনেক ভাল খেলে সকলের নজরে আসে। ব্রাজিল ঘরানায় খেলে, ইংলিশ পদ্ধতিতে এদের প্রশাসন চলে। স্পেনে যাওয়ার প্রস্তুতিতেই ব্যয় করেছেন ২০ লক্ষ পাউন্ড (১ পাউন্ড = প্রায় ১৫ টাকা)। কোচ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কুয়েতকে ভাল খেলাবার। গ্রুপ-৪-এ প্রতিদ্বন্দ্বী ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ও চেকোশ্লোভাকিয়া।

সম্ভাবনা ঃ একটি ড্র করতে পারে। গ্রুপে সর্বনিম্ন স্থান পাবে।

উত্তর আয়ারল্যান্ড ঃ আইরিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠা ১৮৮০। ফিফার সদস্য ১৯১১-১৯২০, ১৯২৪-১৯২৮, ১৯৪৬। জার্সি ঃ সবুজ/সাদা/সবুজ। রিজার্ভ ঃ সাদা/সবুজ/সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ উইন্ডসোর পার্ক, বেলফাস্ট। দর্শক ধরে ৫৮,০০০ (আসন ৫,০০০)। জনসংখ্যা ১৫,৩৬, ০৬৫, রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১৭,৬৮৫।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৮৫ কোয়ার্টার ফাইনাল।

ম্যানেজার ঃ বিলি বিংহাম, বয়স ৫০। ১৯৮০তে নিযুক্ত হয়েছেন দ্বিতীয় বারের জন্য। ১৯৫৮য় দলের খেলোয়াড় ছিলেন বিংহাম।

মোটামুটি দল ঃ জেনিংস। জে নিকল, সি নিকল, জে ও'নিল ডোনাঘি। এম ও'নিল, মাক্‌লরয়, ম্যাক্রির। ব্রাদারস্টন, আর্মস্ট্রং, হ্যামিলটন।

নির্ভর করতে হবে ঃ মার্টিন ও'নিল, স্যামি ম্যাক্‌লরয় (মিডফিল্ড)-এর ওপর।

ম্যানেজার বিংহাম অনেক চেষ্টাতে দলকে আক্রমণে দড় করতে পারেননি। কোয়ালিফাইং রাউন্ডের আটটি খেলায় এরা গোল করেছে ৬টি। গ্রুপ-৫-এ এদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন, যুগোশ্লাভিয়া ও হন্ডুরাস।

সম্ভাবনা ঃ প্রথম রাউন্ডেই বিদায়।

নিউজিল্যান্ড ঃ নিউজিল্যান্ড ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠা ১৮৯১। ফিফার সদস্য ১৯৪৮। জার্সি ঃ সাদা/কালো/সাদা। রিজার্ভ ঃ কালো/সাদা/সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ নিউমার্কেট পার্ক, অকল্যান্ড। দর্শক ১৮,০০০। জনসংখ্যা ২,৭৮৬,৯২৩। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৪১,৬৯৮।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ এবারই প্রথম।

ম্যানেজার ঃ জন আডসহেড, বয়স ৩৬। ১৯৭৮-এ দায়িত্ব পেয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ উইলসন। হিল, হারবার্ট, অলমন্ড, এলরিক। ম্যাককে, সুমগর, কোল, গ্রাণ্ট টার্নার। ব্রায়ান টার্নার, উড্ডিন।

নির্ভরশীল খেলোয়াড় ঃ স্টিভ সুমগর (মিডফিল্ড), স্টিভ উড্ডিন ও ব্রায়ান টার্নার (অ্যাটাক)।

কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে বিশ্ব কাপের রেকর্ড গোল করে এরা ফিজির বিরুদ্ধে (১৩-০)। অধিনায়ক স্টিভ সুমনারের গোল ছিল ৬টি। কোয়ালিফাইং রাউণ্ডে সর্বাধিক সংখ্যক ম্যাচ খেলতে হয়েছে এবং ৬০ হাজার মাইল যাতায়াত করতে হয়। সবচেয়ে বেশি দর্শক পেয়েছে দূর প্রাচ্যে। তাই স্পেনে বিরোধী সমর্থকদের চাপে এরা কাবু হবে না। গ্রুপ-৬-এ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও স্কটল্যাণ্ড।

সম্ভাবনা ঃ প্রথম রাউণ্ডের ওপরে যেতে পারবে না।

পেরু ঃ ফেডারেসিয়ান ডে ফুটবল। প্রতিষ্ঠা ১৯২২। ফিফার সদস্য ১৯২২। জার্সি ঃ সাদা। রিজার্ভ ঃ লাল/সাদা/সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ স্টেডিও ন্যাশিওনাল. লিমা। দর্শকাসন ৪৫,০০০। জনসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ ২ হাজার। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১৩৯, ৩৬০।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৩০ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭০ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৭৮ দ্বিতীয় রাউণ্ড।

ম্যানেজার ঃ টিম (এলবা ডে পাডুয়া লিমা), বয়স ৭১। (ব্রাজিল)। ১৯৮১-তে দায়িত্ব পেয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ কুইরোগা। কুয়ার্তে, ডিয়াজ, চুম্পিতাজ, রজাস। ভেলাসকুয়েজ, কুয়েটু, উরিবে। বারবাদিল্লো, লা রসা, অবলিটাস (কুবিল্লাস)।

নির্ভরযোগ্য যাঁরা ঃ রামন কুইরোগা (গোল)। সিজার কুয়েটু জুলিও উরিবে (মিডফিল্ড), যুয়ান কার্লস অবলিটাস, গেরোনিমো বারবাদিল্লো (অ্যাটাক)।

গোল্ড কাপ বিজয়ী উরুগুয়েকে হারিয়েছে কোয়াইলিফাইং রাউণ্ডে। ফ্রান্স ও হাঙ্গেরিতে গিয়ে দুই দেশকেই হারিয়েছে। কুয়েটু ও উরিবের নৈপুণ্য বিশ্ব কাপে মর্যাদা দেবে। চিন্তা কেবল বয়স্ক ব্যাক চুম্পিতাজের জন্য। অন্যদের গড় বয়স ২৬ বছর। অর্থাৎ অভিজ্ঞ কিন্তু 'বুড়ো' নয়। গ্রুপ-১-এর প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালি, পোল্যান্ড ও ক্যামেরুন।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউণ্ড যাওয়া আয়ত্তের মধ্যে।

পোল্যান্ড ঃ পোলস্কি জুইয়াজেক পিলকি নিজনেজ (পি জেড পি এন)। প্রতিষ্ঠা ১৯১৯। ফিফার সদস্য ১৯২৩। জার্সি ঃ সাদা/লাল/সাদা। রিজার্ভ ঃ লাল/সাদা/লাল। খেলোয়াড়রা অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ সালস্কি স্টেডিয়াম, চোরজো। দর্শক ৮৭,০০০ (আসন ৬৯,০০০)। জনসংখ্যা ৩,৪৫,২৮,০০০। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ২,৩৪,০৫২।

**বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ** ১৯৩৮ প্রথম রাউন্ড। ১৯৭৪ তৃতীয় রাউন্ড। ১৯৭৮ দ্বিতীয় রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ আন্তনিও পিশনিকজেক, বয়স ৪০। ১৯৮১-র জানুয়ারিতে নিযুক্ত হন।

মোটামুটি দল ঃ মউলিক, জিউবা, জামুদা, জানাস, জালোছা, মাতিসিক, মাজেওস্কি, বনিয়েক, লাতো, জারমাক, স্মোলারেক।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ লাতিস্ল জামুদা ( ডিফেন্স ), বিগনিউ বনিয়েক ( মিডফিল্ড ), আন্দ্রেজেজ জারমাক, লোদেক স্মোলারেক পিতর স্ক্রোরস্কি ( অ্যাটাক )।

প্রায় এক যুগ আগে মিউনিকে পোল্যান্ড যখন ওলিম্পিক্সে সোনা পায় তখন এদের ফুটবলে নব জাগরণ আসে। তারপর থেকেই বিশ্ব কাপের স্বপ্ন দেখছে। বড় প্রশ্ন ঃ তরুণরা কি দেশের মর্যাদা রাখতে পারবে ? তবে এরা জানে আধুনিক কাকে বলে। কোয়ালিফাইং রাউন্ডের দুটি খেলাতেই তারা পূর্ব জার্মানীকে হারিয়েছে। খেলোয়াড়দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বিশ্ব কাপ জিততে পারলে তারা বিদেশে ট্রান্সফার নিয়ে খেলার সম্মতি পাবে। গ্রুপ-১-এ এদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইতালি, পেরু ও ক্যামেরুন।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে।

**সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ** এস এস এস আর ( সোভিয়েতস্কি সয়ুজ সোস্যালিস্ট রিপাবলিক ) ফুটবল ফেডারেশন। প্রতিষ্ঠা ১৯১২। ফিফা সদস্য ১৯৪৬। জার্সি ঃ লাল/সাদা/লাল। রিজার্ভ ঃ সাদা। খেলোয়াড়রা অপেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ লেনিন স্টেডিয়াম, মস্কো। দর্শকাসন ১ লক্ষ ২০ হাজার। জনসংখ্যা ২৫৫,৫২৪,০০০। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৪৫,০৫,০০০।

বিশ্ব কাপের ফাইনালে ঃ ১৯৫৮ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৬২ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৬৬ চতুর্থ। ১৯৭০ কোয়ার্টার ফাইনাল।

ম্যানেজার ঃ কনস্তানতাইন বেসকভ।

মোটামুটি দল ঃ দাসায়েভ। স্থলাকভেলিদজ, শিভাদজে, বালতাশা, বুরোভস্কি। দারাসেলিয়া, বুতায়াক, বেসনভ। সেনজেলিয়া, গাভরিলভ, ব্লখিন।

নির্ভর করতে হবে ঃ আলেকজান্ডার শিভাদজে ( সুইপার ), ডেভিড কিপিয়ানি ( মিডফিল্ড ), রামাস সেনজেলিয়ার ( অ্যাটাক ) ওপর মূলত মস্কো স্পার্তাক, দিনামো কিয়েভ ও দিনামো ৎবিলিসির খেলোয়াড়ে গড়া। কিয়েভের ব্লখিন চমৎকার ফর্মে আছেন। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ১৯৮২ বিশ্ব কাপের বিপজ্জনক 'ডাক' হর্স'। একাধিক সফরে স্পেনের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এরা। তবে আশংকা বিশ্ব কাপের অনেক আগেই এরা দলের উচ্চ মানসিকতা এনে দিয়েছে, এর ফল বিপ-

ন্নীত হতে পারে। গ্রুপ-৬-এ এদের খেলতে হবে ব্রাজিল, স্কটল্যাণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডে।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাবে।

স্কটল্যান্ড ঃ স্কটিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। প্রতিষ্ঠা ১৮৭৩। ফিফার সদস্য ১৯১০-১৯২০, ১৯২৪-১৯২৮, ১৯৪৬। জার্সি ঃ নীল/সাদা/লাল। রিজার্ভদের ঃ সাদা/নীল/সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ হ্যামডেন পার্ক, গ্লাসগো। দর্শক ধরে ৮৪,০০০। জনসংখ্যা ৫,২০৬,২০০। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১০৯,০০০।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৫৪ প্রথম রাউন্ড। ১৯৫৮ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭৪ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭৮ প্রথম রাউণ্ড।

ম্যানেজার ঃ জক স্ট্রেইন বয়স ৫৯। ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরে ম্যানেজারের দায়িত্ব পেয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ রাফ। ম্যাকগ্রেন, মিলার, হানসেন, এফ গ্রে। স্ট্রাশান, সাউনেস হার্টফোর্ড। ডালগলিশ, জর্ডার ( আর্চিবল্ড ), রবার্টসন।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ গ্রিম সাউনেস ( মিডফিল্ড ), কেনি ডালগলিশ ( অ্যাটাক )।

১৯৭৪-র এর একমাত্র অপরাজেয় দল। তবে ১৯৭৮য় উইলি জনস্টনের ডোপিং-এর ঘটনা স্বটল্যাণ্ডকে লজ্জায় ফেলে দেয়। ব্রিটিশ ফুটবলে সবচেয়ে ভাল ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ম্যানেজার জক স্টেইনের মতো ট্যাকটিকাল কম ম্যানেজারেরই আছে। দল যদি ব্যর্থ হয়, তবে সেজন্য তিনি দায়ী হবেন না। তবে দেশের নানা খেলায় ওরা ক্লান্ত। গ্রুপ-৬-এ প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নিউজিল্যান্ড।

সম্ভাবনা ঃ ড্র খুব মন্দ ভাগ্যের এবং এ কারণে খুব শক্ত গ্রুপে পড়েছে। প্রথম রাউণ্ডে বিদায় নিতে হতে পারে।

স্পেন ঃ রিয়েল ফেডারেসিওন এস্পানোলা ডে ফুটবল। প্রতিষ্ঠা ১৯১৩। ১৯০৪-এ ফিফার সদস্য ক্লাব প্রতিনিধিরূপে। জার্সি ঃ লাল/নীল/কালো। রিজার্ভ ঃ নীল/নীল/কালো। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ এস্টাডিও ব্যানের্বিউ, মাদ্রিদ। দর্শক ধরে ৯০০০০ ( আসন ৪৫,০০০ )। জনসংখ্যা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৫০ হাজার ! রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ২০২,৫৭৪

বিশ্ব কাপের ফাইনালে ঃ ১৯৩৪ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৫০ চতুর্থ। ১৯৬২ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৬৬ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৭৮ প্রথম রাউণ্ড।

ম্যানেজার ঃ জোসে সান্তামারিয়া, বয়স ৫২ ( জন্ম উরুগুয়ে )। ১৯৮০তে যুক্ত হয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ আরকোনাদা। কামাচো, টেণ্ডিলো, অলেসানকো, গোর-ডিলো। ভিক্টর, মিগুয়েল অলোনসো, জামোরা। জুয়ানিতো, সাত্রাসটেগুই ( সান্তিলানা/কুইনি ), লোপেজ উফারতে ( মারকোস )।

নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় ঃ লুইস মারিয়া আরকোনাদা ( গোল ), জেসাস জামোরা ( মিডফিল্ড ), জেসাস সাত্রাসটেগুই ( সেণ্টার ফরওয়ার্ড )।

আয়োজক দেশ স্পেনের ওপর মানসিক চাপ থাকবেই। গত দেড় বছর ধরে প্রতিমাসে তারা নানা দেশের সঙ্গে একটি করে প্রীতি ম্যাচ খেলেছে অনুশীলন হিসেবে। তারা প্রথম রাউণ্ডের ম্যাচে খেলবে ভ্যালেন্সিয়ায়। বাকি ম্যাচগুলি ম্যাদ্রিদে। স্পেনের তিনজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় চ্যাম্পিয়ন রিয়েল সোসিডাড থেকে। অস্ট্রিয়া ও ওয়েলসের কাছে হারলেও জিতেছে পোল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে। উত্তেজনা ও চাপ থাকলেই দলের অধিকাংশই অভিজ্ঞ। তাই এরা সব কিছু সহজে উৎরোবে। গ্রুপ ৫-এ প্রতিদ্বন্দ্বী যুগোশ্লাভিয়া, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও হণ্ডুরাস।

সম্ভাবনা ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডে ভাল খেলবে। উদ্যোক্তা দেশের সর্বদাই অনুকুল পরিবেশ থাকে। তৃতীয় স্থানের নিচে স্থান হবে না।

পশ্চিম জার্মানী ঃ ডয়েশার ফুশবল-বান্ড। প্রতিষ্ঠা ১৯০০। ফিফায় যোগ-দান ১৯০৪-১৯৪৫, ১৯৫০। জার্সি ঃ সাদা/কালো/সাদা। রিজার্ভ ঃ সবুজ/সাদা/সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ ওলিম্পিয়াস্টেডিয়ন, মিউনিক। দর্শকাসন ৮০,০০০। জনসংখ্যা ৬ কোটি ১০ লক্ষ ৫০ হাজার। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ৩,৬১১,৪৩১।

বিশ্ব কাপের ফাইনালে ঃ ( যুদ্ধের আগের অবিভক্ত জার্মানী ধরে ) ১৯৩৪ তৃতীয়। ১৯৩৮ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৫৪ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৫৮ চতুর্থ। ১৯৬২ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৬৬ রানার্স। ১৯৭০ তৃতীয়। ১৯৭৪ চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭৮ দ্বিতীয় রাউন্ড।

ম্যানেজার ঃ জুপ ডারওয়াল, বয়স ৫৫। ১৯৭৮-এর জুলাইয়ে দায়িত্ব পেয়েছেন।

মোটামুটি দল ঃ সুমাখের। কালৎজ স্টাইলাইক, কে-এইচ ফরস্টার, ব্রিজেল। ড্রেমলার, ব্রেটনার, এইচ মুলার ( মাগাথ )। লিটবারস্কি ( রুবেশ )। ফিশার, রুমেনিগে।

নির্ভরযোগ্য যারা ঃ মানি কালৎজ ( রাইট ব্যাক ), উলি স্টাইলাইক ( সুই-পার ), পল ব্রেটনার ( মিডফিল্ড ) কার্ল হাইনজ রুমেনিগে ( অ্যাটাক )।

১৯৮০-র ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম প্রধান বার্নড স্লুসটার বিশ্ব কাপে খেলবেন না জানানোয় দল কিছুটা দুর্বল। তবে কোয়ালিফাইং রাউণ্ডের প্রতিটি খেলাতেই ( আটটি ) জিতেছে। গোল করেছে ৩৩টি। অনেক আগে উন্নতির শিখরে গেলেও ম্যানেজার ডারওয়াল বলেছেন; ও নিয়ে চিন্তার নেই। আমার ছেলেরা যথাসময়ে টগবগিয়ে উঠবে। কালৎজ ও রুমেনিগের আঘাতও সেরে যাবে। মাগাথ ও হানসি মুলারের হাঁটুর আঘাতও প্রশমনের দিকে। জার্মানী স্পেনে গোল করতেই যাচ্ছে এবং এখানেই অন্যদের সঙ্গে জার্মানীর পার্থক্য।

সম্ভাবনা ঃ চ্যাম্পিয়ন হতে পারে। তাহলে প্রথম ইউরোপীয় দেশ হবে যারা বিশ্ব কাপ তিনবার জিতবে। কিন্তু ফাইনালে হারাতে হবে ব্রাজিলকে।

যুগোশ্লাভিয়া ঃ ফুটবালস্কি সাভেজ যুগোশ্লাভিজে। প্রতিষ্ঠা ১৯১৯। ফিফার সদস্য ১৯১৯। জার্সি ঃ নীল/সাদা/লাল। রিজার্ভ ঃ সাদা। খেলোয়াড়রা পেশাদার। জাতীয় স্টেডিয়াম ঃ রেড স্টার, বেলগ্রেড। দর্শকাসন ৯৫,০০০। জনসংখ্যা ২ কোটি ৫০ হাজার। রেজিস্টার্ড খেলোয়াড় ১৭২,২২৫।

বিশ্ব কাপ ফাইনালে ঃ ১৯৩০ সেমিফাইনাল ১৯৫০ প্রথম রাউণ্ড। ১৯৫৪ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৫৮ কোয়ার্টার ফাইনাল। ১৯৬২ চতুর্থ। ১৯৭৪ দ্বিতীয় রাউণ্ড।

ম্যানেজার ঃ মিলজান মিলজানিচ, বয়স ৫১। দায়িত্ব পেয়েছেন ১৯৭৮-এর নভেম্বরে। এটি দ্বিতীয় পর্যায়।

মোটামুটি দল ঃ পান্তেলিচ। স্টোজকোভিচ, জাজেচ, বুলজান, গুদেলজি। জল্লাতো ভুজোভিচ, জোরান ভুজোভিচ, পেত্রোভিচ, সুরজাক। হালিহোদাজিচ, স্লুসিচ।

নির্ভর করতে হবে ঃ জল্লাতকো ভুজোভিচ ( অ্যাটাক ), ভ্লাদিমির পেত্রোভিচ ( মিডফিল্ড )-এর ওপর। যুগোশ্লাভিয়াই সর্বাধিক খেলোয়াড় রপ্তানী করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী থেকে তাদের অনেকেই ফিরবেন। পেনাল্টি বিশেষজ্ঞ গোলরক্ষক পান্তেলিচও ফিরবেন। উনি খেলেন ফ্রান্সের বোরদেওঁ ক্লাবে। গ্রুপ-৫-এ এদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেন, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও হণ্ডুরাস।

সম্ভাবনা ঃ দ্বিতীয় রাউণ্ডের ওপরে যেতে পারবে না।

## গ্রুপ—১

ইতালি-০ ঃ পোল্যান্ড--০। ১৪ জুন ভিগুতে ৩৫,০০০ দর্শক এসেছেন। খুবই আশংকা ছিল খেলা নির্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ হবে কিনা। কারণ আগের দিন বিদ্যুৎ ও জল কর্মীরা ঘোষণা করেছিলেন-নানা দাবিতে তাঁরা ১৪ জুন ধর্মঘটের ডাকে দিয়েছেন। কর্মকর্তারা অবশ্য শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে চুপচাপ

ছিলেন। খেলা আরম্ভ হল নির্দিষ্ট সময়ে, কিন্তু দর্শকদের আশার আলো দেখাতে পারল না। নিঃসন্দেহে ইতালি অনেক ভাল দল, তবুও তারা না দেখাল নৈপুণ্য, না দিল গোল।

খেলার শুরুতে সম্ভবত দুই দলই ১৯৭৪-এর তিক্ত ঘটনার প্রতিশোধ নিয়েছিল। রেফারি মিচেল ভাওট্রটের তা স্মরণে ছিল এবং উভয়ের যখন উগ্র ফুটবল শুরু করে সূচনাতেই, তিনি দুই মিনিটের মধ্যেই ইতালির মারিনিকে সতর্ক করে দেন। তারপর খেলা হল শান্তিপূর্ণ। সম্ভবত বড় বেশি শান্তিতে, কিছু গোলের সুযোগসহ। ২০ মিনিটে বনিয়েক একটিই সুযোগ পান। কিন্তু বল চলে যায় ওপর দিয়ে। পোলিশরা আর সামান্যই দিনো জফকে ভীত করতে পেরেছিল।

গ্রাজিয়ানি ২৫ মিনিটে একটি সুযোগ নষ্ট করেন। রোসির চমৎকার প্রত্যাবর্তন অভাবনীয়। বিরতির আগে তার হেড সামান্যর জন্য বাইরে গেল।

বিরতির পর পোলিশরা খেলায় ফেরার চেষ্টা করে। কিন্তু স্কিরিয়া, জেণ্টিল ও কাবরিনি সব ব্যর্থ করে দেন সামান্য পরিশ্রমে। বরং ইতালীয়রা জয়ের কাছাকাছি এসেছিল শেষ দিকে। গ্রাজিয়ানির শট জালোছা লাইনের ওপর থেকে রুখে দেন। এর পরেই তার্দেলির শট বারে লেগে ফেরে।

ইতালি ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোত বললেন, গত কয়েকমাস তাঁর টিম সম্পর্কে যে সমালোচনা হচ্ছিল, সেই তুলনায় ভাল খেলেছে। পোল্যাণ্ডের আন্তোন পিয়েজনিকজেক প্রশংসা করলেন তার্দেলি ও আন্তোগননির স্কিল ও স্ট্রেংথকে।

| ইতালি | পোল্যান্ড |
|---|---|
| জফ, জেণ্টিল, স্কিরিয়া, কলোভাতি, কাবরিনি, মারিনি, তার্দেলি, আন্তোগননি, কণ্টি, রসি, গ্রাজিয়ানি.। | ম্লিনার্কজিক, মাজেওস্কি, জামুদা, জানাস, জালোছা, লাটো, মাতিসিক, বনিয়েক, বানছো, ইওয়ান ( কুস্তো ৭১ মিঃ ), স্মোলারেক। |

রেফারি : মিচেল ভাউট্রট ( ফ্রান্স )

ক্যামেরুন-০ : পেরু-০। ক্যামেরুনের দুর্ভাগ্য। ১৪ জুন লা করুণায় তারা হারাতে পারল না পেরুকে। ফাইনাল রাউণ্ডে প্রথম এসে তা হলে ক্যামেরুন অঘটন ঘটাতে পরেত। দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরু সর্বদাই বিস্ময় জাগায়। কিন্তু তারা ক্যামেরুনকে পাত্তা দিতে চায়নি। ভেবেছিল ওদের সঙ্গে তো খেলতে হবে ওয়াকওভারের মতো। কিন্তু ক্যামেরুন যখন বুঝতে পারল প্রকৃতভাবে, তখন খেলায় ফিরে আসা আর সম্ভব ছিল না।

৩৪ মিনিটেই ক্যামেরুন গোল পেত, যদি তাদের দুর্দান্ত রজার মিলা-র গোল রেফারি অফ সাইড না দিতেন। এর আগে মিলা দুবার কুইরোগাকে জোরালো পরীক্ষা করেন।

অপর দিকে ক্যামেরুনের গোলরক্ষক থমাস, এনকোনো সুনাম বজায় রাখেন। তবে শুরুতে একটু মানসিক চাপে ছিলেন এবং বাঁদিকে একটু দুর্বল মনে হল। দ্বিতীয়ার্ধে তিনি চমৎকার খেললেন। বদলী জারোনিগো বারবাদিল্লোর একাধিক ক্রশ শট রুখেছেন। মেক্সিকো-নিবাসী পেরুর এই বিপজ্জনক উইঙ্গার কিছুদিন আগেও ইতালির আভেলিনোয় খেলেছেন। এ দিন তিনি দ্বিতীয়ার্ধে কুবিল্লাসের বদলী নামেন। অভিজ্ঞ তিওফিলো কুবিল্লাস ১৬ মিনিটে একবার তার তারুণ্যের যাদু দেখান মাঝমাঠ থেকে বল নিয়ে রক্ষণ অতিক্রম করে। এনকোনো তৎপরতার সঙ্গে আটকান।

বিরতির একটু আগে পেরুর জুলিও সিজার ইউরাইবের শট সামান্যর জন্য ওপর দিয়ে চলে যায়। বাকি সময় তারা মিডফিল্ড বা নিজেদের ডিফেন্সে রাখার চেষ্টা করেছে আফ্রিকানদের সৃষ্ট বিপদ থেকে আত্মরক্ষার জন্য। তাদের হতাশা ভেলাসকুয়েজ কর্তৃক রাফ ট্যাকলে যায় এবং আহত মিলাকে মাঠের বাইরে নেওয়া হয়। মিলা ফিরে এলেও আর খেলায় কষ ছিল না। ক্যামেরুন দেখাল তারা ফাইনালে খেলার যোগ্য।

| ক্যামেরুন | পেরু |
|---|---|
| এনকোনো, কাহাম, কুন্ডে, ওনানা, এনজেয়া, এমবম, আবেগা, এমবিদা, আউদাউ, এনগুইয়া ( বাহোদেন ৭২ মিঃ ), মিলা ( টোকোটো ৮৯ মিঃ )। | কুইরোগা, ডুয়ার্টে, ডিয়াজ, সালগুয়েরো, ওলেশি, লেগুইয়া ( লা রোসা ৫৬ মিঃ ), কুয়েটু, ভেলাসকুয়েজ, অবলিটাস, ইউরাইব, কুবিল্লাস, বারবাদিল্লো ৫৫ মিঃ )। |

**রেফারি ঃ** ফ্রাঞ্জ ওহরার ( অস্ট্রেলিয়া )

**ইতালি-১ ঃ পেরু-১।** ভিগুতে ১৮ জুন দর্শক বেড়ে ২৫ হাজার হল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের খেলাগুলি আকর্ষণ বাড়াল তিনটি খেলায় দুটি গোল হওয়ায়। তবে এই ম্যাচটিও ভাল হয়নি। তার্দেলি ও ডুয়ারটেকে সতর্ক করলেও রেফারি ওয়াল্টার এশউইলার তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলা পরিচালনা করতে পারেননি। যুয়ান কার্লস ওবলিটাসকে ট্রিপ করলেন কুডিও জেন্টিল, তবুও রেফারি পেনাল্টি দিলেন না। রেফারির অজুহাত ছিল ওর আগে পেরুকেও বঞ্চিত করেছি। এতে ইতালির মেজাজ চড়ে যায়। তাতে কাজ হয়। গোলের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে। ১৮ মিনিটের সময় বারবাদিল্লো বাঁদিক থেকে আটকাতে পারলেন না কাবরিনিকে। আন্তোগননির সহযোগিতায় আরও এগোলেন কাবরিনি এবং দিলেন কণ্টিকে এবং ১-০ হল।

সমাপ্তির সাত মিনিট আগে কুবিল্লাসের ফ্রিকিক জেন্টিলের গায়ে লেগে গোলে প্রবেশ করে ( ১-১ )।

পেরু এর পরে আর নজর কাড়তে পারেনি। ইউরাইবকে শ্লথ মনে হল। বারবাদিল্লো ও অবলিটাস মিডফিল্ডে তালগোল পাকালেন বারে বারে। পেরু দুটি ম্যাচে এই নিয়ে দুটি পয়েন্ট হারাল। ম্যানেজার টিম-এর তবুও বিশ্বাস তারা দ্বিতীয় রাউণ্ডে পৌঁছবেই। ইতালির ম্যানেজার বেয়ারজোত বললেন, আমার দল তো এখনও সুসংহত ফুটবল খেলেনি।

**ইতালি**
জফ, জেণ্টিল, স্কিরিয়া, কলোভাতি, কাবরিনি, তার্দেলি, আন্তোগননি, মারিনি, রসি ( কসিও ৪৬ ), গ্রাজিয়ানি, কন্টি।

**পেরু**
কুইরোগা, ডুয়ার্টে, ডিয়াজ, সানগুয়েরু, ওলেশি, কুয়েটু, ভেলাসকুয়েজ, কুবিল্লাস, বারবাদিল্লো, ( লেগুইয়া ৬৪ ), ইউরাইব ( লা রোসা ৬৪ )।

রেফারি ঃ ওয়াল্টার এশউইলার ( পশ্চিম জার্মানী )

ক্যামেরুন-০ ঃ পোল্যাণ্ড-০। ১৯ জুন লা করুণায় পোল্যাণ্ড রক্ষা পেল নিতান্ত ভাগ্যের জোরে। তাদের মধ্যে ইউরোপীয় একঘেঁয়ে ফুটবল উদ্যমী ও কুশলী ক্যামেরুনকে পরাস্ত করতে পারল না। ক্যামেরুনের খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা কম, তাই আন্তনি পিয়েকনিকজেক্স-এর ছেলেরা ( পোল্যাণ্ড ) বেঁচে রইল আর একটি ম্যাচের জন্য।

পোল্যাণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে প্রথম দিকে আন্দ্রেজেজ ইওয়ান আহত হওয়ায়। তবুও তারা ক্যামেরুনের গোলে আক্রমণ হানে। প্রথমে বনিয়েকের ফ্রি-কিক ওপর দিয়ে চলে যায়। এরপর একবার বার ও একবার গোলরক্ষক লাটোর দুটি শট বাঁচায়। অন্যদিকে যোসেফ ম্লিনার্কজিক প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ছিলেন। কুণ্ডের ৩৫ গজ দূরের ফ্রিকিক কোন রকমে আটকান।

দ্বিতীয়ার্ধে ক্যামেরুন একবার রক্ষা করে বনিয়েকের শট, এনকোনো অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেটি আটকান। ক্যামেরুনও পাল্টা আক্রমণ করে। রজার মিলা-র শট আবেগা গোলে পাঠালে ম্যাজেওস্কি বারের নিচ থেকে ক্লিয়ার করলেন। বাস্তিয়ার ফরোয়ার্ড মিলাকে রেফারি আলেক্সিস পনেট সতর্ক করেন। কারণ মিলা বল ছুঁড়ে মেরেছিলেন পোলিশ ডিফেণ্ডারের মুখে, ফাউল করায়। তাঁরা সারাক্ষণ শান্ত হয়ে গেলেন, হতাশা ছিল তত সুযোগের একটিও কাজে না লাগায়।

**ক্যামেরুন**
এনকোনো, কাহাম, কুন্ডে, ওলানা, এনজেয়া, এমবম, আবেগা, এমবিদা, আউদাউ, এনগুইয়া ( টোকোটো ৪৬ মিঃ ) মিলা।

**পোল্যান্ড**
ম্লিনার্কজিক, ম্যাজেওস্কি, জানাস, জামুদা, জালোছা, লাটো, পালাজ ( কুস্তো ৬৬মিঃ ), বনিয়েক, বানকোল, ইওয়ান ( জারমাক ২৫ মিঃ ) স্মোলারেক।

রেফারি ঃ আলেক্সিস পোনেট ( বেলজিয়ম )

**পোল্যান্ড-৫ ঃ পেরু-১।** গত কদিন বিরক্তিকর ফুটবলের পর ২২ জুন লা করুণায় গ্রুপের এই ম্যাচটি দর্শকদের আনন্দ দিল। প্রাণ ফিরে পেল ফুটবল। এই জয়ে পোল্যান্ড দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়া নিশ্চিত করল আর পেরু হল প্রথম—যারা পরবর্তী বিমানেই দেশে ফিরবে।

অথচ ২৬ হাজার দর্শকের সামনে পেরুর সূচনাই ছিল ভাল। ম্লিনাকজিক প্রথম ১০ মিনিটে দুটি প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করেন। পোল্যান্ড খেলায় ফেরে এরপর। স্মোলারেক সামনে কেবল কুইরোনায়কে পেয়েও পরাস্ত করতে পারলেন না। কুপসেউইকজের শট ওপর দিয়ে গেল। জালোছার প্রয়াসও একই ভাবে ব্যর্থ হল।

১৬ মিনিটে পোল্যাণ্ড ১-০ এগোতে পারত বানকলের পাস থেকে বনিয়েক চিপ করায়। কিন্তু স্মোলারেক অফ সাইডে ছিলেন। পোলিশ আক্রমণ তবুও অব্যাহত। বনিয়েকের শট এবার বারে লাগল, বানকল হতাশ হলেন পোস্টে লাগায়। পেরু মরীয়া। সতর্কিত হল ভেলাসকুয়েজ রাফ ট্যাকল করায়। প্রথমার্ধে গোল হল না। তবে দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে উপভোগ করলেন। আর দ্বিতীয়ার্ধে দেখলেন গোলগুলি।

ভেলাসকুয়েজের ভুল পাস স্মোলারেক ধরে ১-০ করেন। বনিয়েকের পাস থেকে লাটো করলেন ২-০। ৩-০ বানকলের সাহায্যে বনিয়েক কর্তৃক। তিনজনের প্রয়াসে ৪-০ করেন বানকল। ৫-০ করেন বদলী সিওলেক, সাহায্য করেন লাটো।

সমাপ্তির আট মিনিট আগে লা রোসা পেরুর পক্ষে সান্ত্বনা গোল (৫-১) করলেন। তাঁর হেড কখনও ব্যর্থ হয় না, আবার প্রমাণিত হল।

| পোল্যান্ড | পেরু |
|---|---|
| ম্লিনাকজিক, ম্যাজেওস্কি, জামুদা, জানাস, জালোছা (জিউবা ২৬ মিঃ) মাতিসিক, কুপসেউইকজ, বানকল, লাটো, বনিয়েক, স্মোলারেক (সিওলেক ৭৩ মিঃ)। | কুইরোগা, ডুয়ার্টে, ডিয়াজ, সালগুয়েরু, ওলেশি, লেগুইয়া, কুয়েটু, ভেলাস-কুয়েজ, কুবিল্লাস (ইউরাইব ৪৯ মিঃ), লা রোসা, ওবলিটাস (বারবাদিল্লো ৪৯ মিঃ)। |

রেফারি ঃ ভাজকুয়েজ (মেক্সিকো)

**ক্যামেরুন-১ ঃ ইতালি-১।** ২৩ জুন ভিগুতে ইতালি সর্বদাই বেগ দিয়েছে বিপক্ষকে। 'আজুরি' বাহিনী খুশি ছিল ক্যামেরুন ইউরোপীয় ফুটবল খেলছে দেখে। তবে আফ্রিকানরা জানিয়ে গেল ইতালি দ্বিতীয় রাউণ্ডে এমন খেললে লাতিন আমেরিকা তোমাদের সমস্যায় ফেলবে।

ইতালি এদিন জেতেনি, কারণ জিততে চায়নি। এবং এজন্য আক্রমণও করেছে কম। রবার্টো বেত্তেগা নেই, সুতরাং কে নেতৃত্ব দেবেন? ফ্রান্সেসকো গ্রাজিয়ানি

পরিশ্রম করেন সাধ্যানুযায়ী, পাওলো রোসি কেবল দেহের মরচে ঝেড়ে ফেলায় চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু গোলে বল পাঠানোর কাজে হতাশ করেছেন।

সেরা ব্যর্থতা ছিল কন্টির। ১১ মিনিটে গ্রাজিয়ানির ফ্রি-কিক ক্যামেরুন রক্ষণভাগে পড়ল। গোলে এনকোনো নড়বড় করছেন অসহায়ের মতো। কিন্তু কন্টির শট অনেক উঁচু দিয়ে বেরিয়ে গেল। ৩০ মিনিটের সময় কলোভাতির হেড বারে লাগতে রসি রিবাউন্ড করলেন মাথা দ্বারা। ওপর দিয়ে চলে গেল।

এটা সত্যি দিনটি ইতালির একচেটিয়া ছিল না। অ্যান্তোগননি সতর্কিত হলেন।

ক্যামেরুন একটিই আক্রমণ করে। কিন্তু কুন্ডের প্রচেষ্টা দিনো জফ ডাইভ দিয়ে বাঁচান।

সেরা খেলা খেললেন মার্কো তার্দেলি। তিনি ৫৩ মিনিটে যখন জ্বলে উঠলেন, ওদিকে এনকোনোও গোলে তৎপর। তবে এনকোনো একবারই পরাস্ত হন রসির ক্রশ থেকে গ্রাজিয়ানি হেড করলে ( ১-০ )।

এখানেই কি শেষ ? ইতালীয়রা ভুল করলেন খেলায় ঢিলেমি দিয়ে। ক্যামেরুনের ফরওয়ার্ডরা দ্রুত ধেয়ে গেলেন এবং এমবিদা ১-১ করলেন। মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে ওরা প্রায় বিনা বাধায় কাজটি করে। দর্শকরা ইতালিকে নয়, খেলা শেষে ক্যামেরুনকেই বাহবা জানাল। ক্যামেরুন বিদায় নিল, অপরাজেয় রইল।

| ক্যামেরুন | ইতালি |
|---|---|
| এনকোনো, কাহাম, কুন্ডে, ওলানা, এনজেয়া, এমবম, টোকোটো, আবেগা, এমবিদা, আউদাউ, মিলা। | জফ, জেন্টিল, স্কিরিয়া, কলোভাতি, কাবরিনি, ওরিয়ালি, তার্দেলি আন্তোগননি, কন্টি, গ্রাজিয়ানি, রসি। |

রেফারি : ডোশেভ ( বালগেরিয়া )

ফল

| | | |
|---|---|---|
| **ইতালি—০** | ঃ | **পোল্যান্ড—০** |
| **ক্যামেরুন—০** | ঃ | **পেরু—০** |
| **ইতালি—১** ( কন্টি ) | ঃ | **পেরু—১** ( ডিয়াজ ) |
| **ক্যামেরুন—০** | ঃ | **পোল্যান্ড—০** |
| **পোল্যান্ড—৫** ( স্মোলারেক ৫৫, লাটো ৫৮, বনিয়েক, ৬০ বানকোল, ৬৭ সিওলেক ৬৭ ) | ঃ | **পেরু—১** ( লা রোসা ৮২ ) |
| **ক্যামেরুন—১** ( এমবিদা ৬১ ) | ঃ | **ইতালি—১** ( গ্রাজিয়ানি ৩০ ) |

### লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোল্যাণ্ড | ৩ | ১ | ২ | ০ | ৫ | ১ | ৪ |
| ইতালি | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ২ | ২ | ৩ |
| ক্যামেরুন | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ১ | ১ | ৩ |
| পেরু | ৩ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৬ | ২ |

## গ্রুপ—২

**আলজিরিয়া-২ ঃ পশ্চিম জার্মানী-১।** ১৯৬৬-র বিশ্ব কাপে সবচেয়ে হতবুদ্ধিকর ফল ছিল উত্তর কোরিয়ার কাছে ইতালির পরাজয়, ১৯৮২-র অবিশ্বাস্য ফল হল ১৬ জুন গিজন-এ ৪২,৫০০ দর্শকের সামনে এই খেলাটি। ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন পশ্চিম জার্মানী হারল বিশ্ব কাপ ফাইনালে নবাগত দলের কাছে।

খেলা শেষে পশ্চিম জার্মান ম্যানেজার জুপ ডারওয়াল বললেন, শুরু থেকে শেষ আমার দলই প্রাধান্য রেখেছিল, তবুও কেন হারল বুঝতে পারছি না। ডারওয়ালের চার বছরের এই ম্যানেজারশিপে পশ্চিম জার্মানীর এটি চতুর্থ পরাজয়। কর্ণারের হিসাবেও (১৬-৪) বোঝা যায় জার্মানরা কত আধিপত্য রেখেছিল। এটিও স্পষ্ট (২-১) জার্মান আক্রমণ অপেক্ষা আলজিরিয়ার আঘাত জোরালো ছিল। হাঁটুর আঘাত হ্যান্সি মুলারকে নামতে দিল না। জার্মান মিডফিল্ড অতএব নড়বড়ে হল যখন ডারওয়াল শেষ দিকে ফরোওয়ার্ড উলি স্টাইনাইককে সুইপারে আনলেন। হ্যান্স পিটার ব্রিজেলের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন আলজিরিয়া গোলরক্ষক কারবা।

আলজিরিয়া ১-০ করে ৫২ মিনিটে। 'আফ্রিকান 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' বেলুমি বল পেলেন আসাদ-এর কাছ থেকে। তার প্রথম শট সুমাশের আটকে দেন, কিন্তু মাদজের রিবাউণ্ডে গোল দেন। এতক্ষণ ইউরোপের এক নম্বর ফুটবলার কার্ল হাইন্স রুমেনিগেকে চোখে পড়েনি। কিন্তু আলজিরিয়া এগোতেই তিনি জ্বলে উঠলেন ও ফেলিক্স মাগাথ-এর পাস থেকে ১-১ করেন।

এর পরে পশ্চিম জার্মানী ঝিমিয়ে পড়ে। গরম ও ঘাম তাদের ক্লান্ত করে তুলেছিল। কিন্তু 'বহিরাগত' আলজিরিয়া একই ভাবে লড়াই করে যাচ্ছে। আবার আসাদই বল নিয়ে এগোচ্ছেন। জার্মান রক্ষকরা চিন্তা করছেন, তাঁরা আটকে দেবেন তার আগেই বেলুমি বল পেয়ে ২-১ করলেন।

রুমেনিগে ও তার সতীর্থদের সান্ত্বনা—প্রথম রাউণ্ডের হার পরবর্তীকালে পয়মন্ত হয়ে যায়। এর আগে যে দুবার তারা বিশ্ব কাপ জিতেছে, দুবারই হেরেছিল প্রথম রাউণ্ডে। ১৯৫৪-য় হেরেছিল হাঙ্গেরির কাছে এবং ১৯৭৪-এ পূর্ব জার্মানীর কাছে।

আলজিরিয়া

কারবা। মারজেকেন, কৌরিচি, গুয়েনদৌজ, মানসৌরি, ধালেব। ফারগানি বেলুমি, মাদজের (বেনাসুলা ৬৩ মিঃ), জিদানে (লারবেস ৮৮), আসাদ।

পশ্চিম জার্মানী

শুমাশের। কালৎজ, খা ফরস্টার, স্টাইলাইক, ব্রিজেল, ডেরমির, ব্রেটগর, মাগাথ (ফিশার ৮২ মিঃ), লিটবার্সকি হুবেশ, রুমেনিগে।

রেফারি ঃ লাবো (পেরু)

অস্ট্রিয়া-১ ঃ চিলি-০। হারবারট প্রোহসকা ক্লাবেও অনিশ্চিত ছিলেন, যিনি ১৭ জুন ওভলেডোয় ১৯০০ দর্শকের সামনে জাতীয় দলের জয়ে মিডফিল্ড থেকেই নেতৃত্ব দিলেন। ফাইনালের প্রথম খেলায় তিনিই ছিলেন 'জেনারেল'। জাতীয় দলের ট্রেনিং-এর সময় প্রায়ই দেখা যেত অদল-বদল, তা বিরক্তিরও ছিল। কিন্তু প্রোহসকার খেলা দেখে অস্ট্রিয়ার সমর্থকদের প্রত্যেকেই খুশি হলেন।

চার বছর আগে আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচকে ওয়াল্টার শাশনার যেমন করে-ছিলেন কোনাকুনি শটে স্পেনের বিপক্ষে, স্পেনেও তিনিই প্রথম ম্যাচে গোল করলেন, এবার হেডে। বারনড ক্রাউসের সেণ্টার থেকে তিনি বাঁদিকে মারিও অস-বেনকে পরাস্ত করেন।

ক্রাউস এদিন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। চতুর্থ মিনিটে তিনি পেনাল্টি সীমানার ট্রিপ করেন কারলস কাসজেলিকে। কিন্তু 'কোলো কোলো' তারকার স্পট কিক ওপর দিয়ে চলে যায়।

অস্ট্রিয়া দলে ম্যানেজার নিয়ে সমস্যা থাকলেও তাদের দলগত সংহতিতে চিড় ধরেনি। মিডফিল্ড অত্যন্ত দক্ষ। ফলে শাশনার ও ক্রাংকল সর্বদাই চিলির রক্ষণ-ভাগকে ব্যস্ত রেখেছিলেন।

চিলি পেনাল্টি থেকে বঞ্চিত হওয়াতে দুর্বল হয়নি। এই উরুগুইয়ান রেফারি সম্পর্কে তারা শুরুর আগেই প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আসলে তারা প্রোহসকাকে ঠেকাতে কোন প্রহরা রাখেনি বা রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল। ম্যানেজার লুইস শান্তি-বাবেনানেজ ভেবেছিলেন বিপক্ষের তারকা নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন নেই, বেল-জিয়মরা যেমন মারাদোনাকে পাত্তা দেননি। তার জন্য চিলিকে মূল্য দিতে হল। অথচ চিলি কিন্তু কর্ণারে (৯-৭) এগিয়ে ছিল।

অস্ট্রিয়া

কন্সিলিয়া। ক্রাউস, ওবেরমেয়ার, পৌজ্জ, ডেজিওরগি (বাউমিস্টার ৭৭ মিঃ)। প্রোহসকা, হাটেনবার্জার, ওয়েবের (জার্টন ৭৭ মিঃ) হাগমের। শাশনার, ক্রাংকল।

চিলি

অসবেন। গারিডো, ফিগুয়েরোয়া, ভালেনকুয়েলা বিগোররা, নিরা (এমরোজাস ৬২ মিঃ), ডুবো, বন-ভালেট, মসকোসো (গাম্বোয়া ৬৬ মিঃ)। কাসজেলি, ইয়ানেজ।

রেফারি ঃ কার্ডেনালিনো (উরুগুয়ে)

পশ্চিম জার্মানী-৪ : চিলি-১। পশ্চিম জার্মানী চারদিন আগে যে ভুল করেছিল আলজিরিয়ার বিপক্ষে, সেই দল ২০ জুন সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করল না।

ইউরোপীয়ান 'ফুটলার অফ দ্য ইয়ার' রুমেনিগে উদ্দীপিত করলেন প্রথম হ্যাটট্রিক দ্বারা। মারিও অবসেন চেষ্টা করেন তৃতীয় গোলটি আটকাবার। তিনি ডাইভ দিতেই বল চলে যায় নিচ দিয়ে।

চিলি একবার আক্রমণে ওঠে, যখন জার্মানরা গোল পেয়ে এগিয়ে ও নিশ্চিন্তে। অধিকাংশ আক্রমণ আসে প্যাট্রিনিও ইয়ানেজ-এর পা থেকে। এসব বিরতির আগে। দ্বিতীয়ার্ধ ছিল একমুখী আক্রমণ।

পেশীতে আঘাতের জন্য পল ব্রেটনার বাইরে যান বিরতির পর। উলফগ্যাং ড্রেমির অবশ্য মিডফিল্ডে ব্রেটনারের অভাব পূরণ করেন। লিটবারস্কির ক্রসে রুমেনিগে হেড দিলে বাইরে যায়। হ্যাটট্রিক হয় ফেলিক্স মাগাথের প্রয়াসে। জার্মানীর সেরা গোল হ্রুবেশ ও রুমেনিগের সম্মিলিত আক্রমণে। বদলী উয়ে রিন্ডার্স চমৎকার ফিনিশ করেন।

সাধারণত জার্মানরাই প্রাধান্য রাখে। এরই মাঝে হঠাৎ চিলির গুস্তাভো মসকোসো অতিক্রম করেন কালৎজকে এবং সামনে কেবল গোল রক্ষককে পরাস্ত করে সান্ত্বনা (৪-১) দিলেন চিলিকে।

**পশ্চিম জার্মানী**

শুমাশের। কালৎজ, স্টাইলাইক, খা ফরস্টার, ব্রিজেল। ড্রেমির, ব্রেটনার ( ম্যাথিউস ৪৭ মিঃ ), মাগাথ, লিটবারস্কি ( রিন্ডার্স ৭৯ মিঃ ), হ্রুবেশ, রুমেনিগে।

**চিলি**

অসবেন, গারিডো, ভালেনজুয়েলা, ফিগুয়েরোয়া, বিগোররা, ডুবো, বনভালেট, সোটো ( লেটেলিয়ের ৪৬ মিঃ ), ইয়ানেজ, গাম্বেয়া ( নিরা ৬৬ মিঃ ), মসকোসো।

রেফারি : গালের ( সুইজারল্যান্ড )

অস্ট্রিয়া-২ : আলজিরিয়া-০। মাঠে নেমে আলজিরিয়ার প্রার্থনা সারতে দেরী হওয়ায় ২১ জুন খেলাও কয়েক মিনিট পরে আরম্ভ হয়। প্রথমার্ধে অস্ট্রিয়া ভাল খেলল। তারপর তাদের ক্লান্ত মনে হয়েছে, আক্রমণেও এগোয়নি।

অথচ স্কিলে আলজিরিয়া নজর কাড়ল। আর অস্ট্রিয়া দ্বিতীয়ার্ধের একটি সুযোগেই গোল করে। এবং এরপর আলজিরিয়া হাল ছেড়ে দেয়।

সপ্তম মিনিটে আলজিরিয়া প্রায় জয় পেয়ে যায়। চমৎকার খেলে এগোচ্ছিল, ফারগানির শট রুখে দেন কন্সিলিয়া। এরপর মাদজের কেবল গোলরক্ষককে পান, জোরালো শটও করেন। কন্সিলিয়া টিপ করলে কর্ণার হয়। অস্ট্রিয়া পেনাল্টি পায় ক্রাংকলকে ট্রিপ করায়, কিন্তু ডাইভ দিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক।

বিরতির পর অস্ট্রিয় ম্যানেজার জর্জ স্মিড ট্যাকটিস বদলালেন মিডফিল্ডার বাউমিস্টারকে বসিয়ে স্ট্রাইকার কুট ওয়েলজলকে আনলেন আলজিরিয়ার ডিফেন্স ভেদ করতে।

এতে কাজ হল দ্রুত। ওয়েলজল-এর শট দুই ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে ফিরতেই শাশনার ১-০ করেন। পরের হানাও ওয়েলজল-এর। তার কাছ থেকে বল পেয়ে ক্রাংকল বাঁদিকের কোনাচে শটে কারবা-কে পরাস্ত করেন। গুয়েনডাউজ এরপর শাশনের ও ক্রাংকলকে বঞ্চিত করেন গোল লাইন থেকে রুখে।

আলজিরিয় আক্রমণ উবে গেল। জিদানের হেড ওপর দিয়ে চলে যায়। আসাদ, কন্সিলিয়াকে একাকী পেয়েও পরাস্ত করতে ব্যর্থ হন। অস্ট্রিয়া যখন দেখল, দ্বিতীয় রাউন্ডে গমন নিশ্চিত, তারা বল নিয়ন্ত্রণে রাখল।

দুই ম্যানেজার—স্মিড এবং আলজিরিয়ার খালেফ অভিযোগ করলেন প্যাচপেচে গরমের। বললেন, এই আবহাওয়ার গতিময় ফুটবল সম্ভব নয়।

**অস্ট্রিয়া**

কন্সিলিয়া। ক্রাউস, ওরেরমেয়ার, পেজ্জি, ডেজিওরাগি। হাটেনবার্জার, প্রোহসকা (ওয়েবের ৮০ মিঃ), হিন্টারমেয়ার, বাউমিস্টার (ওয়েলজল ৪৬ মিঃ)। শাশনের, ক্রাংকল।

**আলজিরিয়া**

কারবা। মারজেকেন, মানসেউরি, কৌরিচি, গুয়েনফোজ। ফারগানি, ধালেব (তেনুমকানি ৭৬ মিঃ), বেলুমি (বেনসাউলা ৬৫ মিঃ)। আসাদ, জিদানে, মাদজের।

রেফারি ঃ বসকোভিক (অস্ট্রেলিয়া)

চিলি-২ ঃ অস্ট্রেলিয়া-৩। ২৪ জুন লাখদার বেলুমির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আলজিরিয়া প্রথমার্ধে বেশ খেলল এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে কে যাবে এই প্রশ্ন জীইয়ে রাখল। আলজিরিয়াই এদিন আক্রমণ করেছে এই ভেবে যে আজ ব্যর্থ হলে তার অনেক দাম দিতে হবে।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য তাদের দমে ঘাটতি দেখা দেয় এবং চিলি আক্রমণে আসে। চিলি প্রথমার্ধে ৩-০ পিছিয়ে থেকে যেভাবে মনোবল হারায় ও অবিন্যস্ত হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে যেভাবে ৩-২ করে, তা মনে রাখার।

এই প্রথম মসকোসো নৈপুণ্য দেখালেন। গত ম্যাচগুলিতে তিনি যেন নিজেকে গুটিয়ে রেখেছিলেন। আজ মূলত তারই প্রচেষ্টায় চিলি ১৫ মিনিট যেভাবে খেলল, মনে হচ্ছিল ফাইনালে তারা একটি পয়েন্ট পাবেই। আলজিরিয়া তা বুঝেই দাঁতে দাঁত কষে লড়েছে। শেষ মুহূর্তে তারা ব্যবধান বাড়াতে পারত। কিন্তু সালাব আসাদের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে।

আসাদই আলজিরিয়াকে সপ্তম মিনিটে এগিয়ে দেন মাদজের-এর পাস থেকে।

আসাদের শটই ফিগুয়েরোর গায়ে লেগে ২-০ করে। এর চার মিনিট পরে বেন-সাউলা ৩-০ করেন শক্ত ড্রাইভিং শটে।

চিলি প্রথম খেলায় জার্মানীর সঙ্গে পেনাল্টিতে গোল করতে পারেনি। এদিন কিন্তু ভুল করেনি। গুয়েনদাউজ টেনে ধরেন নিরাকে। এই নিরাই পেনাল্টি নেন। লেটেলিয়ের তিন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ৩-২ করেন।

**চিলি**

অসবেন। গালিন্ডো, ভালেনজুয়েলা, ফিগুয়েরোয়া, বিগোররা। বনভালেট (সোটো ৩৭ মিঃ), ডুবো, নিরা, ইয়ানেজ, কাসজেলি, (লেটেলিয়ের ৩৮ মিঃ), মসকোসো।

**আলজিরিয়া**

কারবা। মারজোকেন, গুয়েনদোজ, কোরিচি, লারবেস। ফারগানি, মানসোরি (ধালেব ৭৩ মিঃ), বেনসাউলা, বোরম্বর (মাহি ৩১ মিঃ), আসাদ, মাদজের।

**রেফারি ঃ** মেনডেজ (গুয়াতেমালা)

**পশ্চিম জার্মানী-১ ঃ অস্ট্রিয়া-০।** গিজন-এ ২৫ জুনও বিরক্তিকর খেলা হল। আশা ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। যদি জার্মানরা চার বা তার বেশি গোলের ব্যবধানে হারাতে পারত। অস্ট্রিয়া নয়, তা হলে দ্বিতীয় রাউন্ডে যেত আলজিরিয়া।

লজ্জার কথা জার্মানী যখন ১-০ এগোল, দুই দলই তখন খেলা কার্যত বন্ধ করে দিল। তারা খেলার চেষ্টা করল না। ২৮,০০০ দর্শকের কথা ভেবেও। পশ্চিম জার্মানী খেলেছিল ঐ গোলটি আসা পর্যন্ত।

প্রথম মিনিটে পল ব্রেটনারের হেড চলে যায় অস্ট্রিয়ার জালের ওপর ঘেঁষে। কন্সিলিয়া তারপর ব্রুনো পেজ্জির হেড লুফে নেন। হ্রুবেশের হেড পেঁছল অস্ট্রিয়ার ডিফেন্স ভেদ করে গোলে। এরপর অস্ট্রিয়ার গোলমুখে আর কোন 'দুর্ঘটনা' ঘটেনি।

ব্রেটনারের একটি বার ছুঁয়ে চলে যায়। অস্ট্রিয়াও অনুরূপভাবে বঞ্চিত হয় একবার। শেষদিকে হিন্টেরমায়ার ও শাশনের সতর্কিত হন।

**পশ্চিম জার্মানী**

শুমাশের। কালৎজ, স্টাইলাইক, খা স্ফটার, ব্রিজেল। ড্রেমির, ব্রেটনার, মাগাথ। লিটবারস্কি, হ্রুবেশ (ফিশার ৬৮ মিঃ) রুমেনিগে (ম্যাথিউস ৬৫ মিঃ)।

**অস্ট্রিয়া**

কন্সিলিয়া। ক্রাউস, ওবেরমেয়ার, পেজ্জি, ডেজিওরগি। হাটেনবার্জার, হিন্টারমায়ার, প্রোহসকা, ওয়েবের। ক্রাংকল, শাশনার।

**রেফারি ঃ** ভালেন্টাই (স্কটল্যান্ড)

ফল

| | | |
|---|---|---|
| **পশ্চিম জার্মানী—১** | **:** | **আলজিরিয়া—২** |
| ( রুমেনিগে—৬৭ ) | | ( মাদজের—৫২, বেলুমি—৬৮ ) |
| চিলি—০ | : | **অস্ট্রিয়া—১** |
| | | ( শাশনার—২১ ) |
| পশ্চিম জার্মানী—৪ | : | চিলি—১ |
| ( রুমেনিগে ৯,৫৭,৬৬ ; রিডার্স ৮১ ) | | ( মসকোসো ৮৯ ) |
| আলজিরিয়া—০ | : | অস্ট্রিয়া—২ |
| | | ( শাশনের ৫৬, ক্রাংকল ৬৭ ) |
| আলজিরিয়া—৩ | : | চিলি—২ |
| ( আসাদ ৭, ফিগুয়েরোয়া আত্মঘাতী ৩১, বেনসাউলা ৩৫ ) | | (নিরা ৬১ পেনাল্টি, লেটেলির ৭৩) |
| **পশ্চিম জার্মানী—১** | : | **অস্ট্রিয়া—০** |
| ( হ্রুবেশ ১০ ) | | |

**লিগ টেবল**

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৬ | ৩ | ৪ |
| অস্ট্রিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৩ | ১ | ৪ |
| আলজিরিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ৫ | ৪ |
| চিলি | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ৩ | ৯ | ০ |

## গ্রুপ—৩

**বেলজিয়ম-১ : আর্জেন্টিনা-০।** ১৩ জুন বার্সিলোনায় ৯৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা প্রথম খেলায় হারল। খেলা শেষে ম্যানেজার সিজার মেনোত্তি বললেন : দল তো জেতার মতো খেলেনি ! তবে তার ধারণা ছিল ড্র করা উচিত ছিল। অবশ্য বেলজিয়ম সুযোগ পেয়েছিল বেশি, ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের ( প্রায় ৬ কোটি টাকা ) খেলোয়াড় দিয়েগো মারাদোনাকে শুরুর কিছু সময় ছাড়া অত দামী মনে হয়নি। রামন ডিয়াজকে বেশ ঠাণ্ডা দেখা গেল। বেলজিয়ম রক্ষণাত্মক খেলবে ঠিক করেছিল, কিন্তু আর্জেন্টিনার অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর আক্রমণাত্মক হয়ে যায়।

চতুর্থ মিনিটে ডিয়াজের স্ন্যাপ শট অত্যন্ত তৎপরতায় রুখে দেন বেলজিয়ম

গোলরক্ষক জিন ম্যারি পাফ। এরপর আক্রমণের গতি বদল হয়ে চলে যায় অন্যদিকে উবাল্ডো ফিলোলের গোলে।

চেরনিয়াতনস্কি, ভানডেনবার্গ, ভান্ডারসমিশেন এত সুযোগ নষ্ট করলেন যে দেশে স্থানীয় লিগ ফুটবলের চাইতে নিরাপদ হতে পারত বেলজিয়ম। ভানডেন-বার্গের ব্যর্থতা অকল্পনীয়। ৪০ মিনিটে তিনি প্রায় নেটের মধ্যেই ছিলেন।

বেলজিয়মের শ্বাসরোধকারী কৌশলে মারাদোনা কাবু হয়ে যান। দ্বিতীয়ার্ধে আর্জেন্টিনা তাদের সব পরিকল্পনা বাতিল করে অপেক্ষারত ছিল কেবল ফ্রি-কিকের জন্য।

রেফারি ভোজতেক ক্রিসতভের নিশ্চয়ই এটি সেরা পরিচালনা ছিল না। তবে চরম সিদ্ধান্তটি তিনি নেননি, নিয়েছিলেন হাঙ্গেরির লাইন্সম্যান কারোলি পালোতাই। ৬২ মিনিটে বেলজিয়মের ফ্রাঙ্কি ভের কুটেরন বলের কর্তৃত্বে। আর্জেন্টিনীয়রা কী করবেন বুঝতে পারছেন না। গালভান ও সঙ্গীরা অফ-সাইড ট্র্যাপে ফেললেন ভের কুটেরনকে। ভের কুটেরন ওসব লক্ষ্য না করে সোজা গোলে লক্ষ্য করলেন ( ১-০ )। পালোতাই অফ সাইডের আবেদন নাকচ করে দেন।

বেলজিয়মের নজর কাড়েন এরিক গেরেটস, মরিস ডে শ্রিজভার ও ভেরকুটেরন। আর্জেন্টিনার যা খেলেন প্রথমার্ধে মারাদোনা ও আর্ডিলেস।

**বেলজিয়ম**

পাফ, গেরেটস, এল-মিলক্যাম্পস, ডে শ্রিজভার। বেককে, ভানডারমিশেন, কোয়েক, কুলেমানস। ভেরকুটেরন, চেরনিয়াতনস্কি, ভানডেনবার্গ।

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল। অলগুইন, গালভান, পাসারেলা। তারানতিনি, আর্ডিলেস, গালেগো, মারাদোনা। বার্তোনি, ডিয়াজ ( ভালদানো ৬০ মিঃ ), কেম্পেস।

**রেফারি ঃ ক্রিসতভ।**

**হাঙ্গেরি-১০ ঃ এল সালভেদর-১।** ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জকে ও গোলের বন্যা দেখতে ১৫ জুন এলচিতে মাত্র ১৯,৭৫০ জন দর্শক হাজির ছিলেন শুনলে অবাকই হতে হয়। সত্যি কথাই হাঙ্গেরি পর্যুদস্ত করেছিল এল সালভেদরকে। বিশ্ব কাপে হল গোলের রেকর্ড। কিন্তু এ কেমন রেকর্ড! নিইলাসির নেতৃত্বে হাঙ্গেরি তিন মিনিটের মধ্যে বুঝিয়ে দেয় এল সালভেদরের মতো দলের বিশ্ব কাপের ফাইনাল পর্যায়ে খেলতে আসা উচিত নয়।

প্রথম গোলের সময় নিইলাসিকে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাননি। আর ঐ মুহূর্তেই বোঝা গেল হাঙ্গেরিকে কেউ বাধা দেবে না এবং তারা যখন খুশি গোল করতে পারে।

প্রথমার্ধে এল সালভেদরকে খ‍ুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না, আর দ্বিতীয়ার্ধে তারা যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাঙ্গেরির কিস বদলী হিসাবে ৫৬ মিনিটে মাঠে নামেন এবং ৭৮ মিনিটের মধ্যে তার নামের পাশে হ্যাটট্রিক শব্দটি জুড়ে দিতে সক্ষম হন। এল সালভেদর দলে এক-জনকেই চোখে পড়েছিল, তিনি স্ট্রাইকার গঞ্জালেজ। সারাক্ষণ তিনি হাঙ্গেরীয়দের বিব্রত করেছেন। তিনবার তার প্রয়াস ব্যর্থ করেন। গোলরক্ষক মেসজারস, তার দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টা সফল করেন ৬৫ মিনিটে রামিরেজ গোল দিয়ে।

ঐ গোল হাঙ্গেরিকে বোধহয় অপমানিত করল। অতঃপর তারা বোমাবর্ষণ আরম্ভ করল সালভেদর গোলে। নিইলাসি ছেড়ে আর একটি গোল বাড়ান। গোল ৬৯ থেকে ৮২ মিনিটের মধ্যে পাঁচটি। হাঙ্গেরির খেলোয়াড়রা হৈ চৈ করলেন। কিন্তু এর দ্বারা কী প্রমাণিত হল?

**হাঙ্গেরি**

মেসজারস। মারটস, বালিন্ট, গারাবা টথ। মুলে ( সেণ্টেস ৬৯ মিঃ ), নিইলাসি, সাল। ফাজেকাস, টোরোকসিল ( কিস ৫৬ মিঃ ), পোলোস্কি।

**এল সালভেদর**

মোরা। কাস্টিলো, জভেল, রেসিনস, ভেণ্টুর ( ফাগিওয়াগা ৭৫ মিঃ )। রুগামাস ( রামিরেজ ২৮ মিঃ ), এফ হেরনানভেজ, হুয়েজ্ঞ। রিভাস, রডরিগুয়েজ, গঞ্জালেজ

রেফারি ঃ অল-ডয় ( বাহরিন )

**আর্জেন্টিনা-৪ ঃ হাঙ্গেরি-১।** উদ্বোধনী ম্যাচে বেলজিয়মের কাছে হারের পর ১৮ জুন আলিকাণ্টে আসল আর্জেন্টিনা ও আসল মারাদোনার দেখা মিলল। মনে হল ১৯৭৮ এর আর্জেন্টিনা ফিরে এসেছে। ২১ বছর বয়সী মারাদোনা যে বিশ্ব ফুটবলের নতুন তারকা, তা নিয়ে কোন সন্দেহ রইল না। আজ তিনি বিশ্ব কাপের অন্যতম উজ্জ্বল ফুটবল দেখালেন।

মারাদোনা হাঙ্গেরিকে কোণঠাসা করে দেন ও উপলব্ধি করান দর্শকদের-আর্জেন্টিনা বিশ্ব কাপ রক্ষার ক্ষমতা রাখে। তিনদিন আগে যে হাঙ্গেরি ১০ গোলে ধ্বংস করেছিল এল সালভেদরকে, তারা প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গেলে কেমন ফল করবে এদিন জানা গেল।

২৭ মিনিটে হাঙ্গেরীয়রা আর্জেন্টিনার ফ্রি-কিক বুঝতেই পারল না এবং বার্তোনি ১-০ এগিয়ে দেন। দুই মিনিট বাদে বার্তোনির শট একটু থামিয়ে মারা-দোনা দারুণ ক্ষিপ্রতায় ২-০ করেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ, কিন্তু ফুটবল বা গোলের উৎসব দেখতে সকলে অপেক্ষমান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মারাদোনা ৩-০ করেন এবং আর্দিলেস কর্তৃক হল ৪-০।

হাঙ্গেরি কিছুটা লড়েছিল। গোলের স্তূপ থেকে বেরিয়ে নিজেরাও কিছু করতে চাইছিল এবং সমাপ্তির ১৪ মিনিট আগে পোলোস্কি ৪-১ করলেন। হাঙ্গেরির এর চাইতে বেশি কিছু আশা ছিল না। এ রাতটা হল আর্জেন্টিনার, বিশেষ করে মারাদোনার।

| আর্জেন্টিনা | হাঙ্গেরি |
|---|---|
| ফিলোল। অলগুইন, গালভার, পাসারেলা, তারানতিনি ( বারবাস, ৫১ )। আর্ডিলেস, গালেগো, কেম্পেস। ভাল্ডানো ( ক্যালডেরন ২৫ ), মারাদোনা, বার্তোনি। | মেসজারস। মারটস, ফাজেকাস,বালিন্ট, টথ, ভার্গা। গারাবা, নিইলাসি,সালাই, রব। প্রিস ( জেন্টোস ), পোলোস্কি। |

রেফারি ঃ লাকায়নে ( আলজিরিয়া )

**বেলজিয়ম-১ ঃ এল সালভেদর-০**। একটির পর আর একটি খেলার চেহারা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের হতে পারে এবারের বিশ্ব কাপ তারই প্রমাণ। যে বেলজিয়ম উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারিয়েছিল, তারা নিশ্চয়ই হাঙ্গেরি কর্তৃক পর্যুদস্ত এল সালভেদরের সঙ্গে ভাল খেলবে। অন্তত এটাই প্রত্যাশিত। ১৯ জুন এলচিতে দেখা গেল ১-০ গোলে হয় জয় নয়, সালভেদরের কাছে তারা পয়েন্ট হারাতে চলেছে।

এল সালভেদর, বেলজিয়মের পেনাল্টি সীমানায় ঘোরাফেরা করছে ক্ষণে ক্ষণে। বেলজিয়ম যেমন সুশৃঙ্খল ছিল বার্সিলোনায়, আর আজ ততটাই অগোছালো। মোরা বুঝতে পারলেন কোয়েক গোলটি করতে পারবেন না। বেলজিয়মের খেলায় কোন বুদ্ধির ছাপ ছিল না। ফলে সালভেদরের আত্মপ্রত্যয় বাড়তে থাকে। গঞ্জালেজ এদিন সবচেয়ে কার্যকরী ছিলেন। দ্বিতীয়ার্ধে সতীর্থদের সহযোগিতায় মাঝে মাঝেই এগিয়েছেন বেলজিয়মের অভ্যন্তরে। একজন ডিফেন্ডারকে অতিক্রম তাঁর পক্ষে কোন ব্যাপারই নয়। কিন্তু যদি তিনি একটি গোল করতে পারতেন দর্শকরা তাঁদের পেসেতার ( স্পানিশ মুদ্রা ) দাম পেতেন।

সমাপ্তির অনেক আগেই বেলজিয়ম স্থির করেছিল দুটি পয়েন্ট হলেই যথেষ্ট, গোলের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস বৃথা।

এল সালভেদরের ট্যাকটিক্স যাই হোক এবং একটিও পয়েন্ট না পেলেও বেশ খুশি মনেই স্টেডিয়াম ছাড়ল।

| বেলজিয়ম | এল সালভেদর |
|---|---|
| পাফ। গেরেটস, মিলক্যাম্পস, মিউস, বেককে, ভানডারমিশেন, ( ভান ডার | মোরা। অসোরটো ( ডিয়াজ ৪৫ মিঃ ), জভেল, রডরিগুয়েজ, রেসিনস। ফাগো- |

এলস্ট ৪৫ মিঃ ) কোয়েকগন, ভের-কুটেরন। কুলেমানস ( ভানমোয়ের ৮০ মিঃ ), চেরনিয়াতনস্কি।

য়াগা, ভেনতুরা, হুয়েজো। জাপাটা, গঞ্জালেজ, রিভাস।

রেফারি ঃ মালকম মফাত ( উত্তর আয়ারল্যান্ড )

**বেলজিয়ম-১ ঃ হাঙ্গেরি-১।** ২২ জুন এলচিতে ড্র করে আর্জেন্টিনা বিজয়ী বেলজিয়ম গ্রুপে তৃতীয় স্থান পেল চেরনিয়াতনস্কির দেওয়া গোলে।

প্রথমার্ধে ভারগার গোলে হাঙ্গেরি ১-০ এগোনয় ৩০ হাজার দর্শকের আশা ছিল ১০ গোলের রেকর্ডকারীরা ব্যবধান বাড়াবে। পারতও। কিন্তু ড্র করেই যেন সন্তুষ্ট হল। বেলজিয়ম ১-১ করে দ্বিতীয়ার্ধে।

বেলজিয়ম

পাফ। গেরেটস ( প্লেসারস ), মিল-ক্যাম্পস এল, মিউস, বেককে। কোয়েক, ভারকুটেরন, ভানডারমিশেন ( ভান মোয়ের ), চেরনিয়াতনস্কি ভান ডেন বার্গ, কুলেমানস।

হাঙ্গেরি

মেসজারস। মারটস, কেরেকস, (সাল্লাই) গারাবা, ভার্গা। নিইলাসি, মুলে, ফাজে-কাস, টোরোকসিক, কিস ( কসোন-গ্রাডি ), পোলোস্কি।

**আর্জেন্টিনা-২ ঃ এল সালভেদর -০।** আর্জেন্টিনার ধারণা ছিল তারা ইউরো-পীয় রেকর্ড ( হাঙ্গেরির ১০ গোল ) ভাঙবে এবং প্রমাণ করবে মধ্য আমেরিকার ফুট-বল ইউরোপ অপেক্ষা উন্নত। দিয়েগো মারাদোনার ভাবনা ছিল, তিনি একাই ১০ গোল করবেন। আশ্চর্য এদিন তার নামের পাশে একটিও গোল যোগ হল না।

এল সালভেদর পুরোপুরি ভাগ্যের ওপর নিজেদের সঁপে দিয়ে মাঠে নেমেছিল ২৩ জুন আলিকান্টেতে। মাঝে মাঝে তারা আক্রমণেও চেষ্টা করে। পাসারেলার বিতর্কিত পেনাল্টির পরেই ওদের উদ্যম দেখা গেল। একক প্রয়াসে বার্তোনি দর্শ-নীয় গোল দেন। আর্জেন্টিনা এদিন আরও সুযোগ পেয়েছিল।

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল। অলগুইন, গালভান, পাসা-রেলা। তারানতিনি, আর্ডিলেস, গালেগা, কেম্পেস বার্তোনি। ( ডিয়াজ ), মারা-দোনা, কাল্ডেরন ( সান্তামারিয়া )।

**এল সালভেদর**

মোরা। অসোরটো ( আরভালো ), জভেল, রডরিগুয়েজ, অরটিজ। ফাগো-য়াগো, ভেনতুরা (আলফারো), হুয়েজো। জাপাটা, গঞ্জালেজ, রিভাস।

ফল

| | | |
|---|---|---|
| বেলজিয়াম-১ ( ভানডেনবার্গ ৬২ ) | ঃ | আর্জেন্টিনা-০ |
| হাঙ্গেরি-১০ ( নিইলাসি ৩, ৮২, পোলোস্কি ১০, ফাজেকাস ২৩, ৫৫, টথ ৫১, কিস ৬৯, ৭৩, ৭৮, সেণ্টেস ৭১ ) | ঃ | এল সালভেদর-১ ( রামিরেজ ৬৫ ) |
| আর্জেন্টিনা-৪ ( বার্তোনি ২৭, মারাদোনা ২৯, ৫৭, আর্দেলিস ৬১ ) | ঃ | হাঙ্গেরি-১ ( পোলোস্কি ৭৬ ) |
| বেলজিয়াম-১ ( কোয়েক ১৮ ) | ঃ | এল সালভেদর-০ |
| বেলজিয়াম-১ ( চেরনিয়াতনস্কি ) | ঃ | হাঙ্গেরি-১ ( ভার্গা ) |
| আর্জেণ্টিনা-২ ( পাসারেলা-পেনাল্টি, বার্তোনি ) | ঃ | এল সালভেদর-০ |

লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বেলজিয়াম | ৩ | ২ | ১ | ০ | ৩ | ১ | ৫ |
| আর্জেণ্টিনা | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৬ | ২ | ৪ |
| হাঙ্গেরি | ৩ | ১ | ১ | ১ | ১২ | ৬ | ৩ |
| এল সালভেদর | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ | ১৩ | ০ |

## গ্রুপ—৪

**ইংল্যাণ্ড-৩ ঃ ফ্রান্স-১।** ১৬ জুন ৪৪০০০ দর্শক বিলবাওয়ে দ্রুততম গোল দেখলেন। বিশ্ব কাপের ইতিহাসে এত দ্রুত গোল কখনও হয়নি। ১৬ বছর পরে ফাইনাল রাউণ্ডে এসে একদার চ্যাম্পিয়ন ( ১৯৬৬ ) ইংল্যাণ্ড নাটকীয়ভাবে শুরু করল ফ্রান্সের বিপক্ষে। ব্রায়ান রবসন গোলটি করলেন ২৭ সেকেণ্ডে।

ফ্রান্সও খেলায় ফেরে ১-১ করার আগেই। এ তাদের গতি ও সংহত ফুটবলেরই প্রমাণ। অবশ্য তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও শক্তির প্রমাণ এই গোল শোধ নয়।

রবসন যখন ২৭ সেকেণ্ডে গোলটি করে, ফ্রান্স তখন সম্ভবত ঘুম থেকেই

জাগেনি। রে উইলকিন্স থ্রো-ইন পেয়ে মারিনার সেণ্টার করলেন ব্রায়ানকে। অরক্ষিত ছিলেন তিনি। দ্রুত ধেয়ে তিনি এত্তোরিকে হারালেন ( ১-০ )।

ফরাসী গোলরক্ষক এত্তোরি হতভম্ব ও হতাশ। তাঁর নির্বাচনটা অনেকের কাছে বিস্ময়ের ছিল। বিশ্ব কাপের মতো প্রতিযোগিতায় তাঁকে নিয়ে ফাটকা খেলা উচিত হয়নি। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা তাঁর নেই এবং তিনি যে কত নড়বড়ে, পুর্ণ-স্টেডিয়াম তার সাক্ষী। আর তাঁর জন্য ফরাসী রক্ষণভাগও দুর্বল।

ফরাসী দল যখন হতাশায়, তা থেকে মুক্ত করলেন উইঙ্গার জেরারড সোলার। উইং-এ তাঁর খেলা ইংরাজদের মধ্যে ত্রাস আনল। ম্যানেজার রন গ্রিনউডও অবাক হলেন। ২৫ মিনিটে অ্যালেইন গিরেসের থ্রু পেলেন সোলার এবং সকলকে দ্রুত অতিক্রম করার পর হারালেন পিটার শিলটনকে। বিরতির পর ফরাসীরা এমনই খেলছিল যে জয়ের আশাও এনে দেয়। কিন্তু গোলমুখে গিয়ে তারা ব্যর্থ হচ্ছিল বারে বারে।

এজন্য অনেকটা দায়ী মিডফিল্ডের তারকা মাইকেল প্লাতিনি। তিনি যদি এরকম খেলেন, আগামী ছ মাসের মধ্যে জুভেন্টাস তাঁকে বাদ দেবে। বিশ্ব কাপের মজাটাই হল 'গ্রেট স্টার' হলেই চলে না। এখানে গ্রেটেস্টরাও প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষিত হন। প্লাতিনিকে যথার্থ বিচার করা হলে বলা উচিত—তিনি সব ক্ষেত্রেই এদিন ব্যর্থ। ব্যর্থ-টেকনিক, ট্যাকটিক্স ও টেম্পারামেণ্টেও।

আর ইংল্যান্ড কোপেল দুই উইং-এ, রবসন ও উইলকিন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। ৬৩ মিনিটে রবসন হেডে দ্বিতীয় গোল ( ২-১ ) করেন ট্রেভর ফ্রান্সিসের লম্বা ক্রস থেকে। ফ্রান্সও চেষ্টা করেছে। লারিয়সের বদলে টিগানা-কে আনা হল। কিন্তু দল শক্তি পেল না।

সমাপ্তির আট মিনিট আগে ফ্রান্সিস ইংল্যাণ্ডকে তৃতীয় গোলটি উপহারে সাহায্য করেন। তার ক্রস শট ফ্রান্সের ট্রেজরের পায়ে লেগে ফিরল এবং পল মারিনার ফাঁকা গোলে বল পাঠালেন।

রন গ্রিনউড খুশি হলেন। ইংল্যাণ্ড আশানুরূপ না খেললেও দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। অথচ ইংল্যাণ্ডের দুই শক্ত খুঁটি ট্রেভর ব্রুকিং ও কেভিন কিগান আহত থাকায় নামতে পারেননি। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের সম্ভাবনা আছে।

**ইংল্যান্ড**

শিলটন। মিলস, থমসন, বুচার, সালসম ( নিল ৯০ )। কোপেল, রবসন, উইলকিন্স, রিক্স। ফ্রান্সিস, মারিনার।

**ফ্রান্স**

এত্তোরি। বাটিস্টল, ট্রেজর, লোপেজ, বসিস। লারিয়স ( টিগানা ৭৩ মিঃ ) গিরারড, গিরেসে। রোশেতু, প্লাতিনি, সোলার।

রেফারি ঃ গারিডু ( পর্তুগাল )

চেকোশ্লোভাকিয়া-১ ঃ কুয়েত-১। কুয়েত যোগ্য দলরূপেই ড্র করল, তবে তাদের জয় পাওয়াই যথার্থ ছিল। শুরু থেকেই তারা আকর্ষণীয় ফুটবল খেলে। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে তারা ইউরোপীয় ফুটবলে বড় রকমের আঘাত হানতে পারত। বিশ্ব কাপ ফাইনালে এটি তাদের প্রথম গোল। ফয়জল অল-দাখিলের শট হাওয়ার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে চেক গোলরক্ষক হ্রুসকার হাত ছুঁয়ে গোলে প্রবেশ করে। এর আগে চেক গোলরক্ষক অবশ্য অল-আনবারির হানা রুখে দেন। তবে ঐ জবলে ওঠা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কেননা, এর পরেই কুয়েত গোলরক্ষক অল-তারাবুলসি চেকোশ্লোভাকিয়াকে দুবার অগ্রগতি থেকে বঞ্চিত করেন। ঘানার রেফারি কাবানা ডোমো হঠাৎ পেনাল্টি দিলেন চেকদের অনুকূলে। লাদিস্লাভ ভিজেককে মেয়ুথ ট্যাক্‌ল করলে রেফারি ঐ সিদ্ধান্ত দেন। পানেনকা পেনাল্টি থেকে ১-০ করেন।

কুয়েত মিডফিল্ড সংহত থাকলেও তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব অনুভূত হয়েছে। প্রথমার্ধে কুয়েতের এই হাল ছিল। ম্যানেজার কারলস আলবার্তো দলে বদল করায় শক্তি বাড়ল। অল দাখিলের দর্শনীয় গোলটি হয় ৩০ গজ দূরের শটে। মারজুক ও জাসেম ইয়াকুবের চমৎকার গোলমুখী শট চেক গোলরক্ষকের তৎপরতায় ব্যর্থ হয়। সমাপ্তির দু মিনিট আগে ভিজেকের শট চেক দলকে এগিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কাছের শটটি রুখে দেন অল-তারাবুলসি।

খেলা শেষে কারলস আলবার্টো বললেন, আমি দলের খেলায় খুশি, হতাশ করেছে পেনাল্টি। এটা ঠিক গতানুগতিক ভাবে সব ম্যানেজারই পেনাল্টির বিরোধিতা করেন। কিন্তু ১৭ জুন যাঁরা স্টেডিয়ামে ছিলেন, বা টি ভি দেখেছেন তাঁরাই সাক্ষী পেনাল্টি ছিল কিনা।

চেক-প্রধান যোসেফ ভেনগ্লস মোটেই খুশি হন নি দলের খেলায়। ফল তো হতাশকর, আরও হতাশকর এদের খেলা। মনে হয়েছে ছেলেরা যেন কখনও এক-দলে খেলেনি।

**চেকোশ্লোভাকিয়া**

হ্রুসকা। বারমস, জুরকেমিক, ফিয়ালা, কুকুকা। পানেনকা, বারজার, ক্রিজ (বিকভস্কি ৬৩ মিঃ), জানেককা (পেলেজেলকা ৬৯ মিঃ), নেহদা, ভিজেক।

**কুয়েত**

অল-তারাবুলসি। মুবারক, মাহয়ুব, মেয়ুফ, ওয়ালিড জাসেম, অল-বুলোসি, অল-হৌতি, কারাম (মারজুক ৫৭ মিঃ) অল-দাখিল, ইয়াকুব, অল-আনবারি।

রেফারি ঃ ডোমো (ঘানা)

ইংল্যান্ড-২ ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া-০। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যেমন প্রথম খেলায়, তেমনি ২৩ জুনও ইংল্যান্ড চমৎকার খেলল। তবে দর্শক হল ২৭০০০। সন্দেহ

রইল না এবং ইংল্যান্ডের আধিপত্য সম্পর্কে বোঝা গেল তারা দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাচ্ছেই।

দ্বিতীয়ার্ধে কোন গোল হয়নি। কিন্তু ম্যানেজার রন গ্রিনউড বলেন, ব্রায়াম রবসন প্রথমার্ধে হ্যাটট্রিক করতে পারত এবং বিরতির আগে ৫-০ এগিয়ে থাকতে পারত। এ নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার বলার কিছু ছিল না। কিন্তু আমার ছেলে-দের মধ্যে না ছিল আত্মবিশ্বাস, না ছিল জয়ের বাসনা। বল গোলে পাঠানো ছাড়া আর কি ছিল এদিন!

চেক গোলরক্ষক স্তানিস্লাভ সেমানের ভুলেই ৬৩ মিনিটে ১-০ হয়। রে ইউল-কিলসের ফ্লাট ক্রস থেকে ট্রেভর ফ্রান্সিস গোলটি দেন। সমাপ্তির তিন মিনিট আগে চেকরা আর একটি গুরুতর ভুল করেন। এবার পল মারিনার-এর ক্রস বারমস-এর গায়ে লেগে গোলে ঢোকে (২-০)।

মারিনার দাবি করেন গোলটি তাঁরই দেওয়া। তবে ঘটনা হল বল নিশ্চয়ই গোলের কাছে যেত, তবে বারমসের গায়ে না লাগলে চেকদের ২-০ পিছিয়ে থাকতে হত না।

চেকোশ্লোভাকিয়াও কয়েকটি সুযোগ হারায়। ২৯ মিনিটে ৪০ গজ দূরের ফ্রি-কিক লাদিস্লাভ জুর্কেমিক কাজে লাগাতে পারেননি সামান্য ওপর দিয়ে যাওয়ায়। এর ১০ মিনিট পরে জানেকার হেড পিটার শিলটনের হাতে ধরা পড়ে। বিরতির পর উদ্যম নিয়ে মাঠে গেলেও ওরা ফেরে কালো মুখে।

আঘাতের আগে উইলকিনস ও বরসন বেশ খেলেন মিডফিল্ডে। অ্যাটাকে ভাল ছিলেন কোপেল ও ফ্রান্সিস।

রন গ্রিনউড বলেন, কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, আমরা স্পেনে এসেছি খিড়কির দরজা দিয়ে। এখন মনে হচ্ছে সদর দরজার কাছাকাছিই ইংল্যান্ড!

| ইংল্যান্ড | চেকোশ্লোভাকিয়া |
|---|---|
| শিলটন। মিলস, থমসন, বুচার, সানসম। উইলকিন্স, রবসন (হডল ৪৬ মিঃ), রিক্স। কপেল, মারিনার, ফ্রান্সিস। | সেমান, (স্টমসিক ৭৫ মিঃ)। বারমস, ভোজাসেক, রাডিমেক, ফিয়ালা। বারজার, চালুপকা, জুরকেমিক। ভিজেক, জানেককা (মার্সান ৭৭ মিঃ), নেহদা। |

রেফারি ঃ করভার (হল্যান্ড)

ফ্রান্স-৪ ঃ কুয়েত-১। ২১ জুন ভেলাডলিড-এ এই খেলার ফল সম্পর্কে কারুর কিছু বলার ছিল না। বরং এই ফলই ছিল ঈপ্সিত। কিন্তু সোভিয়েত রেফারির ভুলের পর খেলাটি নষ্ট হয়ে যায়। ফ্রান্সের চতুর্থ গোলের পর তিনি ঘুরে দাঁড়ান। আর কুয়েতী খেলোয়াড়রা শুধু নয়, প্রতিবাদ জানান তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতিও।

৩১ মিনিটে ফ্রান্স ১-০ এগোয় বার্নার্ড গেনঘিনির ফ্রি-কিকে। প্লাতিনিও বোধ হয় এমনটি পারতেন না। ফ্রি-কিক না পেলেও ফ্রান্স প্রথমার্ধের মধ্যেই এগোত। গিরেসে কুয়েত ডিফেন্স অতিক্রম করে বল বাড়াতেই প্লাতিনি গোল লক্ষ্য করেন এবং ২-০ দ্বারা কেবল ফ্রান্সকে এগিয়ে দেওয়া নয়, নিজের ২৭তম জন্মদিনও উদ্‌যাপন করলেন। দলের তৃতীয় গোলের অবদান তাঁরই, তাঁর পাস ডিডিয়ার সিক্স বুকে ধরে সোজা গোলে মারেন। প্রতিযোগিতার অন্যতম দর্শনীয় গোল এটি। ৬৯ মিনিটে ম্যাক্সিম বসিস চতুর্থ (?) গোলটি দেন। রেফারি এই গোলটিকে গোল বলতে অস্বীকার করেন। এর পরে ৭৪ মিনিটে কুয়েত একটি গোল শোধ করে। অলহৌতির ফ্রি-কিক ধরে অল-বুলোসি গোলে পাঠান।

এক মিনিট পরে গন্ডগোল বাধল। গিয়েসে গোল করেন। কিন্তু কুয়েতীরা বলতে থাকেন, তাঁরা হুইশল শুনে খেলা বন্ধ করেন, ভেবেছিলেন অফ-সাইডে আছে গিয়েসে। আসলে হুইশলটি ছিল গ্যালারি থেকে। কিন্তু রেফারি স্টুপার বলটি সেন্টারে নিয়ে বসাবার নির্দেশ দেন। প্রতিবাদ এল কুয়েতী খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে। কুয়েত ফুটবল ফেডারেশন সভাপতি যুবরাজ ফায়েদ অল-ইয়াবের অল-সভাহ এর নেতৃত্ব দেন। ফলে ৯ মিনিট খেলা বন্ধ ছিল।

তা হলে এই খেলায় কটি গোল হল? ৬৯ মিনিটে বসিস কী গোল দেননি? রেফারি তা নাকচ করেন, গোলের সংকেত দেওয়ার ৯ মিনিট পরে নাকচ হল আরও একটি। অথচ ফিফার রেকর্ডে ৯৬ মিনিটে বসিসের নামের পাশে গোল লেখা রয়েছে।

**ফ্রান্স**

এত্তোরি। অমোরস, জানভিয়ন, (লপেজ ৬০ মিঃ), টেজর, বসিস। গিরেসে, প্লাতিনি (গিরারড ৮১ মিঃ),। গেনঘিনি, সোলার, লাকম্বে, সিক্স।

**কুয়েত**

অল-তারাবুলসি। নায়েম মুবারক, মেয়ুফ, মাহয়ুব, অল-মুবারক (অল-সেমারি ৭৮ মিঃ)। অল-বুলোসি, অল-হৌতি, কারম আহমেদ (ফাতি কামেল ৪৬ মিঃ)। অল-দাখিল, জাসেম সুলতান, অল-অনবারি।

রেফারি : স্টুপার (সোভিয়েত ইউনিয়ন)

ফ্রান্স-১ : চেকোশ্লোভাকিয়া-১। ৮০ মিনিট বিরক্তিকর ও ১০ মিনিট উজ্জীবিত ফুটবল খেলে ফ্রান্স ২৪ জুন দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার পথ নিশ্চিত করল। ফরাসীরা জানতেন এই খেলায় হারলে চেকরা ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে।

১০ মিনিটে লাকম্বের শট ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। অন্য প্রান্তে ভিজেক ও জানেককার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল বল অনেক উঁচু দিয়ে বাইরে যাওয়ায়। এত্তোরির ও

## গ্রুপ—৫

**স্পেন-১ ঃ হন্ডুরাস-১।** এলচিতে ১৪ জুন হাঙ্গেরি রেকর্ড করেছিল এল সালভেদরের বিরুদ্ধে, কিন্তু ২৪ ঘন্টা পরে ভ্যালেন্সিয়ার সংগঠক দেশ স্পেনকে হতবাক করে দিল হন্ডুরাস গোল করে এগিয়ে। বলা যায় স্পেনের আশার ফানুশ চুপসে গেল। হন্ডুরাস সপ্তম মিনিটে এগিয়ে যায়নি শুধু, তাদের ছিল এটি মর্যাদা-পূর্ণ জয়।

হাস্যকর ছিল স্পেনের বারংবার পেনাল্টির আবেদন। তবে দেশকে সমূহ অবমাননা ও গ্লানি থেকে রক্ষা করেন উফারতে। স্পেন চেষ্টা করেছে জয় পেতে, কিন্তু আর একটি পয়েন্ট প্রাপ্তি তাদের কাছে আশাতীত ছিল।

হন্ডুরাস খেলেছে সুপরিকল্পিত ফুটবল। যেমন তারা বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা করেছে, তেমনি বিপজ্জনক ভাবে এগিয়েছে। স্পেন যখন এগিয়েছে, তখন উপলব্ধি করেছে, হন্ডুরাস গোলরক্ষক অরজু কেমন কুশলী। তা বলে অরজু খুব যে বীরত্বের কাজ করেছেন, এমন নয়। প্রকৃতপক্ষে স্পেনের এমন কোন অস্ত্র ছিল না, যার দ্বারা তাকে ঘায়েল করা যায়। স্পেনের দখলে বল ছিল অনেকটা সময় জুড়ে এবং তা হন্ডুরাসের পেনাল্টি এলাকার কাছাকাছিই। কিন্তু গোলের লক্ষ্যে পাঠাবার কেউ ছিলেন না।

দুর্বল সূচনা করল স্পেন। তবে আয়োজক দেশগুলির যে ক্ষমতা থাকে বিশ্ব কাপ জয়ের বা যে ঐতিহ্য দেখা গিয়েছে এতদিন, স্পেন যেন সেই ধারা থেকে বহুদূরে।

**স্পেন**

অরকোনাডা। কামাচো, টেণ্ডিল্লো, অলেসানকো, গরদিল্লো। অলোনসো, জোকুইন ( সানসেজ ৪৫ মিঃ ), জামোরা। জুয়ানিতো ( সাউরা ৪৫মিঃ ) সাত্রুসতেগুই, ইউফারতে।

**হন্ডুরাস**

অরজু। গাতিরেজ, ভিলেগাস, বালনেস, কস্টলি। মারাদিয়াগ, জেলায়া, গিল-বাটেটা, বেতানকোর্ট, নোরালেস, (কাবাল্লোরা ৬৯ মিঃ) ফিগুয়েরোয়া।

রেফারি ঃ আর্তুরো ইতুরাল্ডে ( আর্জেন্টিনা )।

**যুগোশ্লাভিয়া-০ উত্তর আয়ারল্যান্ড-০।** স্পেনের বিপক্ষে হন্ডুরাসের খেলা দেখে নবাগতদের সম্পর্কে কেউ আর আশার মন্তব্য করতে রাজি হলেন না। অবশ্য ১৭ জুন জারাগোজায় আইরিশদের খেলা দ্বিতীয় রাউন্ডে যাওয়ার মাঝে প্রশংসা পেল না। তবে তারা শক্ত যুগোশ্লাভদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করল। কী ট্যাকলিং কী যুগোশ্লাভদের সঙ্গে দৌড়—সব মিলিয়ে তাদের পয়েন্ট প্রাপ্তি যোগ্যতারই ফল। দ্বিতীয়ার্ধে তো আয়ারল্যান্ড ক্ষণে ক্ষণে যুগোশ্লাভদের নত করে দেয়।

১৭ বছর বয়সী নরম্যান হোয়াইটসাইড ( ব্রিটেনের কনিষ্ঠতম বিশ্ব কাপার ) আক্রমণাত্মক খেলেছেন সারাক্ষণ। কোন কোন সময় তিনি বড় বেশি অ্যাটাকে যান। আর এজন্য একবার সতর্কিত হন।

যুগোশ্লাভ দলও বেশ তৎপর ছিল এবং মাঝে মাঝেই আইরিশ গোলরক্ষক জেনিংসের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে। মিডফিল্ডে ম্যাকব্রির-র জন্য অবশ্য কিছু প্রয়াস ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাকলরয় ও আর্মস্ট্রংয়ের মিলিত চেষ্টায় খেলা উপভোগ্য হলেও গোল পায়নি যুগোশ্লাভরা। আর সে কারণে স্প্যানিশ দর্শকরা খুশি না হয়ে 'এস্পানা, এস্পানা' চিৎকার করতে থাকেন।

| যুগোশ্লাভিয়া | উত্তর আয়ারল্যান্ড |
|---|---|
| পান্তেলিক। জোভানোভিচ, রিসটিচ, জাজেচ, স্তোজকভিচ। পেরোভিচ, গুলডেজ, স্লিজভো, ভুজোভিচ। সুসিক, সুরজাক। | জেনিংস, জে নিকহল, সি নিকহল, ম্যাকক্লেল্যান্ড, ডোনাঘি। ও'নিল, ম্যাকক্রিরি, ম্যাকলরয়। আর্মস্ট্রং, হ্যামিলটন, হোয়াইটসাইড। |

**রেফারি ঃ** ফ্রেড্রিকসন ( সুইডেন )

**স্পেন-২ ঃ যুগোশ্লাভিয়া-১।** ২০ জুন ভ্যালেনসিয়ার লুইস কাসানোভা স্টেডিয়ামে স্পেন সহজে জিততে পারল না যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে, কিন্তু ৪৮ হাজার দর্শক খুশি হলেন। দর্শকদের খুশির হেতু, তাদের দল ( স্পেন ) জিতেছে এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার মতো খেলেছে।

এই প্রতিযোগিতায় তারা দ্বিতীয় পেনাল্টিটি পেল এবং তার দ্বারা গোলও পায়। হ্যাঁ পেনাল্টিটি কিন্তু বিতর্কিত।

রেফারির কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কেই যুগোশ্লাভরা অখুশি ছিলেন। এবং ১৩ মিনিটে তাঁরা অভিযোগ করেন পেনাল্টি সীমানার ঠিক বাইরে অলোনসোকে জাজেক ফাউল করেছেন, ভিতরে নয়। রেফারি লাণ্ড ওদের কথায় কান তো দিলেন না, বরং ঐ কিকটি পুনরায় করার নির্দেশ দেন স্পেনকে। তবে ইউফারতের আগের শটটি ওপর দিয়ে চলে যায়। রেফারি এক্ষেত্রে যথার্থ সিদ্ধান্ত দেন। কারণ গোলরক্ষক পান্টেলিক কিকের আগেই বেরিয়ে এসেছিলেন। জুয়ান্টিনো দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ১-১ করলেন! এর পরেও স্পেন থিতু হতে পারেনি। মিডফিল্ডাররা কদাচিৎ অ্যাটাককে সাহায্য করেছেন। আর যখনই বা তাঁরা এগিয়েছেন, বিপক্ষের গোল মুখে জটলা পাকিয়ে ভেস্তে দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে।

১০ মিনিটে যুগোশ্লাভিয়ার গুলডেজ প্রায় একক চেষ্টায় অরকোনাডকে পরাস্ত ( ১-০ ) করেন। অসাধারণ নৈপুণ্যে সুরজাক খেলছিলেন। সকলে ধরে নেন যুগোশ্লাভিয়াই খেলায় জিতছে। সুরজাক সারাক্ষণ এইভাবেই দলের নেতৃত্ব দেন। তবে ৬৬ মিনিটে বদলী সুয়ারা ২-১ করতে যুগোশ্লাভিয়া দমে যায়। স্প্যানিশ দর্শক-সমর্থকদের উল্লাসে তাদের সব নৈপুণ্য চাপা পড়ে গেল। সারা স্টেডিয়ামে

৪০ হাজার দর্শকের হাতেই যেন স্পেনের পতাকা। এটি ‘বিরাট জয়’ নয়। তবুও কয়েকটি পত্রিকায় ঐ কথা লেখা হল।

স্পেন

অরকোনাডা। কামাচো, টেণ্ডিল্লো অলেসানকো, গরদিল্লো। সানশেজ (স্যুয়ারা ৬৩ মিঃ), অলোনসো, জামোরগান। জুয়ানিতো, (সাত্রু-সতেগুই (কুইনি ৬৩ মিঃ), ইউফারতে।

যুগোশ্লাভিয়া

পাণ্টেলিক ক্রম্পোতি। জোভানিচ, (খেন্নাদজিক ৭৪ মিঃ), জাজেচ, স্তোজকভিচ। পেত্রোভিচ, স্লিজিভো, গুলডেজ, সুরজাক, ভুজোভিচ (সেস্তিও ৮৩ মিঃ), সুসিক।

রেফারি ঃ এস লান্ড (ডেনমার্ক)

হণ্ডুরাস-১ ঃ উত্তর আয়ারল্যান্ড-১। ২১ জুন জারাগোজায় দুটি দল একই জায়গায় রয়ে গেল। প্রতিযোগিতার সবচেয়ে নিরুত্তাপ খেলা ছিল এটি। তবে দুই দলই একে অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে। প্রয়াসী হয়েছে ম্যাচ মুঠোয় এনে দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেতে। কিন্তু ড্র করে নিজেরাই নিজেদের অগ্রগমণকে ব্যাহত করেছে।

আইরিশরাই চমৎকার শুরু করে ১০ মিনিটের মধ্যে ১-০ এগিয়ে যায়। এবং মনে হচ্ছিল এদের এই প্রাধান্য থাকবে সারাক্ষণ।

কিন্তু তা সম্ভব হল না ফিগোয়েরোয়া ও বেতানকোর্টের তৎপরতায়। এঁরা হণ্ডুরাসকে উদ্দীপিত করলেন আক্রমণ দ্বারা। এমনকি জেনিংসও এঁদের আঘাতে জর্জরিত হচ্ছিলেন। অসাধারণ তৎপরতায় কর্ণার বাঁচালেন। কিন্তু পরের আক্রমণ রুখতে পারলেন না (১-১)। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আইরিশরা হিলি ও ব্রাদারস্টনকে নামালেন। তাঁরা হতাশ করলেন। কেবল আর্মস্ট্রংই যা খেলছিলেন, তাও অরজু ব্যর্থ করে দেন। ১০ মিনিটে আর্মস্ট্রংই দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ম্যাকলরয়ের ফ্রি-কিক বারে গিয়ে ধাক্কা দেয়, আর্মস্ট্রং ফিরতি বলে শট করেছিলেন।

এরপর বেতানকোর্ট বারে মারেন, আর্মস্ট্রং-এর শট লাগে পোস্টে। দুই দলই এইভাবে শেষ করে।

হণ্ডুরাস

অরজু, গাতিরেজ, কস্টীল, ভিলেগাস, ক্রুজ। গিলবার্টো, জেলায়া, মারা-দিয়াগা। নোরালেস (লিয়াং ৫৮ মিঃ) বেতানকোর্ট, ফিগুয়েরোয়া।

উত্তর আয়ারল্যান্ড

জেনিংস। জে নিকহল, সি নিকহল, ম্যাকক্লেল্যাণ্ড, ডোনাঘি, ও'নিল (হিলি ৭৭ মিঃ) ম্যাকক্রির, ম্যাকলরয়। আর্মস্ট্রং হ্যামিলটন, হোয়াইটসাইড, (ব্রাদারস্টন ৬৫ মিঃ)।

রেফারি ঃ চ্যানতাম (হংকং)

যুগোশ্লাভিয়া-১ ঃ হন্ডুরাস-০। বিশ্ব কাপের খেলায় মাত্র ১২ হাজার দর্শক। অকল্পনীয়। ২৪ জুন জারাগোজায় এই ম্যাচ দেখতে এত কম দর্শক এসেছেন, সম্ভবত বিরক্তিকর ফুটবল কারুরই ভাল লাগে না। খেলা শুরুর পর কিন্তু তা মনে হল না।

হন্ডুরাস এদিন সারাক্ষণ খেলেছে অত্যন্ত দ্রুত লয়ে। তাদেরই জেতার কথা। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাদের দীর্ঘক্ষণের খেলাটির সর্বনাশ হল।

যুগোশ্লাভদের জয়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই জয়ে তাদের প্রয়োজন মেটেনি শেষ পর্যন্ত। পেত্রোভিচের পেনাল্টি থেকে তাই জয় এনে দিলেও তা তেমন কার্যকর হল না। শেষ দিকে হন্ডুরাসের গিলবার্টোকে বহিস্কার করেন রেফারি।

| যুগোশ্লাভিয়া | হন্ডুরাস |
|---|---|
| প্যান্টেলিক। ক্রম্পোতিচ, স্তোজকোভিচ, (হালিহোদজিচ)। স্লিজিভো, গুদেলি, সুরজাক, ভুজোভিচ (সেসটিক), স্থসিক পেত্রোভিচ। | অরজু। দ্রাউমন্ড ভিলেগাস, কস্টলি, বুলনেস। জেলায়া, গিলবার্টো, মারাদিয়াগা। মুরিল্লো (লিয়াং), বেতানকোর্ট ফিগুয়েরোয়া। |

উত্তর আয়ারল্যান্ড-১ ঃ স্পেন-০। অসম্ভব স্বপ্নও সফল হয়। ২৫ জুন ভ্যালেনসিয়ায় ৪৮ হাজার দর্শক এই সাক্ষী। সমর্থকরা থাকলেই এবং তাঁরা দলের অনুকূলে যতই হৈ চৈ করুন, খেলতে না পারলে সফল হওয়া যায় না। বিশ্ব কাপের সংগঠক দেশ স্পেনের বিরুদ্ধে উত্তর আয়ারল্যান্ড যে ফুটবল খেলল তা অবিশ্বাস্য। যোগ্য দল হিসাবেই তারা গ্রুপ শীর্ষে স্থান পেল।

আইরিশরা জিতল সবরকম প্রতিলকূতাকে অতিক্রম করে। রেফারির সিদ্ধান্ত ছিল এদের বিপক্ষে এবং তিনি সমাপ্তির আধঘণ্টা আগে ডোনাঘিকে বের করায় দল দুর্বল হয়ে যায়।

কিন্তু ওরা অত্যন্ত নৈপুণ্য, সাহস, মর্যাদার সমন্বয় ঘটিয়ে খেলেছে। তারা সারাক্ষণ খেলেছে অভূতপূর্ব ফুটবল। ৩৭ বছর বয়সী জেনিংস থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নরমান হোয়াইটসাইড শিক্ষা দিলেন স্পেনকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে।

যুগোশ্লাভিয়ার চাইতে স্পেনের হিসাব ভাল থাকায় সমান পয়েন্ট হওয়া সত্ত্বেও স্পেন দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে পারল।

এদিন স্প্যানিশদের হিংসাত্মক ফুটবল আইরিশ রক্ষণকে ভেদ করতে পারেনি। এ কারণেই ওরা হিংসায় মত্ত হয়েছিল। তারা সংগঠিত হতে পারেনি, খেলায় কোন চিন্তা ছিল না। কখনও দেখা যায়নি—তারা গোলের জন্য খেলছে।

উত্তর আয়ারল্যান্ডের মহামূল্য গোলটিও আসে দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে।

হাজার দর্শক সাক্ষী স্কটল্যাণ্ডের সে ক্ষমতা ছিল কিনা। দুর্বল শত্রুর বিরুদ্ধে তেড়ে ওঠা যায়। কিন্তু ঐ দুর্বলরাও যদি একটু বাধা দেয়, ফল বিপরীত হতে পারে এবং আসতে পারে বিপর্যয়ও।

স্কটল্যান্ড ৩-০ এগিয়েও এত ভুল করল যা অবর্ণনীয়। স্কটিশদের ভুল দ্বিতীয়ার্ধে নিউজিল্যান্ড নবজীবন দেয়। যখন ৩-২ হল, কয়েক হাজার স্কটিশ সমর্থক আশংকা করলেন দুঃসময়ের আর দেরি নেই। তা অবশ্য ঘটেনি। নিউজিল্যাণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করেও আর গোল দিতে পারেনি। বরং স্কটল্যাণ্ড খেলায় উন্নত হল। রবার্টসনের চিপে ৪-৩ ও আরচিবেল্ড সমাপ্তির ১০ মিনিট আগে ৫-৩ করলেন।

স্কটল্যাণ্ডের এই জয় অভিনন্দিত হল, তা বলে দ্বিতীয়ার্ধের ভুলগুলি সমালোচনার উর্ধ্বে গেল না। স্কটিশদের ডিফেনসের দুর্বলতা, বিশেষত গোলরক্ষক র‍্যাফের যোগ্যতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ওঠে। কম খেলোয়াড়ই সারাক্ষণ এক নাগাড়ে ভাল খেলেছেন। ওয়ার্ক-ই যা কেবল প্রথমার্ধে দলকে এগিয়ে নেন।

আর নিউজিল্যাণ্ড একটি ম্যাচ থেকে দুটি গোল পেল, এই যা বলার। এবং এই নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করলেই যথেষ্ট।

| স্কটল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড |
|---|---|
| র‍্যাফ, ম্যাকগ্রেন, হালসেন, ইভান্স, গ্রে, সাউনেস, স্ট্রাচান, ( নারে ৮৪ মিঃ ), ওয়ার্ক, রবার্টসন। ডালগলিশ, ব্রাজিল ( আর্চিবল্ড ৫৪ মিঃ ) | ভান হাট্রুম। এলরিক, হিল, ম্যালকমসন ( কোল ৭৪ মিঃ ), অলমন্ড ( হার্বার্ট ৬৬ মিঃ ) সুমের, ম্যাককে, ক্রেসওয়েল। বুথ, রাফার, উড্ডিন। |

রেফারি ঃ ডেভিড সোচা ( উরুগুয়ে )

**সোভিয়েত ইউনিয়ন-৩ ঃ নিউজিল্যান্ড-০।** ব্রাজিলের কাছে শেষদিকে হেরে সোভিয়েত দল পরের সুযোগগুলি পুরোপুরি কাজে লাগানোর শপথ নেয়। এবং ১৯ জুন মালাগার সন্ধ্যা ছিল বাধাহীন। নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের কাবু করতে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়নি। তবুও সোভিয়েতরা কোনরকম ঢিলেমি দেখায়নি। সারাক্ষণ চমৎকার বল কনট্রোল করেছে।

নিউজিল্যান্ডকে আগের খেলায় স্কটল্যান্ড দুটি গোল উপহার দিয়েছিল, এদিন তেমন সৌভাগ্য হল না। আসলে সোভিয়েত দল কোন সুযোগ দেয়নি। ৪৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলের (২-০) আগে পর্যন্ত তেমন অবস্থা সামান্যের জন্য দেখাও দেয়নি। তাদের আশা—হয়ত এক পলকের জন্য—হয়তো কিছু হবে।

কিন্তু সোভিয়েতরা তূণে এমন সব অস্ত্র রেখেছিল যে, প্রয়োজন হলেই তার প্রয়োগ করতে পারে। গাবরিলভ প্রথমার্ধের মাঝামাঝি দলকে ১-০-য় এগিয়ে দেন।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্লখিন আরও স্বস্তিতে এনে (২-০) দেন। ৬৯ মিনিটে তাঁর পাস থেকেই বালতাশা ৩-০ করলেন। অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ খেলা স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে লড়তে মনোবল পেল। আর নিউজিল্যাণ্ড তো বিদায়ের খেলা খেলবে ব্রাজিলের বিপক্ষে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

দাসায়েভ। সুলাকভেলাদিজ, চিলভাদজে, বালতাশা, ডেমিয়ানেনকো। শেনেগেলিয়া, বেসনভ, গাবরিলভ, (রডিওনভ ৭৮ মিঃ), বল, দারাসেলিয়া (অরগানেসিয়ান ৪৫ মিঃ), ব্লখিন।

নিউজিল্যান্ড

ভান হাটুম। ডাডস; হার্বার্ট, এলরিক, বোথ। কোল, সুমের, ম্যাককে, ক্রেসওয়েল, রাফার, উড্ডিন।

রেফারি : এল ঘোল (লিবিয়া)

সোভিয়েত ইউনিয়ন-২ : স্কটল্যান্ড-২। ২২ জুন মালাগায় স্কটল্যাণ্ড প্রথমার্ধে যেভাবে কোণঠাসা করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে তা বজায় থাকলে তারা জিতত এবং দ্বিতীয় রাউণ্ডে যেত। কিন্তু সোভিয়েত দল পরে যেভাবে এগোল, তাতে স্কটল্যাণ্ডের জয় সম্ভব ছিল না।

সোভিয়েত দলও দুটি গোল খেয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণ হয়, তারা দ্বিতীয় রাউন্ডে খুব স্বস্তিতে থাকতে পারবে না।

জো জর্ডানকে দলভুক্ত করে জকস্টাইন সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন, অথচ জর্ডানই মুখ রাখলেন সুযোগ কাজে লাগিয়ে ও দর্শনীয় গোল করে (১-০)। গোলের জন্য দায়ী সোভিয়েত ডিফেণ্ডাররা। তাঁরাই স্টিভ আর্চিবল্ডকে অরক্ষিত রেখেছিলেন।

গ্রাহামসাউনেস মিডফিল্ড থেকে স্কটল্যাণ্ডকে শক্তি যোগাচ্ছিল এবং আশা হয়েছিল তারা হারাবে সোভিয়েত দলকে। তারপর ভ্রুতে সীমিত রাখে দলকে।

জর্ডান যখন ক্লান্ত, তখন রবার্টসনও অকেজো হলেন। ওদিকে সোভিয়েতরা শক্তি পেয়ে স্কট ডিফেন্সে আক্রমণ হানছে। এই সময় স্কটিশদের দরকার ছিল এক-জন ভাল রক্ষক। অ্যালান রাফ সে ধরণের নন। অবশ্য চিলভাদজের গোলের (১-১) জন্য তাকে সরাসরি দায়ী করা যায় না। তবে পিটার শিলটন থাকলে গোলটি হত না।

স্কটল্যাণ্ড কিছুক্ষণের জন্য গতি হারিয়ে ফেলল। জর্ডানের জায়গায় এলেন অ্যালান ব্রাজিল ও স্ট্রাচানের বদলে ম্যাকাগ্রেন। ব্রাজিল চমৎকার সুযোগ করেন ৪৫ মিনিটে। কিন্তু ড্যানি ম্যাকগ্রেনকে কেন আনা হল বোঝা গেল না। তিনি কিছুই করতে পারেননি।

রবার্টসন বাঁদিকে গিয়ে কয়েকটি সুন্দর ক্রস দেন, দাসায়েভের পক্ষেও ঠেকানো সহজ ছিল না। কিন্তু তখন জর্ডান সাইডলাইনে। স্কটল্যাণ্ডের শেষ আশা বিলীন হয় হানসেন ও মিলার অদ্ভুত জটলা করলে। শেনেগেলিয়া সুযোগ বুঝে বল ক্লিয়ার করে দেন। কিন্তু এরপর রাফ, শেনেগিলিয়ার শটটি ধরতে পারেননি (২-১)।

সাউনেস অবশ্য একটু পরে ২-২ করে দলকে পুনর্জীবিত করেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাওয়ার জন্য যে জয়ের প্রয়োজন ছিল, তা আর পাওয়া গেল না। গোলের হিসাবেও সোভিয়েত ইউনিয়নের চাইতে এগিয়ে থাকলেও চলতো। সুতরাং স্কটল্যাণ্ডকে 'এস্পানা ৮২' থেকে বিদায় নিতে হল প্রথম রাউণ্ডেই।

| সোভিয়েত ইউনিয়ন | স্কটল্যান্ড |
|---|---|
| দাসায়েভ। সুলাকভেলিদ্জ, চিলভাদজে, বালতাশা, ডেমিয়ানেনকো। বোরভস্কি, শেনেগেলিয়া, ( আন্দ্রিয়েভ ), বেস্নুনভ। গাবরিলভ, বল, ব্লখিন। | রাফ, নারে, সাউনেস, হানসেন, মিলার। স্ট্রাচান, ( ম্যাকগ্রেন ), আর্চিবল্ড, ডালগলিশ জর্ডান (ব্রাজিল)। ওয়ার্ক, রবার্টসন। |

ব্রাজিল-৪ ঃ নিউজিল্যান্ড-০। ২৩ জুন সেভিল-এ ব্রাজিল যে ফুটবল খেলল, তা তাদের পক্ষেই সম্ভব। খেলল তারা গতিময় ও আনন্দদায়ক ফুটবল। এই ফুটবলই ব্রাজিল খেলে এবং নিউজিল্যান্ডের যত শক্তিই থাকুক, ব্রাজিল সে ভয়ে কম্পিত নয়।

কিউয়িসদের কাছে মাথা নত করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ দুই দেশ দুই ধরনের ফুটবল খেলে। ব্রাজিল বিশ্বের প্রথম সারিতে, আর নিউজিল্যাণ্ডের সবে শুরু।

তাই বোধ হয় ব্রাজিল কেবল গোল দিয়েই খুশি থাকতে পারেনি। যা তারা সহজেই করতে পারত। ম্যানেজার টেলে সান্তানা ওদের ভাল খেলা দেখাবার নির্দেশ দেন, কারণ তারা তো দ্বিতীয় রাউণ্ডে যাচ্ছেই!

এরই মাঝে নিউজিল্যাণ্ডের সুমের ২৬ মিনিটে সুন্দর ভাবে অ্যাটাকে গিয়ে শট নেন। তবে তা ওপর দিয়ে চলে যায়। এর পরে পুরো ব্রাজিল বিশেষ করে জিকো ২৮ মিনিটে ওভার হেড বাইসিকল কিকে দর্শনীয় গোল করে। এমন গোল এপর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় এই একটিই। ফ্লামেঙ্গো রাইট-ব্যাক লিন্ড্রোর ক্রস ধরলেন সক্রেটেস এবং কাছেই ছিলেন জিকো। রাজকীয় ভঙ্গিতে তিনি সেটি গোলের ডান কোণ দিয়ে প্রবেশ করান (২-০)। দ্বিতীয়ার্ধে জিকো আর একটি বল পেলেন, এবার তিনি এটি তৈরি করেন ফালকাও-এর জন্য। এবারও ডান দিক দিয়ে ভান হাটুম পরাস্ত (৩-০) হলেন। এরপর জুনিয়রের পাস জিকো অভুতপূর্ব নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বাড়ালেন সারজিনহোর কাছে লং চিপে। সারজিনহো ভুল করেননি নিউজিল্যাণ্ডের বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি ( ৪-০ ) ঘটাতে।

নিজ দেশের ( ব্রাজিল ) খেলায় ফিফা সভাপতি জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ ছিলেন ৩৫ হাজার দর্শকের অন্যতম।

**ব্রাজিল**

পেরেস। লিয়ান্দ্রো, অসকার ( এডিনহো ৭৩ মিঃ ) লুইজিনহো, জুনিয়র। ফালকাও, টনিনহো, সিরেজো, সক্রেটেস। জিকো, সারজিনহো ( পাউলো ইসিদর ৬৭ মিঃ ), এডের।

**নিউজিল্যান্ড**

ভান হাটুম। ডাডস, হার্বার্ট, এলরিক, বোথল। সুমের, ম্যাককে, ক্রেসওয়েল ( কোল ৭৭ মিঃ ) অলমণ্ড। রাফার ( বি টার্নার ৭৭ ), উড্ডিন।

রেফারি ঃ মাতোভিনোভিচ ( যুগোশ্লাভিয়া )

## ফল

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাজিল-২ ঃ ( সক্রেটেস ৭৫, এডের ৮৭ ) | ঃ | সোভিয়েত ইউনিয়ন-১ ( বল ৩৪ ) |
| স্কটল্যান্ড-৫ ( ডালগলিশ ১৮, ওয়ার্ক ৩০, ৩২, রবার্টসন ৭৪, অ্যার্চিবল্ড ৮০ ) | ঃ | নিউজিল্যান্ড-২ ( সুমের ৫৫, উড্ডিন ৬৫ ) |
| ব্রাজিল-৪ ( জিকো ৩৩, অস্কার ৪৮, এডের ৬৩, ফালকাও ৮৫ ) | ঃ | স্কটল্যান্ড-১ ( নারে ১৮ ) |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন-৩ ঃ ( গাবরিলভ ২৪, ব্লখিন ৪৮, বালতাশা ৬৯ ) | ঃ | নিউজিল্যান্ড-০ |
| স্কটল্যান্ড-২ ( জর্ডান ৫, সাউনেস ৮৬ ) | ঃ | সোভিয়েত ইউনিয়ন-২ ( চিলভাদজে ৫৯, শেনেগেলিয়া ৮৪ ) |
| ব্রাজিল-৪ ( জিকো ২৮, ৩১, ফালকাও ৫৫, সারজিনহো ৭০ ) | ঃ | নিউজিল্যান্ড-০ |

## লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০ | ২ | ৬ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৬ | ৪ | ৩ |
| স্কটল্যান্ড | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৮ | ৮ | ৩ |
| নিউজিল্যান্ড | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১২ | ০ |

## দ্বিতীয় রাউণ্ড

প্রথম রাউন্ডের প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুটি করে দেশ অর্থাৎ প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দ্বিতীয় রাউণ্ডের জন্য যোগ্যতা পেল। দ্বিতীয় রাউন্ডেও চারটি গ্রুপ রইল ১৯৭৮ বিশ্ব কাপের মতোই। প্রতি গ্রুপে তিনটি করে দেশ রইল।

গ্রুপ 'এ' তে পোল্যান্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বেলজিয়ম রইল। গ্রুপ 'বি' তে পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড ও স্পেন। গ্রুপ 'সি'তে ইতালি, ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা এবং গ্রুপ 'ডি'তে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও উত্তর আয়ারল্যান্ড।

আবার লিগ পদ্ধতিতে খেলা। প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন চার দেশ যাবে সেমিফাইনালে। গ্রুপ 'এ' খেলল বার্সিলোনার নাউ ক্যাম্পে, গ্রুপ 'বি' মাদ্রিদের বার্নাবিউ-'এ' গ্রুপ 'সি' বার্সিলোনার সাবিয়ায় ও গ্রুপ 'ডি' খেলল মাদ্রিদের কাল্ডেরন-এ।

### গ্রুপ—এ

**পোল্যান্ড-৩ ঃ বেলজিয়ম-০** বিশ্ব কাপে এক একটি ম্যাচে একেকজনের ভাল খেলা, সেই খেলোয়াড় ও তার দেশের ভাগ্য ফিরিয়ে দেয় বা ইতিহাস রচনা করে। ২৮ জুন বার্সিলোনার নাউ ক্যাম্পে পোল্যান্ডের জিগনিউ বনিয়েক হ্যাট-ট্রিকের মাধ্যমে এরকম ঘটনাই ঘটালেন। সম্প্রতি এই বনিয়েক ইংল্যাণ্ডের যে কোন ভাল ক্লাবে যখন স্থান পাচ্ছিলেন না, তখন ইতালির জুভেণ্টাস তাকে লুফে নিল। ইতালিয়ানরা যে ভাল বিচারক তার প্রমাণ মিলল আজ। ইংল্যান্ডের আরসেনাল ও অন্যান্য ক্লাব নিশ্চয়ই অতঃপর আফসোস করবে।

বনিয়েক স্পেনে এসে প্রথম দুটি ম্যাচে ভাল খেলেননি। তাই পোল্যান্ড স্থির করে সে যদি অ্যাটাকে মানিয়ে নিতে না পারে, বাদ দিতে হবে। পোলিশ ম্যানেজারের চিন্তা ও চাপ কাজ করল। নাউ ক্যাম্পে বনিয়েক রাজার মর্যাদা পেলেন চমৎকার হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়। বলে তার প্রতিটি পরশ দৃষ্টিনন্দন। বনিয়েক আজ দেখালেন বলের ওপর তাঁর অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা যা যে কোন বিশ্ব কাপের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। এর সঙ্গে ছিল তাঁর গোলার মতো শুটিং ক্ষমতা।

বনিয়েকের কৃতিত্বের সঙ্গে দলের অন্যদের প্রয়াসও কম ছিল না এই জয়ে। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ লাটোর বাঁদিক থেকে বোমা বর্ষণ করে গিয়েছেন বেলজিয়মের রক্ষণ-ভাগে।

আবার এমন মুহূর্তও ছিল যখন পোল্যান্ড একটু হতচকিত হয়েছে বেলজিয়মের আক্রমণে। অথচ পোলিশ রক্ষণভাগ অনেক অভিজ্ঞ ও শক্তিমান। কিন্তু তাদেরও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। ভানডেনবার্গের মন্দ ভাগ্যই বলতে হবে। তাই বোধ হয় তার ভলি ওপর দিয়ে চলে যায়। অবশ্য পোল্যান্ডকে সেমিফাইনালে

যাওয়ার পথে কাঁটা ফেলার ক্ষমতা তার সতীর্থদের ছিল না। বেলজিয়মের আক্রমণকে বলা উচিত, নিছক পদযাত্রা—পোল্যান্ডের তুলনায়। বনিয়েক ও লাটোর সঙ্গে মোকাবিলায় ক্ষমতা তাদের ছিল না। এদের দুজনের সম্মিলিত চতুর্থ মিনিটের গোলটিই বলে দেয় এরা কী দরের খেলোয়াড়। লাটো ডান প্রান্ত থেকে ছুটে আসেন স্প্রিন্টারের গতিতে, তারপর বল পিছনে টেনে বাড়ান বনিয়েককে। বনিয়েক বাঁদিকের কোণে প্রবেশ করালেন বল।

২৬ মিনিটে বনিয়েক দেখান বাতাসে তাঁর খেলার ক্ষমতা, শূন্যের বল না থামিয়ে কাস্টার্সকে মাথা দ্বারা পরাস্ত করেন।

হ্যাটট্রিক হয় ৫৩ মিনিটে। বেলজিয়ম ডিফেন্স ওঁকে রুখতে বেরিয়ে এসেছে। বেরিয়ে এসেছেন গোলরক্ষকও। শূন্য গোলে বনিয়েক অনায়াসে বল পাঠালেন।

এই ঘটনার পর ইংল্যাণ্ডের ক্লাব ম্যানেজারদের কপাল চাপড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। বনিয়েকের পক্ষে এ রাত্রির বিশেষ তাৎপর্য ছিল। বনিয়েক যদি ঐ সব ক্লাব ম্যানেজারের সঙ্গে দু লক্ষ পাউণ্ডের ফাটকায় নামতেন, তবে তা অযৌক্তিক হত না।

**পোল্যান্ড**

ম্লিনার্কজিক। দিজিউবা, জানাস, জমুদা, মাজেওস্কি। লাটো, মাতিসিক, বানকল। কুপসেউকস (সিওলেক ৮২ মিঃ)। বনিয়েক, স্মোলারেক।

**বেলজিয়ম**

কাস্টার্স। রেনকুইন, মাইলক্যাম্পস, মিউস, প্লেসার্স (কেবকে ৮৭ মিঃ)। কুলেমানস, ভান মোয়ের, (ভান ডার ইস্ট ৪৫ মিঃ), কোয়েক, ভেরকাউটেরেন। ভানডেনবার্গ, জেরনিয়াৎস্কি।

রেফারি ঃ সাইলস (কস্টারিকা)

**সোভিয়েত ইউনিয়ন ১ ঃ বেলজিয়ম ০।** ১ জুলাই নাউ ক্যাম্পে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পয়েণ্ট অর্জন করে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মর্যাদার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পথ করল। এবং বেলজিয়ম বিদায় নিল।

সোভিয়েতদের ধারণা ছিল, বেলজিয়ম সহজেই তাদের কাছে হারবে। এবং তারা দেশে ফিরবে। কিন্তু বেলজিয়ম এদিন ভিন্ন মূর্তি ধরল গত ম্যাচে পোল্যাণ্ডের কাছে শোচনীয় পরাজয়ে প্রলেপ দিতে। খেলা দেখে মনে হল বেলজিয়ম টিকে থাকতে চায়। কিন্তু ভাগ্য তাদের সঙ্গে ছিল না। তবে তারা সামান্য গরিমা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল।

তাদের খেলায় এদিন আত্মবিশ্বাস ছিল প্রতি পদে। সৃষ্টিশীল ফুটবল তারা খেলেছে। ছিল না কেবল গোল করার বুদ্ধি। ভানডেনবার্গ দুটি অবধারিত গোল

নষ্ট করেছেন দ্বিতীয়ার্ধে। এই তুলনায় রুশীরা নার্ভাস ছিলেন, বেলজিয়মদের মতো তাই তাদের খেলা গঠনমূলক বা ইতিবাচক ছিল না।

অবশ্য প্রথমার্ধে একবার আক্রমণে উঠে খেলার আসল উদ্দেশ্য সফল হয়। ওগানেশিয়ানের ভলি নিখুঁত না হলেও মুমারন পরাস্ত হন (১-০)। সোভিয়েতরা বারে বারে সুযোগ হারিয়েছে, বিভিন্ন পজিশনে তারা ভুল করায় সবচেয়ে বঞ্চিত হয়েছেন শেনগেলিয়া। মিডফিল্ড বল না যোগানোয় তিনি তেমন কার্যকর হয়ে উঠতে পারেননি। তাদের আক্রমণ ছিল তাই সীমিত।

বরং শুরু থেকেই বেলজিয়ম দ্রুতগতির ফুটবল খেলেছে। রুশীরা প্রতি-আক্রমণে এসেও ব্যর্থ হচ্ছিল। ব্লখিন বকাঝকা করলেন সতীর্থদের, তাকে বল সরবরাহ না করায়। দ্বিতীয়ার্ধে যখন রক্ষণ ভাগ বিদীর্ণ করেন ভানডেনবার্গ, ব্লখিন তখন আরও বিরক্ত! শেনগেলিয়া দুবার বেলজিয়মের মিডওয়ে অতিক্রম করেন, কিন্তু ওদের রক্ষণের মরীয়া প্রয়াস তাঁকে ব্যর্থ করে।

বেলজিয়ম ড্র-এর জন্য লড়াই করে। অবশ্য তা সম্ভব ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

দাসায়েভ। বোরভস্কি, চিলভাদজে, বালতাসা, ডেমিয়ানেকো। বল (দারাসেলিয়া ৮৭ মিঃ), ওগানেশিয়ান, বেস্তনভ। গাবরিলভ শেনগেলিয়া (রডিয়নভ ৮৯ মিঃ), ব্লখিন।

বেলজিয়ম

মুমারন। রেনকুইন, মাইলক্যাম্পস, মিউস, ডে শ্রিজভার (এম মাইলক্যাম্পস ৬৫ মিঃ)। ভানডেরমিশেন (জেরানিয়াৎনস্কি ৬৭ মিঃ), ভারহিয়েন, কোয়েক, ভারকুটেরেন। কুলেমানস, ভানডেনবার্গ।

রেফারি : ভাউট্রট (ফ্রান্স)

**সোভিয়েত ইউনিয়ন ০ : পোল্যান্ড ০ :** ৪ জুলাই পোল্যান্ড শান্ত মেজাজে রুখে দিল তাদের রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পুরোধা—সোভিয়েত ইউনিয়নকে। এবং সহজেই সেমিফাইনালে গেল। ড্র করলেই সেমিফাইনালে পেঁছন যাবে, আর সেই লক্ষ্যে উপনীত হতেই তারা কৌশল প্রয়োগ করেছে।

পোলিশদের আত্মরক্ষা করতে হয়েছে প্রথমার্ধে। ঐ সময় সোভিয়েতরা তাদের পেনাল্টি অঞ্চলে বহু আক্রমণ হানছিল। এবং সেই আক্রমণ শানাতে মিডফিল্ড থেকেও বাহিনী নিয়োগ করে।

ঐ আক্রমণ রোখার পর পোলিশদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়, তারা শক্তি সঞ্চয় করে। তারা ক্রমশ আক্রমণে উঠে যায় এবং সোভিয়েতরা নিজেদের যেন গুটিয়ে নিতে থাকে।

ইতোমধ্যে পোল্যান্ড অনেক এগিয়েছে। বলতে চেয়েছে সেমিফাইনালে তারা

যাচ্ছে যোগ্য দল রূপেই। সোভিয়েত খেলোয়াড়দের অবনত মনে হল, বোঝা গেল তারা বিশ্ব কাপের দৌড় থেকে সরে যাচ্ছে।

শুরুটায় কিন্তু বিপরীত ছবি ছিল। তারা দর্শকদের বুঝিয়ে দেয়, তারা জিততে নেমেছে। বেলজিয়মের বিরুদ্ধে জিতলেও, তেমন উজ্জ্বল ফুটবল ছিল না, এদিন তাই সূচনাতেই দ্রুত লয়ে খেলতে থাকে, পোলিশরা বেশ ত্রস্ত ছিল, ভেবেছিল আজ তাদের নিস্তার নেই। প্রথম আক্রমণটি করেন ব্লখিন তার ইনসুইংগার কর্ণারের মাধ্যমে। কিন্তু বেসনভের হেড কার্যকর না হওয়ায় লক্ষ্যে পেঁছতে পারল না সোভিয়েত দল। ২৬ মিনিটে ফুল ব্যাক সুলাকভেলিদজ যদি সহজ সুযোগটি নষ্ট না করতেন, বারের ওপর দিয়ে না পাঠিয়ে, আর একটি গোল হত। পরের সুযোগ নষ্ট করেন ওগানেশিয়ান। এসব কারণেই ব্লখিন আফসোস করেছেন। আর এই ভাবেই তারা বিশ্বাস হারাতে থাকে, মনোবল কমে যায়। প্রথমার্ধের ৩০ মিনিটে তারা পোল্যান্ডের গোলে বল পাঠাতে পারলে খেলা অন্য ধারায় প্রবাহিত হত।

পোল্যান্ড তো মাঝে মধ্যে আক্রমণ করেছে, তাও অত্যন্ত সীমিত ভাবে। লাটো একবার হঠাৎ এগোন, কিন্তু সুইং করা শট ঠিক ভাবে লক্ষ্যে পেঁছয়নি।

পোলিশরা ৩০ মিনিট পরে ধরে নেয় তাদের ভয়ের কিছু নেই, বরং জিততেও পারে। চমৎকার খেললেন দাসায়েভ। বানকল, মাতিসিক, বনিয়েক ও স্মোলারেক এর দুরন্ত শটগুলি তিনি রুখেছেন অত্যন্ত তৎপরতায়। দাসায়েভের পক্ষেই এসব সম্ভব ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বিদায় নিল প্রয়োজনের মুহূর্তে ঠিক কাজ করতে না পারায়। শেনগেলিয়া হতাশ হয়ে ফিরলেন। ব্লখিন স্পেনে তাঁর খেলার চাইতে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তাঁর বিলাপের জন্য।

পোল্যান্ড

ম্লিনার্কজিক। দিজিউবা, জমুদা, জানাস, মাজেওস্কি। লাটো, মাতিসিক বানকল। কুপসেউইকস বনিয়েক, স্মোলারেক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন

দাসায়েভ। সুলাকভেলিদজ, চিল-ভাদজে, বরভস্কি, ডেমিয়ানেনকো। বালতাশা, গাবরিলভ ( দারাশেনিয়া ৭৮ মিঃ ) বেসনভ, ওগানেশিয়ান শেনেগেলিয়া, ( আন্দ্রিয়েভ ৫৭ মিঃ) ব্লখিন।

রেফারি ঃ ভালেন্তাইন ( স্কটল্যান্ড )

ফল

| পোল্যান্ড—৩ | ঃ | বেলজিয়ম—০ |
|---|---|---|
| ( বনিয়েক ৪, ২৬, ৫৩ ) | | |

**সোভিয়েত ইউনিয়ন—১ : বেলজিয়াম—০**
( ওগানেশিয়ান ৪৮ )
**পোল্যাণ্ড—০ : সোভিয়েত ইউনিয়ন—০**

**লিগ টেবিল**

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েণ্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পোল্যাণ্ড | ২ | ১ | ১ | ০ | ৩ | ০ | ৩ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ২ | ১ | ১ | ০ | ১ | ০ | ৩ |
| বেলজিয়াম | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ৪ | ০ |

## গ্রুপ—বি

**পশ্চিম জার্মানী-০ : ইংল্যাণ্ড-০।** ২৯ জুন মাদ্রিদের বার্নাবিউয়ে এই হতাশজনক ড্র-র ফলে সেমিফাইনালে কোন দেশ যাবে 'বি' গ্রুপ থেকে তা অনিশ্চিত রইল। যত বড় প্রতিযোগিতাই হোক, সংগঠক দেশ সম্ভবত অনেক কাজ খেয়ালখুশি মতো করতে পারে। এদিনের খেলার জন্য দুই দল যখন ওয়ার্ম আপ করছে, গ্যালারিতে তখন হঠাৎ হৈ চৈ। স্পানিশ ফুটবলাররা সাইরেন বাজিয়ে কড়া পুলিস প্রহরার মধ্যে হাজির হল।

সুন্দর পরিচ্ছন্ন এই মাঠে প্রথম খেলা। কিন্তু খেলাটি উন্নত মানের হল না। দ্বিতীয়ার্ধে তো কাউকে ফুটবল নিয়ে ছোটাছুটি করতেই দেখা গেল না। অথচ বিশ্ব কাপের দ্বিতীয় রাউণ্ডে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন শুধু নয়—বিশ্ব ফুটবলে এরা যথার্থই শক্তিধর। প্রচণ্ড গরমই খেলোয়াড়দের কাবু করে দিয়েছে।

ইংল্যাণ্ডকে অধিকাংশ সময় সংহত মনে হয়েছে। সুস্থ হয়ে ফিরে আসা হ্যান্সি মুলার জার্মানীকে শক্তি দিলেও দুই দলের লড়াইয়ে দেখা গেল একে অপরকে মাঠের বাইরে পাঠাচ্ছেন। যেন ছোট আকারের যুদ্ধ ক্ষেত্র! দুই দলের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ডিফেন্স শক্তিশালী ও সক্রিয়। কিন্তু ভারদার ব্রেমেন-এর স্ট্রাইকার উয়ে রিণ্ডার্স যখন প্রথম এদিন নেমেছেন, সকলে লক্ষ্য করেছেন তাঁকে।

প্রথম রাউণ্ডে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে শোচনীয় ফলের পর জার্মান ম্যানেজার জুপ ডারওয়াল দলে তিনটি বদল করেন। হস্ট হ্রুবেশের জায়গায় রিণ্ডার্স কিন্তু নিজেকে যোগ্য প্রমাণিত করতে পারলেন না এবং লিটবারস্কির অনুপস্থিতিতে জার্মানীর ফ্লাঙ্কে দুর্বলতা দেখা দিল। শেষ দিকে ম্যানেজার তাই লিটবারস্কি ও তাঁর কোলন ক্লাবের সতীর্থ ক্লাউস ফিশারকে নামান অ্যাটাকে যেতে।

৮৫ মিনিটে অধিনায়ক কার্ল-হাইনস রুমেনিগে ২৫ গজ থেকে জোরালো শট

করলে বারে লাগে। যা খেলা হয়েছে, তা কেউ জিতবে বললে বাড়াবাড়ি হয়। সুতরাং রুমেনিগে গোল করবেন ? আশাতীত।

ইংল্যাণ্ডের শুরু আশার ছিল। স্টিভ কোপেলেনের ক্রস শট জার্মান গোলরক্ষক কর্তৃক কর্ণারে পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না। শুমাশারএরপর রে উইলকিন্সের ২৫ গজের শট ডাইভে আটকালেন। ১৯ মিনিটে পল মারিসের ফ্লিক ব্রায়ান রবসন ধরে চিপ করলে বারের ওপর দিয়ে চলে যায়। ৩৮ মিনিটে গ্রাহাম রিক্সের ক্রস বুকে ধরে নামালেন রবসন এবং সেটি গোলে পাঠাতে সামান্যর জন্য বঞ্চিত হল ইংল্যাণ্ড, এটিই জার্মানীর বড় বিপদ।

জার্মানী কয়েকটি আংশিক সুযোগ পায়। ২১ মিনিটে রুমেনিগে ঠিক মতো মারতে পারেননি পল ব্রেটনারের পাস। ব্রেটনারের একটি জোরালো শট শিলটন বাঁচান কর্নারে পাঠিয়ে।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা সীমিত ছিল কিছু কর্ণার, কিছু বদল, রবসনকে ট্রিপের পর উলি স্টাইলাইককে সতর্কীকরণ ও রুমেনিগের শট বারে ধাক্কা খাওয়ার মধ্যে। স্পেন ব্যতীত বাকিদের ৭০ হাজার দর্শকের কাছে এই ম্যাচ ছিল বিরক্তির ও হতাশার।

ইংল্যাণ্ড ম্যানেজার রন গ্রিনউড বললেন, এটি ছিল নানা সমস্যায় ভরা। তবে জার্মানীর চাইতে আমার দল বেশি সুযোগ পেয়েছে, খেলোয়াড়রা খুশি, তারা বিশ্বাস করে ইংল্যাণ্ড সেমি-ফাইনালে যাবে। গরমে আমরা কাহিল হয়েছি, দ্বিতীয়ার্ধে তাই খেলেছি ধীর গতিতে।

জার্মান ম্যানেজার জুপ ডারওয়ালের মন্তব্য ঃ আমরা জয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়েই শুরু করি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের মতো দলকে হারানো—বলা যত সহজ, কাজে তা নয়। দ্বিতীয়ার্ধে আমরা চাপ সৃষ্টি করি। কিন্তু রুমেনিগে আহত হওয়ায় উদ্দেশ্য ৬০ ভাগ মাত্র পূর্ণ হয়। আমার বিশ্বাস স্পেনকে হারিয়ে শেষ চার দেশে স্থান পাব।

পশ্চিম জার্মানী

শুমাশার। কালৎজ, খা ফস্টার, স্টাইলাইক, বি ফস্টার। ব্রেটনার, ব্রিজেল, ড্রেমলার, এইচ মুলার (ফিশার ৭৩ মিঃ), রুমেনিগে, রিণ্ডার্স ( লিটবারস্কি ৬২ মিঃ )।

ইংল্যাণ্ড

শিলটন, মিলস, থমসন, বুচার, সালসম। উইলকিন্স, রবসন, রিক্স, কোপেল, ফ্রান্সিস (উডকক ৭৭ মিঃ), মারিনার।

রেফারী ঃ কোয়েলহো ( ব্রাজিল )

**পশ্চিম জার্মানী-২ ঃ স্পেন-১।** ২ জুলাই ৯০ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে পশ্চিম জার্মানী উপভোগ্য ফুটবল খেলল এবং সংগঠক দেশ স্পেনকে বিশ্ব কাপ

থেকে বিদায় জানাল। অবশ্য স্পেন মরণপণ লড়াই করেছে, উজাড় করে দিয়েছে এদিন তাদের সবরকম ফুটবল বিচক্ষণতা।

তার অর্থ এই নয় স্পেন অসাধারণ ফুটবল খেলেছে। তারা প্রায় অর্ধেক সময় ধরে শক্তিশালী জার্মানদের ঠেকিয়ে রেখেছিল উৎসাহ ও উদ্দীপনার দ্বারা। আর গ্যালারি থেকে যে সমর্থন তারা পেয়েছে, তাও তাদের লড়াই ও আত্মরক্ষায় নিয়োজিত করেছিল। উন্নত মানের ফুটবলে তারা রপ্ত নয় বলেই একসময় দেখা যায় বল ছাড়ায় স্প্যানিশ খেলোয়াড়রা দৌড়োদৌড়ি করছেন। আর বলও ছুটছে একাকী। তাঁরা তখন ট্যাকটিকাল প্ল্যান ভুলে গিয়েছেন। যখন, অর্থাৎ সমাপ্তির নয় মিনিট আগে একটি গোল শোধ করেছেন, তখন তো তাঁরা পরাজিত।

স্প্যানিশ ম্যানেজার জোসে সান্তামারিয়া এদিন রিয়েল মাদ্রিদের কার্লস সান্টিলানাকে নামান কুইনির বদলে ওর হেডের কথা মনে রেখে। কিন্তু স্প্যানিশ মিডফিল্ডাররা আকাশে বল তুলতে ভুলে যান। সান্টিলানার মাদ্রিদ-সতীর্থ জুয়ানিতওকে তুলে নেওয়া হয় বিরতিতে—আহত হওয়ায়। আঘাত থেকে সেরে ওঠায় জামোরাকে নামানো হয়। লাভ হয়, কিন্তু মিডফিল্ডে মিগুয়েল অলোনসো বোধ হয় ফুটবল ভুলে গিয়েছিলেন। জোসে কামাচো তো বহুদিন অনুশীলনই করেননি। সুতরাং লড়াই করবেন কে ?

পশ্চিম জার্মানরা দেখাল ফুটবল কুশলতা। এর আগের খেলায় ওদের মধ্যে যেসব অনুপস্থিত ছিল, এদিন সেইসব গুণের সমাহার করে দেখাল। ব্রেমলার, ব্রিজেল, কালৎজ তো মাঝে মাঝেই অ্যাটাকে গিয়েছেন। কয়েকদিন ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যারা হতাশকর ফুটবল খেলেছিল, আজ তার কোন চিহ্নই নেই।

উলি স্টাইলাইক খেলছেন রিয়েল মাদ্রিদের তাঁর নিজস্ব মাঠে। সুইপারে তিনি চমক দেখালেন। পল ব্রেটনার প্রমাণ করলেন তিনি যখন কথা বলার বদলে খেলতে নামেন, তিনি যেমন সতীর্থদের সাহায্য করেন, তেমনি আনন্দ দেন দর্শকদেরও।

প্রথম কয়েক মিনিটে জার্মানরা যা খেলল, ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সারা ম্যাচেও তা দেখা যায়নি। বার্নড ফস্টারের শট অরকোনাডা ধরলেন। স্টাইলাইকের পাস লিটবারস্কি কাজে লাগাতে পারলেন না। রুমেনিগের ফ্লিক লিটবারস্কির গায়ে লেগে কর্নারে গেল। ফিশার সতর্কিত হলেন আলেমাঙ্কোকে ফাউল করায়। এরপর ব্রিজেলের শট ওপর দিয়ে চলে গেল।

সব বলের লক্ষ্য স্পেনের গোলের দিকে। এবং তা পর পর করলেন উলফগ্যাং ব্রেমলার ও ব্রিজেল। দুজনকে বলা হল মিডফিল্ডের স্প্রিং বোর্ড।

স্পেন যখন খেলায় এল কিছু সময়ের জন্য, তখন গোলরক্ষক হারাল্ড শুমাশারকে একবারই বল ধরতে হয়। সাণ্টিলানার শট ছিল সেটি।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয় দুই দেশের ফরোয়ার্ডের দুই তারকা জুয়ানিতো ও রুমেনিগে ছাড়াই। তবে রুমেনিগের জন্য জার্মান দলে দুর্বলতা দেখা দেয়নি। এদের ছাড়াই ওরা এগিয়ে যায়। অরকোনাডা ভুল করলেন ব্রেমলারের ফিরতি বলে লিটবারস্কি

শট করলে (১-০)। স্পেন রদবদল করল মিডফিল্ডে শক্তি বাড়াতে। কিন্তু ফিশার ইতোমধ্যে জার্মানকে আরও এগিয়ে (২-০) দিয়েছেন। ৮১ মিনিটে হেডে জামোরার গোল (২-১) সান্ত্বনা এনে দিল সংগঠক দেশকে। সমাপ্তির কিছু আগে শানচেজ, ব্রিজেল ও কামাচোকে সতর্ক করা হলেও খেলার গতি থামেনি।

পশ্চিম জার্মানী

শুমাখার। কালৎজ, খা ফস্টার, স্টাইলাইক, ব্রিজেল, ড্রেমলার, ব্রেটনার, বি ফস্টার। রুমেনিগে (রিডার্স ৪৬ মিঃ), ফিশার, লিটবারস্কি।

স্পেন

অরকোনাডা। উরগুইয়াগা, টেন্ডিল্লো, অলেসানকো, গরদিল্লো, অলোনসো, জামোরা, কামাচো। জুয়ানিতো (লোপেজ উফারতে ৪৬ মিঃ), সান্টিলানা, কুইনি (সুয়ারা ৬৫ মিঃ)।

রেফারি: কাসারিন (ইতালি)।

স্পেন-০ : ইংল্যান্ড-০। ৫ জুলাই ৮৫ হাজার দর্শকের সামনে 'এস্পানা-৮৫'-র সব আশা শেষ করল সেইভাবে, যেমন অগোছাল ফুটবল খেলে তারা সূচনা করেছিল। আজ তারা যদি ২-০ জিতত অথবা ৩-২ কিংবা ৪-৩ করতে পারত জার্মানীর সঙ্গে তাদের সমান পয়েন্ট হত, গোলের হিসাবে এগিয়ে থাকত এবং সেমিফাইনালে পেঁছিত।

খেলা শেষে অগুণতি দর্শক স্টেডিয়াম থেকে পাসেও কাস্টেলানায় নেমে এলেন, কিন্তু খানাপিনা করবেন কোন্ কারণে ?

ইংল্যান্ড মানসিক চাপে ভুগছিল। স্পেন ঐ সুযোগ নিতে পারেনি।

খেলা শেষে অনেকেই সমালোচনা করেন। আদতে খেলা কিন্তু ততটা খারাপ হয়নি। সংগঠক স্পেনের সমর্থকদের আশা ছিল অনেক। তা অবশ্য বামন হয়ে চাঁদ ধরার মতোই। তাদের মধ্যে তাই শূন্যতা সৃষ্টি হয়।

তবুও বলতে হবে তুলনামূলকভাবে স্পেন ভাল খেলেছে।

ইংল্যান্ড এই ম্যাচের পর দেশে ফিরল তিনটিতে জিতে, দুটি ড্র করে। অর্থাৎ অপরাজেয় ইংল্যান্ড। তারা ৬টি গোল করেছে এবার। গোল বাড়াতে না পারলে সাফল্য আসে না। রক্ষণাত্মকে বিশ্বাসী হলেও ইতালিও স্পেনে এসে গোলের কথা মনে রেখেছিল। স্পেন ম্যানেজার জোসে সান্তামারিয়া বিশ্ব কাপ থেকে বিদায় নিয়ে মুষড়ে পড়েননি, বরং সাহসিকতার সঙ্গে সকলের সামনে দাঁড়িয়েছেন। পাঁচটি খেলার কেবল একটিতেই তারা জিতেছিল। তিনি সমালোচকদের লক্ষ্য করে মন্তব্য করলেন —স্পেনের বিপর্যয় কেন বলছেন ? ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনাও তো দ্বিতীয় রাউন্ডে বিদায় নিল।

কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের তুলনা উচিত কি ? দক্ষিণ আমেরিকার ওরা তো একজন আর একজনের যাত্রা বন্ধ করল বার্সিলোনায়। আর স্পেন এক ম্যাচ থেকে

পরবর্তী ম্যাচে পেঁছে আরও নড়বড়ে হয়েছে। তারা প্রার্থনা করেছে দর্শক-সমর্থকরা আরও চিৎকার করুন, হাত নাড়ুন।

স্পেনের বহু সুযোগের প্রথমটি আসে ১০ মিনিটে, মিগুয়েল অলোনসো কর্তৃক। তিনি দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হন ২১ মিনিটে সানসমের দুর্বল ক্লিয়ার থেকে বল পেয়ে। ইংল্যান্ডও প্রবল চাপে রাখে বিপক্ষকে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

সানসমের ফ্রি-কিক অনেক উঁচু দিয়ে চলে গেল। গ্রাহাম রিক্সের ক্রসে রবসন হেড করলে ওপর দিয়ে যায়। পল মারিনারের ভাসানো শট চলে যায় পোস্ট ঘেঁষে। অরকোনাডা ধরলেন টনি উডকক ও ট্রেভর ফ্রান্সিসের শট। তবে স্পেন ৫৫ মিনিটে এগোতে পারত সাত্রুসতেগুই যদি গোলে মারতে পারতেন। তিনি ডিফেন্স ভেদ করেন অত্যন্ত নৈপুণ্যে, কিন্তু গোল মুখে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেন।

শেষ দিকে ইংল্যান্ড অ্যাটাকে কোন পরিকল্পনা আছে, মনে হচ্ছিল না। ব্রুকিং খুব বুদ্ধিদীপ্ত ও আক্রমণ রচনাকারী কিন্তু অনুশীলনের অভাবেই সম্ভবত ৬৯ মিনিটে কিগানের গ্লান্স তিনি ফাঁকা গোলে পাঠাতে পারেননি।

কিগান ও ব্রুকিংকে নামানো কি যুক্তিসঙ্গত ছিল? খেলা শেষে সহজ প্রশ্নটি উঠতে পারে। কিগান যদি শেষ সুযোগটি কাজে লাগাতেন, শেষ চারে ইংল্যান্ডের স্থান না হলেও মর্যাদা পেত। ঐ সুযোগের পর ইংল্যান্ডের দম ফুরিয়ে যায়, সময়ও তখন শেষ।

| ইংল্যান্ড | স্পেন |
|---|---|
| শিলটন। মিলস, থমসন, বুচার, সানসম। রবসন, উইলকিন্স, রিক্স (ব্রুকিং ৬৩ মিঃ)। ফ্রান্সিস, মারিনার, উডকক (কিগান ৬৩ মিঃ)। | অরকোনাডা। উরগুইয়াগা, টেন্ডিল্লো, (মাসেডা ৭২ মিঃ), অলেসানকো, গরডিল্লো। সাউরা (উরান্ডে ৬৭ মিঃ), কামাচো, অলোনসো, জামোরা। সান্টিলানা, সাত্রুসতেগুই। |

রেফারি : পমনেট (বালগেরিয়া)

ফল

| | | |
|---|---|---|
| ইংল্যান্ড-০ | : | পশ্চিম জার্মানী-০ |
| পশ্চিম জার্মানী-২ | : | স্পেন-১ |
| (লিটবারস্কি ৪৯, ফিশার ৭৫) | | (জামোরা ৮১) |
| ইংল্যান্ড-০ | : | স্পেন-০ |

লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পশ্চিম জার্মানী | ২ | ১ | ১ | ০ | ২ | ১ | ৩ |
| ইংল্যান্ড | ২ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ২ |
| স্পেন | ২ | ০ | ১ | ১ | ১ | ২ | ১ |

## গ্রুপ—সি

ইতালী-২ ঃ আর্জেণ্টিনা-১। আশংকা ছিল ২৯ জুন এই খেলায় ফুটবলের কিছু খারাপ দৃশ্যের অবতারণা হবে। বেশি না হলেও, তা হয়েছিল। গোলশূন্য প্রথমার্ধে পাঁচজনকে সতর্ক করা হয়। ইতালির ম্যান টু ম্যান খেলায় সামাল দিতে যায় আর্জেণ্টিনা এবং সংঘর্ষ হয় অনিবার্যভাবেই।

সন্দেহ নেই, মারাদোনাই ছিলেন ইতালির প্রধান লক্ষ্য। জেণ্টিলের ওপর দায়িত্ব ছিল মারাদোনাকে রোখার। দৃষ্টিটা ব্যক্তিগত হলেও সম্পর্কটা মোটেই প্রীতিদায়ক ছিল না। ফলে আর্জেণ্টিনার সবচেয়ে ধারালো অস্ত্রটি ভোঁতা হয়ে গেল বা করা হল। আর সমগ্র দলও যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট ঐ সঙ্গে। তাই ইতালি যখন তার ফুটবল শিল্পীদের কাজে নামাল, বুঝতে পারল বিপক্ষ কত নড়বড়ে। কত দুর্বল তাদের রক্ষণ-ভাগ। এ সুযোগ ইতালি কালক্ষেপ না করে কাজে লাগায়।

১২ মিনিটের ব্যবধানে তারা দুটি গোল করে দুরন্ত গতির ফুটবল দেখিয়ে।

পাসারেলা একজনের জামা টেনে ধরেন এবং ইতালি ফ্রি-কিক পায়। এর থেকেই বোঝা গেল আর্জেণ্টিনা বিপর্যয়ের মুখে। তাদের ক্ষতি বাড়ল সমাপ্তির ছয় মিনিট আগে গালেগোকে বহিষ্কার করলে। তার্দেলিকে তিনি লাথি মেরে ফেলে দেন।

এই খেলার সমাপ্তি আগেই হয়েছিল। দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল ঐ ধারণা আরও উজ্জ্বল হচ্ছে। আর্জেণ্টিনা ক্লান্ত। আর ইতালি দর্শনীয় ফুটবল খেলছে। ৫৬ মিনিটে তাদের নৈপুণ্য শিখরে উপনীত। দ্রুত ও নিখুঁত আক্রমণে আর্জেণ্টিনার পেনাল্টি এলাকার ধারে। আন্তোগননি সর্বদাই আক্রমণ রচনার পুরোধা। তিনি তার্দেলিকে শেষ পাস দিতেই তিনি কোনাচে শটে ১-০ করলেন। আর্জেন্টিনাও তৎক্ষণাৎ মোকাবিলায় উঠে এল। জফকে তৎপর হতে হল কয়েকবার। বিশেষ করে পাসারেলা যখন আক্রমণে এসেছেন।

ইতোমধ্যে ইতালির প্রতি-আক্রমণ শুরু হয়ে গিয়েছে। রসি ফাঁকা জমিতে দাঁড়িয়ে। ফিলোল তাকে ফাউল করলেও কণ্টি বল নিয়ে কাবরিনিকে গোলে মারার জন্য তৈরি করে দিলেন ইতালির ২-০র জন্য।

সমাপ্তির সাত মিনিট আগে পাসারেলা একটি গোল শোধ (২-১) করলেন। কিন্তু এতে তো কাজ হবে না। আর্জেণ্টিনা এই খেলায় একটিও পয়েণ্ট পেল না। অতএব অপেক্ষা করতে হবে ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচটির জন্য।

**ইতালি**

জফ। জেণ্টিল, কলোভাতি, স্কিরিয়া, কাবরিনি, তার্দেলি, আন্তোগানিনি, ওরিয়ালি (মারিনি ৭৫ মিঃ), কণ্টি, রসি ( আল্তোবেলি ৮১ মিঃ ), গ্রাজিয়ানি।

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল। অলগুইন, গালভান, পাসারেলা, তারানতিনি, আর্ডিলেস, গালেগো, কেম্পেস ( ভালেন্সিয়া ৫৮ মিঃ ), ডিয়াজ ( ক্যালডেরন ৫৮ মিঃ ), মারাদোনা, বার্তনি।

রেফারি ঃ রেইনি ( রোমানিয়া )

**ব্রাজিল-৩ : আর্জেন্টিনা-১।** ২ জুলাই দ্বিতীয় রাউণ্ডের দ্বিতীয় খেলায় হারের পর গতবারের চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা কেবল মুকুটহীন হল না, ১৯৮২-র বিশ্ব কাপের চ্যালেঞ্জ থেকে সে সরে দাঁড়াল। তবে আর্জেন্টিনার 'বিস্ময় বালক' মারাদোনা প্রতি মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

১৯৭৮-এর চ্যাম্পিয়ন দলের তেমন ক্ষমতাই ছিল না ব্রাজিলের আশেপাশে গিয়ে আবার কাপ জয়ের সম্ভবনায় ফিরে আসা। লজ্জার কথা মারাদোনার মতো বড় মাপের খেলোয়াড় সমাপ্তির চার মিনিট আগে আইন নিজ হাতে নেওয়ায় রেফারি কর্তৃক বহিস্কৃত হলেন।

এটাই বোধ হয় আর্জেন্টিনার প্রাপ্য ছিল। আর এ ঘটনা নিশ্চয়ই তাদের কাছে দুঃখবহ। তাদের সে যোগ্যতাই নেই ১৯৮২-তে এবং একাকী মারাদোনা দলকে বাঁচাবেন কেমন করে!

তবে ব্রাজিলকে খেলা করায়ত্ত করতে এক ঘণ্টারও বেশি লেগে যায়। তাদের সৃষ্টিধর্মী ফুটবল নৈপুণ্যকে আর্জেন্টিনার সঙ্গে তুলনা করা বোকামি। ১১ মিনিট ব্রাজিলের প্রথম গোল এবং বহু পরে দ্বিতীয় গোল হলেও, হয়েছে উপযুক্ত সময়েই।

১১ মিনিটে পাসারেলা ধরাশায়ী করেন সারজিনহোকে ৩০ গজ দূরে। এডের চমৎকার ফ্রি-কিক করলেন। বলটি অদ্ভুত সোয়ার্ভ করে ফিলোলকে বিমর্ষ করে বারের নিচে পড়ল। জিকো ওটি ঠেলে গোলে পাঠাবার (১-০) আগেই এডের আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আর্জেন্টিনা একবার আক্রমণে এগোয় ও আশা জাগায়। কিন্তু ব্রাজিল সর্বশক্তি দিয়ে শুধু রক্ষণ নয়, আক্রমণ হানতে থাকে বিপক্ষ শিবিরে। অপ্রতিরোধ্য ফালকাও উঁচু ক্রস দিলেন সারজিনহোকে। সারজিনহো সহজ হেডে ২-০ করলেন। ৭৪ মিনিটে জিকো থ্রু দেন জুনিয়রকে ৩-০ করার জন্য।

মারাদোনা ক্ষিপ্ত হলেন জিকোর বদলে ব্রাজিল বাতিস্তাকে নামানোর মুহূর্তে। পাসারেলার ট্যাকলে জিকো আহত হয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। বাতিস্তা এসে বারবাসকে বল সহ আক্রমণ করেছিলেন। মারাদোনার রাগ তখনই বাড়ে। তিনি বাতিস্তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবেন—এমনই পরিস্থিতি। রেফারি তৎক্ষণাৎ লালকার্ড বের বরলেন এবং তাঁকে বাইরে পাঠালেন।

৮৯ মিনিটে ডিয়াজ একটি গোল করে ব্যবধান (৩-১) কমালেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়নদের বিদায় নিতে হল বিশ্ব কাপ থেকে।

**ব্রাজিল**

ওয়াল্ডির পেরেস। লিনার্ডো (এডেভাল্ডো ৮১ মিঃ), অসকার, টনিনহো সিরেজো, জুনিয়র, জিকো (বাতিস্তা ৮৪ মিঃ),

**আর্জেন্টিনা**

ফিলোল, অলগুই, গালভান, পাসারেলা, তারানতিনি, বারবাস, আর্ডিলেস, কেম্পেস (ডিয়াজ ৪৫ মিঃ),

লুইসিনহো, সক্রেটেস, ফালকাও, সারজিনহো, এডের। | বার্তনি ( সান্তামারিয়া ৬৩ মিঃ ), মারাদোনা; ক্যালডেরন।

রেফারি ঃ রুবিও ভাসকুয়েজ ( মেক্সিকো )

ইতালি-৩ ঃ ব্রাজিল-২। এবারের বিশ্ব কাপে এ পর্যন্ত কয়েকটি উপভোগ্য খেলা হয়েছে। কয়েকটি খেলা হয়েছে অত্যন্ত উন্নত মানের। আবার কখনও কখনও ব্যক্তিগত নৈপুণ্যও দেখিয়েছেন কেউ কেউ কিন্তু ৫ জুলাই লাতিন অধ্যুষিত এই গ্রুপে ইউরোপ বনাম লাতিন আমেরিকায় বর্ণময় ও ক্ল্যাসিক ফুটবল দেখা গেল। এই খেলার গুরুত্ব অনেক। সুতরাং বিতর্কিত হতেই পারে। উপরন্তু ব্রাজিল হল ফেবারিট দল বা দেশ। কিন্তু ৫ জুলাই অপরাহ্নে ইতালি যোগ্যতা দিয়ে প্রতিটি বলের জন্য লড়াই করেছে ব্রাজিলের উচ্চাঙ্গ ফুটবলের সঙ্গে। আর তারা শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলকে কোণঠাসা করে সেমিফাইনালে পেঁছে গেল।

বিশেষজ্ঞরা সেমিফাইনাল ও ফাইনালের আগে বললেন, দ্বিতীয় রাউন্ডে ব্রাজিল ইতালী খেলাটিই 'এস্পানা-৮২'র বেসরকারী ফাইনাল কিন্তু দর্শক ছিলেন মাত্র ৪০ হাজার।

ব্রাজিল চতুর্থবার বিশ্ব কাপ জিতবে এই আশায় জাহাজ বোঝাই করে হাজার হাজার সমর্থক এসেছিলেন আটলান্টিক অতিক্রম করে। ইতালির কাছে হারায় তাঁরা প্রায় একসপ্তাহ আগে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন বিফল মনোরথে।

এদিনের খেলায় মধ্যমণি ছিলেন ইতালির সেণ্টার ফরওয়ার্ড পাওলো রসি। শাস্তি স্বরূপ দুই বছর তিনি ফুটবল ছেড়েছিলেন। আজ তিনি তাই দেখালেন তাঁর ফুটবলের সঞ্চিত সব ধনরত্ন।

শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে রসি গোল করে বুঝিয়ে দিলেন, তিনি কেমন খেলোয়াড়। ইতালির পরের গোল দুটিও আসে রসির কাছ থেকেই।

সেমিফাইনালে যেতে ইতালির প্রয়োজন ছিল জয়ের। ব্রাজিল যেতে পারত ড্র করলেই। ব্রাজিল এদিন দুবার ড্রও (১-১,২-২) করে। একসময় এমনও অবস্থা হয়—ইতালি কি আবার গোল করতে পারবে ? তাদের আর একটি সুযোগ পেতে হবে। আশ্চর্য, ইতালি সেই সুযোগ পেল এবং ৩-২-এ জিতল।

ব্রাজিল চমৎকার খেলল। কিন্তু এদিন ইতালিকে কখনও লাগামহীন দেখা গেল না। ব্রাজিলের রক্ষণে যেই ফোকর দেখা গিয়েছে, ইতালি অ্যাটাকাররা সেখানেই প্রবেশ করেছেন।

এই ম্যাচটি স্মরণ করিয়ে দিল ১৯৭০-এ মেক্সিকোয় ইতালি-জার্মানীর খেলা। ইতালি ৪-৩ এ হারিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীকে।

রসি এদিন চতুর্থ মিনিটে একটি সুযোগ নষ্ট করে ৬০ সেকেণ্ড পরে তার প্রায়শ্চিত্ত করেন। কাব্রিনির সেণ্টারে হেড দিলে ওয়াল্ডি পেরেস ধরতে পারেননি

( ১-০ )। এরপর সারজিনহোর একটি শট ওপর দিয়ে চলে যায়। কিন্তু আবার তিনি হানা দেন এবং তাঁর পাস থেকে সক্রেটেস ১২ মিনিটে ১-১ করেন।

ব্রাজিলের দুর্বলতায় রসি ঠান্ডা মাথায় দর্শনীয় ২-১ করলেন। এরকম নিখুঁত থাকলে ৫৮ মিনিটেই তিনি দলকে আর এক গোলে এগিয়ে দিতে পারতেন। রসির ঐ ব্যর্থতা দশ মিনিট পরে দলকে বিপদের মুখে ফেলে দিল। ব্রাজিল আক্রমণ হানল। ইতালির ডিফেন্ডাররা তখন হঠাৎ এগিয়ে এসেছেন, 'সি' গ্রুপের অন্যতম বিচক্ষণ খেলোয়াড় ফালকাও দ্রুত ফাঁকা জমিতে গিয়ে ২-২ করেন।

রসি চুপ রইলেন না। ইতালি ইতোমধ্যে কর্ণার পেয়েছে। ব্রাজিল মোকাবিলা করতে পারল না এই কর্ণারের। রসি বল ধরেই নিজের উদ্দেশ্য সাধন করলেন, দেশকে এনে দিলেন সাফল্য। এর পরেও আন্তোগনানির একটি 'গোল' নাকচ হয়ে যায়। জফ বাঁচালেন একটি বল গোল লাইনের ওপর থেকে।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় কাটল।

**ইতালি**

জফ। জেন্টিল, কলোভাতি (বারগোমি ৩৩ সেঃ), স্কিরিয়া, কাবরিনি, ওরিয়ালি, আন্তোগনানি, তার্দেলি ( মারিনি ৭৪ মিঃ ), কন্টি, রসি, গ্রাজিয়ানি।

**ব্রাজিল**

ওয়াল্ডির পেরেস। লিনাডো, লুইসিনহো জুনিয়র, সক্রেটেস, টনিনহো, গিরেজো, ফালকাও, জিকো, সারজিনহো ( পাওলো ইসিডোরে ৬৮ মিঃ ), এডের।

রেফারি ঃ ক্লিন ( ইজরায়েল )

**ফল**

| | | |
|---|---|---|
| ইতালি—২ ( তার্দেলি ৫৬, কাবরিনি ৬৮ ) | ঃ | আর্জেন্টিনা ( পাসারেলা ৮৩ ) |
| ব্রাজিল—৩ ( জিকো ১১, সারজিনহো ৬৭ ) জুনিয়র ৭৪ ) | ঃ | আর্জেন্টিনা—১ ( ডিয়াজ ৮৯ ) |
| ইতালি—৩ ( রসি ৫,২৫,৭৪ ) | ঃ | ব্রাজিল—২ ( সক্রেটেস ১২, ফালকাও ৬৮ ) |

**লিগ টেবল**

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইতালি | ২ | ২ | ০ | ০ | ৫ | ৩ | ৪ |
| ব্রাজিল | ২ | ১ | ০ | ১ | ৫ | ৪ | ২ |
| আর্জেন্টিনা | ২ | ০ | ০ | ২ | ২ | ৫ | ০ |

# গ্রুপ—ডি

ফ্রান্স-১ ঃ অস্ট্রিয়া-০। ২৮ জুন এই গ্রুপের প্রথম খেলায় ফ্রান্স আনন্দ দিল উপভোগ্য ফুটবল উপহার দিয়ে। বলে দিল তারা—সেমিফাইনাল খেলতে সেভিল যাচ্ছে। ফ্রান্স আজ ইচ্ছা করলে চার বা পাঁচ গোলে হারাতে পারত। সারাক্ষণ অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ঐ রকম আধিপত্যই রেখেছিল।

অস্ট্রিয়ার খেলায় কোন উন্নতি দেখা গেল না। প্রথম রাউণ্ডে গিজল-এ পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে যেখানে শেষ করেছিল, দ্বিতীয় রাউণ্ডেও তারা সেই অবস্থাতেই। তাদের খেলায় জীবন নেই, কোন ঝলকানি নেই। তাদের জয়ের কোন ইচ্ছাই নেই। ব্রুনো পেজ্জির সেই হতাশকর ফুটবলের পরিবর্তন নেই। হারবার্ট প্রোহাসকাকে অনেক ভিতরে নেমে খেলতে হল, কুর্ট জারার পায়ে আঘাত, তদুপরি ম্যাচ প্র্যাকটিস ছিল না। সুতরাং মিডফিল্ড দুর্বল। ফলে ফরাসীদের আক্রমণে অনেক সুবিধা হল।

অ্যালেন গিরেসে আবার দুরন্ত ঘোড়ার কাজে লিপ্ত হলেন। জিন বিগানার নব নব আক্রমণ রচনায় আহত মাইকেল প্লাতিনির অভাব অনুভূত হল না। সবচেয়ে বড় কথা স্টার খেলোয়াড়রা না থাকতেও ফ্রান্সের দলগত শক্তিই সাফল্য এনে দিয়েছে।

১১ মিনিটে গিরেসে ও লাকোম্বের শট কন্সিলিয়া আটকে দেন। বিপরীত গোলে এত্তোরিও রুখে দেন ক্রাংকলের হেড, শরীর দিয়ে। এরপর সব বল যায় কন্সিলিয়ার দিকে।

সোলের, গেনঘিনি, ডোমিনিক, রশেতু সকলেই এগিয়ে যান। ৩৬ মিনিটে গেন-ঘিনির হেট পোস্টে ধাক্কা খায়। তিন মিনিট পরে তিনি ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন (১-০)।

দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্স অনেক গোলে এগোতে পারত। অস্ট্রিয়া বদল করল। আহত ডেগিয়োরগির জায়গায় আনল বাউমিস্টারকে। মিডফিল্ডার জারার বদলে এলেন স্ট্রাইকার ওয়েলজল। এর দ্বারা আর কিছু নয়, বোঝা গেল তারা মিডফিল্ডের সমস্যায় ভুগছে।

সোলের, টিগানা, রশেতু, গিরেসে ও সিক্স-এর শট কন্সিলিয়া ঠেকালেন অথবা বারের ওপর দিয়ে চলে গেল। ক্রাউস একটি গোল বাঁচান গোল লাইনের ওপর থেকে। ঐ জোরালো শটটি ছিল রশেতুর।

অস্ট্রিয়া মাত্র তিনবার এত্তোরিকে ব্যস্ত রাখেন। এর মধ্যে ক্রাংকলের একটি হেড এবং দুটি শট হিন্টারমেয়ার ও হ্যাটেনবার্জারের।

খেলাটি দর্শকদের খুশি করলেও ফ্রান্সের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের আধিপত্য অতি আত্মবিশ্বাস ও নিরাপদ মনোভাব পরে অসুবিধায় ফেলতে পারে।

| ফ্রান্স | অস্ট্রিয়া |
|---|---|
| এন্তোরি। বাট্রিস্টন, ট্রেজর, জানভিয়ন, বসিস। গিরেসে, টিগানা, গেনঘিন, (গিরারড ৮৫ মিঃ)। সোলের লাকোম্বে (রশেতু ১৪ মিঃ), সিক্স। | কন্সিলিয়া। ক্রাউস, ওরেরমেয়ার, ডেগিয়োরগি (বাউমিস্টার ৪৬ মিঃ)। হিন্টারমেয়ার, হ্যাটেনবার্জার, প্রহাসকা, জারা (ওয়েলজল ৪৬ মিঃ)। ক্রাংকল, শাচনার। |

রেফারি ঃ পালোতাই (হাঙ্গেরি)

**অস্ট্রিয়া-২ ঃ উত্তর আয়ারল্যান্ড-২।** ১ জুলাইয়ের এই খেলায় মাত্র ২৫ হাজার দর্শক শুধু নন, তাঁদেরও অনেকে গ্যালারি ত্যাগ করেন বিরতির কিছু পরেই। অথচ খেলা হয়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এই খেলার ফল বলে দিল অস্ট্রিয়ার বিদায়। আর উত্তর আয়ারল্যাণ্ড সেমিফাইনালে যেতে পারবে, যদি তারা পরবর্তী ম্যাচে ফ্রান্সকে হারাতে পারে।

অস্ট্রিয়া বিরতির আগে দর্শকদের মনে অনীহা এনে দেয়। ইতঃপূর্বে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষেও তারা এই রকম গা-ছাড়া ফুটবল খেলেছিল। কিন্তু বিরতির পর কুর্ট ওয়েলজল ও বিশেষ করে বিনহোল্ড হিণ্টারমেয়ারকে আনায় খেলায় প্রাণ আসে, ফিরে পায় আত্মবিশ্বাস।

আইরিশরা এর আগেই এগিয়েছিল এবং আশা ছিল তারা এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখবে। গেরি আর্মস্ট্রং-এর দুর্দান্ত শট ডান দিকে বিলি হ্যামিলটনের কাছে পড়ে, তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্রিটিশের ভঙ্গিতে হেড দেন (১-০)।

বিরতির আগে অস্ট্রিয়া সমতা আনতে পারত। উত্তর আয়ারল্যাণ্ডও এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনায় ছিল। ৩৪ মিনিটে প্রহাসকা চমৎকার সুযোগ পান হাগমাইর-এর কাছ থেকে। সামনে তখন শুধু প্লাট। কোনাচে শট সমান্যর জন্য ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। অপরদিকে আর্মস্ট্রং ডিফেন্স ভেদ করেছেন ও দ্রুত এগোচ্ছেন। একটু ধরে মারলে অবধারিত গোল। কিন্তু তিনি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি। কন্সিলিয়া হাতে বল তুলে নিলেন।

বিরতিতে হাগমাইর ও প্রেগেসবাউয়ের বসে গেলেন। হঠাৎ অস্ট্রিয়া খেলায় ফিরল এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে ১-১ করল।

নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে আইরিশ ডিফেন্স কর্নারে পাঠায়। ওয়াল্টার শাচনারের শট পোস্টে লাগল। বল এল মাঝমাঠে বাউমিস্টারের কাছে। তার ড্রাইভ ক্রিস নিকহলের গায়ে লেগে গোলের ভিতরে গেল (১-১)। গোলরক্ষক প্লাট তখন অন্যদিকে।

একটি বিতর্কিত অফ সাইড শাচনারকে গোল থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু ৬৭ মিনিটে অস্ট্রিয়া ২-১ এগোয়। একটি ফ্রি-কিকে প্রহাসকা পা ঠেকিয়ে হিণ্টারমেয়ারের দিকে পাঠান। তিনি রক্ষণ পাঁচিল ভেঙে গোলে পাঠালেন।

আইরিশ চ্যালেঞ্জ এই সময় শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু এবারের ফাইনাল রাউণ্ডে তো তারা অন্যতম কুশলী দল। আর তাই ৭৪ মিনিটে তারা ২-২ করল। এবারের খেলোয়াড়দের মধ্যে আর্মস্ট্রং স্মরণীয় হয়ে থাকবেন সারা মাঠ বিচরণকারী রূপে। তিনি ডিফেন্স থেকে বল তুলে এলেন অ্যাটাকে। জিমি নিকহল চেষ্টা করেছিলেন কন্সিলিয়াকে পরাস্ত করতে, কিন্তু সম্ভব নয় দেখে হ্যামিলটনকে উঁচু পাস দেন ও তিনি হেডে গোল করেন।

ড্র কোন দলের পক্ষে মঙ্গলের নয়। তবে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড নিঃসন্দেহে এদিন শক্তিমান ছিল। হ্যামিলটনের আজ আর একটি হেড ব্যর্থ হয়। আর্মস্ট্রংও যান গোলের কাছে, কিন্তু পেছলার ট্রিপ করেন। রেফারি তাঁকে সতর্ক করেন।

অস্ট্রিয়া

কন্সিলিয়া। ক্রাউস, পেজ্জি, ওবেরমেয়ার, পেছলায়। হাগমায়ার (ওয়েলজল ৪৬ মিঃ), প্রেগেসবাউয়ের (হিণ্টেরমায়ার ৪৬ মিঃ), প্রহাসকা, বাউমিস্টার। শাচনার, জুরটিন।

উত্তর আয়ারল্যাণ্ড

প্লাট। জে নিকহল, সি নিকহল, ম্যাকক্লেল্যাণ্ড, নেলসন। ম্যাকক্রিরি, এম ও'নিল, ম্যাকলরয়। আর্মস্ট্রং, হোয়াইটসাইড (ব্রাদারস্টন ৬৬ মিঃ), হ্যামিলটন।

রেফারি ঃ অ্যাডলফ প্রকপ ( পূর্ব জার্মানী )

ফ্রান্স-৪ ঃ উত্তর আয়ারল্যাণ্ড-১। ৪ জুলাইও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, দর্শকদের আনন্দ দিয়ে ৪-১-এ হারল। ফ্রান্স বহুদিন পরে সেমিফাইনালে উপনীত হল। আজ আইরিশদের হারাতে ফরাসী বাহিনীর সমস্ত রকম ফুটবল অস্ত্র প্রয়োগ করতে হয়েছে। আইরিশরা হতোদ্যম ছিল না, কিন্তু তাদের কোন প্রয়াস ফ্রান্সকে হারাতে পারেনি।

মিডফিল্ডে অ্যালেন গিরেসে আবার তাঁর কর্তৃত্ব দেখালেন। তাঁর ৯০ মিনিট একই নৈপুণ্য ও পরিশ্রম দর্শকদের পলক ফেলতে দেয়নি। আজ সব গোলেই ছিল তাঁর অবদান। বিরতির ১২ মিনিট আগে অধিনায়ক মাইকেল প্লাতিনি নৃত্যের ছন্দে একটি বল পাঠালেন এবং গিরেসে ১-০ করেন।

বিশ্ব কাপে প্লাতিনির এ পর্যন্ত এটিই সেরা খেলা। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্লাতিনি খেলেননি। অথচ ফ্রান্সের মিডফিল্ড চমৎকার খেলেছিল। সুতরাং প্রশ্ন ছিল ম্যানেজার মাইকেল হিদালগো কোথায় নামাবেন প্লাতিনিকে। সেদিন লেফট আউটে ছিলেন ডিডিয়ার সিক্স। প্লাতিনি বসে যান উরুর আঘাতের দরুন। আশংকা ছিল, তিনি বোধ হয় আর লিগে খেলতে পারবেন না। কিন্তু সুস্থ হওয়ায় এদিন তাঁকে নামানো হয়।

প্রথম সাত মিনিট প্লাতিনি সুযোগ করে দিচ্ছিলেন গিরেসেকে। তারপর আইরিশ রক্ষণভাগ ভেদ করতে অগ্রসর হন। তবে তাঁর শট প্যাট জেনিংস ধরে নেন।

আইরিশ ব্যাক ডোনাঘির ব্যাক পাস ভুল হল। রশেতু ও প্লাতিনি তখন সক্রিয় হয়ে আক্রমণে গেলেন।

২৬ মিনিটে আয়ারল্যাণ্ডের মার্টিন ও'নিল গোল করলে, রেফারি নাকচ করে দেন। বলেন—এটি অফ সাইড। কিন্তু বিরতির পর গিরেসে ফ্রান্সকে এগিয়ে নিলেন। রশেতু মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে ২-০ করেন। রশেতু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কারণ কখন কেমন খেলবেন, তিনিও বোধহয় জানেন না। এদিন তিনি ছিলেন আক্রমণে অন্যতম ধারালো অস্ত্র। এবার তাঁর একটি উঁচু হেড দুই ডিফেণ্ডারকে অতিক্রম করে ঘুরতে ঘুরতে গোলে প্রবেশ করে ( ৩-০ )।

আইরিশরা একটি গোল শোধ করে ( ৩-১ ) ফরাসী গোলরক্ষক লুক এত্তোরির ভুলে। এত্তোরি ধরতে পারলেন না নরমান হোয়াইটসাইডের ক্রস শট, হাত থেকে পড়ে যাওয়া বল গেরি আর্মস্টং গোলে পাঠান। আয়ারল্যাণ্ডের এর দ্বারা কোন লাভ হল না।

গিরেসে ৪-১ করলেন টিগানার রিটার্ন পাসে। তারপর তো খেলা শেষ!

২৪ বছরের মধ্যে এই প্রথম ফ্রান্স শেষ চার দলে রইল। ১৯৫৮-য় সুইডেনে তারা তৃতীয় ছিল। সেমিফাইনালে তারা হেরেছিল ব্রাজিলের কাছে। পরাজিত অপর সেমিফাইনালিস্ট ছিল পশ্চিম জার্মানী। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণয়ের খেলায় ফ্রান্স ৬-৩-এ হারিয়ে দিল পশ্চিম জার্মানীকে।

আজ ফ্রান্সের খেলা দেখতে আসেন তাঁদের প্রাক্তন তারকারা—রেমন্ড কোপা, জাস্ট ফনটাইন ও রজার পিয়ানটনি।

**ফ্রান্স**

এত্তোরি। অমোরস, জানভিয়ন, টেসর, বসিস। গেনঘিনি, গিরেসে, টিগানা। রশেতু (কুরিয়ল ৮২ মিঃ), প্লাতিনি, স্যোলের ( সিক্স ৬২ মিঃ )।

**উত্তর আয়ারল্যান্ড**

জেনিংস। জে নিকহল, সি নিকহল, ম্যাকক্লেল্যাণ্ড, ডোনাঘি। ম্যাকক্রিরি, ( জে ও'নিল ৮৪ ), এম ও'নিল, ম্যাকলরয় হ্যামিলটন, আর্মস্ট্রং, হোয়াইটসাইড।

রেফারি ঃ জারগুজ ( পোল্যাণ্ড )

## ফল

| | | |
|---|---|---|
| ফ্রান্স—১ ( গনঘিনি ৩৯ ) | ঃ | অস্ট্রিয়া—০ |
| অস্ট্রিয়া—২ ( বাউমিস্টার ৫০, হিণ্টেরমায়ার ৬৭ ) | ঃ | উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—২ ( হ্যামিলটন ২৭, ৭৪ ) |
| ফ্রান্স—৪ ( গিরেসে ৩৩, ৮০ ; রশেতু ৪৬, ৬৭ ) | ঃ | উত্তর আয়ারল্যাণ্ড—১ ( আর্মস্ট্রং ৭৪ ) |

লিগ টেবল

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | পয়েন্ট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফ্রান্স | ২ | ২ | ০ | ০ | ৫ | ১ | ৪ |
| অস্ট্রিয়া | ২ | ০ | ১ | ১ | ২ | ৩ | ১ |
| উত্তর আয়ারল্যান্ড | ২ | ০ | ১ | ১ | ৩ | ৬ | ১ |

## সেমিফাইনাল

দুটি সেমিফাইনাল একই দিনে ( ৮ জুলাই ) হল। ইতালি-পোল্যান্ডের খেলা হল ৭৫ হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে বার্সিলোনার নাউ ক্যাম্পে। এখানে ইতালি ২-০য় পোল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে গেল।

সেভিলের সানচেজ পিজ্জুয়ানে পশ্চিম জার্মানী ৫-৪-এ হারায় ফ্রান্সকে টাই-ব্রেকারে। নির্দিষ্ট সময়ে খেলা অমীমাংসিত ছিল। অর্থাৎ সেমিফাইনাল ও ফাই-নালে দেখতে হল ইউরোপীয় ফুটবল এবং তা ইউরোপেরই একটি দেশে।

**ইতালি-২ ঃ পোল্যান্ড-০।** দর্শকদের আশা ছিল তারা আবার ইতালি-ব্রাজিলের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ফুটবল দেখবেন। পোল্যান্ড সেমিফাইনালে এলেও, তারা তো ঐ পর্যায়ের বা ঐরকম উচ্চমানের দল নয়। ইতালির খেলা নিয়ে তাদেরই সমর্থক-দের কেউ কেউ অভিযোগ করেন। কিন্তু ইতালিতো এপর্যন্ত বেশ খেলেছে। আর কিছু তো ঝুলিতে রাখতেই হবে ফাইনালের জন্য। ইতালি এবার নিয়ে চতুর্থবার বিশ্ব কাপ ফাইনালে পেঁছল।

অবশ্য স্পেনে তাদের শুরুটা অন্যরকম ছিল। কিন্তু যতই খেলা এগিয়েছে, তাদের খেলায় উন্নতি ঘটেছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তো তারা অসাধারণ ফুটবল খেলে পুষ্পবৃষ্টিতে অবগাহন করেছে। এবং মাদ্রিদে ফাইনালে যাওয়ার যথার্থ যোগ্যতা দেখিয়েছে।

পোলিশরা এদিন খেলার অনেক আগেই নানা রকম অভিযোগ করতে থাকেন। তাদের প্রথম অভিযোগ এখানকার প্যাচপেচে গরম সম্পর্কে। দ্বিতীয় অভিযোগ তাদের প্রধান অস্ত্র বনিয়েক-এর সাসপেনশন। তাদের সম্পর্কে অনেকেই সহানুভূতি দেখালেন।

পোল্যান্ডের এই অভিযোগ থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হল খেলার আগেই, তা হল, ওরা আগেই হেরে বসে আছে। তারা খেলার বাইরের বিষয় অবতারণা করছে। কারণ গরম কমাবে কে ? বনিয়েকও আইনমতো খেলতে পারেন না।

বনিয়েকের মতো খেলোয়াড়কে যাঁরাই হারাবেন, সন্দেহ নেই তাঁদের অ্যাটাক দুর্বল হতে বাধ্য। ইতালির ডিফেন্সের এতে অনেক সুবিধা হল। তবে তাদের

চিন্তাও কম হয়নি। বিরতির আগেই আন্তোগননি আহত হয়ে মাঠ ছাড়েন। একারণে কিছুক্ষণের জন্য তাঁদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

পোল্যাণ্ড কিন্তু এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। তারা মগজকে কাজে লাগাবার বদলে, ব্যস্ত রইল বিপক্ষের দেহে আঘাতের জন্য। এবং তখন ইতালি এগিয়েছে খেলার গতিবৃদ্ধিতে। ব্রাজিলকে হারাবার দিন পাওলো রসি যেভাবে নিজেকে উজাড় করে দেন, যেভাবে আঘাত হানেন, এদিনও তাঁর মধ্যে সেই রেশ ও ধারাবাহিকতা। তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। প্রতি মুহূর্তে যেন সতীর্থদের বলছেন 'বল দাও', 'বল দাও'। তাঁর মধ্যে গোল করার অদম্য স্পৃহা। রসি যেন আরেকজন ডেনিস ল, যেন আরেকজন জিমি গ্রিভস, যেন আরেকজন জার্ড মুলার। সামান্য সুযোগেই রসি এখন গোল করার মতো যোগ্যতা রাখেন।

আজও তিনি ২টি গোল দিয়ে গোলদাতাদের শীর্ষে উঠলেন এবং এঞ্জো বেয়ারজোটের আস্থাকে পূর্ণ মর্যাদা দিলেন।

শুরুর মিনিটে ইতালি হানা দেয় পোলিশ গোলে এবং বুঝিয়ে দেয়, তারা আজ সহজে ছাড়বে না।

রসির চমৎকার পাসের সুযোগ নিতে পারলেন না গ্রাজিয়ানি, কণ্টির চিপও ছিল একটু উঁচু।

এসবের উত্তরে পোল্যাণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। বরং অবাক লাগল, তাদের পিছু হটায়।

আন্তোগননি শুরুতেই গোলের সুযোগ করতে থাকেন। বারে বারে তিনি হানা দিতে থাকেন পেনাল্টি সীমানার মধ্যে, রসিও ছোঁ মেরে এই সময় ১-০ করেন। এরপরে আন্তোগননি যেই শট করতে প্রস্তুত, পোলিশ বুটের কাঁটা বিধল তার শরীরে। আর ২৯ মিনিটে তাকে বাইরে যেতে হল। একজন ইতালিয়ানের এবারের মতো বিশ্ব কাপের খেলার এখানেই ইতি টানতে হয়।

দিনো জফের কাছে আশংকার ছিল কুপসেউইকসের দুরন্ত দূরের শট। তার একটি 'মিসাইল' তো পোস্টে ধাক্কা লেগে জফকে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে পোল্যাণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করে খেলায় ফিরতে। জফ ধরলেন বানকলের শট। ইতোমধ্যে পোলিশরা তাদের পেশীর শক্তি দেখাতে তেতে উঠেছে। গ্রাজিয়ানিকে পদদলিত করা হলে, তিনি আর মাঠে থাকতে পারলেন না। গ্রাজিয়ানির বিরুদ্ধে এই নৃশংসতার হেতু—তিনি গোল করতে যাচ্ছিলেন। গ্রাজিয়ানিকে স্ট্রেচারে করে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল তবে এর পরেই পাওলো রসি ২-০ করলে, টাচলাইনে নিজ পায়ে ভর দিয়ে আনন্দে মেতেছেন গ্রাজিয়ানি। কণ্টির নিখুঁত চিপ করা সেণ্টারকে রসি নিচু কোনাকুনি হেডে গোলে পাঠান।

এরপর জফ আর একবার কুপসেউইকসের দুরন্ত শট ঠেকালেন। ইতালি তখনই ফাইনালে পৌঁছে গেছে।

ইতালি

জফ। বার্গমি, কলোভাতি স্কিরিয়া, কাবরিনি। ওরিয়ালি, আন্তোগননি (মারিনি ২৯ মিঃ), তার্দেলি। কণ্টি, পাওলো রসি, গ্রাজিয়ানি, (অলতোবেলি ৭০)।

পোল্যাণ্ড

শ্লিনার্কজিক। দিজিউবা, জমুদা, জানাস, মাজেওস্কি, কুপসেউইকস, বানকল, মাতিসিক, লাটো, সিওলেক (পালাজ ৪৬ মিঃ), স্মোলারেক (কাস্টো ৭৭ মিঃ)।

রেফারি ঃ কার্ডেলিনো (উরুগুয়ে)

**পশ্চিম জার্মানী-৩ ঃ ফ্রান্স-৩। অতিরিক্ত সময়ের পর টাইব্রেকারে পশ্চিম জার্মানী ৫-৪ গোলে জেতে।**

বিশ্ব কাপ ফুটবলের স্মরণীয় ম্যাচগুলি সম্পর্কে যদি কেউ স্মৃতিচারণ করেন, যদি কেউ বিশ্ব কাপের নাটকীয় মুহূর্তের কথা তোলেন, তখন অবশ্যই ৮ জুলাইয়ের এই খেলাটির কথা আসবেই। বলতে হবে ফরাসী স্কিল ও পশ্চিম জার্মানদের স্ট্যামিনা সম্পর্কে।

বলার মতো ঘটনা, বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউণ্ডের কোন খেলার নিষ্পত্তি এই ভাবে পেনাল্টিতে হয়নি।

জার্মানরা পেনাল্টিতে জিতেছে, ভাল। না হলে খেলে হয়ত তারা ফ্রান্সকে হারাতে পারত না। মাইকেল প্লাতিনি এদিন উৎকর্ষতার শিখরে পেঁছন এবং ফ্রান্স, জুপ ডারওয়ালের বাহিনীকে মিডফিল্ড ও ডিফেন্সে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

আশ্চর্য, জার্মান গোলরক্ষক হারাল্ড শুমাশার যে ন্যক্কারজনক ফাউল করেছিলেন, তা নিয়ে কেউ কোন কথা বললেন না। শুমাশার অবশ্য খেলাশেষে 'মহানায়ক' হয়ে যান সিক্স ও বসিস-এর পেনাল্টি আটকে। কিন্তু আইনের দিক থেকে এবং সুবিচার হলে শুমাশারকে লাল কার্ড দেখানো উচিত ছিল। ৫৬ মিনিটে তিনি প্যাট্রিক বাট্টিস্টনকে এমন আঘাত করলেন যে তাঁকে বাইরে পাঠাতে হল। শুমাশার-এরও ঐ সময়ে বহিষ্কৃত হওয়ার কথা।

বাট্টিস্টন মাত্র ৬ মিনিট মাঠে ছিলেন। তিনি ৫০ মিনিটের সময় বদলী হয়ে আসেন গের্নাঘান খোঁড়াতে থাকলে। বাট্টিস্টন, প্লাতিনির পাস ধরে জার্মান ডিফেন্সে প্রবেশের সময় অরক্ষিত ছিলেন। দ্রুত এগিয়ে বলটি ধরে গোল লক্ষ্য করলেন। বল গোলে প্রবেশ করেছে। এদিকে শুমাশার বলের দিকে না গিয়ে, ছুটে গেলেন বাট্টিস্টনের কাছে। সশব্দে বাট্টিস্টন মাটিতে পড়ে গেলেন। তিনি অচৈতন্য, দুটি দাঁতও ভেঙেছে।

সেভিলের নিরাপত্তা পুলিস এমনই সুশৃংখল (!) যে রেডক্রসকেও মাঠে প্রবেশ করতে দিল না। তিনি তিন মিনিট মাঠে পড়ে রইলেন। অনেক অনুরোধের পর রেড ক্রশ ভিতরে গেল এবং তাঁকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বাইরে এল।

ফরাসী ম্যানেজার মাইকেল হিডালগো তখনই ক্রিশ্চয়ান লোপেজকে মাঠে পাঠালেন। এটি তাঁর দ্বিতীয় বদলী।

এরপর অতিরিক্ত সময়ে জার্মানরা তুরুপের তাস—অর্ধ সুস্থ কার্ল-হাইনস রুমেনিগেকে নামাল। হিডালগোর তো তেমন কেউ ছিলেন না।

জার্মান-বুদ্ধি কার্যকর হল। রুমেনিগের গোল এবং তাঁর উপস্থিতি দলে শক্তি বাড়াল। আধুনিক আন্তর্জাতিক ফুটবলে নড়বড়ে জার্মানীকে এমন ভাবে কখনও ফিরতে দেখা যায়নি।

৩-১ পিছিয়ে থাকার পর অতিরিক্ত সময়ে ৩-৩ এবং তারপর পেনাল্টিতে জয়, বিশ্ব কাপে এই প্রথম।

নির্দিষ্ট সময়ে ১-০ করেন জার্মানীর লিটবারস্কি ১৭ মিনিটে। ১-১ ২৭ মিনিটে প্লাতিনির পেলাল্টিতে। ফ্রান্সের ট্রেসর ২-১ করেন ৯২ মিনিটে। গিরেসে ৯৮ মিনিটে ৩-১ এগিয়ে দেন। ১০২ মিনিটে রুমেনিগে ৩-২ করেন, ৩-৩ হয় ফিশার কর্তৃক ১০৭ মিনিটে।

পেনাল্টি শটের সময় যেমন মাঠের মধ্যে, তেমনি গ্যালারিতে প্রচন্ড উত্তেজনা। গিরেসে, কালৎজ, অমোরস, ব্রেটনার, রশেতু সকলেই গোল করেছেন। এবার স্পেনে পালা জার্মানীর উলি স্টাইলাইকের। ওদিকে ফরাসী গোলরক্ষক এত্তোরি ফাইনালে চমৎকার খেলেছেন। এত্তোরি রুখে দিলেন স্টাইলাইকের শট। স্টাইলাইক মাঠের মধ্যে ভেঙে পড়লেন। তাঁর মাথা দু হাতের মধ্যে রাখা। তাঁর ব্যর্থতাই জার্মানীকে ফাইনালে যেতে দিল না! লিটবারস্কি ছুটে গেলেন ওঁকে সান্তনা দিতে। স্টাইলা-ইকের মাথা তখন লিটবারস্কির কাঁধে। ডিডিয়ার সিক্সের ব্যর্থতায় পর্যন্ত লিটবারস্কি ও স্টাইলাইক স্তব্ধ রইলেন।

এরপর লিটবারস্কি গোল করলেন। গোল করলেন প্লাতিনি ও রুমেনিগে।

অতঃপর পেনাল্টি কর্ণার থেকে এবার sudden death. Sudden death for one player.

এজন্য এমন একজনকে বাছাই করতে হবে যাঁর প্রতি সকলের আস্থা আছে এবং তিনি ভুল করবেন না। ফ্রান্স নির্বাচিত করল ম্যাক্সিম বসিসকে। বসিস ইউরোপের অন্যতম সেরা লেফট ব্যাক। তবে এদিন শুরুতে তিনি আহত হন। তিনি বলেন, পেনাল্টি নেওয়াটা তাঁর পক্ষে ঝুঁকির হবে। তিনি ব্যর্থই হলেন। এরপর জার্মান-দের পালা। হর্স্ট হ্রুবেশ সফল হলেন। অর্থাৎ জার্মানী জিতল ৫-৪-এ। এই হ্রুবেশের পেনাল্টি নেওয়াটাও রীতিমতো নাটক। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জার্মান ম্যানেজার ডারওয়াল বাদ দেন হ্রুবেশকে। কেন তাঁকে বাদ দিলেন, তা তাঁকে না জানিয়ে দলের সাধারণ সভায় ঘোষণাটি করেন। তখন হ্রুবেশ তাঁর ম্যানেজারকে 'কাপুরুষ' আখ্যা দেন।

এই হ্রুবেশ ১৯৮১ জার্মানীর লিগে 'বুন্ডেসলিগা'য় সর্বোচ্চ স্কোরার ছিলেন। স্পেনে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গোলে করেন। অথচ বাদ পড়েন ইংল্যান্ডের

বিরুদ্ধে। আর এদিন ডারওয়াল ওসব ভুলে গিয়ে হ্রুবেশকে দেন গুরুদায়িত্ব—যাঁর গোলে জার্মানী তৃতীয়বার বিশ্ব কাপ ফাইনালে যাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করল।

এমন উন্নত মানের ফুটবল প্রদর্শনী এমন নাটকীয়ভাবে শেষ হল এবং তা পেনাল্টিতে। এ তো বিতর্কিত হবেই। কিন্তু কেউ অস্বীকার করবেন না ৮ জুলাই রাত্রে ফরসীরা যে নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তা-ই তাদের স্মরণীয় করে রাখবে। তাদের সান্ত্বনা পেতেই হবে পেলান্টিতে খেলার সিদ্ধান্ত লটারি বৈ নয়।

**পশ্চিম জার্মানী**

শুমাশার। কালৎজ, স্টাইলাইক, খা ফর্স্টার, বিজেল (রুমেনিগে ৯৫ মিঃ)। ড্রেমলার, ব্রেটনার, বি ফর্স্টার, ম্যাথ (হ্রুবেশ ৭২ মিঃ)। লিটবারস্কি, ফিশার।

**ফ্রান্স**

এত্তোরি। অমোরস, জানাভিয়ন, ট্রেসর, বসিস। গেনঘিনি, (বাটিস্টন ৫০ মিঃ, লোপেজ ৫৯ মিঃ), টিগানা, গিরেসে, প্লাতিনি। রশেতু, সিক্স।

রেফারি ঃ করভার (হল্যান্ড)

ফল

ইতালী—২ ঃ পোলান্ড—০
(পাওলো রসি ২২,৭৩)

পশ্চিম জার্মানী—৩ ঃ ফ্রান্স—৩
(লিটবারস্কি ১৭, রুমেনিগে ১০২, ফিশার ১০৭) (প্লাতিনি ২৭ পেনাল্টি, ট্রেসর ৯২, গিরেসে ৯৮)

পাঁচটি করে পেনাল্টি শট ঃ (প্রথমে করে ফ্রান্স) গিরেসে (ফ্রান্স) ১-০; কালৎজ (জার্মানী) ১-১; অমোরস (ফ্রান্স) ২-১; ব্রেটনার (জার্মানী) ২-২; রশেতু (ফ্রান্স) ৩-২। স্টাইলাইক (জার্মানী) ৩-২ (এত্তোরি রুখে দেন)। সিক্স (ফ্রান্স) ৩-২ (শুমাশার রুখে দেন)। লিটবারস্কি (জার্মানী) ৩-৩। প্লাতিনি (ফ্রান্স) ৪-৩; রুমেনিগে (জার্মানি) ৪-৪।

পাঁচটি পেনাল্টি শটের ফল ৪-৪ হওয়ার পর 'সাডেন ডেথ'। বসিস (ফ্রান্স) শট আটকে দেন শুমাশার ৪-৪। হ্রুবেশ (জার্মানী) ৫-৪। জার্মানী জিতল।

## তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলা

**পোল্যান্ড-৩ ঃ ফ্রান্স-২।** ১০ জুলাই আলিকান্টে তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের খেলায় তেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা হল না। জার্মানদের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে ফ্রান্স ক্লান্ত ও বিমর্ষ ছিল। কিন্তু পোল্যান্ড পেল বনিয়েক ও জারমাককে। ইতালির বিরুদ্ধে

পোলিশরা যা করতে পারেনি, আজ ফরাসীদের বিরুদ্ধে তাই দেখাল বারে বারে আক্রমণে গিয়ে।

ফ্রান্সের কাছে এটি ছিল আর একটি হতাশার রজনী। অথচ তারাই ছিল এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম আকর্ষণ। দুর্ভাগ্য ওদের! তবুও ফরাসীরা আজ দুই-তৃতীয়াংশ সময় জুড়ে পোল্যাণ্ডকে আটক করে রেখেছিল। তারা শুরুতে একটি ও শেষদিকে আর একটি গোলও করে। কিন্তু খেলার মাঝামাঝি সময়ে তারা ঝিমিয়ে পড়ে। পোলিশরা ঐ সুযোগ ছাড়েনি এবং তিনটি গোল দেয়।

ফরাসী গোলরক্ষক কাসটানেডা বোধহয় গত ম্যাচের শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর ডিফেন্স তাঁকে বিপদে ফেলে। প্রথম গোলের জন্য তাঁরাই দায়ী। কিন্তু দ্বিতীয় গোল হয়েছে তাঁর দোষেই।

পোলিশরা বার্সিলোনায় হারের পর যে এমনভাবে উঠে আসবেন অভাবনীয়। তাঁরা ০-১ থেকে ৩-১-এ এগোয় মাত্র সাত মিনিটের মধ্যে। তাদের এই সাফল্য ভাগ্যের জোরে নয়। বনিয়েকের প্রত্যাবর্তন দলকে প্রভূত সাহায্য করে। তাঁর নেতৃত্বে সতীর্থরা বারেবারে ফরাসী রক্ষণে হানা দেন। জারমাককে অবশ্য আগের মতো উদ্যমী মনে হয়নি। তবে তিনি যে শ্রদ্ধা পেতেন, তা বজায় রাখেন। দলের প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ গোলটিও তাঁর।

ফ্রান্স এদিনও সকলের সহানুভূতি পেয়েছে মাঝে মাঝে ঝলক দেখিয়ে। তাঁরা স্পেনে এসে শুরুতে তেমন সাড়া জাগাতে পারেনি। কিন্তু পরের দিকে তাদের খেলায় অগ্রগতি দেখা যায়। ফ্রান্সের যেমন প্লাতিনি, তেমনি পোল্যাণ্ডের বনিয়েক। প্লাতিনি এদিন না খেললেও, তাঁর ফুটবল সৃষ্টি সর্বদাই সম্মান পাবে।

ফ্রান্সের টিগানার খেলা দলকে শক্তি দেয় সারাক্ষণ। এদিন সমাপ্তির আট মিনিট আগে আঘাত পাওয়ায় আর দলকে সাহায্য করতে পারেননি।

পোল্যাণ্ড খেলায় উন্নত হয়, ফ্রান্সের ঘাটতিতে আক্রমণ করে।

বনিয়েক ফরাসী রক্ষণভেদ করেন প্রথম মিনিটেই। কুপসেউইকস একটু পরেই লম্বা শটে বিপক্ষ গোলে আক্রমণ করেন। ফ্রান্স এসব আক্রমণ ব্যর্থ করে পাল্টা আক্রমণ চালায়। টিগানা হতাশ হন তাঁর শটে গোল না হওয়ায়। ১২ মিনিটে তাঁর দল ১-০ এগিয়ে। গিরার্ডের আর একটি শট পোস্টের বাইরে চলে যায়। পোল্যাণ্ড তৎক্ষণাৎ এসবের জবাব দিতে পারেনি। সোলেরও একবার পোলিশ রক্ষণ ভেদ করেন। তারপর বেলোনের শট ম্লিনার্কজিক আটকে দেন।

কিছু পরে পোলিশরা ০-১-এ পিছিয়ে থেকেও বোমাবর্ষণ শুরু করে। পিছিয়ে থাকার পরেই তারা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে পারত। কিন্তু তারা তা করল না। কুপসেউইকস এগিয়ে গেলেন। বনিয়েক ব্যর্থ হলেন, জারমাকের শট পোস্টের বাইরে গেল। বিরতির পাঁচ মিনিট আগে থেকেই তারা সুযোগ পেল এবং ১-১ করল। বনিয়েক বল তৈরি করে পাঠান জারমাককে ও তিনি পোস্টের গা দিয়ে বল পাঠান। পোল্যাণ্ড ২-১ করে বিরতির কয়েক সেকেণ্ড আগে। কাসটানেডা বুঝতে

পারেননি কুপসেউইকসের কর্ণার, মাজেওস্কির হেডে গোলটি করেন। ৪৭ মিনিটে কুপসেউইকস আবার কাসটানেডাকে বোকা বানালেন ফ্রি-কিকে (৩-১)। পোল্যাণ্ড আরও একটি সুযোগ পেয়েছিল, কাসটানেডার আঙুলের স্পর্শে জারমাকের শট গোলে যেতে বাধা পেল।

ফ্রান্সের পিছু হটাকে ক্ষমার চোখে দেখা যেতে পারে, তাদের মানসিকতার কথা বিচার করে। তবুও তারা খেলায় প্রাণ ও উত্তেজনা এনেছিল। কুরিয়ল হেডে ৩-২ করেন ৭৩ মিনিটে। পোলিশ খেলোয়াড়রা তখন অপেক্ষা করছেন অফ-সাইড ফ্লাগের জন্য। ৮৭ মিনিটে তারা ড্র-র প্রয়াস চালায়। কিন্তু অমোরসের ৩০ গজী শট ম্লিনার্কজিকের হাতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। গোল হল না, এস্পানা ৮২-তে তৃতীয় স্থান পেল পোল্যাণ্ড।

**পোল্যান্ড**

(জারমাক ৪০, মাজেওস্কি ৪৫, কুপসেউইকস ৪৭) ম্লিনার্কজিক। দিজিউবা, জানাস, জমুদা, মাজেওস্কি। লাটো, কুপসেউইকস, মাতিসিক (ওজাকিকজি ৪৫ মিঃ), বানকল। বনিয়েক, জারমাক।

**ফ্রান্স**

(গিরারড ১২, কুরিয়ল ৭৩) কাসটানেডা, অমোরস, মাহুত, টেসর, জানভিয়ন (লোপেজ ৬৪ মিঃ)। টিগানা (সিক্স), গিরারড, লারিয়স। কুরিয়ল, সোলের, বোলোনে।

**রেফারি :** গ্যারিডু (পোর্তুগাল)।

## ফাইনাল

**ইতালি-৩ : পশ্চিম জার্মানি-১**। ফুটবলের সেরা শিরোপা ও সম্মান বিশ্ব কাপ জয়। এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার বা ফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচে যদি কোন দলের জেনারেলরা খেলতে না পারেন, তাঁদের জয়ের সম্ভাবনা থাকে কতটুকু? কিন্তু ১৯৮২-র বিশ্ব কাপ ফুটবলের ফাইনালে জিতে এই অসম্ভবকে সম্ভব করল ইতালি। স্বীকার করতে হবে, এই জয় ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোটের বিচক্ষণতার জয়।

পশ্চিম জার্মানীকে ৩-১ গোলে হারাবার এই ম্যাচ ফুটবলের উচ্চমার্গে পেঁছয়নি। কিন্তু খেলায় ছিল নাটকীয়তা, ছিল মাঝে মাঝে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ।

ইতালি এই নিয়ে তৃতীয়বার বিশ্ব কাপ জিতল। ইউরোপের আর কোন দেশের এই সাফল্য নেই। ৫২ বছরের ইতিহাসে এই নিয়ে তারা চতুর্থবার ফাইনালে খেলল।

চার বছর আগে আর্জেন্টিনায় (১৯৭৮) তাদের সূচনা ভাল ছিল, কিন্তু পরে পিছিয়ে পড়ে। এঞ্জো বেয়ারজোট এবার স্ট্রাটেজি বদল করেন। শুরু করেন ধীরে।

মার্গ সঙ্গীতে যেমন ধীরে ধীরে উচ্চ লয়ে যেতে হয়। প্রথমে গলা সাধা। তারপর সুরসৃষ্টি। ইতালি ঠিক সেইভাবে এগিয়েছে। প্রতিযোগিতা যতই এগিয়েছে, তিনি তাঁর বাহিনীকে সেইভাবে অগ্রগতির নির্দেশ দিয়েছেন। অকারণে অস্ত্র বের করে ধার নষ্ট করেননি। খুঁজেছেন বিপক্ষ শিবিরের দুর্বল ঘাঁটি। আগে সেখানেই আক্রমণ হেনেছেন।

চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে কিছুটা ভাগ্যেরও বোধ হয় প্রয়োজন। ইতালির অন্তত তা ছিল। কিন্তু সর্বোপরি চাই সমস্ত রকম অস্ত্রে শানিত বাহিনী। ইতালির তা অবশ্যই ছিল। চাই নানারকম বোমা এবং একটি ব্রহ্মাস্ত্র। ইতালির সবই ছিল। এবং ব্রহ্মাস্ত্র নিঃসন্দেহে পাওলো রসি।

প্রতিটি বিশ্ব কাপে দু-একজন তারকার সন্ধান মেলে। এবারের বিশ্ব কাপে নিঃসন্দেহে সেই উজ্জ্বল তারকাটি পাওলো রসি।

অবিশ্বাস্য ১১ জুলাই মাদ্রিদের বার্নাবিউয়ে ইতালির আন্তনিও কাব্রিনির পেনাল্টি ব্যর্থ হওয়ার ঘটনা।

ইতালি দুর্বল ছিল গিয়ানকার্লো আন্তোগননি নামতে না পারায়। সেমিফাই-নালে পোল্যাণ্ডের বিপক্ষে তিনি আহত হন ও সাতটি সেলাই নিয়ে প্রেস বক্সে বসে ফাইনাল দেখেন। আজ সপ্তম মিনিটে আহত হয়ে বাইরে গেলেন ফ্রান্সেসকো গ্রাজিয়ানি। কয়েক মিনিট পরে হান্স পিটার ব্রিজেল টেনে ধরেন ব্রুনো কণ্টিকে। এর কিছু আগে কাব্রিনির পেলাণ্টি কিক চলে গিয়েছে বারের ওপর দিয়ে।

ইতালির দর্শক-সমর্থকরা ধরে নিয়েছিলেন, তাঁদের জন্য আরও অনেক মন্দ ঘটনা অপেক্ষা করছে। অন্য খেলা হলে ড্র করা যেতে পারে। তা সে দুই দফার লিগ বা অনুরূপ কোন প্রতিযোগিতা হোক। কিন্তু বিশ্ব কাপের খেলায় ঐ ধরনের কোন সুযোগ নেই। ইতালি জিতবে না। তার মানে পরাজয়। আর এই পরাজয়ে অনু-শোচনার কোন স্থান নেই। তাদের স্কিল আছে, প্রতি আক্রমণে যাওয়ার সামর্থ্য আছে ব্রাজিল ও আর্জেণ্টিনার বিরুদ্ধে দুটি খেলাতেই ইতালির পরাজয়ের আশংকা ছিল, কিন্তু হয়েছে জয়।

এখন, এই মুহূর্তে তাদের ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। সুপরিকল্পিতভাবে প্রতি সেকেণ্ডে চলতে হবে। তাদের খেলতে হবে দলগতভাবে, জয় তা হলে অবধারিত।

মার্কো তার্দেলি পেলেন 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ'-এর পুরস্কার। না, কেবল অতি প্রয়োজনীয় দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন বলে নয়, তিনি যেভাবে জার্মান ডিফেন্স ভেদ করেছিলেন, তা তো বটেই। তার স্কিল, বল কণ্ট্রোল, কভারিং এবং অক্লান্ত পরিশ্রম সব কিছুর সমন্বয়ে তাকে বিশ্ব ফুটবল নতুন শিরোপা দিল। তার্দেলির খ্যাতি ছিল অসাধারণ 'কিকার' রূপে। কিন্তু আজ এস্টাডিও বার্নাবিউ দেখল তার্দেলিই 'আজ্জুরি'দের একত্রিত করেছেন। তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাজিয়ানির বদলে অলতোবেলির এসে মানিয়ে নিতে অর্ধেক সময় কেটে যায়। এতক্ষণ পাওলো রসিকে

সাহায্য করার তার্দেলি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানরা যখন মরীয়া হয়ে ফাউল বাড়াতে শুরু করেছেন, তখন ইতালিও দুরন্ত। জেণ্টিলের ছোট ক্রস পাস তিনি জার্মান গোলে প্রবেশ করিয়েছেন (১-০)। ঐ খেলা ইতালির রখলে, আর জার্মানরা আকুলিবিকুলি করছে।

জুপ ডারওয়াল বাহিনী, তাদের ইউরোপীয় বিপক্ষের কাছে চার বছরের মধ্যে এই প্রথম পিছিয়ে পড়ল। শুধু তাই নয়, প্রথম রাউণ্ডে পশ্চিম জার্মানী হারে অস্ট্রিয়ার কাছে। আলজিরিয়াও তাদের বিরুদ্ধে গোল করে (২-১), দ্বিতীয় রাউণ্ডে ড্র করে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে (০-০)। এসব বলে দেয় জার্মানীও বিশ্ব কাপ জয়ের যোগ্য নয়। তবে হ্যাঁ, সেভিলের সেমিফাইনালে তাদের সাফল্য গৌরবের। কিন্তু তারপর সেই খ্যাতি রক্ষা করা সহজ নয়। কেবল ব্রিজেল, ড্রেমলার, কালৎজ ও ফর্স্টার ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মতো দৈহিক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আর যাই হোক বিশ্ব কাপে জেতা যায় না। পিয়ের লিটবারস্কি ও কার্ল-হাইন্স রুমেনিগের মতো বিশ্ব-পর্যায়ের ফরওয়ার্ড তাদের আছে। কিন্তু রুমেনিগের আঘাতের সমস্যা রয়েছে এবং তিনি তাঁর খেলার ৬০ ভাগের বেশি দিতে অপারগ। শুরুর দিকে তাঁর ম্যাজিক টাচ দেখা গেল, কিন্তু যতই সময় এগিয়েছে, তিনি ঝিমিয়ে পড়েছেন।

বেয়ারজোট যথার্থ কাজ করেছিলেন। আহত রুমেনিগের জন্য জেণ্টিলকে কাজে না লাগিয়ে তাঁকে প্রহরা রাখেন লিটবারস্কির পিছনে। ইতালি যখন দেখেছে বিপক্ষ অত্যন্ত দুর্বার, তারা ওদের বিপক্ষে ফুটবল খেলার চেষ্টা করেছে এবং খুঁজেছে ফোকর। তারপর ধেয়েছে গোলের দিকে। আর যখনই যেখানে বল বাড়িয়েছে, পেয়ে গিয়েছে রসিকে।

আশ্চর্য! এই রসি দু বছর বিরতির পর গত এপ্রিলে ফুটবলে প্রথম পা দেন। বাজি ধরা ও ঘুষের জন্য তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। এখন তিন মাসের কম সময়ের মধ্যে তিনি গোল করে ইতালিকে কেবল বিশ্ব কাপ জয়ের সোপানে এনে দিলেন না, নিজের মাথায় সর্বোচ্চ গোলদাতার ( ছটি ) মুকুট পরালেন।

রসি কেবল গোলদাতা বা গোলের পরিকল্পনা রচনাকারী নন; তাঁর স্কিল, তাঁর সাহসিকতা, তাঁর মতো নিঃস্বার্থ সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং ছিপছিপে চেহারা অথচ শক্তিমান খেলোয়াড় দুর্লভ। তিনি নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবলার।

বিশ্ব কাপ বিজয়ী গোলরক্ষক অধিনায়ক এর আগে ছিলেন ১৯৩৪-এ। তিনিও ইতালির এবং জুভেন্টাসের গিয়াম্পিরো কম্বি। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল ১৯৮২-তে। চার বছর আগে মনে হয়েছিল দিনো জফের দিন ফুরিয়েছে। কিন্তু এই ৪০ বছরেও আবার তিনি—বিশ্বের সেরা। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ব্রাজিল ও আর্জে-ণ্টিনার বিপক্ষে তিনি ছিলেন অসাধারণ।

এদিনের ফাইনালে জফের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। শুরুতে রুমেনিগের নিচু শট ছিল। জার্মান অধিনায়কের কূট চাল তিনি বুঝতে না পেরে পিছিয়ে যান। বুট দিয়ে

বল ও ইতালিকে রক্ষা বরেন। ৪০ বছর বয়স। তিনিই জ্যেষ্ঠতম, যিনি বিশ্ব কাপের পদক পেলেন। স্পেনে যখন তিনি অতীতের অপেক্ষা দক্ষ প্রমাণ করলেন, সকলেই তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন।

ইতালি জিতল। কিন্তু মনে রাখা উচিত শুরুর দিকে ক্যামেরুনের সঙ্গে তাদের ১-১ ড্র-র কথা। সমর্থকরা তখন বেয়ারজোটকে সমালোচনা করতে পিছপা হননি। কিন্তু ইতালির বোধ হয় ঐ ম্যাচে ঐ রকম ফলেরই প্রয়োজন ছিল।

সেমিফাইনালে ইতালি ভাগ্যবান। পোল্যাণ্ড ছিল বনিয়েকহীন। কিন্তু ফাইনালে রসিকে অন্তত দুটি গোল করতে হবে। কারণ বিপক্ষে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন—পশ্চিম জার্মানী। এবং ইতালি জিতল…… ।

প্রথম হারাতে হবে বিশ্ব কাপ বিজয়ী আর্জেন্টিনাকে, তারপর ফেবারিট ব্রাজিলকে, অবশেষে চ্যাম্পিয়ন অফ ইউরোপকে। ইতালির সাফল্য এখানেই।

ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী পথ হারায় তাদের ধারা অনুযায়ীই, যে দল জানে না—তা কখন হেরেছে। যে দল সেমিফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে পিছন থেকে অসাধারণভাবে এগিয়ে পরে টাইব্রেকারে হারিয়েছে ফ্রান্সকে, তাদের তো অসীম শক্তির অধিকারী হওয়া উচিত। কিন্তু ফাইনালে উঠে তাদের সব গণ্ডগোল হয়ে গেল।

মাঠের মধ্যে খেলোয়াড়দের মাথা গরম করাকে পল ব্রেটনার থামাতে পারলেন না। প্রথমার্ধে ভাল খেললেও, দ্বিতীয়ার্ধে সব গুণ উধাও হল। দ্বিতীয়ার্ধে কেবল সান্ত্বনা গোলটি দিয়েছিলেন জার্মানীর জন্য। ব্রিজেল ও ড্রেমলার শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তাঁর না আছে স্টাইল না স্কিল। মানি কালৎজ-এর সব বিচক্ষণতা ব্যর্থ হল 'আজুরি' মিডফিল্ডারদের দ্বারা। 'ফোরজা ইতালিয়া', 'ভিভা ইতালিয়া', বারনাবিউ স্টেডিয়াম হাজার হাজার মানুষের ঐকতানে মুখরিত। ঐকতান ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোটের নামেও, তিনিও সব শুনছেন। সমগ্র স্টেডিয়াম উচ্ছ্বসিত। লক্ষ লক্ষ টেলিভিশন দর্শক ইতালিতেও নিশ্চয়ই জাতীয় উৎসব পালন করছেন। বেয়ারজোট মাঠের ধারে বসে জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তকে প্রত্যক্ষ করছেন, হয়তো উপলব্ধিও।

এই সেই ম্যানেজার, যিনি ক্যাটান্যাকিও দ্বারা ১৯৮২তেও সফল হলেন।

পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে এই জয় হল পাওলো রসির জয়। জয় মার্কো তার্দেলির জয় ব্রুনো কন্টির। জয় দিনো জফের।

কিন্তু ইতিহাস আর একজনের কথা স্মরণ করবে। তিনি ম্যানেজার এঞ্জো বেয়ারজোট।

## ফাইনালের স্মরণীয় মুহূর্তগুলি

( মিনিটে মিনিটে )

১—লিটবারস্কিও ফিশার বাঁদিক দিয়ে আক্রমণ করেন। জফ লাফিয়ে লিটবারস্কির শট ধরলেন।

৪—জার্মানরা এগিয়ে চলেছে। ব্রেটনার ক্রস দিলেন। ফিশার বল ধরে রুমেনিগেকে বাড়ালেন। রুমেনিগের শট ওপর দিয়ে চলে গেল। ইতালির ডিফেন্স প্রায় ছত্রখান।

৭—স্টাইলাইকের সঙ্গে সংঘর্ষে কাঁধে আঘাত পেয়ে গ্রাজিয়ানি বাইরে গেলেন, বদলে এলেন অল্তোবেলি।

৯—প্রথম ইতালিয় শট জার্মান গোলে। বার্গোমি অনেক উঁচুতে মারলেন।

১৬—কণ্টির পাসে ওরিয়লি হেড করলেন। কিন্তু গোল ডিঙিয়ে বাইরে গেল।

১৯—জার্মান অধিনায়ক রুমেনিগে অত্যন্ত কুশলতায় দুই ডিফেণ্ডারকে অতিক্রম করলেন। কিন্তু ফিশার দ্রুত এগিয়ে বল তুলে নিলেন।

২২—তার্দেলির ক্রস থেকে ইতালি প্রথম কর্নার পেল।

২৪—অল্তোবেলির ক্রস ধরে কণ্টি এগোতে গেলে ব্রিজেল টেনে ধরেন কণ্টিকে। রেফারি কোয়েলহো দ্বিধা না করে পেনাল্টি স্পটে বল বসাবার নির্দেশ দিলেন। কাবরিনির শট ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। বিশ্ব কাপ ফাইনালে এই প্রথম পেনাল্টিতে গোল হল না।

৩০—কণ্টি সতর্কিত হলেন লিটবারস্কিকে ট্রিপ করার জন্য। ফিশারের শট কলোভাতি গোল মুখ থেকে ক্লিয়ার করলেন।

৩৩—ব্রেটনারের ফ্রি কিকের বলে ফিশার আবার চেষ্টা করলেন গোলের, এবার হেডে।

৩৮—কর্ণার থেকে বল পেয়ে বার্নাড ফর্স্টার খুব উঁচু করে মারলেন। ইতালির ডিফেন্স তখন কিছুটা নড়বড়ে।

৪০—কণ্টি, ইতালির সবচেয়ে বিপজ্জনক হানাদার। বাঁ পায়ে ভলি মারলেন ২০ গজ থেকে। ঠিক বারের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল।

৪১—ওরিয়লি যখন দ্রুত এগোচ্ছেন, স্টাইলাইক রাফ ট্যাকল করলেন। সৌভাগ্য ওঁরা—সতর্কিত হননি। কণ্টির ফ্রি-কিক রক্ষণ-পাঁচিল পেরিয়ে শুমাশার-এর হাতে স্থান নিল।

৪৩—হতাশজনক প্রথমার্ধে বড় ধরনের আক্রমণ করলেন কালৎজ। তাঁর সেণ্টার পেঁছিল রুমেনিগের কাছে, কিন্তু ব্রেমলার স্বপ্ন ভেঙে দিলেন।

বিরতি ০—০

৫১—তার্দেলির ফ্রি-কিক অনেক উঁচু দিয়ে গেল।

৫৬—জার্মান এলাকায় রুমেনিগে ফাউল করলেন ওরিয়লিকে। তার্দেলির দ্রুত

ব্রি-কিক জেণ্টিল ধরে গোলে মারতে যাবেন, এই মুহূর্তে পাওলো রসি ছুটে গিয়ে বিপক্ষের বাধার আগেই গোলে পাঠালেন। ইতালি ১-০ হল।

৬০—জার্মানদের ধৈর্যহানি বাড়ছে। ড্রেমলার সতর্কিত হলেন ওরিয়লিকে ফাউলের জন্য।

৬২—ড্রেমলার-এর বদলে এলেন হ্রুবেশ।

৬৪—হামবুর্গের এই সেণ্টার ফরওয়ার্ড দ্রুত খেলায় ফিরলেন। জফ হ্রুবেশের হেড ধরতে গিয়ে গোল লাইনের ওপর পড়ে গেলেন। পরমুহূর্তে রুমেনিগের শট ধরলেন।

৬৮—চমৎকার পরিকল্পনা ইতালিকে দ্বিতীয় গোল এনে দিল। সিকরিয়া ও বসির সম্মিলিত প্রয়াস যখন প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে, তার্দেলি ছুটে গিয়ে বল নিয়ে স্কোয়ার দিলেন তার্দেলিকে ২-০ করার জন্য।

৭২—উত্তেজনা বাড়ছে। স্টাইলাইককে ধাক্কা দেওয়ার জন্য ওরিয়লি সতর্কিত হলেন। এবার স্টাইলইক দেখলেন হলুদ কার্ড।

৭৫—জার্মানরা প্রচণ্ড আক্রমণ হানল। কিন্তু ইতালির পেনাল্টি বক্সে প্রবেশ করতে পারল না। ব্রিজেলের দূরের ড্রাইভ অনেক উঁচু দিয়ে চলে গেল।

৮০—ব্রিজেল পড়ে গেলেন ও পেনাল্টির দাবি করলেন। কিন্তু নাটকীয় পতনের জন্য রেফারি পেনাল্টি নাকচ করেন। জার্মানরা যখন ঐ নিয়ে ব্যস্ত, ৬০ গজ থেকে কণ্টি বল নিয়ে এগোলেন স্প্রিন্টারের গতিতে। স্কোয়ার পাস দিলেন অল্তোবেলিকে ৩-০ করতে।

৮২—ফাইনালে ৩-০ বড্ড বাড়াবাড়ি। ব্রিজেলের ক্রস থেকে ব্রেটনার ৩-০ করলেন।

৮৮—লিটবারাস্কি সতর্কিত হলেন। বেয়ারজোট এই সময় অলতোবেলির বদলী পাঠালেন পুরনো বিশ্বস্ত ফ্রাঙ্কো কসিওকে। বিশ্ব কাপ জয়ের সম্মান সেও পাক।

**ইতালি—৩ : পশ্চিম জার্মানী—১।**

**মাদ্রিদ ( বার্নাবিউ ) ১১. ৭. ৮২, দর্শক ৯০,০৮৯**

**ইতালি**

জফ। বার্গমি, কলোভাতি, সিকরিয়া, জেন্টিল, কার্বাগ্নিনি, তার্দেলি, ওরিয়লি। কন্টি, রসি, গ্রাজিয়ানি (অলতোবেলি ৭ মিঃ, কসিও ৮৮ মিঃ)। বদলী ব্যবহার করা হয়নি : ডসেনা, মারিনি, বরডন।

ম্যানেজার : এঞ্জো বেয়ারজোট।

**পশ্চিম জার্মানী**

শুমাশার। কালৎজ, খা ফস্টার, বি ফস্টার, স্টাইলাইক, ব্রিজেল। ড্রেমলার ( হ্রুবেশ ৬২ মিঃ ), ব্রেটনার। রুমেনিগে, ( হান্স মুলার ৮১ মিঃ ), ফিশার, লিটবারস্কি। বদলী ব্যবহার করা হয়নি : হানেস, মগথ, ফ্রাঙ্কে।

ম্যানেজার : জুপ ডারওয়াল।

**রেফারি : আর্নল্ডো সিজার কোয়েলহো ( ব্রাজিল )**

**লাইন্সম্যানদ্বয় : আব্রাহাম ক্লিন ( ইজরায়েল ) ও ভোজতেচ ক্রিস্টিভ ( চেকোশ্লাভাকিয়া )**

## ফাইনালের দুই দেশ

( স্পেনে আসার আগে তাদের ক্লাব, বয়স, জাতীয় দলের হয়ে কতবার খেলেছেন )

### ইতালি

| জার্সি নম্বর | পজিশন | কোন ক্লাবে খেলেন | বয়স | জাতীয় দলেরপক্ষে কতবার খেলেছেন |
|---|---|---|---|---|
| | গোল | | | |
| ১ | দিনো জফ | জুভেন্টাস | ৪০ | ৯৯ |
| | ডিফেন্স | | | |
| ৩ | গিওসেপ্পে বার্গামি | ইণ্টার | ১৮ | ১ |
| ৪ | আন্তনিও কর্বেরিনি | জুভেন্টাস | ২৪ | ৩৩ |
| ৫ | ফালভিও কলোভাতি | এ সি মিলান/ ইণ্টারন্যাজিওনেল | ২৫ | ২৬ |
| ৭ | গেতানো স্কিরিয়া | জুভেন্টাস | ২৯ | ৪৯ |
| ৬ | ক্লডিও জেন্টিল | জুভেন্টাস | ২৮ | ৫৬ |
| | মিডফিল্ড | | | |
| ১৪ | মারকো তার্দেলি | জুভেন্টাস | ২৭ | ৫৫ |
| ১৩ | গাব্রিলে অরিয়লি | ইন্টার | ২৯ | ২০ |
| | অ্যাটাক | | | |
| ১৬ | ব্রুনো কন্টি | রোমা | ২৭ | ১৪ |
| ২০ | পাওলো রসি | জুভেন্টাস | ২৫ | ২০ |
| ১৯ | ফ্রান্সেসকো গ্রাজিয়ানি | ফিওরেণ্টিনা | ২৯ | ৫৩ |
| ১৮ | অলেস্যান্দারো অল্তোবেলি | ইন্টার | ২৬ | ১০ |
| ১৫ | ফ্রাঙ্কো কসিও | উডিনেসে | ৩৩ | ৫৮ |
| | এঞ্জো বেয়ারজোট | ম্যানেজার | ৫৫ | |

( শরীরের মাপ ৪৮-২৩-১৩-১২-৬২-৪৬ )

## পশ্চিম জার্মানী

| জার্সি নম্বর | পজিশন | কোন ক্লাবে খেলেন | বয়স | জাতীয় দলের পক্ষে কতবার খেলেছেন |
|---|---|---|---|---|
| | **গোল** | | | |
| ১ | হারাল্ড শুমাশার | কোলন | ২৮ | ৫২ |
| | **ডিফেন্স** | | | |
| ২০ | ম্যানফ্রেড কালৎজ | হামবুর্গ | ২৯ | ৫৯ |
| ৫ | বারনড্ ফর্স্টার | স্টুটগার্ট | ২৬ | ১৫ |
| ৪ | কারলহাইন্জ ফর্স্টার | স্টুটগার্ট | ২৩ | ৩৫ |
| ১৫ | উলি স্টাইলাইক | রিয়ালমাদ্রিদ (স্পেন) | ২৭ | ২৩ |
| ২ | হান্স-পিটার ব্রিজেল | কিজারস্লাউটার্ন | ২৬ | ২৭ |
| | **মিডফিল্ড** | | | |
| ৬ | ভোলসগ্যাং ড্রেমলার | বেয়ার্ন মিউনিক | ২৭ | ১১ |
| ৯ | হর্স্ট হবেশ | হামবুর্গ | ৩১ | ১৬ |
| | ( অ্যাটাকের খেলোয়াড় ) | | | |
| ৩ | পল ব্রেটনার | বেয়ার্ন মিউনিক | ৩০ | ৪১ |
| | **অ্যাটক** | | | |
| ১১ | কারনস-হাইনজ রুমেনিগে | বেয়ার্ন মিউনিক | ২৬ | ৫২ |
| ১০ | হান্স মুলার | স্টটগার্ট-ইন্টার-ন্যাজিওনেল | ২৪ | ৩৪ |
| | **মিডফিল্ডের খেলোয়াড়** | | | |
| ৮ | ক্লাউস ফিশার | কোলন | ৩২ | ৩৯ |
| ৭ | লিটবারস্কি | কোলন | ২২ | ৭ |
| | জুপ ডারওয়াল | ম্যানেজার | ৫৫ | |

( শরীরের মাপ ৩৯-২৯-৬-৪-১০১-৩৪ )

## চ্যাম্পিয়নের পদক

১৯৩০ সালে প্রথম বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে দেওয়া হয়েছিল 'জুলে রিমে ট্রফি'। ফিফার প্রথম সভাপতি (১৯২১-১৯৫৪) ফ্রান্সের জুলে রিমের নামে ঐ ট্রফির নাম রাখা হয়। প্যারিসের বিখ্যাত অলঙ্কার নির্মাতা আবেল লাফলিউর ট্রফিটি তৈরি করেন। 'সোনার পরী' যাকে বলেন কেউ কেউ, তা আসলে ডানাযুক্ত সোনার 'নাইক'। গ্রীক পুরাণ অনুযায়ী 'নাইক' হল সাফল্যের অধিষ্ঠাত্রী। সুতরাং একে 'সোনার পরী' বলা উচিত নয়। ৩০ সেণ্টিমিটার উচ্চতার ১৮০০ গ্রাম ওজনের সোনার 'নাইক' মোট তিনবার জিতে চিরকালের জন্য পেয়েছে ব্রাজিল। ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হয় ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০ এ।

১৯৭১-এ ফিফা, ফুটবলের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জন্য নতুন ট্রফি তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়। এর ওজন পাঁচ কিলোগ্রাম, উচ্চতা ৩৬ সেণ্টিমিটার। এটির নাম 'ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ'। এর ডিজাইনের জন্য বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। ৫৩টি ডিজাইন আসে বিভিন্ন দেশ থেকে। ইতালির অলঙ্কার নির্মাতা সিলভিও গজ্জানিগা যে ডিজাইন থেকে 'ফিফা ওয়াল্ড কাপ' তৈরি করেন, সেটি—একজন অ্যাথলিটের হাতে গ্লোব বা পৃথিবী। পুরোটাই ১৮ ক্যারাট সোনার। কাপটি ৫ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্কে (প্রায় ২ কোটি টাকা) বীমা করা। নতুন ফিফা আইন অনুযায়ী কখনও কাউকে এই কাপ স্থায়ীভাবে দেওয়া যাবে না। ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের দাম আট হাজার পাউণ্ড (প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা)।

### ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকায়

১৯৮২ পর্যন্ত বিশ্ব কাপের শিরোপা ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বাইরে যায়নি। মোট ১২ বার এই প্রতিযোগিতা হয়েছে। ইউরোপ জিতেছে ৬ বার, লাতিন আমেরিকাও তাই। এশিয়া, আফ্রিকা বা অন্যান্য অঞ্চলের ফুটবলের যা মান, মনে হয় না অদূর ভবিষ্যতে ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার বাইরে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ যাবে।

১৯৬৬ থেকে অদ্ভুত ঘটনা দেখা যাচ্ছে বিশ্ব কাপ বিজয়ে। পরপর কখনও ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকায় চ্যাম্পিয়নশিপের পদক যায়নি। যথা : ১৯৬৬—ইংল্যাণ্ড (ইউরোপ)। ১৯৭০—ব্রাজিল (লাতিন আমেরিকা)। ১৯৭৪—পশ্চিম জার্মানী (ইউরোপ)। ১৯৭৮—আর্জেণ্টিনা (লাতিন আমেরিকা)। ১৯৮২—স্পেন (ইতালি)।

ঐ পর্যন্ত ওয়াল্ড কাপ জিতেছে মোট ৬টি দেশ। ইতালি (১৯৩৪, ১৯৩৮ ও ১৯৮২), ব্রাজিল (১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৭০), উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০), পশ্চিম জার্মানী (১৯৫৪ ও ১৯৭৪), ইংল্যাণ্ড (১৯৬৬) এবং আর্জেণ্টিনা (১৯৭৮)।

## কোথায় খেলা, কত দর্শক, কত খেলা, কত গোল

( ১৯৩০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত কেবল চূড়ান্ত পর্বে )

| বছর | স্থান | মোট দর্শক | গড় দর্শক | মোট খেলা | মোট গোল | গোলের গড় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৩০ | উরুগুয়ে | ৪৩৪,৫০০ | ২৪,১৩৯ | ১৮ | ৭০ | ৩.৮৮ |
| ১৯৩৪ | ইতালি | ৩৯৫,০০০ | ২৩,২৩৫ | ১৭ | ৭০ | ৪.১১ |
| ১৯৩৮ | ফ্রান্স | ৪৮৩,০০০ | ২৬,৮৩৩ | ১৮ | ৮৪ | ৪.৬৬ |
| ১৯৫০ | ব্রাজিল | ১,৩৩৭,০০০ | ৬০,৭৭২ | ২২ | ৮৮ | ৪.০০ |
| ১৯৫৪ | স্থইজারল্যান্ড | ৯৪৩,০০০ | ৩৬,২৭০ | ২৬ | ১৪০ | ৫.৩৮ |
| ১৯৫৮ | স্থইডেন | ৮৬৮,০০০ | ২৪,০০০ | ৩৫ | ১২৬ | ৩.৬০ |
| ১৯৬২ | চিলি | ৭৭৬,০০০ | ২৪,২৫০ | ৩২ | ৮৯ | ২.৭৮ |
| ১৯৬৬ | ইংল্যান্ড | ১,৬১৪,৬৭৭ | ৫০,৪৫৮ | ৩২ | ৮৯ | ২.৭৮ |
| ১৯৭০ | মেক্সিকো | ১,৬৭৩,৯৭৫ | ৫২,৩১২ | ৩২ | ৯৫ | ২.৯৬ |
| ১৯৭৪ | পঃ জার্মানী | ১,৭৭৪,০২২ | ৪৬,৬৮৫ | ৩৮ | ৯৭ | ২.৫৫ |
| ১৯৭৮ | আর্জেন্টিনা | ১,৬১০,২১৫ | ৪২,৩৭৪ | ৩৮ | ১০২ | ২.৬৮ |
| ১৯৮২ | স্পেন | ১,৭৬৬,২৭৭ | ৩৩,৯৬৭ | ৫২ | ১৪৬ | ২.৮১ |

## চূড়ান্ত পর্বে চ্যাম্পিয়নদের লিগ টেবল

| বছর | বিজয়ী | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | কত খেলোয়াড় ব্যবহার করেছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৩০ | উরুগুয়ে | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১৫ | ৩ | ১৫ |
| | ( ফাইনাল ঃ উরুগুয়ে-৪ ঃ আর্জেন্টিনা-২ ) | | | | | | | |
| ১৯৩৪ | ইতালি | ৫ | ৪ | ১ | ০ | ১২ | ৩ | ১৭ |
| | ( ফাইনাল ঃ ইতালি-৪ ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া-১ ঃ অতিরিক্ত সময়ে ) | | | | | | | |
| ১৯৩৮ | ইতালি | ৪ | ৪ | ০ | ০ | ১১ | ৫ | ১৪ |
| | ( ফাইনাল ঃ ইতালি-৪ ঃ হাঙ্গেরি-২ ) | | | | | | | |
| ১৯৫০ | উরুগুয়ে | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৫ | ৫ | ১৪ |
| | ( চূড়ান্ত খেলা ঃ উরুগুয়ে-২ ঃ ব্রাজিল-১ ) | | | | | | | |
| ১৯৫৪ | পশ্চিম জার্মানী | ৬ | ৫ | ০ | ১ | ২৫ | ১৪ | ১৮ |
| | ( ফাইনাল ঃ পশ্চিম জার্মানী-৩ ঃ হাঙ্গেরি-২ ) | | | | | | | |
| ১৯৫৮ | ব্রাজিল | ৬ | ৫ | ১ | ০ | ১৬ | ৪ | ১৬ |
| | ( ফাইনাল ঃ ব্রাজিল-৫ ঃ স্থইডেন-২ ) | | | | | | | |
| ১৯৬২ | ব্রাজিল | ৬ | ৫ | ১ | ০ | ১৪ | ৫ | ১২ |
| | ( ফাইনাল ঃ ব্রাজিল-৩ ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া-১ ) | | | | | | | |

| বছর | বিজয়ী | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে | কত খেলোয়াড় ব্যবহার করেছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৬৬ | ইংল্যাণ্ড | ৬ | ৫ | ১ | ০ | ১১ | ৩ | ১৫ |
| | ( ফাইনাল ঃ ইংল্যাণ্ড-৪ ঃ পশ্চিম জার্মানি-২ ; অতিরিক্ত সময়ে ) | | | | | | | |
| ১৯৭০ | ব্রাজিল | ৬ | ৬ | ০ | ০ | ১৯ | ৭ | ১৫ |
| | ( ফাইনাল ঃ ব্রাজিল-৪ ঃ ইতালি-১ ) | | | | | | | |
| ১৯৭৪ | পশ্চিম জার্মানী | ৭ | ৬ | ০ | ১ | ১৩ | ৪ | ১৮ |
| | ( ফাইনাল ঃ পশ্চিম জার্মানী-২ ঃ হল্যাণ্ড-১ ) | | | | | | | |
| ১৯৭৮ | আর্জেন্টিনা | ৭ | ৫ | ১ | ১ | ১৫ | ৪ | ১৭ |
| | ( ফাইনাল ঃ আর্জেন্টিনা-৩ ঃ হল্যান্ড-১ ; অতিরিক্ত সময়ে ) | | | | | | | |
| ১৯৮২ | ইতালি | ৭ | ৪ | ৩ | ০ | ১২ | ৬ | ১৫ |
| | ( ফাইনাল ঃ ইতালি-৩ ঃ পশ্চিম জার্মানী-১ ) | | | | | | | |

### চূড়ান্ত পর্বে বিভিন্ন দেশের জয়, পরাজয়, গোল
( ১৯৩০-১৯৮২ )

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ব্রাজিল | ৫৭ | ৩৭ | ১০ | ১০ | ১৩৪ | ৬২ |
| পশ্চিম জার্মানী ( ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ ধরে ) | ৫৪ | ৩১ | ১১ | ১২ | ১২২ | ৭৮ |
| ইতালি | ৪৩ | ২৪ | ৯ | ১০ | ৭৪ | ৪৬ |
| আর্জেন্টিনা | ৩৪ | ১৬ | ৫ | ১৩ | ৬৩ | ৫০ |
| ইংল্যান্ড | ২৯ | ১৩ | ৮ | ৮ | ৪০ | ২৯ |
| উরুগুয়ে | ২৯ | ১৪ | ৫ | ১০ | ৫৭ | ৩৯ |
| হাঙ্গেরি | ২৯ | ১৪ | ৩ | ১২ | ৮৫ | ৪৮ |
| সোভিয়েত ইউনিয়ন | ২৪ | ১২ | ৫ | ৭ | ৩৭ | ২৫ |
| পোল্যান্ড | ২১ | ১২ | ৪ | ৫ | ৩৮ | ২২ |
| যুগোশ্লাভিয়া | ২৮ | ১২ | ৪ | ১২ | ৪৭ | ৩৬ |
| সুইডেন | ২৮ | ১১ | ৬ | ১১ | ৪৮ | ৪৬ |
| ফ্রান্স | ২৭ | ১১ | ৩ | ১৩ | ৫৯ | ৫০ |
| অস্ট্রিয়া | ২৩ | ১১ | ২ | ১০ | ৩৮ | ৪০ |
| স্পেন | ২৩ | ৮ | ৫ | ১০ | ২৬ | ৩০ |
| চেকোশ্লোভাকিয়া | ২৫ | ৮ | ৫ | ১২ | ৩৪ | ৪০ |
| হল্যান্ড | ১৬ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩২ | ১৯ |
| চিলি | ২১ | ৭ | ৩ | ১১ | ২৬ | ৩২ |
| সুইজারল্যান্ড | ১৮ | ৫ | ২ | ১১ | ২৮ | ৪৪ |

| | খেলা | জয় | ড্র | পরাজয় | গোল পক্ষে | গোল বিপক্ষে |
|---|---|---|---|---|---|---|
| স্কটল্যান্ড | ১৪ | ৩ | ৫ | ৬ | ২০ | ২৯ |
| পেরু | ১৫ | ৪ | ৩ | ৮ | ১৯ | ৩১ |
| পোর্তুগাল | ৬ | ৫ | ০ | ১ | ১৭ | ৮ |
| নরওয়ে | ১০ | ৩ | ৪ | ৩ | ১১ | ১৭ |
| মেক্সিকো | ২৪ | ৩ | ৪ | ১৭ | ২১ | ৬২ |
| বেলজিয়ম | ১৪ | ৩ | ২ | ৯ | ১৫ | ৩০ |
| পূর্ব জার্মানী | ৬ | ২ | ২ | ২ | ৫ | ৫ |
| প্যারাগুয়ে | ৭ | ২ | ২ | ৩ | ১২ | ১৯ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৭ | ৩ | ০ | ৪ | ১২ | ২১ |
| ওয়েলস | ৫ | ১ | ৩ | ১ | ৪ | ৪ |
| রোমানিয়া | ৮ | ২ | ১ | ৫ | ১২ | ১৭ |
| আলজিরিয়া | ৩ | ২ | ০ | ১ | ৫ | ৫ |
| বালগেরিয়া | ১২ | ০ | ৪ | ৮ | ৯ | ২৯ |
| টিউনিসিয়া | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৩ | ২ |
| ক্যামেরুন | ৩ | ০ | ৩ | ০ | ১ | ১ |
| কিউবা | ৩ | ১ | ১ | ১ | ৫ | ১২ |
| উত্তর কোরিয়া | ৪ | ১ | ১ | ২ | ৫ | ৯ |
| তুরস্ক | ৩ | ১ | ০ | ২ | ১০ | ১১ |
| হন্ডুরাস | ৩ | ০ | ২ | ১ | ২ | ৩ |
| ইজরায়েল | ৩ | ১ | ০ | ২ | ১ | ৩ |
| কুয়েত | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬ |
| মরক্কো | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৬ |
| অস্ট্রেলিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ০ | ৫ |
| কলম্বিয়া | ৩ | ০ | ১ | ২ | ৫ | ১১ |
| ইরান | ৩ | ০ | ১ | ২ | ২ | ৮ |
| নরওয়ে | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ | ২ |
| মিশর ( ইজিপ্ট ) | ১ | ০ | ০ | ১ | ২ | ৪ |
| ডাচ ইস্টইন্ডিজ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ | ৬ |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ | ১৬ |
| নিউজিল্যান্ড | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১২ |
| হাইতি | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ২ | ১৪ |
| জাইর | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ১৪ |
| বলিভিয়া | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ | ১৬ |

## বেশিবার খেলেছেন যাঁরা

**আন্তনিও কারবাজাল ( মেক্সিকো ) ঃ** একমাত্র, যিনি পাঁচটি বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্বে খেলেছেন। তিনি গোলরক্ষা করেন ১৯৫০, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬২ ও ১৯৬৬তে।

**উয়ে শিলার বা জিলার ( পশ্চিম জার্মানী ) ঃ** মোট ২১টি ম্যাচ খেলেছেন ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬ ও ১৯৭০-এ সেণ্টার ফরোয়ার্ডে।

**পেলে ( ব্রাজিল ) ঃ** একমাত্র, যিনি তিনটি বিজয়ী দলে খেলেন। ১৯৬২তে পুরো খেলেননি আহত হওয়ায়। চূড়ান্ত পর্বে খেলেন চারবার। ১৯৫৮য় চারটি ম্যাচ, ১৯৬২তে দুটি ম্যাচ। ১৯৬৬তেও খেলেন। ১৯৭০-এ ছটি ম্যাচ মোট ১৪টি।

**মারিও জাগালো ( ব্রাজিল ) ঃ** একমাত্র, যিনি বিশ্ব কাপের বিজয়ীর পদক পেয়েছেন খেলোয়াড় হয়ে এবং বিজয়ী দলের ম্যানেজারও ছিলেন। খেলেন ১৯৫৮ ও ১৯৬২তে এবং ম্যানেজার হন ব্রাজিলের তৃতীয় জয়ের বছরে—১৯৭০-এ।

**দিনো জফ ( ইতালি ) ঃ** জ্যেষ্ঠতম খেলোয়াড়, যিনি ৪০ বছর বয়সে বিজয়ীর পদক পান। ১৯৮২তে ছিলেন অধিনায়ক।

আর একজন গোলরক্ষক বিজয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনিও ইতালির। ১৯৩৪-এর ঐ ব্যক্তি গিয়াম্পিয়েরো কম্বি।

**নরম্যান হোয়াইটসাইড ( উত্তর আয়ারল্যান্ড ) ঃ** এত কম বয়সে ( ১৭ বছর ) আর কেউ বিশ্ব কাপে খেলেন নি। পেলের বয়স ১৭ হলেও, নরম্যানের অপেক্ষা কয়েকমাসের বড় ছিলেন। নরম্যান খেলেন ১৯৮২তে।

## গোল এবং গোল

বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্বে সর্বাধিক গোলের ব্যবধান ৯। ১৯৮২তে হাঙ্গেরি ১০-১ হারায় এল সালভেদরকে। ১৯৫৪য় হাঙ্গেরি ৯-০ হারায় দক্ষিণ কোরিয়াকে। ১৯৭৪-এ যুগোশ্লাভিয়া ৯-০ হারায় জাইরকে। তবে বিশ্ব কাপে বেশি গোলের রেকর্ড ১৯৮১-র ১৫ আগস্ট। নিউজিল্যাণ্ড ১৩-০ গোলে হারিয়েছিল ফিজিকে।

ফ্রান্সের জাস্ট ফনটাইন ১৩টি গোল করেন ১৯৫৮-র চূড়ান্ত পর্বে ৬টি ম্যাচে। ফাইনাল রাউন্ডে পশ্চিম জার্মানীর জার্ড মুলারের ১০ গোলের রেকর্ড ১৯৭০-এ। তিনি ১৯৭৪-এ দেন ৪টি। ফনটাইন ও ব্রাজিলের জেয়ারজিনো ছাড়া আর কেউ ফাইনাল রাউন্ডের প্রতিটি খেলায় গোল দিতে পারেননি। জেয়ার-জিনো ১৯৭০-এ ৬টি খেলায় ৭টি গোল দেন।

জার্ড মুলার ১৯৭০-এ কোয়ালিফাইং সহ মোট ১৯টি গোল দেন। এর ৯টি প্রাথমিক রাউণ্ডে, ১০টি ফাইনাল রাউণ্ডে। পেলে, ফাইনাল রাউণ্ডে তৃতীয় সর্বোচ্চ গোলকারী। চারটি প্রতিযোগিতায় ১২টি।

ইংল্যান্ডের জিওফ হার্স্ট একমাত্র, যিনি ফাইনালে হ্যাটট্রিক করেন। ১৯৬৬তে ইংল্যান্ড ফাইনালে ৪-২ হারায় পশ্চিম জার্মানীকে। এর তিন গোল করেন হার্স্ট।

রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ডের প্যাডি মুর প্রথম খেলোয়াড়, যিনি ৪টি গোল করেন। ১৯৩৪-এর ২৫ ফেব্রুয়ারি ডাবলিনে আয়ারল্যান্ড ৪-৪ করে বেলজিয়মের সঙ্গে।

রবিব বেনসেনব্রিঙ্ক ( হল্যান্ড ) ১৯৭৮-য় বিশ্ব কাপের ফাইনাল রাউন্ডে হাজারতম গোলটি করেন স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে পেনাল্টিতে।

আর প্রথম গোলটির কৃতিত্ব ফ্রান্সের লুইস লরেন্ট-এর। ১৯৩০-এর ১৩ জুলাই মন্টিভিডিও-য় মেক্সিকোর বিরুদ্ধে ফ্রান্স জিতেছিল ৪-১।

বিশ্ব কাপের চূড়ান্ত পর্বে দ্রুততম গোলটি হল ১৯৮২-র ১৬ জুন। ইংল্যান্ডের ব্রায়ান রবসন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শুরুর ২৭ সেকেন্ডের মাথায় গোল দেন। ঠিক ৪৪ বছর আগে দ্রুততম ( ৩০ সেকেন্ডে গোলটি ছিল সুইডেনের ওলি নাইবার্গ-এর প্যারিসে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে। ৩১ সেকেন্ডে গোলের রেকর্ড ১৯৭৮-এ ফ্রান্সের বার্নার্ড লাকোম্বের। ইতালির বিরুদ্ধে গোলটি করেন।

তারপর দুটি ফাইনালে গোল করেন ব্রাজিলের ভাভা ( আসল নাম এডোয়াল্ডো ইজিডিও নেটো )। ১৯৫৮র ফাইনালে সুইডেনের ( দুটি ) ও ১৯৬২র ফাইনালে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপক্ষে গোল দেন।

## ফাইনাল রাউণ্ডে যাঁরা বেশি গোল দিয়েছেন

| বছর | নাম | দেশ | গোল |
|---|---|---|---|
| ১৯৩০ | গুইলার্মো স্ট্যাবিল | আর্জেন্টিনা | ৮ |
| ১৯৩৪ | অ্যাঞ্জেলো শিয়াভিও | ইতালি | ৪ |
| | ওল্ডরিশ নেজেডলি | চেকোশ্লোভাকিয়া | ৪ |
| | এডমণ্ড কোহেন | জার্মানী | ৪ |
| ১৯৩৮ | লিওনিডাস ডা সিলভা | ব্রাজিল | ৮ |
| ১৯৫০ | আদেমির | ব্রাজিল | ৯ |
| ১৯৫৪ | স্যাণ্ডর ককসিস | হাঙ্গেরি | ১১ |
| ১৯৫৮ | জাস্ট ফন্টাইন | ফ্রান্স | ১৩ |
| ১৯৬২ | ড্রাজেন জার্কোভিচ | যুগোশ্লাভিয়া | ৫ |
| ১৯৬৬ | ইউসেবিও | পোর্তুগাল | ৯ |
| ১৯৭০ | জার্ড মুলার | পশ্চিম জার্মানী | ১০ |
| ১৯৭৪ | গ্রজেগর্জ লাটো | পোল্যাণ্ড | ৭ |
| ১৯৭৮ | মারিও কেম্পেস | আর্জেন্টিনা | ৬ |
| ১৯৮২ | পাওলো রসি | ইতালি | ৬ |

**ফাইনাল রাউণ্ডে ব্যক্তিগত ৪টি গোলের রেকর্ড আটজনের**

| | | |
|---|---|---|
| গুস্তাভ ওয়েটারস্ট্রোয়েম | সুইডেন : কিউবা | ১৯৩৮ |
| লিওনিডাস ডা সিলভা | ব্রাজিল : পোল্যাণ্ড | ১৯৩৮ |
| আর্নেস্ট উইলিমওস্কি | পোল্যাণ্ড : ব্রাজিল | ১৯৩৮ |
| আদেমির | ব্রাজিল : সুইডেন | ১৯৫০ |
| যুয়ান শিয়াফিনো | উরুগুয়ে : বলিভিয়া | ১৯৫০ |
| স্যাণ্ডর ককসিস | হাঙ্গেরি : পঃ জার্মানী | ১৯৫৪ |
| জাস্ট ফনটাইন | ফ্রান্স : পঃ জার্মানী | ১৯৫৮ |
| ইউসেবিও | পোর্তুগাল : উত্তর কোরিয়া | ১৯৬৬ |

## দীর্ঘক্ষণ

পশ্চিম জার্মানীর ম্যানেজার হেলমুট শ্যোন ১৯৭৮য় অবসর নেন। তাঁর মতো সফল আন্তর্জাতিক কোচ আর নেই। ১৯৬৬তে বিশ্ব কাপে তাঁর ম্যানেজারশিপে দল রানার্স হয়, ১৯৭০-এ হয় বিশ্ব কাপে তৃতীয়, ১৯৭২-এ ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন। ১৯৭৪য় জিতল বিশ্ব কাপ, এবং ১৯৭৬য় রানার্স হল ইউরোপীয়ান চ্যাম্পিনশিপে। শ্যোন ১৪ বছর ম্যানেজার ছিলেন।

পোল্যাণ্ডের কাজিমিয়েরজ দিনা ১৯৭৮-য় শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন বিশ্ব কাপে। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ঐ ম্যাচে তিনি পেনাল্টি কিক করেন এবং গোলরক্ষক ফিলোল সেটি আটকে দেন।

ইতালির গোলরক্ষক দিনো জফের শততম আন্তর্জাতিক খেলা ১৯৮২তে পোল্যাণ্ডের বিপক্ষে। খেলার ফল ০-০।

৪৭৫ মিনিট গোলে বল ঢুকতে দেননি বিশ্ব কাপের ফাইনাল টুর্নামেণ্টে পশ্চিম জার্মানী যোসেফ 'শেপ' মেয়ার। ১৯৭৪য় বিশ্ব কাপ ফাইনালে হল্যান্ড পেনাল্টিতে গোল দেয় প্রথম মিনিটে। তিনি ছিলেন গোলে। ১৯৭৮য় হল্যাণ্ডই তাঁকে গোল দেয়। এর মাঝে মেয়ার ( বা মাইয়ার ) একটিও গোল খাননি। ইংল্যাণ্ডের পিটার শিলটন ১৯৮২তে বিলবাওয়ে ফ্রান্সের কাছে গোল খান ২৪ মিনিটে। তারপর গোল অক্ষত রাখেন চেকোশ্লোভাকিয়া, কুয়েত, পশ্চিম জার্মানী ও স্পেনের বিপক্ষে। সাত ঘণ্টা ছ মিনিট অর্থাৎ ৪২৬ মিনিট গোল অক্ষত ছিল।

কোয়ালিফাইং প্রতিযোগিতায় ১৯৮২তে নিউজিল্যাণ্ড ১৫টি ম্যাচ খেলে। গোলরক্ষক রিচার্ড উইলসন ১৫ ঘণ্টা ২০ মিনিটের মধ্যে তাঁর গোলে বল প্রবেশ করতে দেননি।
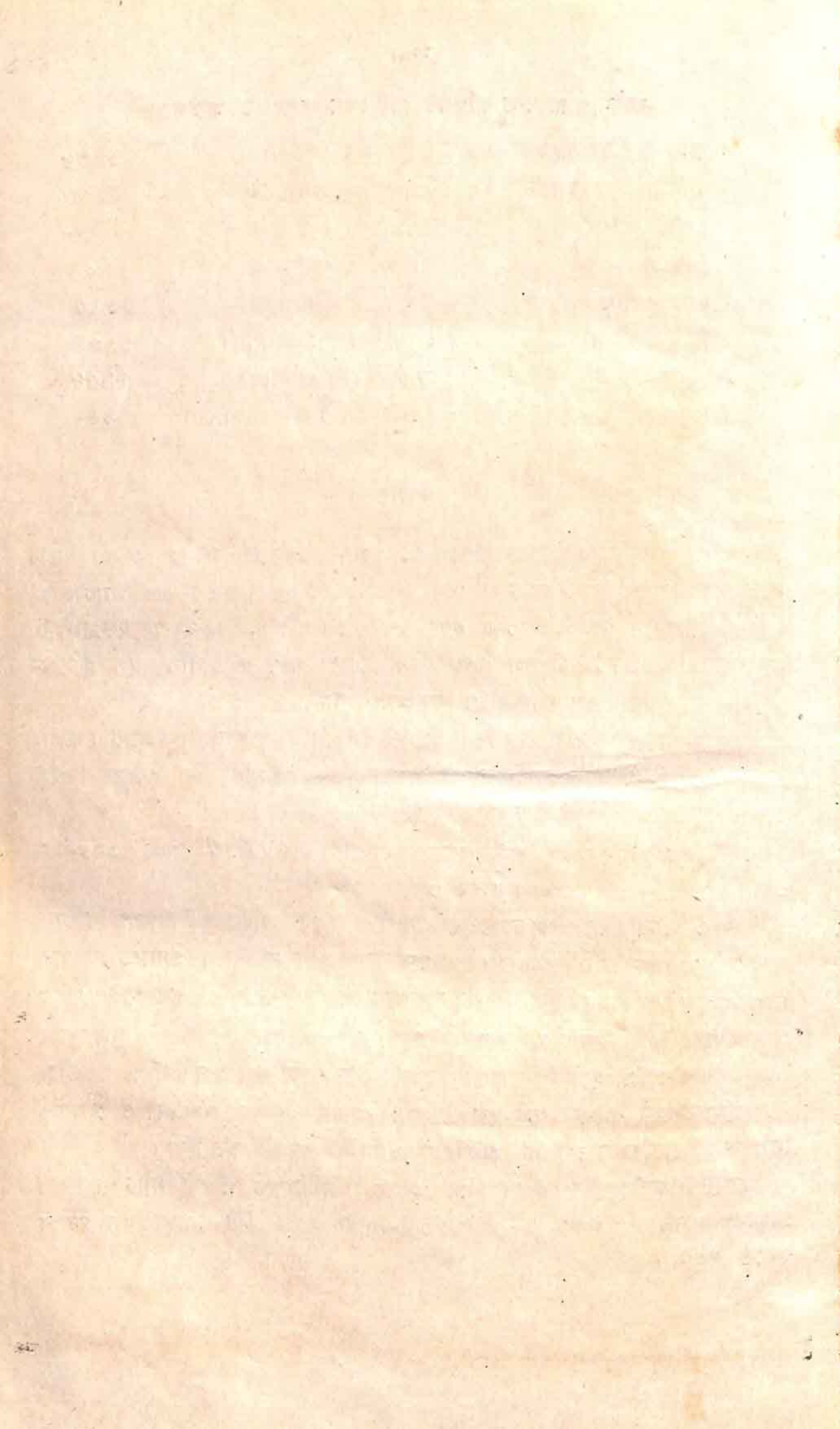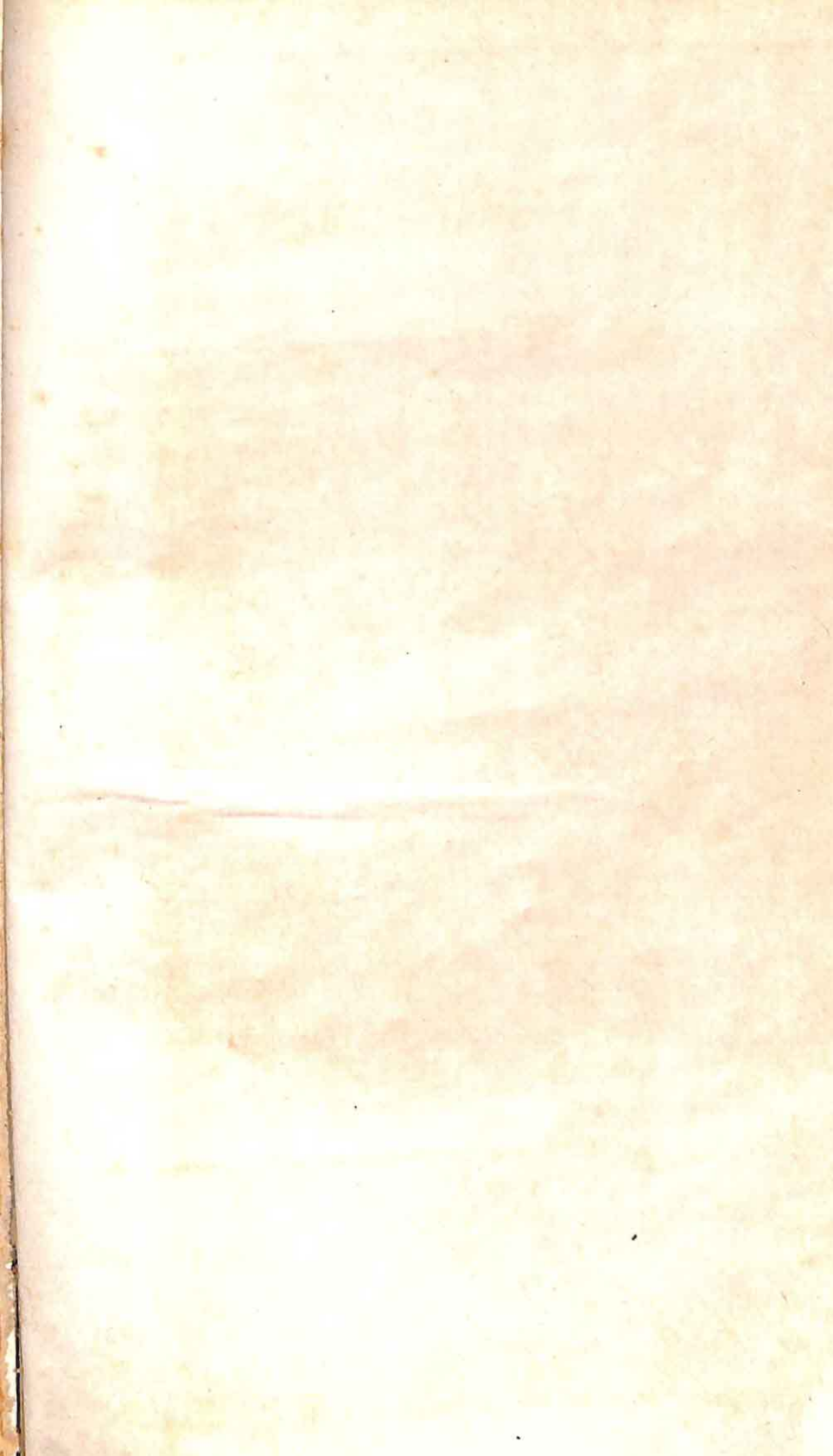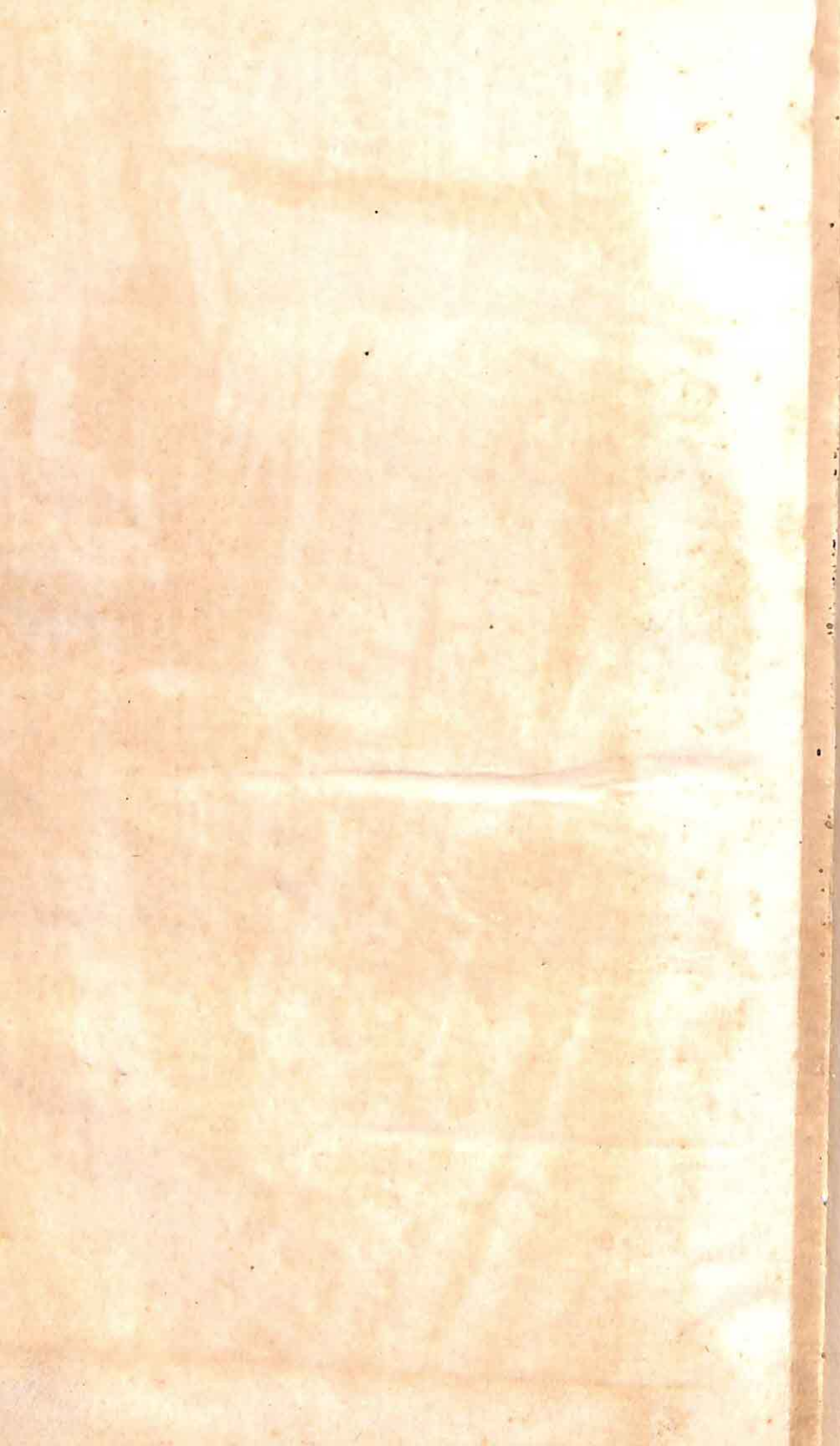
ফুটবল-- বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে এ ধরণের বই বাংলায় শুধু নয়, কোন ভারতীয় ভাষায় ইতঃপূর্বে লেখা হয় নি। ১৯৩০ থেকে১৯৮২ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবল সম্পর্কে বিস্তারিত ও সর্বশেষ তথ্য রয়েছে এই বইয়ে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের ৫২ বছরের সব পরিসংখ্যান, ফাইনাল রাইণ্ডে কোন্ দলের বা দেশের পক্ষে কারা খেলেছেন, নেপথ্য কাহিনী এমনভাবে কোন ইংরাজি বইয়েও বিবৃত হয়নি। ১৯৩০ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত ফাইনাল রাউণ্ডের প্রতিটি ম্যাচের বিবরণ তথা নানা দেশের পতন ও উত্থানের কাহিনী। পোজ্জো, মিজ্‌ল, রামসে, শ্যোন মেনত্তি, বেয়ারজোটের মতো ম্যানেজাররা যেমন, তেমনি ফনটাইন, কারবাজল, জাগালো, পেলে, ইউসোবিও, শিলার, চার্লটন মারাদোনা, রুমেনিগে, জফ, রসি সহ অসংখ্য খেলোয়াড়ের কথ এই বইয়ে স্থান পেয়েছে।

অত্যন্ত সহজ করে বইটি লিখেছেন 'সোভিয়েট ল্যাণ্ড নেহর পুরস্কার' প্রাপ্ত এদেশের একমাত্র ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জী তিনি বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে প্রথম লেখেন ১৯৭৫ এ, তারপ চিরঞ্জীব প্রায় সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন। তা যেম সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব জার্মানী, তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ। খেলাধুলার নানা তথ অনুসন্ধানের মাঝে খুঁজেছেন বিশ্ব ফুটবলের নানা কাহিনী ও রেকর্ড ঐ সব কাহিনী, রেকর্ড, এবং ফিফা ও নানা দেশের জাতী ফুটবল সংস্থার তথ্যে সমৃদ্ধ এই 'বিশ্বকাপ ফুটবল'।